ক্ষীরোদ-গ্রন্থাবলী

(ষষ্ঠ ভাগ)

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-রোটারী-মুদ্রণ-যন্ত্রে"
শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

[মূল্য ১॥০ দেড় টাকা

সূচীপত্র

মংরু। সে কি মা? জান্ ছাড়তে পারি ত তোকে ছাড়তে পারি না। কিন্তু মা, বুঝে দেখ, তোর বয়েস হ'ল, আছিস বেদের মাঝখানে, তারা তোর পায়ের ধুলো ছোঁবার যুগ্যি নয়। যত বেদে-বেদিনী তোর চাকর-চাকরাণী। আর কি তোর তাদের সমান হয়ে থাকা ভাল দেখায়? আমরা দাসী-বিনবে তোকে আলাদা রেখে মানুষ করেছি। তোর সাথীদেরও আলাদা ক'রে রেখেছি। তোকে যার কাছে সহবৎ শিখিয়েছি, সে সন্ন্যাসী মাও ম'রে গেছে। তখন আর আমি কি করতে পারি? দেশে বিদেশে সেই চিত্রকূট আর পদক নিয়ে তোর বাপ-মায়ের খোঁজ করেছি, কিন্তু পাইনি।

বরুণা। তা না পেয়েছিস, ভালই হয়েছে। তোরা আমাকে যা বলতে চাস্ বল, কিন্তু আমি তোদের মাবাপ ছাড়া আর কিছু বলব না। তা হ'লে আজ আমি সহরে যাই?

মংরু। যেতে ইচ্ছে করেছিস্ মা, তবে শুধু যাসনি। যে পদকটি তোর গলায় বাঁধা ছিল, সেইটি গলায় প'রে যা।

বরুণা। কেন, দরকার কি?

মংরু। তুই ত আমাদেরই ধন আছিস। তবু মা, যদি তোর কিছু কিনারা হয়, সেটা আমাদের সুখ!

বরুণা! বেশ, দিবি চল্।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনপল্লী।

পুণ্ডরীকের সহচরগণ।

(গীত)

তাপ মেরে হান বাণ।
হাঁটু গেড়ে ব'সে, মাথা বেঁধে ক'সে,
গুণ এঁটে মারো ছিলেয় টান।
এদিকে চর্বি ওটি গুটি, কাঁদিয়ে জল মাটি,
লেগে যাক সিঙ্গি-বাঘের দাঁত-কপাটি,
বাসায় গিয়ে থাকুক ব'রে, নয়, ঘরে ফিরে জাবুক থান।
তবে যদি সিঙ্গিমামা দড় করে দাঁত
সেটা কিন্তু দুক্কালে দেখার না বাহার,

সাহস ক'রে পেছিয়ে এস, মাথা গু'জে কোণে ব
ইচ্ছা হয় আস্তে কেসো, নইলে ধর দুর্গানাম গা
আর হাপটি মেরে ছিঁড়তে দেরো চুপোপু টার প্রাণ

সকলে। ভাজ ধর, ভাজ জোর, যেখানে শীকার আছে, টেনে বার কর।

(মংরুর প্রবেশ)

মংরু। হাঁ হাঁ, করছিস কি, করছিস কি হুজুর? শীকার করতে এসেছিস, তা গরীবের ঘরে কাছে উৎপাত করছিস কেনে?

১ম, স। কি ব্যাটা, কি বললি, উৎপাত আমরা রাজপুত্তুরের ইয়ার, করছি শীকার, শীক না মিললে করব কি?

মংরু। তা শীকার তোরা খুঁজে লিবি, হামরা খুঁজে দেবে!

১, স। কি বললি বেটা? আমরা রাজপুত্তুরে ভাই, ছানা মাখন খাই, গুটী গুটী যাই, আমরা শীক খুঁজে নেব বেয়াদব বেটা?

মংরু। এখানে কি শীকার আছে, তা হা খুঁজে দেবে?

১ম, স। বড় বড় বাঘ নিয়ে আয়, সিঙ্গি নি আয়, গণ্ডার নিয়ে আয়, হাতী নিয়ে আয়।

মংরু। হামিই যদি সব এনে দেব, তোরা কি করবে?

১ম, স। আমরা কেবল ব'সে ব'সে বাণ ছুঁড় বাঘ সিঙ্গি যেমন আনতে থাকবি, আমরাও সেঁটে সে ক'রে বিধতে থাকব।"

মংরু। তবেই ত মুস্কিল করলি হুজুর, এখান বাঘ সিঙ্গি কোথায় পাব? একটু বনের ভেতর চ কত বাঘ-ভালুক মারতে চাস্ দেখিয়ে দিচ্ছি।"

১ম, স। কি বল্লি বেটা, আমরা রাজপুত্তুরে ইয়ার, থাকি হাতিশালে, বাগানে করি পাইচারি, আমরা বনে ঢুকব?

সকলে। যা বেটা নিয়ে আয়, বাঘ নিয়ে আয় সিঙ্গি নিয়ে আয়।

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। এই যে—এই যে—আহাম্মোক বেটার এখানে আছে। এ বেটাদের এখান থেকে ন তাড়ালে রাজকুমারকে ফেরাতে পারব না। অন হুমদ মুখো রাজকুমার কতকগুলো মুখখুর সঙ্গে জুটে একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।

১ম, স। দাঁড়িয়ে রইলি কেন বেটা, নিয়ে আয়।

অভি। কি হয়েছে, কি হয়েছে?

১ম, স। এই যে, এই যে—অভিরাম!

সকলে। অভি—অভি—অভিরাম!

অভি। কি?

১ম, স। অভি—অভি—আমরা শীকার করছি।

অভি। বেশ করছ, তা এ বেটার সঙ্গে কি তকরার করছ?

১ম, স। এ বেটাকে শীকার এনে দিতে বলছি।

অভি। বেশ করেছ। এ বেটা শীকার এনে দে। (ইঙ্গিত)

হ-ক। শীকার আমি কোথায় পাব?

অভি। কোথায় পাবি, তা হুজুরেরা কি ক'রে জানবেন? কি কি শীকার চাই হুজুর?

সকলে। সিংহ চাই, বাঘ চাই, ভালুক চাই, বরা চাই, হাতী চাই।

অভি। শুধু এই?

সকলে। আরো চাই—টাট্‌কা মাছ চাই, পুকুরের কই চাই, পুঁটিমাছ চাই।

অভি। হয়েছে, বুঝেছি। যা বেটা, বড় বড় হাতী নিয়ে আয়, হরেক রকম বাঘ নিয়ে আয়, গোব্‌দা গোব্‌দা ভালুক নিয়ে আয়।

হ-ক। আজ্ঞা হুজুর, আনছি, তা ব'লে কটা নিয়ে আসব?

অভি। কটা আনবে হুজুর?

সকলে। হাঁ হাঁ!

অভি। আচ্ছা, আমি বলছি। ওরে দামড়, এই যে সব বীর দেখছিস, এরা এক এক জনে এক বাণে এক কোপ ক'রে বাঘ মেরে ফেলতে পারে। যা, গণ্ডা কতক বাঘ এনে হাজির কর।

হ-ক। আচ্ছা হুজুর, আনছি। কিন্তু আমি বাঘ আনলেও আর তোরা যে পালিয়ে যাবি, সেটি হবে না।

অভি। কি! এরা রাজপুত্তুরের ইয়ার, ধরে হাতিয়ার, বরং বাঘ মারবে, হাতী কেটে মারবে, ওরা বাঘ দেখে পালাবে? তা ভাবিস না!

[হ-কর প্রস্থান।

১ম স। ও অভি—অভি—অভিরাম!

অভি। কি হুজুর?

১ম স। সত্যি সত্যি বেটা আনবে না কি রে?

অভি। আনলে, আবার আনবে কি!

সকলে। অঁ্যা! (পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করন)

অভি। ও শালা বেটে, যখন আনব ব'লে গেছে, তখন না এনে কি ছাড়বে! এখনও গভীর বনে ঢুকবে, আর বাঘের কান ধ'রে এনে তোমাদের মধ্যে ছেড়ে দেবে।

[সকলের ভীতি প্রদর্শন

১ম স। ও অভি—অভি। ফিরিয়ে আন, ফিরিয়ে আন।

অভি। ও কি আর ফেরে, শালা দামড় হুজুর খাতির রাখে না, আর কেন হুজুর, তীরটীর নিয়ে তৈরী হয়ে থাক।

১ম স। তবে তাঁবু আগলাবে কে রে?

অন্যান্য সহচরগণ। আমি—আমি (পলায়ন)।

অভি। ও হুজুর, ওরা যে পালাল।

১ম স। কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা, বিশ্বাসঘাতক, আমাকে একা ঘোর বিপদে ফেলে—দেখব তারা কত বড় বেইমান। তুমি ততক্ষণ অপেক্ষা কর। দেখো, বেটা বাঘ আনে কি না। আনলে আমাকে খবর দিও। আমি এসেই বাঘগুলোকে এক এক চড়ে মেরে ফেলাব। আমি তাঁবু রক্ষা করতে চললুম।

অভি। যে আজ্ঞা হুজুর, এখনই যাও।

[১ম সহচরের প্রস্থান

(পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। অভিরাম!

অভি। কি প্রভু?

পুণ্ড। দেখছ, ব্যাপারখানা কি দেখছ?

অভি। তা আর দেখব না, বলেন কি? আপনি রাজপুত্র আর আমি আপনার খানসামা, আপনি যখন হুকুম করছেন, তখন আমি ব্যাপারখানা কি দেখব না?

পুণ্ড। এ কি দেখলুম অভিরাম?

অভি। আপনি সরষে-ফুল দেখছেন।

পুণ্ড। সরষে-ফুল দেখছি কি রে হতভাগা?

অভি। আজ্ঞে, সকালবেলায় ঘরে ব'সে ক্ষীর মাখন খাওয়া আপনার অভ্যাস, বেঘের বনে এতটা ছোটাছুটি করা ত আপনার অভ্যাস নেই। তার ওপর আপনার গুণধর সঙ্গীরা এইমাত্র আপনাকে বাঘের মুখে নিক্ষেপ ক'রে আপনার তাঁবু আগলাতে

চ'লে গেল। কাজেই ক্লান্ত হয়ে মনের কষ্টে আপনি চোখে সর্ষে-ফুল দেখছেন।

পুণ্ড। তারা গেছে। বেশ হয়েছে। দৃষ্টি-হীনের এ বনে প্রবেশ করবার অধিকার নেই। আয় অভিরাম, সঙ্গে আয়! দেখবি আয়, বিজন অরণ্যের হৃদয়মধ্যে অমর-কাননের মত উদ্যান! তার মধ্যে কমল-কহ্লারের লীলাস্থল মানস-সরোবরের মত জলাশয়! তার চারিধার বেড়ে, বিচিত্র ফুলরাশি মাথায় ক'রে যেন কত অজ্ঞাত দেশের অজ্ঞাত মলয়-সেবিতা পুষ্পলতা!

অভি। বলেন কি?

পুণ্ড। আয়, দেখবি আয়!—এই দেবের বনে অজ্ঞাতবাসে কোন অপূর্ব্ব শিল্পী অবস্থান করছে।

অভি। সত্য বলছেন, না তামাসা?

পুণ্ড। আয় অভিরাম, তার সন্ধান করি।

অভি। সে কোথায় আছে, কি ক'রে জানলেন?

পুণ্ড। কোথায় আছে যদিও জানি না, কিন্তু বুঝেছি, এক জন আছে। কামিনী-কুঞ্জের গায় তার দু'দিন আগের হাত দেখেছি। তার করস্পর্শে নবোদ্গমে কামিনী ফুলভারে মেতে উঠেছে। অশোক-তরুতলে তার পদচিহ্ন দেখেছি। অশোক-ফুলরাশির উপঢৌকন নিয়ে তার পুনরাগমন প্রতীক্ষা করছে।

অভি। তা হ'লেও এটাও বুঝেছেন, সে শিল্পী রমণী।

পুণ্ড। বুঝেছি, সে বিলাসবিভোরা চিত্রলেখা। যদি দেখবার সাধ থাকে, তা হ'লে সঙ্গে আয়।

তৃতীয় দৃশ্য

বনমধ্যস্থ উদ্যান।

বরুণা ও সখীগণ।

(গীত)

সোনার নূপুর বাজবে রাঙা পায়।
চ'লে চল্ চাঁদবদনী চাঁদনী মাথায়॥
মুছে নে রাতুল চরণ,
ঢেকে নে চাঁপার বরণ,
দিয়ে নে সুলোচনে কালীর দরিয়ায়।
নইলে হাটে ভাঙবে হাঁড়ি,
রূপ নিয়ে সই কাড়াকাড়ি,
সব হাটে ছুটবে ভ্রমর, লুটবে এসে পায়।
বেড়ক্তে ঘিরে ঘিকিয়ে যাবি
ফিরিয়ে আনা হবে দায়॥

[সখীগণের প্রস্থান

(শংকর প্রবেশ)

শংক। ও মা বরুণী, তোর হাটে যাওয়া হ'ল না।

বরুণা। কেন বাপ?

শংক। কোথাকার রাজপুত্তুর নটবহর নিয়ে শীকার করতে এসেছে, সে শালার সর্দ্দারা ভারী দুষ্ট, আমায় বলে, শীকার দেখিয়ে দে। আমি বলি, এখানে শীকার মিলবে কোথা? এই বলতেই শালারা আমাকে তরোয়াল নিয়ে কাটতে এসেছে। তারা ভারী উৎপাত করছে। ঘর ভাঙছে, দুয়ার ভাঙছে, যাকে সমুখে পাচ্ছে, তাকে মারছে। তেড়া ছাগল মেরে লুট ক'রে ফেললে, আমি ফন্দি ক'রে পালিয়ে এসেছি। তুই আর এখানে থাকিস নি, পালিয়ে যা।

বরুণা। না পালালে কি চলবে না?

শংক। তাদের দয়া-মায়া কিছুই নেই—তোকে দেখে যদি তোর ওপর অত্যাচার করে? আমরা গরীব বেদে, রাজাদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে পারব কেন?

বরুণা। তুই রাজপুত্তুরকে দেখেছিস?

শংক। না মা। তাকে দেখি নি। না দেখেই সে কি মেজাজের লোক, তা বুঝে নিয়েছি। চুয়াড়ে সঙ্গী যার, সে কি কখন ভাল হয়?

বরুণা। বাপ! তুই রাজপুত্তুরের সন্ধান দিতে পারিস?

শংক। কেনে, তার সন্ধান নিয়ে কি হবে?

বরুণা। আমি তাকে শাস্তি দেব।

শংক। সে কি পাগলী! রাজপুত্তুরকে শাস্তি দিবি কি? তাকে পাগল বানিয়ে ঘরে পুরতে পারিস ত বুঝে আমি।

বরুণা। দেখাই যাক না কত দূর কি হয়, আমার আশ্রয়দাতাদের উপর অত্যাচার ক'রে সে অমনি চ'লে যাবে? ভগবান্ রাজপুত্তুরকে যেমন অত্যাচারের অস্ত্র দিয়েছে, গরীব বেদের মেয়েকেও ত তেমনই মান বাঁচাবার নাগপাশ দিয়েছে। রাজপুত্তুর দেখুক, কার জোর বেশী।

শংক। তা হ'লে খুঁজব?

বরুণা। এখনই—যেন অত্যাচার ক'রে অমনি অমনি পালিয়ে না যায়।

[শংকের প্রস্থান।

বরুণা। খেলবার জিনিস বনেই দিয়েছে, আর

বুঝি কোথাও করতে হাতে দেয়ে ব'ল না। কিন্তু এ কি? অজ্ঞানে দেবেন্দ্রীর প্রাণ নিয়ে বনে বনে ঘুরছিলেম। দূর পথে জড়া বনহরিণীর মত পলকে পলকে চমকে উঠেছেম। পরিচয় পেয়ে, এ কি সিংহিনীর অহঙ্কারের আবেগ আমার বুকে উথলে উঠল? পালিয়ে যাবার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। প্রতিশোধ নিতে প্রাণ মেতে উঠেছে, কি যেন বিশাল রাজ্য আমার সম্মুখে—আমি রাজা ভবের অভিলাষে আমার আজন্মশক্তি সমস্ত প্রবৃত্তির অন্তরমধ্যে সমবেত করেছি। হারি কিংবা জিতি। হারি,—দেবেন্দ্রীর বক্ষ অন্তরালে পর্ণকুটীরে চির অন্ধকারে মুখ লুকোবো। জিতি,—রাজনন্দিনী—স্বর্ণ-অট্টালিকায় ব'সে সমস্ত প্রজার মাথায় মণি হবে—

নেপথ্যে পুণ্ডরীক। অভিরাম!

বকুলা। তাই ত, ভাবতে না ভাবতে মনের কথা শেষ হ'তে না হ'তে। কোথায় রাখবো এখনও স্থির করতে পারি নি। সোনার খাঁচায় পুরে রাখব, কিংবা আমার নিজ উচ্চ অট্টালিকার মাথায় বসিয়ে জগৎকে দেখাব, এখনও যে স্থির করতে পারিনি। মনের কথায় বিরাম না হ'তে হ'তেই এখনই এলে! কে তুমি বুঝতে পারিনি,—শুধু স্বর,—আহা, কি মধুর! ভাল ক'রে ধরতে পারছি না, দেখতেও পারছি না। তা হ'লে এসো অভ্যাগত অতিথি! সম্মুখে কমলকহ্লার, আশে পাশে উদ্যানের নানা রঙের বেলী, বেলা, চামেলি—এস অতিথি। তাদের আতিথ্য গ্রহণ করবে এসো।

(অনেক মেয়ের প্রবেশ)

মেয়ে। দিদি—দিদি!

বকুলা। কি?

মেয়ে। একটা রাজপুত্তুর!

বকুলা। বুঝতে পেরেছি—চ'লে আয়।

মেয়ে। উঃ! দিদি! চেহারার কি চেকনাই! ঠিক যেন রাজপুত্তুর!

বকুলা। বুঝতে পেরেছি—দেখা দিস্‌নি—বাগানে আসতে না আসতে চ'লে আয়—

[প্রস্থান।

মেয়ে। এমন রাজপুত্তুরটিকে ভাল ক'রে না দেখে চ'লে যাব? আর দেখতে পাই কি না পাই—একটা ঝোপের আড়ালে ব'সে ব'সে খানিকক্ষণ দেখে নি।

[প্রস্থান।

(অভিরাম ও পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। দেখলি অভিরাম?

অভি। দেখেছি, বড়ই সুন্দর বাগান!

পুণ্ড। শুধু সুন্দর বললেই এর অভিধান হ'ল না। রাজা শিববর্ম্মার রাজধানীমধ্যে এমন উদ্যান নেই, সম্মুখে অপ্সরারচিত নন্দন-কানন, মধ্যে মানস-সরোবরের মত সুধাহিল্লোলময় জলাশয়,—দেখতে পাচ্ছিস না?—এ কি অভিরাম, এ ঘোর বনে এমন বাগান রচনা করলে কে?

অভি। তাই ত, এ বাগান রচনা করলে কে? বনের সঙ্গে কি এ বাগান আপনা আপনি তৈরী হয়েছে?

পুণ্ড। এ বাগান কি আপনা আপনি তৈরী হ'তে পারে?

অভি। তা হ'লে কি ক'রে হ'ল? অপ্সরা বেটীরে আকাশে ব'সে ব'সে মনের মত ক'রে তৈরী করে,—শেষে দড়িতে ঝুলিয়ে ঝুপ ক'রে কি বনের ভেতর ফেলে দিয়ে গেল?

পুণ্ড। এমন গণ্ডমূর্খ সহচরটাকে বাবা আমার সঙ্গী ক'রে পাঠিয়েছেন! হতভাগাটা কিছুতেই আমার অন্তরের কথা বুঝতে পারছে না।

অভি। (পুণ্ডরীকের বুকে হাত দিয়া) হুজুর, এখানে ত কোন কথা নেই, কেবল ঢিপ ঢিপ্‌

পুণ্ড। যেয়ো গণ্ডমূর্খ, তুই এ বাগান দেখবার যোগ্য ন'স।

অভি। আজ্ঞে, তা বুঝেছি। তবে যাবার … এইখানটায় একটুকু গড়াগড়ি দিয়ে যাই। … বেটীরে বাগান তৈরী করতে করতে যখন … হয়েছে, তখন এই ঘাসের গালচেয় নিশ্চয় বেটীরে শুয়েছে। (গড়াগড়ি দিয়া) আঃ আঃ!

পুণ্ড। এই পাজী নচ্ছার, ওঠ।

অভি। আ হা হা! হুজুর, এইখানে বেটীরে মুক্তার চূণ দিয়ে পারিজাতী খিলি খেয়েছে—গন্ধ ভুরভুর—প্রাণ ভর!

পুণ্ড। দেখ অভিরাম, এ রহস্য করবার স্থান নয়। কেন লাঞ্ছিত হবি, চ'লে যা।

অভি। বাপ! এইখেনে এক বেটী হাঁচুটী পিটেছে। যেমন শুয়েছি, অমনি বুকটা ঢিপ ঢিপ ক'রে উঠেছে।

পুণ্ড। ওরে হতভাগা মূর্খ—রহস্য করছিস কি? এই বাগানের অন্তরালে একটা হাত দেখতে পাচ্ছিস্‌ না?

অভি। ওরে বাবা, তাই ত—ঐ দুলছে।

পুণ্ড। কি—কি দুলছে?

অভি। একখানা হাত—

পুণ্ড। কৈ—কৈ, কোথা দেখলি?

অভি। বাবা! দেখলে আর বাঁচতুম! আপনার কাছে শুনে ভয়ে ঠিক যেন দেখে ফেললুম।

পুণ্ড। বুঝতে পাচ্ছিস না অভিরাম, এই বাগান যার হাত দিয়ে রচিত হয়েছে, সে নিশ্চয় কোন শাপভ্রষ্টা বিদ্যাধরী। সে এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের অন্তরালে অবস্থান করছে। আমি তার সুন্দর বাহু-লতার কারুকার্য্য ঠিক যেন দেখতে পাচ্ছি।

অভি। বটে বটে! তা হ'লে আর একটুকু এগিয়ে চলুন। ঐ দেখুন, বাগানের পাশে একটা হরিণ—নিশ্চয় ওটা বিদ্যাধরী বেটীর পোষা। নইলে আমাদের দেখে পালিয়ে যাচ্ছে না কেন? ঐ দেখুন, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সে আপনাকে দেখতে লাগল। এই বেলা বন্ ক'রে একটা তীর ছুড়ে দিন।—

পুণ্ড। আ—হা—হা!

অভি। আবার আহা কেন, শীকার ক'রে ফেলুন। এমন সুবিধা ফস্কে গেলে, আর সমস্ত দিনের ভেতর শীকার জুটবে না। শুধু হাতে সহরে ফিরতে হবে।

পুণ্ড। আ—হা—হা! আমি ঐ মৃগীর চোখের অন্তরালে আর দুটি বিশাল উজ্জ্বল চক্ষু যেন দেখতে পাচ্ছি

অভি। আরে রাম! চব্বিশ ঘণ্টা অন্তরালে থাকলে সুমুখে দেখবেন কখন্? কান টানলেই মাথা আসবে। হরিণটাকে বাণ-কোঁড়া করুন। সঙ্গে সঙ্গে আপনার সেই আড়ালের কি জানি কি ধরা প'ড়ে যাবে। হুজুর, হুজুর!

পুণ্ড। কি, কি?

অভি। বিদ্যাধরী, বিদ্যাধরী।

পুণ্ড। দেখ মূর্খ! রহস্য করবি ত এখনই তোকে মেরে ফেলব!

অভি। আজ্ঞে, রহস্য নয়, এবারে খাঁটী। হরিণের পাশের বন খস্ খস্ করছে।

পুণ্ড। তাই ত। তাই ত অভি! আমার দেহটা এখন কেমন করছে,—তুই শীগ্‌গির যা—কি ওখানে, সন্ধান কর। বোধ হচ্ছে যেন সন্ধান পেয়েছি—ঐ বুঝি ঐ—ঝোপের ভেতরে রূপ লুকিয়ে থাকতে পারছে না।

অভি। আজ্ঞে, ঠিক বলেছেন, ফুটে বেরুচ্ছে। তা হ'লে আপনিই যান।

পুণ্ড। না অভি! আমি যাব না, আমি গেলে হয় ত সে ভয়ব্যাকুলা হয়ে পালিয়ে যাবে, অভি! তুই যা!

অভি। বেশ, তবে অপেক্ষা করুন, আমি সন্ধান ক'রে এখনই আপনাকে সংবাদ দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

পুণ্ড। তাই ত, বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে যাব? প্রাণ বলছে, সমস্ত চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তবু ত সন্ধান করতে পারছি না! বেদে-বেদেনীরে তাকে জানে, কিন্তু আমাকে বললে না। এত সাধলুম, কেউ আমাকে দয়া করলে না। আমাকে দেখে সবাই পালিয়ে গেল। কিন্তু আমারও প্রতিজ্ঞা, আমি এ রহস্য ভেদ না ক'রে নগরে ফিরছি না। এতে যদি ব্যাধের কুল নির্ম্মূল করতে হয়, তাও স্বীকার।

অভি। (নেপথ্যে) হুজুর—হুজুর!

পুণ্ড। কি রে, কি খবর?

অভি। আপনার সেই হাত পাকড়াও করেছি।

(অভিরাম ও বস্ত্রাবৃত বেদের প্রবেশ।)

পুণ্ড। অ্যাঁ, তাই ত—এই অবগুণ্ঠনবতীই কিই এ উদ্যানের অধিকারিণী?

অভি। আমার কাছে চালাকী, বেটী বিদ্যাধরী! হুজুর! বেটী ঐ ঝোপের ভেতর ব'সে ব'সে আপনাকে দেখছিল। যেমন আমার পায়ের সাড়া পেয়েছে, অমনই খরগোসে তাড়া পেলে যেমন ভয়ে মুখ গুঁজে বসে, তেমনই ক'রে বেটী ঝোপের ভেতরে মুখ লুকিয়েছিল। হরিণের কাছে একখানা চাদর প'ড়ে ছিল, আমি সেইখানা দিয়ে ঝপ ক'রে বেটীকে চাপা দিয়ে ধ'রে এনেছি। উঃ! বেটীর কি কোমল হাত। উঃ! প্রাণ যায়।

পুণ্ড। রে হতভাগা! হাত ছেড়ে দে। সুন্দরি! আপনি সঙ্কুচিত হবেন না। আপনি আমাকে আপনার গুণমুগ্ধ বলেই জানবেন।

অভি। উঃ! চাদর চাপা দিতে গিয়ে—বাপ! কি চকচকে রূপ—এখন হাত ধ'রে—উঃ! প্রাণ যায়।

পুণ্ড। কি বেয়াদব! তুচ্ছ চাকর তুই—আমার মনোমোহিনীর হাত ধ'রে তোর প্রাণ যায়! এত বড় স্পর্দ্ধা? এখনই হাত ছাড়, নইলে তোর বেয়াদব প্রাণকে এখনই আমি মুষ্ট্যাঘাতে চূর্ণ ক'রে দেব।

অভি। তবে থাক্—আমার অনেক কষ্টের প্রাণ—দুদিক থেকে তাড়া। এদিকে কোমল হাত, ও দিকে কঠোর মুঠী—কাজ কি—কাজ কি—উঃ! কিন্তু

কি ! আগুন—আগুন ! গলায় ভৈরবী, কণ্ঠা হাতখান্। কণ্ঠের কোকিলে যেন আগুনের ফুল্কী—

পুত্র। কিসের লজ্জা সুন্দরি ? যে এই বিজন অরণ্যের ভেতরে এমন নন্দন-সদৃশ উদ্যান রচনা করতে পারে, এ সংসারে তার লজ্জা দেখাবার লোক কে আছে ? আপনি আমাকে এক জন কৃপাভিক্ষার্থী ব'লেই জানবেন। সুন্দরি, বিদেশ থেকে আমার সঙ্গে কথা ক'ন—আমি রাজপুত্র। আমি ভাগ্যক্রমে আপনার কলা-কৌশল দেখেছি—সুন্দরি, কৃপা ক'রে অধম ভিখারীকে মুখ দেখান।

অভি। তাই ত। পাজী বেটী ! শুধু কলা দেখিয়ে আমাদের সোনার রাজপুত্রকে পাগল করতে চাস্—বেশী কৌশল দেখা—নইলে এক কিলে তোর মাথা ভেঙে ফেলব।

বেদে। (ক্রন্দন)

অভি। কাঁদবি কি—মুখ দেখা।

পুত্র। অভি ! ও কাকে আনলি ?

অভি। ঠিক এনেছি—আগুন—আগুন। সুন্দরি, মুখ খোল, আর মান ক'র না।

বেদে। (ক্রন্দন স্বরে) সারা খাইয়া ফ্যালে—পুড়িয়ে খাইছি রে—

পুত্র। দূর হ'—দূর হ' (বেদের প্রস্থান) পাজী মজায় আছে ! তোকেই আজ আমি দেখে নেবো।

অভি। এখানে নয় হুজুর—সহরে। সহরে ফিরে আমাকে যা শাস্তি দেবার দেবেন। আপনাকে যেরূপ আত্মহারা দেখছি, তাতে আমি আপনাকে এখানে আর এক দণ্ড থাকতে দেবো না। আপনি এতই পড়িয়াছেন যে, কুৎসিত বেদে এতক্ষণ আপনার চোখের উপর রইল, আপনি বুঝতে পারলেন না।

পুত্র। তবে কি আমার অনুমান মিথ্যা ?

অভি। সে কি আমায় বলতে হবে ?

পুত্র। এ বাগান তবে কি বেদেবেদেনীর রচনা ?

অভি। তা নয় ত কি ! আপনি কবে মৃগয়া করতে আসবেন জেনে, কে অন্য আপনার অপেক্ষায় বাগান রচনা ক'রে ব'সে আছে ? চ'লে আসুন, আমি বলছি, আর কিছু হ'ক আর না হ'ক, বেশীক্ষণ বনে বনে ঘুরলে আপনাকে বেদেনীর হাতায় পড়তে হবে।

পুত্র। তুই ফিরে যা।

অভি। বলেন যাচ্ছি—আমি ভৃত্য, আপনাকে ফেরাতে ত আমার ক্ষমতা নেই। তবু যাবার সময় ব'লে যাই, চোখের পাকে হাত পা এড়িয়ে যেন বেদেনীর ফাঁদে পা পড়বেন না।

পুত্র। তুই ক্ষুদ্রবুদ্ধি ভৃত্য, তুই ভৃত্যের অনুযায়ী কথা বললি। কিন্তু মূর্খ ! আমি এখনও বলছি, এ অপূর্ব্ব উদ্যানরচনা, নীচজাতীয়া ব্যাধনন্দিনীর কার্য্য নয়।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

শুনে রে মূর্খ, তুমি মিথ্যা কথায়, তোমার ভৃত্যের মূর্খতায় আমাকে ভোলাতে চাও।

অভি। তাই ত—তাই ত ! এ যে কিন্নরীর গান ! তবে কি সত্যসত্যই এ বনে অপ্সরারা বাস করে ?

পুত্র। প্রণয়ঙ্করী সুধাধারা—সম্মোহন স্বরের ফোয়ারা—অভিরাম ! যদি ঐ প্রস্রবিণী-তীরে পৌঁছিতে পারি—যদি কখন রাজোদ্যানে ব'সে ঐ সুধা-নির্ঝরে কোনও দিন আপনাকে স্নান করাতে পারি, তবেই আমি ফিরব, নইলে এই আমার প্রথম মৃগয়া, এই আমার শেষ।

[প্রস্থান।

অভি। তাই ত ! আমি এখন কি করি ? এ পাগলকে ত আমি ফেরাতে পারব না। এখন রাজধানী ফিরে রাজাকে খবর দেওয়া ছাড়া ত অন্য উপায় দেখি না ! আর আমিই বা কতকাল এক পাগ[ল] রাজপুত্রের কাছে হীন ভিখারী-বেশে অবস্থান করব ? যার সন্ধানে ছদ্মবেশে দেশ-বিদেশে ঘুরলুম, [সে] কেরলরাজকে ত দেখতে পেলুম না ! [illegible] মিছে একটা ভৃত্য সেজে, রাজা ও রাজপুত্রের [গাল] খেতে এখানে থাকি কেন ? যখন সঙ্গে এসেছি, তখন রাজপুত্রের শুভাগমনের সংবাদ রাজাকে দিতে আমি বাধ্য। সংবাদ দিয়ে, কল্যই আমি নিজরাজ্যে চ'লে যাই।

চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যান (অপরাহ্ণে)

বরুণা।

(গীত)

শত প্রেমিকার প্রাণের কামনা সে যে পূর্ণিমার শশী।
ঘনঘোর কুমুদী জানিস যদি,
কেন তারে আমি ভালবাসি।
তাহারে ধরিতে সখীরে সখীরে [illegible]

সে সব সোহাগ দূরে ফেলে,
পড়ে আছে তোর পদতলে,
ছাড়িয়া আকাশ সুদূরে প্রবাস লহরীর শিরে ভাসি।
না জানি অধরে বেঁধেছ কি ক'রে,
সুধাংশু ভুলান হাসি॥

(মংরুর প্রবেশ)

মংরু। আর কেঁদে না। ক্ষান্ত দে।

বরুণা। এখনি ক্ষান্ত দেবো? আমার আশ্রয়দাতাদের ওপর অত্যাচার করেছে, তার শাস্তির এখনও হয়েছে কি?

মংরু। আর ঘোরালে রাজপুত্তুর প্রাণে বাঁচবে না।

বরুণা। আর ঘোরাব না?

মংরু। আর ঘুরিয়ে লাভ কি মা?

বরুণা। লাভ? লাভের কথা আর তোকে কি বল্‌ব বাপ? পশুভরা বনের মাঝে একটা রাজপুত্র মত্ত হরিণের মত আমার গানের টানে জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটোছুটি করছে। আমি দেখছি আর তার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে বিভোর হয়ে বেড়াচ্ছি। এর চেয়ে বেদের মেয়ের লাভ আর কি হ'তে পারে?

মংরু। না মা, আর তুই তাকে ঘোরাতে পার্‌বিনি। রাজপুত্তুরকে দেখেই হামার মায়া হচ্ছে। তার কষ্ট দেখে হামার প্রাণ কেঁদে উঠছে। মা সোনার কমল! রাজার দীঘিতে ফুটতে দুনিয়ায় এসেছিলি—গরীব বুনো বেদের ঘরাতে ছেলো, সে অনেকতক নাড়াচাড়া করেছে। মরতু বে আর কেন? কোথায় সময় এলো যে মা! মা! রাণী তোকে মাথায় ক'রে নিতে এসেছে। দীঘির কমল! দীঘিতে যা।

বরুণা। তুই কি ক্ষেপে গেলি না কি বাপ? বেদের মেয়েকে সে নেবে কেন?

মংরু। কেন, তোর পরিচয় দিয়ে দিই।

বরুণা। বাপ, তাও কি হয়। আমাকে বেদের মেয়ে জেনে যদি সে গ্রহণ করে, তবেই আমি তার হ'তে পারি, নইলে নয়।

মংরু। দোহাই বিটী, গোল করিস্‌নি।

বরুণা। দোহাই বাপ, অনুরোধ করিস্‌নি। আবার যদি ও কথা বললে, আমি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরব।

মংরু। জানি না বিটী, তোর মতলবটা কি আছে। তা হ'লে হামি তাকে ধরে দিয়ে আসি?

বরুণা। আয়। আমিও মাদের পশরা মাথায় নিয়ে আসি। হাটের নাম ক'রে বেরিয়েছি, আমায় হাটে যেতেই হবে।

[বরুণার প্রস্থান।

(সোমরা ও সুমরীর প্রবেশ)

মংরু। এই সোমরা সুমরী। বরুণী যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ তার বোঝ আগলে থাক্‌।

[প্রস্থান।

দ্বৈত গীত।

সুমরী। প্রাণ উঠছে যে নেচে, খেলা মিলেছে।
সোমরা। চুপ ক'রে র' মন বেঁধে সে কাছে এসেছে॥
সুমরী। খেলার মতন মিললো খেলোয়াড়।
চুপ করা কি যায় রে বোকা আহ্লাদে প্রাণ আড়॥
সোমরা। নরম ঢিপে ধরিস লো তার ঘাড়—
নইলে সাড় হবে না, ধরালে চেপে পড়বি বিপাকে।
সুমরী। আমি কি এমনি বোকা?
সোমরা। আমিও কি কচি খোকা?
(তবু) কি জানি তা, মাছটা পাকা
ফসকে যায় পাছে।
উভয়ে। নরম গরম টান দিয়ে চল্‌ আমিগে কাছে॥

(মংরু ও পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। কই বাপ! কোথায় আমার মনোমোহিনী?

মংরু। এই যে দেখাচ্ছি রাজা! ওরে ছোঁড়া! ওরে ছুঁড়ি! তোরা হামার বেটীকে এইখানে ধ'রে নিয়ে আয়।

উভয়ে। আনছি যে সরদার।

[উভয়ের প্রস্থান।

পুণ্ড। বেটী কি, বাপ?

মংরু। হামার বেটী, হামার বেটী আবার কি রাজা?

পুণ্ড। ওরা তরুকোটরে প্রবেশ করলে যে?

মংরু। কোটরেই সে থাকে যে রাজা।

পুণ্ড। এ বাগান রচনা করেছে কে?

মংরু। আমার বেটী।

পুণ্ড। গান গাইলে কে?

মংরু। আমার বেটী।

পুণ্ড। হুঁ! আচ্ছা, তোর বেটীকে ...

(সর্পভূষিতা ব্যাধবেশিনী বরুণার প্রবেশ)

মক। এই যে এসেছে রাজা! এ বেটী, এটা রাজপুত্তুর রে, এটাকে গড় কর্‌।

পুণ্ড। এইটাই কি এতক্ষণ আমাকে মোহাচ্ছন্ন ক'রে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছিল? কই না—প্রাণ যে এখনও এ কথা বলতে চায় না—চোখ্‌ যে এখনও এরূপে আকর্ষিত হ'তে চায় না?

বরুণা। বড় গড়লো কে—আমি না রাজপুত্র? ভগবান্‌! ছেলেবেলা থেকে আমি ব্যাধের আশ্রয়ে। কে আমি, কোথাকার আমি, কেন এখানে আমি, কিছুই ত জানি না। সহবৎ শিখিনি, কথা শিখিনি—কেমন ক'রে রাজপুত্রের সুমুখে দাঁড়াব? কি কথা কইব? হা ভগবান্‌! প্রাণের ভেতর কামনা ছিলি ত কথা শিখিনি?

মক। মুখুটি মেরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন—গড় কর।

(বরুণার প্রণাম করণ)

পুণ্ড। তবে রে পাপিষ্ঠা ব্যাধনন্দিনী!

মক। ওকি রাজা! কি কর্‌ছিস্‌ রাজা?

পুণ্ড। চোখে পড়েছ আর তুমি যাবে কোথায়? ভূষিত হয়ে মনে করেছ, তুমি শাস্তি থেকে নিস্তার পাবে? এইখান থেকে বাণবিদ্ধ ক'রে তোকে আমি নিপাত করব। নিষ্ঠুর কিরাতনন্দিনী! ভগবান্‌কে স্মরণ কর, তোমার মৃত্যু সন্নিকট।

মক। দোহাই রাজা, বেটীকে মারিসনি।

সকলে। দোহাই রাজা! আমাদের রাণীকে মেরনি?

পুণ্ড। আমি কারও অনুরোধ রাখব না। দেখ, যা আমার কি করেছে! পাপিষ্ঠা! আমায় চিত বনপথে উদ্‌ভ্রান্ত পাগল হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছি, উন্মাদের মত অপরিচিত পথে তোমার অনুসরণ ক এই দশায় পড়েছি। যখন ধরেছি, তখন আর তাম ফিরতে দিচ্ছি না।

বরুণা। একান্তই মারবি রাজা?

পুণ্ড। নিশ্চয়, কেউ তোমাকে রক্ষা করতে র না।

বরুণা। তবে মার্‌।

গীত।

প্রাণ নেবো এ কথা প্রাণ করো না।
শিকারীর চোখে ব্যাকুলতা দেখে
অত বল মুখ পানে চেয়ো না।
আমি ত দেবো বলি   বেঁধে আছি অঞ্জলি
নেবে—ত্বরা নাও,   দেখো না ভুলে যাও
বঁধু হে নিদয় এত হয়ো না—
প্রাণ নিতে এসে ফিরে যেয়ো না॥

(পুণ্ডরীকের হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ পতিত হইল। পুণ্ডরীক ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বরুণার হস্ত ধরিল।)

মক। হাঁ—হাঁ—সাপে কাটবে, সাপে কাটবে।

বরুণা। মারতে এলি, হাত ধরলি, আমি যে শোধ দেবো, তারও উপায় রাখলিনি।

পুণ্ড। তাই ত, এ আমি কি করলুম? ফণাধর! ফণা তুলে নিথর দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আমার মস্তকে দংশন কর। এমন পরাভব জীবনে আমি কখন অনুভব করিনি। কিরাতনন্দিনী! প্রতিশোধ নাও।

বরুণা। আর যে দেবার যো নেই রাজা। আমি আইবড় মেয়ে। তুই যে হাত ধরলি, আমার বর হয়ে গেলি।

পুণ্ড। কি সর্ব্বনাশ! কিন্তু কিরাতনন্দিনী! আমি ত তোকে গ্রহণ করতে পারব না।

বরুণা। তা না নিলি, তাতে কি—

পুণ্ড। বেশ বল দেখি—এ গান তুই কোথায় শিখলি?

বরুণা। এক রাজার বেটী আমায় শিখিয়েছে।

পুণ্ড। এ গান কে রচনা করেছে?

বরুণা। সেই রাজার বেটীই আমায় হাত তইরি করিয়েছে।

পুণ্ড। সে রাজকন্যা কোথায় থাকে বলতে পারিস?

বরুণা। সতীনের খবর জেনে দেবো রাজা?

পুণ্ড। বেশ, তাকে যদি খুঁজে না পাই, তখন তোকে গ্রহণ করব।

বরুণা। কতদিন খুঁজবি রাজা?

পুণ্ড। শুনলে কি তুই খুশী হবি? মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত—যদি তোর ভাগ্যে থাকে, সেই দিন তুই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিস্‌।

বরুণা। সত্যি বলছিস্‌?

পুণ্ড। সত্যি বলছি।

বরুণা। বেশ।

পুণ্ড। কিন্তু সাবধান! এর মধ্যে আমাকে পাবার প্রত্যাশা ক'র না। আমায় যথেষ্ট লাঞ্ছনা করেছ, আর ক'র না কিরাতনন্দিনী!

[প্রস্থান।

[illegible]

বরুণা। চল ভাই সব, ওইখানে আমি হাটে যাই।

সকলে। রাজপুত্তুরকে ফাঁদে ফেলে ছাড়লি কেন রাণী?

বরুণা। যেথাই যাক্ না রে—কতদূর যাবে যেথাই যাক্ না।

সংক। হুঁসিয়ার হয়ে যাকে হাটে নিয়ে যাবি।

বেদিনীগণের গীত।

বাজারে করবো বেচা-কেনা।
সাজিয়ে দেবো রূপের ডালি, ভরা বুক করবো খালি,
খরিদ্দার জুটবে হাজার, করবে আনাগোনা॥
নয়ন বাণে হানবো শেল,
আসল খাঁটি নয়কো ভেল
দেখিয়ে দেবো আস্মারামের খেল—
মনবেয়ালের বিকিয়ে পেটি, নেবো আঁচল ভরে সোনা॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

কঞ্চুকীর বাটী।

অভিরাম।

অভি। রাত্রে ত কারও সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। কুমার ফেরেনি বলেই বোধ হচ্ছে। ফিরলে মোসাহেবগুলোর বিকট হাসিতে এতক্ষণ আসর সরগরম হয়ে যেতো। এক বেটা মোসাহেবকেও দেখতে পাচ্ছি না যে খবর নিই। রাজকুমার না ফিরলেও ত বাড়ীতে এতক্ষণ হৈচৈ প'ড়ে যেতো। রাণী ছেলেকে এতক্ষণ না দেখলে চুপ ক'রে থাকতে পারত? তাই ত, কার কাছে খবর পাই। এই ত কঞ্চুকী মহাশয়ের ঘর, এরই কাছে খবর নিই। যদি কুমারের সন্ধান পাই ত আজকে রাত্রের মত চুপ ক'রে থাকি। যদি না পাই, তা হ'লে রাত্রির মধ্যে তল্পীতল্পা নিয়ে লম্বা দিই। কে বাবা, বিনি অপরাধে ঐ পাগলা রাজপুত্তুরের জন্ত গর্দানা দেবে! রাণী জান্তে পারলে হয় ত রাজাকে ব'লে বসবে, যে যে রাজপুত্রের সঙ্গে মৃগয়া করতে গেছে, সবার গর্দানা নাও। ঐ ভয়ে মোসাহেব বেটারা পালিয়েছে। তখন আমি বা কেন থাকি? তবে খবরটা একবার জেনে যেতে পারলেই ভাল হ'ত। কিন্তু বাপা জানতে না জানতে যদি গোয়েন্দা এসে ক্যাঁক ক'রে ধ'রে ফেলে? এক, মহামন্ত্র দেওয়ানের আশ্রয়ে থাকলে নির্ভয়—আর ত' কারও কাছে ভরসা নেই। বিশেষতঃ রাণীর প্রিয় মাধবী ছুঁড়ীর আমার ওপর যে রাগ, অন্তের হাত থেকে নিস্তার পেলেও তার হাত থেকে রক্ষে নেই। কঞ্চুকী মশায় ঘরে আছেন? কই ঘরে কেউ ত নেই—ঘরের দোর খোলা অথচ কঞ্চুকী মশায় নেই! তাই ত, কোন গোলমাল বাঁধলো না কি? তাই কি তাঁর রাজান্তঃপুরে তলব হয়েছে?

মাধবী। (নেপথ্যে) কঞ্চুকী ম'শায়!

অভি। সর্ব্বনাশ! মনে করতে না করতেই মাধবী ছুঁড়ী—ছুঁড়ী দেখতে পেলেই একটা বিষম গণ্ডগোল বাঁধাবে! কিন্তু লুকোবার জায়গাই বা কোথায়? তা হ'লে আপৎকালে কঞ্চুকী ম'শায়ের ঘরেই খিল লাগানো যাক।

(মাধবীর প্রবেশ)

মাধবী। কঞ্চুকি ম'শায়!

অভি। উত্তর না দিলে ত ছুঁড়ী দোর ভাঙবে—চীৎকারে বাড়ী মাত করবে। দেশের লোককে জাগিয়ে তুলবে।

মাধবী। বলি ও ঠাকুর মশায়—

অভি। (বিকৃতস্বরে) কেন?

মাধবী। দোর খুলুন—

অভি। কেন—বল।

মাধবী। আগে দোর খুলুন না—পরে বলছি।

অভি। ওইখান থেকেই বল।

মাধবী। সে কথা চেঁচিয়ে বলবার নয়!

অভি। বেশ, চুপি চুপিই বল।

মাধবী। দোর খুলবেন না?

অভি। বড় জ্বর!

মাধবী। এই ত রাণীর কাছে সেরখানেক সর-পুরিয়া খেয়ে এলেন, এরই ভেতরে জ্বর হ'ল কখন?

অভি। পথে।

মাধবী। একান্তই উঠতে পারবেন না?

অভি। বড় জ্বর।

মাধবী। রাণীমা আপনাকে ডাকছেন? ভাইরাজা—

অভি। এখনও কি ফেরেননি?

মাধবী। ফিরেছেন, কিন্তু উন্মাদ।

অভি। বল কি?

মাধবী। তাকে কে কিব ...

অজি। কে গো ?

মাধবী। সে ত এখান থেকে বলতে পারব না।

অজি। তবেই ত মুস্কিল করলে! তুমি কপাটের কাঁকে মুখ দিয়ে বল, আমি কানে ঠেসে কান ঠেসে শুনি।

মাধবী। কেন, আপনি দোর খুলতে পারবেন না ?

অজি। পারলে কি আর তোমাকে দোর-গোড়ায় রেখে কই দি ? কি জান মাধবী, এত রাত্রে দোর খুলে তোমার সঙ্গে কথা কইতে দেখলে লোকে সন্দেহ করবে।

মাধবী। পোড়া কপাল! তোমার সঙ্গে দেখলে লোকে সন্দেহ করবে কেন ?

অজি। তবে কার সঙ্গে দেখলে করে মাধবী ?

মাধবী। ও মা! আবোদুবোর এ কি কথা!

অজি। বল না—শুনি।

মাধবী। যা বলতে এসেছি, শুনবেন ত শুনুন—কইলে রাণীমাকে গিয়ে বলিগে। রাণীমা পরামর্শ জানবার জন্ত আপনাকে ডাকতে পাঠিয়েছেন।

অজি। বল।

মাধবী। কপাটে কান দিয়েছেন ?

অজি। তুমি ঠোঁট দিয়েছ ?

মাধবী। দিয়েছি—

অজি। তবে বল।

মাধবী। আকবর ভাই-রাজাকে বিষ খাইয়েছে।

অজি। কে বললে ?

মাধবী। যে সব লোক রাজকুমারের সঙ্গে গিয়েছিল, তারা সব সাক্ষী দিয়েছে। তাদের সবাইকে সরিয়ে দিয়ে চাকরটা রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে গড়ের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। যখন বেরিয়ে এল—তখন ভাই-রাজা একেবারে উন্মাদ—

অজি। বটে!

মাধবী। বিষ খাইয়েই অভিরাম পালিয়েছে।

অজি। বিষ খাইয়েছে জানলে কি ক'রে ?

মাধবী। কেউ কেউ তার হাতে বিষ দেখেছে।

অজি। তোমার কি বিশ্বাস হয় ?

মাধবী। কার মনে কি আছে, তা কি ক'রে বল্‌ব ? আহা সে যে চাকর, সে সাধারণ চাকর হয়ে নিজের জোরে মহারাজকে আর ভাই-রাজাকে আপন বশ করেছে, তাতে সে সব করতে পারে।

অজি। তা হ'লে তোমাকেও ত সে কতকটা বশ করেছে ?

মাধবী। পোড়া কপাল! আমাকে সে বশ করতে যাবে কেন ?

অজি। তুমিও ত তার সঙ্গে কথা কও।

মাধবী। কথা কইলেই কি বশ হওয়া হ'ল—আমি কি, আর সে কি ? রাণীর মেয়ে নেই—আমি তাঁর মেয়ে। সকলে আমাকে রাজকুমারী বলেই ডাকে। আর সে সবার ওপর টেকা দিয়ে চলে ব'লে, আমি বিরক্ত।

অজি। তা হ'লে এক কাজ করি, অত্তে শালাকে ধরিয়ে দি।

মাধবী। সে কোথায় আছে জানেন ?

অজি। জানি। সে পালাতে না পালাতে তাকে ধ'রে সুলে চাপিয়ে দিই। কি বল মাধবী। চুপ ক'রে রইলে কেন ?

মাধবী। আপনিও কি তার ওপর চটা ?

অজি। আমি ? আমি তাকে আজ মেরে ফেলতে পারিলে, কাল অপেক্ষা করি না।

মাধবী। আপনি তার ওপর চটা কেন ?

অজি। কেন ? বলব মাধবী ?

মাধবী। বলুন না।

অজি। বলব ? আমি তোমাকে বড় ভালবাসি।

মাধবী। দূর—এ বামুন ক্ষেপেছে না কি ?

অজি। বল্ মাধবী, অত্তে শালাকে ফাঁসি দি।

মাধবী। আমি বলতে যাব কেন ? সে ভাল মানুষের ছেলে, যখন দোষী কি না দোষী জানি না—

অজি। ওই! সে শালা তোকেও মজিয়েছে।

মাধবী। আরে গেল, বামুনের আজ হ'ল কি ?

অজি। জ্বর হয়েছে মাধবী—

মাধবী। শুধু জ্বর নয়—সান্নিপাত বল।

অজি। তার চেয়েও আর একটু বেশী—প্রেম—প্রেম-জ্বর।

মাধবী। দূর বিটলে ভণ্ড তপস্বী বামুন—তুমি এই স্বভাব নিয়ে কঞ্চুকীগিরি কর, এখনি আমি রাণী-মাকে ব'লে দিচ্ছি। তোমাকে আজই রাজবাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছি—তুমি এ দিকে আমাকে বা মুখপোড়া আর তোমার কি না এই কথা।

[প্রস্থান।

অজি। আমারও আপদ দিক দিয়া প্রভু।

(কঞ্চুকী সহ মাধবীর পুনঃ প্রবেশ)

মাধবী। ভাই ত এ কি রকম হ'ল ?

কঞ্চুকী। আমার ঘরে, আমার সাজ্‌-কি'দে কে তোমার সঙ্গে রহস্য করলে ?

মাধবী। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এখনও সে ঘর থেকে বোধ হয় বেরুতে পারে নি।

কঞ্চুকী। কই মা! এই যে দ্বার উন্মুক্ত। আর কি সে এ দেশে থাকে!

মাধবী। যে আমাকে অপমান ক'রে পালিয়ে গেল!

কঞ্চুকী। তুমি আমাকে মনে ক'রে কোনও কি গুহ্য কথা প্রকাশ করেছ?

মাধবী। করেছি বইকি।

কঞ্চুকী। অভিরামের কথা বলেছ?

মাধবী। বলেছি।

কঞ্চুকী। আমার বোধ হচ্ছে, এ সেই অভিরাম।

মাধবী। কি—সে নীচ জাত হয়ে আমাকে অপমান করবে?

কঞ্চুকী। অভিরাম নীচ জাতি এ কথা কে বল্লে?

মাধবী। নীচ জাত নয়?

কঞ্চুকী। অমন বুদ্ধি, অমন বাক্‌পটুতা কি নীচ জাতীয় ভৃত্যের হয়? অভিরাম নিশ্চয়ই কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কি কারণে ছদ্মবেশে এখানে ভৃত্যভাবে অবস্থান করছে। রাজা এ কথা বলেছেন। আমিও ওর সঙ্গে আলাপে বুঝে নিয়েছি।

মাধবী। রাজা জানলেন কি ক'রে?

কঞ্চুকী। রাজা সূক্ষ্মদর্শী প্রেমিক—ছদ্মবেশ ধ'রে কেউ কি তাঁর চোখ এড়িয়ে যেতে পারে?

মাধবী। তা হ'লে অভিরাম তাই রাজাকে বিষ খাওয়ায় নি?

কঞ্চুকী। রাম! রাম! এ নীচ কাজ কি সে করতে পারে? যাও মা! আজ রাত্রের মতন বিশ্রাম করগে, কাল প্রভাতে সমস্ত রহস্যভেদের চেষ্টা করব।

(কঞ্চুকীর গৃহমধ্যে প্রবেশ ও দ্বার রুদ্ধকরণ)

(মাধবী প্রস্থানোদ্যত, অভিরামের পুনঃপ্রবেশ)

মাধবী। আর দেখুন!

অভি। দেখেছি, বল।

মাধবী। অ্যাঁ—তাই ত!

অভি। গীত

দেখা দিতে এসে আঁখি ফেরালে।
কইতে কথা আসতে পথে থমকে দাঁড়ালে॥
বিম্বাধরে চাপলে গান
লুকিয়ে রাখলে নয়নবাণ
কোন্ হরিণের বিঁধলে গো প্রাণ কি খেলা-ছলে॥

মাধবী। কি তুমি অভিরাম?

অভি। এই দেখতেই পাচ্ছ—তোমাদের আজ্ঞাবাহী ভৃত্য।

মাধবী। আমার সঙ্গে তুমি এমন ক'রে রহস্য করলে কেন?

অভি। তুমি আমাকে ঘৃণা কর। আজ তাই যাবার সময় একটু শোধ নিলুম।

মাধবী। তুমি যাবে কেন?

অভি। তুমি ঘৃণা কর কেন? ঘৃণা করাও যেমন তোমার ইচ্ছে, চ'লে যাওয়াও তেমনি আমার ইচ্ছে।

মাধবী। তুমি আমাকে অপমান করেছ। আমি কাল প্রাতঃকালে রাজার কাছে নালিশ করব। যদি আজ রাত্রেই পালিয়ে যাও, তা হ'লে যথার্থই বুঝব তুমি নীচ ভৃত্য—কাপুরুষ।

অভি। বেশ, কাল প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত থেকে যাব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজার শয়নকক্ষ।

বন্দী ও বন্দিনীগণ।

গীত

উষার অরুণ সাধিছে সাদরে
কেন লো কমলিনী ঘুমের ঘোরে॥
ধীরে ধীরে কমল আঁখি খুলে দেখ সই,
দেলো দুলে কুমুদিনী জাগলে তুমি কই?
গুঞ্জরিয়া ব্যাকুল অলি কাঁদিছে দুয়ারে।
মরাল-পাশে মেলায় আশে ঘন ঘন চায়,
গ্রীবা-ভঙ্গে তরঙ্গ নাচায়;
কিসলয় চুমে মলয় মৃদু মধুর কত কত সুরে।

(শিববর্ম্মার প্রবেশ)

শিব। ভোরের বেলায় সবে মাত্র ঘুমটি এসেছে, অমনি বেসুরো বেতালা—চ্যা—ভ্যাঁ—কে তোদের আমার এখানে অত্যাচার করতে পাঠিয়েছে?

১ম ব। মহারাজ!

শিব। বাটা, আস্তে আস্তে। এই ত সাধার চীৎকারে আমার কানের ভেতরে যথেষ্ট খোঁচা মারলে, আবার ঝিঁঝিঁ দিয়ে যেয়ো কানে সুড়-সুড়ি দাও কেন?

১ম ব। মহারাজ!

শিব। আবার বেটা মহারাজ, আমার অগাধ ঘুম ভাঙিয়ে দিলি!

১ম ব। আজ্ঞে অপরাধ হয়েছে।

শিব। শুধু অপরাধ হয়েছে বল্লেই মনে করেছ সব দোষটা চুকে গেল। কে আছ?

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। (শ্রীমন্তকে) প্রাজ্ঞে মহারাজ!

শিব। আবার মহারাজ!

অভি। আজ্ঞে জুতো চললো। তাই—

শিব। বুঝেছি বুঝেছি—তবে একটু পরে। কিছু থেকে যাওয়া, আমার হুকুমটা পালন কর।

অভি। (স্বগত) তাই ত আমি চ'লে যাচ্ছি—এ কথা আমি ভিন্ন আর ত কেউ জানে না! রাজা জানলেন কেমন ক'রে?

শিব। ভাবতে লাগলে কি? বুঝেছি, এখানে থাকতে তোমার সুবিধা হচ্ছে না। আচ্ছা একটু পরে—আগে আমার হুকুমটা পালন ক'রে।—

অভি। আজ্ঞে, তবে হুকুম করুন।

শিব। এই পাপিষ্ঠ পাপিষ্ঠাদের ধ'রে মশানে নিয়ে গিয়ে বধ কর।

অভি। যে আজ্ঞে! আয় পাপিষ্ঠ-পাপিষ্ঠারা চ'লে আয়, তোদের মশানে নিয়ে গিয়ে বধ করি।

সকলে। দোহাই মহারাজ! আজকের মতন মাপ করুন।

অভি। মহারাজ! এরা মাপ চাচ্ছে।

শিব। মাপ আজ আর কিছুতেই করছি না।

অভি। মাপ আজ আর কিছুতেই হচ্ছে না।

শিব। কিছুতেই না—আমি অগাধ নিদ্রায় মগ্ন হয়ে সুখ-স্বপ্ন দেখছিলুম। যখন বেটারা নির্দয় হয়ে জেগে দিয়েছে, তখন কিছুতেই না।

সকলে। দোহাই মহারাজ! আপনি দয়ার অবতার। বুঝে দাস-দাসী দুষ্কর্ম করেছে। তাদের আজকের মত মাপ করুন।

শিব। কিছুতেই নয়। সুর তাল—রাগ-রাগিনী আর তাল-ভাল দুই-ই সমান। আমার বাড়ীতে হত্যা! নিয়ে যাও, অভিরাম, এখনি নিয়ে যাও, বেটা-বেটীদের বধ্যভূমিতে নিয়ে হত্যা কর।

অভি। ঠিক বলেছেন—উঃ! আপনার বাড়ীতে হত্যা! চল্ বেটা-বেটীরে, তোদের বধ্যভূমিতে নিয়ে হত্যা করি।

শিব। ক্ষমা যদি করি ত আর একদিন করব—তোদের শাস্তি নিতেই হবে।

অভি। আজ শাস্তি তোদের নিতেই হবে। মহা-[illegible] এদের ক্ষমা করবেন।

শিব। বেশ, কাল যদি তোদের গান ভাল লাগে, তা হ'লে ক্ষমা করব।

অভি। বস্—এখন চল্ বেটা-বেটীরে তোদের মশানে নিয়ে বধ করি।

১ম ব। মহারাজ! আজ যদি প্রাণই গেল—

অভি। চোপ্ চোপ্—ফের কথা কইবি ত এখানে তোদের বধ করব।

শিব। ওরা আবার গোল করে কেন?

অভি। বেটারা পালাবার চেষ্টা করছে।

শিব। পিছমোড়া ক'রে বেঁধে নিয়ে যাও।

অভি। চল্—পাপিষ্ঠ পাপিষ্ঠারা—তোদের পিছ-মোড়া ক'রে বেঁধে নিয়ে যাই, তা হ'লে আমার তল্পীটে ধরবে কে?

(মাধবীর প্রবেশ)

শিব। মাধবী—মাধবী—অভিরামের তল্পী ধর্—

মাধবী। সে কি মহারাজ? আমি আপনার কন্যা, আমার নিজের কত দাসী—আমি একটা চাকরের তল্পী ধরব!

অভি। রাজার কথা অবাক্,—আগে তল্পী ধর্, তার পর বিচার (তল্পীদান), মহারাজ ফেলে দিচ্ছে—ফেলে দিচ্ছে—

শিব। হাঁ হাঁ ধ'রে থাক—ধ'রে থাক—আচ্ছা, তুমি না পার আমায় দাও।

মাধবী। না মহারাজ, আমিই রাখছি।

শিব। বেশ্।

অভি। আয় তবে পাপিষ্ঠ পাপিষ্ঠারা, তোদের এইবারে মশানে নিয়ে গিয়ে হত্যা করি।

(বন্দী ও বন্দিনীগণের ক্রন্দন)

মাধবী। কি হয়েছে—কি হয়েছে! ওরা কাঁদছে কেন পিতা?

অভি। মহারাজ! এই মেয়েটা জিজ্ঞাসা করছে, "কি হয়েছে?"

শিব। আচ্ছা, যখন জিজ্ঞাসা করছে, তখন উত্তর দিতে পার।

অভি। মহারাজ এদের বধ করতে হুকুম দিয়েছেন। আমি এদের মশানে নিয়ে যাচ্ছি, তাই এরা চেঁচাচ্ছে।

মাধবী। ওদের কি অপরাধ, মহারাজ?

অভি। শুনলেন মহারাজ, শুনলেন? এ আপনার কাছে কাজের কৈফিয়ৎ নিতে চায়।

শিব। তাতে কি দোষটা?

অভি। অর্থাৎ ওই যেন রাজা, আর আপনি যেন ওর তাঁবেদার।

শিব। তাই ত! এ বেটীর এত বড় আস্পর্দ্ধা!

অভি। এই ভাবটা যেন বোঝালে, আপনি যেন নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, নির্ঘৃণ, নির্দ্দয়, নির্ব্বুদ্ধি। আপনি যেন এতকাল বিনা অপরাধেই মানুষ মেরে আসছেন।

শিব। ঠিক বলেছ, এই ভাবই ও বুঝিয়েছে।

অভি। মহারাজ এর শাস্তি।

শিব। আচ্ছা, ওকেও বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও—নিয়ে মুণ্ডচ্ছেদ কর।

অভি। নে চল, তোকেও বধ্যভূমিতে নিয়ে মুণ্ডচ্ছেদ করি।

১ম ব। মহারাজ! কাল আমাদের গান শুনে মাপ করবেন বলেছেন, আজ যদি প্রাণই গেল, তা হ'লে কালকে মাপ করলে আমাদের কি লাভ মহারাজ?

মাধবী। মহারাজ, অধীনী কন্যার একটা নিবেদন আছে।

শিব। অভিরাম! অধীনী কন্যার একটা নিবেদন আছে, সেটা শুনা কর্ত্তব্য?

অভি। অবশ্য কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ মুণ্ড গেলে যখন ও আর বলতে পারবে না।

শিব। আচ্ছা বল, তোমার কি আবেদন আছে।

মাধবী। যে লোক আপনাকে মিথ্যাবাদী ক'রে নরকে পাঠাবার চেষ্টা করে, তার কি শাস্তি?

শিব। যে আমাকে নরকে পাঠাতে চায়?

মাধবী। হাঁ মহারাজ, যে আপনাকে নরকে পাঠাতে চায়।

শিব। এমন লোকও রাজ্যে আছে?

মাধবী। আছে কি না আছে, সে পরে দেখিয়ে দিব, এখন তার শাস্তিটে কি বলুন?

শিব। তাকে দেখতে পেলেই শূলে দিয়ে দিই।

মাধবী। কাল আপনি এদের গান শুনে ক্ষমা করতে চেয়েছেন?

শিব। চেয়েছি।

মাধবী। আর আজ তাদের মুণ্ড নিতে হুকুম দিচ্ছেন। আজ যদি ওদের মুণ্ড যায়, তা হ'লে কাল ওদের ক্ষমা করবেন কি ক'রে?

শিব। তাই ত অভিরাম! আজ যদি ওরা ম'রে যায়, কাল ওদের ক্ষমা করব কি ক'রে?

অভি। তাই ত—কি ক'রে? কি ক'রে?

মাধবী। তা হ'লে ত আপনাকে মিথ্যাবাদী হ'তে হ'ল। মিথ্যাবাদী নরকে যায়। তা হ'লে দেখুন, এই লোকটা আপনাকে নরকে দিতে চাচ্ছিল।

শিব। ঠিক বলেছ, ওর এত বড় আস্পর্দ্ধা আমাকে নরকে দিতে চায়। ওকে এখনি বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও।

মাধবী। চল, বধ্যভূমিতে চল। তোমাকে শূলে দিয়ে আসি।

অভি। মহারাজ?

শিব। আবার কথা কয়—আমাকে নরকে দিতে চায়?

মাধবী। আবার কথা কয় চল বধ্যভূমিতে চল!

অভি। এর শাস্তি কি মাপ্ হয়ে গেল?

শিব। কারও মাপ্ হবে না।

অভি। তা হ'লে কে কাকে নিয়ে যাবে?

শিব। যে যাকে পারবে, সে তাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু মনে রেখো, তোমার মুণ্ডচ্ছেদ—আর তোমার শূল।

অভি। মহারাজ। অধীনের আর একটা নিবেদন আছে।

মাধবী। মহারাজ! এই অধীনীর আর একটা নিবেদন আছে।

শিব। কি কর্ত্তব্য?

মাধবী। শোনা কর্ত্তব্য।

শিব। বেশ, বলতে পার।

অভি। আজ্ঞে আপনি সত্যবাদী—যখন শূল দেবেন বলেছেন, তখন শূল আমার হবেই।

শিব। তাতে আর সন্দেহ নেই।

অভি। কিন্তু কি শূল দেবেন, তা আমাকে বলেন নি।

শিব। না, তা বলি নি—কি বল মাধবী?

মাধবী। না মহারাজ, তা বলেন নি।

শিব। কি বলিস্, কালোয়াত-কালোয়াতনীরে?

সকলে। না মহারাজ, তা বলেন নি।

অভি। শূল কিন্তু অনেক রকম আছে, লোহার শূল, শিরঃশূল, অম্লশূল, চক্ষুঃশূল—

শিব। তা আছে, কি বল মাধবী? চুপ করলে হবে না, উত্তর দিতে হবে।

মাধবী। তা আছে।

শিব। কি বল হে তোমরা?

সকলে। আজ্ঞে মহারাজ, তা আছে।

অভি। তা হ'লে যে শূল আমি পছন্দ করি, সেই শূল অধীনকে দিতে অনুমতি করুন।

শিব। বেশ স্নান কর।

অজি। এ চুঁড়ী ময়রাইনের পাজী—মুখখানা যেন কেলে হাঁড়ী—এই আমার চক্ষুঃশূল।

শিব। (হাস্য) ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে—অজিতাবকে সবাই মিলে চক্ষুঃশূল দিয়ে দাও।

মাধবী। মহারাজ! মহারাজ! অধীনীর কথা—

শিব। আর না—আর না—চক্ষুঃশূল দিয়ে দাও—চক্ষুঃশূল দিয়ে দাও।

(বন্দিনীগণের গীত)

আহা মিলে দাও মিলে দাও।
নিরুপায়ে ঘটল এ দায়, কেন আর এদিক ওদিক চাও॥
কঠোর প্রেমে পড়েছো বাঁধা,
সমান সমান খায় নাকো মিল হুমিয়ায় এইটি ত ধাঁধা।
এখন কাছে এসো প্রেমিক দুটি, ছেড়ে দিয়ে
খুটিনাটি তীরকুটী,
মদনকে মেরে লাঠি দাঁতকপাটী লাগিয়ে দাও॥

শিব। তোরা সব বড়ই ভয় পেয়েছিস না?

১ম ব। আজ্ঞে মহারাজ! তা কেন—

অজি। বল ব্যাটা, বড় ভয় পেয়েছিলুম।

১ম ব। আজ্ঞে, বড় ভয় পেয়েছিলুম।

মাধবী। এখনও ওদের বুক চিপ চিপ করছে।

শিব। হাঁ, তাই বল—আচ্ছা যা। তুমি মাধবী! এই কুতোর তরটি তুমি চিরকাল বহন কর। আর সেই আনন্দের ফলস্বরূপ এদের এক জনের বুকে দশ সের ক'রে সোনার বাট চাপিয়ে দাও।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্ত্রণাগৃহ।

কঞ্চুকী ও সহচরগণ।

কঞ্চুকী। তোমরা ঠিক দেখেছ?

১ম সহ। আমরা সবাই মিলে দেখছি।

কঞ্চুকী। কেমন হে, এ কথা ঠিক ত?

সকলে। আজ্ঞে ঠিক।

১ম সহ। তব একটি এদিক ওদিক নেই? আজে তাঁকে ধ'রে বনেই ফেতর নিয়ে গিয়েছিল?

২য় সহ। তার পর একটা কোণের ফেতর দিয়ে গিয়ে চক চক ক'রে বিষ খাইয়ে দিয়েছিল।

কঞ্চুকী। বিষ তোমরা জানলে কি ক'রে?

১ম সহ। আজ্ঞে গন্ধ সকে। যেমন বোটোর মুখটো খুলেছে, অমনি ভরভর ক'রে চারিদিকে গন্ধ ছুটে গেছে।

কঞ্চুকী। এই না বললে তোমরা শীকারে যাচ্ছিলে?

১ম সহ। আজ্ঞে শীকারও করছিলুম, গন্ধও শুঁকছিলুম।

২য়। আমি নাকে কাপড় বেঁধে শীকার করতে লেগে গেলুম।

কঞ্চুকী। বিষই যদি জানলে ত রাজকুমারকে তার সঙ্গে যেতে দিলে কেন?

১ম সহ। আজ্ঞে, বিষ খাওয়াবে জানলে কি আর যেতে দিতুম?

২য় সহ। তা হ'লে আমরা রাজকুমারের কোমর ধ'রে টেনে থাকতুম।

কঞ্চুকী। তা রাজকুমার কি বিষটে জানতে পারলেন না?

১ম সহ। পাগল হয়ে গেলেন, তা জানবেন কি ক'রে?

কঞ্চুকী। খেতে না খেতেই পাগল হয়ে গেলেন।

সকলে। ছুঁতে ছুঁতেই—

২য় সহ। একেবারে উন্মাদ।

কঞ্চুকী। উঁহু। এ কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

১ম সহ। কেমন ক'রে বিশ্বাস হবে?

২য় সহ। এ কি বিশ্বাস হবার কথা? আমরা কেউ এ কথা বিশ্বাস করি নি।

৩য় সহ। অতে বেটা বিষ খাওয়াবে, এটা বিশ্বাস হয়?

কঞ্চুকী। আমার বোধ হয় তোমরা কেউ দেখ নি।

১ম সহ। তা কেমন ক'রে দেখব, আমাদের কি দেখবার উপায় ছিল। সবাই তখন কি হ'ল কি হ'ল, কি সর্বনাশ হ'ল ব'লে চোক বুজে ভগবানকে স্মরণ করতে লাগলুম।

২য় সহ। সে নিদারুণ দৃশ্য কি প্রাণ থাকতে দেখা যায়?

কঞ্চুকী। আমার বোধ হয়, তোমরা সকলেই মিথ্যা বলছ।

১ম সহ। আজ্ঞে তা ত বলছিই।

কঞ্চুকী। সর্বৈব মিথ্যা।

২য় সহ। আজ্ঞে সর্বৈব মিথ্যা।

কঞ্চুকী। তা হ'লে বললে কেন?

১ম সহ। আজ্ঞে নিরুপায়ে বলতে হ'ল।

২য় সহ। আজ্ঞে, না বললে যে রাজকুমারের প্রাণ যায়।

১ম সহ। না বললে কবিরাজ রোগের নিদান বুঝতে পারবে কেন?

কঞ্চুকী। বেশ, রাজাকে তা হ'লে এ কথা বলি?

১ম সহ। অবশ্য বলবেন।

২য় সহ। এখনি, কালবিলম্ব করবেন না।

১ম সহ। ওই মহারাজ আসছেন!

(শিববর্ম্মার প্রবেশ)

সকলে। মহারাজ আসছেন—মহারাজ আসছেন!

শিব। কি ব্রাহ্মণ! এই সকল দিগ্‌বিজয়ী বীর নিয়ে, প্রাতঃকালে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছ না কি?

কঞ্চুকী। মহারাজ! রাজকুমার কাল মৃগয়া করতে গিয়ে কিছু চঞ্চলচিত্ত হয়ে এসেছেন।

শিব। বল কি?

কঞ্চুকী। একটু উন্মাদের লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

শিব। কই আমি ত এ কথা শুনি নি!

কঞ্চুকী। আজ্ঞে রাত্রে আর মহারাজকে নিবেদন করবার অবকাশ হয় নি।

শিব। এখন কেমন আছে?

কঞ্চুকী। এখন বোধ হচ্ছে একটু সুস্থ আছেন, কেন না ভোরের বেলায় তাঁর একটু নিদ্রা এসেছে।

শিব। কারণটা কি অনুমান করেছ?

কঞ্চুকী। এই এরা আর অভিরাম রাজকুমারের সঙ্গে গিয়েছিল। এরা বলছে, অভিরাম তাঁকে বিষ খাইয়েছে।

শিব। অঁ্যা, বল কি? অভিরাম? বিষ?

কঞ্চুকী। ভয়ঙ্কর বিষ।

১ম সহ। ভয়ঙ্কর—

কঞ্চুকী। এমন ভয়ঙ্কর যে, কৌটো খুলতে না খুলতে রাজকুমার পাগল হয়ে গেছেন।

সকলে। উন্মাদ—উন্মাদ।

শিব। একে ভয়ঙ্কর বিষ, তার ওপরে? আবার কৌটো!

কঞ্চুকী। আজ্ঞে, এরা সব চক্ষে দেখেছে।

শিব। এই সব বীরের চোখের ওপরে?

কঞ্চুকী। কি হে, তোমাদের চোখের ওপরে!

১ম সহ। আজ্ঞে মহারাজ! একেবারে প্রত্যক্ষ।

শিব। কি পাষণ্ড! তোমাদের সুমুখে এ[...] ঢাকরে আমার ছেলেকে বিষ খাওয়ালে?

১ম সহ। আজ্ঞে মহারাজ! আমরা পেছন ফিরে ছিলুম।

শিব। তাই বল, তোমরা দেখ নি!

কঞ্চুকী। ওরা একবার বলছে দেখেছি, এক[...] বলছে দেখি নি।

শিব। বেশ, এক কাজ কর—তুমি ওদের এক[...] ক'রে শুনে যাও, একবার ক'রে তুলে নাও।

সকলে। দোহাই মহারাজ! দোহাই মহারা[...]

শিব। তা হ'লে বল, অভিরাম বিষ খাওয়ায় [...]

১ম সহ। আজ্ঞে, অভিরাম কি বিষ খাওয়া[...] লোক?

২য় সহ। বিষ যে কাকে বলে, তা সে জা[...] না।

১ম সহ। অভিরাম যখন খাওয়াবে, তখন [...] কি আর বিষ থাকবে?

শিব। বেশ, তবে মাফ করলুম। যাও ব্রাহ্ম[...] এদের নিয়ে গিয়ে এক একজনের পেটে আধ[...] করে সন্দেশ ঠেসে দাও।

কঞ্চুকী। বেশ চল চল—

১ম সহ। চল চল—প্রাণ যায় সে-ও স্বীক[...] মহারাজের আদেশ পালন করবে চল।

[শিববর্ম্মা ব্যতীত সকলের প্রস্থা[...]

শিব। বিধাতার অনুগ্রহে এ বয়স পর্যন্ত আমার পূর্ণানন্দে কেটে গেল। এখন জীবনের [...] কটা দিন এই রকম ক'রে কাটাতে পারলেই জীবনটা পূর্ণ মাত্রায় ভোগ হয়ে যায়।

(রাণীর প্রবেশ)

রাণী। মহারাজ!

শিব। কি রাণী?

রাণী। প্রাতঃকালে আপনার এখানে এত গো[...] হচ্ছিল কেন?

শিব। ও বন্দি-বন্দিনীরে স্ফূর্ত্তি ক'রে গা[...] করছিল।

রাণী। ও বাবা! ওকি গান! সারারাত আমা[...] ছেলে ঘুমোয় নি। কত যন্ত্রণায় ভোর বেলায় এক[...] তার নিদ্রা এসেছিল, তা আপনার বন্দীর গা[...] কি না সর্ব্বনাশ করলে! গানের ধমকে বাছা আমা[...] কি না ঘুমুতে ঘুমুতে চমকে উঠে বিছানা থে[...] লাফিয়ে পড়েছে!

শিব। তাতো পড়বেই। বাঁটুল রাগ, খোঁচা রাগিণী, আর কোৎকা তাল। ছেলের ঘুমন্ত প্রাণে যেই চিপ ক'রে লেগেছে, অমনি আতকে উঠেছে।

রাণী। এমন কাজ আর করাবেন না মহারাজ! ভাল গান গাইতে না পারে, ত তাদের বিদেয় দিন। নইলে কোন্ দিন ছেলে আমার বিছানা থেকে পড়ে মারা যাবে।

শিব। বিদেয় বলছ কি রাণী! তাদের একেবারে শূলে দেবার ব্যবস্থা করেছিলুম। কিন্তু কথার মাঝ-পথে কিছু গোলমাল হয়ে গেল ব'লে, কিছু ঘুষ দিয়ে সব বেটা-বেটীদের ছেড়ে দিতে হয়েছে।

রাণী। তা বেশ করেছেন, আর যেন তাদের দিয়ে গান করাবেন না।

শিব। এত অনুযোগ করছ, ব্যাপারটা কি বল দেখি রাণী?

রাণী। ব্যাপার আর কি! ছেলের এ গান ভাল লাগছে না।

শিব। এমন গান ভাল লাগছে না! তা হ'লে বলি, আজ প্রভাতের সঙ্গীত সুর-লয়ে আমার কর্ণে এতই মধুর লেগেছে যে, জীবনে এমন গান কখন শুনি নি।

রাণী। তা না শোনেন, আর শুনবেন না। ছেলে বলে আর যদি এমন গান কখন শুনি, তা হ'লে বাড়ী ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে চ'লে যাব।

শিব। বল কি রাণী?

রাণী। উঠে অবধি সে মাথা গুঁজে বসে আছে, আমি তাকে কত বললুম, তবু সে উঠল না। সে বলে, "আগে গানের পাঠ বাড়ী থেকে তুলে দাও, তবে উঠব।"

শিব। ছেলে নিজে কিছু গান টান গাইছে?

রাণী। আজ্ঞে মহারাজ, মাথা-গুঁজে গুন গুন করছে।

শিব। হুঁ। তাই বল।

রাণী। ব্যাপার কি মহারাজ?

শিব। হুঁ—মাধবী!

(মাধবীর প্রবেশ)

মাধবী। মহারাজ!

শিব। চেষ্টা ক'রে শুনে এস দেখি, রাজকুমার কি গান গাইছে।

মাধবী। শুনে এসেছি মহারাজ!

শিব। বলতে পার?

মাধবী। আজ্ঞে মহারাজ, দু'টি ছত্র তার আয়ত্ত করেছি।

শিব। বেশ, তাই বল।

মাধবী। শত প্রেমিকার প্রাণের কামনা তুমি পূর্ণিমার শশী।

বল্ লো কুমুদী, জানিস যদি, কেন তোরে আমি ভালবাসি।

শিব। সুরে, মাধবী সুরে—

মাধবী। কিছুই ত সুর পাইনি মহারাজ!

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। আজ্ঞে মহারাজ! আমি শোনাচ্ছি। আমি শোনাচ্ছি!

(বিকৃতস্বরে। শত প্রেমিকার ইত্যাদি।)

(পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। পাষণ্ড-নরাধম-নিষ্ঠুর অভে! এখনি আমি তোকে হত্যা করব। এই বিশ্ববিমোহন সঙ্গীতের যদি এই রকম ক'রে অপমান করবি, তা হ'লে এখনি আমি তোকে হত্যা করব।

শিব। কে আছ, রাজকুমারকে বন্দী ক'রে গৃহান্তরে নিয়ে যাও।

রাণী। দোহাই মহারাজ! একে [illegible] বিষপানে উন্মত্ত হয়েছে, এই নিষ্ঠুরই তাকে বিষ খাইয়েছে—দোহাই, পুত্রের প্রতি আপনিও নিষ্ঠুর হবেন না।

শিব। গৃহান্তরে নিয়ে যাও—

মাধবী। চলুন দাদা, আমরা অন্য গৃহে যাই।

পুণ্ড। কিন্তু সাবধান অভিরাম! দেব-সঙ্গীতের আর কখনও এমন অপমান ক'র না। দ্বিতীয়বার এ কার্য্য করলে, হয় তুমি যাবে, নয় আমি যাব। দু'জন একসঙ্গে এ ধরণীতে থাকতে পারবে না।

মাধবী। চলুন, এখন চলুন।

[মাধবী ও পুণ্ডরীকের প্রস্থান।

রাণী। কি গুণে এ বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যকে এত অনুগ্রহ দেখাচ্ছেন মহারাজ?

অভি। শুধু কি যেমন তেমন অনুগ্রহ রাণী মা। আপনার আসবার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে এই

ভৃত্যের বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ তাকে আপনার প্রিয় কন্যা মাধবীকে দান ক'রে ফেলেছেন।

রাণী। অ্যাঁ!

শিব। কে আছ? রাণীকে গৃহান্তরে নিয়ে যাও।

রাণী। আমার মাধবীকে ভৃত্যের হাতে স'পে দেওয়া হ'ল?

শিব। কে আছ? রাণীকে গৃহান্তরে নিয়ে যাও।

রাণী। আর কারও নিয়ে যাবার দরকার কি, আমি নিজেই চ'লে যাচ্ছি। মহারাজ! এ রকম ক'রে দগ্ধে মারার চেয়ে আমার পুত্র-কন্যা আর আমাকে একেবারে হত্যা ক'রে ফেলুন।

শিব। পরে বিবেচ্য—এখন চ'লে যাও।

রাণী। কোথা থেকে এ সর্বনেশে চাকর এল! এ সবাইকে পাগল করবে।

[প্রস্থান।

শিব। এ বিষ কি কান দিয়েই ঢুকলো অভিরাম?

অভি। আজ্ঞে মহারাজ! আপনি অন্তর্যামী দেবতা, আপনার অনুমান কি মিথ্যা হয়। বনপথে চলতে চলতে আমরা এমন এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনতে পেয়েছিলুম যে, মনুষ্যজ বনে কেউ কখনও সেরূপ সঙ্গীত শুনেছে কি না বলতে পারি না। অপ্সরাসঙ্গীত জ্ঞানে রাজকুমার উন্মত্তের মত সেই সঙ্গীতের অন্বেষণে ছুটে গিয়েছিলেন। আমি শত চেষ্টাতেও তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারি নি। তারপরই এই দশা।

শিব। তোমার কি মনে হয়, সে কিছু দেখতে পেয়েছে—গানের গোড়া কি ধরা পড়েছে?

অভি। বেদেনীর বন, সেখানে আর কি আছে, তা রাজকুমার দেখতে পাবেন? গানের গোড়া ত এক বেদেনীর বালক।

শিব। অভিরাম! শুনেছি, কেরল-রাজকুমারী শৈশবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। তার সংবাদ আর কখনও কোথাও কি শুনতে পেয়েছ?

অভি। আপনি এ সব কথাও জেনে রেখেছেন?

শিব। আগে আমার কথার উত্তর দাও।

অভি। আজ্ঞে গরীব ভৃত্য আমি, কি জানি কি পূর্ব্বজন্মের পুণ্যে আপনার কাছে স্বপ্নের অগোচর অনুগ্রহ লাভ করেছি। আমি এ সকল কথা কি জানব মহারাজ?

শিব। তার অন্বেষণে এক কেরল-রাজকুমার বহুকাল থেকে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছে, তার সংবাদ জান?

অভি। (স্বগতঃ) একি শুনছি, ইনি কি সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান? নতুবা এ সব রোমহর্ষণ ... আমাকে শোনাবার প্রয়োজন?

শিব। কি ভাবছ?

অভি। আজ্ঞে, আমি কি জানব?

শিব। জান না ত? তা হ'লেই হ'ল। আ... নিশ্চিন্ত হই!

অভি। কেন মহারাজ!

শিব। মাধবীটি কি জান?

অভি। ওই কেরল-রাজকুমারী না কি?

শিব। তোমার কি বোধ হয়?

অভি। মহারাজ অনুমতি করুন, বিদেয় হ...

শিব। কেন হে! এরই মধ্যে বিদেয় কেন... তোমাকে অমন সুলক্ষণা কন্যা দান করলুম, এ... নিকটে থাক, কৃতজ্ঞ হও।

অভি। মহারাজ! কিয়ৎক্ষণের জন্য অধীন... অবকাশ দিন, আমি শীঘ্রই ফিরে আসছি।

শিব। মিথ্যা কথা। তুমি গেলে আর ফির... না।

অভি। ফিরব না কেন, মহারাজ?

শিব। তুমি আত্মহত্যা করবে।

অভি। অন্তর্যামিন্! রক্ষা করুন—অজ্ঞা... মহাপাপ করেছি—মাধবী আমার—আমার—

শিব। ভগিনী নয়, ভয় নেই—ওঠ। কে... রাজকুমারী জ্ঞানে মাধবীকে পালন করেছিলু... কিন্তু অনুসন্ধানে জেনেছি, তা নয়। অন্য পরি... তার জানবার প্রয়োজন নেই, জেনে লাভও নে... মাধবী এখন আমার কন্যা! ওঠ মাধবেন্দ্র! কে... রাজকুমারীর সন্ধান কর।

অভি। সবই যখন জানেন প্রভু, তখন আ... পিতৃব্য মহারাজ কেরলপতিরও সন্ধান আ... জানেন।

শিব। সে পরের কথা—আগে রাজকুমা... সন্ধান কর।

অভি। যথা আজ্ঞা।

শিব। বেশ, চল আগে দেওয়ানকে স্থির ক'রে আসি।

চতুর্থ দৃশ্য

কক্ষ।

মানবেন্দ্র।

মান। বড়ই সমস্যায় প'ড়ছি! এমন সমস্যায় পড়ব জানলে, কখনও কি এ কুহকময় রাজ্যে প্রবেশ করি। রাজ্যচ্যুত হবার পর কেবল ত্যাগ ক'রে যখন দেশে দেশে ভিখারীর বেশে ভ্রমণ করেছিলুম, তখন আমি এর চেয়ে শত গুণে ভাল ছিলুম! এখানে এখন আমি রাজার বেশে বন্দী। এ বন্দিত্ব থেকে কখনও যে মুক্ত হ'তে পারব, তার ত আশা দেখছি না। প্রাণময়ী সহধর্মিণীর মৃত্যু শয্যায় শব উপহার, আমি উত্তাল তরঙ্গসমাকুল সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ ক'রে চ'লে এসেছি। জানি, সে নেই, মানববুদ্ধি বলে—সে কিছুতেই থাকতে পারে না, তবু আশা কানে এসে রোজ বলে যেন সে বেঁচে আছে! থাকলেও তাকে ফিরে পাবার আর ত আমি কোনও উপায় করতে পারলুম না! আমি এখানে রাজার ঐশ্বর্য্য ভোগ করছি, আর সে হয় ত ভিখারিণী—পরের অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে, হয় ত কোন দরিদ্রের পর্ণকুটীরে বাস করছে। এক একবার মনে করি, ভাবব না, কিন্তু চিন্তা যখন একবার মনের ভিতরে জেগে ওঠে, তখনই প্রাণে সহস্র বৃশ্চিকের জ্বালা অনুভব করি।

(শিববর্ম্মা ও অভিরামের প্রবেশ)

শিব। হাঁ দেওয়ান!

মান। কেন মহারাজ?

শিব। রাজ্যের সমস্ত ভার, সংসারের সমস্ত ভার তোমার হাতে দিয়েও যদি নিশ্চিন্ত হ'তে না পারলুম, তবে তোমাকে দেওয়ান করলুম কেন?

মান। অধীন কি এমন কাজ করেছে যে, মহারাজকে তার জন্ম চিন্তিত হ'তে হয়েছে?

শিব। কি কাজ করেছ, নিজে বল।

মান। কই, আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না, মহারাজ!

শিব। তুমি কি কেরলরাজের মত আমাকে নির্ব্বোধ মনে করেছ যে, দেওয়ানকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রে, শেষে তার মতন তোমার কূট-বুদ্ধিতে আমি বৃদ্ধ বয়সে পথের ভিখারী হব?

মান। তিরস্কার না ক'রে, কি করেছি বলুন।

শিব। আমার একমাত্র বংশধর, বৃদ্ধ বয়সের পুত্র, তাকে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র করেছ, আর কি করবে?

মান। ষড়যন্ত্র করেছি?

শিব। নির্ব্বুদ্ধির মতন অবাক হয়ে থাকলেই মনে করেছ, আমি তোমার ব্যবহার ভুলে যাব? কেরলরাজের ভাগ্যে একটা ভাইপো ছিল, তাই তার রাজ্যটার উদ্ধার হয়েছে। আমার ত আর কেউ নেই যে, তোমার গ্রাস থেকে আমার রাজ্যটির উদ্ধার করবে।

মান। (স্বগতঃ) ভগবান্ লাঞ্ছনার ভেতরেও এক শুভ সংবাদ আমাকে দান করলেন।—মহারাজ! ষড়যন্ত্র মনে করেন ত এখনি আমাকে হত্যা করুন, নইলে এই ভৃত্যের সম্মুখে আমাকে অপমানিত করবেন না!

শিব। এখন আর ও ভৃত্য নয়, ও আমার জামাতা, আমি ওকে কন্যা মাধবীকে দান করেছি।

মান। আপনার কন্যা আপনি যাকে ইচ্ছা দান করতে পারেন, কিন্তু আমি ওকে সামান্য ভৃত্য বলেই জানি।

শিব। তুমি জানলেই ত আর ও ভৃত্য হ'তে পারে না। তোমার বদলে আমি ওকে দেওয়ান করব।

মান। তা হ'লে বিলম্ব কেন, এখনি গ্রহণ করুন।

শিব। পোষাক ছেড়ে দাও। অনেক টাকা ব্যয় ক'রে কাল তোমার পোষাক ক'রে দিয়েছি। (মানবেন্দ্রের গাত্রবস্ত্র উন্মোচন)—নাও অভিরাম, মন্ত্রীর পোষাক পর।

অভি। বলেন কি মহারাজ? আমি কাক—ময়ূরপুচ্ছ সাজলে, আমার দু'কূল যাবে যে! আমি দেওয়ানজীকে দেবতা ব'লে জ্ঞান করি।

শিব। নেবে না?

অভি। ক্ষমা করুন, মহারাজ।

শিব। নাও, তবে তুমি ফিরিয়ে নাও!

মান। আজ্ঞে মহারাজ! আমিও আর গ্রহণ করব না।

শিব। বেশ, তবে আমারই কাঁধে থাক্। আমি রাজা, আমিই মন্ত্রী।

মান। এখন আমার অপরাধ কি বলুন?

শিব। আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে আমার ছেলেকে মৃগয়ায় পাঠিয়েছিলে কেন?

মান। আপনি কিছু জানতে চান না, শুনতে চান না ব'লে বলি নি।

শিব। তার পর ছেলে যে মৃগয়ায় গিয়ে পাগল হয়ে এল, তার কি ?

মান। পাগল হয়ে এল ?

শিব। এল—পথে এল। এখন বল, তুমি ষড়্‌যন্ত্র করেছ কি না ?

মান। কি হয়েছে খুলে বলুন, আমি ভাল বুঝতে পারলুম না।

শিব। কি, তুমি আমাকে কি হেঁজিপেঁজি রাজা পেলে যে, আমি যার তার কাছে কৈফিয়ৎ দেব। আগে পোষাক নাও, দেওয়ান হও, তবে আবার শুনতে পাবে।

মান। মহারাজ! এখনও আপনাকে চিনতে পারলুম না।

অভি। তবে পারবে কে ?

শিব। পোষাক নাও।

মান। না মহারাজ! আর ও ভার আমাকে দেবেন না। আমি আপনার আসবার আগে অবসর-গ্রহণের চিন্তা করছিলুম। রাজকুমারকে বড়ই স্নেহ করি ব'লে জিজ্ঞাসা করছি, নইলে করতুম না।

শিব। আর যখন অবসরই নেবে, তখন আর মিছে স্নেহ দেখিয়ে দরকার কি ? চল অভিরাম, আমরা চ'লে যাই।

অভি। দেওয়ানজী পোষাকটা নিন্।

মান। আচ্ছা দিন।

শিব। ভাই! ছেলেটা মৃগয়া করতে গিয়ে কি একটা গান শুনে পাগল হয়ে এসেছে।

মান। তা বেশ হয়েছে। তা রাজকুমারের বিবাহযোগ্য যখন বয়স হ'ল, তখন তার বিবাহ দিন।

শিব। বিবাহ কি আমি দেবো ?

মান। বেশ, তার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু আপনি একি করলেন ? মাধবীকে আপনি ভৃত্যের হাতে সঁপে দিলেন কি ?

শিব। সেটা এক রকম গোলমালে হয়ে গেছে। তাই ত তোমাকে ছেলের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করছি। সেটাতেও গোল হবে ?

মান। আমি যে তার জন্ম পাত্রের অনুসন্ধানে রাজ্যে রাজ্যে ভাট পাঠিয়েছি।

শিব। আর ভাই! দেরী সইল না।

মান। দেরী সইল না কি, মহারাজ ?

শিব। মাধবী কাল রাত্রে এই চাকরটার সঙ্গে প্রেম-জাতীয় কথান্তর করেছে।

অভি। দোহাই মহারাজ! এ নিষ্ঠুর কথা কইবে না।

মান। বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য!—

শিব। আর যেতে দাও—যুবক যুবতী—চাঁদিনি রাত—মলয় বাত—সাত খুন মাপ্। তার ওপর এখন আমার জামাতা।

মান। তা ও আপনার জামাতাই হোক, আর যা হোক, ও যেন আর আমার কাছে না আসে যখন আসবেন, তখন অন্য কাউকে আপনার সঙ্গে আনবেন। ঐ বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যকে যদি আনেন তখনই আপনার চাকরী ছেড়ে দেব।

অভি। নাই বা রইলুম—এখন আমি জামাই আমার অভিমান নেই ?

শিব। বাইরে, বাইরে—অপেক্ষা—অপেক্ষা-

অভি। অপেক্ষা—কেন, কিসের জন্ম ? আমার প্রাণেশ্বরী মাধবীর কাছে চল্লুম। তাকে নি আমি আর কোন রাজার খানসামাগিরি করব—

[প্রস্থান

মান। রাম! রাম! কি করলেন মহারাজ!

শিব। সে ত চুকে গেছে, এখন ছেলের করবে বল।

মান। বেশ, সুন্দরী রাজকন্যার সন্ধানে চারিদি ভাট পাঠাই।

শিব। ভাট পাঠিয়ে সন্ধান নিয়ে তবে ছেে বিয়ে দেবে ?

মান। তা না হ'লে মেয়ে পাব কোথায় ?

শিব। মেয়ে পাওয়া পাওয়ি বুঝি না, ছেে বিয়ে দাও!

মান। আচ্ছা, দু'দিন অপেক্ষা করুন।

শিব। অপেক্ষা এক দণ্ডও নয়।

মান। সে কি! এখনি ?

শিব। এখনি—কালবিলম্ব নয়।

মান। সূর্য্যাস্তের অপেক্ষা পর্য্যন্ত নয় ?

শিব। সূর্য্য অস্ত যেতে যেতে ছেলেও আ অস্ত যাবে।

মান। তা হ'লে আপনি দেখুন মহারাজ, আ কর্ম্ম নয়।

(মাধবীর প্রবেশ)

মাধবী। মহারাজ! ভাই কিছু খাচ্ছেন জমে চোক বুজে নেতিয়ে পড়েছেন।

মান। হায় হায়! এই মেয়েটাকে আপনি ভৃত্যের হাতে সঁপে দিলেন?

শিব। তা হ'লে আমার ছেলে মরে যাওয়াই তোমার সাব্যস্ত?

মান। কি করব, রাজপুত্রবধূ কি মুখের কথা বলাতে বলাতেই পাওয়া যায়?

শিব। পাওয়া যায় না?

মান। ওঃ! আপনি কি নিষ্ঠুর!

শিব। পাওয়া যায় না?

মান। মেয়েটাকে একটা চাকরকে দিয়েছেন, ছেলেটাকে একটা চাকরাণীকে দেবেন না কি?

মাধবী। মহারাজ?

শিব। পাওয়া যায় কি না যায় বল?

মান। আমার জ্ঞান-বুদ্ধিতে ত পাবার সম্ভাবনা দেখছি না।

শিব। বেশ—অভিরাম!

(অভিরামের পুনঃ প্রবেশ)

অভি। মহারাজ!

শিব। এখনি আমার একটা পুত্রবধূ খুঁজে নিয়ে এস।

অভি। যে আজ্ঞে, এখনি আনছি মহারাজ।

মান। অভিরাম পুত্রবধূ আনবে কি?

শিব। আমি যখন বলছি, তখন নিশ্চয় ও পুত্রবধূ আনবে।

অভি। নিশ্চয় আনব, মহারাজ!

মান। এই—এই—শুনে যা—শুনে যা!

শিব। নেহি—নেহি—চলা যাও—জলদি পুত্রবধূ লে আও।

[অভিরামের প্রস্থান।

মান। এই নরাধম ফিরে আয়।

শিব। যাও, যাও—আয় মা মাধবী, তোর ভাইকে খাওয়াবার জোগাড় করি।

[প্রস্থান।

মান। কে আছিস্? (প্রহরীর প্রবেশ) শিগ্‌গির ওই বেল্লিক বেটাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে আয়।

পঞ্চম দৃশ্য

রাজপথ।

বেদিনীগণ।

(গীত)

গোয়ালিনী লো শ্যাম যে এখন হয়েছে রাজা।
সে আর ভাঙবে নাকো ছুদেও কেঁড়ে,
খাবে নাকো সর-ভাজা ॥
সাধের বেণু বেচে কানু মনু হয়েছে,
সঙ্গোপনে বেদের বনে হরিণ মেরেছে;
আমরা (তাই) বেচতে এসেছি হাটে,
দেখি কাটে কি না কাটে।
ঘুর্ঘি না বসতে পাটে কিনে নিয়ে যা ॥
সাধের ননী সিকেয় তোল্, করবি যদি গরম ঝোল্
বিকিয়ে যায় চট্ ক'রে আয় এখনো তাজা ॥

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। যে বেটীদের বনে গিয়ে আমাদের নাকালের একশেষ, সেই বেটীরেই আসছে না? তাই ত, বেটীরে এখানে পর্যন্ত আমাদের পিছন পিছন ধাওয়া করলে না কি? যাই হ'ক, সুবিধে হয়েছে! বনে বেটীরে আমাদের বোকা বানিয়েছে, আমি এখানে বেটীদের নিয়ে একটু মজা করি। এদিকে মজা, ওদিকে একটা সমস্যার মীমাংসা। মহারাজ কি উদ্দেশ্যে আমাকে রাজ-পুত্রবধূ আনবার ভার দিলেন বুঝতে পারলুম না। রাজাও আদেশ করলেন, আমিও অমনি চ'লে এলুম। আমি ত বুঝেছি রহস্য—রাজাও কি বুঝে রহস্য করেছেন? অথবা এ কোন দৈবলীলা! এই অল্প সময়ের মধ্যে এ অঘটন কেউ কি ঘটাতে পারে? বিধাতা পারে কি না জানি না, মানুষে ত পারে না। তবে যদি কোন গন্ধর্ব্বকুমারী, কি অপ্সরকুমারী মন বুঝে রাজপুত্রবধূরূপে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে, তবেই যদি হয়, তা হ'লে একটু মজাই করা যাক—একটা বেদিনীকে ধ'রে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া যাক্। আনন্দময় রাজাকে একটু হাঙ্গামে ফেলা যাক্। বেদিনী বেটী আর কি বুঝবে, লাভের মধ্যে তার কিছু অর্থপ্রাপ্তি হয়ে যাবে।

(প্রহরিগণের প্রবেশ)

প্রগণ। হারে রে রে!—এই ইধির যাও—উধির যাও—

১ম প্র। রাস্তা ছোড়কে খাড়া হও। হারে রে রে—

অভি। আরে মর, এ বেটারা মাঝখান থেকে হারে রে র ক'রে উপস্থিত হ'ল কেন?

১ম বে। তোর কি কেনা রাস্তা হায় রে, তোর হুকুমে রাস্তা ছেড়িয়ে দেব।

১ম প্র। আলবৎ ছোড়তে হোবে, হামরা বেল্লিক বেটাকো গ্রেপতার করনে চলিয়েছে। যো আদমি সড়কপর খাড়া হোবে, উস্‌কো হামলোগ ঠেলিয়ে ফেলিয়ে চলিয়ে যাবে—হাঁ।

১ম বে। কই যা দেখি বেটা—মোরা রাম রাজার মুলুকে বাস করছি, তা জানিস?

১ম প্র। কেয়া!

অভি। আরে ক্যা হুয়া তেওয়ারী ভাই?

১ম প্র। এই যে অভিরাম ভাই আছ। দেওয়ানজী মহারাজ বেল্লিক বেটাকে গ্রেপ্তার হুকুম করিয়েছে। হামলোক উ বেটাকে পাকড়াতে চলিয়েছি।

অভি। এ ত দেখছি, দেওয়ানজী আমাকেই ধরতে পাঠিয়েছে! আহাম্মোক বেটারা গোলমাল ক'রে ফেলেছে। ভারি সুবিধে হয়েছে। এরে বেদীনী ছুঁড়ীরে! পথ ছাড়।

১ম বে। মোরা রাণীর হুকুম না হ'লে পথ ছাড়বো নি।

অভি। আবার তোদের রাণী কে রে?

১ম বে। রাণী পেছিয়ে আছে, যখন আসবে তখন দেখবি।

অভি। তা হ'লে তেওয়ারি ভাই, তোমরা পাস কাটিয়েই চ'লে যাও।

১ম প্র। কেয়া! তবে কি হামলোগ রাস্তা ছোড়েগা?—কেয়া! এইও ভাগো।

১ম বে। কেয়া! তবে কি হামলোগ রাস্তা ছোড়েগা?

অভি। এ পাঁড়ে ভাই, এ মেয়া লোককে সাথ কেজিয়া করনেসে কুছ ফাকা নেই। ধাঁ্রি হোকে চলিয়। দেরি হোনেসে বেল্লিক বেটা ভাগ্‌ যাগা।

সকলে। চলিয়ে—চলিয়ে।

অভি। এ তেওয়ারী ভাই, থোড়া সবুর।

১ম প্র। কাহে ভাই?

অভি। বেল্লিক বেটা আতা হায়।

১ম প্র। হায়? আপ আঁখসে দেখা?

অভি। দেখা—একটু খাড়া হও না, তা হ'লেই আপবি দেখেগা।

১ম প্র। এ ভাই—খাড়া রহিয়ে।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। হরে মুরারে মধুকৈটভারে—আঃ কে তোরা?

১ম বে। মোরা বেদিনী গো।

কঞ্চুকী। তা পথ ছাড়—

১ম বে। কেনে গো—পথ ছাড়ব কেনে?

কঞ্চুকী। আরে মর, স্নান ক'রে এসে তোদের ছোঁব?

১ম বে। ওরে ঠাকুর মশায় আছে রে! ছেড়ে্ দে।

সকলে। যা ঠাকুর, চালিয়ে যা।

অভি। (প্রহরীদের ইঙ্গিত)

১ম প্র। আরে উতো কঞ্চুকীজী হায়—

অভি। ওই ত বেল্লিক হায়, দেখতা নেই মেইরা লোককো সাথ কেজিয়া করতা। আপ রা[স্তা] ছেড়ে চলে যাচ্ছ, আর বুঢ়া ওদের ভাগারকে দে[খতা] হায়।

১ম প্র। ইতো সচ বাত হায়।

অভি। পাকড়ো পাকড়ো—বেল্লিক বুঢ্ঢা [ভ]াগতা হায়—পাকড়ো।

১ম প্র। এ কঞ্চুকী মশা—এ কঞ্চুকী মশা-

কঞ্চুকী। কি—খবর কি?

১ম প্র। আপকো মন্ত্রী মহারাজ কো যাইতে হোবে।

কঞ্চুকী। কেন?

১ম প্র। তা হামি কি জানে। আপ[কো] গ্রিপ্তার করনেকো হুকুম হায়—

কঞ্চুকী। আমাকে?

১ম প্র। হামি কি মিছে বলছে কঞ্চুকী ম[শা]

কঞ্চুকী। আরে মর, ক্ষেপেছিস্ না কি?

১ম প্র। যখন নকুরি করছি, তখন ক্ষেপা হইয়েছি! চলিয়ে চলিয়ে—

কঞ্চুকী। আরে মর্, এ আহাম্মোক বেটারা কি? আমাকে গ্রেপতার কি? কেও, অভি[রাম] ব্যাপারখানা কি বল দেখি?

অভি। কি জানি কঞ্চুকী ম'শায়! কাল না কি আপনার ঘরে কি ঘটনা হয়েছিল!

কঞ্চুকী। কে এ কথা বললে?

অভি। আপনি না কি রাজকুমারী মাধবীকে কি না কি বলেছেন—কি একটা গোলমেলে ভাল বুঝতে পারলুম না।

কঞ্চুকী। হুঁ!—আচ্ছা চল্।

১ম প্র। হাঁ! চলিয়ে চলিয়ে—

[কঞ্চুকী ও প্রহরিগণের প্রস্থান।

(বরুণার প্রবেশ)

১ম বে। এ রাণী, এতো দেরি ক'রে এলি?

বরুণা। কি ক'রি ভাই! খদ্দের বেটারা কি ছাড়তে দেয়। সব বেটারা মাস নিতে ছুটে এসেছে। সব মাস ফুরিয়ে গেছে।

১ম বে। তবে তুই হাটে শুধু ব'সে থাকবি কি—আমরা তোরে দেখিয়ে চট্ মাস বেচি লিকন্

অভি। এই মেছোনীরাণী! রাণীই বটে! এই কি রাজকুমারকে গান গেয়ে ঘুরিয়েছে? এরই রূপে কি রাজ্যদেশ?

বরুণা। কোন রে?

অভি। আমার সঙ্গে যাবি?

বরুণা। কোথাকে?

অভি। রাজার বাড়ী।

বরুণা। বেদের বিটীর সঙ্গে তামাসা করিস্ কেনে?

অভি। তামাসা নয়। যাস্ ত বল্। একটা রাজপুত্তুর বিয়ে করবি?

বরুণা। মোর যে বিয়ে হইছে রে!

অভি। আবার না হয় একটা করবি।

বরুণা। দূর, তুই বিটলে আছিস।

অভি। বিয়ে না হয়, নিকে করবি।

বরুণা। মোর সোয়ামী যদি না ছাড়ে?

অভি। তোর সোয়ামী পয়সা পেলেই ছাড়বে!

বরুণা। রাজপুত্তুর মোকে নিকে করবে?

অভি। না করে তোকে লাখ টাকা জরিমানা দেবো।

বরুণা। কি বলিস রে ভাই?

১ম বে। চল্ না রাণী, মোরা ত সাথে রইচি রে, ভয় কি?

বরুণা। আচ্ছা চল্।

অভি। হাঁ আয়, আর কিছুও যদি না হয় ত তোর বরাত ফিরে যাবে। আর তোকে মাস বেচে খেতে হবে না। দেখব সুবুদ্ধিমান মহারাজ! কেমন ক'রে তুমি এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাও।

ষষ্ঠ দৃশ্য

অলিন্দ।

মানবেন্দ্র।

মান। তাই ত, এ প্রহরীগুলো করলে কি? এখনও সে বেল্লিক বেটাকে ধ'রে আনতে পারলে না, সে বেটা কি করতে কি ক'রে বসবে! বুঝি গোল বাধালে। বুঝি সব মাটী করলে!

(প্রহরিগণ ও কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কই রে! তোরা যে হুকুম না করতে করতে ছুটে গেলি, তা করলি কি?

১ম প্র। এই হুকুম ত তামিল করিয়েছে হুজুর! বেল্লিক বেটাকে ত গ্রেপ্তার ক'রকে আনলো!

মান। কই আনলি?

১ম প্র। এই কুঞ্চুকী ঠাকুর বেল্লিক বন্ গিয়া।

মান। কঞ্চুকী ঠাকুর বেল্লিক বন্ গিয়া কি রে?

১ম প্র। বড়া বেল্লিক বন গিয়া, বুড়া আদমি হোকে ছোটী ছোটী ছুঁড়িকো সাথ কেজিয়া কিয়া। ইসিকো ওয়াস্তে উনকো পাকাড়্‌কে লে আয়া।

কঞ্চুকী। কি অপরাধে আমাকে গ্রেপ্তার করতে হুকুম দিয়েছেন, দেওয়ানজী?

মান। ছেড়ে দে, আহা ম্মোক্ বেটারা—ছেড়ে দে!

১ম প্র। কুঞ্চুকী মশা কি বেল্লিক নেই আছে হুজুর?

মান। আরে দূর আহাম্মোক, আগে ছেড়ে দে। ছেড়ে দে!

(শিববর্ম্মার প্রবেশ)

শিব। কি হয়েছে, কি হয়েছে দে

১ম প্র। এৎনা বড়া বড়া ছুঁড়ী— [illegible]জিয়া কিয়া।

শিব। কি হ'ল, কি হ'ল?

মান। কি হ'ল এই দেখুন না। আপনি মনে করেন, আমি পাঁচটা বাঁদর নাচিয়ে আমোদ করি, তাতে কি বিভ্রাট ঘ'টে দেখুন। অভেকে ধরতে এই ক'বেটা আহাম্মোককে পাঠালুম, বেটারা কঞ্চুকী মহাশয়কে ধ'রে এনে হাজির করলে।

কঞ্চুকী। ওদের দোষ নেই—এ সব অভিরামের দুষ্টুমি। সেই ওদের কি বুঝিয়ে দিলে, ওরা আমাকে [illegible]

১ম প্র। কেয়া! অভিরাম কেয়া! ছামলোককো ঠকায়কে দে দিয়া—কেয়া!

সকলে। কেয়া?

১ম প্র। ফিন্ চলো ভাই! অভিরামকো কান পাকাড়কে হুজুরকো পাশ হাজির করকে—ঘাড় ধরকে—চলো।

মান। আর ঘাড় ধরতে হবে না বীরপুরুষ! যে যার ডেরায় যাও—আর সিদ্ধি পাকাও। ভাঙ খেয়ে খেয়ে বেটারা একেবারে বুদ্ধি বুজিয়ে ফেলেছে। যত অকর্ম্মণ্য লোক নিয়েই মহারাজের রাজত্ব। যাও—আবি চলা যাও।

১ম প্র। কেয়া! অভিরাম! ছামলোককো ঠকায়কে দিয়া—কেয়া?

[প্রহরিগণের প্রস্থান।

শিব। বাঃ! অভিরাম, বাঃ!

মান। যে আনন্দ আপনার, আর একটা মেয়ে থাকলে তাকেও দান করতেন দেখছি যে।

শিব। বলেছ—থাকলে নিশ্চয় দিতুম।

মান। মেয়ে কোথায় দেখলেন?

কঞ্চুকী। কতকগুলো বেদিনীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ত দেখলুম। সেগুলো এমন ক'রে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে যে, স্নান ক'রে আসবার পথই পাই না!

মান। কি মহারাজ! আপনার অভিরাম বেদিনীর ভেতর থেকে আপনার পুত্রবধূ বেছে আনছে না কি?

শিব। আরে ভাই, কি করে দেখই না।

কঞ্চুকী। বটে! মহারাজ কি তাকে পুত্রবধূ আনতে আদেশ করেছেন? তাই বুঝি সে তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি পরামর্শ করছে! তাই বুঝি—বেটীদের পথ ছাড়তে বললে তেড়ে মারতে আসে।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

মান। ও মহারাজ! ও কি শুনি?

শিব। (স্বগত) তাই ত, অভিরাম সত্য সত্যই কি একটা বেদেনীই ধ'রে আনবে না কি!

(অভিরাম, বরুণা ও গীত গাহিতে গাহিতে বেদিনীগণের প্রবেশ)

গীত।

(বঁধু) নাগাল আর পেলেম রে তোর কই।
মরম ছিঁড়ে নিলি যদি, কেন করলিনিকো জলসই॥
কখন্ এলি কখন গেলি কখন ধরলি বাণ,
কোন্ ফাঁকেতে বিঁধে নিলি বুনো পাখীর প্রাণ।
আঁধারের ঝোপে পাখী ছিল ঘুমের ঘোরে,
চোরের মত লুকিয়ে এলি, পালিয়ে গেলি জোরে।
কোন পথে পালালি বঁধু নিশানা নাইকো কিছু তার
গেলি গেলি ফেললি কেন গলায় সোনার হার॥

কঞ্চুকী। হাঁ হাঁ—ছুঁবি ছুঁবি, ছুঁয়ে ফেলবি। আরে রাম রাম! সকাল বেলায় একি বিপদ!

মান। তোরা এখানে কি মনে ক'রে এসেছিস?

অভি। এই মহারাজ,প্রণাম কর, এই দেওয়ান—রাজ্যের মান—ওঁকে ভাল ক'রে প্রণাম কর। আর এই যে দেখছিস—ইনি কঞ্চুকী, এ রাজ্যের বাম বাকী—ব্রাহ্মণ—এর আশীর্ব্বাদে রাজা হয়, রাজপুত্র হয়, কি না হয়,—একে কেবল টিপ টিপ্ ক'রে প্রণাম কর্।

কঞ্চুকী। হাঁ হাঁ ছুঁয়ে ফেলবি, ছুঁয়ে ফেলবি।

অভি। আরে বেদিনী! শ্রীচরণপঙ্কজ—ব্রাহ্মণের পদরজঃ—পা ধর্, পা ধর্।

(বরুণা প্রভৃতি সমস্ত বেদিনীগণের কঞ্চুকীর পাদস্পর্শ)

কঞ্চুকী। গেল—গেল—গেল—সব মাটী করলে, আবার আমাকে স্নান করিয়ে তবে ছাড়লে। দুর্গা—দুর্গা—

[প্রস্থান।

অভি। এই বারে দেওয়ানজী—চেপে ধর্, চেপে ধর্।

মান। পা ধরতে হবে না—কি চাও, ওইখা থেকেই বল।

অভি। হাঁ হাঁ—উনি তুষ্ট হ'লে—রাজা তুষ্ট-রাজা তুষ্ট—জগৎ তুষ্ট। আর এই মহারাজ—মর্ত্ত্যে দেবতা, সত্যের অবতার।

মান। হয়েছে—কি জন্ম এসেছ বল?

বরুণা। রাজার বউ হ'তে এসেছি।

মান। কি মহারাজ?

শিব। একটু গোলমাল হয়ে গেছে, এইবা একটু ভাবিয়েছে। তুমি একটা মীমাংসা কর!

[শিববর্ম্মার প্রস্থা

মান। তোকে কিছু দিচ্ছি, নিয়ে চ'লে যা।

বরুণা। কি দিবি?

মান। কি পেলে খুশী হ'স বল্?

বরুণা। হামি ত সোয়ামী পেলে খুশী হই।

মান। তোর সোয়ামী কি আর রাজার ঘরে পাওয়া যায়। কিছু টাকা দিচ্ছি নিয়ে যা।

বরুণা। হামি টাকা লিবো না—হামি সোয়ামী লিবো।

মান। তোদের সকলকেই আমি টাকা দিচ্ছি।

বেদিনীগণ। হামরা লিবো না।

মান। তা হ'লে ত বিপদ দেখছি! অভিরাম, তুমি আমার সুমুখ থেকে চ'লে যাও—রাজাও যদি তোমাকে ক্ষমা করেন, তথাপি আমি করবো না। আর যদি মুহূর্ত্ত সময় এখানে থাক, তা হ'লে তোমাকে হত্যা করব।

অভি। যে আজ্ঞে, আমি এখনি যাচ্ছি।

মান। দেখ বেদেনি! ও বেটা চাকর পাগল—ও যা তোকে বলেছে, তা শুনিস্ নি। ওর কথার কোন মূল্য নেই। তবে রাজার নাম ক'রে যখন এসেছিস্, তখন কিছু কিছু অর্থ দিচ্ছি, নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে চ'লে যা।

বরুণা। সোয়ামী দিবি না?

মান। দূর পাগলি! রাজার বাড়ীর কে তোর সোয়ামী হবে?

১ম বে। কেন রাজপুত্তুর সোয়ামী হবে রে। সোয়ামী দিবে ব'লেই ত নিয়ে আইচে।

মান। সকলকে এক একটা সোয়ামী দিতে হবে না কি?

১ম বে। সবায় কেন রে! রাজপুত্তুর দিব বইলা হামাদের রাণীকে আনছিস্—আকা হইছিস না কি?

মান। টাকা দিচ্ছি, কাপড় দিচ্ছি, গহনা দিচ্ছি।

বরুণা। হামি লিব নি।

মান। ঘর দিচ্ছি, বাড়ী দিচ্ছি।

বরুণা। হামি লিব নি।

মান। ভাল, একটা তালুক দিচ্ছি। আজন্ম তোদের আর কষ্ট না হয়, তা ক'রে দিচ্ছি।

বরুণা। হামি লিব নি।

মান। মহারাজ!

(শিববর্ম্মার পুনঃ প্রবেশ)

শিব। কি দেওয়ানজী?

মান। আপনি নিজে এ বালিকাকে বিদায় করুন।

শিব। তুমি পারলে না?

মান। না মহারাজ, আমি পারলুম না। আমার যা দেবার অধিকার, তা দিতে চেয়েছি—আর আমার

শিব। কি মা, কিছু পুরস্কার দিয়ে আমাকে রেহাই দেবে কি?

বরুণা। কি দিবি রাজা?

শিব। অর্থ, অলঙ্কার, বাসগৃহ, ভরণ-পোষণের জন্ম বিষয়-সম্পত্তি?

বরুণা। হামি লিব নি।

শিব। জমিদারী?

বরুণা। হামি লিব নি।

শিব। আমার রাজ্য?

বরুণা। না রাজা, আমি রাজ্য লিব নি, সোয়ামী লিব।

শিব। দেওয়ান! পুত্রকে আমার নিয়ে এস।

মান। কি সর্ব্বনাশ করলেন মহারাজ?

শিব। কিছু নয়, তুমি পুত্রকে আমার নিয়ে এস।

মান। আপনার ভ্রমে তার যে এই অযথা দুর্ভাগ্য হবে, তা আমি কেমন ক'রে হ'তে দেব মহারাজ?

শিব। তবে কি আমি সত্যে পতিত হব?

মান। যে বস্তুতে আপনার অধিকার নাই, তাই নিয়ে সত্য করা আপনার স্থায় বিজ্ঞ নরেশের কর্ত্তব্য হয় নি।

শিব। পুত্রের উপর পিতার অধিকার নাই?

মান। পুত্রের দেহের উপর পর্য্যন্ত আপনার অধিকার। তাকে বন্দী করতে পারেন, গুরু অপরাধে হত্যা করতে পারেন! কিন্তু তার জাতি-ধর্ম্মের উপর আপনার অধিকার নেই।

শিব। তোমার উপর আদেশ করবার ত আমার অধিকার আছে?

মান। সহস্রবার আছে।

শিব। তা হ'লে আমার পুত্রকে নিয়ে এস।

[মানবেন্দ্রের প্রস্থান।

শিব। হাঁ মা! পুত্র যদি আমার অনুরোধ উপেক্ষা করে? তোমাকে বিবাহ করতে না চায়?

বরুণা। তা হ'লে চলিয়ে যাব রাজা!

শিব। তা হ'লে কি আমার যত ধন ঐশ্বর্য্য কিছু নেবে না?

বরুণা। আমি বেদের বিটী, ধন লিয়ে কি করব রাজা? আমার হরিণ ভেড়া আমার ঘরের হাঁড়িয়া খায়, তারা তো টাকা খাবেক্ নি।

শিব। হুঁ—আমি এ বয়স পর্য্যন্ত বিপদ কাকে বলে জানি না। আজ আবাহন ক'রে বিপদ এনেছি। হে শঙ্কর! আমার মতি স্থির রাখতে সহায় হও। কিন্তু

(মাধবী প্রবেশ)

মাধবী। কই পিতা! আমাদের না কি বউ এসেছে —ওমা একি গো? এই বউ না কি? এটা যে বেদিনী—মাথায় মাংসের পশরা! রাম রাম—কি গন্ধ!

শিব। কিন্তু আমিই ওকে পুত্রবধূ করব ব'লে আবাহন ক'রে এনেছি।

মাধবী। তা হ'লে বউ, একটু তফাৎ দাঁড়া ভাই —এইখান থেকে একটা গড় করি।

শিব। ভক্তিও করতে হবে, আবার ঘৃণাও দেখাতে হবে?

মাধবী। কি করব বাবা! একদিকে গুরুজন, অন্যদিকে বেদিনী। গুরুজনকে ভক্তি করছি, তা হ'লে বেদিনীকে ত ছুঁতে পারব না।

(মানবেন্দ্র ও পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। (স্বগত) এ কি? এ কে? এ কুহকিনী এ স্থান পর্য্যন্ত আমার অনুসরণ করেছে?

মান। এই মহারাজ, আপনার পুত্রকে এনেছি।

শিব। দেওয়ান! পুণ্ডরীককে আগে সমস্ত ঘটনা ভেঙ্গে বল, যাতে আমার অবস্থাটা ও বুঝতে পারে।

মান। পথে আসতে আসতে সমস্ত বলেছি মহারাজ!

শিব। কি পুণ্ডরীক, আমার সত্য রক্ষা করতে পার?

পুণ্ড। পারি না, মহারাজ!

শিব। পার না?

পুণ্ড। পারতুম, যদি আমি নিজে না সত্য করতুম।

শিব। তুমি কি সত্য করেছ?

পুণ্ড। সে ওই কিরাতনন্দিনীকেই জিজ্ঞাসা করুন।

শিব। সেকি? এর পূর্ব্বে ওর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে?

মাধবী। দাদা কি ওরই গান শুনে এমন হয়ে এসেছেন?

পুণ্ড। গান ওর না—গান এক রাজকন্যার।

বরুণা। হামার সঙ্গে তোর বেটার বিয়ে হয়েছে রাজা!

পুণ্ড। মহারাজ! আমি রাজকন্যা ভ্রমে ওর হাত ধরেছিলুম।

বরুণা। তুই না বিয়ে করলে, হামাকে ত আর জাতে লিবে না।

শিব। দেওয়ান! এবারে আমি নিশ্চিন্ত—কর্ত্তব্য স্থির করবার ভার এবারে তোমার।

মান। তা যদি ক'রে থাকেন রাজকুমার, তা হ'লে এই কিরাতনন্দিনীকে আপনি বিবাহ করুন। ওঁদের ধর্ম্মরক্ষা আপনার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

পুণ্ড। তার পর কি কথা হয়েছে, ওকে জিজ্ঞাসা করুন।

মান। আপনিই বলুন।

পুণ্ড। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে আমি ওকে পত্নীত্বে গ্রহণ করতে পারি।

শিব। এখনি তুমি ওকে স্ত্রী ব'লে গ্রহণ কর।

পুণ্ড। আগে মৃত্যু দিন।

শিব। বেশ, জল্লাদ!

মান। ক্রোধ করবেন না, মহারাজ!

শিব। জল্লাদ! এই অপরাধীকে মশানে নিয়ে যাও।

(জল্লাদের প্রবেশ)

বরুণা। আচ্ছা, এক বরষ সময় দে রাজা! এই এক বরষের ভিতর ওর যদি মনের মতন বহু মিলে ত হামি ওকে ছাড়িয়ে দিব।

মান। আর যদি না মেলে?

বরুণা। তা হ'লে তোরা বিচার করবি। রাজা আছিস্, শুধু কি আমোদ করতে আছিস্, বিচার করবি না? হামি এক বরষ পরে আবার আসব। চে চল্ বহিন্, ঘরকে চল্।

শিব। দাঁড়াও কিরাত-নন্দিনী।

পুণ্ড। বেশ, মহারাজ, এক বৎসরের জন্য আমাকে দেশভ্রমণের অনুমতি দিন।

শিব। তোমার ফিরে আসবার জন্য দায়ী হবে কে?

মান। আমার শির দায়ী।

শিব। বেশ, এক বৎসরের জন্য আমি তোমাকে সময় দিলুম। যে দেশেই যাও, যত দূরে যাও, পর বৎসর ঠিক এমনি দিন এমনি সময় এখানে ফিরে আসবে। যদি এই সময়ের এক মুহূর্ত্ত পরেও এসে উপস্থিত হও, তা হ'লেও তোমার হিতৈষী এই সাধুকে প্রাণ দিতে হবে।

বরুণা। বেশ রাজা, আমি এক বরষ পরে তোকে গড় করতে আসব। সোয়ামী পাই থাব, না পাই তোকে খোলসা দিয়ে উধাও হইয়ে চলি

যাব। (মাধবীর প্রতি) বড় ত চ'লেছিলেম মা বাঁচিন্, তবে তোর পত্র ফিরিয়ে দে।

[বরুণা, মাধবী ও বেদেনীগণ ব্যতীত
সকলের প্রস্থান।

মাধবী। কি বউ, নমস্কার ফিরিয়ে দিলি যে ?

বরুণা। সহ্য হলেম না যে বহিন্!

মাধবী। নে ভাল ক'রে কথা ক'।

বরুণা। বাউড়ী আছি, ভাল কথা কোথায় শিখবো।

মাধবী। ন্যাকামি করিস নি—ভাল ক'রে কথা ক'।

বরুণা। তোর ভাই ত আমাকে নিলে না ভাই।

মাধবী। ভাই আমার কোথা গেল ?

বরুণা। রাজকন্যা খুঁজতে।

মাধবী। চোকের সামনে নিধি ভাসছে, সে তা ফেলে সাগরে ডুব দিতে গেল ?

বরুণা। দেখ না কি আনে!

মাধবী। আনবে কানা ঝিনুক। (নেপথ্যে—মাধবী!) এক বছর পরে আসছিস্ ত ?

বরুণা। আমার কি আর ঠাঁই আছে ?

মাধবী। রাণী! তুই কোন্ জগতের রাণী ? কেমন ক'রে ছাড়ব ? না, না—বেশ, তোকে তিনটে নমস্কার।

[প্রস্থান।

গীত।

দেখে আয় রে তোর কোথায় আপন আছে।
মাথা খা ও চাঁদ চ'লে যা তোর চাঁদবদনীর কাছে ॥
এই কি ছিল মনে তোর,
কেনে নিঠুর হলি মনচোর,
আমি ব'সে হাপিত্যেশে তুই করলি নিশি ভোর—
মই যদি তুই নিবি কেড়ে, তুললি কেন গাছে।
হাতে বাঁশি কাল শশী ফিরলি কেন পাছে ॥

তৃতীয় অঙ্ক

—•—

প্রথম দৃশ্য

সরোবর।

মাধবী।

মাধবী। বুঝি আমাকে দেখা দিতে সাহস করলে না। অমনি অমনি চ'লে গেল। দেখা পেলে একচোট তাকে নিতুম। একটা বেদেনী ধ'রে এনে তামাসা করার মজাটা সে টের পেতো। রাজার পুণ্যে বেদেনী কোন ছদ্মবেশিনী রাজকন্যা, নইলে রহস্য করতে কি বিষম বিভ্রাটই সেই বাধিয়েছিল। যখন পালিয়ে গেল, তখন আর কি করবো। মনের রাগ মনেই মিটিয়ে ফেলি। এমন মূর্খের মতন কাজ কেন সে করেছিল, জানতে আমার বড্ডই ইচ্ছে হয়েছিল। নাগর যখন পথ থেকেই পালালো, তখন জানা আর হ'ল না। না না, ওই আসছে না! ও যদি না আসতো, তা হ'লে ওর সঙ্গে জীবনে আর কথা কইতুম না।

(গীত)

ও আমার সাধের চন্দনা।
একটি দুটি কাটতে বুলি, শেকল কেটে উড়ে গেলি,
আদর সইল না।
এখনও তোর কচি পাখা, গলায় কাঁঠি দেয়নি দেখা,
রাধা বুলি আধা শেখা কানে ঠেকে না।
মাথায় ঠুকরে দেবে কাক, উড়তে খাবি ঘোরণ পাক,
কার কানাচে আছাড় খেয়ে ভেঙ্গে যাবে ডানা।

এসে পড়ল, আর নয়; ভাল মানুষটির মতন ঘাটে একটু বসি।

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। পুকুরটির ধারে, শানটির ওপর ব'সে, গালে হাত দিয়ে কি ভাবছ রাজকুমারী ? হাঁস বেটা পদ্মফুল জলে ডুবেছে মনে ক'রে, ডুব দিয়ে দিয়ে যে মল—

মাধবী। আরে যাও, তুমি এমন সর্ব্বনেশে লোক! একটা রাজার কুল মজিয়ে দিলে!

অভি। কুলটো কি একেবারেই মজলো ?

মাধবী। আমার বরাতে চাকর, আর দাদার বরাতে চাকরাণী। কুল যদি এতেও না মজে, তা হ'লে আর কিসে মজবে ?

অভি। তোমার বরাতে চাকর হ'তে পারে, কিন্তু তোমার দাদার বরাত খারাপ নয়।

মাধবী। কি ক'রে বুঝলে ?

অভি। তুমিই বল না খারাপ কি না ?

মাধবী। দাদার বরাত আরও খারাপ, রাজার দান মনে ক'রে আমি যা তা পেয়ে এক রকম তুষ্ট হলুম, কিন্তু দাদা ত তুষ্ট হ'তে পারলে না!

অভি। তুমিও কি ঠিক তুষ্ট হয়েছ মাধবী ?

মাধবী। তোমার কি বোধ হয় ?

অভি। বুঝি তুষ্ট হয়ে থাক, তা হ'লে ভাল করনি।

মাধবী। কেন?

অভি। জাতি গর্ব্ব রক্ষার জন্ত তোমার ভাই প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে চলল, আর তুমি আপনার দুরবস্থায় চুপ ক'রে ব'সে রইলে?

মাধবী। আমাকে কি করতে বল?

অভি। রাজার কাছে গিয়ে তুমিও প্রতিবাদ কর।

মাধবী। এখন প্রতিবাদ করলে কি আর বিবাহ ফিরবে?

অভি। কেন, এখনও ত আমাদের বিবাহ হয় নি।

মাধবী। তল্পী বইলুম, বিয়ের আর বাকী রইল কি!

অভি। ওতে কি আর বিবাহ হ'ল, তুমি রাজার কাছে গিয়ে বল।

মাধবী। ব'লে দেখেছি।

অভি। রাজা কি বললেন?

মাধবী। তা আর শুনে কি করবে?

অভি। তবু শুনি।

মাধবী। এই বেদেনীকে আনতে রাজা তোমার ওপর মর্ম্মান্তিক কুপিত হয়েছেন।

অভি। কুপিত হয়েছেন?

মাধবী। তিনি বলেন, তুমি ইচ্ছে ক'রে তাঁকে বিপদে ফেলেছ। তিনি দেওয়ানের সঙ্গে রহস্ত ক'রে তোমায় পুত্রবধূ আনতে বলেন, তুমি তাঁর সর্ব্বনাশ করতে, জেনে শুনে একটা ধাঙড়ী ধ'রে আনলে! রাজা বলেন, হয় তুমি গণ্ডমূর্খ, নয় তুমি বিশ্বাসঘাতক।

অভি। তা হ'লে এই শুভাবকাশে তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর।

মাধবী। তাই ত ঘাটের ধারে ব'সে ব'সে ভাবছি। কিন্তু তল্পী যে ছাড়তে পারছি না!

অভি। তল্পীটি পুড়িয়ে ফেল মাধবী!

মাধবী। কেন, তোমার তাতে এত আগ্রহ হ'ল কেন?

অভি। আমি আর তোমাদের এখানে থাকতে পারছি না, অমন শিবতুল্য রাজার সর্ব্বনাশ করলুম!

মাধবী। তা করেছ। দাদা আর প্রাণে বাঁচছে না—কখন যে কষ্টের নাম জানে না, সে কি ক'রে এক বৎসর পথে পথে ঘুরবে? আর যদিও কোনও ক্রমে বেঁচে আসে, এসেও ত বাঁচবে না। ভাই-রাজা কি প্রাণ থাকতে বেদেনীকে বিবাহ করবে? তা হ'লে ভাইটি গেল, সঙ্গে সঙ্গে রাজা ভোগ করবার লোক গেল। মা শয্যাগত।

অভি। বেশ, মাধবী, তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর।

মাধবী। রাজাও ওই ভাবের কথা বলছিলেন।

অভি। তবে আর বিলম্ব ক'র না! এখনি আমাকে বিদায় দাও।

মাধবী। এখনি?

অভি। আমি তোমার অনুমতির অপেক্ষা দাঁড়িয়ে আছি। মাধবি! রাজকুমারের জীবনে আশা নেই। এখন তোমার যদি কোন রাজকুমারে সঙ্গে বিবাহ হয়, তা হ'লেও রাজা একজন উত্তরাধিকারীর প্রত্যাশা করতে পারেন।

মাধবী। তা'ত বুঝতে পারছি—কিন্তু ছা তোমার তল্পী যে ভুলতে পারছি না।

অভি। না ভুললে চলবে না মাধবী—আমি এ মুহূর্ত্তও এখানে থাকতে পারব না।

মাধবী। কোথায় যাবে?

অভি। আগে আমায় ত্যাগ কর।

মাধবী। যে ভারী তল্পী চাপিয়েছিলে, বা এখনও ম'ল না, আমি কেমন ক'রে ভুলব?

অভি। তুমি আমাকে বিপদে ফেললে মাধবি

মাধবী। বল কোথায় যাবে?

অভি। রাজকুমারের সঙ্গে যাব।

মাধবী। রাজকুমার ত এখন সাত সমুদ্র (নদী পার।

অভি। তুমি যে আরও আমাকে ভাবাং ব দিচ্ছ!

মাধবী। তবে তুমিও বছর খানেক ঘুরে এ ততদিনে যদি পিঠের ব্যথা মরে, আর একটি পুতুল জোটে, তখন দেখা যাবে।

অভি। আমি গেলে আর ফিরব না।

মাধবী। সে তোমার ইচ্ছা।

অভি। ত্যাগ করবে না?

মাধবী। মূর্খ! একটা ধাঙড়ী বেদেনী লোভেও স্বামী ত্যাগ করলে না, আর আমি রাজ হয়ে তাই করব?

অভি। তবে এক বছরের মত ছুটি দাও।

মাধবী। যেতে ইচ্ছা করেছ, আমি নিষে না। তবে একবার যাবার সময়ে রাজার সাক্ষাৎ ক'রে যাও। তা না করলে যে অক্ হবে।

অভি। কোন্ মুখে তাঁর সঙ্গে দেখা কর

মাধবী। কেন এই আধা মলিন চাঁদমুখে।

অজি। এই যে বললে রাজা আমার উপর মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হয়েছেন!

মাধবী। কেন, কি অপরাধে?

অজি। আরে এই যে বললে।

মাধবী। মিথ্যে বলতে নেই?

অজি। যা বললে সব মিথ্যা?

মাধবী। সর্ব্বৈব মিথ্যা।

অজি। সর্ব্বৈব মিথ্যা?

মাধবী। যদি তুলা রাজা কখন কি কারও ওপর রাগ করেছেন, তা তুমি ত আমার স্বামী। নিজে হাতে ক'রে তিনি আমাকে তোমার হাতে সমর্পণ করেছেন। যদি তোমা হ'তে রাজ্যও যায়, তথাপি তোমার ওপর কি রাগ করবার তাঁর যো আছে?

অজি। বল কি?

মাধবী। আমি তোমাকে রহস্য করছিলুম। দেখলুম, রহস্যের বেগ তুমি কতটা সইতে পার। দেখলুম, তুমি বেশতর লোককে রহস্য ক'রে বেড়াও, কিন্তু নিজে এক ছটাক রহস্যেরও বেগ সামলাতে পার না।

অজি। হায় মাললুম মাধবি! এতক্ষণে বুঝতে পারলুম, করুণাময় রাজা একটা দরিদ্র ভৃত্যকে এমন রত্ন দান করেছেন যে, রাজ্যেশ্বরের ভাগ্যেও তা কখনও ঘটে কি না সন্দেহ।

মাধবী। থাক্, আর বেশী সুখ্যাতি করতে হবে না। পুকুরটির ধারে ব'সে আছি, অহ্লাদের ধাক্কায় শেষে কি টাল খেয়ে অগম জলে ডুবে মরব?

অজি। বেছে বেছে এখানটিতে এসে বসলে কেন?

মাধবী। কেন আর তোমাকে কি বলব? একটা বেদেনীকে কোথা থেকে ধ'রে আনলে, তাকে ছুঁয়ে ফেলেছি। এখন চান না করেও থাকতে পারছি না, চানও করতে পারছি না। বেদেনী ছুঁয়েছি, চান না ক'রে কি ক'রে ঘরে ঢুকি? আবার এ দিকে গুরুজন, ছুঁয়ে চানই বা করি কি ক'রে? আচ্ছা, বেছে বেছে তুমি একটা বেদেনী ধ'রে আনলে কি করে? সারা সহরের পথে আর কি কোন জাত মিলল না?

অজি। রাজার পুণ্যের পরীক্ষা করতে এনেছি। ইচ্ছা ক'রে খুঁজে বেদেনী এনেছি।

মাধবী। কি রকম?

অজি। শাস্ত্রে বলে সত্যের জয় সর্ব্বত্র।

মাধবী। [illegible]

অজি। আছে বই কি মাধবি! দেখলুম, রাজা করুণাময়—সত্যাশ্রয়ী। যাতে মানবে ঈশ্বরত্ব, রাজা সেই সম্পত্তির অধিকারী। তাই পরীক্ষা করতে বেদেনী ধ'রে এনেছি, সত্যপালক যুধিষ্ঠিরের মর্য্যাদা রাখতে অস্পৃশ্য কুক্কুর যদি ধর্ম্মমূর্ত্তি ধরতে পারে, তা হ'লে সত্যনিষ্ঠ রাজার মর্য্যাদা রাখতে একটা বেদেনী কি রাজনন্দিনী হ'তে পারে না? সত্যব্রত রাজার ধর্ম্ম কে নষ্ট করতে পারে মাধবী?

মাধবী। চাষার কাছে শাস্ত্রের এই দুর্দ্দশাই হয় বটে?

অজি। আচ্ছা, দেখে নিও।

মাধবী। বেদের মেয়ে রাজনন্দিনী হয়ে যাবে?

অজি। হওয়া ত উচিত।

মাধবী। এ বিশ্বাস তোমার আছে?

অজি। সেই বিশ্বাসেই আমি একটা বন-বিহঙ্গিনী ধ'রে এনেছি। সেই বিশ্বাস এখনও অটুট আছে ব'লে আমি রাজকুমারের অনুসরণ করতে চলেছি।

মাধবী। তার অনুসরণ করবে কেন?

অজি। তাকে বিপদে আপদে রক্ষা করবার চেষ্টা করব। আর যদি কোন রাজকন্যার মোহে আবদ্ধ হ'তে চায়, ত প্রাণপণে তার বিবাহে বাধা দেব।

মাধবী। তা হ'লে এখনি যাও, আর কালবিলম্ব ক'র না।

অজি। একেবারে হঠাৎ পেরমায়ার তাড়া—ব্যাপার কি বল দেখি?

মাধবী। দাদা যদি এই বেদেনী ছেড়ে আর কোন রাজকন্যা বিয়ে করে, তা হ'লে তার মতন হতভাগ্য আর নেই।

অজি। আবার রহস্য করছ না কি?

মাধবী। এমন রত্ন সে ত্রিভুবন সন্ধান করলেও খুঁজে পাবে না।

অজি। বল কি?

মাধবী। বলছি যাও না। দৃষ্টিহীন ভাই, শেষকালে কি একটা কূপে প'ড়ে প্রাণ হারাবে!

অজি। বেশ চল্লুম।

মাধবী। দাদা যে গানটা শুনে পাগল হয়েছে, সেটা তোমার মনে আছে?

অজি। যতটা শুনেছি মনে আছে।

মাধবী। দাদা পাগল হয়ে এল, আর তুমি কিছু হ'লে না?

অজি। পাগল হওয়াটা কি তোমার পছন্দ না কি?

মাধবী। অমন গান শুনে যে পাগল না হয়, সে কি রকম প্রেমিক, আমি বুঝতে পারছি না।

অভি। তোমার কথার ঝঙ্কার যে আমার কর্ণ-রন্ধ্র আগে থাকতেই রোধ ক'রে বসেছিল, সে গান স্থানই পেলে না, তা করবো কি।

মাধবী। বেশ, তবে যাও—গানটা মনে করতে করতে যাও—কাজে লাগবে।

অভি। তবে বিদায়!

মাধবী। তোমার ইচ্ছা।

দ্বৈত গীত।

অভি। তুমি ছাতার পুষে বল ময়না।
দেখছি তোমার প্রাণসখি, রত্ন চেনা হ'ল না।
মাধবী। না হ'ক তাতে ক্ষতি কি—
আমি লাখ টাকাতে ঝুঁটো কিনেছি।
অভি। মনে কর হারিয়ে গিয়েছি।
মাধবী। হারায় যদি কেউ ছোঁবে না—
আমার ঘরের সোনা।
অভি। তবে ছুড়ে দাও ফেলে,
মাধবী। আরো বাঁধছি আঁচলে,
উভয়ে। তবে বাঁধাবাঁধি চল চ'লে যে যার কাছে
হার মানা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দেবালয়-দ্বার।

পুণ্ডরীক।

পুণ্ড। তাই ত, বেদের বনের চারদিকে একমাস ধ'রে সন্ধান করলুম, কেউ কোন খবর দিতে পারলে না। বনের ভেতর এত বড় একটা বাগান রচনা হ'ল, কত কারিকর কতদিন ধ'রে যে পরিশ্রম করেছে, তার ঠিক কি? আমি তার একটাকেও খুঁজে বার করতে পারলুম না। খুঁজে খুঁজে হতাশ হয়ে পড়লুম। বেদিনী বলেছে, এক রাজকন্যার কাছে সে গান শিখেছে, এক রাজকন্যা দিয়ে বাগান রচিত হয়েছে, বেদেনী মিথ্যা বলেনি, মিথ্যা বলবার প্রয়োজন কি? সে যদি বলত, এ গান আমি রচনা করেছি, তাকে অবিশ্বাস করবার কারণ ছিল না। আমাকে পাবার লোভে সে অনায়াসে বলতে পারত, কিন্তু সে তা বল্লে না। রাজকন্যা—কোথায় সে রাজকন্যা? সে কোন্ ভাগ্যবান্ রাজার দুহিতা? সে যদি আমাকে গ্রহণ না করে, তথাপি তার অট্টালিকার দ্বারী হয়ে আমি সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারি। এ গান বেদেনী কোথায় পাবে? এ গান বেদেনী কেমন ক'রে বুঝবে? পূর্ণ শশধরের নাম নিয়ে প্রেমের নিগূঢ় তত্ত্ব বেদেনীর বোঝবার সাধ্য কি? (নেপথ্যে—সঙ্গীত)।

পুণ্ড। এই যে, এই যে। প্রেমময়ী! আর তুমি আমাকে লুকুতে পারছ না, এতদিন পরে আমি সুধা-প্রস্রবিনীর মূলের সন্ধান পেয়েছি। এইবারে মন বলছে তোমায় ধরেছি, এ অপূর্ব্ব প্রাচীর-বেষ্টিত অট্টালিকায় একটা বন্য বেদেনী কখন বাস করতে পারে না।

(আনন্দগিরির প্রবেশ)

আনন্দ। কেহে বাপু তুমি?

পুণ্ড। তুমি কে?

আনন্দ। আমি যে হই না, সে খবরে তোমা দরকার কি? তুমি আগে আপনার পরিচয় দাও।

পুণ্ড। যদি না দিই?

আনন্দ। তোমাকে ধ'রে বেঁধে মহান্ত মহারাজের কাছে নিয়ে যাব।

পুণ্ড। কে মহান্ত?

আনন্দ। তাই ত, তুমি বেঙ্কটেশ্বরের রাজ্যে এ মহান্ত মহারাজ কে তা জান না? তুমি আম পরিচয় জানতে চাচ্ছ? কে তুমি শিগ্গির বল।

পুণ্ড। তা হ'লে কেবল কথা কাটাকাটিই হো কেউ কারও আর পরিচয় নেওয়া হয় না।

আনন্দ। তুমি এখানে উঁকি ঝুঁকি মেরে দে ছিলে কি?

পুণ্ড। অট্টালিকা প্রবেশের পথ দেখছিলুম।

আনন্দ। এমন ক্ষমতাবান্ কেউ নেই, অ এই অট্টালিকার দ্বারে মাথা গলাতে পারে।

পুণ্ড। কেউ নেই? (এক হস্তে পথিকা ধারণ) হতভাগা, এ পুরী-প্রবেশের পথ দেখা, যদি না দেখাস্, এখনি তোকে হত্যা করব।

আনন্দ। অসম সাহসী যুবক। কে তুমি মৃত্যু-ভয়হীন! বুঝতে পাচ্ছি তুমি প্রেমোন্মত্ত। পু নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে পরিচয় দাও। আ বেঙ্কটেশ্বরের পূজক, আনন্দগিরি।

পুণ্ড। (প্রণাম করিয়া) তবে আপনার বেশ কেন প্রভু?

আনন্দ। আজ বৈশাখী পূর্ণিমার ভগ

অভি। প্রাণের কামনা।

জটা। প্রাণের কামনা—বস্, আর বল্‌তে হবে না।

[প্রস্থান।

অভি। ওগো রাজকন্যারা—নমস্কার। আমি তোমাদের যখন চক্ষুঃশূল—তখন চল্লুম।

২য় ক। সে কি? কোথায় যাবি—আমাদের না বললে তোকে যেতে দেবে কে?

সকলে। কি বল্‌লি বল?

অভি। ও একটা উট্‌কো বরের কথা।

সকলে। বর? বর? কোথায় রে, কোথায় আছে?

২য় ক। আরে গেল, এগিয়ে যাচ্ছিস কি, এগিয়ে গেলেই পাবি না কি?

৩য় ক। আমি ত ঠিক বলেছি—বর।

২য় ক। বয়স কত?

অভি। কে কে শুনতে চাও, বল।

সকলে। আমি শুনব, আমি শুনব, আমি কথা কইব, আমি গান শুনাব, আমি নাচ দেখাব—আমি খাওয়া দেখিয়ে মোহিত করব।

অভি। কে কি করবে, সব একেবারে বল্‌লে ত মনে থাকবে না। তোমরা সবাই নামের একটা তালিকা দাও। আর যদি তাকে পেতে চাও; তা হ'লে একটি উপায় বাৎলে দিই, তোমরা শোন।

সকলে। বল—বল—

২য় ক। আমি আগে কথা কয়েছি, তোমরা শোনবার কে?

৩য় ক। বটে! আমি সকলের আগে বর ঠাওরেছি।

২য় ক। তবে ত একেবারে মাথা কিনেছিস—তুমি বল ত, ভৃত্য, বল ত?

অভি। ওই কে আসছে—তা হ'লে এখানে নয়—এ জায়গা ছেড়ে চল, তাপ্‌টা শিখিয়ে দিগে, এস।

সকলে। বেশ—বেশ—বক্‌শিস দেব—বক্‌শিস দেব।

[সকলের প্রস্থান।

(পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। এতদিন পরে বেঙ্কটনাথ বুঝি আমার মনস্কামনা পূর্ণ করলেন। কিন্তু এ কি যন্ত্রণা? কাছে এসে হাতের কাছে পেয়ে ধৈর্য্য ধরতে পারছি না। দেখা দাও-প্রাণেশ্বরী, দেখা দাও—আর আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেল না। একটা বেদেনীকে দিয়ে রহস্য করিয়ে আমার যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছ। বেদেনীর অপবিত্র কণ্ঠে কি এমন স্বর্গীয় সঙ্গীত ঢালতে আছে? অন্য রাজকুমার হ'লে তারই মোহে আত্মহারা হয়ে হয় ত বেদেনীকেই আত্মসমর্পণ ক'রে বসত—আমি কিন্তু বেদেনীর শত চেষ্টাতেও আত্মহারা হই নি। তোমার লোভে পিতার আদেশ অমান্য করেছি। দাও প্রাণেশ্বরী—ধরা দিয়ে পুরস্কার দাও।

(২য় রাজকন্যার প্রবেশ)

২য় ক। ওহো হো! কেমন ক'রে তাকে পাব, কোথায় তাকে পাব—শত প্রেমিকার প্রাণের কামনা—হায় হায়! আমার কি এমন ভাগ্য যে, আমি তাকে পাব—শত প্রেমিকার প্রাণের কামনা—উঃ!

পুণ্ড। অ্যাঁ! কি বললে কি বললে? সে তুমি?

২য় ক। অ্যাঁ! তাই ত, কি দেখছি—তুমি?

পুণ্ড। বল, আবার বল—সেই বিশ্ববিমোহন সুরে আবার বল।

(রাজকন্যাগণের প্রবেশ)

৩য় ক। বটে! ও একা বলবে—

সকলে। কেন কিসের জন্য—আমরা কি বানে ভেসে এসেছি? (পুণ্ডরীককে বেষ্টন করিয়া) শত প্রেমিকার প্রাণের কামনা।

পুণ্ড। তাই ত, ব্যাপার কি?

২য় ক। রাজকুমার! এরা সব ছলনাময়ী—এদের কথা শুনবেন না।

পুণ্ড। কে তোমরা?

সকলে। ও ব্যক্তিও যে, আমরাও সে।

২য় ক। কি তোরা আর আমি এক—আমার বাপ রাজা, আর তোদের বাপ ছোট ছোট তালুকদার।

৩য় ক। নে ভারী রাজা—ভুঁইশূন্য ইটেঘাটা হাটবাজারের রাজা।

৪র্থ ক। যা, যা, গুমোর করিস নি।

পুণ্ড। তোমরা এ কি বলছ, আমি বুঝতে পারছি না। দোহাই, সত্য ক'রে বল, এ গানটি কে গাইছিলে? দোহাই সুন্দরি! আমি একটু পূর্ব্বে তোমাদের মধ্যে একজনের মধুর কণ্ঠ শুনেছি। বল সে কার?

২য় ক। সে আমার।

সকলে। আমার গো, আমার।

৩য় ক। তবে হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্গি—আমাদের কারও নয়, আমরা সব শুনে শিখেছি।

সকলে। শত প্রেমিকের প্রাণের কামনা
আমি পূর্ণ হাসি।
পথের মাঝে পরাণ বঁধু দিও না গলায় ফাঁসি।

পুণ্ড। কি, কি বললে? আর একবার বল দেখি শুনি।

(অভিরামের নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ)

(গীত)

অভি। (আর) দায় প'ড়ে গেছে বলতে।
আবার শুনলে আছাড় খাবে পাহাড়-পথে চলতে।

পুণ্ড। পাপিষ্ঠ নরাধম অন্তে! এখানেও তুই?

অভি। তুমি শিবরাত্রের শলতে,
তোমাকে কি পারি ভুলতে?
এবি প্রাণে সবে, নিভে যাবে,
ভরাদীপে পুরে জ্বলতে।

পুণ্ড। সুমুখ থেকে যদি না যাস ত তোকে কেটে ফেলব।

অভি। বল, বল—রাজকুমারীরে, চুপ ক'রে রইলে কেন?

সকলে। আমরা সবাই, ঘেরেছি তোমায়
রূপের নেশায় টলতে।

পুণ্ড। দূর—দূর—কাছে আসিসনি, কাছে আসিস নি—দূর।

অভি। ছেড়ো না—পিছু নাও—পিছু নাও।

[সকলের প্রস্থান।

(বরুণা ও আনন্দগিরির প্রবেশ)

আনন্দ। কি মা! তুমি সঙ্গে গেলে না?

বরুণা। ওরা রাজকুমারী, ওরা তাই সঙ্গে গেল। আমি বেদের মেয়ে, আমি গিয়ে কি করব? তার ওপর আমি ত কুমারী নই!

আনন্দ। তবে তুমি কি মানসে বেঙ্কটনাথের পূজা করতে এসেছিলে?

বরুণা। আমার স্বামী দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন, তাই তাঁর পথের কল্যাণ কামনা করতে এসেছি।

আনন্দ। বেদের মেয়ে তোমাকে মন্ত্র ব'লে দিলে কে?

বরুণা। কেন আপনি!

আনন্দ। আমি?

বরুণা। আমি ঠাকুরের সুমুখে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্লুম—ঠাকুর! আমি বেদেনী, তোমার সুমুখে আর কখন আসি নি—কি ব'লে তোমায় ডাকতে হয় জানি না। কি ব'লে তোমাকে ডাকব ব'লে দাও!—বলতে না বলতেই আপনি এলেন, মন্ত্র ব'লে দিলেন—আমি বলতে বলতে ঠাকুরের মাথায় ফুল পড়ে গেল। আপনি বললেন, ঠাকুর তোমার পূজা গ্রহণ করেছেন।

আনন্দ। সে কখন?

বরুণা। সেই ভোরে।

আনন্দ। কিরাতনন্দিনি! সে আমি নই, স্বয়ং বেঙ্কটনাথ তোমাকে নিজের পূজার মন্ত্রোপদেশ দিয়েছেন।

বরুণা। আপনিই ত বেঙ্কটনাথ।

আনন্দ। তা তুমি বলতে পার। এখন কোথায় যাবে?

বরুণা। বনে।

আনন্দ। বেশ যাও।

[বরুণার প্রণাম ও প্রস্থান।

বেঙ্কটনাথ! আমার মূর্ত্তি ধ'রে, এই কিরাতনন্দিনীর গুরুর কার্য্য ক'রে তোমার চিরদরিদ্র সেবককে অপদস্থ করলে কেন? তোমাকে যে পেয়েছে, তার অজ্ঞাতসারে, ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান তার ভিতরে প্রবেশ করেছে। কিন্তু প্রভু, আমি যে অজ্ঞান। দেখো ঠাকুর বেদেনীর কাছে যেন অপ্রতিভ না হই, তা হ'লে তোমারই সমুখে বিষপানে প্রাণত্যাগ করব। তা যা হ'ক, কেরলরাজনন্দিনীকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? সে কখন এল, কখন গেল, সে এক পদক ফেলে গেছে, তাইতেই সে এসেছে জানতে পেরেছি, নইলে জানতে পারতুম না।

(অন্বেষণের অভিনয় দেখাইতে দেখাইতে বরুণার পুনঃ প্রবেশ)

হুঁ। ধরা পড়েছ! কি বেটী! এ পদক কি তোর?

বরুণা। আজ্ঞে, আপনি পেয়েছেন! গলা থেকে কখন প'ড়ে গেছে জানতে পারি নি।

আনন্দ। এ পদক আমার কাছে থাক্, সময়ে তোমাকে ফিরিয়ে দেব।

চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যান।

(পুণ্ডরীকের প্রবেশ।)

পুণ্ড। থাক, আর নয়—আর মিছে মরীচিকার লোভে ঘুরব না—এই কুহকময় সংসারে আমার আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী মিলল না। যখন মিলল না, তখন মৃত্যুই আমার শ্রেয়ঃ। শুধু এই দেশটা বাকী, এখানে মিলল ত ভাল, না মেলে গৃহে ফিরে পিতাকে বলব, আমাকে মৃত্যু দিন। কুৎসিতা কদাচার বেদিনীকে বিবাহ করার চেয়ে মৃত্যু ভাল। আর চলতে পারছি না। এই নগরপ্রান্তে উপবনে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম ক'রে তবে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। এই বারেই আমার অদৃষ্টের শেষ পরীক্ষা। এইখানে আমার চির আকাঙ্ক্ষিত প্রাণেশ্বরীকে পেলুম ত পেলুম, নইলে এই স্থান থেকেই ঘরে ফিরব—চির-হিতাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রীর প্রাণ আমার ফেরবার জন্য দায়ী। সুতরাং আর বেশী দিন আমার ঘোরা চলছে না।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

এই—এই—ভগবান্ এইবার বুঝি আমার ঘোরা-ঘুরির শেষ করলেন! সেই কণ্ঠ—সেই স্বর, কিন্তু এ ত সে গান নয়! বিধি, এইবারে বুঝতে পেরেছি, আমাকে সেই অমূল্য মণির খনিতে এনে উপস্থিত করেছ। মরি—মরি! তরঙ্গে তরঙ্গে এ মোহন সুর বিশাল আকাশ ব্যাপ্ত ক'রে দিলে—তরুলতার পত্রে, ভ্রমরের গুঞ্জনে, পক্ষীর কলরবে যেন সহস্র বীণার সে সুরের ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। এসো মধুময়ি সঙ্গীতরূপিনি! তোমাকে সহসা পাবার প্রত্যাশা ক'রে আমি অপরাধ করেছি। তুমি ধরা দিতে আমার গৃহদ্বারে গিয়েছিলে—এইবারে এস প্রিয়তমে, আমি দূরে তোমার গৃহ-দ্বারে তোমার প্রেমমন্দিরে অতিথি হ'তে এসেছি। তাই ত সর্বাঙ্গে রত্নবিভূষিতা কিন্তু দারুণ কুৎসিতা—এ কে?

(জটাধরীর প্রবেশ)

জটা। কেমন?

পুণ্ড। তুমি কে?

জটা। আগে বল কেমন?

পুণ্ড। কেমন কি?

জটা। কেমন জব্দ?

পুণ্ড। কিসের জব্দ?

জটা। বটে! এখনও ঘোরবার সখ মিটে নি? সখি!

পুণ্ড। থাক্—থাক্, আর সখীকে ডাকতে হবে না। তোমাতেই যথেষ্ট। কি বলবে বল?

জটা। আমাতেই যথেষ্ট হ'লে কি এখনও কথা কাটাকাটি কর? এখনও তুমি জব্দ হও নি। কি বল, তানপুরো আনব?

পুণ্ড। ও বাবা! এ কোথায় এলুম! ঘুরতে ঘুরতে শেষকালে হাবড়ে পড়লুম! এর চেয়ে যে বেদেনী ছিল ভাল।

জটা। ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলে কি? তান-পুরোটা আনাই?

পুণ্ড। তানপুরো কি হবে? আমি ত গান জানি না।

জটা। সে কি, এত দিন ধ'রে শুনলে, আজও গানটা শিখতে পারলে না?

পুণ্ড। তুমি বোধ হয় লোক চিনতে পারছ না। তুমি কাকে মনে ক'রে কাকে বলছ?

জটা। আচ্ছা, তুমি না পার, আমারই একটু শোন—কাকে মনে ক'রে কাকে বলছি, তা হ'লেই বুঝতে পারবে।

পুণ্ড। থাক্, এখন আর গানে প্রয়োজন নেই—তোমার রূপেই যথেষ্ট।

জটা। তুমি গানের পাগল, তুমি রূপের কথা তুলছ কেন ভাই?

পুণ্ড। ও বাবা! এ বলে কি?

জটা। রূপ ত আমার আছেই, সে জগতের লোকে জানে। আমার রূপ দেখে হাজার হাজার রাজপুত্তুর পাগল হয়ে গেছে।

পুণ্ড! আহা! তা হ'লে অনেক রাজাকে নির্ব্বংশ করেছ বল?

জটা। তা করতে হয় বই কি? বুঝতে পারছ না—এত বয়স পর্য্যন্ত আমার বিয়ে হয় নি কেন!

পুণ্ড। কেন হয় নি সুন্দরি?

জটা। আমার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য বাব এক একটা রাজপুত্তুর ধ'রে আনে। সে যেমন আমাকে দেখে, অমনি পাগল হয়ে যায়। আ বাবাও অমনি তাকে দূর ক'রে দেয়। শেষে বাব রেগে আমাকে বললে, তুই আর কখন কাউকে রূ দেখাস্ নি।

পুণ্ড। তবে এ অধীনের প্রতি এ করুণা হ'ল কেন?

জটা। তুমি কি দেখে পাগল, তুমি যে জ

পাগল। তোমায় কি জোর ক'রে করুণা করতে হয়, তোমায় দেখলে করুণা আপনি আপনি উথলে ওঠে।

পুণ্ড। কে তুমি সুন্দরি?

জটা। সুন্দরী আমি কেন, সুন্দরী তোমার প্রাণতোষণী বেদেনী।

পুণ্ড। (স্বগতঃ) আরে ম'ল, এ বলে কি?

জটা। কি, কথাটা কানে লাগছে?

পুণ্ড। শুধু কানে—হাড়ে, মগজে, মজ্জায়।

জটা। তাই বল—যখন দেখলুম, রূপে সুবিধে হ'ল না, তখন লাখো টাকা খরচ ক'রে, কালোয়াত দিয়ে গান শিখলুম।

পুণ্ড। আর সেটা আমারই ওপর প্রয়োগ করতে এসেছ বুঝি?

জটা। প্রয়োগ কি আজ করছি বঁধু! তুমি পাগল হয়ে ছুটোছুটি করছ কার গানে?

পুণ্ড। সে কি, এতদিন আমি তোমারই গান শুনে উন্মত্ত হয়ে বেড়াচ্ছি?

জটা। হিঃ হিঃ হিঃ।

পুণ্ড। তোমারই জন্ত আমি পিতার অবাধ্য হয়েছি?

জটা। হিঃ হিঃ হিঃ!—দেখ দেখ, আমার গানের মজা দেখ। লাখো টাকা খরচ ক'রে শেখা গান। তাতে কি চালাকিটি করবার যো আছে?

পুণ্ড। সে বাগান তুমি রচনা করেছ?

জটা। হিঃ হিঃ! রচতে রচতে হাতে কড়া প'ড়ে গেছে। দেখ—দেখ!

পুণ্ড। এখন থাক্, পরে দেখা যাবে। তুমি তত দূরে কি করতে গিয়েছিলে?

জটা। কি করি বঁধু! কাছের রাজপত্তুর সব পাগল ক'রে উজোড় ক'রে ফেলেছি, দূরের বঁধুর মধ্যে এক তুমি আছ বাকী। জানি, তুমি এক দিন না একদিন মৃগয়া করতে আসবেই। তাই বনের ভেতরে একটা বাগান তইরী করতে লেগে গেলুম। আমি কিষ্কিন্ধ্যার মেয়ে, আমার পূর্ব্ব-পুরুষ সীতা-উদ্ধারের সময় সাগরে সেতু বেঁধেছে—আমি বা বাগান করব, সে কি আর দুনিয়ার লোকে করতে পারবে?

পুণ্ড। তুমি সত্য বলছ?

জটা। তা হ'লে দেখ একটা মজার কথা কই। তোমায় দেখেই ত মন-প্রাণ ম'জে গেল। মনে করলুম, তুমি বনে বনে ঘুরে ঘুরে সারা হচ্ছ, তোমাকে ধরা দিই। এই ভেবে আমার পোষা হরিণটে তোমাকে দেখালুম। কিন্তু তুমি এমন বোকা—নিজে না এসে, চাকরটা পাঠিয়ে সন্ধান নিতে গেলে। তাইতে আমার রাগ হ'ল, আমি একটা মেয়েকে বড় সাজিয়ে সেখান থেকে স'রে পড়লুম। কেমন প্রাণ-বঁধু! কেমন বউটি পছন্দ হয়েছিল?

পুণ্ড। সে পছন্দের কথা আর কি বলছ—সেই অবধি প্রাণ আমার কেবল বেদে বেদে করছে।

জটা। কেমন! কেমন জব্দ করিছি! নাও—আর কষ্ট করতে হবে না। এত দিনে তোমার কষ্টের শেষ হ'ল—নাও, এইবারে চল।

পুণ্ড। কোথায়?

জটা। একেবারে ছাদনা-তলায়, আর কোথায়!

পুণ্ড। অনেক ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—সুন্দরী একটু বিশ্রাম করতে দাও।

জটা। আচ্ছা, আমি পাশে বসি, তুমি বিশ্রা… কর।

পুণ্ড। সর্ব্বনাশ করলুম দেখছি—এক বেদিনীর ওপর অভিমান করতে একটা বাঘিনী খর্পরে পড়লুম?

জটা। তুমি শত প্রেমিকার প্রাণের কাম… তোমায় আমি কি ছেড়ে থাকতে পারি?

পুণ্ড। আরে ম'ল! এ বলে কি?

জটা। তুমি পূর্ণিমার শশী আর আমি কুমুদী

পুণ্ড। এ কোন মায়াবিনী না কি? ভগবান, যদি আমাকে বেদিনী দানই তোমার অ… প্রায় হয়, ত তাই দাও। আমাকে এ মা… মায়াবিনীর হাত থেকে রক্ষা কর।

জটা। কি, চোখ কপালে উঠছে যে? … বুঝতে পারলে আমি কে?

পুণ্ড। তাই বল, তুমি আমার কুমুদী! এতক্ষণ বল নি কেন? তোমার জন্তই ত … পাগল হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

জটা। আমি কি পর মানুষ ঘরে এনেছি এ কথা তুমি এতক্ষণ বুঝলে!

পুণ্ড। তা হ'লে বল ত আমার প্রাণের … আমি তোমাকে কেন ভালবাসি?

জটা। বলব—বলব! ইয়া—ইয়া হাঁ—

পুণ্ড। কি মধুর—কি মধুর!

জটা। রিরিরিরি—এইটে হচ্ছে মহড়া—

পুণ্ড। উঃ! কি মধুর, কি মধুর!

জটা। অয়—অয়—অয়—

পুণ্ড। বাপ্!

জটা। এইটে হচ্ছে অস্থায়ী গিট্‌কিরি।

পুণ্ড। বাপ্! অস্থায়ী গিট্‌কিরিতে কণ্ঠাগত হয়েছে, স্থায়ী গিট্‌কিরি হ'লে আ…

। দোহাই প্রাণকুমুদী, আর দাও—তোমার কেন বাসি এইবারে বুঝতে পেরেছি।

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। কি, আমার প্রাণকুমুদীর সঙ্গে নির্জনে প্রেমালাপ করে ? কে-ও রাজকুমার !

পুণ্ড। কে-ও—অভিরাম ! আমি তোমার কি ন্তা করেছি অভিরাম যে, তুমি এমন ক'রে আমার শত্রুতা করছ ?

অভি। কি করব রাজকুমার ! আপনাকে লেই মনের ভেতর আপ্না-আপনি কেমন এক ন্তা জেগে ওঠে। তাইতেই এমনটা ক'রে লি।

পুণ্ড। বেশ, যথার্থই যদি তোমার এত শত্রুতা গে, তা হ'লে এরূপ ক'রে অবমাননা না ক'রে, মাকে হত্যা কর।

জটা। কি গো, তানপুরোটা আনব ?

অভি। হাঁ হাঁ—অত কষ্ট করতে যাবে কেন ? গাছা দড়ি দিই। তার এক দিক্ তুমি কোমরে , আর এক দিক্ দাঁতে ধর। তা হ'লেই পয়লা রের তানপুরো হয়ে যাবে এখন। তোমার রদেশ একটি তুম্বো লাউ।

জটা। কি, আমাকে তামাসা ? এখনি আমি মাকে ব'লে তোমার শিরশ্ছেদ করছি।

অভি। তাই কর ! তোমার রূপ দেখে আমার াণ টনটন করছে।

[জটাবতীর প্রস্থান।

পুণ্ড। অভিরাম, আমাকে মুক্তি দাও, আমি শে ফিরে যাই।

অভি। সত্য কথা ?

পুণ্ড। আর আমি মরীচিকার প্রলোভনে ব না।

অভি। দেখুন, এখনও বুঝে দেখুন।

পুণ্ড। তুমি আমাকে সন্দেহ করছ ?

অভি। গৃহে গিয়ে বেদেনীকে বিবাহ করবেন ?

পুণ্ড। তা কেমন ক'রে করব—প্রাণ দেব !

অভি। তা হ'লে আপনাকে আমি যেতে দেব । আপনি কাঞ্চী-রাজকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ রুন।

(কাঞ্চী রাজকুমারী নেপথ্যে)

কাঞ্চী-কু। কই অভিরাম, কোথায় তোমার ন্ধু ?

পুণ্ড। তাই ত অভিরাম ! শত্রুতার ছল ক'রে এ কি রূপের ডালি সম্মুখে এনে উপস্থিত করলে। রাজনন্দিনি ! রূপের ভিখারী ব'লে কি আমাকে এতই কষ্ট দিতে হয় ? যেয়ো না—দোহাই প্রাণেশ্বরী, যেয়ো না। পিপাসায় নয়ন আমার পূর্ব্ব হ'তেই শক্তিহীন হয়েছে, আর তাকে অন্ধ ক'র না। মিলিয়ে দাও—সঙ্গী মিলিয়ে দাও। শুধু রাগিণীর আলাপে আর প্রাণ পরিতৃপ্ত হচ্ছে না। অভিরাম—ভাই ! সঙ্গীতে শব্দ যোজনা কর।

অভি। চলুন রাজকুমার, কাঞ্চী-রাজভবনে আতিথ্য গ্রহণ করবেন চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বরুণার প্রবেশ)

(গীত)

পথে কেঁদে ও কে চলেছে।
দুটি গণ্ডে তারকা ঝরে—
চলিতে চলে, ঢলে সে চলে,
বুঝি কে তারে পথে ছলেছে।
জীবনের সাধ কি ধন আশে,
আজি রে কেন সে পরবাসে—
পবন পরশে ঘন শিহরে সে,
কে যেন কানে কি কথা বলেছে ॥
অজানা পথ শেষ, হবে না পাবে না দেশ,
ফুল কি কার (ও) সে পায়ে ঢেলেছে।
এ ভাবে কবে রে পথ মিলেছে ॥

(অভিরামের পুনঃ প্রবেশ)

অভি। এ কি ! বেদিনী যে ! এখানে পর্য্যন্ত ছুটে এসেছিস্ ?

বরুণা। হামি বেদিনী—মনের সাথে সারা দুনিয়া ছুটোছুটি করি—হামার আবার এখান সেখান কি আছে ভাই !

অভি। আর মিছে আসা—যার জন্য এলি, তাকে এইমাত্র রূপের ফাঁদে ফেলে দিয়ে এলুম।

বরুণা। তুই-ই আমাকে সোয়ামী দিলি, এখন আবার দুসমনি করলি কেনে ভাই ?

অভি। কেন দিলুম বলব বেদেনী ?

বরুণা। কেনে ভাই ?

অভি। তোকে দেখে আমার প্রাণে কেমন একটা উল্লাস আসে। আমার একটি বোন বহুকাল

থেকে নিরুদ্দেশ। তাকে দেখতে পেলে মনে যে একটা আনন্দ হবে, এ যেন তার চেয়ে কিছু কম নয়। বোধ হয় তোকে দেখে সেই আনন্দই হয়েছে।

বরুণা। তবে দুসমনি করলি কেন ভাই ?

অভি। প্রাণ দিয়ে সে দেখতে শিখেছে কি শুধু চোখ দিয়ে তার দেখা—তাই বুঝতে তাকে এই সুন্দরীর কুহকে নিক্ষেপ করেছি। সে যদি শুধু বাহিরের রূপে মুগ্ধ হয়, তা হ'লে বুঝব তার গান শুনে মুগ্ধ হওয়া মিথ্যা। তুই যদি আমার ভগিনী হতিস্, আমি কখন তোকে সেই কপটাচারকে দান করতুম না।

বরুণা। এতই যদি দয়া করলি, গরীব বেদেনীকে বহিন্ বললি, তখন হামি বলি—হামিই বা একটা কাণাকে এ সাধের প্রাণ কেনে ঢেলে দিব ? ভাই ! তুই হামার নমস্কার লে। আমি তোর গরীব বহিন্—আমার আশীর্ব্বাদ কর—হামি যেন তোর মান রাখতে পারি। হামি জান দিব, তবু কাণাকে প্রাণ দিব না।

অভি। বোন—আমিও তোকে তা দিতে দেব না। তা হ'লে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে কঙ্কণে ফিরে চলুম। বুঝলুম, আমি যাকে প্রথম দেখে রাজার সুমুখে উপঢৌকন দিয়েছি, সে বেদেনী হ'লেও, যে রাজার ঘরে ঢুকবে, তারই ঘর পবিত্র হবে।

পঞ্চম দৃশ্য

উদ্যান।

পুণ্ডরীক ও কাঞ্চীকুমারী।

পুণ্ড। এই ত আমি তোমার কাছে এসেছি। আকাঙ্ক্ষার আবেগে পৃথিবী পর্য্যটন ক'রে, আজ তোমার দ্বারে ভিখারী। প্রাণময়ি! এইবারে আমাকে তৃপ্তি ভিক্ষা দাও।

কাঞ্চী-কু। আবার কি ক'রে তৃপ্তি ভিক্ষা দেব ? এই ত আমি তোমাকে বল্লুম যে, আমি তোমার। তুমিও ত আমাকে প্রাণেশ্বরী বলেছ।

পুণ্ড। মনের আবেগে বলেছি,—ধ্রুব বিশ্বাসে বলেছি—প্রাণের সামগ্রী পেয়েছি জেনে বলেছি! কিন্তু তুমি নিষ্ঠুর হয়ে নীরব কেন—দাসকে পরিচয় দাও।

কাঞ্চী-কু। ওমা, আবার কি পরিচয় দেব ? আমি কাঞ্চীরাজকুমারী তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না ?

পুণ্ড। তাই কি তোমার পরিচয় সুন্দরি ?

কাঞ্চী-কু। তবে আবার কি ?

পুণ্ড। এ কি কথা রাজকুমারি ? আমি কিসের জন্য তোমার অনুসন্ধানে জগৎ ভ্রমণ করেছি ? যে সঙ্গীতের ঝঙ্কারে তুমি আমার মানসচক্ষে রূপের উচ্ছ্বাস তুলেছ, আমাকে সহস্র রূপ প্রলোভন তুচ্ছ করিয়ে এখানে আনিয়েছ, আমাকে তার পরিচয় দাও।

কাঞ্চী-কু। এখন আবার একি কথা ! আমাকে প্রাণেশ্বরী বলেছ। হাজার রাজপুত্র আমাকে পাবার জন্য লালায়িত হয়েছে। আমাকে না পেয়ে উন্মাদ হয়েছে। আমি তাদের অগ্রাহ্য ক'রে তোমাকে ভাল-বেসেছি। পিতা আমার বিবাহের আয়োজন কর-ছেন ! এখন আবার পরিচয় কি ?

পুণ্ড। সে কি ? এরই মধ্যে বিবাহের উদ্যোগ করেছ কি ? আমি ত এখনও তোমাকে সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছি না।

কাঞ্চী-কু। কেন, তোমার কি চোখের দোষ হয়েছে ? তবে আমার হাত ধরলে কেন ? এ কি বেদেনীর হাত যে, ধ'রে নিস্তার পাবে ?

পুণ্ড। আমি তোমার পূর্ণ পরিচয় না পেলে তোমাকে বিবাহ করতে পারব না।

কাঞ্চী-কু। কি, আমার রাজ্যে এসে তুমি আমার অপমান করতে চাও ?

পুণ্ড। এতে যদি অপমান বোধ কর, তা হ'লে আমি কি করতে পারি ?

কাঞ্চী-কু। তোমার কি জীবনের ভয় নেই ?

পুণ্ড। তা থাকলে পিতার আদেশ অমান্য ক'রে এতদূর আসি ? সেই গীতটি আমাকে শোনাও—শুনিয়ে আপনার ক'রে নাও।

কাঞ্চী-কু। বেদেনী যে গান গেয়েছে, আমি তাই গাইব ?

পুণ্ড। বেশ, তা না গাও—যে গান শুনেছি তার উত্তর দাও।

কাঞ্চী-কু। যদি উত্তর পছন্দ না হয় ?

পুণ্ড। তা হ'লে বুঝব, রূপ দেখিয়ে তুমি আমাকে প্রতারণা করেছ।

কাঞ্চী-কু। একেবারে বাসরেই শুনো না কেন দেখ প্রাণেশ্বর, তোমাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি তখন মনের আবেগে কি গেয়েছি, এখন তোমা

পরে প্রাণে ভয় হচ্ছে, যদি তোমাকে না তুই করতে পারি ? তোমাকে কাছে পেয়ে আমার স্বরবদ্ধ হয়ে াগছে, কেমন ক'রে তোমাকে তুই করব ?

পুণ্ড। রাজকুমারী—কথার প্রাণে যে একটা ্র আছে, তা গীত-মাধুর্য্যের অপেক্ষা রাখে না। ন যে আপনা আপনিই মিষ্ট—

কাকী-কু। বেশ, তবে শোন।

(গীত)

রূপের পিয়াসী তুমি, তাই ত আকুল প্রাণ।
কুমুদীর পদতলে, সরসীর কালো জলে, তুমি ঢেলে
দেছ অভিমান।

পুণ্ড। কি বললে—রূপের পিয়াসী আমি ? তোমার এই মাংসপিণ্ডের একটা ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে আমি এতদূরে এসেছি ? আমার নেশা কেটেছে—আমি তোমাকে খুঁজতে এতদূরে আসিনি। তোমার পিতাকে গিয়ে বল, তিনি তোমার জন্য অন্য ভাগ্যবানের সন্ধান করুন। আমি বিদায় নিয়ে চললুম।

[প্রস্থান।

কা-রা। কি, আমার বাড়ীতে এসে, আমার অপমান ? মহারাজ ! মহারাজ !

ষষ্ঠ দৃশ্য

সেতু।

কাকীরাজ ও সৈন্যগণ।

সৈন্য। ওই যাচ্ছে—ওই বেটা চোর পালাচ্ছে।

কাকী-রা। আর পালাবে কোথা—সুমুখে নদী পড়েছে—তাতে পড়লে আর বাঁচতে হ'বে না। পালাবার এক পথ নদীর পোল, কিন্তু তার ওপারে একদল সেপাই, সহরের লোকে যোড় আগলে দাঁড়িয়ে আছে। এ দিক্ থেকে আমি চলেছি, দুনিয়ার আর কে আছে, তাকে রক্ষা করে ?

সৈন্য। ওই যে পোলের উপর উঠল ?

কা, রা। সাধ্য কি, উঠলেই বা করবে কি—যাবে কোথা ? চ'লে আয়—চ'লে আয়।

সকলে। মহারাজ ! স'রে যান—স'রে যান—সাপ !

সৈ। ও বাবা ! ওই যে !

কা, রা। কোথায় রে—কোথায় রে ?

সৈ। ও বাবা—ফোঁস ফোঁস করে কোথায় গো !

সকলে। স'রে যান—স'রে যান !

(সর্পভূষিতা বরুণার প্রবেশ ও বেগে প্রস্থান)

সকলে ! ওরে বাবা, ও কে গো !—পালা পালা—

নেপথ্যে। ধর—ধর—যেতে দিও না, যেতে দিও না। পালালো—পালালো।

সকলে। যেতে দিও না—যেতে দিও না।

কা, রা। যে ধরবে, তাকে লাখ টাকা পুরস্কার দেব, ধর ধর—

[সকলের প্রস্থান।

(মংক ও ব্যাধগণের প্রবেশ)

মংক। পোলের জোড়টা ভেঙ্গে দিবি, দিয়ে কাঁধে নিয়ে খাড়া থাকবি। বেটীকে জামাইকে পার ক'রে দিয়ে, যেই দেখবি শালারা পিছন নিয়ে সাঁকোর উপর চড়েছে, অমনি কাঁধ ছেড়ে দিবি—সব শালারা জলে পড়ে হাবু-ডুবু খাবে, আর তোরা অমনি সাঁতার দিয়ে শালাদের আধ মণ ক'রে জল খাইয়ে দিবি।

সকলে। আচ্ছা সরদার।

মংক। বেটী জামাইয়ের জান বাঁচিয়ে যদি জান যায় রে শালা, ক্ষেতি কি রে ?

সকলে। কিসের ক্ষতি, একদিন ত জান যাইবে রে—চল, চল।

মংক। চল্, চল্—আমি সাঁকোর নীচে একটা না ধ'রে রেখে আসি। বেটী যখন জামাইকে নিয়ে চাপবে, তখন আমি তোদের সঙ্গ লিব।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

নদীবক্ষ।

পুণ্ডরীক।

পুণ্ড। চারদিক্ ঘেরেছে, আর ত পালাবার পথ নেই। ওপারে অস্ত্রধারী সৈন্য, আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। এ পারে অস্ত্রধারী সৈন্য [illegible]

তটিনী। কোন দিকে প্রাণ বাঁচাবার উপায় নেই। তা হ'লে কি করি? ভগবান্, যে দিকে চাই, সেই দিকেই মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি। তা হ'লে কতকগুলো কাপুরুষের হাতে ধরা দিয়ে মরি কেন?

(পশ্চাৎ হইতে বরুণা)

বরুণা। ঠিক বলেছ, এস ঝাঁপ খাই!

পুণ্ড। অ্যাঁ অ্যাঁ—কিরাতনন্দিনী—তুমি?

বরুণা। কথা ক'বার সময় নেই; এস, আমার সঙ্গে ঝাঁপ খাও। আমি প্রস্তুত।

পুণ্ড। প্রস্তুত—মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত, কেন কি দুঃখে কিরাতনন্দিনি?

বরুণা। কেন, তুমিই বল?

পুণ্ড। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে তোমাকে গ্রহণ করতে প্রতিশ্রুত হয়েছি। কিন্তু কিরাতনন্দিনি! এখন বুঝেছি, অপরাধ করেছি! এক সরলার হাত ধ'রে এ ভীষণ মৃত্যুর দ্বারে আমি প্রবেশ করতে পারব না। ফিরে যাও—দোহাই বেদেনী, ফিরে যাও!

বরুণা। ফেরবার যে উপায় নেই রাজা!

পুণ্ড। উপায় নেই?

বরুণা। না রাজা—নেই।

পুণ্ড। তবে আয়—জীবনের শেষক্ষণে পরস্পরে উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে—আয় কিরাতনন্দিনী, উত্তাল তরঙ্গশিরে আমাদের বাসর-শয্যা রচনা করি।

বরুণা। আঃ—কি সুখের দিন!

পুণ্ড। খরস্রোতা তটিনী ভীম কলনাদে এখনি আমাদের সকল কথা উদরগত করবে। এই আমার প্রথম প্রেমালাপ, এই আমার শেষ। উপরের ভবিষ্যৎ-সঙ্গী অশরীরী সহচরদের সাক্ষী রেখে এস প্রিয়তমে, তোমাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করি।

(উভয়ের ঝম্প প্রদান)

নেপথ্যে। পোলে ওঠ, পোলে ওঠ—ওঠ—ওঠ—ওঠ—

(সিপাইগণের পোলের ওপর ওঠা ও পোল ভঙ্গ)

পটপরিবর্ত্তন

নদীবক্ষে তরণীর উপরে বরুণা ও পুণ্ডরীক।

(বরুণার গীত)

হামসে অবলা হৃদয়ে অথলা
বুঝি তহু তঁহু প্রাণী।
তোহারি পিরীতি কো সমুঝে রীতি
হাম কুমুদী কিথা জানি॥
সারা দিবস ঘুমে রহি অবশ,
স যো নয়ন যব মেলি—
বঁধুয়াকো পিয়াসী চাহি দশ দিশি,
হেরি বঁধুয়া তব খেলি।
সলিল তরঙ্গ উপরি করত রঙ্গ
তরণী সমুঝে ওহি বাণী—
যো হি বিদগধ জন, রসে অনুরগন,
সো কভু নহি অভিমানী।

অষ্টম দৃশ্য

বধ্যভূমি

শিববর্ম্মা, মানবেন্দ্র, মাধবী, অভিরাম ও পুরবাসিগণ।

শিব। আর কেন দেওয়ান! বর্ষান্তের আ একদণ্ড মাত্র সময় অবশিষ্ট। আমার মিথ্যা বাদী, কাপুরুষ পুত্রের ফিরে আসবার জন্ত তোমা প্রাণ দায়ী। পুত্র ফিরল না—তুমি মৃত্যুর জন্ত প্রস্তু হও।

মান। প্রস্তুত কি আজ হয়ে আছি মহারাজ আজ ষোল বৎসর প্রতি মুহূর্ত্তে আমি মৃত্যুর আগম প্রতীক্ষা করছি, স্বেচ্ছায় মৃত্যু এ জগতে অতি হয়নি। আপনি করুণাময়, সত্যনিষ্ঠ, অন্তর্য্যা সমস্ত জেনে দরিদ্র ভৃত্যকে দয়া ক'রে মৃত্যু দা করছেন।

শিব। কেন ভাই! সে কৃতঘ্ন পুত্রের প্রত গমনের প্রতিভূ হয়েছিলে?

মান। ঠিক হয়েছিলুম—জানতুম সে ফিরে এখনও জানি সে ফিরবে।

শিব। এর পরে ফিরলে আর তোমার লাভ কি

মাধবী। কি করলে? উন্মাদ ভাইকে ফেরা দিয়ে আপনি ফিরে এলে?

অভি। সে আসছে—আসছে।

মাধবী। আর আসছে—আর এসে লাভ কি এ অমূল্য জীবনই যদি গেল, ত আর তার এখা মুখ দেখাবার প্রয়োজন কি!

শিব। দেওয়ান!

মান। এই যে যূপকাষ্ঠে মস্তক রাখ্‌ছি মহারা

মাধবী। হা ভগবান্, কি করলে?

অজি। তাই ত! আমারই ভুলে কি সব নষ্ট হ'ল? মহারাজ! আমি যেন দেখতে পাচ্ছি—উন্মাদের মতন রাজকুমার সময়ে পৌঁছিবার জন্ম ছুটে আসছে। মহারাজ! পবনের বেগ, পবনের বেগ, তবু বুঝি পারলে না!

শিব। জল্লাদ!

সকলে। রক্ষা কর, রক্ষা কর, হে ভগবান্! রক্ষা কর, সাধু দেওয়ান্‌কে রক্ষা কর।

শিব। এখনও এক পল বিলম্ব জল্লাদ!

(জল্লাদের খড়্গ উত্তোলন, সকলের চক্ষু মুদ্রিত করণ)

সকলে। দুর্গে! দুর্গতিনাশিনি! রক্ষা কর—রক্ষা কর!

(পুণ্ডরীকের বেগে প্রবেশ, জল্লাদের খড়্গ ধারণ)

পুণ্ড। দেওয়ান, গাত্রোত্থান করুন।

মান। এসেছ?

মাধবী। জয় দুর্গা! জয় দুর্গা! ভাই এসেছ?

(সকলের জয়ধ্বনি)

শিব। পুণ্ড! তুমি শুধু দেওয়ানকে রক্ষা করলে না। তুমি দেওয়ানকে রক্ষা করলে, আমাকে রক্ষা করলে, আমার বংশের গৌরব রক্ষা করলে।

অজি। এখনও বাকী আছে মহারাজ! বেদেনী বিয়ের বাকী আছে।

শিব। কি স্থির করলে পুণ্ডরীক?

পুণ্ড। আপনার বেদেনী কই মহারাজ! এনে দিন, আমি তাকে গ্রহণ করি।

শিব। তাই ত হে, বেদেনী কই?

মাধবী। ওমা! তাই ত! এতক্ষণ ত স্মরণ ছিল না, বেদেনী কই?

(পুষ্পাভরণভূষিতা বরুণা, বেদেনী ও বাদ্যগণের প্রবেশ)

বরুণা। বেদেনীকে ঈর্ষা-জলে ডুবিয়ে দিয়েছি মহারাজ! (প্রণাম করণ)

মাধবী। কি বেদেনী! তোল ফেরালি যে—আমার নমস্কার ফিরিয়ে দে।

(আনন্দগিরির প্রবেশ)

শিব। একি প্রভু! একি! আপনি!

আনন্দ। যে বিবাহে শিব স্বয়ং ঘটক, সেখানে নন্দি- ভৃঙ্গী, ভূত-প্রেত বরযাত্রী না হ'লে শোভা পাবে কেন? এই নাও মহারাজ! কিরাতনন্দিনীর পরিচয়। সত্যব্রত! তোমার মর্য্যাদা রাখতে কিরাতনন্দিনী আজ রাজনন্দিনা হ'ল। কেরলরাজ! এই তোমার কন্যা!

মান। কেও—মা! এতদিন পরে আমার হারানিধি এলি?

অজি। কেও! ভগিনী—আমার ভগিনী! আর আপনি! আপনি আমার পিতৃব্য? বেঙ্কটেশ্বর, এ আমাকে কি দিলে?

আনন্দ। তোমার মহত্বের পুরস্কার!

মংক। এই লে রাজা—তোর বিটী লে, ষোল বছর কাঁধে লয়ে, যাকে মানুষ করেছি রে!

শিব। তোমার সামগ্রী তোমারই আছে। এস কিরাত! তোমাকে আলিঙ্গন ক'রে ধন্য হই। এস মা কুললক্ষ্মি! আমার ঘর আলো ক'রবে এস। এস কেরলরাজ! বহুদিন থেকে তোমাকে আমি জুড়ে রেখেছি কিন্তু হৃদয়ে রাখতে অবকাশ পাইনি! এস ভাই, হৃদয়ে এস—ঠাকুর, আপনার আশীর্ব্বাদে বধ্যভূমি আজ বাসরগৃহে পরিণত হ'ল।

(বেদে-বেদিনীগণের গীত)

(বনে) কোথা ছিল কুমুদিনী সঙ্গোপনে।
চারুশশী ছিল বসি কোন্ গগনে॥
কারে না দেখিল কেউ,
মনে মনে ওঠে ঢেউ,
ব্যাকুল বিরহী দুটি মনোমিলনে।
কুমুদী নয়ন মেলে, কৌমুদী গেল গলে
চাঁদ ডুবিল জলে আকুল প্রাণে।
যে যাহারে তুলে নিল হৃদি আসনে॥

যবনিকা-পতন

অশোক

(ঐতিহাসিক নাটক)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

বিন্দুসার	...	মগধের রাজা।
অশোক	...	ঐ পুত্র।
বীতশোক	...	ঐ ঐ
মহেন্দ্র	...	অশোকের পুত্র।
কুনাল	...	ঐ ঐ
কৃপানন্দ	...	বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।
শার্ঙ্গধর	...	ঐ শিষ্য।
রাধাগুপ্ত	...	মন্ত্রী।
বিনায়ক	...	রাজ পারিষদ।
ধুন্ধুমার	...	বীতশোকের বন্ধু।
কণিষ্ক	...	তক্ষশীলার রাজা।
মধা	...	ঐ সরদার।

স্ত্রী

ধারিণী		বিন্দুসারের মহিষী, অশোকের মাতা।
চিত্রা	ঐ ঐ	বীতশোকের মাতা।
অনীতা	...	অশোকের স্ত্রী।

প্রহরিগণ, ঘাতকগণ, সৈন্যগণ, সখীগণ, তক্ষশীলার রাণী,

পুরবাসিগণ, পুরবাসিনীগণ ইত্যাদি।

অশোক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উদ্যান।

চিত্রা ও সখীগণ।

গীত

শিশির অন্ত, জাগিল বসন্ত,
পীরিতি আকুল জাগে।
জাগিল ধরণী, নব-ফুল-মালিনী
কান্ত-পরশ অনুরাগে॥
চারি পাশে শুধু জাগরণ
মৃদুহাসে প্রেমের মিলন,—
কোথা নয়নে নয়ন,
কোথা মধু আহরণ,
কোথা ঘন-ভুজ-পাশ-বন্ধন লাগে॥
উঠিল গগনে গীতি,
অনঙ্গে ঢালিল রতি,
সংবাদ বাহি' পিয় পিয়া-মুখ চাহি,
ছুটিল মলয়া দূতী আগে।
আবরল বসুমতী কুসুম-পরাগে॥

(বিন্দুসারের প্রবেশ)

বিন্দু। কি প্রাণেশ্বরি! বসন্তোৎসবের আয়োজন করছ না কি?

চিত্রা। সখী তোরা এখন যা।

বিন্দু। কেন, ওরা থাক্ না।

চিত্রা। না থাকবে না, যা সখী চলে যা।

[সখীগণের প্রস্থান।

বিন্দু। কেন, কি অপরাধ করলুম প্রাণেশ্বরি? তোমার প্রাণের গান কি এ অধমকে শুনতে নেই?

চিত্রা। প্রাণের গান না আমার মরণের গান। বসন্তোৎসবের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?

বিন্দু। সে কি কথা প্রাণেশ্বরি! পাটলিপুত্র-নগরে তোমাকে নিয়েই ত আমার বসন্ত।

চিত্রা। স্তোকবাক্যে ভোলাবেন না মহারাজ! আমাকে নিয়েই যদি বসন্ত, তা হ'ল এবারে বসন্ত-পূর্ণিমার সিংহাসনে আমাকে নিয়ে বসতে পারেন?

বিন্দু। অ্যাঁ—তা—তা—দেখ চিরকালের প্রথা—সে দিন বড়রাণীই আমার সঙ্গে বসে।

চিত্রা। কেন, একবার আমি বসলেই কি সিংহাসন অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

বিন্দু। অশুদ্ধ হয়ে যাবে! তুমি বসলে সিংহাসনের শ্রী ফিরে যেতো; কিন্তু হ'লে কি হবে, প্রজা বেটারা হয়েছে বেয়াড়া—বড়রাণীকে না দেখে যদি তোমাকে দেখে, তা হ'লে হৈ চৈ বাধিয়ে দেবে। নইলে তোমাকে না বসিয়ে কি বড়রাণীকে বসাই।

চিত্রা। প্রজার নিন্দে করছেন কেন? তারা কি করবে না করবে, আপনি জানলেন কি ক'রে? আপনারই ইচ্ছা নয়, তাই বলুন।

বিন্দু। ও কথা ব'লো না প্রাণেশ্বরি! ও কথা মুখেও এনো না। তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার ধ্যান-জ্ঞান। স্যাখো, তোমার জন্যে আমি এক বৎসর বড়রাণীর ঘরে পা দিই নি!

চিত্রা। কিন্তু একবার সিংহাসনে তাকে বসিয়েই তার এক বৎসরের খেদ মিটিয়ে দেন।

বিন্দু। বড় অনিচ্ছায়—প্রিয়তমে—বড় অনিচ্ছায়। কোন রকমে চোক-কান বুজে ব'সে থাকা—যতক্ষণ বড়রাণীর সঙ্গে থাকি, মনে হয়, যেন চিরেতার আচার খাচ্ছি—কোন রকমে—অতি কষ্টে চোক-কান বুজে—বড়রাণীর সঙ্গসুখটা গলাধঃকরণ ক'রে, তারপর তোমার কাছে এসে তবে হাঁপ ছাড়ি।

চিত্রা। এই যে বললুম স্তোকবাক্যে আমাকে ভোলাবেন না! আপনি যখন পিতার কাছ থেকে আমাকে আনেন, তখন কি প্রতিজ্ঞা ক'রে আমাকে গ্রহণ করেছিলেন, আপনার মনে আছে?

বিন্দু। মনে আছে বই কি প্রিয়তমে!

চিত্রা। বলেছিলেন, আমাকে পাটরাণী, আর আমার পুত্র হ'লে তাকে যুবরাজ করবেন?

বিন্দু। করবো ত মনে করেছি, আর করতে পারলেই ত আমি নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু কি করবো—বড়রাণীর পক্ষ বড়ই প্রবল। আমার পিতা চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য তাঁকে আনিয়ে আমার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিল। এখন হয়েছে কি জান প্রাণেশ্বরী, সেই চাণক্যই আমার বাপকে মগধের সিংহাসনে বসায়! বাপ ছিল নন্দরাজার দাসী-স্ত্রীর ছেলে। আমার পিতামহী ছিল নাপ্‌তিনী—বুঝেছ? তাতেই গোড়া একটু আল্‌গা ও কম জোর। মন্ত্রী রাধাগুপ্ত আবার চাণক্যের শিষ্য। চাণক্যের জন্যেই প্রজারা আমাদের রাজা স্বীকার করে।

চিত্রা। নাপ্‌তিনীর ছেলে যদি রাজা হয়, তা হ'লে আমি শক্তিমান শকরাজার মেয়ে—আমার ছেলে রাজা হ'তে পারে না!

বিন্দু। খুব পারে—আর তোমার ছেলেই তো রাজা হবে। তবে এই যে বললুম, গোড়া আল্‌গা—বেশী নাড়ানাড়ি করলে চিপ ক'রে প'ড়ে যাবে। রয়ে-সয়ে—বুঝেছ প্রাণপ্রতিমে, রয়ে সয়ে! ফাঁক পাচ্ছি না, যেমন ফাঁকটি পাব, আর গাট ক'রে তোমার ছেলেকে অমনি সিংহাসনে বসিয়ে দেবো। দেখতে পাচ্ছ না—অল্পে অল্পে অশোককে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। আগে পরামর্শ জানতে হ'লে কথায় কথায় অশোককে ডাকতুম। এখন একেবারে না ডাকলে পাছে সন্দেহ করে, তাই মাঝে মাঝে—কচিৎ—পরামর্শ করতে ডাকিয়ে আনাই। তার ছেলেকেই লেখা পড়া শেখবার ছল ক'রে কাশী পাঠিয়েছি। মহেন্দ্রকে তুমি এতটুকু দেখেছ—কুনালকে তুমি মোটেই দেখ নি। অশোকের এখনও কোন খুঁত পাচ্ছি নি যাতে তাকেও কাছ থেকে সরাই। তোমার ছেলেকে রাজকার্য্য শেখাতে রাধাগুপ্তের উপর আদেশ দিয়েছি—ফাঁক খুঁজছি প্রাণেশ্বরি, ফাঁক খুঁজছি—

চিত্রা। তা হ'লে আমি এবারে বসন্তোৎসবে আপনার সঙ্গে বসতে পারবো না?

বিন্দু। হাঃ হাঃ—

চিত্রা। হাসি নয়, বসতে পারবো কি না বলুন!

বিন্দু। তুমি আমার প্রাণে ব'স, বক্ষে ব'স, স্কন্ধে ব'স।

চিত্রা। ঘাড়ে ব'সে ত আমার ভারী লাভ—আপনি ঘাড় নাড়া দিন আর আমি অমনি চিপ ক'রে পড়ে মরি।

বিন্দু। তা নয় প্রিয়তমে! তা নয়—তুমি রাধা আমি শ্যাম। শ্রীরাধা রাসপূর্ণিমায় শ্রীশ্যামসুন্দরের ঘাড়ে চেপেছিলেন। শ্রীচিত্রাও তেমনি চৈত্রপূর্ণিমায় শ্রীবিন্দুসুন্দরের স্কন্ধে আরোহণ করবেন।

চিত্রা। আর শ্রীশ্যামসুন্দরও যেমন শ্রীরাধাকে বনের ভেতর ফেলে পালিয়েছিলেন, শ্রীবিন্দুসুন্দরও তেমনি অভাগিনী চিত্রাকে শত্রুর বনে ফেলে পালিয়ে যাবেন। না মহারাজ! তা হবে না! এবারে আমি আপনার সঙ্গে সিংহাসনে বসবোই বসবো। আর না যদি বসতে পাই, তা হ'লে বাপের বাড়ী চলে যাবো—

(বিনায়কের প্রবেশ)

এই ঠাকুর আসছে! দেখ তো ঠাকুর! পূর্ণিমের কত দেরী আছে।

বিনা। ও আর দেরী কি রাণী! এই অমাবস্যাটা গেলেই পূর্ণিমে।

চিত্রা। বস্, তবে আর কি—মহারাজ। তবে আপনি যা করবেন, এই অমাবস্যাটা পর্য্যন্ত বিবেচনা করুন।

বিনা। কিসের বিবেচনা রাণী—গরীব বামুনটো শুনতে পায় না?

বিন্দু। আবার কি শুনবে?

বিনা। কি, আমি শুনবো না! তা হ'লে বল রাণী, অমাবস্যাকে পেছিয়ে দিই—আর পূর্ণিমেকে আসতে বারণ করি। বুঝেছ—পাঁজী আমার হাতে।

চিত্রা। আমি এবার বসন্তোৎসব করবো।

বিনা। বটে বটে! তা এ কথা আমায় আগে বলতে হয়!

চিত্রা। আগে বললে কি হ'ত?

বিনা। ত হ'লে কান ম'লে, অমাবস্যাকে দূর ক'রে দিয়ে কালই পূর্ণিমেকে এনে হাজির করতুম। পূর্ব্বদিকে একটা ব্রাহ্মস্পর্শের খোঁচা মারতুম—আর অমাবস্যা অমনি বাপ বাপ্ ব'লে আকাশ ছেড়ে পালিয়ে যেতো—আর অমনি দেখতে উদয়াচলের পেট কুঁড়ে, ফর ফর করে পূর্ণচন্দ্র বেরিয়ে পড়েছে।

চিত্রা। এখন আর হয় না?

বিনা। এখন আর হয় না—এখন মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড সপ্তশলাকা যোগ জুটে গেছে—এখন ঠেলতে গেলেই—প্যাট ক'রে হাতে শলা ফুটে যাবে। তবে অমাবস্যাটা যেমন যাবে, অমনি বাছা পূর্ণিমে-ধনকে নাকে দড়ি দিয়ে টেনে হাজির করবো।

বিন্দু। আরে থামো পাগল—থামো।

বিনা। দেখ রাণি! আসল কথা কইলুম, আর মহারাজের কাছে পাগল হয়ে গেলুম।

চিত্রা। ওঁর সঙ্গে যার কথায় মিল না হবে, সেই পাগল।

বিনা। ছোটরাণী বসন্তোৎসব ক'রবে চাঁদের আশা কত। চাঁদ ওঠবার জন্যে হাঁক পাঁক করছে।

বিন্দু। আচ্ছা যা করবার আমি বিবেচনা ক'রে বলছি।

বিনা। বিবেচনা করতে গেলে কিন্তু আমাকেও বিবেচনা করতে হবে। সে ভদ্রলোক চাঁদ—বেস্পতি-ঠাকুরের শিষ্য—আমি যে তাকে আবাহন ক'রে এনে বুড়োরাণীকে দেখাবো, তা হচ্ছে না।

বিন্দু। রক্ষে কর ভাই, রক্ষে কর!

বিনা। হিসাব ক'রে দেখুন রাজা! আপনি আমাকে সখা বলেন—আমি সব দিক রক্ষে করছি।

(বীতশোকের প্রবেশ)

বীত। মা, মা!

চিত্রা। কি?

বীত। দেখ দেখি মন্ত্রীর কি আক্কেল। বাবা আমাকে রাজকার্য্য শিখতে বললেন—মন্ত্রী কতকগুলো কাগজপত্র আমার সুমুখে হাজির ক'রে বলে কি না "এই গুলো শেখ।"

বিনা। বটে বটে! মন্ত্রীর ত বড় আস্পর্দ্ধা, রাজ্য না দেখিয়ে রাজপুত্তুরকে কাগজ দেখালে! মহারাজ! ও মন্ত্রীকে এখনি বিদায় করুন। তুমি কেন অমনি কাগজগুলো ছিঁড়ে ফেললে না।

বীত। তা করি নি মনে করেছ বুঝি ঠাকুর! আমি কি এমনি বোকা! যেমন কাগজ হাতে পাওয়া, আমিও অমনি ফাঁই ফাঁই টুকরো টুকরো ক'রে চার ধারে ছড়িয়ে বললুম—এ সব আমি দেখতে আসি নি—আমাকে রাজ্য দেখাও।

বিন্দু। কি করলে বাপ! হিসেব-পত্র সব নষ্ট করে দিলে?

বিনা। বেশ করেছে—শিষ্ট ছেলে তাই কাগজ ছিঁড়েছে, আমি হ'লে তার দাড়ী ছিঁড়তুম। আমরা দুই জনেই চাণক্য পণ্ডিতের শিষ্য—তা আমি হলুম বিদূষক, আর রাধাগুপ্ত হ'ল কি না মন্ত্রী! রাজ্যের মধ্যে বড় বড় তরকা-ওয়ালী থাকতে ভাল ভাল বাগিচা—উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিলাসভবন থাকতে দেখালে কি না কতকগুলো শুকনো খড়খড়ে কাগজ!—

বিন্দু। সর্ব্বনাশ করলে—আমার মাথাটা খেলে! কি দরকারী সরকারী কাগজ ছিঁড়লে তার ঠিক কি!

বীত। সে যেমন হাতে পাওয়া—অমনি ক্রোধে সর্ব্বশরীর পরিকম্পিত হওয়া!

বিনা। আমারই গুণে বিকশিত হয়ে উঠেছে! দেখে মন্ত্রী কি বললে?

বীত। তার আর কি বলবার যো রাখলুম—মন্ত্রী একেবারে একটা বিরোধ হাঁ ক'রে, আমার দিকে ড্যাব ড্যাব ক'রে চেয়ে রইল!

বিনা। এই ত কাজ! চাণক্যপণ্ডিতের কাছ থেকে যুক্তিখানেক যে বিস্তে পূরে রেখেছিল—এত দিন পরে তা ফড় ফড় ক'রে বেরিয়ে গেল। বস্, আর তাকে মন্ত্রিত্ব ক'রে খেতে হবে না।

বিন্দু। তা বাবা! কাগজগুলো ছিঁড়তে গেলে কেন?

চিত্রা। তা ছিঁড়লেই বা—ছেলে মানুষ যদি রাগের মাথায় একটা কাজ করেই থাকে।

বিন্দু। আচ্ছা আচ্ছা—বেশ করেছ, বেশ করেছ।

চিত্রা। তুচ্ছ দু'খানা কাগজ—

বিনা। ছেলের হাত নিস্‌পিস্ করেছে—একটু ছিঁড়লেই বা।

বিন্দু। যেতে দাও—যেতে দাও।

চিত্রা। একটা আধটা আসবাব ভাঙ্গলে তো মাথা-মোড় খুঁড়তেন দেখছি।

বিন্দু। আহা! যেতে দাও—যেতে দাও।

চিত্রা। বীতশোক! চলে আয়—আমি সমস্ত মতলব বুঝতে পেরেছি। তোর মামার বাড়ী বসন্তোৎসব হবে, চল্ আমরা সেইখানে চলে যাই।

বিনা। কিছুতেই থেকো না রাণী—কিছুতেই থেকো না। আমি যাবার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

বিন্দু। আহা! ক্রোধ ক'র না, ক্রোধ ক'র না!

বিনা। কিছুতেই না—ক্রোধ কর রাণী—ক্রোধ কর—দয়া ক'রে একটু ক্রোধ কর।

বীত। মা না ক'রে—আমি করছি—নিদারুণ ক্রোধে আবার আমি পরিকম্পিত হচ্ছি।

বিনা। এই এতক্ষণ পরে মৌর্য্যবংশের গৌরব রক্ষা হ'ল। বস্—বাদ-বাকী যে ক'খানা কাগজ আছে, এইবারে ছিঁড়ে ফাঁতরা-ফাঁতরি ক'রে এস।

বিন্দু। রক্ষা কর বিনায়ক, রক্ষা কর।

বীত। র'স, বন্ধুকে ডেকে আনি—একা ক্রোধ ক'রে সুবিধে হচ্ছে না।

(ধুন্ধুর প্রবেশ)

এই বন্ধুর কথা কইতে কইতে বন্ধু এসে উপস্থিত হয়েছে—বন্ধু, বন্ধু!

ধুন্ধু। মহারাজ! মহারাজ!

বিন্দু। কি ব্রাহ্মণ, কি!

ধুন্ধু। আপনি কি শোনেন নি ?
বিন্দু। কি শুনবো ?
ধুন্ধু। বড়-রাজকুমারের কথা ?
বিন্দু। কি শুনবো ?
ধুন্ধু। আপনি শোনেন নি ?
বিন্দু। আরে মূর্খ ! কি শুনবো একেবারেই বল্ না।
ধুন্ধু। রাজকুমারের ব্যাধির কথা ?
বিন্দু কই না।
ধুন্ধু। রাজকুমারের গায়ে কুষ্ঠজাতীয় কি ব্যাধি হয়েছে।
বিন্দু। বল কি ! কই আমি ত শুনি নি !
চিত্রা। বল কি, তুমি চক্ষে দেখেছ ?
ধুন্ধু। কাউকেও তিনি এ কথা প্রকাশ করেন নি !—গোপনে চিকিৎসক দেখাচ্ছিলেন। চিকিৎসক বলে রোগ দুরারোগ্য।
বিন্দু। বটে ! বটে ! চল, চল খবরটা নিই।
বিনা। এ সুসংবাদ আগে এসে দিতে হয়।
ধুন্ধু। না শুনলে কোথা থেকে দেবো।
বিনা। আরে গর্দ্দভ ! না শুনলেও আগে এসে রটনা করতে হয়।
বীত। বেশ, আমি সংবাদ নিয়ে আসছি—
বিনা। হাঁ হাঁ—দুরারোগ্য—দুরারোগ্য—আপনি কাগজের বংশ নির্ম্মূল করুন—রোগের কাছে যাবেন না।
বীত। হাঁ না—যাবো না ?
চিত্রা। না বাবা ! কি জানি কি রোগ।
বিন্দু। না, আর কাউকেও যেতে হবে না।—রাণি ! এইবারে তোমার মনস্কামনা-সিদ্ধির উপায় হ'ল।—চল—
বিনা। আমারও এতক্ষণ পরে ক্রোধের উপশম হ'ল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দালান।

প্রহরিদ্বয়।

১ম প্র। হাঁ ভাই ! বসন্তোৎসবে সকলেই যোগদান করতে চলেছে, কিন্তু যাকে নিয়ে উৎসব, সেই বড়রাণীর ঘরে কোন উৎসবের চিহ্ন দেখতে পেলুম না কেন ?

২য় প্র। কেন তা তো বুঝতে পারছি না।

১ম প্র। আমিও ত কিছু বুঝতে পারছি না। রাণীর ঘরে কোন অমঙ্গল হ'ল না কি !

২য় প্র। অমঙ্গল হ'লে কি আমরা জানতে পারতুম না।

১ম প্র। আর অমঙ্গল হ'লে তো উৎসব বন্ধই হয়ে যেত।

২য়। এতে ছোটরাণীর কোন চাল নেই তো !

১ম প্র। তাই হয় তো কিছু হয়েছে। আজ বছরখানেক ধ'রে রাজা তো বড়রাণীর মহলের দিক মাড়ান না। ছোটরাণীর কাছেই পড়ে আছেন।

২য় প্র। তাই যদি হয়, তা হ'লে তো ব্যাপার বিপরীত হয়ে পড়লো ! বৃদ্ধ বয়সে একটা শকবংশের মেয়েকে বিয়ে ক'রে, রাজা রাজ্যটাকে শুদ্ধ, তার পায়ে ধ'রে দেবে না কি !

১ম প্র। রাজা দিক্ আর না দিক্, যদি পাটরাণীর অধিকারই ছোটরাণীকে দিয়ে দেন, তা হ'লে যে রাজ্য দেওয়ার চেয়ে কিছু কম হবে, তা তো নয়। এইতেই প্রজার মনে বিষম আঘাত লাগবে যে, তার কি !

২য় প্র। আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছো ?

১ম প্র। কি বল দেখি।

২য় প্র। রাজকুমার অশোককে আর রাজসভায় দেখতে পাও ?

১ম প্র। কই না। আজ এক মাস তো আদৌ তার চেহারা পর্য্যন্ত দেখি নি। আমি তার কথা বিনায়ক ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, ঠাকুর বলে, অশোকের দেহে কি একটা ব্যাধি হয়েছে, তাই তিনি রাজসভায় আসতে পারেন না।

২য় প্র। আসতে পারেন না, না রাজা তাকে আসতে দেন না।

১ম প্র। আসতে দেন না !

২য় প্র। না। দেখছ না, রাজকুমার বীতশোক এখন যুবরাজের মতন রাজসভায় যাতায়াত করছে। অহঙ্কারে ফুলে বেড়াচ্ছে।

১ম প্র। তা হ'লে হ'ল কি !

২য় প্র। কি হ'ল ভাল রকম না জেনে বলা উচিত নয়। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে রাজার যা ভাব-গতিক দেখছি, তাতে রাজ্যের ভবিষ্যৎ তো ভাল ব'লে বোধ হয় না।

১ম প্র। তা আর বলতে—শকেরা যে রকম দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে, তাতে রাজাকে দুর্ব্বল পেলে, ফুঁ দিয়ে মগধরাজ্য গালে তুলে দেবে। বিশেষতঃ

বীতশোক যদি রাজা হয়, তা হ'লেই তো সমস্ত শক বেটারা এসে রাজসংসারটাকেই গিলে ফেলবে। রাজ্যের বড় বড় কাজ সব শক বেটারা দখল করবে! আমরা দেখতে দেখতে আমাদের নিজের ঘরে পর হব।

(ধুন্ধুর প্রবেশ)

ধুন্ধু। কে এখানে?

১ম প্র। কি প্রভু!

ধুন্ধু। যা, সহর-কোটালকে খবর দে, সমস্ত নগরে ঘোষণা করুক, এবারে মহারাজা ছোটরাণীকে নিয়ে বসন্তোৎসব করবেন।

২য় প্র। সে কি ঠাকুর, এ রকম কাজ তো এ রাজ্যে কখন হয় নি!

ধুন্ধু। হয় নি, হবে!

১ম প্র। কি জন্যে হবে?

ধুন্ধু। কি জন্যে তা তোকে কৈফিয়ৎ কি দেব? আমার ইচ্ছা—যা, শীগগির যা—সহরকোটালকে খবর দে। বলগে যা—বড়রাণীর ব্যাধি হয়েছে, তিনি এবারে উৎসবে উপস্থিত হ'তে পারবেন না। তাই রাজা ছোটরাণীকে সঙ্গে নিয়ে বসন্তোৎসব করবেন। কেউ যেন উৎসবে যোগ দিতে আলস্য না করে। যে করবে, তাকে দণ্ড নিতে হবে।

১ম প্র। বেশ যাচ্ছি, একটা হুকুমনামা দিন।

ধুন্ধু। কি বেটা, আমার কথায় বিশ্বাস হ'ল না।

(বীতশোকের প্রবেশ)

২য় প্র। আমাদের বিশ্বাস হবে না কেন, কিন্তু কোটাল বিশ্বাস করবেন কেন? তিনি আমাদের পাগল বলে যদি মারতে আসেন?

ধুন্ধু। মারতে আসে, তখনি আমাকে এসে খবর দিবি।

১ম প্র। মার খেয়ে খবর দিয়ে লাভ কি?

২য় প্র। আপনি একটা হুকুমনামা দিয়ে দিন, আমরা এখনি কোতোয়ালীতে খবর দিচ্ছি।

ধুন্ধু। কি বেটা, আমার সঙ্গে তকরার!

বীত। কি হয়েছে—কি হয়েছে?

ধুন্ধু। বেটারা জানিস্ আমি কে?

১ম প্র। আপনি ব্রাহ্মণ—

ধুন্ধু। শুধু ব্রাহ্মণ—আমি গোব্রাহ্মণ—চাণক্য পণ্ডিতের সবন্ধী। এ রাজ্যে এক রাজা ছাড়া আমার সমান কে আছে? কার এক ঘাড়ে তিন মাথা যে, আমার হুকুম অমান্য করে।

বীত। বটেই ত, বটেই ত—কি করেছিস—তোরা ঠাকুরকে চটিয়েছিস্ কেন? জানিস্ ধুন্ধুঠাকুর আমার বন্ধু—প্রাণের বন্ধু—আর আমার বন্ধু কত বড় লোক তা জানিস্?

১ম প্র। আজ্ঞে প্রভু! উনি একটা হুকুম করছেন—কোটাল মশায়কে বলতে বলছেন যে, সহরময় যেন ঘোষণা করা হয়, ছোটরাণী-মা এবারে বসন্তোৎসবে সিংহাসনে বসবেন।

বীত। তা বসবেনই তো, কে রোধ করে?

২য় প্র। আমরা কি রোধ করতে বলছি—

১ম প্র। আমরা ক্ষুদ্র চাকর, আমরা কি এ কথা মনে আনতে ভরসা করি। তবে কোতোয়ালের কাছে এত বড় একটা কথা বলবো, তিনি বিশ্বাস করবেন কেন? তাই আমরা ঠাকুরের কাছে একটা হুকুমনামা চাচ্ছি।

বীত। আচ্ছা, আয় আমার সঙ্গে, আমি হুকুমনামা দিয়ে দিচ্ছি।

১ম প্র। আজ্ঞে, তাই দিলে তো সব চুকে যায়।

২য় প্র। এই তো গোলমাল এক কথায় মিটে গেল ঠাকুর!

বীত। বন্ধু! এরা মূর্খ। এদের কথায় রাগ ক'র না।

ধুন্ধু। যা, যা—বেটারা দেরী করিস্ নি—যা।

বীত। আমি এখনি আসছি বন্ধু, তুমি যেন কোথাও যেয়ো না। নে চল—ক'টা হুকুমনামা চাস্—আমি দেবো আমার মা মেরে, আমার বাবা মেরে—

[বীতশোক ও প্রহরিদ্বয়ের প্রস্থান।

ধুন্ধু। চৌদ্দ পুরুষ মেরে—বেটারা আমাকে এখনও চেন না! র'স চেনাচ্ছি—আর দু'দিন পরেই জানতে পারবি আমি কে। এখন আমি খুব চুপ—কাউকেও কিছু জানাতে চাই না। সময় আসুক—আগে মন্ত্রী হই—তখন যে যেখানে শক্র আছে, একবার দেখে নেবো। রাধাগুপ্তের ঘাড়টা তো মট্ ক'রে ভেঙ্গে দেবো। (উচ্চৈঃ) দেখ, স্পষ্ট ক'রে বলবি, বড়রাণীর ব্যাধি হয়েছে। শুনলি? আচ্ছা যা!

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক। কই ব্রাহ্মণ, আমার জননী ত ব্যাধিগ্রস্ত হ'ন নি। ব্যাধিগ্রস্ত আমি।

ধুন্ধু। ব্যাধিগ্রস্ত ত কাছে আসছ কেন? এখানে তোমাকে কে আসতে বললে?

অশোক। কে আর বলবে ভাই, নিজেই এসেছি। দেখি জগদ্বিখ্যাত চাণক্য পণ্ডিতের সম্বন্ধী মিথ্যা কথা কয়ে তার ভগিনীপতির মর্যাদা নষ্ট করে, তাই তাকে সাবধান করতে এসেছি। কৈ, মা ত আমার ব্যাধিগ্রস্ত ন'ন। তাঁর নিষ্পাপদেহে ব্যাধি প্রবেশ করবার সাধ্য নেই। ব্রাহ্মণ হয়ে পাটরাণীর নামে মিথ্যাকথা প্রচার করছ কেন?

ধুন্ধু। মিথ্যা—মায়ের রোগ না হ'লে কি ছেলের কখন রোগ হয়? আমি চাণক্য পণ্ডিতের সম্বন্ধী—আমাকে তুমি ন্যাকা বোঝাতে এসেছ—যাও—কাছে এসো না—রাজা তোমাকে রাজবাড়ীতে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছে, তা জান?

অশোক। কৈ, আমি ত তা শুনি নি।

(বিন্দুসারের প্রবেশ)

বিন্দু। শোন নি—এখনি শুনবে। অশোক! যত দিন তুমি ব্যাধিমুক্ত না হও, তত দিন আমার প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ ক'র না।

ধুন্ধু। হুঁ—পোঁতা মুখ ভোঁতা—কেমন।

অশোক। যথা আজ্ঞা। মহারাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কাজ করবো কেন? মহারাজের দ্বিতীয় আদেশ না পেলে আমি রাজপ্রাসাদে আর আসবো না। তবে মহারাজ, আমার এক নিবেদন আছে। এই ব্রাহ্মণ আমার মায়ের নামে মিথ্যা কথা রটনা করেছে।

ধুন্ধু। দেখ রাজকুমার—মিথ্যে কথা কয়ো না। আমি মিথ্যে কথা রটনা করেছি—এই কথা তুমি হলফ ক'রে বলতে পার?

বিন্দু। কি বলেছে?

অশোক। বলেছে, মা আমার ব্যাধিগ্রস্ত।

বিন্দু। তাতে ব্রাহ্মণের অপরাধ কি? দেশশুদ্ধ লোকেই যখন এই কথা নিয়ে জল্পনা করেছে, তখন আমি কার মুখ চেপে রাখবো!

অশোক। মহারাজ ত সত্যাসত্য সব জানেন, মহারাজই এর প্রতিবাদ করুন না কেন?

বিন্দু। আমি কি এই তুচ্ছ কথা নিয়ে দেশশুদ্ধ লোকের সঙ্গে বিবাদ ক'রে বেড়াবো?

ধুন্ধু। হাঁ! না মহারাজ, তুচ্ছ কথা নিয়ে মাথা খারাপ করবেন না। কার মুখ চাপা দেবেন?

অশোক। কথাটা তুচ্ছ?

বিন্দু। তুচ্ছ নৈ কি—আর কথাটা মিথ্যাই বা কিসে—তোমার মতন ভাগ্যহীন কুরূপ সন্তানকে গর্ভে ধারণ ক'রে যে রাজমহিষী রাজ্যের দুর্নাম উপস্থিত করে, তার ব্যাধি নয় ত কি!

অশোক। দেখ—কোথায় যাব?

বিন্দু। সে ব্যবস্থা করছি।

অশোক। যথা আজ্ঞা, প্রণাম হই। অনুমতি করুন, একবার জননীকে দর্শন ক'রে আসি।

বিন্দু। শীঘ্র দেখা ক'রে চ'লে যাবে। রাজপ্রাসাদে বেশীক্ষণ অপেক্ষা ক'র না। তার পর তোমার যেখানে থাকবার ব্যবস্থা হবে, মন্ত্রীর কাছে জানতে পারবে।

[অশোকের প্রস্থান।

কি বলেছিলে ব্রাহ্মণ?

ধুন্ধু। আপনি যা বল্লেন, আমিও তাই বলেছি। কিন্তু প্রভুর শুনে রাগ কত!

বিন্দু। আর রাগ থাকবে না। হতভাগার রাগের গোড়া মেরে দিচ্ছি দেখ না।

ধুন্ধু। তাই দিন ত মহারাজ—আমি চাণক্য পণ্ডিতের সম্বন্ধী, আমাকে বলে কি না মিথ্যাবাদী! মহারাজ! আমার পরামর্শ শুনুন, ছোট রাজকুমারকে যদি রাজ্য দিতে চান, তা হ'লে ও আপদের অস্তু পর্য্যন্তও রাখবেন না। ও চাকীশুদ্ধ বিসর্জ্জন করুন।

বিন্দু। ঠিক বলেছ, তুমি চাণক্যের সম্বন্ধীই বটে।

ধুন্ধু। শুধু সম্বন্ধী—পুষ্যি! বোনায়ের ঘরে আজন্ম ব'সে খেয়েছি আর ফাঁকে ফাঁকে সব বিদ্যে মেরে দিয়েছি।

বিন্দু। বটে বটে!

ধুন্ধু। না জেনে না শুনে টপ ক'রে রাধাগুপ্তকে মন্ত্রী ক'রে ফেললেন, আপনাকে যে বিদ্যে দেখাবার বাগ পেলুম না।

বিন্দু। আমি এখন দেখছি, তোমাকে মন্ত্রী না ক'রে রাধাগুপ্তকে মন্ত্রী ক'রে ভুল করেছি।

ধুন্ধু। রাধাগুপ্ত মন্ত্রীগিরির কি জানে? বোনাই যখন শিষ্যদের উপদেশ দিত, তখন রাধাগুপ্ত আটচালার একপাশে ব'সে কেবল গাঁজা টিপতো। ও আবার লেখাপড়া শিখলে কবে, তা মন্ত্রীগিরি করবে?

বিন্দু। কি করবো ব্রাহ্মণ! তোমার গুরুর যখন মৃত্যু হয়, তখন তুমি বালক। তোমায় ত তখন মন্ত্রী করতে পারি না।

ধুন্ধু। তা যা করেছেন, করেছেন—এখন এই গরীব ব্রাহ্মণের প্রতি নজর রাখবেন।

বিন্দু। নজর রাখারাখি কি—আমার অবর্ত্তমানে

বীতশোক যদি রাজা হয়, তা হ'লে ভবিষ্যৎ মন্ত্রিত্ব ত তোমার।

ধুন্দু। যদি বলছেন কি, আপনার অবর্ত্তমানে আমি বীতশোককে সিংহাসনে বসিয়ে তবে জলগ্রহণ করবো। জানেন ত মহারাজ, আমার বোনাবের পায়ে একবার কুশ ফুটেছিল ব'লে বোনাই মাটী খুঁড়ে কুশের মূলে দই ঢেলে কুশ-বংশ নির্ম্মূল করেছিল। আমি সেই চাণক্যের সম্বন্ধী—আমি যাকে সিংহাসনে বসাবো মনে করছি, সে ভিন্ন আর কেউ মগধের সিংহাসনে বসতে পারবে মনে করছেন না কি! আমি বীতশোককে সিংহাসনে বসিয়ে অশোককে বলবো "চ'লে যাও।" অশোকও চ'লে যাবে, আর বীতশোক অমনি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজ্যশাসন করবে।

বিন্দু। বেশ, শুনে বড়ই তুষ্ট হলুম। নাও, আপাততঃ এসো—হতভাগ্যের বাসস্থানের ব্যবস্থা করি।

তৃতীয় দৃশ্য

কক্ষ।

ধারিণী ও অনীতা।

অনীতা। হাঁ মা! প্রতিবৎসর বসন্তোৎসবে আপনার গৃহই সর্ব্বাগ্রে উৎসব হয়, এবারে তা হচ্ছে না কেন?

ধারিণী। এ পুরাতন জীর্ণ গৃহ বসন্তদেবের আর ভাল লাগছে না। তিনি তাই অন্য কোন ভাগ্যবতীর গৃহে আশ্রয় করেছেন।

অনীতা। দেখলুম, ছোটমার মহল উৎসবকোলাহলে পরিপূর্ণ হয়েছে। নানা রকম পতাকা-পুষ্পে তাঁর ঘর সাজান হচ্ছে।

ধারিণী। রাজার ইচ্ছা, এবারে ছোটরাণী বসন্তোৎসবে যোগদান করবেন।

অনীতা। আর আপনি?

ধারিণী। আমি বহুকাল ধ'রে যোগ দিয়ে আসছি, এবারে নাই বা দিলুম।

অনীতা। আমরা কি করব?

ধারিণী। রাজা উৎসবে তোমাদের নিমন্ত্রণ করেন, যাবে। না করেন, আমার সঙ্গে অন্ধকারময় ঘরে ব'সে ছোটরাণীর ঘরের আলোকের লীলা নিরীক্ষণ করবে।

অনীতা। নিমন্ত্রণ হ'লেই বা কেমন ক'রে যাব?

ধারিণী। কেন, যেতে দোষ কি? প্রজা হয়ে রাজার আদেশ লঙ্ঘন করবে?

অনীতা। ছোটমা ত রাজার সঙ্গে এক সিংহাসনে বসবেন?

ধারিণী। তা যা যা নির্দ্দিষ্ট বিধি আছে, তা হবে বৈ কি। আমি যেমন পূর্ব্বে পূর্ব্বে বসতুম—আর প্রজারা চারিদিক থেকে রাজদম্পতিকে পুষ্পাঞ্জলি দিত—এবারেও তাই দেবে।

অনীতা। এ রকম ত কখনও হয় নি মা?

ধারিণী। হয় নি, কিন্তু হ'তে দোষ কি?

অনীতা। না মা, এ বড় বিসদৃশ দেখছি—দেশের যা চিরকাল প্রথা, তা যদি উল্টে যায়, তাতে যে দেশে অধর্ম্ম প্রবেশ করবে। আপনিও ত রাজার প্রজা, আপনিই বা এ অধর্ম্ম হ'তে দিচ্ছেন কেন?

ধারিণী। আমি কি করব?

অনীতা। আপনি প্রতিবাদ করুন।

ধারিণী। আমার প্রতিবাদ শুনবে কে?

অনীতা। কেন, রাজ্যে ত প্রজা আছে—শুধু রাজা নিয়ে ত আর রাজ্য নয়, প্রজার কাছে আবেদন করুন।

ধারিণী। আমি কুলকামিনী—প্রজাকে কোথায় খুঁজে পাব?

অনীতা। কেন? আপনার পুত্রকে দিয়ে জানান।

ধারিণী। মা, আমার এই দারুণ অপমানের উপলক্ষ হচ্ছে পুত্র। তাকে দিয়ে কি জানাবে?—সে নিজেই নিজের অবস্থায় মর্ম্মাহত হয়ে আছে। মনোদুঃখে আমার সঙ্গে সে দেখা করতে পারছে না।

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক। মা!

ধারিণী। এস বাপ! মা ব'লে চুপ করলে কেন? আজ সপ্তাহ তুমি আমাকে দেখতে আস নি—কেন? রাজার আদেশ ধর্ম্মাদেশ জ্ঞান ক'রে সন্তুষ্ট মনে তা পালন করবে—তুমি রাজার সন্তান—ভবিষ্যতে রাজ্যপ্রাপ্তির প্রত্যাশী; এ দুরবস্থায় কাতর হ'লে তুমি ভবিষ্যতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারবে কেন? তুমি মাতৃভক্ত সন্তান—প্রতিদিন আমার পূজা করতে আসা তোমার কর্ত্তব্য ছিল।

অশোক। না, আমি আপনার অধম সন্তান, এই অভাগাকে গর্ভে ধরেছিলেন ব'লেই না আজ আপনার এই অমর্য্যাদা! দুঃখে লজ্জায় আমি আপনার চরণ দর্শন করতে আসতে পারি নি।

ধারিণী। আমি শুধু মগধের রাণী নই, আমি প্রিয়দর্শী অশোকের জননী। অশোক! রাণীর মর্য্যাদা হারিয়েছি ব'লে কি জননীর স্থান থেকে বঞ্চিত হয়েছি! তুমি যে পিতৃ-স্নেহে বঞ্চিত হয়েছ, তাতে তোমার চেয়ে কি আমার কম কষ্ট! তোমার আমাকে সান্ত্বনা দিতে আসা উচিত ছিল।

অনীতা। পত্নীকেও সান্ত্বনা দিতে আসা উচিত ছিল।

অশোক। এখন বুঝতে পারছি মা, অপরাধ করেছি।

ধারিণী। অপরাধ করেছ, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আর ক'র না। ভবিষ্যতে রাজ্যপ্রাপ্তির আশা রাখ?

অশোক। জননীর কাছে মিথ্যা কইব কেন—রাখি। আমি রাজার পাটরাণীর পুত্র—আমি ধর্ম্মতঃ মগধের ভাবী রাজা। রাজ্যের আশা কি অপরাধে ত্যাগ করবো মা?

ধারিণী। বেশ, তুষ্ট হলেম। ত্যাগে অভ্যস্ত যোগী আর কর্ম্মহীন অপদার্থ, এরা ভিন্ন অন্য কেহ ভবিষ্যতের পার্থিব লোভের আশা ত্যাগ করে না। কিন্তু যে মনে মনে আশা রেখে আশা-পূরণের যোগ্য কার্য্য না করে, সে জ্ঞানাপরাধী, পাপাশয়—চোর। তোমার এই সপ্তাহের ব্যবহারে আমি তুষ্ট হই নি। রাজসভায় প্রবেশ নিষেধ—রাজার এই সামান্য আদেশেই যখন তুমি আত্মহারা হয়ে পড়েছ, তখন তুমি ভবিষ্যতে রাজা হবে কি ক'রে?

অশোক। তাই ত, এ কি বলছেন মা!

ধারিণী। আর যদিই বা রাজা হও, রাজ্য রক্ষা করবে কি ক'রে?

অশোক। মা, বুঝতে পারি নি—বড়ই অপরাধ করেছি—পদারবিন্দে আমি আত্মসমর্পণ করছি—সন্তানকে উপদেশ দিন।

ধারিণী। রাজার ওপর অভিমানে, ক্রোধে কোনও কার্য্য ক'র না! রাজা যদি তোমাকে বনবাসেও প্রেরণ করেন, নিজের অপরাধ আছে কি না, সে প্রশ্ন এক দণ্ডের জন্যও মনের মধ্যে উদিত না ক'রে, বিনা তর্কে প্রফুল্লচিত্তে রাজ-আজ্ঞা পালন করবে। কিন্তু যেখানেই থাক, যে ভাবেই থাক, কখনও সঙ্কল্পচ্যুত হও না। জীবনে যে সকল কার্য্য অবশ্যকর্ত্তব্য ব'লে মনে করেছ, সেগুলো দেহাবসানের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত যেমন ক'রে পারবে, সম্পূর্ণ করতে চেষ্টা করবে। এক মুহূর্ত্তের জন্য চেষ্টায় বিরত হও না। যদি বৈধ উপায়ে নিষ্পন্ন করতে পার, তা হ'লে তুমি ভাগ্যবান্।

অশোক। যদি বৈধ উপায়ে না পারি?

ধারিণী। এক দিকে তুমি, অন্য দিকে রাজা—কিন্তু তিনি আবার তোমার পিতা—মর্ত্ত্যের মূর্ত্তিমান্ দেবতা—মধ্যে তোমার জন্মভূমির হৃদয় তুল্য শান্তি-প্রত্যাশী প্রজা—ধর্ম্মের তুলাদণ্ড তোমার সম্মুখে—ওজন করবে—দেখবে। দুই উপায়—বৈধ, অবৈধ। আমি জননী হয়ে তোমাকে অবৈধ উপায় অবলম্বন করতে বলতে পারি না। পরিণামে ফলভোগের কতটা শক্তি তোমাতে আছে, তুমি যেমন জান, অন্যে তা কেউ জানবে না।

অশোক। বেশ, আশীর্ব্বাদ করুন—বিদায় গ্রহণ করি।

অনীতা। বিদায় গ্রহণ! এখনি? কেন? সপ্তাহ পরে মাতৃদর্শনে এলেন, এখনি বিদায় নেবার জন্য এত আগ্রহ কেন প্রভু! মহারাজ ত মাতৃদর্শন করতে আপনাকে নিষেধ করেন নি!

অশোক। করেছেন!

ধারিণী। আমার সঙ্গেও দেখা করতে নিষেধ করেছেন?

অশোক। কার্য্যতঃ নিষেধ। মা! আমি রাজপুরী থেকে নির্ব্বাসিত হয়েছি। পিতা আদেশ করেছেন, আজ থেকে আমি যেন আর রাজপ্রাসাদে প্রবেশ না করি।

ধারিণী। বড়ই কঠোর আদেশ।

অশোক। পাছে আমার ব্যাধি রাজপ্রাসাদের ভেতর আর কারও দেহে সংক্রামিত হয়, তাই তিনি আর এক দণ্ডের জন্যও আমাকে এখানে দেখতে ইচ্ছা করেন না। যাবার সময় একবারমাত্র আপনাকে দেখবার অধিকার পেয়েছি। অনীতা! মাকে দেখতে এসে ভাগ্যবশে যখন তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল, তখন তোমারও নিকটে বিদায়-গ্রহণ করি।

অনীতা। আমার কাছে বিদায় গ্রহণ! আপনি দীন অপরাধীর মতন নির্ব্বাসিত হয়ে চ'লে যাবেন, আর আমি রাজপ্রাসাদের মধ্যে ব'সে ঐশ্বর্য্যসুখ ভোগ করব?

অশোক। আমি কোথায় থাকবো, কোথায় যাবো, কিছুই ত জানি না অনীতা! তখন, কোথায় তোমাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো?

ধারিণী। মহারাজ তোমার থাকবার কোনও স্থান নির্দ্দেশ ক'রে দেন নি?

অশোক। এখনও পর্য্যন্ত দেন নি, তবে ব'লে

দিয়েছেন, কোথায় তিনি আমার স্থান নির্দ্দেশ করবেন, এখনি আমি জানতে পারবো।

(রাধাগুপ্তের প্রবেশ)

রাধা। এই যে রাজকুমার এখানে আছেন। রাজকুমার! আপনার প্রতি মহারাজার আদেশ হয়েছে, যত দিন আপনি যোগযুক্ত না হন, তত দিন রাজপুরীতে প্রবেশ করবেন না।

অশোক। সে আদেশ আমি রাজমুখেই শুনেছি, আর কোন আদেশ আছে?

রাধা। আর যা যা আদেশ আছে, তা আপনাকে আমি এখনি শোনাচ্ছি। আপনি আমার সঙ্গে আসুন। বিলম্ব করবেন না। আমি অল্পমাত্র সময়ের অবকাশে এখানে এসেছি—অধিকক্ষণ এখানে থাকতে পারবো না।

অশোক। মা, প্রণাম হই! আর শ্রীচরণ দেখবার অধিকার পাব কি না, বলতে পারি না।

অনীতা। প্রভু! প্রতিশ্রুত হন, যেখানে যাবেন, দাসীকে সঙ্গে নেবেন?

অশোক। যখন এখনও পর্য্যন্ত পরিণাম সম্বন্ধে কিছু জানতে পারলুম না, তখন কেমন ক'রে আগে হ'তে প্রতিশ্রুত হব? আমায় যদি বনবাসে যেতে হয়, পথে পথে ঘুরতে হয়?

অনীতা। বনে যেতে হয়, আপনার সঙ্গে বনবাসিনী হব, পথে পথে ঘুরতে হয়, আমিও আপনার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবো।

ধারিণী। তা হয় না অনীতা। পুত্র যদি ভারতের মধ্যে কোন স্থানে রাজপুত্রের মর্য্যাদার উপযুক্ত বাসস্থান পায়, তবেই আমি তোমাকে সেখানে পাঠাতে পারি। পথচারী পুত্রের সঙ্গে তোমাকে পাঠিয়ে আমি মগধ-রাজবংশের বিপুল মান নষ্ট হ'তে দিতে পারি না। বিশেষতঃ তোমার পুত্র আছে, তাদের ভার গ্রহণ করবে কে?

অনীতা। কেন মা, পুত্র ত আপনাতেই অনুরক্ত।

ধারিণী। আমি তোমাকে উপলক্ষ ক'রে তাদের পালন ক'রে এসেছি। মাতৃহারা সন্তানপালনের দায়িত্ব আমি ত গ্রহণ করতে পারবো না মা! এ সঙ্কটসময়ে আমাকে আর চিন্তাভারাক্রান্ত ক'র না। তোমার স্বামীর সম্মুখে বিশাল তরঙ্গাকুলিত সাগর—বুক দিয়ে তাকে তা পার হ'তে হবে। তাকে শৃঙ্খলমুক্ত করা সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য।

রাধা। মা! সন্তানকে ক্ষমা করুন—আমি এখানে ক্ষুদ্র গৃহস্থ পরিবারের দুঃখদৈন্য-কাহিনী শুনতে আসি নি। আমি মগধরাজের আদেশ পালন করতে এসেছি—রাজ্যের অসংখ্য কার্য্য আমার হাতে। এ সকল তুচ্ছ কথা শুনতে আমি সময় নষ্ট করতে পারি না। রাজকুমার! আপনি সত্বর আমার কার্য্যালয়ে আমার সঙ্গে দেখা করুন।

[প্রস্থান।

ধারিণী। তবে যাও বৎস! যেখানেই থাক, যে ভাবেই থাক, মৌর্য্যবংশের মর্য্যাদা রক্ষা ক'র! বুঝে রেখো, যখন ফিরবে, তখন উপযুক্ত না হ'লে তোমার সঙ্গে আমি দেখা করবো না।

অশোক। আমিও সেবার যোগ্য না হ'লে আপনার সঙ্গে কোন্ মুখে দেখা করবো?

ধারিণী। দুঃখার্ত্তা জননীর চক্ষুজলে তোমার গন্তব্য পথ কর্দ্দমাক্ত করলুম না। বাপ! তজ্জন্য আমার ওপর অভিমান ক'র না।

অশোক। অভিমান! বরং পুত্রত্বের অযোগ্যতায় আমার নিজের ওপর যা ঘৃণা হচ্ছিল, তোমার গৌরবে সে ঘৃণা আমার অন্তর্হিত হয়ে গেল। এখন তোমার মর্য্যাদা—মা! মন বলছে যেন রাখতে পারবো অনীতা! দুঃখ ক'র না। আমার মাতৃসেবার ভার আমি তোমাকেই দিয়ে গেলুম। এই পবিত্র ভার গ্রহণ ক'রে তুমি আমারই প্রিয়কার্য্য সাধন কর।

অনীতা। সহধর্ম্মিণী—যদিই আমি সহধর্ম্মিণী—তা হ'লে যখন আমার নির্ব্বাসিত স্বামী বনে বনে পথে পথে ঘুরে বেড়াবেন, তখন আমি কেমন ক'রে রাজপুরীর মধ্যে ব'সে সুখসম্ভোগ করবো? ছি! মনে করলেও যে পাপ হয়। মা অন্তর্য্যামিনী সতি! আমাকে সৎপথ দেখিয়ে দাও মা—সৎপথ দেখিয়ে দাও।

চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যান।

চিত্রা ও সখীগণ।

(গীত)

প্রবীণ ভ্রমর তবু নবীন প্রাণ।
সেজেছে নূতন-সাজে, ধরেছে নূতন প্রেমের গান।
কানে কানে কইতে কথা
ফোর পাশে সে নাড়ে মাথা,

প্রাণে তার দিসনে ব্যথা,
করিসনে লো অভিমান। (ও ফুল)
কথা রাখ মুখ তুলে দেখ
গুঞ্জে গুঞ্জে কুঞ্জে লো তোর দিচ্ছে কত পাক্—
আমরা ত দেখে অবাক্
তোর কেন ভাঙে না মান ॥

চিত্রা। আজ কি তিথি হ'ল সই ?

১ম সখী। আজকে পঞ্চমী।

চিত্রা। পঞ্চমী! সবেমাত্র পঞ্চমী! এখনও পূর্ণিমার দশ দিন বাকী! ও বাবা, এত দেরী সইব কেমন ক'রে ?

১ম সখী। তাই ত, রাণী কেমন ক'রে এত দেরী সহ্য করবেন, আমরাই যে সইতে পারছি না। আপনাকে রাজার সঙ্গে দোলায় দুলতে দেখবো—পায়ে রাশি রাশি ফুল ঢালবো—আপনার নামে বাগানে দোলার ফুল ফুটে উঠছে—সেগুলো শুকিয়ে গেলে তবে বসন্তোৎসব আসবে না কি ?

চিত্রা। আর বৎসরে আবাবস্তে গেছে, এ পোড়া পূর্ণিমে আজও এলো না !

সকলে। তাই ত, এ হ'ল কি রাণি!

১ম সখী। এমন পোড়া দেশেও তোমার বাপ বিয়ে দিয়েছিল যে, তিথিগুলো পর্য্যন্ত তোমার শত্রুতা করছে।

চিত্রা। এক বুড়ো সতীনের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ক'রে তো মাথারই রোগ হয়ে গেল। তার ওপর পোড়া তিথি শুদ্ধ যদি বাদ সাধে, তা হ'লে বাঁচবো কেমন ক'রে ? যা ত সখী, তোরা সেই বিটলে বিনায়ক ঠাকুরকে পাকড়ে আনতো। সে সে দিন ব'লে গেল, এই অমাবস্যাটা গেলেই আপনাকে পূর্ণিমে এনে দিচ্ছি! ব'লেই বামুন স'রে পড়েছে, আর দেখা করবার নামটি নেই।

১ম সখী। ভেতরে নিশ্চয়ই বামুনের বদ মৎলব আছে—চালাকি ক'রে দিন পেছিয়ে দিচ্ছে। ভাবছে; যদি রাজার মত ফিরে যায়।

চিত্রা। ঠিক বলেছিস—এই বিটলে বামুনেরই বদ মৎলবে পূর্ণিমে আসতে দেরী করছে। কে আছিস্—ধ'রে আন্—বামুনকে পাকড়ে ধ'রে আন্।

সকলে। কে আছিস্—বামুনকে পাকড়ে ধ'রে আন্।

[চিত্রা ও প্রথম সখী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

১ম সখী। আমাদের দেশে এ সব আমাবস্তে পূর্ণিমের হাঙ্গাম ছিল না, যখন মনে করতুম, দোলায় বাঁধতুম, মাথায় হাতে গলায় ফুল পরতুম, আর মাদলের তালে নাচতুম—এ কি ঝঞ্ঝাটে পড়েছি রাণি!

চিত্রা। কি করবো সই, তখনকার অবস্থা এক, আর এখানকার অবস্থা আর এক। তখন পাহাড়ে শবরের মেয়ে ছিলুম, এখন হয়েছি ভারতের রাণী! তখন যে ভাবে চলেছি, এখন কি আর সে ভাবে চলতে পারি! অবস্থা বুঝে দেশের রীতি মেনে চলতে হয়।

১ম সখী। তা হ'লে পূর্ণিমেটা দু'দিন এগিয়ে এলে কি মহাভারতটা অশুদ্ধ হয়ে যায়!

চিত্রা। আরে পাগলি! পূর্ণচন্দ্র না উঠলে ত আর পূর্ণিমে হবে না! চন্দ্র পূরতে এখন দশ দিন বাকী।

১ম সখী। থাকলেই বা দশদিন বাকী। তুমি ভারতের রাণী। আজ বাদে কাল হবে রাজার মা। তুমি চাঁদকে হুকুম কর, চাঁদ শীগগির শীগগির পূরে যাক্।

(সখীগণ সহ বিনায়কের প্রবেশ)

সকলে। এই রাণীমা! বিটলে বামুনকে গ্রেপ্তার ক'রে এনেছি।

বিনা। দোহাই রাণীমা! এ গরীব ব্রাহ্মণ কোন অপরাধে অপরাধী নয়!

চিত্রা। অপরাধী নয় ? তুমি আমাকে স্তোক-বাক্যে ভুলিয়ে চ'লে গেলে—বললে, এই অমাবস্যাটা গেলেই পূর্ণিমে—

বিনা। ঠিক পূর্ণিমে আসতো! এই দেখ, অমাবস্যার পর পাঁজীর পাতা ছিঁড়ে ফেলেছি। প্রত্যয় না হয়, চক্ষে দেখ।

চিত্রা। যাও, আমি দেখতে চাই না। তুমি কেবল কথায় আমাকে ভুলিয়ে আসছ।

বিনা। দোহাই, চেয়ে দেখ—একটা অমাবস্যা—আর সেই পাতেই কেবল একটা পাঁচ পলে প্রতিপদ—তার পর বস—বস কাক—একেবারে পূর্ণিমা—এই দেখ না, চাঁদ ফিকি ফিকি হাসছে।

চিত্রা। যাও ঠাকুর, আমাকে আর দেখতে হবে না।

বিনা। দোহাই রাণি, আমার অপরাধ কিছু নেই। এই দেখ, আমি তোমাকে পূর্ণিমার অকলঙ্ক চাঁদ ধ'রে দিয়েছি—এই দেখ, তুমি চতুর্দ্দোলায় মহারাজার

সঙ্গে ব'সে দুলছ, তুমি দোদল্ দোলু। একবার চেয়ে দেখ—তোমার বাছাধনটা একবার দেখ—

চিত্রা। থাক্, আমি দেখবো না। বুড়োর সঙ্গে আমাকে আর দোলাতে হবে না। কোথায় পুরিবে, তার ঠিক নেই—

বিনা। কি করবো রাণি—চাঁদের যক্ষ্মা হয়েছে, পুরতে পুরতে পুরছে না।—এই সখীটি যা বলেছে, তাই কর না—ফিটলে চাঁদকে হুকুম কর।

চিত্রা। এর ভেতরে যদি রাজার মতি ফিরে যায়।

বিনা। (হাস্য) রাজার যেখানে যা একটু আধটু কুড়োনো বাড়ানো মতি ছিল, তা সব এখন তোমার এই ওড়নায় ঝলবে! আর কি রাজার স্বতন্ত্র মতি আছে! তুমি শঙ্করাজার মেয়ে—ছেলেবেলা থেকে কত তুকতাক জান—কোমর বেঁধে বাঘের সঙ্গে লড়াই কর, এখনও যদি একটা বুড় স্বামীকে বশ করতে না পার, তা হ'লে সেটা তোমার কলঙ্ক।

বীত। (নেপথ্যে) মা, মা! ঘরে আছ?

বিনা। ঐ রাণি, তোমার পুত্র আসছে। যে উল্লাসে আসছে, তাতে বোধ হচ্ছে কার্য্যসিদ্ধি।

(বীতশোক ও ধুন্ধুর প্রবেশ)

বীত। মা মা! দাদা নির্ব্বাসিত!

বিনা। বস্—চ'লে গেছে, না এখনও আছে?

বীত। যাবার উদ্যোগ করছে!

ধুন্ধু। তল্পাতল্পা গাঁটরি-গুঁটরী বাঁধছে!

বিনা। বটে, বটে—তা এ কথা আমায় আগে বলতে হয়। রাণি! আমি চললুম—আর যাতে না তাকে আসতে হয়, তার ব্যবস্থা ক'রে আসি—কুলোর বাতাস দিয়ে আসি।

চিত্রা। শীগ্‌গির ফিরে এস, ঠাকুর, আমাকে লয়টয়গুলো সব ব'লে যেবে।

বিনা। আমি এসেছি মনে ক'রে রাখ—
[প্রস্থান।

চিত্রা। কি আদেশ হ'ল?

বীত। দাদা মগধের ভেতরেই থাকতে পাবে না। রাজা বলেছেন, যত দিন না তাঁর ব্যাধির বিমোচন হয়, তত দিন তিনি পাটলীপুত্র নগরে প্রবেশ করতে পারবেন না।

চিত্রা। কোথায় যাবে?

বীত। সেটা মন্ত্রী রাধাগুপ্ত ঠিক ক'রে দিচ্ছে।

চিত্রা। এখনও ঠিক ক'রে দিচ্ছে!

ধুন্ধু। কি ক'রে ঠিক হবে—মহারাজ যেমন আগামারা মন্ত্রী রেখেছেন, তার দ্বারা কি কোন কাজ শীগ্‌গির ঠিক হয়? তবে আমি পেছনে লেগে আছি, ঠিক না করিয়ে ছাড়ছি নি।

চিত্রা। সে একাই যাচ্ছে?

ধুন্ধু। তা নয় ত কি—পথের ভিখারী হয়ে গেল—তার সঙ্গে আবার কে যাবে?

বীত। মা, আনন্দ কর—আনন্দ কর।

চিত্রা। তোমার মতন মূর্খ পুত্রের মা হয়ে আনন্দ করবো কেমন ক'রে?

বীত। কি—কি বললে মা! সকলে আমাকে সুধিজনাগ্রগণ্য মহামান্য বদান্য বলে, আর তুমি বললে কি না আমি বুদ্ধিশূন্য।

চিত্রা। যারা বলে, তারা আরও মূর্খ।

বীত। কি হে বন্ধু, শুনছো?

ধুন্ধু। কি করবো বন্ধু, ওটা ওই বোনাইয়ের আমল থেকেই শুনে আসছি। একটু পণ্ডিত হ'লেই ওটা শুনতে হয়—পণ্ডিতানাং গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষা হি কেবলম্—পণ্ডিতের সব গুণ, দোষের মধ্যে মূর্খ।

বীত। শোন—মায়ের কথাটা একবার শোন।

চিত্রা। আর শুনে কাজ নেই—যেমন তুমি, তেমনি তোমার বন্ধু—গণ্ডমূর্খ।

ধুন্ধু। কিসে?

বীত। কিসে?

ধুন্ধু। আমি চাণক্যের সম্বন্ধী—আমি গণ্ডমূর্খ—কিসে?

চিত্রা। তুমি চাণক্যের পুষ্যি—কেবল তার ভাত মেরেছ, আর গরু ঠেঙ্গিয়েছো—যদি অশোকের ব্যামো সেরে যায়?

বীত। তাই ত হে, যদি ব্যামো সেরে যায়?

চিত্রা। আর তার মা, স্ত্রী, পুত্র কেউ ত নির্ব্বাসিত হ'ল না? এর পরে যদি প্রজারা বলে, অশোক যদি রাজা না হয়, তার পুত্র কুনাল রাজা হ'ক।

বীত। তাই ত হে, তা যদি বলে! যদি বলে কুনাল রাজা হ'ক!

ধুন্ধু। তাই ত—তাই ত! সব কথাগুলো তোমাকে যে মনে ক'রে দিতে বললুম। রাণী মা! ব্যামো আমি তার সারতে দিচ্ছি না।

চিত্রা। কেন, তুমি কি অশ্বক্ষুর এসে জন্মেছ—যাও যাও, তোমরা মূর্খ, কোনও কর্ম্মের নয়। যদি তার মা, স্ত্রী, পুত্র সকলকে তার সঙ্গে নির্ব্বাসিত করতে না পারলে, তা হ'লে করলে কি?

ধুন্ধু। থাক্ না, ভয় কি, আমি আছি—আমি

ধুন্ধু, রাজকুমারের বন্ধু, চাণক্যের সহকারী—আমার বোনাই নই চেলে কুশোর মূল নির্ম্মূল করেছে, আর আমি দু'টো স্ত্রীলোক আর পুত্রকে সরিয়ে দিতে পারবো না। বল তো আজই সরিয়ে দিই।

বীত। তাই ত। আমার বন্ধু ইচ্ছা করলে না পারে কি?

ধুন্ধু। আপনি চ'লে আসুন, যুবরাজ! কিছু ভয় নেই—আমি আছি।

বীত। ভয় কি মা, ভয় কি—আমার বন্ধু আছে।

চিত্রা। আমার কথা শোন, মগধের বাইরে বুঝি না, যাতে তক্ষশীলায় সকলকে পাঠাতে পার, তার চেষ্টা কর।

ধুন্ধু। বেশ, তাই করবো।

বীত। আচ্ছা তাই করবো।—কিন্তু মা, আমার সিংহাসনে দুটো সোনার ময়ূর দিতে হবে!

চিত্রা। আচ্ছা দেবো—

বীত। তাতে বড় বড় দুটো নীলকান্ত মণির চোক দিতে হবে।

চিত্রা। আচ্ছা, তাও দেবো—

বীত। গলায় সব চুনী পান্না নীলা জহরৎ, পাথায় বড় বড় নীলা।

চিত্রা। তুমি আগে যুবরাজ হও—আমি মনের মতন ক'রে তোমার সিংহাসন তইরি ক'রে দেবো।

বীত। আর আমার পাশে বন্ধুর আসন—বুঝেছ মা, বন্ধু হবে আমার মন্ত্রী—

চিত্রা। তোমার বন্ধুরও আসন তইরি ক'রে দেবো।

বীত। তার তলায় থাকবে কি? কি চাও বন্ধু! এই বেলা বল।

ধুন্ধু। একটা গাধা চাই!

চিত্রা। গাধা!

ধুন্ধু। হাঁ রাণী-মা! দোহাই রাণী-মা! একটা গাধা—তা' সোনা-রূপোর যা দাও, তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু চাই একটা গাধা। আমি গাধা ছাড়া আর কিছুরই উপর চড়বো না। শত্রু শালারা আমাকে দেখলে গাধা বলে। তামাসা করে। এই জন্যে ওই জন্তু শালার উপর আমার বড় রাগ। ও শালার জন্তু যদি পৃথিবীতে না থাকতো, তা হ'লে তো কেউ আমাকে গাধা বলতে পারতো না। আমার বোনাই যখন টোলে ব'সে ছাত্রদের বুকনি দিতো, তখন আমি আড়ালে ব'সে গাঁজা টিপতে টিপতে তার সব বিদ্যে মেরে দিতুম। মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ—আত্মবৎসর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স ধার্ম্মিকঃ। রাণী-মা! যেখানে পরদা দেখি, সেইখানেই মা ব'লে ঢিপ ক'রে প্রণাম করি। পরের জিনিষ পেলুম তো অমনি ঢিল-ছোড়াছুড়ি লাগিয়ে দিলুম—আর যেখানে যত ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটবে, জান রাণী-মা—তার মূলে আমি। আমাকে শালারা ধার্ম্মিক না ব'লে, বলে কি না গাধা! শালার গাধার ওপর চেপে আসন করবো তবে আমার রাগ যাবে!

বীত। না পাগল! ও কথা বলতে নেই, তোমার ভাল আসন ক'রে দেবো।

[উভয়ের প্রস্থান।

চিত্রা। আপাততঃ এই যথেষ্ট, কি বলিস সখী?

১ম সখী। তা-আর বলতে!

চিত্রা। সই! একটা গান গা—

১ম সখী। কি গান গাইব রাণী?

চিত্রা। বসন্তোৎসব আসছে—আমি পাটরাণীর আসনে রাজার সঙ্গে বসবো, তবু প্রাণটা কেমন আমার ফুটতে ফুটতে ফুটছে না।

১ম সখী। এ জলাদেশে কি পাহাড়ে ফুল ফোটে রাণী! হিমালয়ে কোন রাজার সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'ত। বল্লম হাতে বাঘ শীকার করতে এসে, দু'জনের দু'দিক থেকে দেখা হ'ত! মাথায় ফুল, কানে ফুল, হাতে জড়ান মালা। একটা আস্ত মৃগনাভি খেয়ে হিমালয়ের বুকে শৃঙ্গে শৃঙ্গে ছুটোছুটী করতে যে যার গায়ে ঢ'লে পড়তে—হাতের মালা গলায় জড়িয়ে যেতো, তবে না বিয়েতে সুখ হ'ত! এ ঝিমুনো বিয়ে, বিয়ে বলতে হয় তাই বলি, ঝিমুনো রাজা—যেন আফিঙের ঝোঁকে চাওয়া-চাওয়ি, আফিঙ খেয়ে ঢুলোঢুলি—প্রাণ মিইয়েই গেল তো ফুটবে কিসে?

চিত্রা। তুই শুদ্ধ আবার জ্বালাতে লাগলি! জানিস, এখন থেকে আমি মগধের পাটরাণী—

১ম সখী। তা আর জানি না!

চিত্রা। তা হ'লে একটা গান গা। আমি বসন্তোৎসবের দোলায় দুলতে চলেছি। সমস্ত প্রজা আমাকে ফুল উপহার দেবার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নে একটা গান গা।

সখীগণের গীত।

প্রবীণ ভ্রমর ইত্যাদি।

পঞ্চম দৃশ্য

মন্ত্রণা-গৃহ।

রাধাগুপ্ত ও বিন্দুসার।

রাধা। চিরন্তন প্রথা লঙ্ঘন করবেন না মহারাজ! এ বসন্তউৎসবে পাটরাণীই শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ ক'রে থাকেন।

বিন্দু। পাটরাণী যদি ম'রে যায়, তা হ'লেও কি তাকে শ্মশান থেকে তুলে শ্রেষ্ঠ সম্মান দিতে হবে ?

রাধা। এ ক্ষেত্রে কি তাই ?

বিন্দু। তাই—কিছুমাত্র প্রভেদ নেই। পাটরাণী যদি ম'রে যেতো, তা হ'লেও অন্ততঃ তার শ্রেষ্ঠ সম্মানলাভের অধিকার থাকতো। এ তো শুধু মরা নয়, প্রেতগ্রস্ত।

রাধা। তা হ'লে মহারাজের পার্শ্বে এবারে উপবেশন করবেন কে ?

(চিত্রার প্রবেশ)

চিত্রা। সে কথা জানবার জন্য মন্ত্রী রাধাগুপ্তকে ব্যগ্র হ'তে হবে না। মহারাজ ইচ্ছাপূর্ব্বক যাকে সম্মান দান করবেন, সেই সম্মানের পাত্রী।

বিন্দু। রাধাগুপ্ত! যা পারবো না, সে কার্য্যের জন্য আর আমাকে অনুরোধ ক'র না। আর মধ্যে দশ দিন মাত্র অবশিষ্ট। তুমি সত্বর উৎসবের জন্য প্রস্তুত হও।

রাধা। পুত্রের অপরাধে তার জননীকে পরিত্যাগ—এ কি শাস্ত্রসম্মত কার্য্য মহারাজ !

চিত্রা। মহারাজ! কি করবো বলুন ? আমি উৎসবের অনুযায়ী বেশভূষার আয়োজন করেছি। সেগুলো ফেলে দেবো না রাখবো ?

বিন্দু। আমি যখন তোমাকে আশ্বাস দিয়েছি, তখন তুমি নিশ্চিন্ত মনে বেশভূষার আয়োজন কর। তুমি ছাড়া আর কাউকে এবারে আমি পাশে বসাচ্ছি নি।

রাধা। মহারাজ! আদেশ দেবার আগে আর একবার চিন্তা করুন।

বিন্দু। না রাধাগুপ্ত, তুমি দেখছি এবার উৎসবের সমস্ত আমোদটা নষ্ট করবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে এসেছ।

চিত্রা। আমি আপনার কি অপরাধ করেছি স্থবির, যে আমার উপর আপনার আক্রোশ। মহারাজ দয়া ক'রে এক দিন তাঁর দাসীকে সম্মান দেখাতে চাচ্ছেন, আপনি তাতে বাধা দিতে এত ব্যগ্রতা দেখাচ্ছেন কেন ?

রাধা। এ তো অপরাধের কথা নয় রাণী! এ প্রথা নিয়ে কথা! আপনি রাজার প্রিয়তমা! এতে আপনার সম্মানের তো কোনও হানি হচ্ছে না। তবে আপনি প্রজার প্রিয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে চলেছেন কেন ?

চিত্রা। হস্তক্ষেপ কি আমি করতে চলেছি—রাজা আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান, আমাকে বাধ্য হয়ে যেতে হবে, না নিয়ে যান, যাবো না। তাতে এত কথা কেন ?

বিন্দু। আঃ! তুমি দেখছি বড়ই বিরক্ত ক'রে তুললে।

রাধা। বিরক্তি বোধ হয়, আমাকে শাস্তি দিন। আমি নীতিবিশারদ মহামতি চাণক্যের শিষ্য। তুচ্ছ প্রাণের জন্য আমি মহারাজের নীতিবিগর্হিত কার্য্যে মত দিতে পারবো না। সহধর্ম্মিণী থাকতে আপনি যে অন্য রাণীকে নিয়ে বসন্তোৎসব করবেন, এতে যদি মত দিই, তা হ'লে আমার পৃথক অস্তিত্ব রইল কোথা ?

বিন্দু। আমি বারংবার তাকে পুত্র পরিত্যাগ করতে আদেশ করে'ছিলুম। সে আমার আদেশ অমান্য করেছে। যে রমণী স্বামীর মতানুসারিণী নয়, তাকে সহধর্ম্মিণী বলা তোমার কোন্ নীতি ?

রাধা। তাতে আমি তাঁর কোন অপরাধ দেখতে পাই না। পুত্র কর্ম্মদোষে ব্যাধিগ্রস্ত—পিশাচী মা ছাড়া তো এমন ছেলেকে কেউ ত্যাগ করতে পারে না।

বিন্দু। ব্যাধিগ্রস্ত ছেলে—ঘর হয়ে গেছে ব্যাধিময়—সেই ঘরে তার বাস—তারও দেহের ধমনীতে ব্যাধির বীজ ঢুকে গেছে। তাকে নিয়ে তুমি আমাকে সিংহাসনে বসতে বল—এই কি তোমার রাজনীতি ?

রাধা। বেশ, এখন তিনি যদি পুত্র পরিত্যাগ করতে চান ?

বিন্দু। এখন—এখন ?—সত্যি—সত্যি !

রাধা। সত্য মিথ্যা না শুনলে কি ক'রে বলব। যদি চান ?

বিন্দু। যদি চান—যদি চান !

চিত্রা। মহারাজ! আমি আর আপনাদের বাক্‌বিতর্ক শুনতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না।

বিন্দু। না না—যেয়ো না প্রাণেশ্বরি—যেয়ো না

মনোরমে! রাধাগুপ্ত—রাধাগুপ্ত! তিনি পুত্রবৎসলা—পুত্রবৎসলা—

চিত্রা। ওরে কে আছিস, আমাকে ধ'রে নিয়ে যা—ব্যাধির নাম শুনে আমার গা কেমন করছে?

বিন্দু। সর্ব্বনাশ করলে, সর্ব্বনাশ করলে—বড় রাণীর নাম তুলে তুমি দেখছি আমার প্রাণেশ্বরীকে মেরে ফেললে। ওরে কে আছিস্? রাজ-কবিরাজকে ডেকে দে।

(ধুন্ধুর প্রবেশ)

ধুন্ধু। রাজ-কবিরাজ—রাজ-কবিরাজ? ডেকে দেবো—ডেকে দেবো?

চিত্রা। উঃ!

বিন্দু। শীগ্গির, শীগ্গির। যাও রাধাগুপ্ত—এখন যাও।

ধুন্ধু। কি হয়েছে রাণীমা—কি হয়েছে রাণীমা!

বিন্দু। ওহে, কথা কইতে পারছেন না। কবিরাজ—কবিরাজ—

ধুন্ধু। কবিরাজ! কবিরাজ!—

[প্রস্থান।

রাধা। বলুন মহারাজ, যদি মহারাণী পুত্রের সম্পর্ক ত্যাগ করেন, তা হ'লে আপনি কি করবেন?

(ধারিণীর প্রবেশ)

ধারিণী। রাধাগুপ্ত! রাজাকে উৎপীড়িত ক'র না। আমি পুত্রের সম্বন্ধ ত্যাগ করবো না।

বিন্দু। পুত্রবৎসলা—পুত্রবৎসলা!

ধারিণী। মহারাজ! আপনি ভগিনীকে নিয়ে সুখে বসন্তোৎসব করুন। আমি সন্তুষ্টচিত্তে তাতে মত দিচ্ছি।

চিত্রা। আঃ! এতক্ষণ পরে প্রাণটা ঠাণ্ডা হ'ল!

ধারিণী। যান মহারাজ! আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে উৎসবের আয়োজন করুন।

বিন্দু। চল প্রাণেশ্বরি, চল—পুত্রবৎসলা—পুত্রবৎসলা।

[চিত্রা ও বিন্দুসারের প্রস্থান।

রাধা। আমাকে অপদস্থ কেন করলেন মা?

ধারিণী। নিজের দোষে তুমি অপদস্থ হয়েছ রাধাগুপ্ত! আমাকে সন্তান ত্যাগ ক'রে কি অধিকার রাখতে আদেশ কর?

রাধা। আপনার সন্তান ত আপনাকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেল।

ধারিণী। মাতৃভক্ত সন্তান স্বেচ্ছায় আমাকে পরিত্যাগ করে নি, বাধ্য হয়ে ত্যাগ করেছে। আমি তাকে পরিত্যাগ করবো কেন? মায়ের প্রাণ সমস্ত দেবতার দ্বারে ভিক্ষালব্ধ আশীর্ব্বাদ বহন ক'রে নির্ব্বাসিত পুত্রের সঙ্গে চ'লে গেছে। রাধাগুপ্ত! আমার দেহ এখানে—কিন্তু বুদ্ধিমান রাজনীতিজ্ঞ, অনুসন্ধান ক'রে দেখ—আমার পুত্র জনহীন প্রান্তর-মধ্যে সঙ্গিশূন্য নয়। সর্ব্বজননীত্বের আধাররূপা জগম্মাতা তার নির্জ্জন-চিন্তায় সঙ্গী হয়ে মানসোল্লাসে তাকে সৎপথে চালিত করছেন, নিত্য মাতৃভাবময়ী ভবানী প্রতি সঙ্কটে মিষ্টবাক্যে তাকে আশ্বস্ত করছেন। রাধাগুপ্ত! রাজনীতির সূক্ষ্মতত্ত্ব তোমার ত অবিদিত নেই, তবে আমার কাছে অন্যায় অনুযোগ করছ কেন? একে আমি মর্ম্মপীড়ায় পীড়িত, তার উপর তুমি আত্মহারা হয়ে আমার রমণীত্বের উপর দোষারোপ ক'র না।

রাধা। মা, বুঝতে পারি নি, সন্তানকে ক্ষমা করুন। আমার গুরু নানা দেশ অনুসন্ধান ক'রে, সুদূর তাম্রলিপ্তি থেকে আপনাকে মগধে আনয়ন করেছিলেন। আপনি রাজলক্ষ্মী—মগধজীবার প্রতিরূপা। গুরু আপনাকে শক্তিরূপী ব'লে দেখিয়ে গেছেন। মা, জ্ঞানাভিমানে আমি আপনাকে চিনতে পারি নি।

ধারিণী। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মদোষে পুত্র আমার ব্যাধিগ্রস্ত। কবিরাজ বলেছে, ব্যাধি দুরারোগ্য। ব্রাহ্মণেরা বলেছেন, ব্যাধিগ্রস্ত পুত্র পিতৃ অধিকারে বঞ্চিত। চিকিৎসক আর ব্রাহ্মণের উপর আমার কথা কবার অধিকার কি আছে!—কিন্তু আপনি রাজনীতিবিশারদ। মহামতি চাণক্যের প্রিয় শিষ্য। আপনাকে সব মনের কথা বলবার আমার অধিকার আছে। এ জন্মে পুত্র আমার এমন কোন অপরাধ করে নি যে, সে রাজ্যাধিকার হ'তে বঞ্চিত হয়।

রাধা। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার ধর্ম্মতঃ রাজা। আর আমার বিশ্বাস, কার্য্যতঃও উত্তরাধিকার তার!

ধারিণী। তোমার কথায় সন্তুষ্ট হলুম—আশ্বস্ত হলুম। বুঝলুম, চাণক্যের অভাবে মগধরাজ্যে মানুষের অভাব হয় নি। পুত্রবিধুরা জননীর এই যথেষ্ট সান্ত্বনা। তোমার গুরু মৃত্যুকালে আমাকে কাছে ডাকিয়ে ব'লে যান—"মা! অধর্ম্মের উপর যার ভিত্তি, তাতে কেবল পিশাচ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করতে চাও, ধর্ম্মের উপর

তার প্রতিষ্ঠা ক'র।" এই জন্ম নিষ্ঠুর প্রাণে সন্তানকে বিদায় দিয়েছি।

রাধা। এখন বুঝেছি মা! আপনিই ঠিক কাজ করেছেন।

ধারিণী। সচিবপ্রধান! রাজার সঙ্গে একাসনে উপবেশনে আমার স্বার্থ আছে। অধিকার প্রজার। তারা রাজদম্পতিকে পুষ্পোপহার দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করে। বিরাটপ্রজামণ্ডলী নিজের অধিকার যদি বিনা আপত্তিতে ত্যাগ করে, আমি আমার স্বার্থ নিয়ে কলহ করবো কেন? আমি পুত্রকে ত্যাগ করি নি, আর আমার ভিক্ষা, তুমিও আমার পুত্রকে ত্যাগ ক'র না।

রাধা। ত্যাগই যদি করব মা, তা হ'লে এতক্ষণ রাজার সঙ্গে কার জন্ম বিবাদ করছিলুম!

ধারিণী। ভগবান্ তোমাকে জয়যুক্ত করুন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—*—

প্রথম দৃশ্য

নদীতীরস্থ বন।

কৃপানন্দ ও শার্ঙ্গধর।

শার্ঙ্গ। প্রভু! ভগবান্ অবলোকিতেশ্বর আজ প্রায় তিনশো বৎসর দেহ রক্ষা করেছেন। কিন্তু ন্যগ্রোধ বৃক্ষমূলে সপ্তবৎসরের কঠোর সাধনায় যে অমূল্য ফল লাভ করেছিলেন, মানবের দুঃখে ব্যাকুল হয়ে পরম করুণাময় সেই অমৃতময় ফল সর্ব্বজীবকে বিতরণ ক'রে গেছেন। জীব আজও সে অমৃত ফলের আস্বাদ নিতে ব্যাকুলতা দেখাচ্ছে না কেন?

কৃপা। যারা গুণ বুঝেছে, তারা গ্রহণ করেছে— যারা এখনও বোঝে নি, সেই সব ভাগ্যহীন প্রভুর সে অপূর্ব্ব দান গ্রহণ করে নি। শার্ঙ্গধর! ভগবান্ অমিতাভ ত্রিকালদর্শী, তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান প্রত্যক্ষবৎ দেখে ভবরোগীর সান্ত্বনার জন্ম সেই অমৃতময় ফলের বীজ এই পবিত্র ভারতভূমিতে রোপণ ক'রে গেছেন। বীজ স্ফুটে বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। তারও শাখায়-প্রশাখায় ফল ধরেছে। এখন বিতরণকর্ত্তার শুধু অভাব। তা হ'লেই সমগ্র ধরণী এই ফলের আস্বাদনে কৃতার্থ হয়।

শার্ঙ্গ। সে বিতরণকর্ত্তা কবে আসবে প্রভু?

কৃপা। তুমি ভগবান্ বুদ্ধদেবের বিশাল করুণার অংশভাগী। বৎস! সাধনায় তুমিও হৃদয়কে করুণার প্রস্রবণ করেছ। তোমার প্রাণ যখন ব্যাকুল হয়েছে, তখন সে শক্তিমান এসেছে। কিন্তু কর্ম্মবিপাকে সে এখনও আপনাকে চিনতে পারছে না। যে দিন চিনবে—নিজে সে যে দিন সেই বৃক্ষের সন্ধান পাবে, সে দিন জীবের করুণা পেতে আর বিলম্ব হবে না।

শার্ঙ্গ। কে সে প্রভু?

কৃপা। তুমি নিজেই বল।

শার্ঙ্গ। তিনি কোন বিশ্বজয়ী সম্রাট।

কৃপা। তাই, সম্রাট না হ'লে, অক্তর এ ফল বিতরণ করা অসাধ্য। সাধারণ লোকের কথায় বিশ্বাস ক'রে কে অপরিচিত ফল সহসা আস্বাদন করতে চায়?

শার্ঙ্গ। কোথায় তিনি প্রভু?

কৃপা। সন্ধান কর।

শার্ঙ্গ। যথা আজ্ঞা। ফিরে এসে কোথায় আপনার দেখা পাব?

কৃপা। এই নগরপ্রান্তে জাহ্নবীতীরস্থ শ্মশানে।

শার্ঙ্গ। যথা আজ্ঞা।

[কৃপানন্দের প্রস্থান।

শার্ঙ্গ। গুরুদেব যখন বলেছেন, তখন সে শক্তিধরের সন্ধান যে পাব, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু কৃপাময় সমস্ত তীর্থের ধার দিয়ে দিয়ে আমাকে এনে পাটলীপুত্র নগরে এসে আসন গ্রহণ করলেন কেন? আর পাটলীপুত্রে প্রবেশ করেই আমার প্রাণে ব্যাকুলতা হ'ল কেন? গুরুকৃপায় এ ব্যাকুলতা—গুরুর ইচ্ছাতেই আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছি। উত্তরে অন্বেষণের আদেশ পেয়েছি। তবে কি আমার তৃষ্ণার্ত্ত প্রাণ সন্নিকটে কোন সুধানদীর সন্ধান পেয়েছে? এই পাটলীপুত্র প্রবল পরাক্রান্ত মগধেশ্বরের রাজধানী। ব্যাপারটা কি, বোঝবার অবসর পাচ্ছি না। বিস্ময়ে, ব্যাকুলতায়, একটা অব্যক্ত উল্লাসে প্রাণটা আমার কেমন অস্থির হয়েছে। যাই, প্রথমে রাজার সঙ্গেই একবার সাক্ষাৎ ক'রে দেখি।

[প্রস্থান।

(বিনায়কের প্রবেশ)

বিনা। জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র ত নির্ব্বাসিত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মা, স্ত্রীকে তাঁর পদানুসরণ করতে হবে।

অশোকের ছেলে দুটোকে আগে থাকতেই ত বিদেয় ক'রে দেওয়া হয়েছে। বড়রাণীও চ'লে যাবেন, সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যেরও শ্রী চ'লে যাবে দেখছি। আমি এখন কি করি? চাণক্যেরও কাছে শিক্ষা লাভ ক'রে শকুন্তিনীর চাটুকারের চাকরী পেয়েছি। গুরুর বাক্য—"বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ"। ও রাণীর ভালবাসাতেও বিশ্বাস নেই, আর স্ত্রীর বশীভূত রাজাকেও বিশ্বাস নেই। মন যোগাতে না পারলে মরাতে কি দুঃখ আছে, কি ক'রে জানবো! ভ্যালা বিপদেই পড়া গেল যা হ'ক! এক দিন রাজগৃহিণীর প্রাণটা চ'টে গেল ত অমনি ব'লে উঠলো, বামুনের নাসিকাগ্রে দড়ী সংলগ্ন ক'রে ঘোরাও। যেমনি বলা, অমনি চরকির পাকে ঘুরতে লাগলুম আর কি! রাজা আর কারণটাও জিজ্ঞাসা করবে না—আর পাঁচ বেটা গণ্ডমূর্খ বামুন ব'লে একটু ইতস্ততঃও করবে না। কাজ নেই, আমিও অশোকের মত রাজ্য ছেড়ে পালাই। প্রাণ যে সব লোক চায় না—কেমন ক'রে দিবারাত্র সেই সব লোকের সঙ্গে বাস করি? কাজ নেই, পালানই দেখছি যুক্তি। কিন্তু কোথায় পালাই? সঙ্গে একটা দুর্দ্ধর্ষ, দুশ্চিকিৎস্য পেট আছে। এটাকে নিয়ে কোথায় যাই! বেটা অসভ্য স্বার্থপর বর্ব্বর এতকাল সঙ্গে থেকেও আমার মর্য্যাদাটা কিছুতেই বুঝলে না। যখনই মনের ভেতর অভিমান জেগে উঠে—প্রাণের বৈরাগ্যে যখনই এক পা বাড়াবার চেষ্টা করি, অমনি বেটা, বলা নেই, কওয়া নেই—ক'রে উঠলো কোঁ। অমনি অভিমান গেল, বৈরাগ্য গেল, আবার সুড় সুড় ক'রে যে কেঁচো সেই কেঁচো। পা অবশ হ'ল, শর্ম্মাও অমনি দ্বিগুণ বেগে রাণীর চাটুকার্য্যে ব্যাপৃত হলেন। বড়ই সঙ্কটে পড়া গেল! বৌদ্ধধর্ম্মের দৌরাত্ম্যে ভিক্ষুকের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে, কোথাও গিয়ে অতিথি হয়ে চর্ব্বচোষ্য দুমুঠো ভাল ক'রে খাব, তারও যো নেই।

(শার্ঙ্গধরের পুনঃ প্রবেশ)

শার্ঙ্গ। এই এক জন নগরবাসী দেখছি। এদিক ওদিক ঘোরার চেয়ে একে জিজ্ঞাসা ক'রেই পথটা জেনে যাই। হাঁ বন্ধু!

বিনা। এই গো! মনে করতে না করতেই একটা ভিক্ষুক জুটে গেছে।

শার্ঙ্গ। হাঁ বন্ধু! রাজবাড়ী এখান থেকে কত দূর?

বিনা। জুটেছ?

শার্ঙ্গ। জুটেছি কি রকম?

বিনা। অন্যদিকে আর জুটছে না বুঝি?

শার্ঙ্গ। কি জুটবে?

বিনা। সঙ্গিনীটিকে আর কোথায় রেখে এলে?

শার্ঙ্গ। সঙ্গিনী কোথায় পাব?

বিনা। খোরাকীতে বেশী কে—তিনি না তুমি?

শার্ঙ্গ। বল না ভাই, রাজবাড়ী এখান থেকে কত দূর?

বিনা। ছেলে-পুলে আছে?

শার্ঙ্গ। ভিক্ষুক ব্রহ্মচারী আমি, ছেলে-পুলে কোথায় পাব?

বিনা। যাক্ ও পাক্ না থাক্ বয়ে গেল, বলি ভোজন-ক্রিয়ার বহর কেমন?

শার্ঙ্গ। আমি তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর করলুম, তুমি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও।

বিনা। আচ্ছা ভাই, একটা কথার উত্তর দাও ত—

শার্ঙ্গ। কি বল।

বিনা। ভিক্ষায় পলান্ন মেলে?

শার্ঙ্গ। যে চায়, তার মিলতে পারে।

বিনা। পারে?

শার্ঙ্গ। আমি ত পরীক্ষা করি নি, নিশ্চয় কেমন ক'রে বলবো?

বিনা। আচ্ছা, সরভাজা? চন্দ্রপুলি? কাঁচাগোল্লা? আচ্ছা, কোন্ দেশের লোক অতিথিকে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়ে ভোজন করায়?

শার্ঙ্গ। ভ্যালা বিপদ! আমি যা জিজ্ঞাসা করছি, তার উত্তর দাও।

বিনা। আচ্ছা বন্ধু, এইটি বল—ঠিক ক'রে বল কোন্ দেশে সবার চেয়ে ভাল ক্ষীরেলা পাওয়া যায়? এটা ত পরীক্ষা করেছ? কোন্ দেশে সেবাদাসী রাখলে কম খরচে চলে? এটা ত পরীক্ষা করেছ?

শার্ঙ্গ। না বন্ধু, তা পরীক্ষা করি নি।

বিনা। তা হ'লে চেহারার এ রকম চেকনাই হ'ল কেমন ক'রে?

শার্ঙ্গ। গুরুর পাদোদকপানে এই রকম হয়েছে।

বিনা। আরে রাম রাম! এটা ত! গুরুর পাদোদকেই যদি এত রস, তা হ'লে রাজার খাড়

তোমে আজকের দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সারতে চলেছ কেন ?

শার্ঙ্গ। সে জন্ম চলেছি, তোমায় কে বললে ?

বিনা। তবে কি জন্ম চলেছ দাদা ?

শার্ঙ্গ। জ্যোতিষশাস্ত্র যৎকিঞ্চিৎ আমার জানা আছে, তাই রাজার ভাগ্য একবার পরীক্ষা করতে চলেছি।

বিনা। বটে বটে! তা আগে বলতে হয়—তা হ'লে বন্ধু, আগে এইখান থেকেই পরীক্ষা হয়ে যাক্। একবার হাতটা দেখ দেখি!

শার্ঙ্গ। হাত না দেখেই বলছি, প্রশ্ন কর।

বিনা। আচ্ছা, আমাকে না দেখে আমার স্ত্রী এতক্ষণ কি করছে ?

শার্ঙ্গ। তোমার স্ত্রী নেই।

বিনা। তাই ত! এ জানতে পারলে, না দাপ্‌পা মারলে ?

শার্ঙ্গ। গুরুকৃপায় বলেছি বন্ধু, দাপ্‌পা দিয়ে বলি নি।

বিনা। অ্যাঁ! এ বলে কি ? মনের কথা শুনতে পেলে না কি ?

শার্ঙ্গ। গুরুকৃপায় কিছু কিছু পাই। তুমি বন্ধু এক রমণীর দাসত্বে কাতর হয়েছ।

বিনা। বটে! তুমি তাই! বেশ—সব শুনলুম। এখন বল দেখি বন্ধু! দুনিয়ায় এত দুর্ভাগা থাকতে বেছে বেছে এ গরীবটারই কাছে উপস্থিত হয়ে কৃপাটা করা হ'ল কেন ?

শার্ঙ্গ। তা বলতে পারি নি।

বিনা। এই আবার হিট্টিকিলিমি আরম্ভ করলে।

শার্ঙ্গ। সত্যি ভাই, তোমার সম্মুখে কেন পড়লুম, তা বলতে পারি না। তবে এটা বলতে পারি, এও গুরুকৃপা।

বিনা। জ্বালা এক ব্যাটা গুরু জুটিয়েছো। আট প্রহর কেবল কৃপাই করতে আছে!

শার্ঙ্গ। এই বোঝ না, যেমন তোমার মনে কৃপার কথা উদয় হয়েছে, অমনি নিজের জন্ম না জেগে, দুনিয়ার দুর্ভাগ্যের ওপর তোমার কৃপা জেগে উঠেছে।

বিনা। বোঝা গেছে, বোঝা গেছে—তবে যাও।

শার্ঙ্গ। রাজগৃহের কথাটা একবার ব'লে দেবে না ?

বিনা। নিজে খুঁজে নিলেই ভাল হয় না বন্ধু! রাজার বাড়ীর পথ কি আবার চিনিয়ে দিতে হয় ? আমায় এতক্ষণ পরে বোকা বানাবার চেষ্টায় আছ! যে পথ ধ'রে যাবে, সেই পথের শেষেই রাজবাড়ী। তবে তোমরা সন্ন্যাসী ফকীর মানুষ, তোমাদের চোখে রাজা প্রজা দুই সমান। বেশ, যখন পথ জানই না, তখন এক কাজ কর। প্রথমে এই পথ ধ'রে যাও—তার পর ঐ পথ ধ'রে যাও—তার পর সেই পথ ধ'রে যাও।

শার্ঙ্গ। বুঝেছি, আর বলতে হবে না।

বিনা। তা কি হয় বন্ধু! এত শীগ্‌গির বুঝলে তোমার মনে থাকবে কেন ? তার পর যে পথ পাও—

শার্ঙ্গ। দোহাই বন্ধু! তোমায় জিজ্ঞাসা ক'রে ভুল করেছি।

বিনা। তা হ'লে রাজবাড়ীর ঠিকানা পেয়েছ ?

শার্ঙ্গ। ঠিকানা কি ? রাজবাড়ী চোখের ওপর একেবারে ভাসছে।

বিনা। আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে ?

শার্ঙ্গ। কিছু না।

বিনা। বাঁচা গেল—(প্রণামোদ্যোগ)।

শার্ঙ্গ। হাঁ হাঁ—জীব জীব—(প্রণামকরণ)।

বিনা। না না গুরুকৃপা গুরুকৃপা—(পরস্পরের আলিঙ্গন)!

শার্ঙ্গ। গন্তব্য পথ ব'লে দেব ?

বিনা। কিছু না।

শার্ঙ্গ। ঘুরে তোমার সঙ্গে দেখা করবো ?

বিনা। কিছু না।

শার্ঙ্গ। তোমার সম্বন্ধে রাজার কাছে কিছু বলব ?

বিনা। কিছু না।

শার্ঙ্গ। বেশ, ভোজনের কিছু আয়োজন করব ?

বিনা। কিছু।

শার্ঙ্গ। বেশ! [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রান্তরপথ।

অশোক।

অশোক। বৈধ কি অবৈধ ? চোরের মতন নির্ব্বাসিত হয়ে চলেছি। হে ঈশ্বর! আমার অপরাধ—এক দুরারোগ্য ব্যাধি। কিন্তু ব্যাধিই যদি

অপরাধ হয়, তা হ'লে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত মগধরাজ, কিংবা দৈহিক ব্যাধিগ্রস্ত আমি—এ দুয়ের মধ্যে অধিকতর অপরাধী কে? পুত্র আমি—এক দিনের জন্যও পিতার বিরাগ উৎপাদনের যোগ্য কোনও কাজ করি নি। সেই আমি রোগে—তাঁর কাছে সান্ত্বনা না পেয়ে, তাড়িত হলুম। মর্মবেদনায় ভিখারী—আত্মীয়স্বজন থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে—পথে নিক্ষিপ্ত হলুম! আমা হ'তে শতগুণ অপরাধী, রূপমোহগ্রস্ত স্ত্রৈণ রাজা যদি মগধের সিংহাসনে বসতে পারে, তা হ'লে আমি কি সে সিংহাসনে বসতে পারি না? বৈধ কিংবা অবৈধ—দুই মাত্র উপায়। সম্মুখের মন্ত্র-খচিত সিংহাসন এক স্ত্রৈণ অপদার্থ বৃদ্ধের কাছ থেকে আর এক কাণ্ডজ্ঞানহীন পশুর কাছে চ'লে যাবে? চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন এক নীতিজ্ঞানহীন মূর্খকে বহন ক'রে গৌরবান্বিত হবে? বৈধ অথবা অবৈধ? যদি বৈধ উপায়ে সিংহাসন আয়ত্ত আনতে না পারি? "মধ্যে জন্মভূমির হৃদয়তুল্য শান্তি-প্রত্যাশী প্রজা।" মায়ের সে গভীর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ এখনও আমার কর্ণে মধুর ঝঙ্কারে ধ্বনিত হচ্ছে! পিতার সর্ব্বোচ্চ আসন, তাঁর সন্তানের হৃদয়-মন্দিরে। রাজার আসন, ভক্ত প্রজার হৃদয়ে। সে বিশাল সাগরবৎ চিরতরল হৃদয় যদি একবার বাত্যাবিক্ষুব্ধ হয়, তা হ'লে রাজ-সিংহাসন নিমেষমধ্যে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়—অসীম শক্তিশালী সম্রাটও তাকে ভাসিয়ে রাখতে পারে না! তবে কোন্ অপরাধে আমি মৌর্য্যবংশের পবিত্র সিংহাসন অকালে বিলীন হ'তে দেব? তা হ'লে বৈধ অথবা অবৈধ—যে কোন উপায়!—কে কোথায় প্রজারক্ষী দেবতা আছ, যে কোন উপায় আমার চক্ষের গোচর কর। কে তুমি?

(অনীতার প্রবেশ)

অনীতা। আমি।

অশোক। "আমি" কে? নিকটে এস। এ কি—অনীতা!

অনীতা। প্রভু! আমায় পরিত্যাগ করবেন না।

অশোক। আমার আদেশ, আমার মায়ের আদেশ অবহেলা ক'রে তুমিই বড় গর্হিত কার্য্য করেছ।

অনীতা। ক্ষমা করুন।

অশোক। ক্ষমা করবার যোগ্য শক্তি এখন আমার নেই। আমাকে ক্ষমা করতে বলা একরূপ রহস্য করা। অনীতা! আমি ভিখারী।

অনীতা। আপনি যদি ভিখারী, তা হ'লে আমি কি?

অশোক। তুমি কি, আমার জানবার অবসর নেই।

অনীতা। আমি ভিখারিণী।

অশোক। তা হ'তে পারো।

অনীতা। এই কি উত্তর হ'ল প্রভু?

অশোক। তুমি কি চাও?

অনীতা। আমি আপনার সঙ্গে থাকতে চাই।

অশোক। আমি রাখতে পারবো না।

অনীতা। দোহাই প্রভু!

অশোক। ভিখারিণি! আমার কাছে তোমার কোন ভিক্ষা নেই।

অনীতা। ভিক্ষাই কি ঠিক করতে এসেছি? এই দুর্গম বান্ধবহীন পথে আমা হ'তে কি আপনার কোন উপকার হবে না?

অশোক। এক উপকার হ'তে পারে। দুঃখ-দারিদ্র্যে জর্জ্জরিত হয়ে যদি কোন পথের তরুতলে মরি, তুমি সঙ্গে থাকলে এই রোগজীর্ণ দেহে দু'এক ফোঁটা করুণাশ্রু পড়বার সম্ভাবনা থাকবে। আর ত কোনও উপকার বুঝতে পারছি না অনীতা!

অনীতা। তা হ'লে আমাকে এগিয়ে দিয়ে আসুন।

অশোক। এলে কেমন ক'রে?

অনীতা। স্বামিসঙ্কল্পোতে আমি আকুল প্রাণে ছুটে এসেছি। কেমন করে কোন্ পথ দিয়ে এসেছি, তা ত বুঝতে পারছি না। এখন প্রাণের অবসাদে ফিরবো। একে পা চলছে না, তার ওপর পথ জানি না।

অশোক। দেখ, রাত্রির অন্ধকারে মুখ ঢেকে আমি এই বেশে চ'লে এসেছি। এ ভাবে এ মুখ আর নগরবাসীকে দেখাতে ইচ্ছা করি না।

অনীতা। তা হ'লে আমিও বলি, মায়ের বিস্মা-স্মৃতিতে ছদ্মবেশে রাত্রির অন্ধকারে গৃহত্যাগ করেছি। এ প্রভাত-মুখে সকল প্রজার চোখের ওপর দিয়ে কেমন ক'রে ফিরবো?

অশোক। গৃহত্যাগের পূর্ব্বে সেটা বোঝা কর্ত্তব্য ছিল। আমার গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেও তোমার বোঝা উচিত ছিল যে, আমি ভবিষ্যতের ভীম অজানা অন্ধকারে ঝাঁপ দিতে চলেছি। নিয়তির স্রোতে ভাসতে ভাসতে কোথায় যে চ'লে যাব, অন্ধের মতন ডুবো কি কোন কূলে আশ্রয় পাব, তা বলতে পারি না। আমার সঙ্গে ভাগ্যবশে তোমার দেখা হয়েছে। ক্লান্ত হয়ে তরুতলে বিশ্রাম গ্রহণ না করলে আমার সঙ্গে তোমার দেখার কোনও সম্ভাবনা ছিল না।

অনীতা। আমি যে আপনার মনোময় দেহের

আবর্জনে চ'লে এসেছি, সংসারে কি এমন অন্ধকার আছে যে, আপনাকে আমার দৃষ্টির অন্তরাল করতে পারে ? বিশাল অচল বাধা দিয়েও শৈলশিখরিণীর সাগর-গমন রোধ করতে পারে না। প্রভু! আমি সহধর্মিণী। রাজীবলোচন রাম যেমন জনকনন্দিনীকে অরণ্যবাসের সঙ্গিনী করেছিলেন, আপনিও আমাকে আপনার অজ্ঞাতবাসের সঙ্গিনী করুন!

অশোক। সঙ্গিনী!—অনীতা! যদি আমি রাজার আসনে ব'সে থাকতুম, তা হ'লে আমার আদেশ অবাধ্যরূপ অপরাধের জন্য তোমাকে নির্বাসিত ক'রে দিতুম।

অনীতা। বেশ, বিদায় নিই। প্রভু! আপনি যে ভাবে যে অবস্থায় থাকুন না কেন, আপনিই আমার রাজা। আমি অন্য রাজা জানি না। আপনার আদেশ শিরোধার্য। তবে বিদায় গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আমিও বলি, আমি আপনাকেই একমাত্র আরাধ্য দেবতা জেনে হৃদয়-আসনে আপনার মূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে পূজা ক'রে এসেছি। যদি আমি সতী হই, তা হ'লে এই নির্বাসিতা দাসীর সাহায্য নিয়েই আপনাকে সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে।

[প্রস্থান।

অশোক। প্রথমেই মনে ক্ষোভ দিয়ে পতিপ্রাণা সহধর্মিণীকে পরিত্যাগ করলুম! এ হ'তে অবৈধ কার্য্য জগতে আর কি আছে? তবে আর আমি না করতে পারি কি? তা হ'লে মগধের সিংহাসন! আমি আর এক মূর্তিতে তোমাতে আরোহণ করবার জন্য ফিরবো—তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে আমার নিশ্চয় আগমনের প্রতীক্ষা কর!

(রাধাগুপ্তের প্রবেশ)

রাধা। এই যে, এই যে রাজকুমার! অনেক কষ্টে আপনার সন্ধান পেয়েছি।

অশোক। নির্বাসিতের এ কি ভাগ্য যে, মগধের শ্রেষ্ঠ রাজসচিব তার সন্ধান করে?

রাধা। রাজকুমার! রাজা আপনাকে রাজসভায় নিমন্ত্রণ করেছেন।

অশোক। ফিরতে আর আমার অভিলাষ নাই।

রাধা। সে আপনার অভিরুচি। আপনি রাজার আদেশপত্র গ্রহণ করুন। আমি আমার কর্তব্য ক'রে চললুম। তবে যাবার সময় একটা কথা ব'লে যাই! অকারণ এ রাজাদেশ লঙ্ঘন ক'রে অপরাধী হয়ে লাভ কি?

অশোক। বেশ, ক্ষণেক চিন্তা করবার সময় দিন।

রাধা। তবে আপনি চিন্তা করুন, আমিও বিদায় গ্রহণ করি।

[প্রস্থান।

(বিনায়কের প্রবেশ)

বিনা। হুঁ—হুঁ—আর চিন্তা করতে হবে না—এখনি

অশোক। এখনি কি?

বিনা। এখনি দুর্গা শ্রীহরি ব'লে রাজসভায় রওনা!—বিলম্ব ক'র না রাজকুমার! বিলম্ব ক'র না!

অশোক। কারণ কি বলতে পার ব্রাহ্মণ?

বিনা। বোধ হয়, রাজসভায় এক গণক এসেছে। তোমার ভাগ্যে রাজ্য আছে কি না, সেইটে রাজার বোধ হয় জানবার ইচ্ছা হয়েছে। যদি জানেন, তোমার বরাতে কিছু নেই, তা হ'লেই রাজা বীতশোকের জন্য একেবারে নিশ্চিন্ত হন। যাও যাও, বরাতটা একবার দেখিয়ে এস, ভিক্ষার অদৃষ্ট থাকে—ভাল মানুষটির মতন মাথাটি গোঁজ ক'রে গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী গিয়ে হাত পাতো। যদি বোঝ অদৃষ্টে রাজত্ব আছে—তা হ'লে চোখ রাঙিয়ে ধমকে লোকের কাছে খোরাক আদায় কর, নরম হয়ে কারও দোরে দাঁড়িও না। কেন বললুম, বুঝতে পেরেছ?

অশোক। পেরেছি।

বিনা। তা যদি পার, তা হ'লে তুমিই চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনে বসবার যোগ্য উত্তরাধিকারী।

অশোক। বুঝেছি—আর ব্রাহ্মণ! চাণক্যের শিষ্য এক জন রমণীর দাসত্বেও যে মনুষ্যত্ব হারায় না, তাও বুঝেছি। ব্রাহ্মণ! আপনার উপরে যে আমার মনে মনে বিষম ঘৃণা ছিল, আজকে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

বিনা। আগে নয়—আগে বল, কি বুঝেছ। যদি ঠিক উত্তর দিতে না পার, তা হ'লে তোমার মতন গর্দ্দভকে ক্ষমা বিলিয়ে আমার কি গৌরব হবে?

অশোক। ভিখারীর বেশে যদি প্রজা আমার উগ্র ঐশ্বর্য্যময় রাজমূর্তি দেখতে পায়, তা হ'লে যে দিন যে কোন উপায়ে আমি সিংহাসন গ্রহণ করি না কেন, প্রজা আমার সেই পূর্ব্ব উগ্রমূর্তি স্মরণ ক'রে বিনা আপত্তিতে আমার কাছে মাথা অবনত করবে

রাজ্যের কোন অংশ থেকে বিদ্রোহ মাথা তুলতে সাহস করবে না।

বিনা। শীঘ্র যাও—অদৃষ্টের পরীক্ষা কর। তার পর ভিখারীর বেশে সমগ্র ধরণী পরিভ্রমণ কর।

অশোক। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হও।

অশোক। কিন্তু আমি ক্ষুধার্ত্ত ও পথশ্রমে ক্লান্ত। এ দিকে রাজসভায় নিমন্ত্রিত হয়েছি। মর্য্যাদাহীনের মত পদব্রজে রাজসভায় কেমন ক'রে যাই?

বিনা। ক্লান্তির ব্যবস্থা করতে পারি। পথের ধারে দেখলুম, রাজার সেই বৃদ্ধ পরিত্যক্ত হাতীটে বিচরণ করছে। সেইটের উপর আরোহণ ক'রে চ'লে যাও। আর আহারের ব্যবস্থা—কি তোমার সম্মুখে ধরবো মহারাজ?

অশোক। কাকে কি বলছেন ব্রাহ্মণ?

বিনা। যা বলেছি, তা ঠিকই বলেছি—প্রাণের সঙ্গে আশীর্ব্বাদ করে'ছি, প্রাণে প্রাণে বুঝেছি।

অশোক। কি ও ব্রাহ্মণ?

বিনা। প্রথম আজ ভিক্ষা উপজীবিকা ক'রে এই সামান্য চিপিটক উপহার পেয়েছি। রাজকুমার! চিরদিন উৎকৃষ্ট আহারে অভ্যস্ত, এ আমি তোমার সম্মুখে কেমন ক'রে ধরবো?

অশোক। ঠিক হয়েছে! আপনার চক্ষে যদিও আমি রাজা, তা হ'লে এই হচ্ছে আমার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপঢৌকন। দ্বিজবর! এই চিপিটকের অভ্যন্তরে আমি বিশাল ধরণীর সদ্‌গন্ধ অনুভব করছি!

বিনা। বেশ—গ্রহণ কর।

পুরবাসিনীগণ।

(গীত)

নব যোগিবেশে নিশি শেষে
কে দাঁড়ালো এসে কুঞ্জদ্বারে।
ছি ছি এ কি লাজ এ যে ব্রজরাজ
(তারে) ভিক্ষা দে রে ভিক্ষা দে রে॥
পোহাতে না নিশি এলো কালশশী
বাজায় বাঁশী নূতন সুরে।
(কি নাম ধ'রে)
ভেসে গেল জলে কমল-আঁখি
কেমনে দাঁড়ায়ে দেখি তা সখি
কোথা কিবা দিতে আছে লো বাকী
ভিক্ষা দে রে ভিক্ষা দে রে॥

তৃতীয় দৃশ্য

রাজসভা।

বিন্দুসার, বীতশোক, ধুন্ধু, রাধাগুপ্ত ও সভাসদ্‌বর্গ।

বিন্দু। কি করলে রাধাগুপ্ত?

রাধা। আপনার আদেশপত্র রাজকুমারের হাতে দিয়ে এসেছি।

বিন্দু। তা হ'লেই যথেষ্ট—আসে না আসে, সে বিষয় আমাদের জানবার প্রয়োজন নাই।

বীত। আসতে হবে, আসতে হবে। কি বল বন্ধু! মহারাজের আদেশ লঙ্ঘন করে, এমন শক্তি কার? আসতে হবে, আসতে হবে, আসতে হবে।

ধুন্ধু। সে কথা আর বলতে। এখন যা তার অবস্থা, তাতে 'তু' ক'রে ডাকলে ছুটে আসে—তাতে মহারাজ পাঠিয়েছেন আদেশপত্র। অত কাণ্ড করতে হ'ত না, এক জন নগদী পাঠালেই যথেষ্ট হ'ত।

বিন্দু। শুধু আদেশ-পত্র দিয়েছ—আর কোনও কথা বল নি?

রাধা। না মহারাজ! অন্য কোনও কথা বলিনি।

বিন্দু। কোথায় তাকে দেখতে পেলে?

রাধা। নগর হ'তে এক ক্রোশ দূরে—পথপার্শ্বের এক বৃক্ষতলে।

বিন্দু। কি করছিল?

রাধা। বোধ হয়, পথশ্রান্ত হয়ে রাজকুমার বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন।

বিন্দু। নিজের দোষে কষ্ট ভোগ করবে, তাতে আমি কি করবো? আমি তাকে নগরপ্রান্তে ঘর দিতে চাইলুম, যান বাহন দিতে চাইলুম—সে নিজের দোষে কর্ম্মভোগ করবে, তাতে আমি কি করবো?

১ম সভা। মহারাজ! জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র ভিখারী হ'তে জন্মেছেন—তাঁর অদৃষ্ট তাঁকে আপনার দান নিতে দেবে কেন?

সকলে। এই কথাই ঠিক।

১ম সভা। নইলে তাঁর এমন দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিই বা হবে কেন?

বিন্দু। যদি অশোক না আসে, তা হ'লে কি সন্ন্যাসী আমাদের অদৃষ্ট পরীক্ষা করবেন না?

রাধা। সন্ন্যাসী বলেছেন, সমস্ত রাজকুমারদের একসঙ্গে দেখলে তাঁর গণনার পক্ষে সুবিধা হয়।

কেহ অনুপস্থিত থাকলে তিনি পরীক্ষা করবেন কি না, তা আমি জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি নি। অনুমতি করুন, তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে আসি। কিন্তু মহারাজ! যদিই রাজকুমার এখানে আসেন, তা হ'লে তাঁর বসবার উপযুক্ত আসন কৈ? এখানে তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট কোনও আসন ত দেখতে পাচ্ছি না।

ধুন্ধু। ভিখারীর আবার আসন কি?

রাধা। আমি তোমাকে ত প্রশ্ন করছি নি ধুন্ধুমার! আর মহারাজ থাকতে, তাঁর অপর সব বিজ্ঞ সভাসদ্ থাকতে তুমি আমার উত্তরদানের যোগ্য নও।

বীত। তাকে আপনি আমাদের কাছে বসিয়ে, আমাদেরও শুদ্ধ ব্যাধিগ্রস্ত ক'রে মেরে ফেলতে চান?

রাধা। মহারাজ!

বিন্দু। ভাল,সে এলে আমি তার আসনের ব্যবস্থা করবো।

[রাধাগুপ্তের প্রস্থান।

ধুন্ধু। একটাকে এক কামড়ে সাবাড় করেছি—বাকী আছ তুমি, তোমাকে যে দিন সাবাড় করবো সেই দিন আমার মনের সকল আক্ষেপ যাবে। তবে তুমি আমায় গাধা গাধা কর, তোমায় আমি কামড়াবো না—চাট মেরে হাড়-পাঁজরা ভেঙ্গে দেবো—তখন বুঝবে, গাধা বড়, না গাধার চাট বড়। শুনলে বন্ধু, অহঙ্কারের কথাটা শুনলে?

বীত। অপেক্ষা কর বন্ধু—অপেক্ষা কর। ও অহঙ্কার আর বেশী দিন থাকবে না। যেমন দাদা নিরুদ্দেশ হবে, অমনি আমি যুবরাজ—আর অমনি তোমার মাথায় মন্ত্রীর তাজ।

বিন্দু। সভাসদ্‌বর্গ শোন। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যাধির দোষে রাজ্যাধিকার হ'তে বঞ্চিত। আমার কনিষ্ঠপুত্র বীতশোক বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে। সেই এখন রাজ্যের ন্যায়তঃ উত্তরাধিকারী।

বীত। বন্ধু—বন্ধু—

ধুন্ধু। হুঁ হু—

১ম সভা। মহারাজ যা বলছেন, তাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নেই। আপনাদের মত কি?

সকলে। ঐ মত—বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং—

বিন্দু। আমার ইচ্ছা, এই বসন্তোৎসবের পরেই একটা শুভদিন দেখে তাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করি।

বীত। বন্ধু—বন্ধু—

ধুন্ধু। হুঁ—

১ম সভা। এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি হ'তে পারে? আপনাদের মত কি?

সকলে। ঐ মত—ঐ মত—বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং।

১ম সভা। তবে যদি সমস্ত কথাই ঠিক হয়ে গেল, তা হ'লে গণকের আর কি প্রয়োজন মহারাজ? মহারাজ যখন রাজকুমার বীতশোককে ভবিষ্যৎরাজা স্থির ক'রে নিলেন, আমরাও সানন্দ চিত্তে তা অঙ্গীকার ক'রে নিলুম, তখন আর গণনার প্রয়োজন কি? সাধারণের মত কি?

সকলে। ঐ মত—বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং।

বিন্দু। ছেলেদের যে যার ভাগ্য ত আমার হাতে। তবে কি জান, তবু—

সকলে। তবু—তবু।

ধুন্ধু। বরাতটা জানার ওপর জানা—

বীত। তাতে কি মানা—

সকলে। কিছু না—কিছু না।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। মহারাজ! বড় রাজকুমার সেই বৃদ্ধ ব্যাধিগ্রস্ত হস্তীর উপর চেপে রাজসভাতে আগমন করছেন।

বীত। (হাস্য) বল কি হে—সেই বুড়ো হাতী—যার তিনটে পা খোঁড়া—

ধুন্ধু। যার ঘাড়ের অর্দ্ধেক চামড়া উঠে গেছে—(হাস্য) মহারাজ! তা হ'লে দেখছি, বড় রাজকুমার উন্মাদ হয়েছে।

বিন্দু। তাই ত—তাই ত! সেইটের ওপর চাপতে তার মনে একটুও ঘৃণা হ'ল না?

প্রতি। মহারাজ! তার প্রতি কি আদেশ?

বিন্দু। আসতে যখন বলেছি, তখন আসতে বল—

[প্রতিহারীর প্রস্থান

১ম সভা। বুদ্ধি লোপ—নিশ্চয় লোপ সভাসদ্‌দের কি বোধ?—

সকলে। ঐ বোধ—বুদ্ধি লোপ—বুদ্ধি লোপ।

ধুন্ধু। দোহাই মহারাজ, আসতে বলেন, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু নিকটে আসতে দেবেন না—আমি দেখেছি, সে হাতীটার দেহে এমন স্থান নেই যেখানে ঘা নেই।

বীত। বমনোদ্বেগ হচ্ছে—আমি আজ সর্ব্বোৎকৃষ্ট আহার করেছি—দোহাই মহারাজ—

বিন্দু। ভয় নেই—ভয় নেই—নিকটে আসতে দেব না। ওই দূরেই তার বসবার ব্যবস্থা করছি।

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক। পিতা, প্রণাম হই। কি নিমিত্ত এ অধম পুত্রকে আসতে আদেশ করেছেন?

বিন্দু। ওরে কে আছিস্, ওইখানেই একটা বসবার আসন দে।

অশোক। প্রয়োজন নেই মহারাজ! আমি এই তৃণাসনেই উপবেশন করছি।

বিন্দু। তোমার যেরূপ বুদ্ধি, তাতে ওই আসনে উপবেশন করারই তুমি উপযুক্ত।

বীত। বন্ধু বন্ধু—

ধুন্ধু। হুঁম্—

বিন্দু। একে তুমি ব্যাধিগ্রস্ত, তার ওপর আবার একটা ব্যাধিগ্রস্ত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে এলে কেন?

অশোক। মহারাজ ন্যায়দর্শী—যদিই আমি তৃণাসনেরই উপযুক্ত হই, তা হ'লে পুত্রস্নেহের বশে, সেই ন্যায়ের বিপরীত কার্য্য করবেন কেন? আমি সানন্দে এইখানে উপবেশন করছি।

বিন্দু। বেশ, ওরে, আসন আনবার প্রয়োজন নেই।

(শার্দ্দূল ও রাধাগুপ্তের প্রবেশ)

শার্দ্দ। মহারাজ! ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন।

সকলে। (সসম্ভ্রমে) স্বাগতং স্বাগতং।

শার্দ্দ। একি! নরদেহের আবরণে কতকগুলি পশুকে দেখছি! এত বড় পরাক্রান্ত রাজার সভা—এর ভিতরে একজনও মানুষের মুখ দেখতে পেলুম না! কি দুর্ভাগ্য! তা হ'লে কোথায় তুমি আমার চির আকাঙ্ক্ষিত সম্রাট্? আমি যে তোমার অন্বেষণে এসেছি! এই যে—এই যে—ধরিত্রীর ভারধারণ-শক্তি পরীক্ষা করবার জন্য আমার দর্শনীয় বরেণ্য ভগবানের দক্ষিণকরস্বরূপ প্রিয়দর্শী অবনত মস্তকে তৃণাসনে অবস্থান করছেন!

বিন্দু। আসুন প্রভু! আসনে উপবেশন করুন।

শার্দ্দ। কিছু প্রয়োজন নেই। মহারাজ! আপনাকে দেখে আমি যে তৃপ্তিলাভ করলুম, এরূপ তৃপ্তি আমি জীবনে কখন অনুভব করি নি।

বিন্দু। আমার পরম সৌভাগ্য—কিন্তু আমি নরাধম—নিজগুণে আপনি তৃপ্ত হচ্ছেন। আমি যে আপনাকে তৃপ্ত দিতে পারি, এমন গুণ আমার কই প্রভু? অনুগ্রহ ক'রে যদি অধীনের গৃহে পদার্পণ করেছেন, তা হ'লে দয়া ক'রে আমার চিত্তের সংশয় দূর করুন। আমার এই বিশাল রাজ্য। যদি বুঝতে পারি, উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর হাতে রাজ্য পড়বে, তা হ'লে নিশ্চিন্ত হয়ে দেহ-ত্যাগ করিতে পারি।

শার্দ্দ। তবে আর তৃপ্তির কথা বললুম কেন মহারাজ? এই কলিযুগে আপনার তুল্য পুত্রভাগ্য আমি আর কারও দেখতে পাচ্ছি না।

বিন্দু। বলেন কি—বলেন কি দয়াময়?

ধুন্ধু। বন্ধু বন্ধু—

বীত। ঠিক শুনছি—ঠিক শুনছি।

শার্দ্দ। এক ভাগ্যবানের নাম শুনেছিলুম—কপিলাবস্তুর অধীশ্বর মহারাজ শুদ্ধোদন ভগবান্ বুদ্ধদেবকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়ে, সেই ভাগ্য লাভ করেছিলেন। মগধেশ্বর! আপনি দ্বিতীয় ভাগ্যের অধিকারী। বর্ত্তমানে ত সমস্ত বসুন্ধরা মধ্যে আপনার তুল্য দেখতে পাচ্ছি না—সুদূর ভবিষ্যতে—তাই বা কই মহারাজ?—কই কোথায়—কে তুমি ভাগ্যধর?—কোথায়—কই মহারাজ? দেখতে পাচ্ছি না—অতি দূরে শ্যামশস্যশালিনী ভাগীরথী-তীরে—নদীয়া নগরে অস্পষ্ট আভাস—বুঝতে পারলুম না!—মহারাজ, আমার জ্ঞানতঃ রাজা শুদ্ধোদনের পর আপনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান্।

বিন্দু। বলেন কি প্রভু! আমি যে উন্মাদ হয়ে যাচ্ছি। বীতশোক আমার এমন পুত্র তা তো জানতুম না!

সকলে। আমরা জানি মহারাজ—আমরা জানি।

ধুন্ধু। বন্ধু বন্ধু—

বীত। শুনে যাও—আস্তে—চুপি চুপি—গোল ক'র না—শুনে যাও।

ধুন্ধু। তোমার দাদার অবস্থাটা দেখেছ?

বীত। দেখে যাও—শুধু দেখে যাও।

রাধা। এ কি শুনি? ত্যাগী, সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীও কি এই সকল হতভাগ্যের মতন চাটুকার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন? এ যে বিশ্বাস করতে পারছি না। নিরক্ষর, হিতাহিতজ্ঞানহীন বীতশোকের মতন পুত্র যদি ভাগ্য হয়, তা হ'লে অভাগ্য জগতে আর কি আছে? কিম্বা হে দ্বন্দ্ববেশী ভূমিতলনিবন্ধ! যোগের আচ্ছাদনে স্থূলদেহ আচ্ছাদন ক'রে অন্তঃশরীরে চির

ঔজ্জ্বল্যময় ভাগ্যবান্! এই সত্যনিষ্ঠ সন্ন্যাসীর লক্ষ্যস্থল কি তুমি? তাই অংশুপ্রকাশের লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে তুমি অবস্থান কচ্ছ?

বিন্দু। যোগিবর! এখন একবার রাজকুমারের অদৃষ্ট পরীক্ষা করুন।

শার্ঙ্গ। আপনার কি সবে ওই একটি মাত্র পুত্র মহারাজ?

বিন্দু। বলতে গেলে সবে ওই একটিমাত্রই পুত্র —তবে আর একটি আছে। সেটিকে আমার দেখাতে লজ্জাবোধ হচ্ছে।

শার্ঙ্গ। কেন মহারাজ?

বিন্দু। কি বলব?

শার্ঙ্গ। ও! বুঝতে পেরেছি, সেটি ব্যাধিগ্রস্ত।

বিন্দু। আপনার আর অবিদিত কি আছে?

শার্ঙ্গ। তথাপি আমি তাকে দেখতে ইচ্ছা করি।

বিন্দু। আজ্ঞে সে মুখ দেখাতে পাচ্ছে না, লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে রয়েছে।

শার্ঙ্গ। রাজকুমার! তোমরা উভয়েই স্ব স্ব আসন ছেড়ে একবার গাত্রোত্থান কর। মহারাজ! মন্ত্রিণ! সভাসদ্বর্গ! আপনারা নিবিষ্টচিত্তে আমার অদৃষ্টপরীক্ষা লক্ষ্য করুন। আমি যে সকল কথা উভয়কে জিজ্ঞাসা করবো, আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। জ্যোতিষশাস্ত্র দানবগণ কর্ত্তৃক পৃথিবীতে প্রথমে আনীত হয়। চন্দ্র যে দিন তারা-গৃহে গমন করেন, সেই দিন থেকেই তাঁর ক্ষয়। চন্দ্রের ক্ষয়ে ধরণীর শ্রীবৃদ্ধি। সুধাংশুর রোগে সমগ্র দেবতা দুর্ব্বল হয়েছিলেন। দেবতার দুর্ব্বলতায় দানবীশক্তিতে পৃথিবী ব্যাপ্ত হয়েছিল। শুক্রাচার্য্য দানবের গুরু। তিনি এই অমূল্য রত্ন দানবপতি মযকে দান করেন। বহুকাল পরে গর্গাচার্য্য একে শাস্ত্রাকারে প্রবর্ত্তিত করেন। সুতরাং এ একরূপ দানবী বিদ্যা। মনোযোগ দিয়ে না শুনলে এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য।

রাধা। আপনি বলুন, নিবিষ্টচিত্তেই শ্রবণ করছি।

শার্ঙ্গ। (বীতশোকের প্রতি) তুমি আজ কি যানে আরোহণ ক'রে রাজসভায় এসেছো?

বীত। উৎকৃষ্ট আরব দেশের অশ্বে চেপে এসেছি।

শার্ঙ্গ। কি আহার করেছ?

বীত। তুচ্ছ ব'লে তণ্ডুলার ভক্ষণ করি নি—অন্য যত প্রকারের উৎকৃষ্ট আহার হ'তে পারে, সব খেয়েছি।

শার্ঙ্গ। তুমি কিসে এসেছ রাজকুমার?

অশোক। এক বৃদ্ধ হস্তীতে আরোহণ ক'রে এসেছি।

শার্ঙ্গ। আহার?

অশোক। তণ্ডুলনিষ্পেষিত চিপিটক।

শার্ঙ্গ। মহারাজ! মন্ত্রিণ! সভাসদ্বর্গ! সকলে শুনুন—এই দুই রাজকুমারের মধ্যে যাঁর শ্রেষ্ঠ আসন, শ্রেষ্ঠ যান ও শ্রেষ্ঠ আহার, তিনিই এই শক্তিমান্ নরপতির উত্তরাধিকারী। আমার কার্য্য শেষ হ'ল—আমি আর মুহূর্ত্তের জন্য এখানে অবস্থান করবো না—অবস্থান করতে কেউ অনুরোধ করবেন না। মহারাজের জয় হোক!

[প্রস্থান।

বিন্দু। সভাসদ্গণ! মন্ত্রী রাধাগুপ্ত! তোমরা সকলে শুন্‌লে, বুঝলে—আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক অশোকের উপর নির্দ্দয় হই নি, ওর দুরদৃষ্ট আমাকে নির্দ্দয় করেছে। রাধাগুপ্ত! এখনও যদি হতভাগা রাজধানী হ'তে দূরে, আমার রাজ্যের কোন একস্থানে বাস করতে চায়, তা হ'লে তাকে বাসস্থান দাও। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা করুক, আর যেন সে কখনও রাজধানীতে ফিরে না আসে।

অশোক। না মহারাজ! আমি যখন নিজের ভবিষ্যৎ বুঝতে পেরেছি, তখন আমার আর কারও ওপরে অভিমান নেই। আমি সন্তুষ্ট মনেই আপনাদের নিকট হ'তে বিদায় গ্রহণ করছি।

বিন্দু। তবে আজ সভাভঙ্গ হোক।

সকলে। জয় মহারাজের জয়—জয় বীতশোকের জয়!

[বিন্দুসার ও সভাসদ্গণের প্রস্থান।

বীত। কি দাদা! বুঝলে ত?

অশোক। বুঝেছি বই কি ভাই!

ধুন্ধু। তবে আর কি, হরি হরি হরি ব'লে রওনা হও।

অশোক। এই যে উদ্‌যোগ করছি ভাই!

বীত। দেখ, এখনও যদি কিছু চাও, তো বাবাকে ব'লে তোমাকে দিয়ে দিই।

অশোক। তোমার সহৃদয়তায় পরম সন্তুষ্ট হলুম। আমার কিছু প্রয়োজন নেই।

বীত। দেখ দাদা! সত্যি কথা বলতে কি—তোমার জন্য বড় দুঃখ হচ্ছে।

অশোক। কেন অকারণ দুঃখ ভাই? আমি যে নিজের অবস্থায় সুখী।

বীত। সুখী! বল কি! তুমি পাগল হয়েছ?

ধুন্ধু। সে কি এতক্ষণে বুঝলেন যুবরাজ!

পাগল না হ'লে কি মরা হাতী চড়ে, চিড়ে চিবুতে চিবুতে আসে? নিন্, চ'লে আসুন—দারিদ্রের সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা কইবেন না। ও হাওয়া বেশীক্ষণ গায়ে লাগানো ভাল নয়, চ'লে আসুন।

রাধা। ধুন্ধুমার! সেটা যখন বুঝতে পেরেছ—তখন রাজকুমারকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দিচ্ছ কেন?

ধুন্ধু। তা আপনি রইলেন কেন? নন্দীরাম রাজার ভৃঙ্গীরাম মন্ত্রী হবার ইচ্ছা হয়েছে না কি?

রাধা। যা বলেছ ধুন্ধুমার! ভবিষ্যতের মন্ত্রী হবার লোভটা ত্যাগ করতে পারছি না।

বীত। বেশ বেশ, তাই করুন মন্ত্রী—পিলে রাজা তস্য মন্ত্রী যকৃৎ।

ধুন্ধু। বা! বা! ঠিক বলছেন যুবরাজ, ঠিক বলছেন। শুনুন মন্ত্রী, এই এখন থেকে শুনুন। এই ইনি ভবিষ্যতের ভারতেশ্বর, আর এই অধম হবে তার মন্ত্রী। এইবেলা এই ভিখিরীর সঙ্গে মানে মানে যদি পথ দেখতে পারো, তা হ'লে তোমারও মঙ্গল, আমারও মঙ্গল। কেন না—বোনাইয়ের তুমি অনেক এঁটোকাঁটা সাফ করেছো—তোমাকে নিজ গুণে কৃপা ক'রে তাড়িয়ে দিতে আমার কিঞ্চিৎ চক্ষুলজ্জা হবে।

রাধা। আরে থাম্ পণ্ডমূর্খ গর্দ্দভ!

ধুন্ধু। শুনুন যুবরাজ! আমাকে এই নরাধম মন্ত্রী কি বললে শুনুন। আমি আপনারই কাছে নালিশ করলুম।

বীত। আমিও তোমার নালিশ মঞ্জুর করলুম।

[বীতশোক ও ধুন্ধুর প্রস্থান।

রাধা। কি বুঝলেন রাজকুমার?

অশোক। পরীক্ষা করছেন সচিবপ্রধান? তবে শুনুন—এই ব্যাধিগ্রস্ত ভিখারীই ভারতের ভাবী সম্রাট্। হস্তীর তুল্য শ্রেষ্ঠ বাহন আর কি আছে? যাতে সমগ্র জাতির জীবন রক্ষা—রাজা হ'তে কুটীরবাসী পর্য্যন্ত যার কৃপায় জীবন রক্ষা করে—যার অভাবে প্রাণপূর্ণ দেশ এক দিনে শ্মশানে পরিণত হয়, সেই তণ্ডুলকণার অপেক্ষা আর কি শ্রেষ্ঠ খাদ্য আছে সচিবপ্রধান? আর আসনশূন্য উপেক্ষিত রাজকুমারকে রাজসভামধ্যে ভিখারীর ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, স্বয়ং সর্ব্বংসহা ধরিত্রী করুণায় নিজ বক্ষে স্থান দিয়েছিলেন, এ হ'তে শ্রেষ্ঠ আসন আর ত আমার বিদিত নেই।

রাধা। ভবিষ্যৎ রাজ্যেশ্বর! আপনি আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

অশোক। মন্ত্রিবর! আমার এই দেহে আমি বিপুলা ধরণীর মধুময় স্পর্শসুখ অনুভব করছি।

পৃথ্বি! ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্॥

মা! সর্ব্বলোকাধাররূপা ধরণি! তুমি বিষ্ণু কর্তৃক ধৃতা—তুমি আমাকে নিত্য ধারণ কর—আমার আসন পবিত্র কর।

রাধা। তা হ'লে আর ইতস্ততঃ ভ্রমণের প্রয়োজন কি?

অশোক। ভ্রমণ কিসের জন্য শুনবেন? দারিদ্র্যের প্রথম অভিঘাতে জ্ঞানশূন্য আমি আশ্রয়প্রার্থিনী রাজলক্ষ্মীকে বিদায় ক'রে দিয়েছি। আমার ঐশ্বর্য্যের ভিত্তি, রাজ্যের আশ্রয়, সহধর্ম্মিণী কোন অরণ্যে আত্মগোপন করেছে।

রাধা। সে কি?

অশোক। রাধাগুপ্ত! আমি তাঁরই অনুসন্ধানে চললুম। আমাকে প্রসন্ন মনে বিদায় দিন।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নদীতীরস্থ পথ।

বিনায়ক।

বিনা। এইবারে আমি নিশ্চিন্ত। অশোক! মনের আবেগে তোমায় আশীর্ব্বাদ করেছিলুম—দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ—আশীর্ব্বাদ ক'রেই নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম—কি জানি, যদি আশীর্ব্বাদ নিষ্ফল হয়। ব্রাহ্মণ্য শক্তির সামান্য অংশও যদি আমাতে নেই জানতুম, তা হ'লে এ ব্রাহ্মণ-দেহকেও সঙ্গে সঙ্গে বিসর্জ্জন দিতুম। যাক্, আর প্রাণত্যাগের প্রয়োজন নেই—এইবার থেকে অতি যত্নে প্রাণ-ধারণের প্রয়োজন। সাধুর গণনা—অশোক যে রাজা হবে, তাতে আর সন্দেহ নেই। অশোকও তা বুঝেছে, বুঝে নিশ্চিন্ত হয়ে দেশত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে। অথচ এমন কৌশলে সন্ন্যাসী কথাটা ব'লে গেছেন যে, মূর্খ রাজা আর তার পণ্ডমূর্খ পুত্র—তারা কিছুই বুঝতে পারে নি। মূর্খ বীতশোক

ভবিষ্যতে যাবো হবে স্থির বুঝে উল্লাসে যেতেছি। দুপক্ষেরই যখন সমানভাবে উল্লাস, তখন আমিই বা নিরুল্লাস থাকি কেন? আমি একজন ত্যাগী যোগীর বন্ধু—খুঁজে খুঁজে সে আমার সঙ্গে বন্ধুতা পাতিয়ে গেছে, তখন আর আমাকে পায় কে? তা হ'লে উল্লাস—বিনায়ক! কেবল তুমি উল্লাস কর। এখন উল্লাস করি কিসে—চিপিটকে না মোদকে? চিপিটকে উল্লাস করতে হ'লে যেমন বেরিয়েছি, অমনি সোজা পথ ধ'রে চলতে হয়—আর মোদকে উল্লাস করতে হ'লে আবার সহরে প্রবেশ করতে হয়। বাইরে কঠোর চিপিটক আর নগরে কোমল মোদক। এখন চিপিটক কিংবা মোদক? চিপিটক হ'লে এই পথ—আর মোদক হ'লে এই। বড়ই দোটানায় পড়া গেল বাবা, এখন কোন্ পথে যাই? চিপিটক কিংবা মোদক? যাক্, ও দুয়ের কোন পথেই যাবো না,—এই আড় হয়ে চলা যাক্—দেখা যাক্ কোথায় গিয়ে পড়ি।

[আড় হইয়া গমন।

(ধুন্ধুর প্রবেশ)

ধুন্ধু। হাঁ হাঁ—পা ঠেকবে। গেল—গেল—সর্ব্বনাশ হ'ল! বিটলে বামুন আমার সব মাটী করলি—সন্ন্যাসীর জন্ম মিষ্টান্ন নিয়ে যাচ্ছিলুম, পা ঠেকিয়ে দিলি!

বিনা। চিপিটক কিংবা মোদক? বরাত সুপ্রসন্ন—এইবারে ঠিক বোঝা গেল—বরাত ঠিক সুপ্রসন্ন! কেও—ভাই ধুন্ধু! তুমি! চিপিটক কিংবা মোদক—

ধুন্ধু। যা, যা—ভাই ব'লে আর আদর কাড়াতে হবে না।

বিনা। বেশ—কি গর্দ্দভ ধুন্ধু—রাজকুমারের বন্ধু?

ধুন্ধু। দেখ্ বামুন, মুখ সাম্‌লে কথা ক,—কে আমি তা জানিস্!

বিনা। ভাই বললে রাগবে—গর্দ্দভ বললে রাগবে—তা হ'লে দেখি তুমি কত রাগতে পার। (মিষ্টান্ন লইয়া ভক্ষণ) চিপিটক কিংবা মোদক!

ধুন্ধু। হাঁ হাঁ—বা আমার সর্ব্বনাশ করলে!

বিনা। ক্রোধ কর—ক্রোধ কর—চিপিটক কিংবা মোদক!

ধুন্ধু। দেখ বিনায়ক ঠাকুর!

বিনা। ক্রোধ কর—ক্রোধ কর—

ধুন্ধু। আমি যদি এখন ক্রোধ করি, তা হ'লে তোমাকে চলিয়া ছাড়তে হবে তা জান?

বিনা। বল কি?

ধুন্ধু। তুমি যে রাজার বিদূষক ব'লে বেঁচে যাবে, তা মনে ক'র না।

বিনা। কেন গর্দ্দভ, সহসা এত জোর তোমার কিসে হ'ল?

ধুন্ধু। কিসে হ'ল, সহরে চল না, তা হ'লেই টের পাবে।

বিনা। বটে বটে!

ধুন্ধু। হাত থেকে সন্দেশ কেড়ে খাওয়া নয়—পেট চিরে সব আদায় করবো—গাধা বলার মজা দেখাবো! কি—কথা শুনে প্রাণে ভয় ঢুকলো না কি?

বিনা। ঢুকলো বই কি—সেই জন্ম ভয়টাকে চাপা দিচ্ছি। তা ভাই বন্ধু! তোমার ভারী বরাত।

ধুন্ধু। কি ক'রে বুঝলে—কি ক'রে বুঝলে?

বিনা। উঃ! ভারী বরাত। এই সন্দেশ খেতে খেতেই বুঝতে পারছি।

ধুন্ধু। কি রকম—কি রকম?

বিনা। আর রকম নেই—একেবারে নির্ঘাত বরাতটা তোমাকে আঁকড়ে ধরেছে—তুমি মন্ত্রী হ'লে।

ধুন্ধু। কি ক'রে জানলে—কি ক'রে জানলে?

বিনা। বরাত সন্দেশের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে—বরাত একেবারে করাতের মতন নাড়ী কাটতে কাটতে চলেছে।

ধুন্ধু। বটে—বটে—তা হ'লে তুমি গণতে জান?

বিনা। বিলক্ষণ! তুমি গণবার জন্ম সন্দেশ এনেছ—আমি যখন খাচ্ছি, তখন বুঝতে পারছ না?

ধুন্ধু। খাও—দাদা, খাও—আর ঠিক ক'রে গণে বল।

বিনা। উঃ! সন্দেশের এক একটা ঢোকা যেই উদরগহ্বরে গা মারছে, আর তোমার বরাতটা অমনি তিড়িং তিড়িং ক'রে লাফিয়ে উঠছে। দেখতে পাচ্ছি, তুমি রাজার পাশে বসেছ—উঃ!

ধুন্ধু। কি—কি?

বিনা। তুমি মন্ত্রী হয়ে গেছ।

ধুন্ধু। বল কি—বল কি! ঠিক দেখেছ?

বিনা। নির্ঘাত দেখছি—উঃ!—

ধুন্ধু। আবার কি—আবার কি!

বিনা। রাজাশুদ্ধ তোমাকে হাতযোড় করছে।

ধুন্ধু। ইস্!—ঠিক দেখ—ঠিক ক'রে দেখ। তা হ'লে সত্যি কথা বলি, এক গণৎকার আর রাজা

বাড়ীতে এসে রাজার বরাত ভূগে গেছে, রাজপুত্রদের বরাত খুলে গেছে। আমার বরাতটা আর গণানো হয়নি, তাই আমি তাকে ধরেছিলুম তাতে সন্ন্যাসী আমাকে বলেছিল, নদীতীরে শ্মশানে আমার সঙ্গে দেখা করো। কিন্তু যদি অদৃষ্ট গণাতে চাও, তা হ'লে পথে কারও সঙ্গে কথা কয়ো না। আর যদি মুখ সামলাতে না পার, তা হ'লে হাতে ক'রে কিছু মিষ্টান্ন নিয়ে যেয়ো। মিষ্টান্ন হাতে থাকলে, কথা কওয়ার কোন দোষ হবে না। কিন্তু মিষ্টান্ন হাতে না থাকলে যদি কথা কও, তা হ'লে আর আমার খোঁজ পাবে না! জানি পথে কারও সঙ্গে না কারও সঙ্গে দেখা হবেই—আর দেখা হ'লে কথা না কয়ে তো থাকতে পারবো না, তাই সের পাঁচেক সন্দেশ হাতে ক'রে নিয়ে চলেছিলুম।

বিন্দু। (স্বগত) বন্ধু ব'লে ডেকে ঠাকুর বড়ই বিপদে পড়েছ দেখছি। বড়ই ক্ষুধার্ত্ত জনে করুণায় তোমার প্রাণ গ'লে গেছে, তাই খাদ্য পাঠাবার লোক না পেয়ে, এই গণ্ডমূর্খ গর্দ্দভটাকে দিয়ে পাঠিয়েছ। নইলে এ গর্দ্দভের অদৃষ্টে কি আছে গণবার জন্য তোমার মতন লোকের কি প্রয়োজন হয়? ওর পক্ষে গণনা করাতে আমার মতন গণকই আবশ্যক। বা! বা! চিপিটকের বদলে মোদক—অশোককে চিপিটক দিলুম, ফলে মোদক পেলুম। তা হ'লে ধরণি! তোকে দেওয়ায় লাভ, না নেওয়ায় লাভ?

ধুন্ধু। কি দাদা! চোক বুজে গেল যে?

বিন্দু। তোমার বরাতে আর কোথায় কি আছে খুঁজে দেখছি।

ধুন্ধু। আর যদি কিছু খুঁজে না পাও, তা হ'লে সন্দেশ ফিরিয়ে দাও। আমি আবার সেই ঠাকুরের কাছে গণিয়ে আসি।

বিন্দু। নাও—এই ফুলে সের পাঁচেক সন্দেশে এর বেশী আর বলা যায় না।

ধুন্ধু। অ্যাঁ! এই পাঁচসের সব পেটে পুরেছ —ঠাকুরের কাছে নিয়ে যাবার কিছু রাখ নি?

বিন্দু। কথা কয়ো না—কথা কয়ো না—

ধুন্ধু। তবে রে পাজী, জোচ্চোর, বিটলে বামুন, তুমি ফাঁকি দিয়ে দম দিয়ে আমার সব সন্দেশ খেয়ে ফেললে!

বিন্দু। হু হুঁ—একটিতে ঠেকেছে—এটি পেটে গেলেই যদি সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে গণাতে চাও, তা হ'লে আর কথা কয়ো না।

ধুন্ধু। তা হ'লে তুমি যা বললে, সব ফাঁকি?

বিন্দু। তুমি যতক্ষণ পরিত্যক্ত খোলা মুখ—তুমি খোঁয়াড়ে থাকবে! তুমি মন্ত্রী হ'লে দুনিয়াটা উল্টে যাবে যে!

ধুন্ধু। কি, তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা?

বিন্দু। (সন্দেশ গালে দিয়া) হুঁ হুঁ—বেশী বাড়াবাড়ি কর ত কোঁৎ ক'রে গিলে ফেলবো।

[উভয়ের ইঙ্গিতাভিনয়। ইঙ্গিতে পথ দেখাইয়া ধুন্ধুর প্রস্থান।

বিন্দু। যাক্—গর্দ্দভটার মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে যখন আজকের দাঁতপংক্তের ব্যাপারটা সারা গেল—তখন এ পাপরাজ্যে প্রবেশের প্রয়োজন কি? অদৃষ্টের গোড়াটা যে রকম দেখছি, তাতে বোধ হচ্ছে, পথে পথেই ঘুরি, কিংবা রাজার আশ্রয়েই ফিরি, উদরের জন্য আর আমাকে চিন্তিত হ'তে হবে না।

(ধাত্রিণীর প্রবেশ)

ধাত্রিণী। কে তুমি গা পথের মাঝে দাঁড়িয়ে?

বিন্দু। তুমি কে মা?—এ কি রাণী? ভারতেশ্বরের জননী? তুমি এরূপ স্থানে এরূপ ছদ্মবেশে কেন মা?

ধাত্রিণী। ব্রাহ্মণ! তুমি চিরদিন মৌর্য্যবংশের হিতৈষী—ভিখারিণীকে তুমিও তীব্র রহস্য করছ কেন?

বিন্দু। মা! আমি নিরক্ষরা শকনন্দিনীর নিকটে চাটুকার-বৃত্তি অবলম্বন করি ব'লে কি, তোমার কাছেও তাই করবো? যেখানে সত্যের আদর, সেখানে মিথ্যা কয়ে অপরাধী কেন হব মা?

ধাত্রিণী। তাই যদি আপনার বিশ্বাস—

বিন্দু। যদি নয় মা! আমি তোমার সন্তানের শিরে বিশ্ববিজয়ী সম্রাটের রত্নমুকুট দেখতে পাচ্ছি।

ধাত্রিণী। সন্তানকে বিদায় দিয়েও এ অভাগিনী অটল ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ, আপনার করুণাপূর্ণ হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত কামনায় আমার চক্ষে জল এসেছে। রমণী আমি, পুরুষোচিত প্রাণ নিয়ে জাতির মর্য্যাদা করেছি। আর পারলুম না। ব্রাহ্মণ! ভিখারিণীর আবেদন—

বিন্দু। ও কি মা! সন্তান সম্মুখে দাঁড়িয়ে—আদেশ কর।

ধাত্রিণী। আমি আজ ঊষাগমে পুত্রবধূকে নিয়ে জাহ্নবীতে স্নান করতে এসেছিলুম। স্নান ক'রে উঠে দেখি, সে অভাগিনী অদৃশ্য হয়েছে। আমার বোধ হয়, স্বামিবিয়োগ-বিধুরা উন্মাদিনী হয়ে স্বামীর অন্বেষণে ছুটে গেছে। কি হবে বাবা? তুমি যা বললে,

তা যদি সত্য হয়, তা হ'লে ভাবী ভারতেশ্বরপত্নী মৌর্য্যবংশের কুলবধূ ভিখারিণী-বেশে পথে পথে বেড়াবে ? এ আমি সহ্য করতে পারছি না। ব্রাহ্মণ ! মর্য্যাদানাশের ভয়ে শত আশঙ্কায় আমি ব্যাকুল হয়েছি—তাই উন্মাদিনীর মতন ছদ্মবেশে অনুসন্ধানে ছুটে এসেছি। এখনও কেউ শোনে নি, এখনও রাজার কর্ণগোচর হয় নি, কিন্তু আমি কুলবধূ, আমি কত দূরে আর যাব ?

বিনা। এই যে আমি চললুম মা !

ধারিণী। কি আর আপনাকে বলব ব্রাহ্মণ ! বিশাল সাম্রাজ্যের সঙ্গে আমার নির্ব্বাসিত পুত্রকে ফিরতে দেখলে আমি যত সুখী না হব, পুত্রবধূকে ফিরিয়ে আনলে, তার শত গুণ সুখে আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করব।

[প্রস্থান।

বিনা। বেশ, তাই আনতে চললুম ! যাও মা মগধেশ্বরী ! একটা ভূতের সঙ্গে ভাব হয়েছে—বিনা চেষ্টায় এক তপঃসিদ্ধ সন্ন্যাসী খুঁজে এসে আমাকে কোল দিয়েছে—আমার মতন ভাগ্যবান্ কে ? শিব-শম্ভো ! বুঝতে পারছি—যুগলকে আনয়ন করবার ভার আজ তোমার এই অতি ক্ষুদ্র দাসের ওপর সমর্পণ করলে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ।

ধুন্ধু।

ধুন্ধু। (ইঙ্গিতাভিনয়—নেপথ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া)

(জনৈক সভাসদের প্রবেশ)

সভা। আরে কেও—এ কি ধুন্ধু দাদা ! পথের মাঝে এমন ক'রে হাত পা ছুড়ছো কেন ?

ধুন্ধু। (সভাসদ্‌কে ধরিয়া ইঙ্গিতে বিনায়ক ও ধারিণীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ।)

সভা। কি ! কি ! ও দিকে কি ? আরে রাম বল—কি ? কথা কচ্ছ না কেন ? কথা কয়েই বল না কি ?

ধুন্ধু। (হাড়ি নাড়িয়া ইঙ্গিত)

সভা। তুমি পাগলের মতন কি করছ, আমি বুঝতে পারছি না। হুঁ হুঁ—কেউ ওদিকে চ'লে গেছে, হুঁ হুঁ—বুঝিছি। (ধুন্ধু মাথায় কমাল দিয়া দেখাইল) বউ বউ ? বটে বটে ! সে কি ? তোমার বউ বেরিয়ে গেছে ? (ধুন্ধুর ক্রোধ প্রকাশ) আরে ছাই চট কেন ? না বুঝতে পারলে কি করব ? তোমার কি বাক্‌রোধ হয়েছে ?

ধুন্ধু। তোর হোক পাজী নচ্ছার—বললুম এগিয়ে কোন্ পথে গেল দেখ—

সভা। তা মুখ বুজে গাধার মতন মাথা নাড়-ছিলে কেন ? মুখ খুলে বল্‌লেই ত হ'ত।

ধুন্ধু। কি তোকে পিণ্ডি বলব ? আমার সর্ব্ব-নাশ হয়ে গেল, এ কূল গেল, ও কূল গেল—সেই কথা কওয়ালে, তবে ছাড়লে ! হায়, হায় !

সভা। আরে ভায়া ! ব্যাপারটা কি বুঝিয়ে বল—ব্যাপারটা কি বুঝিয়ে বল।

ধুন্ধু। আর বলবার রাখলি কি !—বিনায়ক ঠাকুর ! চ'লে গেল—এ ঘোমটা নিয়ে সঙ্গে গেল—হায় হায়—ধরাও হ'ল না—গণাও হ'ল না !

সভা। কে রে—কে রে, ওরে কে রে ?

ধুন্ধু। হায় হায়, ধরাও হ'ল না—গণাও হ'ল না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কৃপানন্দ ও শার্ঙ্গধর)

শার্ঙ্গ। দয়াময় ! এই ত বললেন, শ্মশানে আজ আসন করবেন, কিন্তু আসতে না আসতে উঠে পড়লেন কেন ? মনের কথা বলতে কি প্রভু ! আজ শ্মশান উপভোগের ইচ্ছা হয়েছিল।

কৃপা। তুমি আসাতেই আমাকে উঠতে হয়েছিল।

শার্ঙ্গ। সর্ব্বান্তর্যামিন্ ! অবশ্য দাসের মানসাপরাধ জেনেই উঠেছেন—কিন্তু আমি যে এখনও তা বুঝতে পারি নি কৃপাময় !

কৃপা। শ্মশান উপভোগ করতে হ'লে আগে হৃদয়কেও শ্মশান করতে হয়। শ্মশানেশ্বরের আবাস নববিকসিত কুসুমাবলী-বিরচিত মালঞ্চ নয়। শার্ঙ্গধর চুরাশী লক্ষ জীবনের দগ্ধ কামনার স্তূপীকৃত ভস্মরাশির উপরেই সেই যোগিরাজের আসন। বাপ্ ! তুমি তা পারলে না, তাই সে আসন ত্যেজে গেল—তব আসন-পাশে ব'সে তোমার ত কোনও লাভ হবে না শার্ঙ্গধর। তাই উঠে এলুম।

শার্ঙ্গ। এখন বুঝতে পেরেছি—রাজকুমার অশোককে দেখে, তার রাজ্যপ্রাপ্তির কামনা আমার মনে জেগে উঠেছিল। মনে মনে তাকে আমি রাজ্যেশ্বর হবার আশীর্ব্বাদ করেছি।

কৃপা। তোমার আশীর্ব্বাদ ত আর নিষ্ফল হবে না। কিন্তু বৎস! যে ফল সুপক্ক হয়ে পড়লে মধুরতার পৃথিবীর প্রাণী পরিতৃপ্ত হ'ত, তাকে অপক্ক অবস্থায় বৃন্ত হ'তে উৎপাটিত করেছ।

শার্ঙ্গ। তাই ত গুরুদেব কি করলুম?

কৃপা। তীব্ররসে ধরণী উন্মত্ত হবে। অশোক ফিরবে, কিন্তু ফেরার পথটা একবার নিরীক্ষণ কর। রক্তস্রোতে মগধের শতপথ রঞ্জিত হয়ে পড়েছে। মৃতদেহের স্তূপে যেন অশোকের সিংহাসনের চারি-পাশে দুর্গপ্রাকার নির্ম্মিত হয়েছে! সময়ে যে ধর্ম্মা-শোক, তোমার সকাম আশীর্ব্বাদ অসময়ে তাকে চণ্ডা-শোকে পরিণত করেছে।

শার্ঙ্গ। রক্ষা করুন দয়াময়! আর আমি দেখতে পারছি না।

কৃপা। কাতর হয়ো না শার্ঙ্গধর! যা করেছ করেছ, কাতরতায় আরও অনিষ্ট ক'র না।

শার্ঙ্গ। প্রভু! প্রায়শ্চিত্ত করছি, আত্মবলিদানে যদি আমার চির আকাঙ্ক্ষিত ধর্ম্মাশোককে দেখতে পাই, এখনি প্রস্তুত আছি প্রভু!

কৃপা। তবে আশ্বস্ত হও শার্ঙ্গধর। করুণায় যে কামনার ভিত্তি তার পরিণাম কখন অশুভ হয় না। যাও—আর এখানে নয়—স্থান ত্যাগ কর।

তৃতীয় দৃশ্য

কক্ষ।

চিত্রা।

চিত্রা। যাক্, এক দিকে নিষ্কণ্টক! এক প্রবল শত্রুকে দেশত্যাগী করেছি। এখন আর এক জনকে দূর করতে না পারলে, সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না। রাধাগুপ্ত! তুমি বেঁচে থাকতে আমি এ দুনিয়াটা পূর্ণ সাধে ভোগ করতে পারছি না। তবে তোমার অসীম শক্তি—আমার দুর্ব্বলচিত্ত স্ত্রৈণস্বভাববিশিষ্ট স্বামী তোমাকে মৃত্যুর ন্যায় ভয় করে। কিন্তু অহঙ্কৃত দাম্ভিক সচিব! জান না, এবারে কে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী! দেখবো, তুমি কত বুদ্ধি ধর যে, রমণীর বুদ্ধির সঙ্গে যুদ্ধ দাও। সব ঠিক?

(বীতশোক ও ধুম্রর প্রবেশ)

বীত। সব ঠিক—সমস্ত রক্ষী সকলেরাকে বাড়ীর ভেতরে ঢুকিয়েছি। অন্দরের বড় বড় ঘরে মেয়ে সাজিয়ে রেখেছি।

চিত্রা। বেশ—আপাততঃ চ'লে যাও—রাজা আসবার সময় হয়েছে।

ধুম্র। আমি কি করবো রাণী-মা?

চিত্রা। তুমি একেবারে মন্ত্রীর পোষাকে সজ্জিত হয়ে থাক। আজ আর তোমার মন্ত্রিত্ব কেউ রোধ করতে পারছে না।

ধুম্র। বস্—

চিত্রা। আজ রাধাগুপ্তের ভবলীলা সাঙ্গ—

বীত। বস্—

[প্রস্থান।

(বিন্দুসারের প্রবেশ)

বিন্দু। কেমন প্রাণেশ্বরি! এইবারে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হ'ল?

চিত্রা। তা ত হ'ল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও ত র'য়ে গেল!

বিন্দু। আবার ভয় কি চিত্রা? তুমি এখন থেকে একচ্ছত্র রাজার পাটরাণী হ'লে! তোমার সন্তান হবে উত্তরাধিকারী—কাল তাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করব—জ্যেষ্ঠপুত্র অশোক চিরনির্ব্বাসনে চ'লে গেছে। তখন আবার ভয় কি প্রাণেশ্বরি?

চিত্রা। কিন্তু তার মা, স্ত্রী, পুত্র—তারা ত রইল?

বিন্দু। তারা শক্তিশূন্য—আমার এক জন সামান্য কর্ম্মচারীরও যা ক্ষমতা, তাও তাদের হাতে রাখি নি। তারা ভিখারীর মত ভিক্ষে নেবে, খাবে, থাকবে।

চিত্রা। তাই কি করবে মহারাজ? তাম্রলিপ্তির মেয়ে, এই সব অপমান সয়ে চুপ ক'রে থাকবে মনে করছেন?

বিন্দু। কি করবে?

চিত্রা। কি করবে? কি করবে যদি জানতে পারতুম, তা হ'লে বলতুম। আমি সরল শকরাজার মেয়ে, আমাদের দেশের লোক আপনাদের কুটীল রাজনীতি বুঝতে পারে না! তা হ'লে কি করবে আমি কি ক'রে বলব? দেখুন মহারাজ! আমার জন্যে বলছি নি—আপনার কৃপায় আমি যা পাবার সমস্ত পেয়েছি। আর আমার চাইবার কিছু নেই। এখন ভয় আপনার জন্য, আপনি অতি সরল, সকলকে সমান ভাবে বিশ্বাস করেন। এ রাজ্যের সকলের মনের অবস্থা কি আপনি বুঝতে পেরেছেন?

বিন্দু। তা বটে, তা তুমি যা বলছ, তা বড় মিথ্যা নয়।

চিত্রা। সকলেই আপনাকে দেখে হাসি মুখে কথা কয় ব'লে কি, সকলের পেটের কথা আপনি জেনে ফেলেছেন ?

বিন্দু। তা কি সম্ভব ?

চিত্রা। তবে ? এই সহরের কোথায় কি হচ্ছে, কে কি কাজ করছে, সব সংবাদ কি আপনার কানে আসে ?

বিন্দু। সব কানে না আসুক, কিন্তু যে সব কুশলচর নিযুক্ত করেছি, তাতে অনেক কথাই আমার কানে আসে।

চিত্রা। চর কি সব আপনিই নিযুক্ত করেছেন মহারাজ ?

বিন্দু। অবশ্য নিযুক্ত করে মন্ত্রী, কিন্তু আদেশ না পেলে ত মন্ত্রী তাদের নিযুক্ত করতে পারে না।

চিত্রা। আপনি কি তাদের সবার চ'রিত্র জানেন ?

বিন্দু। তা কি জানা সম্ভব ! মন্ত্রী পরীক্ষা ক'রে যাকে যোগ্য বলে, আমি তাকেই নিযুক্ত করি।

চিত্রা। মন্ত্রী তাদের পরীক্ষা করে, কিন্তু মন্ত্রীকে পরীক্ষা করে কে ? শুনছি এ রাজ্যের এক মন্ত্রী রাজার প্রাণসংহার করেছিল !

বিন্দু। সে হত্যা ক'রে আমারই পিতামহকে রাজ্য দিয়েছিল।

চিত্রা। তবে মহারাজ ! মনে করবেন না যে, এ সব কথা আমি নিজের জন্ম বলছি। আমি যা পেয়েছি, এর চেয়ে আর বেশী কিছু চাই না। এখন যাতে আপনার পদপ্রান্তে ব'সে কিছুকাল এই ভাবে থেকে আপনার সেবা করতে পাই, তাই চাই।

বিন্দু। তা কি আর আমি জানি না।

চিত্রা। মন্ত্রীর মনের ভাব ত আপনার আগোচর নেই। সে দিন বসন্তোৎসব নিয়ে কথাতে ত সব বুঝতে পেরেছেন।

বিন্দু। তা ত পেরেছি—কিন্তু রাণী, মন্ত্রী আমা হতেও শক্তিমান্।

চিত্রা। তা হ'লে মন্ত্রিপত্নীও ত আমার চেয়ে শক্তিমতী। অর্থাৎ মন্ত্রিণীই হচ্ছে ভারতের রাণী। আর ভারতেশ্বরের পত্নী হয়েও আমি তার অধীনী। যাক, তাতে আমার দুঃখ নেই। আপনার সুখেই আমার সুখ। আপনি যখন মন্ত্রীর কাছে মাথা হেঁট ক'রে সুখী, তখন আমিই বা হ'ব না কেন ? তবে কি জানেন মহারাজ ! নীতিকুশল রাধাগুপ্ত, আর তার কাছে নাগপাশের মতন পেঁচোয়া বুদ্ধি নিয়ে বড় রাণী। চাণক্য মন্ত্রী তাকে ছুনিয়া ঢুঁড়ে খুঁজে এনে আপনাকে গছিয়ে দিয়ে গেছে। তার পেটে কত বুদ্ধি, আপনি কি তা কখন পরীক্ষা করেছেন, না পরীক্ষা করবার আপনার শক্তি আছে ? রাধাগুপ্ত তার হয়ে আপনার কাছে ওকালতী করতে এলো, সে এসে পুত্রকে ত্যাগ করবো না ব'লে, আপনার অধিকার যেন দয়া ক'রে ছেড়ে দিলে ! অথচ অপমানিত রাধাগুপ্ত একটা অনুযোগের কথা পর্য্যন্ত কইলে না। রাণীও ত সেই পুত্রকে ত্যাগ ক'রে ঘরে ব'সে রইল !

বিন্দু। ঠিক বলেছ—মুখে বড়রাণী যা বল্‌লে, কাজে ত তা কিছু করলে না !

চিত্রা। লোকে দেখে বলে যে, বড় রাণীর চোখে এক ফোঁটাও জল নেই।

বিন্দু। প্রিয়তমে ! এখন আমি যেন কতক বুঝতে পার'ছি। হয় দু'জনে পরামর্শ ক'রে এসে, আমার কাছে দু'ভাবে কথা কয়েছে, নয় বড়রাণী রাধাগুপ্তের কাছে কোন গুপ্ত আশ্বাস পেয়েছে।

চিত্রা। তা আমি কেমন ক'রে বলবো—বোকাদেশের মেয়ে অত বুদ্ধি নেই যে, ও সব কৌশল বুঝতে পারি। কিন্তু এটা বলতে পারি, আমার ছেলে যদি অমান ক'রে নির্ব্বাসিত হয়ে যেতো, তা হ'লে আমি এক বৎসর শোকে বিছানা থেকে মুখ তুলতুম না। ও বাবা ! এই কি মায়ের প্রাণ !

বিন্দু। কালনাগিনী চিত্রা ! এখন বুঝতে পারছি, ধার্ম্মিণী কালনাগিনী।

চিত্রা। সেটা আর আমার বলা ভাল দেখায় না। আমি সতীন, আমার অমনি ভাল কথা কইলেও ও মন্দ হয়। তার পর—

বিন্দু। তার পর কি বল ?

চিত্রা। না থাক্।

বিন্দু। না, থাক্ কেন—কি বলতে চাচ্ছ বল। তোমার কথা আমি আগ্রহ সহকারে শুনছি। দেখছি, ধীরে ধীরে তুমি আমার চোখ ফুটিয়ে দিচ্ছ।

চিত্রা। দেখুন, বললে কঠিন হয়। বড়রাণী এ কয়দিন কোথায় যাচ্ছে, কি করছে, খবর রেখেছেন ?

বিন্দু। কাল ত আমার অনুমতি নিয়ে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিল।

চিত্রা। একা, না সঙ্গে কেউ ছিল ?

বিন্দু। তা ত বলতে পারি না। কে ছিল রাণী ?

চিত্রা। এই ত মহারাজ, অসংখ্য চর নিযুক্ত রেখেছেন, আর এ খবরটা পেলেন না !

বিন্দু। কে ছিল রাণী ?

চিত্রা। তার পুত্রবধূ অনীতা।

বিন্দু। তাই, তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে তার অধিকার আছে। তার জন্ম স্বতন্ত্র আদেশের প্রয়োজন হয় না।

চিত্রা। তাই নয়—সে পুত্রবধূ ফিরেছে কি না, তার খবর রেখেছেন ?

বিন্দু। রেখেছি নি।

চিত্রা। আপনার প্রিয় বিদূষক বিনায়ক কোথা ?

বিন্দু। ব্যাপার কি বল দেখি ?

চিত্রা। আমি কি বলবো ? আপনি রাজা—আপনি সংবাদ রাখবেন না, আমি অন্তঃপুরচারিণী হয়ে রাখবো ?

বিন্দু। না চিত্রা! এখন বুঝতে পেরেছি, তুমিই রাজা হবার উপযুক্ত।

চিত্রা। বেশ, তাই যদি বোধ করেন, তা হ'লে মন্ত্রীকে তলব করুন। মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে অনীতা নগর ছেড়ে পালিয়েছে। সে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে তার স্বামীর কাছে চ'লে গেছে।

বিন্দু। তলব করবো ?

চিত্রা। ক'রে দেখুন না—আপনি এক মিছে ভয়ে আকুল হয়ে, তাকে কিছু বলতে পারেন না। একবার কর্তা হয়ে দেখুন দেখি।

বিন্দু। কি বলছ চিত্রা ?

চিত্রা। একবার দাসীর কথা শুনেই দেখুন না।

বিন্দু। তার পর ?

চিত্রা। তার পর কি হয় দেখুন না, এক জন ভৃত্যের ভয়ে যদি দিবারাত্রি থাকতে হয়, তা হ'লে সে রকম রাজ্যভোগের চেয়ে বনবাস ভাল।

বিন্দু। বেশ, কিন্তু দেখ, এখনও দেখ, শেষ রক্ষা যদি করতে পার, তা হ'লে সাহস দাও।

চিত্রা। আমার পিতৃপ্রেরিত দশহাজার শক আপনার শরীর-রক্ষী, তখন এত ভয় কেন মহারাজ ?

বিন্দু। বেশ, বেশ! সাহস দাও রাণী, সাহস দাও। আমিও তার ঔদ্ধত্য আর সহ্য করতে পারছি না।

(রাধাগুপ্তের প্রবেশ)

রাধা। মহারাজ! রাজকুমার বীতশোকের যৌবরাজ্যে অভিষেকের কথা দেশ-বিদেশে প্রচার করতে পাঠিয়েছি। সমস্ত সামন্ত রাজাদের নিমন্ত্রণ করেছি—সকলেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। কেবল তক্ষশীলার অধিপতি কণিক আমাদের গ্রহণ করেন নি। রাজা বলেছেন যে, যেমন শক আর হূণ রাজাদের আর্য্যসমাজভুক্ত করা হয়েছে, আমাকেও যদি সেইরূপ গ্রহণ করা না হয়, তা হ'লে আমি বীতশোককে যুবরাজ ব'লে স্বীকার করবো না।

বিন্দু। সে মূর্খ বর্ব্বর তক্ষক রাজাকে বুঝিয়ে দিলে না কেন, অন্য অন্য রাজারা তাদের গৃহের সুলক্ষণা কন্যা সকল মগধরাজকে দান ক'রে তবে ক্ষত্রিয়-সমাজভুক্ত হয়েছে। তার গৃহে উপযুক্ত কন্যা থাকে, আগে বীতশোককে দান করুক, তার পর সমাজে ওঠবার কথা।

রাধা। যথা আজ্ঞা, তাই ব'লে পাঠাবো। যদি তাঁর কন্যা থাকে, আর যদি সেই কন্যা ছোট রাজকুমারকে দিতে স্বীকৃত হন, তা হ'লে তাকে সমাজে তুলে নিতে ইতস্ততঃ করবেন না। কেন না, তক্ষশীলার রাজা প্রবল-পরাক্রান্ত।

বিন্দু। সে ভয় কর গে তুমি। এখন বল দেখি, বড়রাণী আর তার পুত্রবধূর কোনও সংবাদ রাখ কি ?

রাধা। বিশেষ সংবাদ রাখি নি, আর সংবাদ রাখবার ভৃত্যের সময় কৈ মহারাজ!

বিন্দু। তুমি তা হ'লে কিছু জান না ?

রাধা। কি জানবো ?

বিন্দু। আমার পুত্রবধূ মানের ছল ক'রে গৃহত্যাগ করেছে।

রাধা। মহারাজের কাছে এ কথা এই প্রথম শুনলুম।

বিন্দু। রাধাগুপ্ত! প্রভুর সম্মুখে সত্যগোপন ক'র না।

রাধা। প্রভু বললেন, তাই শ্রীমুখে এই কথা শুনলুম, অন্যে কইলে তার মুখদর্শন করতুম না।

বিন্দু। রাজ-পুত্রবধূর গৃহত্যাগে তা হ'লে কি তোমার সহায়তা নেই ?

রাধা। রাধাগুপ্ত এরূপ তুচ্ছ গৃহকলহের কথায় থাকতে ঘৃণা বোধ করে। এ সকল স্ত্রীলোকের আলোচনার কথা, অথবা স্ত্রীস্বভাববিশিষ্ট পুরুষদের। মগধরাজের কিংবা তার প্রধান সচিবের কানেও আসবার যোগ্য নয়।

বিন্দু। সাবধান রাধাগুপ্ত! মর্য্যাদা রেখে কথা কও। নইলে এখনি তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করবো।

রাধা। প্রাণদণ্ড করুন, অমন তুচ্ছ শাস্তি দিয়ে ভৃত্যকে করুণা দেখাবার প্রয়োজন কি ? আমাকে

মিথ্যাবাদী বলাতেই আমার কারাগারের অধিক শাস্তি হয়ে গেছে।

বিন্দু। তা হ'লে তুমি কি সত্যসত্যই পুত্রবধূর পলায়নের সংবাদ রাখ না ?

রাধা। ক্ষমা করুন মহারাজ, আমি আর আপনাকে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছুক নই।

বিন্দু। অবশ্য দিতে হবে।

(ধারিণীর প্রবেশ)

ধারিণী। নিরপরাধ মন্ত্রীকে তিরস্কার করছেন কেন মহারাজ! উনি এ বিষয়ের কোনও সংবাদ রাখেন না। সমস্ত অপরাধ আমার। আমিও কাউকে না ব'লে পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে গিছলুম। বুঝতে পারি নি মহারাজ যে, উন্মাদিনী আমার চক্ষে ধূলি দিয়ে পালাবে।

বিন্দু। আমার রাজবংশের কি কলঙ্ক হ'ল, তা বুঝতে পেরেছ ?

ধারিণী। মহারাজ! অপরাধিনী আমি, আমাকে দণ্ড দিন ? কিন্তু দোহাই, নিরপরাধ, রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী প্রধান সচিবকে আমার অপরাধের জন্ত তিরস্কৃত করবেন না।

বিন্দু। কলঙ্ক—আমার গৌরবময় কুলে কলঙ্ক!

রাধা। কিসের কলঙ্ক ? রাজপুত্রবধূ যদিই গৃহত্যাগ ক'রে থাকেন, তাতে আপনার গৌরবময় কুলে কলঙ্ক হ'তে যাবে কেন মহারাজ ? সতী অপমানিত লাঞ্ছিত স্বামীর অনুগমন করেছেন, এতে নরপিশাচ ব্যতীত অন্ত কেউ তাঁর বিরুদ্ধে কথা কইবে না।

চিত্রা। না, কইবে না! শুনে আমার লজ্জায় মরতে ইচ্ছা হচ্ছে!

রাধা। তবে প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রেই বলি—আপনার ইচ্ছা হ'তে পারে। বঙ্গ পার্ব্বত্যরাজনন্দিনি! লজ্জা যে দেশের ছায়া স্পর্শ করে নি, সে দেশ থেকে এসে আপনাকে এখানে অতি কষ্টে লজ্জা শিখতে হচ্ছে, সুতরাং লজ্জার আঘাত আপনার কোমল দেহে সহ্য হবে কেন ?

চিত্রা। রাজা তোমার কৃত অপরাধ সহ্য করতে পারেন, কিন্তু আমি ক্ষমবো না রাধাগুপ্ত!

রাধা। শাস্তি ত অনেকক্ষণ থেকে প্রত্যাশা করছি রাণি!

চিত্রা। বেশ, তোমাকে দিচ্ছি।

ধারিণী। দোহাই ভগিনি, তুমি এমন পাটরাণী—অভিমানে আত্মহারা হয়ে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ হিতকারীকে অপদস্থ ক'র না।

চিত্রা। থামো বৃদ্ধা নাগিনী! তোমার মমতা দেখাবার এখানে কোন প্রয়োজন নেই। কোই হ্যায় !

রাধা। তাই ত একটা সাপিনীকে অগ্রাহ্য ক'রে মাথায় দংশন নিলুম না কি ?

চিত্রা। কোই হ্যায় ? (নেপথ্যে কোলাহল)

(বীতশোকের প্রবেশ)

বীত। মা! মা! কে কোথা থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

(ধুন্ধুর প্রবেশ)

ধুন্ধু। চাবি চাবি, রাণীমা—চাবি, ওরে কোথায় আছিস, চাবি।

চিত্রা। অ্যা অ্যা—তাই ত! তাই ত! কে দিলে—কে দ্বার বন্ধ ক'রে দিলে ?

ধারিণী। আমি দিয়েছি ভগিনি! তুমি যে রাজ্যের প্রাণ, দেশের কল্যাণস্বরূপ এই ধার্ম্মিক বিশ্বস্ত সচিবকে কৌশলে ধরে এনে হত্যা করবে, আমি সহ্য করতে পারবো না। কূটবুদ্ধিশালিনী রমণি! পুরুষ তোমাকে বিশ্বাস ক'রে তোমার হাড়কাঠে মাথা গলাতে পারে, কিন্তু আমি রমণী তা হ'তে দেবো কেন ? সচিবপ্রধান! আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে স্থান ত্যাগ করুন, কেউ আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।

রাধা। এ কি হ'ল—এ কি করলে মা ?

ধারিণী। কর্ত্তব্য পালন করেছি সচিব!

রাধা। মা জীবনদায়িনি! আপনাকে নমস্কার। কিন্তু মা! আমি ত এ প্রাণ ফিরিয়ে নেবো না। রাধাগুপ্তের প্রাণের চেয়ে তার মান অধিকতর মূল্যবান্। মৃত্যু আমার অগ্রেই হয়ে গেছে—মা, অর্গল মুক্ত করুন।

ধারিণী। দোহাই সচিব, প্রাণরক্ষা করুন।

রাধা। অর্গল মুক্ত করুন, যদি না করেন, তা হ'লে জানবো, আপনি আমার মা নন। তা হ'লে জানবো, আপনার চরণ সসাগরা ধরণীধরের পুষ্পাঞ্জলি পাবার যোগ্য নয়।

(ধারিণীর চাবী নিক্ষেপ, দ্বার খুলিয়া ঘাতকগণের প্রবেশ)

ধুন্ধু। এসেছে—এসেছে!

সকলে। রাণীমা—হুকুম!

চিত্রা। এই বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহীকে বন্ধন কর।

ধারিণী। সাবধান নরাধম! আমি আর একটু পূর্ব্বে পশুর ন্যায় তোদের এক গৃহে আবদ্ধ করেছিলুম, ইচ্ছা কর্‌লে ঘরে অগ্নি দিয়ে পশুর ন্যায় দগ্ধ করতে পারতুম। তা যখন করি নি, তখন কৃতজ্ঞতা দেখাতে আমার আদেশ পালন কর্—এই পবিত্র দেহ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে রাজার আদেশের প্রতীক্ষা কর্। যদি না করিস, মধ্যে আমি, আমাকে হত্যা না ক'রে তোরা মন্ত্রীর সমীপস্থ হ'তে পারবিনি।

[ঘাতকগণের অভিবাদন ও প্রস্থান।

বিন্দু। মন্ত্রীর শরীরে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। রাধাগুপ্ত! তুমি রাষবন্দী—বসন্তোৎসবের পর তোমার কৃতাপরাধের বিচার হবে। ধারিণি! তুমিও রাষবন্দিনী—বসন্তোৎসবের পর তোমারও কৃতাপরাধের বিচার হবে।

[বিন্দু ও চিত্রার প্রস্থান।

রাধা। হত্যা করুন রাজা, হত্যা করুন! বেঁচে থেকে আপনার রাজ্যের শোচনীয় পরিণাম আমি দেখতে পারবো না।

[ধারিণী ও রাধাগুপ্তের প্রস্থান।

ধুন্ধু। আক্ষেপ কেন? শীগ্‌গিরই হবে! আজই হ'ত, তা তোমার বরাতে আজ মৃত্যু নেই, তাই হ'ল না।

বীত। আমাকে তুমি ঘৃণা কর, তাচ্ছীল্য কর—রাজকার্য্য শিখতে চাইলে এক গাদা কাগজ দাও—হুকুম করলে মুখ ফেরাও—কেমন বুড়ো মন্ত্রী! এখন কেমন?—আচ্ছা বন্ধু, এই রাষবন্দী যে শুনলুম, তা সেটা ব্যাপার কি?

ধুন্ধু। ব্যাপার বুঝতে পারলেন না! দুজনকে আজ থেকে কেঁদো বাঘে ঘিরে থাকবে।

চতুর্থ দৃশ্য

অধিত্যকা।

কণিষ্ক ও রাণী।

রাণী। মেয়ে মেয়ে ক'রে শেষে কি পাগল হবি না কি রাজা?

কণিষ্ক। পাগল হ'তে কি এখনও বাকী আছি রাণি! পাগল অনেক দিনই হয়ে আছি।

রাণী। যদি বেটাই বরাতে মিলবে, তা হ'লে আমি আবাগী রাজা হলুম কেন? আমার পেটে কি ভগবান্ একটা খোঁড়া মেয়েও দিতে পারতো না?

কণিষ্ক। তা তো বুঝেছি রে, কিন্তু তবু তো মনকে বোঝাতে পারছি না। শক, হুণ, আর তক্ষক আমরা তিনজাত তাতার থেকে ভারতে বাস করতে এসেছিলুম। এসে তিন জাতই এখানে রাজ্য করলুম—আমার রাজ্য শক আর হুনদের চেয়ে কিছুতেই ত ছোট নয়।

রাণী। ছোট কি রাজা? বরং তাদের চেয়ে তোর পেরতাপ বেশী। এক মগধ ছাড়া তোর চেয়ে বড় মুলুক আর কার আছে?

কণিষ্ক। তবে? তারা সব আমার আগে ক্ষেত্রি হয়ে গেল, আর আমি একা অসভ্যি বুনো হয়ে রইলুম।

রাণী। তা তারা যদি অসভ্যি বলে, তা হ'লেই কি তুই অসভ্যি হয়ে গেলি? তুই কত রাস্তা-ঘাট বানিয়ে দিয়েছিস্, কত অতিথশালা করেছিস্—না করেছিস্ কি? ক্ষেত্রিরাজারাই বা তোর চেয়ে বেশী করেছে কি?

কণিষ্ক। তা তো করে নি—কিন্তু আমার অতিথিশালায় একটাও বামুন এসে পাত পাড়ে না—আমার ঘাটে একটাও মুখ ধুতে আসে না—বামুনেই যদি আমার জিনিস না ছুঁলেক, তা হ'লে এ সব ক'রে ফল হ'ল কি?

রাণী। তা যা বলেছিস রাজা, বড় দুঃখু।

কণিষ্ক। দুঃখু নয়? বামুন হ'ল দেশের দেবতা—যাগ করলুম, যজ্ঞি করলুম, দেবতায় যদি না খেলেক্, তা হ'লে আর হ'ল কি?

রাণী। তা কত মেয়েও ত আনলি, তোর ত একটাও পছন্দ হ'ল না!

কণিষ্ক। আরে পছন্দ হ'ল না, তা করবো কি? আমার নিজের যা পছন্দ হয় না, তা পরের কাছে ধরি কেমন ক'রে?

রাণী। তুই কি রকমের মেয়ে চাস্?

কণিষ্ক। তা বলতে পারছি না—কি যে চাই, তা চক্ষে না দেখলে কেমন ক'রে বলবো?

রাণী। এখন তোর যা পছন্দ হয়, তা যদি মগধ রাজার না পছন্দ হয়?

কণিষ্ক। তা না হয় কি করবো? তা না হয়,

আমার ক্ষেপ্তি হওয়া হবে কমি! মা ব'লে ডাকবো, কাছে ব'সে খাওয়াবো, হাত ধ'রে বেড়াবো, মা পছন্দ হ'লে তা করবো কেমন ক'রে?

রাণী। তা যা বলেছিস্—মা ব'লে যাকে বুকে ধরবো, তাকে মায়ের চোখে দেখবো নি?

কণিক। এই বুঝেছিস্ রাণি। তোর পছন্দ হবে, আমার পছন্দ হবে—আমাদের বুড়ো বুড়ীর প্রাণ আলো ক'রে বেড়াবে—তবে মা হ'ল সে বেটী।

রাণী। কিন্তু তা কি আর পাওয়া যাবে রাজা? আমার আবার হয়েছে কি জানিস্—বিটী বিটী ক'রে প্রাণটা উদাস হয়ে গেছে। আগে ত এত ছিল না—আগে মনে করতুম, একটা বিটী পেলে যদি ক্ষেপ্তি হওয়া যায়, তা আসুক। তার পর এই ক'টা দিন বিটী বিটী ক'রে প্রাণটা যেন একটা মেয়ের নেশায় ভ'রে গেছে।

কণিক। যা ব'লেছ তুই ঠিক বুঝেছিস্—আমারও তাই হয়েছে—কোথায় যেন আমার কে বেটী আছে, আমি তার পিত্তোশে এই পাহাড় পানে চেয়ে হাঁ ক'রে ব'সে আছি। এখন ক্ষেপ্তি হই আর না হই, আমার বেটী আসুক।

রাণী। তা ভগবান্, একটু দয়া কর। বুড়া রাজা শেষকালে কি বিটী বিটী ক'রে পাগল হবেক?

(কতিপয় অনুচরের প্রবেশ)

কণিক। কি খবর? কোথাও বিটীর খোঁজ পেলিক্ নি?

১ম অ। না রাজা, পেলুম না।

কণিক। টাক, তালুক, মুলুক—এ সব বেড়ো ব'লেও পেলিক্ নি?

১ম অ। না—মুলুকময় গুজব হয়ে গেছে, তক্ষক রাজা বিটী ধ'রে নিয়ে পাহাড়ে তুলে বলি দিচ্ছে। যে যেখানে আছে, সবাই বিটী সব আটকে ফেলছে।

রাণী। তবে আর কি হবেক্, ওঠ—সব আশা ভরসা তো হয়ে গেল।

কণিক। টাকা, মুলুক, কোন লোভ দিয়ে পেলিক্ নি?

১ম অ। লোভ!—বিটীর কথা পাড়তে লোকের আদ্ধেক লোক খুন হতে বোচে।

কণিক। হুঁ! বুঝতে পার্‌ছি—বিধেতা একেবারে চোখ বুজে আছে। (নেপথ্যে কোলাহল) হ'ল কি রে? ওদিকে কিসের গোলমাল, দেখে আয়, দেখে আয়? (অনুচরগণের প্রস্থান) 'রাণি! কি করবিন্—

রাণী। কোথায় আছিস্ আবাগী, আয় না—বুড়ো রাজা তোর জন্ত হেদিয়ে ম'ল, দেখলিক্ নি।

কণিক। হাঁ রে বিটী! হিমালয়ের রাজার ঘরে ত এক দিন পেটে খেতে বেড়িয়েছিলি, আমিও ত সব আশা-ভরসা ত্যাগ দিয়ে, পাষাণ হইছি রে! হাঁ রে বিটী। আমি কি অপরাধ করিছি?

নেপথ্যে। মিলেছে মিলেছে—

(অমিতার প্রবেশ)

অমিতা। না, আর পারলুম না, পা চললো না—চারিদিক থেকে দস্যুতে ঘিরেছে। এই যে! গিরিরাজ। তোমার আশ্রয়ে এসেছি রক্ষা কর মা—কন্যাকে রক্ষা কর—এই যে গিরিরাজ! বাবা! মেয়ে তোমার চরণে আশ্রয় নেয়, স্থান দাও।

কণিক। কে মা তুই?

অমিতা। বাবা! অভাগিনী—ভিক্ষা ক'রে পথে পথে ঘুরি। পথে দস্যুতে আমাকে বন্দী করেছিল। তাদের হাত থেকে পালিয়ে এসেছি, তোমার শরণ নিলুম, যেন নারীর মর্য্যাদা না যায়।

রাণী। ও রাজা!

কণিক। আমি পার্ব্বতীকে পেয়ুলাম রাণি, তুই মাকে তোল।

(অনুচরগণের প্রবেশ)

সকলে। রাজা! রাজা!

কণিক। এসেছে এসেছে—মা আপনি এসেছে, চ'লে যা সহরে খবর দে—যেখানে যে আছে, সকলকে আজ পথে পথে আমোদ করতে হবে। হাঁ ভুয়ারধরিয়া খুলে দে রে—দারয়া খুলে দে—

[অনুচরগণের প্রস্থান।

অমিতা। ও মা দুর্গা! এ আমি কোথায় এলুম!

কণিক। তোর ঘরে এলি রে বেটী, তোর ঘরে এলি মা বললি, বাপ বললি—বেটী! মুখে বললি, না প্রাণে বললি? বেটী! আমি আর এই রাণী, কিন্তু যখন তোকে মা বলেছি, তখন দুনিয়া ভুলে বলেছি।

রাণী। এই পাহাড়ে মুলুক, সব তোর যে রে বেটী।

কণিক। চুপ কর্ মা—এখানে কেনেক্ রে—ঘরকে চল্।

অন্ধীতা। চল্ মা, চল্ বাপ্,—বক্ষে চল্।

কণিক। আ! আবার বল, আবার বল্!

অন্ধীতা। তুই মা, তুই বাপ—আমার বাঙালি, আশ্রয় দিলি—কোলে নিলি—চল্ মা, চল বাপ্—দুর্গতিনাশিনী দুর্গা! আমাকে বাপ-মায়ের আশ্রয়ে এনে দিলি!

পঞ্চম দৃশ্য

নগরোপকণ্ঠ।

মহেন্দ্র ও কুনাল।

কুনাল। হাঁ দাদা! ঘর ছেড়ে আমাকে নিয়ে পালিয়ে এলে কেন?

মহেন্দ্র। পরে বলছি, আর একটু চল্ ভাই। এখনও আমাদের বিপদ যায় নি।

কুনাল। বিপদ কিসের দাদা?

মহেন্দ্র। আর একটু চল না ভাই, বলছি। তোমার জন্যই আমার ভয়। আমি তবু বিপদে বুক দিতে পারি, তুমি ত পারবে না কুনাল!

কুনাল। বিপদের ভয়েই কি তুমি আমাকে ঘুম ভাঙিয়ে তুলে আনলে?

মহেন্দ্র। বড়ই বিপদ ভাই—আমরা জীবনে কখন বিপদ কাকে বলে, জানি নি, কিন্তু দুরদৃষ্ট তেমনি বিপদে আমরা পড়েছি। এ বিপদ থেকে যে উদ্ধার পাই, তা তো বোধ হয় না। তথাপি যতক্ষণ পারা, ততক্ষণ আত্মরক্ষা করা সকলের কর্ত্তব্য।

কুনাল। তা হ'লে রক্ষীদের সঙ্গে না নিয়ে একলা এলে কেন দাদা?

মহেন্দ্র। কাল পর্য্যন্ত তারা রক্ষী ছিল, কিন্তু আর তারা রক্ষী থাকবে না। যদি কেউ আমাদের হত্যা করে, তা হ'লে তারাই হয় ত সর্ব্বাগ্রে হত্যা করতে আসবে।

কুনাল। এত দিন তারা রক্ষী—আজ তারা ঘাতক হবে কেন?

মহেন্দ্র। কাল আমাদের যা অবস্থা ছিল, আজ আর তা নেই।

কুনাল। কেন দাদা? আমরা ত সম্রাটের পৌত্র, এক দিনে আমাদের অবস্থা খারাপ হ'ল কিসে?

মহেন্দ্র। সম্রাটের পৌত্র বটে, কিন্তু ভিখারীর পুত্র।

কুনাল। বাবা কি আমাদের ভিখারী?

মহেন্দ্র। পিতা বিনাপরাধে তাঁর পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হয়েছেন। নিঃসম্বল পিতা পথে পথে ভিক্ষা ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ করছেন।

কুনাল। বল কি? কে তোমাকে এ কথা বললে? বাবা আমার ভিখারী হয়েছেন, এ কথা বিশ্বাস করতে পারছি না যে ভাই!

মহেন্দ্র। যে ব্যক্তি ব'লে গেছে, তাকে অবিশ্বাস করবার যে কিছু নেই ভাই!

কুনাল। কে সে দাদা?

মহেন্দ্র। রাজবিদূষক ব্রাহ্মণ বিনায়ক। তিনিও পাটলীপুত্র ছেড়ে চ'লে এসেছেন। যাবার সময় দয়া ক'রে আমাদের সংবাদ দিয়ে গেছেন। পিতার নির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের অবস্থা-পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। খুল্লতাত বীতশোক এখন প্রকৃতপক্ষে মগধের রাজা হয়েছে। মূর্খ কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানহীন ধূম্রমার তার সহায়। শুনলুম, শান্তিপূর্ণ মগধে এখনি অত্যাচার আরম্ভ হয়েছে। রাজ্যের পরম সুহৃৎ বিজ্ঞ মন্ত্রী রাধাগুপ্ত তাদের হাতে বন্দী—পিতামহীও শুনেছি বন্দিনী হয়েছেন। পিতা ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে নিরুদ্দেশ। কুনাল, ভাই! তারা আমাদের হাতে পেলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট করবে।

কুনাল। বিনষ্ট করবে?

মহেন্দ্র। তুমি আমি দুই ভাই, মগধসিংহাসনের ভবিষ্যতের প্রতিবন্ধ। বুঝতে পেরেছ ভাই, আমাদের বিনষ্ট করবে কেন?

কুনাল। এ কি রকম সংসার দাদা? সম্রাটের বংশধর হয়ে নিশ্চিন্তমনে পালঙ্কে ঘুমিয়ে ছিলুম, জেগে উঠে দেখলুম, আমি ভিখারী।

মহেন্দ্র। ভিখারী হ'তেও অধম। ভিখারীর প্রাণের ওপর ত কারও লোভ নেই ভাই, কিন্তু আমাদের বিনাশ করতে যেন কত নরশার্দ্দূল কত অন্ধকারে দেহ লুকিয়ে ব'সে আছে।

কুনাল। তা হ'লে ত আরও ভাল বললে! এই দুনিয়ার ঐশ্বর্য্য ছায়াবাজী! বর্ণহীন, কিন্তু যেন কত বর্ণে রঞ্জিত—আমাদের সে সুখ-সম্ভোগের আবাস তাসের ঘরের মত চোখের পলক ফেলতে ভেঙ্গে গেল!

মহেন্দ্র। তত্ত্ব-কথা ভাববার এ সময় নয়। এখন প্রাণ বাঁচাতে হবে, চল!

কুনাল। তত্ত্বকথা ভাববার ত এই সময়—এর পরে আবার হয় ত ছায়াবাজী দেখে সব ভুলে যাব! কোথায় যাবে?

মহেন্দ্র। এখন ত তা ভাববার সময় পাচ্ছি না। আগে প্রাণটা বাঁচাই, তার পর যখন অনেকটা নির্ভাবনা হব, তখন কোন নির্জ্জন স্থানে ব'সে দুই ভায়ে একটা পরামর্শ করবো।

কুনাল। কিন্তু দাদা! আমি যে আর চলতে পারছি না!

মহেন্দ্র। পারছি না বললে ত চলবে না ভাই, চলতেই হবে!

কুনাল। চ'লে কি হবে?

মহেন্দ্র। কি পাগলের মত বলছ কুনাল? দেখ, তোমার জন্ম আমি ইচ্ছামত চলতে পারছি না। ভাই, পথের মাঝে পাগলামী ক'রে আমাকে বিপদ্‌গ্রস্ত ক'র না!

কুনাল। বেশ, দাদা! তুমি একা যাও না কেন?

মহেন্দ্র। একা যেতে পারলে তোমাকে নিয়ে এত টানাটানি করবো কেন?

কুনাল। না দাদা! তুমি আমাকে সঙ্গে নিয়ে পায়ে শৃঙ্খল জড়িও না, আমার সঙ্গে রাখলে তুমিও বাঁচবে না, আমিও বাঁচবো না।

মহেন্দ্র। এ কি বলছ ভাই?

কুনাল। দাদা! তুমি আমার কথা রাখ—আত্মরক্ষা কর।

মহেন্দ্র। দোহাই ভাই! আমাকে রক্ষা কর, এ সব পাপ কথা আমার কানে তুলিস নি। তোকে ফেলে আমার পা চল্‌বে না ভাই!

কুনাল। আমার মায়ের কি হ'ল?

মহেন্দ্র। তা তো বলতে পারছি না। ব্রাহ্মণ তাঁর কথা ত কিছু বলেন নি।

কুনাল। ভাই! মাকে দেখতে আমার প্রাণ যে ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লো!

মহেন্দ্র। মা কোথায়, কেমন ক'রে দেখবে—কে সন্ধান দেবে? দেখতে গেলে বন্দী হবে, প্রাণ যাবে। চল কুনাল, আগে পালিয়ে আত্মরক্ষা করি, তার পর ভগবান্ সময় দেন, তখন এসে মাকে দেখবো।

(বিনায়কের প্রবেশ)

বিনা। এই যে—এই যে—এখনও ছুটিছে নগরপ্রান্তে ঘুরছ! পালাও, পালাও—এই বন অভিমুখে চ'লে যাও! তোমাদের সন্ধানে চারিদিকে লোক ছুটেছে। ধরতে পারলে আর রাখবে না!

মহেন্দ্র। চ'লে এস কুনাল? চ'লে এস।

কুনাল। কোথায় পালাবো ঠাকুর?

বিনা। যেখানে খুসী—এ রাণী ছেড়ে যেখানে খুসী। প্রভাত হ'লে আত্মগোপন করতে পারবে না—অন্ধকার থাকতে থাকতে পালাও। ঐ আলো দেখা যাচ্ছে—ঐ বুঝি তোমাদের সন্ধানে দুরাত্মারা আসছে, আমি চললুম—আমায় দেখলে সন্দেহ করবে, তোমরা ধরা পড়বে। এই নাও মহেন্দ্র, সংসারে দুর্গম পথে এই প্রথম পা দিচ্ছ—এ পথে কখন চলনি, এ পথের মজা কখনও দেখ নি। আজন্ম তার হাসিভরা মুখ দেখছো—কিন্তু জানো না, সে কেবল ছলনা! তার অন্ধকারময় মুখ—বালক! বড় ভীষণ—বড় ভীষণ! দেখবার জন্ম প্রস্তুত হও, এই নাও, এক দিন তোমাদের জীবন রক্ষার উপায় সংগ্রহ করেছি—এই নাও চ'লে যাও। আলো এগিয়ে আসছে—পালাও পালাও।

[থাদ্যদান ও প্রস্থান।

মহেন্দ্র। দোহাই কুনাল! বসো না—উঠে এস—উঠে এস।

কুনাল। শুনলে না! দাদা শুনতে পেলে না—ব্রাহ্মণ কি বললে, শুনতে পেলে না? সংসারের এক মুখে আলো, কিন্তু সেটা সংসারের ছলনা—আসল মুখ অন্ধকার—

মহেন্দ্র। রক্ষা কর কুনাল—রক্ষা কর।

কুনাল। ঘোর অন্ধকার—এখনি দেখছি কোথায় যাবো, ভাই, অন্ধকারে কোথায় যাবো! শুনেছি, পদ্মপলাশের ন্যায় চক্ষু দেখে পিতামহ আদর ক'রে আমার নাম রেখেছিলেন কুনাল। পিতামহী আবার দয়া ক'রে সেই চোখের উপরে ঘন অন্ধকার ঢেলে দিয়েছেন। বিস্ফারিত ব্যাকুল চক্ষে আমি এক দুর্ভেদ্য—অতি দুর্ভেদ্য অন্ধকার দেখছি। দাদা আমায় রক্ষা কর, আমি যাবো না—পারবো না ব'লে যাবো না নয়, ইচ্ছা ক'রে যাবো না।

মহেন্দ্র। তা হ'লে আমি যাই?

কুনাল। এখনি দাদা—এখনি—কালবিলম্ব ক'র না—প্রাণ বাঁচাও।

মহেন্দ্র। হে ভগবান্! আমার অপরাধ নেই তাই কি বুঝেছে, বিষোরে প্রাণ দিতে চলেছে—আমি পারলুম না—রাজার পুত্র হয়ে হীন ঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে পারলুম না। কুনাল! এখনো বোঝ—প্রাণরক্ষার এখনও সময় আছে!

কুনাল। দাদা! প্রাণ বাঁচাতে ইচ্ছে হয়েছে—বাঁচাও—আমায় ছেড়ে যাও।

[মহেন্দ্রের প্রস্থান

প্রাণ! কোথায় প্রাণ? কে নেবে, কোথায় যাবে—কেন যাবে? তাই ত, এ কি দেখি? কাল যে ঘরে স্বর্ণপালঙ্কে শুয়ে ঘুমিয়েছি, সে ঘর তাসের ঘর! ছিলুম ঘরে, জাগতে না জাগতে পথে পড়েছি। যেখানে বসেছি, এও ত থাকবে না —যা মুমুখে দেখছি, তাও তো থাকবে না! দেখছে কে? কৈ, এ আঁখি ত নয়! এখনি যদি ঘাতক এসে আমাকে সংহার করে, আর ত আঁখি দেখবে না। প্রাণ! তুমি যতক্ষণ আছ, ততক্ষণ আঁখির দেখবার অহঙ্কার। কিন্তু তুমি কোথায়? তাসের ঘরে—অন্ধকারে?

গীত

দেখিবার অভিলাষে চারি পাশে আমি চাই।
ধরি ধরি যাও হে সরি,
দেখি দেখি দেখি দেখা না পাই॥
বুঝিতে না পারি কে আছ কোথা,
এত ডাকি কেন কও না কথা,
হিয়ার মাঝারে জাগায়ে ব্যথা,
কোথায় লুকায়ে রয়েছ ভাই॥
কভু মনে করি কাছে আছ,
কখন ভাবনা দূরে গেছ,
কভু মনে করি পিছু আসি ফিরি,
কভু আগুসরি যাই।
দোটানায় প'ড়ে, মন গেল ছিঁড়ে,
হতাশে আলসে বসিনু তাই॥

ঐ আলো আসছে—আলো নিয়ে ঘাতক আমার অন্বেষণ করতে আসছে—কিন্তু কৈ, আমাকে কি অন্বেষণ করতে আসছে? কৈ না—আমাকে ত নয় —আমার এই তাসের ঘর—একটি ক্ষুদ্র আঘাতে সে ভেঙে যাবে—তার পর অন্ধকার—ছলনাময় আলোর পশ্চাতে গভীর বিশাল অন্ধকার—

(প্রহরিগণের প্রবেশ)

১ম প্র। দেখ, দেখ—এগিয়ে দেখ, ছুটো ছোট ছোঁড়া আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে কতদূর পালাবে? ওরে, এই যে রে—

সকলে। কৈ রে—কৈ রে?

১ম। এই যে—এই যে—এই যে একটা ব'সে আছে।

সকলে। তাই ত—তাই ত—এই যে!

২য়। বড়টা কোথা গেল?

১ম। সেটা বোধ হয়, আমাদের সাড়া পেয়ে একে ফেলে পালিয়েছে। ছোটটা তার সঙ্গে ছুটতে পারেনি, তাই ব'সে পড়েছে—ধর্—ধর্—তোরা সব এই দিকে ছুটে যা। আমরা এটাকে হাত করি। নে, ওঠ।

কুনাল। কি ভাই, তাসের ঘর ভাঙ্তে এসেছ?

১ম। হাঁ, বুঝতে পেরেছ?

২য়। তোমায় যমালয়ে পাঠাতে এসেছি!

কুনাল। দে ভাই, দে—এক তাসের ঘর ফেলে এখানে এসেছি—কিন্তু ভাই এ ঘরটা ছেড়ে পালাবার পথ জানি না ব'লে হতভম্ব হয়ে ব'সে আছি। দে ভাই, দে।

১ম। তাই ত ভাই! এ কি বলে?

২য়। তাই ত ভাই, কি মিষ্টি কথা!

১ম। আহা হা! কি চক্ষু!

কুনাল। ভাই, আমি দেহকারাগারে তাসের ঘরে বন্দী। বন্দীর যে কোন সুখ নেই ভাই। যদি মুক্ত করবার পথ জানিস্, দেখিয়ে দে—

১ম। ওরে ভাই, এ যে হাত-পা অসাড় ক'রে দিলে!

২য়। তাই ত রে, এ কি বলে?

কুনাল। কিছু বলি না ভাই, ভিক্ষা চাই। এক দিন তোদের আদেশ করেছি, আজ ভিক্ষা চাচ্ছি। দে ভাই, ব'লে দে—যদি এ ঘর ভাঙ্লে মুক্ত হই, ভেঙে দে—যদি পথ জানিস্ ত দেখিয়ে দে।

১ম। ভাই! এর গায়ে ত হাত দিতে পারবো না।

২য়। আমিও ত পারবো না।

১ম। আর ভাই—একে রাণীর কাছে ধ'রে নিয়ে যাই, যা করতে হয়, সেই করুক।

২য়। তাই কর্। আমরা পারবো না।

১ম। চল রাজকুমার, রাণী তোমাকে বন্দী করতে আদেশ দিয়েছেন—আমরা তোমাকে সেইখানে নিয়ে যাই।

কুনাল। তোমরা পারলে না—বেশ, তবে চল।

[সকলের প্রস্থান।

(মহেন্দ্রের প্রবেশ)

মহেন্দ্র। তাই ত! পারলুম না—তোকে ফেলে যেতে পা চললো না। কুনাল! কৈ কুনাল!

বা, পাপিষ্ঠরা তাকে ধ'রে নিয়ে গেল—আমার পাশে আমার ভাই গেল। কুনাল—কুনাল!

(প্রহরিগণের পুনঃ প্রবেশ)

সকলে। এই যে, এই যে—ধর ধর—

১ম প্র। পালা—পালা—ধ'রে কাজ নেই, পালা।

সকলে। কেন রে কেন রে?

৩য় প্র। এখনি মরবি, এ কটাকেও তা হ'লে প্রাণ নিয়ে পালাতে হবে না। ওরে, বড় রাজপুত্র—বড় রাজপুত্র!

সকলে। বাঁ—বাঁ—পালা পালা।

মহেন্দ্র। তাই ত। তাই ত! তবে কি পিতা আমাদের বিপদের কথা শুনে আমাদের রক্ষা করতে আসছেন! পিতা পিতা!—

অশোক। এই! তোর কাছে যদি কিছু খাদ্য থাকে ত দে।

মহেন্দ্র। পিতা! পিতা!—

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক। চুপ কর্! পিতা ব'লে নিষ্কৃতি পাবে মনে করেছ? দে, কাছে কি খাদ্য আছে, দে—না দিস ত প্রহার ক'রে কেড়ে নেবো। আমি তিন দিন অনাহারে পথ চলছি—বলপ্রয়োগে ভিক্ষা সংগ্রহ করছি শুনে, লোকে পথে আমাকে দেখে পালিয়ে যাচ্ছে। গৃহস্থ দ্বার বন্ধ করছে। দে, শীঘ্র দিয়ে দে, নইলে লাঞ্ছিত কেন হবি, শীঘ্র দিয়ে দে।

মহেন্দ্র। পিতা! মগধরাজকুমার! আপনার এ কি মূর্ত্তি!

অশোক। দুঃখ জানাতে হবে না—দয়ার কথা শুনতে আসি নি, শীঘ্র দে—

মহেন্দ্র। এই নিন, কিন্তু এ খাদ্য আপনার সম্মুখে কেমন ক'রে ধরবো?

অশোক। যেমন ক'রে ভিখারীর সম্মুখে ভিক্ষা ধরে, তেমনি ক'রে ধর্। দে, চ'লে যা।

মহেন্দ্র। পিতা! পিতা! প্রাণের ভাই কুনালকে দাতকে ধ'রে নিয়ে গেছে।

অশোক। যাক্, আমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছি। আর কে মরে বাঁচে, আমার জানবার নেই। মগধের সিংহাসন থেকে ধীরে ধীরে দূরে আসছি, মনে করছ, কিরবো না? মায়া, মমতা, কৃতজ্ঞতা, ঘৃণা—সকলে প'ড়ে আমাকে বিপুল বলে সে শক্তিময়ের আসনের কাছ থেকে টেনে আনতে চেষ্টা করছে—মনে করেছ ফিরবো না? আয়, কোথায় কোন্ বর্ব্বর আমার ফেরবার পথ রোধ করতে পারিস আয়—আমি স্পর্দ্ধার সঙ্গে তোকে আহ্বান করি। যে জনক বিপন্ন আশ্রয়প্রার্থী ক্ষুধার্ত্ত পুত্রের উদরের ধর্ম্মহত্যা ক'রে নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে—জগতের কোন্ বজ্র তার তুলনায় সুকঠিন? তবে আয়, শত ধারে, সহস্র ধারে—প্রাবৃটের জলধারার সঙ্গে আয় বজ্র—আয়, আমার ফেরবার পথ-মুখে তোকে স্পর্দ্ধার সঙ্গে আহ্বান করি।

মহেন্দ্র। এ কি দেখলুম, পিতা? কুনাল! কুনাল! ভাই কোথায় তুই? এই তাদের ঘরের ধ্বংস দেখে কাতর হয়েছিলি। আয় ভাই! এসে দেখ—তোর নির্দ্দয় কাপুরুষ ভায়ের শাস্তি দেখ। আমি গৃহ দেখছি, কিন্তু গৃহী দেখতে পাচ্ছি না—ভাই! পিতার সেই পবিত্র দেহ দেখলুম—কিন্তু সে ঘরে আমাদের সেই পরম স্নেহময় পিতা নেই। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বেশ্বর! রাজ্য যাক্, আমাদের প্রাণ যাক্—পিতৃদেহে স্নেহময় পিতাকে আমার ফিরিয়ে দাও।

চতুর্থ অঙ্ক

—*—

প্রথম দৃশ্য

পার্ব্বত্য নগরপ্রান্ত।

কণিষ্ক, অনীতা, পার্ব্বতীয়গণ।

(গীত)

মোরে পাগল করিলি যে বনের মশা রে—
হুলা ক'রে আমীর ঘরে করলা দিয়ে বাসা রে—
কচুবনের মশা যে তোর বড় বড় ঠোঁট
মশার কামড় নয় যেন কুড়ালের চোট রে—
আমীর ঘরের মশার জ্বালায় চললুম শ্বশুরবাড়ী
তবু সে শালার মশা চললো সারি সারি রে।

কণিষ্ক। দেখছিস্ মা, দেখছিস্—তোকে পেয়ে পাহাড়ীদের আহ্লাদের আর জের মরছে না। তারা যেন চাঁদা-নিধি কুড়িয়ে পেয়েছে! ঘরে ঘরে বাড়ীর কর্ত্তা-গিন্নী, ছেলে-মেয়ে, পাড়াপড়শী সকলে

একসঙ্গে মিলে আমোদ করছে। ছুঁড়ীরা সব পাহাড়ে পাহাড়ে নেচে খেলে বেড়াচ্ছে।

অনীতা। তা তো দেখছি, কিন্তু বাপ্! আমি ত দেখে সুখ পাচ্ছি না।

কণিষ্ক। কেন মা? কেন মা? আমরা বুড়ো বুড়ী কি তোকে কোন অযত্ন করেছি?

অনীতা। স্নেহময় বাপ-মা কি সন্তানকে অযত্ন করে?

কণিষ্ক। তবে কেন সুখ পাবি না? তুই বুড়ীকে মা বলেছিস, বুড়ী তোকে বুকে তুলে নিয়েছে। আমাকে বাপ বলেছিস, আমি স্বর্গ হাত বাড়িয়ে পেয়েছি। তবে কি জানিস্ মা, ছিলি দিঘীর কমল, প'ড়ছিস পাহাড়ে, কি রকম যত্ন করলে শতদলে ফুটে উঠবি, তা তো জানি না।

অনীতা। তা তো আমি বলছি নি বাপ! ছেলেবেলায় আমি বাপ-মা-হারা—তাদের আদর কি, তা তো জানতুম না। মনে মনে বড়ই আক্ষেপ করতুম। শঙ্কর এত দিনে সে আপশোষ মিটিয়ে দিয়েছেন—কিন্তু বাপ, এত সুখেও ত সুখ পাচ্ছি না। বাপ! তোর যে এত বড় রাজ্য—এত ঐশ্বর্য্য—ভোগ করবে কে, তোর যে ছেলে নেই!

কণিষ্ক। ও হরি! তাই ভাবছিস্ বুঝি? তুই যে আমার সাত বেটা রে বেটী—তুই ভোগ করবি! কাল তোকে আমি রাজা করবো—সব মোড়ল মাতব্বরদের সঙ্গে পরামর্শ করেছি—সকলে আহ্লাদ ক'রে মত দিয়েছে। তুই আমার ছেলে, তুই গদীতে ব'সে এ রাজ্য শাসন করবি—যাকে যা বলবি, সেই মাথা হেঁট ক'রে শুনবে। যে না শুনবে, তাকে দুনিয়া ছেড়ে চ'লে যেতে হবে! আমি ব'সে ব'সে তোকে কেমন ক'রে মালিকানি করতে হয়, দেখিয়ে তবে বুড়ীকে নিয়ে ভগবানের নাম করতে ব'সে যাব। তোর জন্ত আমি এক দল মেয়ে পলটন তৈরী করতে বড় সর্দ্দারের ওপর হুকুম দিয়েছি।

অনীতা। তা তো বুঝেছি, কিন্তু বাপ, মায়ের কাছে শুনেছি যে, ক্ষেত্রি সমাজে ওঠবার জন্ত তুই একটি মেয়ে চেয়েছিলি।

কণিষ্ক। সে সব কথা ছেড়ে দে—সে সব মতি আমার ফিরে গেছে। বাপ! আর আমার সমাজে কাজ নেই। তোকে ছেড়ে কি আমি এক দণ্ডও বাঁচবো?—ও সব কথা ছেড়ে দে!

অনীতা। তা ব'লে তুণ শক—তোর তুলনায় ঢের তালুকদার রাজা যদি ক্ষেত্রি হয়, তা হ'লে তুই হ'তে পারিস্ না?

কণিষ্ক। আমি যে কারও কাছে মাথা হেঁট করতে পারি না মা!

অনীতা। মাথা হেঁট করতে যাবি কেন, জোরের সঙ্গে সমাজে উঠবি। আজকাল ক্ষেত্রিদের যে রকম ব্যাভার, তার তুলনায় তোরা ত বামুন।

কণিষ্ক। দেখ্ মা! মগধের রাজা তার পাটরাণীর ছেলেকে বিনি দোষে তাড়িয়ে দিয়ে, বাঁদীর ছেলে অশোককে যুবরাজ করেছে—সব রাজারা তাকে স্বীকার করেছে, আমি কিন্তু করি নি।

অনীতা। এই দেখ্ বাপ, ক্ষেত্রির আচরণ দেখ—তারা ছেলেকে বিনা দোষে ঘর থেকে দূর ক'রে নিঃসম্বল ক'রে ছেড়ে দেয়। আর তুই পথের কাঙ্গালিনীকে কুড়িয়ে এনে যথাসর্ব্বস্ব তাকে ধ'রে দিস্—তারা হ'ল কি না তোর চেয়ে উঁচু! বাপ! বিধাতা এমন সমাজ বেশী দিন রাখবেন না। জাতের অহঙ্কার নিয়ে ত জাত নয় বাপ, জাতের কাজ নিয়ে জাত। আমি বলছি, দেখিস্ বাপ—জোর ক'রে তুই সমাজে উঠবি।

কণিষ্ক। কত জন্মের মেয়ে ছিলি মা যে, বুকের যাতনা মরম থেকে তুলে দিলি! কিন্তু কি ক'রে হবে মা গায়ের জোরে ত জাতে উঠা যায় না? তা যদি হ'ত, তা হ'লে আমি আজই মগধের সিংহাসন উলটে দিতুম।

অনীতা। বলিস কি বাপ, পারিস?

কণিষ্ক। এক দিনে—দু'টো দিনের দেরী করতে হয় মা। শুধু পাটলীপুত্র সহরে পৌঁছিতে যে কটা দিন দেরী। আমি এত বড় মুলুকের মালিক হয়েছি, আমি কি মা চোখ বুজে ব'সে আছি? তোকে পেয়ে আহ্লাদে মেতে আছি ব'লে কি মনে করেছিস, দুনিয়ার খবর রাখছি নি? আমি রাজা, আমাকে কানে দুনিয়া দেখতে হয়। এই যুগ্না দেশে ব'সে ব'সে আমি মগধের সব খবর রেখেছি। রাজ্যের যারা মাথা, তারা সব আটকা পড়েছে। মন্ত্রী রাধাগুপ্ত কয়েদ হয়েছে—বড় ছেলে অশোক রাজ্য ছেড়ে চ'লে গেছে—পাটরাণীকেও রাজা আটকে রেখেছে। থাকতে আছে, একটা স্ত্রীর বশ রাজা, আর গোটা কতক ভূত। একবার পৌঁছিতে পারলে আমি চড় মেরে সে কটাকে মগধ থেকে তাড়াতে পারি।

অনীতা। বাপ! একটা কথা তোকে বলবো?

কণিষ্ক। তা আবার সন্তর্পণে জিজ্ঞাসা করছিস্ কেন? তোর যখন যা বলবার ইচ্ছা হবে, তখনি

আমাকে বলবি। মনে চেপে রাখিস্ নি। মনে মনে গুমরে থাকা বড় পাপ।

অনীতা। বেশ চল্—মায়ের কাছে ব'সে বলি গে।

কণিষ্ক। আমি বলব ?

অনীতা। কৈ, বল দেখি—তা যদি বলতে পারিস্, তা হ'লে বুঝবো বাপ্, তুই শুধু রাজা ন'স, তুই অন্তর্যামী দেবতা।

কণিষ্ক। মগধের ওপর তোর রাগ আছে। মগধ তোর কোন অনিষ্ট করেছে!

অনীতা। অনিষ্ট কি বাপ্? মগধের রাজা আমার বড় অপমান করেছে।

কণিষ্ক। তা বুঝেছি—বেশ চল্—যোদ্ধাদের সঙ্গে পরামর্শ করি গে চল্।

অনীতা। হাঁ বাপ্, শোধ নিতে পারবি ?

কণিষ্ক। পারি না পারি, একবার চেষ্টা করবো না ? তোর অপমান—সে ত আমারই অপমান মা! —আয়, আমার সঙ্গে আয়!—কিন্তু দেখ মা, একটা মজার কথা।

অনীতা। কি কথা বাপ্ ?

কণিষ্ক। দেখ, মগধের রাজা তোর অপমান করেছিল ব'লেই তোকে আমি পেয়েছি। নইলে তোকে কোথায় দেখতে পেতুম মা! এক দিকে সে ত আমার মিতে রে।

অনীতা। তাই ত! তা হ'লে কি হবে ?

কণিষ্ক। একবার যেতে হবে, তোর মনে যখন শোধ নেবার কথা উঠেছে, তখন একবার মগধের দোরে ঘা মারতেই হবে—চল্, সব সর্দারদের ডেকে একটা পরামর্শ করি গে।

(রাণীর প্রবেশ)

রাণী। রাজা! রাজা! কৈ তুই ?

কণিষ্ক। কেন রাণি ?

রাণী। পাহাড়ের ধারে বেড়াতে গিয়ে দেখি, একটা ছেলে—রাজপুত্তুরের মতন চেহারা—গাছের তলায় শুয়ে আছে।

কণিষ্ক। কোথা রে ?

রাণী। দেও পাহাড়ে একটা দেবদারু গাছের তলায়—সঙ্গে কেউ নেই—ভিখিরীর মতন সাজ।

অনীতা। তাই ত! আমার স্বামী নয় ত ? মা দুর্গা! তোর নাম ক'রে মত্ত ক'রে ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়েছিলুম—তুই আগা মাথায় ক'রে সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছিলি—আবার নূতন আলোর ডালি আমার সুমুখে এনে ধরলি না কি মা ?

রাণী। তবে চোখ বুজে আপনি কি বলছিল, আমি পা টিপে কাছে গিয়ে শুনে এলুম। মগধের নাম কানে ঠেকলো—মগধের সেই রাজপুত্তুরটো নয় ত ?

কণিষ্ক। চল্ দেখি, দেখে আসি।

রাণী। চল্ দিকি রাজা, আমি স্ত্রীলোক, কথা কইতে চেষ্টা করলুম, পারলুম না।

অনীতা। মা! আমায় একবার দেখাবি ?

রাণী। কি রাজা! মেয়েটা যাবে ?

কণিষ্ক। বেশ, চল্—কিন্তু আগে আমি কথা ক'য়ে সব খবর জানবো, তবে তোদের তার সঙ্গে কথা কইতে দেবো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গিরিকন্দর।

অশোক।

অশোক। ভিখারীর জীবন বহন করার চেয়ে তাকে সরিয়ে দেওয়া দেখছি শতগুণে ভাল। আর আমার জীবনের প্রয়োজন কি ? দেহ ব্যাধিময়, তার ওপর অর্দ্ধাহারে অনাহারে কঙ্কালসার! সমস্ত বিপদ স'য়ে, সমস্ত যাতনা স'য়ে, ভিখারীর অপমান প্রত্যাখ্যান অভ্যস্ত হয়ে যদি বেঁচে থাকতে পারি, তবেই আমি সন্ন্যাসীর ভবিষ্যৎ বাণী সফল করবো—তবেই আমি মগধের সিংহাসনে আরোহণ করবো! না, আর হয় না! আর এক দিনের জন্যও বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করছে না। কোথায় কত দূরে পবিত্র সলিল! জাহ্নবী-তীরে আমার সর্ব্বসুখলালসার তৃপ্তিদায়িনী জন্মভূমি—আর কোথায় কোন্ অজ্ঞাত বর্ব্বর-নিসেবিত দেশের নির্ম্মম শ্মশানবৎ লালসা-দাহিনী অধিত্যকা! রাজেশ্বরের সন্তান আমি, আমার এ কি অবস্থার পরিবর্ত্তন! আর না! এখন দেখছি, মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ! তাই ত, ও কি ? মৃত্যু চাইতে না চাইতে সুগম মৃত্যুর পন্থা! ও কি দেখতে পাচ্ছি ? এক মানুষের মাথার খুলিতে বৃষ্টির জল পড়েছে, এক বিষাক্ত ফণাধর তাতে বিষ উদ্গীরণ করছে। তাই ত, এ কি! মাথা দুলিয়ে আমার দিকে চাচ্ছে, যেন বলছে, যন্ত্রণা থেকে যদি মুক্তি চাও ত আমার এই অমৃততুল্য প্রসাদ পান কর। মৃত্যুর এরূপ সহজ উপায় আর হবে না। দেখবো সন্ন্যাসী!

তোমার ভবিষ্যদ্বাণী কেমন ক'রে সফল হয়! ব্যাধি-ভরা দেহ স্পর্শে আমি মগধের পবিত্র সিংহাসনকে কলুষিত করতে চাই না। আমি ঐ বিষই পান করবো!

[প্রস্থান।

(কণিষ্ক ও অনীতার প্রবেশ)

কণিষ্ক। আর যাস্‌নি মা, আর বেশী দূর আমি তোকে যেতে দেবো না।

অনীতা। আমি যেতে চাই না। কিন্তু কোথায় গেল? এই ত ছিল, কোথায় চ'লে গেল—কেন চ'লে গেল? আমাদের কি দেখতে পেলে?

কণিষ্ক। না, না রে, ভয় নেই—আমরা পাহাড়ের আড়ালে আড়ালে এসেছি, কেমন ক'রে দেখতে পাবে? তুই ঠিক চিনিস্ ত?

অনীতা। ঠিক চিনেছি।

কণিষ্ক। কথা ঠিক ত?

অনীতা। ঠিক।

কণিষ্ক। দেখিস্ যেন অপ্রস্তুত করিস নি! বুঝে দেখ মা! আমি বুনো বটে, কিন্তু তবু আমি রাজা!

অনীতা। তোকে অপ্রস্তুত করলে আমার ধর্ম্ম কোথায় থাকবে বাপ?

কণিষ্ক। বেশ, আমি চল্‌লুম। তুই সেজে গুজে ঠিক হয়ে থাক্!

[কণিষ্কের প্রস্থান।

(বিনায়কের প্রবেশ)

বিনা। কি মা! চিনতে পারিস?

অনীতা। তাই ত, তাই ত! এ কি! এ কি সৌভাগ্য! ঠাকুর! আপনি কেমন ক'রে এলেন?

বিনা। তুই নারী, তুই কেমন ক'রে এলি মা? থাক্, এখন আর অন্য কথা নয়, চ'লে আয়—নারায়ণ আমার শ্রম সার্থক করেছেন—তোকে পেয়েছি—সঙ্গে সঙ্গে তোর স্বামীকে পেয়েছি—চ'লে আয়—গোল করিস নি, অদৃষ্টের ক্রিয়ায় বাধা দিয়ে জীবনের মধুরতা নষ্ট করিস নি—চ'লে আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

(অশোকের পুনঃ প্রবেশ)

অশোক। এ কি! এ কি বিচিত্র ব্যাপার! প্রাণ ভ'রে বিষপান করলুম, তবু আমার মৃত্যু হ'ল না। এ কি! দেখতে দেখতে দেহ ব্যাধিমুক্ত—অনাহারক্লিষ্ট দেহ যেন শত মাতঙ্গের বল ধারণ করলে! তাই ত, কোন্ অনন্তের অদৃশ্য জীবন-শক্তি গরলমধ্যে অমৃতরূপে আত্মগোপন ক'রে আমাকে মৃত্যুঞ্জয়ের অবস্থা প্রদান করলে! প্রাণ-দায়িনি! তুমি যতই আমার বাহ্যদৃষ্টির অন্তরালে থাক না কেন, আমি হৃদয়ের প্রতি উল্লাস নৃত্যে তোমার আগমন অনুভব করছি। ধমনীতে তোমার লীলা-প্রবাহ—কর্ণে তোমার আশ্বাসবাণীর মধুর ঝঙ্কার, নবজীবনের সঙ্গে আশা নূতন রূপ-বিলাসে উজ্জীবিত! আয়, সঙ্গে সঙ্গে শুভ মলয়ে সঞ্চালিত হয়ে আমার সকল সৌভাগ্য ফিরে আয়।

(সর্দ্দার ও কণিষ্কের প্রবেশ)

কণিষ্ক। কে তুই বটে রে! কোথা থেকে এলি এখানে? এ পাহাড়ের তলায় একলা একলা কি করছিস্?

অশোক। তাই ত! এরা কে? বুঝি এই বন্যদেশের রাজা! তুমি কে বৃদ্ধ?

কণিষ্ক। আগে আমার কথার জবাব দে!

অশোক। দেখতেই ত পাচ্ছ, এক জন ভিখারী।

কণিষ্ক। ঘর কোথা?

অশোক। ভিখারীর আবার ঘর কি, যখন যেখানে থাকি, সেইখানেই ঘর।

কণিষ্ক। বটে রে বটে, তুই ত খুব কথা কইতে শিখেছিস। তোকে আমি এতটুকুটি দেখে এসে-ছিলুম।

অশোক। তাই ত, এ আমাকে জানে না কি? তুমি আমায় কোথায় দেখলে?

কণিষ্ক। সে যেখানে দেখবার, সেখানে দেখেছি—শুধু কি দেখেছি রে, তোরে কোলে ক'রে নাচিয়েছি—তোরে এত বড় একটা মৃগনাভি যৌতুক দিয়েছি। তুই কচি ছেলে, তোর সঙ্গে কি আমি তামাসা করছি রে?

অশোক। কে আমি বল দেখি?

কণিষ্ক। তুই চন্দ্রগুপ্তের নাতী রে! তোর দাদা আমাকে বড় জানতো রে—বড় জানতো! সে যখন রাজা হয়, তখন তার পেছনে ছিল কে রে? ওরে আমাকে নিয়েই ত তোদের মুলুক রে! কিন্তু তোর বাপ সেটা বুঝলে না—সে শকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করলে, কিন্তু আমার সঙ্গে করলে না। সেই শক মেয়েটার কানফুস্‌লিতেই সে তোকে তাড়িয়ে দিয়েছে না?

অশোক। কে আপনি ?

কলিঙ্ক। আমি তক্ষশীলার রাজা রে!

অশোক। তাই ত! তাই ত! রাজা! আপনাকে অভিবাদন করি।

কলিঙ্ক। তার পর যখন দয়া ক'রে এ দু'বার দেশে এলি, তখন তাদের ঘরে একবার চরণ দিবিক্লি ?

অশোক। না রাজা—ক্ষমা কর—আমি এ বেশে তোমার ঘরে যেতে পারবো না।

কলিঙ্ক। কেন রে—আমার ঘরে কি বেশ নেই ?—যা তো যোড়ল, রাজপুত্তুরের মতন একটা বেশ নিয়ে আয় তো!

অশোক। না রাজা, প্রয়োজন নেই।

কলিঙ্ক। তা কি হয় রে ?

সর্দার। রাজা বলছে, তা কি হয় রে ?

কলিঙ্ক। যা ভাই, দেখে একটা বেশ নিয়ে আয়! (সর্দারের প্রস্থান) তুই আমার সাঙ্গাতের নাতী—তোকে আমি এই বেশে দেখে কি ছেড়ে দিতে পারি ?

অশোক। রাজবেশ প'রে ভিক্ষে করবো রাজা!

কলিঙ্ক। কেন, এইখানেই থেকে যা!

অশোক। ক'দিন থাকবো রাজা ?

কলিঙ্ক। কেন, চিরকালই থেকে যা—তোর নিজের ঘরে থাকবি, তাতে আর লাজ কি রে ? আমার একটা বেটী আছে, নিবি ? নিয়ে আমার মুলুকের রাজা হবি ?

অশোক। তাই ত! এ বলে কি ?

কলিঙ্ক। কি বলিস রে, পারবি ?

অশোক। (স্বগত) তুচ্ছ তক্ষশীলার জন্য জাতি নাশ করবো ?

কলিঙ্ক। কি ভাবতে লাগলি—আমার বেটীকে নে—সে দেখতে বড় ভাল আছে রে—তোকে বেশ মানাবে রে—বেশ মানাবে।

অশোক। তুমি যে ক্ষত্রিয় সমাজে ওঠনি রাজা!

কলিঙ্ক। তোর বাপ ত তুললে না। কেন, তুই বিয়ে ক'রে উঠিয়ে নে।

অশোক। আমি ত সম্রাট নই, আমি কেমন ক'রে তুলবো ? উল্টে তোমার মেয়েকে বিবাহ করলে আমি সমাজচ্যুত হব।

কলিঙ্ক। বেশ, আমি যদি তোকে রাজা ক'রে দিতে পারি ?

অশোক। তা যদি পার রাজা, তখনি তোমার কন্যাকে বিবাহ করবো।

কলিঙ্ক। ভাল, আমার ঘরে চল। আগে আমার মেয়েকে বিয়ে কর।

অশোক। বিবাহ করবো, এ কথা বিশ্বাস করছ না ?

কলিঙ্ক। তুই রাজা হ'লেই সব ভুলে যাবি। তোর দাদা ভুলে গেছে, তোর বাপ ভুলে গেছে, তুই ত সেই বংশের ছেলে রে ?

অশোক। বেশ, চল! কিন্তু তুমিও প্রতিশ্রুত হও রাজা!

কলিঙ্ক। আমি হাঁ বললে আর না হয় না রে।

অশোক। বেশ, চল! কিন্তু রাজা, আমি চোখ বেঁধে তোমার কন্যাকে বিবাহ করবো। যত দিন না সিংহাসনে বসবো, তত দিন তোমার কন্যার মুখ দেখবো না।

কলিঙ্ক। তা হ'লে বল্, আমার বেটীকে পাটরাণী করবি ?

অশোক। তাই ত! মাতার অপমান আমার প্রাণে যত কষ্ট দিচ্ছে, আমার নির্ব্বাসনে আমার সে কষ্ট হচ্ছে না! আমিও আবার তাই করবো ? মদ্গতপ্রাণা সহধর্ম্মিণী, তাকে আমি চিরন্তন অধিকার থেকে বঞ্চিতা করবো ? কিন্তু উপায় কি, এরূপ না করলে আমাকে আজন্ম ভিখারীই থেকে যেতে হয় যে!

কলিঙ্ক। আবার ভাবতে লাগলি কি ?

অশোক। দেখ রাজা, শাস্ত্রসম্মত বিবাহ না হ'লে ত স্ত্রী পাটরাণী হ'তে পারে না। ব্রাহ্মণে ত তোমাদের পৌরোহিত্য করে না। ব্রাহ্মণে না পুরোহিত হ'লে মগধে সে বিবাহ ত বৈধ ব'লে গ্রহণ করবে না।

কলিঙ্ক। এত খুঁটিনাটি—তবে আর হ'ল না, তবে যা।

অশোক। এক জন ব্রাহ্মণ সংগ্রহ কর, আমি এখনি বিবাহে প্রস্তুত আছি।

কলিঙ্ক। বামুন কোথায় পাব ? বামুন পেলে ত জাতে উঠতুম রে।

(বিনায়কের প্রবেশ)

বিনা। বামুন চাই, কি রাজা মেয়ের বিয়েতে বামুন চাই ?

অশোক। এ কি বিপ্র! তুমি যে এখানে ?

বিনা। তুমি যখন ক্ষিপ্রগতিতে রাজধানী ত্যাগ করেছ, তখন গরীব বিপ্র করে কি ?

কলিঙ্ক। কি দেবতা! পুরুত হবি ?

বিনা। তাই হ'তেই ত এসেছি রাজা! পাহাড়ী মায়ের বিয়েতে বামুনেই ত ঘটকালি করে রাজা!

কণিষ্ক। তবে আয় বাপ্ আয়।

অশোক। অনীতা! তোমার হিতৈষী ব্রাহ্মণ সুদ্ধ তোমার শত্রুতা করছে। বড়ই বিপন্ন আমি—দয়া ক'রে তোমার ভিখারী স্বামীকে তোমার পবিত্র অধিকার ভিক্ষা দাও। প্রতিশোধ চাই—প্রতিশোধ! অবৈধ উপায়ে আরম্ভ, অবৈধে তাহার শেষ করব। চল রাজা! কিন্তু রাজা। তা হ'লে এই বসন্তোৎসবের মধ্যেই আমাকে মগধে উপস্থিত করতে হবে। যদি সিংহাসন দিতে পার, তা হ'লে তোমার কন্যাকে নিয়েই আমি প্রথম বসন্তোৎসবে সিংহাসনে অধিরোহণ করবো। প্রজা তোমার কন্যার চরণেই প্রথম পুষ্পাঞ্জলি দান করবে।

কণিষ্ক। বেশ, চল্।

[কণিষ্ক ও অশোকের প্রস্থান।

(পশ্চাৎ হইতে অনীতার প্রবেশ)

বিনা। কি মা! ঠিক ধরেছি ত! তোমার মা মগধেশ্বরী, তোমার সন্ধানে গলবস্ত্রে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। মা! তোর সন্ধানে আমি ভারত পরিভ্রমণ করেছি। তুমি যে পাহাড়ে প্রকৃতির শোভাবর্দ্ধন করতে গিরিরাজ-নন্দিনী হয়ে আছ, তা তো বুঝতে পারি নি! কিন্তু এত ক'রেও লুকুতে পারিস্ নি বেটী! ধরেছি—ধরেছি, ঐ দূর থেকে তোকে পাহাড়ের শৃঙ্গে দেখেছি। ছুটে এসেছি, এসে এক পেতে দুই পেলুম। মা! ভিখারী ব্রাহ্মণের ক্ষুদ্র প্রাণে আনন্দ যে আর ধরছে না। কিন্তু এ কি লীলা করছিস্ মা?

অনীতা। প্রভু! যদিই ভগবৎপ্রেরিত হয়ে এসেছেন, তা হ'লে কন্যার মর্য্যাদা রক্ষা করুন, আমার পুনর্ব্বিবাহে সহায় হ'ন।

বিনা। চল্ মা, এখনি চল্।

তৃতীয় দৃশ্য

দালান।

প্রহরীদ্বয়।

১ম প্র। তাই ত ভাই! এ কি হ'ল রে!—রাবরাজত্ব শ্মশান হ'ল! রাজপুরীতে ত কেউ আর রইল না রে!

২য়। তাই ত ভাই! এ ত আর দেখতে পারা যায় না।

১ম প্র। মূর্খ বীতশোক যুবরাজ, মাণী রাজা, নিষ্ঠুর ধুন্ধু তাদের সহায়, এ রকম আর দুদিন চললে ত এ রাজ্যে মানুষ থাকবে না।

২য় প্র। আর আছেই বা কৈ? নগরের ভেতরে যেখানে মানুষের মতন মানুষ ছিল, সব মরেছে। মানুষ রইল কৈ?

১ম প্র। হায়! কি হ'ল? অশোকের সঙ্গে, পাটরাণীর সঙ্গে, রাধাগুপ্তর সঙ্গে সব গেল? শকের রাজত্ব হ'ল। তারা নির্ব্বিকারে নরহত্যা করছে।

(ধুন্ধু ও বীতশোকের প্রবেশ)

ধুন্ধু। আর কি চান বন্ধু? সাত দিনের ভেতরে সব চুপচাপ করিয়ে দিয়েছি। মানের সঙ্গে আপনাকে যুবরাজের আসনে বসিয়েছি। যে সকল লোক আমাকে ও আপনাকে গাধা ব'লে রহস্য করতো, তারা আজ কোথায়? সন্ধান করুন, দুনিয়ায় আর তাদের খুঁজে পাবেন না। যারা আছে, তারা শতমুখে আপনার জয় ঘোষণা করছে।

বীত। তা তো শুনতেই পাচ্ছি বন্ধু! শুনে প্রাণ আমার আহ্লাদে নৃত্য করছে। বন্ধু! তুমি না থাকলে এ সব সৌভাগ্য আমার দাদা অশোক ভোগ করতো। বন্ধু! তোমার ঋণ আমি এ জন্মে শুধতে পারবো না।

ধুন্ধু। অশোকের হয়ে একটা কথা কয়, এমন একটা লোক আর মগধে নেই। মগধে কেন, ভারতে নেই। ভয়েই মহারাজ কাতর হয়ে পড়েছিলেন। ভেবেছিলেন, আপনাকে যুবরাজ করলে, পাছে ভারতের রাজা-প্রজা বিদ্রোহী হয়! কিন্তু কৈ, কেউ ত হ'ল না? কেউ একটা কথা পর্য্যন্ত কইলে না। উল্‌টে বরং সকলে সন্তুষ্ট হয়েছে, উপহার পাঠাচ্ছে। কেবল একটা বুনো রাজা মাথা হেঁট করে নি। সে তক্ষশীলা। তা তাকে দেখে নিচ্ছি। উৎসব হয়ে গেলেই বেটাকে ধরিয়ে আনাচ্ছি! তার পর তার টিকিটি ধরবো, আর একটি খাঁড়ার কোপ মারবো, বস্—বেটাকে হাড়কাঠে পুরে বলি দেব।

বীত। এই ত তুচ্ছ রাজ্যশাসন—এই ত তুচ্ছ প্রজারঞ্জন এই কথা নিয়ে রাধাগুপ্ত রাজার কাছে গর্ব্ব করতো! এ রাজ্য আমি এমন ক'রে শাসন করবো যে, রাধাগুপ্ত জন্মেও তা দেখে নি।

ধুন্ধু। বুঝুন যুবরাজ! বুঝুন—রাধাগুপ্ত আজীবন চেষ্টা ক'রে যে কাজ করতে পারে নি, আমি সাত দিনে

তাই ক'রে ফেলেছি—প্রজার মুখে আর হাসি ধরছে না। রাজ্যশাসন অতি তুচ্ছ—আপনি মনে এতটুকুও ভয় করবেন না। সিংহাসন যেমন পাবেন, অমনি গ্যাট্ ক'রে তাতে চেপে বসবেন। আপনি চোখ বুজে থাকবেন, রাজ্য আমি খর খর ক'রে চালিয়ে দেবো। আমি চাণক্য পণ্ডিতের সম্বন্ধী, বোনাই কানে কানে কত কথা আমাকে ব'লে গেছে, তা কি রাধাগুপ্ত জানে? সে বুড়ো সে সব মন্তর পাবে কোথায়?

বীত। কিন্তু দেখ ভাই! যুবরাজ হয়েও সুখ হচ্ছে না।

ধুন্ধু। চুপ্ চুপ্! আস্তে—আস্তে! কে কোথায় লুকিয়ে আছে, শুনে ফেলবে। সুখ হচ্ছে না, আমি কি বুঝতে পারছি না? কিন্তু কি করবো, মনের দুঃখ মনে—বন্ধু! মনের দুঃখ মনে। অশোককে তাড়িয়ে দিলুম, তার মা আর রাধাগুপ্তকে বন্দী করলুম, প্রজা কথা কইলে না—এখন বুঝতে পারলেন না, প্রজা আপনাকে কত ভালবাসে! দু'দিন, দু'দিন—বসন্তোৎসবটা যেতে দিন। অনেক হত্যা হয়ে গেছে, অনেক রক্তপাত হয়েছে! দু'দিন একটু মেদিনী ঠাণ্ডা হ'ক। তার পর—যুবরাজ তার পর—আমি চাণক্যের সম্বন্ধী—আপনার মনের ভেতর কোথায় কি হচ্ছে—আমি সব বুঝতে পারছি।

বীত। এত বুদ্ধি তোমার, এতেও পাষণ্ড বেটারা তোমাকে বোকা বলে!

ধুন্ধু। সে সব কথা প্রাণে গাঁথা—সবুর—তবে দু'দিন সবুর! হাত আমার সড় সড় করছে—প্রাণ আমার আই-ঢাই করছে উঃ! রাধাগুপ্ত এখনও বেঁচে আছে, অশোকটা পালিয়ে গেছে! সবুর—সবুর—

বীত। তা দেখ ভাই, উৎসবটা কেটে যাক্—রাজা আমাকে করতেই হবে!

ধুন্ধু। চুপ্ চুপ্—তা আর বলছেন কেন যুবরাজ? তবে রবে—চারিদিকে নজর রেখে—ধীরে ধীরে—নিজের কোটে ফিরে।

বীত। কিন্তু ভাই, বুড়ো রাজা থাকতে কেমন ক'রে তুমি আমাকে রাজা করবে?

ধুন্ধু। চুপ চুপ—আছে,উপায় আছে—কিন্তু রাধাগুপ্ত খোলসা পেলে সব মতলব ফসকে যাবে। রাজা ধুন্ধু, মন্ত্রী ধুন্ধু, এ যদি না হ'ল, ত জীবনের দিন হ'ল কৈ। হবে—কিন্তু রয়ে—রয়ে। এখনও অশোকের ছেলে দুটো আছে, আগে সে দুটোর বিধান করতে হবে—অশোকের বিধান করতে হবে—রাধাগুপ্তের বিধান করতে হবে—এখন মনের কথা মনে রেখে—মুখের হাসি মুখে রেখে—

বীত। বস্—সব বুঝেছি বন্ধু—সব বুঝেছি। আমি রাজা, তুমি মন্ত্রী আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী।

(চিত্রার প্রবেশ)

চিত্রা। মূর্খ ব্রাহ্মণ! এমনি ক'রে তুমি মন্ত্রিত্ব করবে? রাজ্যের ভবিষ্যৎ শত্রু দু'টো ক্ষুদ্র বালক, তোমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেল!

বীত। তাই ত, তাই ত, কে পালালো মা?

চিত্রা। কে পালালো, তুমি কি বুঝবে? কি বুঝছো ব্রাহ্মণ! মাথায় হাত দিয়ে কি ভাবছ—বুঝতে পারছ না?

ধুন্ধু। কৈ, বুঝতে ত পারছি না রাণীমা!

চিত্রা। এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ভবিষ্যতে মন্ত্রিত্বের প্রত্যাশা কর?

ধুন্ধু। কৈ, কে আছে, এখনও ত বুঝতে পারছি না। এক আছে অশোক, তা সে কোথায়, তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। আর আছে সেই ভক্ষশীলার রাজা, যে আপনার পুত্রকে যুবরাজ অস্বীকার করেছে। আর ত আপনার সব শত্রুকেই নিপাত করেছি।

চিত্রা। মরাকে মেরেছ—জীবিতকে ত হত্যা করতে পার নি। অশোকের দুই পুত্রকে মারতে পেরেছ?

ধুন্ধু। তাদের ত মারবার সব বন্দোবস্ত করেছি, তারা কেমন ক'রে পালাবে, কে তাদের সংবাদ দেবে? তাদের ঘুমন্ত অবস্থায় শয্যাতেই তাদের শেষ করবার ব্যবস্থা করেছিলুম।

চিত্রা। তারা পালিয়েছে।

ধুন্ধু। কেমন ক'রে পালাবে—নিশ্চয়ই ঘাতকগুলো বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমি সেই পাপিষ্ঠ ঘাতকগুলোকেই হত্যা করবো!

বীত। তাই ত বন্ধু। কি হ'ল? যে বিপদ, সেই বিপদই ত রয়ে গেল।

চিত্রা। গোল ক'র না। চতুর্দিকে গুপ্তচর প্রেরণ কর। শুনেছি, তারা সহায়হীন। বালক, তারা বেশী দূর যেতে পারবে না—আত্মগোপন করতে পারবে না। এখনি যাও ব্রাহ্মণ—চারিদিকে গুপ্তচর পাঠাও।

ধুন্ধু। আমি এখনি চললুম।

[প্রস্থান।

বীত। কৈ মা! তুমিও ত আজও রাধাগুপ্ত আর রাণীকে হত্যা করলে না।

চিত্রা। মূর্খ! কেন হত্যা করি নি, তা বুঝবে কি? আমার সিংহাসনে আরোহণ দেখবার জন্ত তাদের বাঁচিয়ে রেখেছি। তারা বন্দী অবস্থায় আমার সুমুখে দাঁড়াবে, আর আমি সিংহাসনে ব'সে পা দুলিয়ে তাদের বিচার করবো!

বীত। মা, মা! তোমার কি বুদ্ধি! তা হ'লে বাবাকে সরিয়ে কেন রাজা হও না?

চিত্রা। মূর্খতা ক'র না—গর্দ্দভের স্থায় উল্লাসে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট ক'র না। যাও, কৈলোয়ার দুর্গে গিয়ে, গোপনে সেই দুই বন্দীকে রাজপুরীতে এনে উপস্থিত কর।

বীত। এখনি যাচ্ছি।

চিত্রা। অতি সঙ্গোপনে—সাধারণে তাদের যেন কোনও সংবাদ না পায়। তা হ'লে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তোমার পিতার মন চঞ্চল হচ্ছে—তিনি সেই বালক দু'টোকে হত্যা করতে ইতস্ততঃ করছেন। প্রজা যদি তার মনের পরিবর্ত্তন জানতে পারে, তা হ'লে কার্য্যসিদ্ধি হবে না—তোমার ভবিষ্যতে রাজা হওয়া অসম্ভব হবে। অশোক এখনও বেঁচে আছে। আমি তখন বুঝতে না পেরে, তার হত্যার ব্যবস্থা করি নি। পিতা ও ভ্রাতাকে বসন্তোৎসবে নিমন্ত্রণ করেছি। তারা উৎসব দেখবার ছল ক'রে গোপনে সৈন্য নিয়ে মগধে আসছে। যতক্ষণ তারা না আসে, ততক্ষণ কোনও কথা কারও কাছে প্রকাশ ক'র না—তোমার বন্ধুকে ব'ল না। যাও, গোপনে সেই দুই প্রবল বন্দীকে রাজপ্রাসাদে এনে উপস্থিত কর। এত দিন তাদের রাখতুম না—কিন্তু তারা আমার ঐশ্বর্য্যভোগ না দেখে মরবে, এ আমি সহ্য করতে পারছি না। যাও, কাউকে না ব'লে, কৈলোয়ায় চ'লে যাও।

[বীতশোকের প্রস্থান।

(বেগে ধুন্ধুর প্রবেশ)

ধুন্ধু। রাণীমা! রাণীমা! ধরা পড়েছে—ধরা পড়েছে।

চিত্রা। ঠিক্—না আমাকে তুষ্ট করবার জন্ত মিথ্যা সংবাদ নিয়ে আসছ?

ধুন্ধু। চক্ষে—চক্ষে দেখে ছুটে আসছি—একটা ধরা পড়েছে।

চিত্রা। একটা? মূর্খ! তা হ'লে এখনও পূর্ণ উল্লাসের সময় আসে নি। কে সে?

ধুন্ধু। কনিষ্ঠ কুনাল। বলুন রাণীমা! তাকে শেষ করি।

চিত্রা। প্রকাশ্যে! পাপ!—তুমি আমার উৎসব নষ্ট করতে চাও? এখনও একটা বেঁচে—তুমি শীগ্‌গীর তাকে রাজপ্রাসাদের মধ্যে নিয়ে এস।

(চরের প্রবেশ)

ধুন্ধু। এই যে—এই যে—তোমাকে এমন ক'রে গোপনে সংবাদ নিয়ে যেতে বলেছিলুম, ছেলে দু'টো কি ক'রে খবর জেনে পালালো?

চর। কি ক'রে সংবাদ পেলে, কি ক'রে পালালো, কিছুই ত বলতে পারছি না প্রভু!

চিত্রা। বলতে না পারলে তোমার শাস্তি আছে।

চর। দোহাই রাণীমা! দাসের কোন অপরাধ নেই। আমি সেখানকার রক্ষীদেরও জানবার আগে গুপ্তঘাতক নিয়ে ছেলে দু'টোর ঘরে প্রবেশ করি। গিয়ে দেখি, শয্যা শূন্য। তারা কোন পথ দিয়ে গেল, কেমন ক'রে গেল—বাড়ীর প্রহরী পর্য্যন্ত জানতে পারেনি।

চিত্রা। বিশ্বাসঘাতক! এই কথা আমাকে বিশ্বাস করাতে চাস্! আর কে জানবে—তুই নিজে তাদের সাবধান ক'রে দিয়েছিস!

ধুন্ধু। তোকেই আগে হত্যা করবো।

চর। দোহাই, আমি কোন অপরাধের অপরাধী নই। আমায় হত্যা করবেন না। কে প্রকাশ করেছে, আমি জানি না।

ধুন্ধু। এই কোন্ স্থায়—লে যাও, কোতল কর, কোতল কর।

(বিনায়কের প্রবেশ)

বিনা। হাঁ হাঁ—নিরপরাধ—ওকে হত্যা ক'র না! আমি বলেছি—ভবিষ্যতের অবস্থা আগে থাকতে বুঝে, আমিই সেই বালকদের সাবধান ক'রে দিয়েছি—খুন করতে হয়, আমাকে কর।

চিত্রা। তুমি! তুমি! বিশ্বাসঘাতক—ব্রাহ্মণ-কলঙ্ক! তুমি আমার খেয়ে শরীর পোষণ ক'রে আমারই সর্ব্বনাশসাধন করছ?

বিনা। রাণি! কি বলব? নাশ করাই আমার স্বভাব। তোমার কাছে খেয়ে খেয়ে পেট মোটা ক'রে এত দিন কেবল আত্মনাশ করেছি,—এখন

তোমার হাত এড়িয়ে, না খেয়ে শীর্ণ হয়ে সর্ব্বনাশ করছি।

(নেপথ্যাভিমুখ দেখাইয়া)

একটা বুঝে পালিয়েছে—কিন্তু ঐ হতভাগা আমার শত চেষ্টাতেও শুনলে না। ঐ বিস্ফারিত লোচন—রাণি! চেয়ে দেখ ঐ—আত্মরক্ষার এতটুকুও চেষ্টা করলে না, ধরা দিয়ে কি সুখ পেলে, একবার রাণি, জিজ্ঞাসা কর আমি শুনে আক্ষেপ মিটিয়ে চ'লে যাই।

চিত্রা। আহা! এ কি অপূর্ব্ব সুন্দর!

বিমা। দেখ রাণি! মূর্খ বালক! মৃত্যুভয়-হীন, কালসাপিনীর ফণায় কমলাঙ্কিত দেখে স্থিরনেত্রে তার পানে চেয়ে আছে, জানে না, সে কমল কি বিষ-পরিমল উদ্গিরণ করে।

চিত্রা। যাও, এখনি ব্রাহ্মণকে বন্দী ক'রে নিয়ে যাও। বিচার ক'রে ব্রাহ্মণকে শাস্তি দিতে হবে।

বিমা। আর বিচার-ফিচার কেন রাণি অমনি অমনি শ্মশানে পাঠাবার আদেশ দাও। বিচার করতে গেলে তোমার পরিশ্রম হবে।

চিত্রা। ব্যস্ত হও না ব্রাহ্মণ! শীঘ্রই তোমার সে অভিলাষ পূর্ণ করছি! শাস্তি দেখে দিনস্থির করেছ, আমার বসন্তোৎসবটা দেখবে না?

বিমা। ও! রাণি! তোমার কি দয়া! তাই দেখতেই ত আমি এসেছি। কিন্তু ভগবান্, তারা না আসতে আসতে এই নিরীহ বালকের জীবন রক্ষা কর।

(সখীর প্রবেশ)

সখী। কৈ, রাণী কি করছে? সমস্ত নগর আমোদে মেতে উঠলো, আর আমাদের রাণীর এখনও সময় হ'ল না! সমস্ত সাজগোজ ক'রে রেখেছি, রাজা সেজে থাকতে আদেশ দিয়ে গেছে, কিন্তু কৈ, রাণীর ত কোন সাড়া দেখছি না! যেন কিছুই উৎসব নয়। উৎসব হ'ল না হ'ল, যাচ্ছি যাব, করছি করবো। এই যে—এই যে—কি গো রাণি! দোলায় দুলতে কি ইচ্ছা নেই?

চিত্রা। দুলবো বৈ কি—দুলবো বৈ কি সই! মৃত্যুদোলায় দুলতে আমার বড়ই অভিলাষ হয়েছে।

সখী। সে কি?

চিত্রা। তা নয় ত কি! তাতে কত সুখ, তা তুই কি জানিস? যা তো সই। পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাক, রাজা এলে তাড়াতাড়ি আমাকে এসে খবর দিবি—শীগ্‌গির যা, শীগ্‌গির যা—

চতুর্থ দৃশ্য

অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

কুনাল।

(গীত)

ঘরের ভিতরে তুমি কে হে।
ঘনভীতি-কম্পন-আতুর, মন ক্ষণ-ভঙ্গুর দেহে।
বুঝি এবার পড়েছ ধরা,
আমি খুঁজে খুঁজে সখা হয়েছি সারা,
(পড়েছ ধরা)
আছ কাছে ব'সে, তবু দূরদেশে,
অতি ক্ষীণ স্মৃতি কানে ভেসে আসে,
হিয়ার দেশে কি যেন পরশে
কত মধু-মাখা তাহে।
যদি আভাস দিলে লও হে তুলে
(আর) দিও না কো ফেলে মোহে?

(চিত্রার প্রবেশ)

চিত্রা। তাই ত! তাই ত! এ কি মূর্ত্তি রমণী-মোহন! এ কি পদ্ম-পলাশলোচন! আমার মুখপানে বিশাল দৃষ্টিতে চেয়ে, অন্তরের অন্তস্তল ভেদ ক'রে—কি মধুর তীব্র শরে, কি বলব, কি বলব—হৃদয়ের পরতে পরতে তরঙ্গ শরীর থর থর ক'রে কেঁপে উঠলো। বসন্ত! বসন্ত! কারে নিয়ে এ উৎসবে যোগ দেবো? ছি ছি! মূর্ত্তি ধ'রে ঋতুরাজ, তুমি সম্মুখে আমার! আমি কার সঙ্গে দুলবো?

কুনাল। এই সেই বিমাতা? যার জন্য পিতা নির্ব্বাসিত, মাতা নিরুদ্দিষ্ট, পিতামহী বন্দিনী?

চিত্রা। এস—কাছে এস—এস—অসঙ্কোচে এস। মুখ পানে কি দেখছ যুবক?

কুনাল। দেখছি—দেখছি? না, এই দেখছি—দেখবার চেষ্টা করছি। আহা!

চিত্রা। কেন ধরা দিলে কুনাল? আমাকে কি দেখতে ইচ্ছা করেছিলে? দেখবার চেষ্টা করছ—প্রাণের ভয়ে কি দেখতে বাধা পাচ্ছ? কুনাল, কুনাল! কাছে এস, রূপের অহঙ্কার নিয়ে ব'সে আছি, দেখবার লোক নেই—কাছে এস—

কুনাল। আহা, নারীর দেহ কি সুন্দর! যেন বিমল তরঙ্গে বিমল কমল শতদলে ফুটে দুলছে—এমন সাজান ঘর, এমন চক্ষু, এমন মুখ—এমন সুঠাম দেহের ভিতরে—

চিত্রা। এক রমণী—সে রাজ্যেশ্বরী হয়েও দীনা—সে রাজার ওপর, রাজার সঙ্গে সমস্ত প্রজার ওপর আধিপত্যে প্রবলা হয়েও অবলা! কুনাল, কুনাল!

কুনাল। কাছে এস না, স'রে যাও। কিন্তু কাছে এ কি! এক কুৎসিত কীট তোমার তরল হৃদয়ের ভিতরে কি এক বীভৎস লীলা করছে—দেখতে পারছি না, স'রে যাও—দূর থেকে তোমায় বেশ দেখছি।

চিত্রা। কি ঘৃণা? আমাকে ঘৃণা?

কুনাল। তথাপি তোমার ভিতরে কি এক অপূর্ব্ব মধুময়ী লীলা! কিন্তু যেন কত দূরে—ওগো এই হৃদয়ের কোন্ লুকান ঘরে—ওগো রাণি! তোমায় এক একবার দেখছি—কিন্তু দেখতে দেখতে তোমায় হারিয়ে ফেলছি। ভিতরের সেই শতদল উপরে পরিমল বিলাতে এসে পঙ্কিল শৈবালের গায়ে মিশে কেমন এক পূতিগন্ধময়, শবের সমান সৌরভ বিলাচ্ছে। রাণি—রাণি! স'রে যাও। তোমায় দেখি, তোমায় ভাল ক'রে দেখা হ'ল না। আমার চক্ষে জল আসছে—সে দেখতে দেখতে তোমাকে হারাচ্ছে ব'লে কাতর হয়ে কাঁদছে—স'রে যাও—স'রে যাও।

চিত্রা। কি মধুময় কথা! উঃ! নারী! এত শক্তির অহঙ্কার নিয়েও তুই এত দুর্ব্বল! স্রোতস্বিনি! শৈল-হৃদয় ভেদ ক'রেও তোর তরলতা গেল না!

(বিন্দুসারের প্রবেশ)

বিন্দু। কি প্রাণেশ্বরি! সমস্ত উদ্যানটিকে নন্দনের মতন সাজিয়েছি—বিন্দুসরোবর সহস্র সহস্র ফুল্ল কুসুমে উপঢৌকন নিয়ে তোমার আশাপথ চেয়ে আছে, আর তুমি তাদের লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছ! এ কি! এ কে? এ নির্জ্জনে তুমি কার সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করছ?

চিত্রা। প্রাণেশ্বর!

বিন্দু। রহস্য! রহস্য!—প্রাণ কি তোমার আছে যে, আমি তার ঈশ্বর হব? প্রাণ যার হাতে দেছ, সে এখনও তোমার পানে চেয়ে আছে, দেখছ না! আমি এসেছি, উন্মত্ত প্রেমিক আমাকে ত দেখতে পাচ্ছে না।

চিত্রা। দেখুন রাজা, রহস্য করতে চান ত শাস্তি দিয়ে রহস্য করুন। চরিত্রে যদি সন্দেহ করেন, তা হ'লে আমাকে এখনি হত্যা করুন। আর যদি অধীনীর কথা শুনতে চান ত শুনুন।

বিন্দু। বেশ, বল।

চিত্রা। এই বালক অশোকের কনিষ্ঠ পুত্র। এখনি প্রহরী একে বন্দী ক'রে আমার কাছে এনেছে। ঘাতকে এখনি একে বিনাশ করতো—আপনি নিষেধ করেছেন ব'লে আমি তাকে হত্যা করতে দিই নি। এ যদি আমার অপরাধ হয়, আপনার যে শাস্তি দিয়ে সুখ হয়, আপনি তাই দিন।

বিন্দু। কি রে বালক! কি দেখছিস্? দেখে কি আশ মিটছে না?

কুনাল। কে আপনি?

বিন্দু। এতক্ষণে দেখতে পেলে?

কুনাল। আপনি মহারাজ?

বিন্দু। কি দেখ'ছিলি?

কুনাল। আপনি দেখিয়েছেন, তাই দেখছি—ক্ষণিক আলোক, পাশে বিপুল অন্ধকার—

বিন্দু। অন্ধকার দেখছ—নরাধম! নির্ব্বোধ সেজে হাঁ ক'রে আমাকে প্রতারণা করছ—সত্য যদি না বলিস, এখনি তোকে চিরদিনের জন্ম অন্ধকার দেখতে হবে।

কুনাল। তাই দেখান মহারাজ, তাই দেখান। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই মুখ দেখছিলুম। মুখে কি মাধুরী মাখা—দেহে কি মাধুরী মাখা—দেখে দেখে তৃপ্তি হ'ল না—রাজা! রাজা! স্বর্ণ-অট্টালিকা—

চিত্রা। দোহাই রাজা! যথার্থই দেখছি, এ বালক জ্ঞানহীন।

বিন্দু। আমি বৃদ্ধ জ্ঞানহীন হয়েছি, আর এ বালক হবে না?

কুনাল। কিন্তু রাজা, এখন দেখছি—কি অন্ধকার, কি বিপুল অন্ধকার!

বিন্দু। তা তো দেখবিই নরাধম! তা ক্ষণেকের জন্ম কেন? যাবজ্জীবনের জন্যই অন্ধকার দেখ। কে আছিস?

(প্রহরীর প্রবেশ)

এখনি এই নরাধমের চক্ষু উৎপাটন ক'রে ফেল। (প্রহরীর ইতস্ততঃকরণ) বিলম্ব করিস্ নি—এখনি নিয়ে যা—এখনি এ দুরাত্মার চক্ষু উৎপাটন কর।

প্রহরী। মহারাজ! জীবন দিতে আদেশ করুন, জীবন দিচ্ছি—

চিত্রা। দোহাই মহারাজ! রক্ষা করুন! এ উন্মাদ বালক!—দোহাই মহারাজ, বালককে ক্ষমা করুন।

বিন্দু। এখনি তোদের জন্য হ'লে হত্যা করবো।

প্রহরী। তা করুন, এ শরীরে প্রাণ থাকতে তাড়াতে পারবো না।

(ধুন্ধুর প্রবেশ)

ধুন্ধু। কি মহারাজ ? কি মহারাজ ?

বিন্দু। পারবি নি ?

ধুন্ধু। কি করতে হবে মহারাজ! আমায় আদেশ করুন—আমি পারবো।

বিন্দু। এর চক্ষু উপড়ে নিতে পারবে ?

ধুন্ধু। এখনি পারবো। আপনি বলুন, আমাকে মন্ত্রী করবেন ?

বিন্দু। বেশ, তোমাকেই মন্ত্রী করবো।

ধুন্ধু। তবে চল্ হতভাগা! আমার সঙ্গে চল।

চিত্রা। দোহাই মহারাজ! জ্ঞানশূন্য বালক, দয়া করুন।

বিন্দু। এস আমার সঙ্গে, উৎসব করবে এস।

পঞ্চম দৃশ্য

শ্মশান।

কণিক ও মধা।

কণিক। সবাই আমোদে মেতে গেছে, কিন্তু যাকে নিয়ে আমোদ, সেই রাণীর ঘরে তেমন আমোদ দেখতে পেলুম না কেনে রে ?

মধা। সেটা ত বুঝতে পারলেম না।

কণিক। কেউ কিছু বুঝতে পারেনি ত রে ?

মধা। কেমন ক'রে বুঝবে ?

কণিক। রাণীর বাপ ভাই আসবে নাকি ?

মধা। আসে, একসাথে গেঁথে দিবি।

কণিক। বেশ, তুই যা—রাজা ক'দ্দুর এলো, খবর লে। ভাল, জামাই-রাজার মাকে দেখছি না কেনে রে ?

মধা। সে কি এ মুল্লুকে আছে ? তাকে আর দুটীকে যে কয়েদ ক'রে কেল্লায় রেখেছে।

কণিক। তাদের মারেনি ত রে ?

মধা। এখনও ত মারেকনি—এর পরে মারবেক্ —এই মোচ্ছবটা গেলেই মারবেক।

কণিক। মোরা শালারা আছি, আর মারবেক কে রে।

মধা। তা তুই রাজা, এখানে এমনি ক'রে থাকবি ? যদি কোন শালা তোকে চিনে ফেলে ?

কণিক। চিনে ফেলে, জান্ দেবে—আমি শালা ও কান বাবাই দিইছি যে—এক শালা জামাই মিলছে—এখন ম'লে লোকসান কি রে ? তুই আবার ভিতরে যা, চুপি চুপি খবর লে।

মধা। তুই কোথায় থাকবি রাজা ?

কণিক। আমি এখানে থেকে, সেখানে থেকে, মগধী শালাদের আমোদ দেখে বেড়াব, যেখানে শালারা নাচাবে, সেখানে নাচবো,—যেখাকে গুজ গুজ করছে, সেখাকে মাথা গুঁজে বসে যাবো। এটা কোথাকে এলুম রে ? পায়ে কি ঠেকে রে ? আরে দেখ শালা, পায়ে কি ঠেকে দেখ্।

মধা। ও রাজা! শ্মশানে আইছি।

কণিক। আরে শালা, শ্মশানে আনলি কেনে রে তাই ত রে শালা, পায়ে হাড় বাজছে। চল্ চল্ পালা রে শালা পালা! কত শালা গরীবের জা- গেছে রে! পাপ শালা এখানকে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরে শালা, চল্ চল্।

[উভয়ের প্রস্থান

(ধুন্ধু ও কুনালের প্রবেশ)

ধুন্ধু। নে, আর তোকে বেশী দূর যেতে হবে না এইখানেই প্রস্তুত হ'। শ্মশানে এসে প্রাণ রে- যাবো, তা বেঁচে গেলি, এই ঢের! চোখ দুটো দিয়ে যা! তোর চোখের দামে আমা- মন্ত্রীগি- হ'ল, এই আমার লাভ! নে হতভাগা! তৈরী হ'

কুনাল। দাও ভাই! দাও! রাজার আদে- পালন করতে বিলম্ব ক'র না! কে আছ ? কোথা দয়াময়—প্রাণে ভয় লাগছে যে, আমাকে একটু সাহ- দাও—চোখে জল আসে যে, নিবারণ কর। শুনেছি তুমি এক দিন জগৎলক্ষ্মীকে রাক্ষসপুরী থেকে উদ্ধা- করতে নিজ হাতে কমল আঁখি তুলে, মহামায়া- পাদপদ্মে অঞ্জলি দিতে গিছলে—মগধের মঙ্গলে জন্য আমাকেও তাই দিতে দাও। দাও কমল-আঁখি সাহস দাও। নে ভাই নে—রামকর্ত্তা কোথ- থেকে আমার হৃদয়ে এসে আমাকে আঁখি দিতে বলেছে। নে ভাই নে! সবর যায়, আর তা- আর!

ধুন্ধু। (চক্ষুরুৎপাটন) আক্ষেপ কি তোমা- রাখবো ?

কুনাল। ভাই, একবার দে—এখনও এক- চোখ আছে, একবার দেখি! আমার জানের ঘরে

গবাক্ষ—প্রথম আলো গেল—অনেক দিন ছিল—মায়া মায়া—দেখবার আলো একবার দে। বা! বা! এই তুমি—পদ্মপলাশের মতন হ'লে পিতামহ আমার নাম রেখেছিলেন কুনাল। সেই পিতামহের আদেশেই তুমি চললে—ছিলে পদ্মপলাশ, হ'লে রক্ত-পিণ্ড। ভাই রে! পদ্ম-আঁখি! তুমি চললে, আমার নাম কি রেখে গেলে ভাই? ভাই! দেখা হ'ল—এই নাও।

ধুন্ধু। তাই ত! এ ছোঁড়া বলে কি? চোখ তুলে নিলুম—ছোঁড়া সেই চোখ নিয়ে আনন্দ করছে—চোখের সঙ্গে কথা কচ্ছে। কৈ এ কি হ'ল, এ কি হ'ল—এ রকম ত কখন দেখি নি!

কুনাল। পদ্ম-আঁখি! এখন ম্রিয়মাণ হ'লে চলবে কেন ভাই! তুমি জ্ঞানের অহঙ্কারে মত্ত হয়েছিলে। লোক ভুলিয়েছিলে। জ্ঞান গেল, সঙ্গে সঙ্গে তোমার সব গেল—আর তোমাকে দেখতে লোক আসবে না। তুমি পথে পড়বে, কাকে তোমায় ঠুকরে খাবে। নাও ভাই, নাও—একেও তুলে নাও। একসঙ্গে এই তাসের ঘরে ফুটেছিল—সঙ্গী গেল, এ থাকে কেন?

ধুন্ধু। তাই ত, কি করলুম! এ রকম ত কখনও দেখিনি, এ রকম ত কখনও ভাবি নি!

কুনাল। পারছ না? মায়া হচ্ছে? তা হ'লে দাও ভাই, অস্ত্র দাও—আমি নিজ হাতে তোমাকে তুলে দি।

ধুন্ধু। কুনাল! কুনাল!

কুনাল। হাঁ হাঁ—ডাক ডাক, এখনও আছি—কিন্তু আর থাকবো না—এই বেলা ডেকে নাও। এই দেহও গেল—নামও গেল। হরি! হরি! কোথায় তুমি কমল-আঁখি। এই রূপসাগরে ফুটেছিলে—একটা তুলে নিলে আমার বন্ধু—একটা নিলুম আমি। আঁখি, আঁখি। তুমি গেলে—কিন্তু কৈ, আমার দৃষ্টি ত গেল না। হরি! হরি!—এ কি হ'ল বন্ধু? কোথায় তুমি?—একবার হাতে হাত দাও। আমার কি উপকার করলে বন্ধু—চক্ষু সব দেখে, কিন্তু নিজেকে দেখতে পায় না। নিজেকে দেখতে হ'লে আরসী নিয়ে দেখে। তাই। মানুষও ত তাই! মানুষ সব দেখে, কিন্তু দর্পণ না হ'লে নিজের দর্শন পায় না। বন্ধু, তুমি আমার দর্পণ—তুমি আমার প্রাণ—আজ দয়া ক'রে তুমি আমাকে দেখালে।

ধুন্ধু। তাই ত! কি করলুম? কেউ যা পারলে না, তাই আমি করতে এলুম! লোকে আমায় গাধা বলতো, আমি রাগ করতুম—এখন দেখছি, আমি যথার্থ গাধা—ব্রাহ্মণের বংশে জন্মে আমি মহাধম পশু—আমার তুল্য হীন জন্তু আর নেই। কি করলুম? কি করলুম?

কুনাল। এস বন্ধু! কোল দাও!

ধুন্ধু। জ'লে মলুম, জ'লে মলুম—দেখতে পাচ্ছি না—দাউ দাউ ক'রে প্রাণ জ'লে উঠলো—দাঁড়াতে পাচ্ছি না—গেলুম গেলুম।

[প্রস্থান।

কুনাল। কৈ ভাই! দিলে না? কৈ না, এ কি? কে আসছ—পরম শুভ্র জ্যোতির্ময়—করুণায় টলতে টলতে কে আসছ? এস এস—কোল দাও—আমার সর্ব্ব-অঙ্গ নেচে উঠ্ছে—এ কি আনন্দ! এ কি আনন্দ!

(কৃপানন্দের প্রবেশ)

কৃপা। কুনাল!

কুনাল। আবার কুনাল? যা নিয়ে কুনাল, তা তো আমার গেল! যখন রূপ গেল, তখন আর নাম কেন? দাও দয়াময়—আমায় কোল দাও।

কৃপা। বৎস! চক্ষু থাকতে অন্ধকার দেখেছ—এখন চক্ষুহীন হয়ে অন্ধকারের পার নিরীক্ষণ কর।

(গীত)

অন্ধ নয়ন! এ কি রঙ্গ!
মুদিত পলকে ঝলকে এ কি হে আলোক-তরঙ্গ।
কোটি কমলপরে এ কি কমল ভাসে।
কমল-নয়ন ঠারে এ কি ললিত হাসে—
ফুল কমলহারে কমল-পরাগভারে বিজড়িত অঙ্গ,
কমল-পরিমলে কে তুমি হে ভাসিলে ত্রিভঙ্গ।

কুনাল। গুরুদেব! এ কি করুণা—এ কি করুণা।

কৃপা। যাও বাপ! করুণা পেলে—হৃদয়ে আবদ্ধ রেখো না—করুণাপ্রার্থী শত কোটি জীব তোমার মতন অন্ধ হয়ে পথে পথে ঘুরছে—করুণার কমণ্ডলু হাতে নিয়ে তাদের সান্ত্বনায় কারণ হও।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

উদ্যানমধ্যে পুষ্পসজ্জিত সিংহাসন।

বিন্দুসার, বীতশোক ও প্রজাগণ।

বিন্দু। দেখ, রাজ্যের একটা বিধি পরিবর্তন করতে গেলে, প্রজার কাছে সেটা বিজ্ঞাপন রাজার কর্তব্য। অশোকের দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধির জন্য তাকে উত্তরাধিকারিত্ব থেকে বঞ্চিত করেছি। সেই জন্য তার জননী দারিণীদেবী মন্ত্রী রাধাগুপ্তের সঙ্গে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। সেই অপরাধে তাঁকেও পাটরাণীর অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছি।

বীত। বন্‌—মহারাজ! তার পর কি বলুন?

বিন্দু। তার পর তুমি অগ্রগমন ক'রে তোমার জননীকে নিয়ে এস।

[বীতশোকের প্রস্থান।

(অপরদিক্ দিয়া বন্দিরূপে রাধাগুপ্ত ও বিনায়কের প্রবেশ)

বিনা। কৈ রে ভাই, আমাদের বন্দী ক'রে আনলি, কিন্তু যাঁর তুষ্টিসুখের জন্য আনলি, তিনি কৈ?

রাধা। ব্যস্ত হচ্ছ কেন ব্রাহ্মণ, রাণী কি তোমার ইচ্ছামত আসবেন?

বিনা। আমার ইচ্ছামত না এলে, দেখছি তার সিংহাসনে চাপা আমার দেখা হ'ল না।

রাধা। অপেক্ষা কর ভাই, অপেক্ষা কর। রাণী তাঁর সিংহাসন আরোহণ দেখাবার জন্যই তোমাকে এখানে আনিয়েছেন। তখন না দেখবার আশঙ্কা করছ কেন? অপেক্ষা কর।

বিনা। অপেক্ষা করতে হয়, আপনি করুন।

রাধা। কি জ্বালা! ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

প্র। এই ঠাকুর, চুপচাপ কে খাড়া রও।

বিনা। বোলাও—আভি বোলাও—

বিন্দু। কি কি? বাপারখানা কি ব্রাহ্মণ?

বিনা। কেন, তা আপনাকে বলবার সুবিধে হচ্ছে না—বড় সময় সংক্ষেপ—বোলাও—পাখা উড়ক —পুঁটে রাণীকে বোলাও।

বিন্দু। কি, রাণীর উপর হুকুম জারি করছ না কি?

বিনা। কি করবো? আমি হচ্ছি ছোট রাণীর বন্ধু—তিনি সিংহাসনে মহারাজার পাশে বসবেন, আমি দেখে চক্ষু সার্থক করবো। রাজধানী থেকে এই বিটলে মন্ত্রী আমাকে বলে, "অপেক্ষা কর।" রাজা-রাণীর যে শত্রু—আমি তার কথা শুনবো? সে যা বলবে, আমি তার উলটো করব। মন্ত্রী বলছেন, অপেক্ষা কর। সুতরাং আমি ব্যস্ত হব। এই পাখা—রাণীকে বোলাও।

বিন্দু। বিশ্বাসঘাতক ব্রাহ্মণ! সে দিন গিয়েছে, যে দিন তোমার এই চাটুবাক্য শুনে সন্তুষ্ট হতুম।

বিনা। একই মধ্যে গিয়েছে মহারাজ? আমি যে অনেক দিন বাকী ঠাওরেছিলুম! সিংহাসনে ব'সে রাণীর অপেক্ষা করছেন, এখন যদি রাণী না আসে, তা হ'লে আপনার পাশে ব'সে, আপনার দারুণ বিরহ-আগুনে জল ঢালবে কে? সে এই গরীব ব্রাহ্মণ। এ বারেঙ্গা মেবুর রস কি আর পছন্দ হয় না মহারাজ! রাজভোগে অজীর্ণ রাগাক্রান্ত বিরহবিধুর আপনার পক্ষে এ রসটা বড়ই উপকারী হ'ত

বিন্দু। কি কুটিল ব্রাহ্মণ! তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাণীর না আসা সত্য করছ?

বিনা। না মহারাজ! অদৃষ্টকে ধিক্কার দিচ্ছি বুঝি আপনার পাশে রাণীর উপবেশন-দর্শন আমা ভাগ্যে ঘটল না।

বিন্দু। তা ঘটল না—প্রহরী! ব্রাহ্মণকে নিয়ে অন্ধ কারাগারে নিক্ষেপ কর।

রাধা। মহারাজ! বিষয়বুদ্ধিহীন ব্রাহ্মণের উপর এত ক্রোধ করবেন না।

বিনা। থামুন, আমি কারও দায়-করা বুদ্ধিতে বাঁচতে চাই না। মহারাজ! আপনি এই বিকৃত অভিমানী মন্ত্রীর কথা শুনবেন না। হুকুম ফিরিয়ে নেবেন না। অন্ধ কারাগার—কোথায় মহারাজ আপনি যেখানে ব'সে আছেন, ওর চেয়ে অন্ধকারময় কারাগার কি আপনার রাজ্যে আর আছে?

(নেপথ্যে কোলাহল)

সকলে। রাণী আসছেন, রাণী আসছেন।

বিন্দু। ব্রাহ্মণ! তোমাদের দুরাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'ল না। রাণী আসছেন।—রাণীর যখন ইচ্ছা তোমরা দাঁড়িয়ে তাঁর যশস্বোৎসব দেখবে, ও কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াও।

বিনা। আজ্ঞে, হাঁ মহারাজ! একটু দাঁড়াই রাণীকে আপনার পাশে দেখে চ'লে যাই। কি জা

—মায়ার সংসার—এই আপনার সিংহাসনের দায়, একটু পরেই কারাগার। মায়া—মায়া।

(চিত্রার প্রবেশ)

বিন্দু। এস রাণি! রাজসিংহাসন আকুল প্রাণে তোমার প্রতীক্ষা করছে।

চিত্রা। মন কেমন করছে, দেহ কেমন করছে। তাই ত, কি ক'রে এলুম! এই আমার সম্মুখে সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত সিংহাসন—কিন্তু আমি কোথায়?

বিন্দু। বিলম্ব করছ কেন রাণি?

চিত্রা। এই যে দাসী আদেশ পালন করতে এসেছে মহারাজ!

(নেপথ্যে কোলাহল)

(বীতশোকের প্রবেশ)

বীত। না, না—উঠো না, উঠো না।

বিন্দু। কে তুই? কে ও—বীতশোক? এ কি? এমন ক'রে পাগলের মতন ছুটে এলে কেন?

বীত। তাই ত! তাই ত! এলুম কেন?

চিত্রা। নির্ব্বোধ পুত্র! সিংহাসনে ওঠবার সময় পিছু ডাকলে কেন?

বীত। তাই ত! পিছু ডাকলুম কেন?

বিন্দু। কি, অমন করছ কেন—কি হয়েছে?

বীত। তাই ত—কি করছি—কি হয়েছে—ভয়—ভয়—বড় ভয়—রাজা, ভয় হয়েছে।

বিন্দু। কিসের ভয়?

বীত। তাই ত—কিসের ভয়?

[প্রস্থান।

চিত্রা। কাজ নেই মহারাজ! এ আসন আজকে যাঁর প্রাপ্য, তাঁকে ডেকে আনুন।

বিন্দু। আমার সব শরীররক্ষী পার্ব্বত্য সৈন্য কোথায়?

নেপথ্যে। এই যে সব আছি মহারাজ!

বিন্দু। তবে আবার কিসের ভয়—উঠ রাণি, সিংহাসন আলোকিত কর।

রাধা। মহারাজ! আমি রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভৃত্য। আমি আপনাকে এখনও নিষেধ করি। পাটরাণী থাকতে অন্য রাণীকে সিংহাসনে ওঠাবেন না।

বিন্দু। বার বার এমন ক'রে স্পর্দ্ধা করলে, এখনি তোমাকে শ্মশানে পাঠাবো রাধাগুপ্ত! বুঝে যাও, এখনও তোমাকে আমি অনুগ্রহ দেখাচ্ছি।

রাধা। কারও অনুগ্রহে আমার বাঁচবার প্রয়োজন নেই—

বিন্দু। কি বলছ মূর্খ বৃদ্ধ—নেই?

রাধা। মহারাজ! যদি কারও অনুগ্রহে আমার বাঁচবার প্রয়োজন হ'ত, তা হ'লে আজ এই স্বার্থপরা সর্বনাশিনীকে বসন্তোৎসবের যাগযজ্ঞ পর্য্যন্ত উপস্থিত হ'তে হ'ত না। মহারাজ! আমি চাণক্যের প্রিয়শিষ্য। কূটনীতিতে আমার তুলনায়, আপনাকে ও এই বর্ব্বর রমণীকে আমি শিশু ব'লে জ্ঞান করি। যদি রাজ্যের ভবিষ্যৎ না জানতুম, যদি বুঝতুম, আমার গুরুর প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন মূর্খ রাজপুত্র বীতশোককে বহন ক'রে গৌরবান্বিত হবে, তা হ'লে তার প্রতীকারের চেষ্টা করতুম। রাজ্যের শুভ ভবিষ্যৎ জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে, আমি এই দীন মন্ত্রী অবস্থাতে আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি। মহারাজ! বৃদ্ধবয়সে রূপমোহে মগ্ন হয়ে আপনি সেই নবীন যোগীর প্রহেলিকাময় ভবিষ্যদ্বাণী বুঝতে পারেননি। তাই আবার বলি, সেই ভবিষ্যৎ ভারতসম্রাটের দারুণ ক্রোধ থেকে যদি নিস্তার পেতে চান, তা হ'লে এখনি এই সর্বনাশিনীকে এ স্থান থেকে সরিয়ে, তাঁর পুজনীয়া গর্ভধারিণীর মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

বিন্দু। মৃত্যুমুখে প'ড়ে তুমি প্রলাপ ব'কে আমাকে ভীত করতে চাও নরাধম! এস রাণি! চ'লে এস—হতভাগা দাঁড়িয়ে দেখুক, মৌর্য্যবংশীয় রাজা বিধাতার ন্যায় স্বেচ্ছায় বিধি গঠন ক'রে থাকে।

সকলে। দোহাই মহারাজ—দোহাই মহারাজ!

বিন্দু। রমণীদ্বেষী মন্ত্রিবর! এই আমি আমার প্রিয়তমাকে সিংহাসনে আমার পার্শ্বে বসাই। ডাক তোমার ভবিষ্যৎ ভারত-সম্রাটকে, সে এসে আমাকে নিবৃত্ত করুক।

(সসৈন্যে অশোকের প্রবেশ)

অশোক। এই যে এসেছি মহারাজ! কিন্তু আপনাকে মহারাজ ব'লে আমার শেষ অভিবাদন। সাবধান! সিংহাসনের সমীপে যাবেন না। আর উঠবেন না। বৃদ্ধকে ও এই রমণীকে এখনি আটক কর।

বিন্দু। কে তুই?

অশোক। আমি মগধের মহারাজ অশোক।

সকলে। জয় মহারাজ অশোকের জয়।

বিন্দু। কে আছিস, ওরে কে আছিস? বন্দী—বন্দী।

নেপথ্যে। (কোলাহল) মহারাজ! দস্যু—দস্যু—বাপ—গেলুম! মহারাজ পালান—মার—ধর—

রাধা। এ কি দেখলুম বিনায়ক?

বিনা। অপেক্ষা করুন, আরও আছে—রয়ে রয়ে দেখতে হবে। এখনও উৎসব বাকী—রয়ে রয়ে দেখতে হবে।

(দলে দলে তক্ষক সৈন্যের প্রবেশ)

চিত্রা। মহারাজ! রক্ষা করুন—রক্ষা করুন।

অশোক। সিংহাসনে ব'সে এই সকল সাধুর প্রাণ নিতে যাচ্ছিলে। এখন তোমাকে রক্ষা করবে কে? শকনন্দিনি! নিজের শক্তির পরিণাম না জেনে লোকের উপর প্রভুত্ব করতে চাও! যাও, এদের আপাততঃ আমার শিবিরে নিয়ে বন্দী ক'রে রাখ।

বিন্দু। ওরে কে আছিস্—রক্ষা কর—রাজা ও রাণীকে দস্যুতে হত্যা করে, রক্ষা কর!

[বিন্দুসারকে লইয়া প্রহরিগণের প্রস্থান।

অশোক। এই যে—এই যে—মগধরাজ্যের জীবনস্বরূপ দুই সাধুই এখানে অবস্থান করছেন। সচিবপ্রধান! আসুন, ভবিষ্যৎ রাজ্যের ভার গ্রহণ করুন। আসুন বিপ্র! সদুপদেশদানেই রাজ্যের কুশল আনয়ন করবেন আসুন। তার পর যে সকল নরাধম আমার রাজ্যপ্রাপ্তির পথে বাধা দিয়েছে, তাদের প্রতি কিরূপ আদেশ করবো, বলুন?

রাধা। (পত্র ছিন্ন করিয়া ইঙ্গিত)

অশোক। বুঝেছি—অবৈধ উপায়ে রাজ্যগ্রহণ করতে এসেছি, অবৈধ উপায়েই এ যজ্ঞের আহুতি দেওয়া কর্ত্তব্য। যাও ভাই! তোমাদের রাজার শত্রুর মুণ্ডে শ্মশানে পর্ব্বত রচনা কর।

[উল্লাস করিতে করিতে সৈন্যগণের প্রস্থান।

বিনা। কর কি, কর কি মহারাজ?

অশোক। এ মমতা দেখাবার স্থান নয় ব্রাহ্মণ।

বিনা। দোহাই মহারাজ! তুমি অশোক নাম গ্রহণ করেছ। শোকের ভয়ে নর জাগিও না।

অশোক। চণ্ডাশোক—রাজার পুত্র হয়ে বিনাপরাধে কুকুরের মত গৃহ থেকে তাড়িত হয়েছি—সে দারুণ দুঃসময়ে আপনারা দুই জন ছাড়া, মমতা দেখাবার লোক পর্য্যন্ত পাই নি। সেই আমি প্রতিহিংসাপরবশ হয়ে মগধরাজ্যে ফিরে এসেছি। দাঁড়িয়ে, বিবশাসে পূর্ব্বের অশোক ম'রে গেছে—এখন আমি চণ্ডাশোক—আমার দয়া, মায়া, মমতা বিবে জর্জ্জরিত হয়ে নিঃশেষিত হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ! তুমি সাক্ষী, প্রতিহিংসাপরবশ হয়ে আমি অনার্য্য-কন্যা বিবাহ করেছি—ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করেছি। আমার প্রিয়পুত্র দুটি কোথায়? আমি নিজে দস্যুতা ক'রে তাদের মুখের খাদ্য কেড়ে নিয়ে নিজে আহার করেছি। প্রতিহিংসা—শীঘ্র চলুন সচিব! এ পাপিষ্ঠা যবনীকে বন্দিনী ক'রে নিয়ে যান। এ রাজসভায় আমার বিচারের অপেক্ষা করুক।

চিত্রা। আর অপেক্ষা কেন, মহারাজ। আমি যথার্থই সর্পিনী—বেঁচে থাকলে স্বতঃপরতঃ তোমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করবো। আমাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা কর।

(ধারিণীর প্রবেশ)

ধারিণী। মহারাজ!

অশোক। কেন মা! 'মহারাজ' ব'লে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ভিখারী পুত্রকে আশীর্ব্বাদ সঙ্গে দিয়ে বিদায় দিয়েছিলে স্নেহবচনে আবার তাকে আবাহন কর।

ধারিণী। যখন বিদায় দিয়েছি, তখন ভিখারী-পুত্রের মাতৃভক্তি আমার একমাত্র সম্বল ছিল। সেই পুত্রের অবস্থার বিপর্য্যয় হয়েছে, সে সময়ের ভিখারী এখন শক্তিমান্ সম্রাট। এখন আমি সশঙ্ক হয়ে মহারাজ, তোমার হৃদয়ে আমার সেই বহুমূল্য রত্নটির অন্বেষণ করছি।

অশোক। কি মা?

ধারিণী। তোমার সেই অপূর্ব্ব মাতৃভক্তি।

অশোক। সে কি দেখতে পাচ্ছ না?

ধারিণী। কৈ মহারাজ, এখনও দেখতে পাচ্ছি না? বরং বিপরীত দেখছি, দেখে ভীত হচ্ছি মহারাজ! তুমি তোমার জননীর গুরুকে বন্দী করেছ, আর তোমার জননী অংশরূপে যে সুন্দর কমনীয় দেহমধ্যে বিরাজ করছে, তাকে তুমি বর্ব্বরের কঠোর হস্তে নিপীড়িত করছ। অশোক! যদি তুমি এই যবনীকে আমা হ'তে পৃথক জ্ঞান কর, তা হ'লে বুঝবো, তোমার মাতৃভক্তি ভান।

অশোক। সচিবপ্রধান! আমার রাজ্যগ্রহ হ'ল না। আপনি সসম্মানে এঁকে রাজপ্রাসাদে রক্ষা ক'রে আসুন।

ধারিণী। ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ কর, স্বতন্ত্র কথা। নইলে মায়ের উপর অভিমানে রাজ্য ত্যাগ ক'র না।

অশোক। বলুন, আর আমাকে অনুরোধ করবেন না।

ধারিণী। আর অনুরোধ করবো না। আশীর্বাদ করি, তোমার মস্তকে দেবতার পুষ্পাঞ্জলি বর্ষিত হোক। তোমার রাজ্য আদর্শ-রাজ্য ব'লে গণনীয় হোক। বিশ্বে তুমি অদ্বিতীয় গৌরবে গৌরবান্বিত হও। এস ভগিনি, সঙ্গে এস।

[ধারিণী ও চিত্রার প্রস্থান।

(কণিষ্কের প্রবেশ)

কণিষ্ক। লে বেটা। আমার বেটীকে সিংহাসনে বসিয়ে লে।

রাধা। তুমি কে?

কণিষ্ক। আমি কে, এই বেটীকে শুধোই কর—বেটাকে ত তোরা ভিখারী ক'রে খেদাড়ে দিইছিলি—কেরালে কে রে? রাজা করলেক কে রে? এমন চেহারা বানাই দিলেক কে রে? ওরে শালা মধা! বিটীকে লিয়ে আয় রে শালা—লিয়ে আয়।

রাধা। এ কি করছেন মহারাজ!

কণিষ্ক। শকের বেটী যদি পাটরাণী হয়, আমার বেটী হবেক না কেনে রে? লে লে রাজা! আমার বেটীকে পাটরাণী ক'রে লে।

রাধা। মহারাজ! যে লোক-বিগর্হিত কার্য্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমি এই দশায় পড়েছি, আমি প্রাণান্তে তাতে সম্মতি দিতে পারবো না। করছেন কি? নিবৃত্ত হ'ন।

বিনা। কিছুতেই না—কিছুতেই না, প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর রাজা, প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর।

অশোক। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। অবৈধ উপায়ে রাজ্যগ্রহণ করেছি। অবৈধ উপায়ে তার প্রতিষ্ঠা করবো। আমি চণ্ডাশোক—কারও অনুরোধ রাখবো না। অনীতা! অনীতা! কোথায় তুমি, জানি না। যদি থাক—নিকটে এসো না। মন্ত্রিবর কিংবা যে যেখানে আছ, রাজ্যের শুভাকাঙ্ক্ষী প্রজা—সকলে চক্ষু নিমীলিত কর—আমি আমার হৃদয় ছিঁড়ে দূরে নিক্ষেপ করছি। এস অনার্য্যনন্দিনি, এস—যে স্থান মগধেশ্বরের পাটরাণীর চিরাধিকৃত, তুমি আজ সেই স্থান অধিকার কর।

(অবগুণ্ঠনবতী অনীতার প্রবেশ)

রাধা। কি ক'রে এ অন্যায় দেখবো মহারাজ?

বিনা। হাঁ হাঁ—দেখ—দেখ—চক্ষু মুদ্‌বে—চক্ষু মুদ্‌বে।

রাধা। চাটুকার ব্রাহ্মণ! তুমি দেখ—(প্রস্থানোদ্যত)

বিনা। হাঁ হাঁ—নাকে বেসর, কানে মল, গলায় একখুড়ি কড়ি—চক্ষু মুদ্‌বে—চক্ষু মুদ্‌বে!

কণিষ্ক। কোথায় যাবি—দেখতে হবে। না দেখলে ছাড়বেক কোন্ শালা রে? কি রে বেটী বসেছিস?

অনীতা। বসেছি রে বাপ!

কণিষ্ক। লে মুখ খোল! (অনীতার অবগুণ্ঠন উন্মোচন)

সকলে। এ কি?

অশোক। এ কি? অনীতা? তেজস্বিনী—তুমি? বিধাতৃরূপী ভক্তকরাজ! আমি মগধসিংহাসনে ব'সে তোমাকে প্রণাম করি। কে তুমি? কি উপায়ে তুমি এই ভিখারী মগধরাজকে এ অমূল্য রত্ন দান করলে!

কণিষ্ক। আরে ছি ছি! করিস্ কি রে? তুই মোদের রাজা বে রে! ও কথা কি কইতে আছে রে? আমি যে ধাঙড় রে!

বিনা। সতি! তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে—তোমার সাহায্যেই মহারাজ অশোক সিংহাসনে উপবেশন করলেন—জয় সতীর জয়!

সকলে। জয় মহারাজ প্রিয়দর্শীর জয়!

———

দ্বিতীয় দৃশ্য *

তোরণ-সম্মুখ।

বীতশোক ও ধুন্ধু।

ধুন্ধু। কেউ পারলে না, আমি পারলুম!

বীত। বন্ধু! বন্ধু! এই যে বন্ধু!

ধুন্ধু। (ইঙ্গিতাভিনয়) কেউ পারলে না, আমি পারলুম!

বীত। এ কি হ'ল বন্ধু?

ধুন্ধু। হুঁ! (ইঙ্গিতাভিনয়) অমন চোখ তুলে ফেললুম!

বীত। বন্ধু—আমার কথা কি শুনছো না?

ধুন্ধু। তোমার কথা—হুঁ!—ঝন ঝন করছে—এখনও ওই মাটীতে, ওই—

---

* এই দৃশ্য ও ইহার পরবর্ত্তী দৃশ্যগুলি অভিনয়ে পরিত্যক্ত।

বীত। বন্ধু! প্রাণের বন্ধু—ও কি করছ?

ধুন্ধু। ওই হরিণ স্থির হয়ে দেখছে—কাকে ঠোকরাতে এসে হাঁ ক'রে চেয়ে আছে।

বীত। ও বন্ধু! তোমার পায়ে পড়ি বন্ধু! আমার কথা শোন।

ধুন্ধু। তাই ত—কে ও, যুবরাজ?

বীত। তুমি কি করছ?

ধুন্ধু। আমি—আমি? একটা মজা করছি।

বীত। মজা করছ কি!

ধুন্ধু। সকলেই আমাদের মূর্খ ব'লে—এখন দেখছি, তা ঠিক। তাই এখানে এ'সে মজা করছি।

বীত। মজা ক'র না বন্ধু—সর্ব্বনাশ হয়েছে।

ধুন্ধু। কি হয়েছে?

বীত। আর কি হবে—সর্ব্বনাশ হয়েছে—শালার গণককার ঠ'কিয়ে গে'ছে।

ধুন্ধু। ঠ'কিয়ে গে'ছে! শালার গণককার ঠিক ঠকিয়ে গেছে?—বা! বা! ওই!

বীত। ওই কি?

ধুন্ধু। শালার গণককার—তুমিও বোকা পেয়ে ঠকিয়ে গেছ?

বীত। একেবারে ঠকিয়ে গেছে—আমি না রাজা হয়ে দাদা রাজা হয়েছে।

ধুন্ধু। (হাস্য) রাজা হয়েছে?

বীত। দাদা রাজা হয়েছে, তাতে হাসছো কি? সর্ব্বনাশ হয়েছে বুঝতে পারছ না? বসন্তোৎসবে দাদা কোথা থেকে রূপ ক'রে এ'সে পড়ে সিংহাসন দখল করেছে। মা বন্দী হয়েছে।

ধুন্ধু। মা বন্দী হয়েছে?

বীত। বাবা পালিয়েছে—আমাদের দলবল থর থর ক'রে কাঁপছে।

ধুন্ধু। কাঁপছে—অ্যাঁ, কাঁপছে—ওই।

বীত। ও বাবা! ওই ওই করছ কি! (ধুন্ধুকে জড়াইয়া) ওই কি—ওই কি বন্ধু?

ধুন্ধু। ওই—কি চমৎকার! কি উজ্জ্বল! হরিণ দাঁড়ালো—কাক পালালো—

বীত। পাগল হয়ো না—সর্ব্বনাশ হয়েছে—এখনি আমাদের প্রাণ যাবে।

ধুন্ধু। আ! কি বললে বন্ধু, যাবে, প্রাণ যাবে—প্রাণ যাবে! কখন্ যাবে বন্ধু!—ওই! কি উজ্জ্বল!—

বীত। তাই ত—ও বাবা! ওই ওই করে কি—কোথায় যাই—কোথায় যাই!

(পলায়নোদ্যোগ)

ধুন্ধু। হরিণ দাঁড়ালো, কাক পালালো—ওই!

বীত। (পুনঃ জড়াইয়া) আয়ে মুখে তোর ওই! ও বাবা! এ কি হ'ল—এ কি হ'ল?

ধুন্ধু। কি—কি—?

বীত। কে আমি চিনতে পারছ না?—বন্ধু বন্ধু! পাগলামী রাখ—কি ক'রে বাঁচি, তার উপায় কর। যতক্ষণ রাত্রি আছে, ততক্ষণ বাঁচবার উপায় আছে। আমি রাজা হ'লে তুমি মন্ত্রী হ'তে, পরামর্শ দিতে, এখন সব ভুলে গেলে?

ধুন্ধু। ভুলবো কেন—ভুলবো কেন?

বীত। তা হ'লে কোথায় পালাই, ব'লে দাও—কি ক'রে প্রাণ বাঁচে, তার উপায় ব'লে দাও?

ধুন্ধু। পালাবে—পালাবে? ওই—

বীত। কৈ ওই—কি ওই—কাকে দেখছ—তাই ত—তাই ত—একটা বেয়াড়া ঐ ত বটে—ও বাবা কোথায় যাবো, কোথায় যাবো?

(চিত্রার প্রবেশ)

কে ও? মা মা! কি উপায় হবে মা?

চিত্রা। পালাও—বীতশোক, পালাও—মাতুলের দেশে পলায়ন কর। পর্ব্বত-গহ্বরে আত্মগোপন কর।

বীত। অ্যাঁ—তাই ত—তাই ত! কেমন ক'রে যাবো? বন্ধু বন্ধু—

ধুন্ধু। ওই জল জল করছে—

চিত্রা। ছিঃ! ব্রাহ্মণ! সেই মূর্খ রাজার কথা শুনে কেমন ক'রে তুমি সেই সুন্দর দেহ থেকে চক্ষু দুটি উৎপাটন ক'রে নিলে?

ধুন্ধু। ঠিক বলেছ—কেমন ক'রে নিলুম?—তবু নিলুম—নিলুম ব'লে নিলুম, একেবারে মুখ ছিঁড়ে চেঁচে নিলুম—ওই প'ড়ে আছে—এখনও প'ড়ে আছে। হরিণ দাঁড়ালো, কাক পালালো—মাটি প'লে গেল! ওই—ওই—

[প্রস্থান

বীত। বন্ধু বন্ধু—

চিত্রা। আবার বন্ধু! যদি বাঁচতে চাস্ মূর্খ এখনও পালা—সমস্ত পাপের বোঝা তোরই মাথে পড়বে।

বীত। তাই ত—তাই ত! পা চলছে না যে—

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক। কোথায় পালাবে নরাধম! তোমাদের পালিয়ে বাঁচবার স্থান সমস্ত ভারতের মধ্যে নেই।

বীত। ও বাবা! ও বাবা! ও মা— ও মা!

চিত্রা। মহারাজ! আমার পুত্রের প্রাণ রক্ষা কর।

অশোক। নিজের জীবন পেয়েছেন—এইতেই ধন্যবাদ দেবার যদি কোন ঈশ্বর ব'লে পদার্থ থাকে, তাকে ধন্যবাদ দিন—স্বামিপুত্রের মমতা পরিত্যাগ করুন। বীতশোক! তোমার রাজা হবার বড় অভিলাষ হয়েছিল, তাই সপ্তাহকাল তোমাকে সিংহাসনে বসবার অধিকার দিলুম।

বীত। মা মা! (উল্লাসে)

অশোক। সপ্তাহ পরে তোমার শিরশ্ছেদ হবে।

বীত। বাবা! বাবা!

(কণিকের প্রবেশ)

কণিক। দোহাই রাজা, ক্ষাপ্‌পা হ'স নি।

অশোক। তক্ষশীলারাজ! আপনি এখন ভারতসম্রাটের সেনাপতি। যদি রাজভক্তিই আপনার প্রকৃতি হয়, তা হ'লে রাজাদেশ লঙ্ঘন করবেন না! রাজসভায় ফিরে না যাওয়া পর্য্যন্ত আপনি একে নিজায়ত্তে রক্ষা করুন।

কণিক। দোহাই রাজা!

অশোক। প্রতিবাদ করবেন না রাজা! আমার এক পুত্র চক্ষুহীন, অপর পুত্র নিরুদ্দেশ। কুনালের লাঞ্ছনার জন্য মগধ যদি অপরাধী হয় ত মগধে আগুন জ্বালাবো, আর মহেন্দ্রের বিপদে যদি সমস্ত ভারত অপরাধী হয় ত সমস্ত ভারতে অগ্নি প্রজ্বালিত করবো। যান, প্রতিবাদ করবেন না। আর তোমরা সেই নরঘাতক ব্রাহ্মণকে বন্দী ক'রে নিয়ে এস।

চিত্রা। মহারাজ! আমাকেও হত্যা করতে আদেশ দাও।

অশোক। আপনাকে হত্যা করবার আমার প্রয়োজন নেই।

চিত্রা। দোহাই রাজা, নইলে পুত্রের প্রাণ রক্ষা কর।

অশোক। তক্ষশীলারাজ! বিলম্ব করবেন না।

[চিত্রা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

চিত্রা। হুঁ! সব গেল! বসন্তোৎসবে সেজে গুজে রাণী হ'তে গেলুম, দোলা ছিঁড়ে প'ড়ে এক দণ্ডে ভিখারিণী হলুম। আমার তাসের ঘর ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। এখন যেন দেখছি—যেন কি দেখছি—এই বিশাল ধরণী এত ছোট যে, আমার এই ক্ষুদ্র দেহটা রাখবারও তাতে স্থান নেই! অল্প অল্প যেন দেখতে পাচ্ছি—গুরু গুরু! বালকবেশে এই পাপিনীকে তুমি দৃষ্টি দিতে এসেছিলে। তখন তোমাকে দেখতে পাই নি! এখন দেখছি, অল্প অল্প দেখছি—নিজের চক্ষু দান দিয়ে তুমি এ অভাগিনীকে চক্ষু দিতে এসেছিলে, তা বুঝতে পারি নি! গুরু গুরু! কোথায় তুমি? দেখতে গিয়ে যে অন্ধ হই! কোথায় তুমি?

(মহেন্দ্রের প্রবেশ)

মহেন্দ্র। কেন মা! তুমি বিলাপ করছ?

চিত্রা। আঁ্যা আঁ্যা—কে আপনি?

মহেন্দ্র। আমি কুনালের ভাই মহেন্দ্র। বুঝতে পেরেছি, তুমি ভূতপূর্ব্ব ভারত-সাম্রাজ্ঞী। এখন পথে পড়েছ, তাই ভীত হয়েছ। ভয় কি মা? দুঃখ কি মা? ভয়ও তুমি, অভয়ও তুমি—সুখও তুমি, দুঃখও তুমি। আবার যদি মনে কর, তুমি যে কিছুই নও মা। এস, তোমাকে এক অপূর্ব্ব আশ্রয়ে নিয়ে যাই।

চিত্রা। পাপিনী আমি আশ্রয় পাব?

মহেন্দ্র। চাইছ, তুমি পাবে না, এও কি হয়? চ'লে এসো।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রান্তর।

শার্ঙ্গধর।

শার্ঙ্গ। গুরুদেবের কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন হয়েছে। মগধ-সিংহাসনের চারি পার্শ্বে নরদেহকঙ্কালে দুর্গপ্রাচীর রচিত হয়েছে। রক্তবর্ণে ধরণীর অগণ্য স্থান প্রান্তর কলঙ্কিত। ভাববস্তা বিপথগামিনী। করুণাময়! উন্মত্ত জীবের পদভরে ধরণী অস্থির হয়েছে, তাকে রক্ষা কর।

(নেপথ্যে কোলাহল)

(ধুন্ধুর প্রবেশ)

ধুন্ধু। গেল—গেল—চোখ গেল—চোখ গেল।

শার্ঙ্গ। কি হয়েছে—কি হয়েছে—কাতরভাবে কোথায় ছুটে যাচ্ছ?

ধুন্ধু। এই যে—বাবা! রক্ষা কর—রক্ষা কর। নইলে গেলুম—চোখ গেল—চোখ গেল!

শার্ঙ্গ। তোমার চক্ষে কি ব্যাধি হয়েছে?

ধুন্ধু। হয় নি—এখনও হয় নি—কিন্তু হ'ল হ'ল হয়েছে—গেল, চোখ গেল—চোখ গেল—

শার্দ্দ। চক্ষু-ভয়ে বৃথা ভীত হচ্ছ কেন?

ধুন্ধু। বৃথা নয় বাবা! ঠিক হচ্ছি—ওরা চোখ ওপড়াতে আসছে। গেল, চোখ গেল।

শার্দ্দ। কি অপরাধে তারা তোমার চক্ষুরুৎপাটন করবে?

ধুন্ধু। অপরাধ—বলবো বলবো? না, ভয়—বড় ভয়।

শার্দ্দ। নির্ভয়ে বল—সত্য বল। নিজের পাপ গোপন রেখো না—আমি তোমার চক্ষু-রক্ষার ভার নিচ্ছি।

ধুন্ধু। আমি—না, না—ভয়—ভয়—না, না—তুমি ঠিক যেন দয়াময়! তবু ভয়—ভয়।

শার্দ্দ। তাই! চোখ চাইলেই যদি ভয় পাও ত একটু চক্ষু-পলক মুদ্রিতই কর না কেন?

ধুন্ধু। মুদ্রিত করবো? ও কি সুন্দর! পদ্ম-পলাশ! পদ্মপলাশ উপড়ে ফেলেছি—ফেলেছি? না—ঐ যে—ঐ যে—আহা! মাটিতে পড়তে না পড়তে কে তাকে কুড়িয়ে নিলে, তাতে নিজের চোখের জ্যোতি মিশিয়ে দিলে! কুনাল! কুনাল! তুমি দেখতে পেলে, কিন্তু আমার চোখ যায়। উপড়ে নিলে—গেল গেল।

শার্দ্দ। কেউ উপড়ে নিতে পারবে না, তুমি আমার কাছে এস।

ধুন্ধু। অ্যা, পারবে না! তুমি—কে তুমি?

শার্দ্দ। আমার ভিক্ষু দেখে ভীত হও না। শীঘ্র আমার কাছে এস।

ধুন্ধু। রাজা আমায় রাখতে পারলে না রাণী আমায় রাখতে পারলে না—কে তুমি?

নেপথ্যে। ওরে—ওরে—ঐ বিটলে বামুন—ধর্ ধর্।

ধুন্ধু। গেল—গেল—ওরে বাবা রে—চোখ গেল।

(প্রহরিগণের প্রবেশ)

সকলে। ধর্—ধর্—ধর্—

শার্দ্দ। স্থিরো ভব।

সকলে। তাই ত—তাই ত—এ কি!

১ম প্র। তাই ত রে—এ কি! এ যেন—বৌটায় আটকে গেনুর!

শার্দ্দ। তোরা আর আসিস্ নি—ফিরে যা।

১ম। কেমন ক'রে ফিরে যাব? রাজা যে একে বন্দী ক'রে নিয়ে যেতে আদেশ দিয়েছেন?

শার্দ্দ। আমি একে আশ্রয় দিয়েছি।

২য় প্র। তুই ত একটা ভিক্ষুক—মগধরাজ যাকে বন্দী করতে আদেশ দিয়েছে, তুই তাকে আশ্রয় দিবি কি রে?

সকলে। আরে মর্ বেটা—পাগল রে!

শার্দ্দ। বন্দী করতে হয়, তোদের রাজাকে আস্তে বল্—সে নিজে এসে বন্দী করুক।

সকলে। ক্ষেপেছে—ক্ষেপেছে—মরবার—পাখা উঠেছে!

শার্দ্দ। আমি বিশ্বরাজ্যেশ্বরের প্রজা—আমি ক্ষুদ্র মগধের রাজাকে গ্রাহ্য করি না।

সকলে। ওরে যে বিটলে ভিখারী!—

শার্দ্দ। দূরমপসর—

সকলে। ওরে বাবা—এ কি রে—ঠেলে কে —টানে কে রে—

[প্রহরিগণের প্রস্থান

(মহেন্দ্র ও চিত্রার প্রবেশ)

মহেন্দ্র। গুরুদেব! মগধের রাণী পুত্রের মৃত্যু-ভয়ে আপনার শরণাপন্ন।

শার্দ্দ। এস মা! কাছে এস! ভীত হ কেন মা? মৃত্যু আসবার সময় আসে, তখন তা ভয় কেন মা? পুত্রের মৃত্যুভয়ে তুমি ত নিজে মৃত্যু কামনা করছ। মনে করছ, মৃত্যু তোমায় ব তবে তাকে পুত্রের অরি মনে কর কেন?—পুত্র অকালমৃত্যুই যদি নিয়তি, তা হ'লে জননি! কা থেকে তার দংশনজ্বালার লাঘব করবে এস।

চিত্রা। তাই ত—মৃত্যু বন্ধু—তাই ত ঠাকুর! পের ভীষণ মুখ তোমার কৃপায় এ কি মনোহর বে ধারণ করলে!

(বিনায়ক ও অনীতার প্রবেশ)

বিনা। তা হ'লে আমাদের ফেলে যাবে তা হ'লে বল, এইখান থেকেই মৃত্যুর সে মনোহর তোমাকে দেখিয়ে দিই। রাণি! অন্ধকারে হাতড়াবার মজা দেখ। আমি হাবড়ে পড়তে থেকে পাহাড়ে উঠেছি। আলো, আলো—উদী সূর্য্যের রশ্মি দিক আলোকিত করেছে, আর আর পায় কে!

অনীতা। দয়াময়! আমার স্বামীকে করুন।

সার্ব। তোমার স্বামী আপনাকেই রক্ষা করবেন এখন—তাকে তুলতে অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। চল, তাঁকে দেখে আসি।

চতুর্থ দৃশ্য

সভাগৃহ।

অশোক, রাধাগুপ্ত ও সভাসদ্‌গণ।

অশোক। রাধাগুপ্ত! আপনি শ্রেষ্ঠ নীতিবিশারদ চাণক্যের শিষ্য। মগধেশ্বরের মন্ত্রিত্ব ক'রে আপনিও শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞতা লাভ করেছেন। কি ক'রে শাসনমর্য্যাদা রক্ষা করি, আপনি তার উপদেশ দান করুন।

রাধা। আপনার পিতা সিংহাসনের মর্য্যাদা রাখতে পারেন নি ব'লে সিংহাসনচ্যুত হয়েছেন। আপনিও যদি না পারেন, তা হ'লে সিংহাসনে আরোহণ করবেন না।

অশোক। আপনি কি মনে করেন, আমি মর্য্যাদা রাখতে পারবো না?

রাধা। তা এখন কি ক'রে বলবো মহারাজ? আপনি দস্যুতায় রাজ্যগ্রহণ করেছেন, এখনও রাজা হ'তে পারেন নি।

অশোক। তবে আমি কি?

রাধা। আমার জ্ঞানে দস্যু। ভূতপূর্ব্ব ভারতেশ্বরের মন্ত্রী এখনও দস্যু-সহচর। মহারাজ! বাল্যকাল থেকেই আমি রাজনীতির চর্চা ক'রে আসছি। নীতিরক্ষাই আমার ধর্ম্ম—আমি আর কোন ধর্ম্ম জানি না। রাজার নীতি রক্ষা করতে পারেন, তবেই আপনি রাজা।

১মসভা। মহারাজ! সমস্ত সামন্তের মুখপাত্রস্বরূপ বলছি, আপনি রামচন্দ্রের ন্যায় প্রজাপালন করুন। সমস্ত ধরণী মহারাজ অশোকের নামে গৌরবান্বিত হ'ক।

অশোক। তা হ'লে আপনারা বলুন, কঠোর অপরাধী পিতার প্রতি আমি কিরূপ ব্যবহার করবো?

রাধা। যদি সংসারী হ'তে চান ত সংসারী হ'ন। যদি রাজা হ'তে চান ত রাজা হ'ন। আপনি যখন সংসারী, তখন পিতা আপনার গুরু, তার বিচারে আপনার অধিকার নাই। আর আপনি যখন রাজা, তখন এ রাজ্যের যে যেখানে আছে, সকলেই আপনার প্রজা। তার এক জন অপরের নামে বিচারপ্রার্থী হ'লে আপনি বিচার করতে বাধ্য।

(কুনালের প্রবেশ)

অশোক। কুনাল!

কুনাল। কেন পিতা?

অশোক। পিতা ব'লে সম্বোধন ক'রে আমাকে লজ্জিত ক'রো না। আমি পিতার যোগ্য কার্য্য করি নি। তা হ'লে সর্ব্বাগ্রে তোমাকে রক্ষা আমারই কর্ত্তব্য ছিল। আমি এখন মগধের রাজা। বল, কুনাল, রাজার কাছে কি তুমি প্রার্থনা কর?

কুনাল। বিচার কি করতে পারবেন রাজা?

অশোক। পারি না পারি, পরীক্ষা কর। রাধাগুপ্ত! নগরে ঘোষণা করুন। কল্য প্রভাতে মগধেশ্বরের সম্মুখে অশোকের পিতা বৃদ্ধ বিন্দুসারের বিচার হবে।

রাধা। যথা আজ্ঞা।

[কুনাল ও অশোক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কুনাল। বৃথা আদেশ দিলেন না কেন মহারাজ?

অশোক। ভীত হও না বালক! পৃথিবীতে এমন শক্তিমান্ কেউ নেই যে, আমাকে বাধা দিয়ে নিরস্ত করে।

কুনাল। আপনি কি এতই শক্তিমান্?

অশোক। আমার তুল্য কোন পরাক্রান্ত রাজা ভারতের সিংহাসনে উপবেশন করে নি।

কুনাল। আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না রাজা!

অশোক। স্নেহের বশে তুমি অন্ধ হয়েছ, তাই বাপ, তুমি দেখতে পাচ্ছ না।

কুনাল। কিন্তু এই অবস্থাতেই মহারাজ! আমি এমন এক পরাক্রান্ত রাজাকে দেখছি, যিনি আপনা হ'তে অধিক শক্তিমান্।

অশোক। কোথায় তাকে দেখছ?

কুনাল। কোথায় তাকে দেখছি? তাই ত, কোথায় তাকে না দেখছি! সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে, অধে, ঊর্দ্ধে—উঃ! মহারাজ! আপনাকেও দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সে রাজার তুলনায় আপনি কত ক্ষুদ্র!

অশোক। চক্ষু হারিয়ে তোমার মস্তিষ্কবিকার হয়েছে।

কুনাল। না মহারাজ, আমি ঠিক আছি। কিন্তু আপনাকে—সেই ক্ষুদ্র আপনাকে কিছু বিচলিত দেখছি।

সেই শক্তিধর রাজা স্থির, কিন্তু আপনি চঞ্চল। মহারাজ, আপনার উপরে অনেক শক্তিধর। আপনি সে সবার চেয়ে ক্ষুদ্র—পিতা ব'লে আপনাকে তাদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি। কেন প্রতিজ্ঞা করলেন রাজা? আপনি রক্ষা করতে পারবেন না।

অশোক। কাল প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, তা হ'লেই বুঝতে পারবে।

কুনাল। কাল, অত বিলম্ব ত করব না রাজা! আমি দেখতে পাচ্ছি, এক শক্তিধর বাধা দিতে আসছে। আপনার তাদের সাম্রাজ্যে ফুৎকার দিচ্ছে—বাধা—বাধা মহারাজ! বিষম বাধা—

অশোক। কে আছ? এ অন্ধ উন্মত্তকে এখনি এ স্থান থেকে নিয়ে যাও।

[কুনালের প্রস্থান।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্র। মহারাজ! সেই বামুনকে ধরেছিলুম, কিন্তু মাঝে এক জন বাধা দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নিয়েছে। আমাদের সমস্ত লোককে দূর ক'রে দিয়েছে।

অশোক। কে সে? কোন্ উন্মাদ, আমার কাছে যে অপরাধী, তাকে আশ্রয় দিলে?

প্র। কে ত বুঝতে পারলুম না মহারাজ! বলে, আমি বিশ্বেশ্বরের প্রজা, তোদের ক্ষুদ্র-মগধেশ্বরকে আমি চিনি না। যদি ব্রাহ্মণকে গ্রেপ্তার করতে চায়, ত সে নিজে এসে গ্রেপ্তার করুক।

(কণিকের প্রবেশ)

অশোক। দেখ ত রাজা! কে হতভাগ্য—কার মৃত্যু সন্নিকট—ধুন্ধুমারকে সে আশ্রয় দিয়েছে—তাকে হাতে পায়ে বেঁধে আমার কাছে নিয়ে এস। যা রাজার সঙ্গে যা—যদি না তাকে দেখাতে পারিস্, তা হ'লে বুঝবো, তুই মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক—তোকে আমি শূলে দেবো।

কণিক। তাকে গ্রেপ্তার ক'রে এনেছি রাজা।

(শার্ঙ্গধর ও ধুন্ধুর প্রবেশ)

শার্ঙ্গ। দরিদ্র প্রহরীকে তিরস্কার করছ কেন মহারাজ? আমি আপনিই এসেছি।

অশোক। তাই ত, কে তুই?

শার্ঙ্গ। দেখছেই ত পাজি ভিক্ষু।

অশোক। একে তুই আমার আদেশের বিরুদ্ধে আশ্রয় দিয়েছিস্?

শার্ঙ্গ। বিশ্বেশ্বর আশ্রয় দিয়েছেন মহারাজ!

অশোক। তা হ'লে তুমিই আমাকে ক্ষুদ্র মগধেশ্বর বলেছ?

শার্ঙ্গ। আমার রাজার তুলনায় তোমাকে ক্ষুদ্র দেখছি, তাই বলেছি।

অশোক। বটে! বেশ, দেখি তোর বিশ্বেশ্বর কত বড় শক্তিধর। রাজা! আমার আদেশ পালন করতে পারবে?

কণিক। কেনে নারবো রে? তুই রাজা, যা হুকুম করবি, তা আমি তামিল করতে কেন নারবো রে?

অশোক। তা হ'লে এই হতভাগ্যকে এখনি অগ্নিতে নিক্ষেপ ক'রে হত্যা কর।

ধুন্ধু। দোহাই রাজা, আমার চোখ নাও, আমার প্রাণ নাও।

অশোক। বিলম্ব কর না রাজা। অগ্নিতে নিক্ষেপ ক'রে এখনি আমাকে সংবাদ দাও।

(অনীতা ও বিনায়কের প্রবেশ)

অনীতা। দোহাই মহারাজ! রক্ষা করুন—রক্ষা করুন।

বিনা। কিছু না—কিছু না। ভেঙ্গে ফেল—রাজা, ভেঙ্গে ফেল—ওর বিশ্বেশ্বরকে শুদ্ধ ভেঙ্গে ফেল এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমাদের রাজা কত বড় রাজা—কোথাকার অচেনা অজানা পুঁটে বিশ্বেশ্বর। ভেঙ্গে ফেল—রাজা, ভেঙ্গে ফেল।

কণিক। ভয় কি রে বেটী—বিশ্বেশ্বর দেখাছি, তা কি? চল্ ঠাকুর চল!

[কণিক ও শার্ঙ্গধরের প্রস্থান

অনীতা। দোহাই মহারাজ!

অশোক। ব্রাহ্মণ! রাণীকে এ স্থান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

[বিনায়ক ও অনীতার প্রস্থান

ধুন্ধু। আমার প্রতি কি আদেশ মহারাজ!

অশোক। তোমার শাস্তি ঐ হতভাগ্য গ্রহণ করেছে, তোমায় ক্ষমা করলুম।

(চিত্রার প্রবেশ)

তুমি আমার কি মনে ক'রে রাণি? পুত্রের জীবন ভিক্ষা করতে এসেছ?

চিত্রা। না মহারাজ! পুত্রের মৃত্যু চক্ষে দেখবার সাধ হয়েছে, তাই দেখতে এসেছি।

(বীতশোকের প্রবেশ)

বীত। দাদা! দাদা! মেরে ফেল। জ্বালা জ্বালা—বিষম জ্বালা। মাথায় মুকুট নিয়ে সিংহাসনে বসতে গেলুম—জ্ব'লে মলুম—জ্ব'লে মলুম। ও বাবা! মুকুট মাথায় ক'রে সিংহাসন—জ্বালা জ্বালা—এত জ্বালা যে, তোমাকে রাজা বলতে ভয় পাচ্ছি। যদি মাথা থেকে মুকুট নামাতে না পার ত সিংহাসনে ব'স না। জ্বালা—জ্বালা। মেরে ফেল—একেবারে মেরে ফেল—দগ্ধে মেরো না।

অশোক। তাই ত! এ কি? কোথা থেকে অদৃশ্যশক্তি আমার কঠোর হৃদয়ে ঘা মারছে! আমার এত চেষ্টাতেও যে আমি তাকে স্থির রাখতে পারছি না।

বীত। মেরে ফেল—দাদা, মেরে ফেল। রাজা, বলতে পারছি না, মান রাখতে পারছি না, আমাকে মেরে ফেল।

ধুন্ধু। রাজা—আমাকেও মেরে ফেল। আমি তোমার দয়া চাই না—আমাকেও মেরে ফেল।

অশোক। মা! আপনার সন্তানকে নিয়ে যান। আর কেউ তার কেশাগ্রও স্পর্শ করবে না।

(কুনালের প্রবেশ)

কুনাল। পিতা, পিতা! কোথায় আপনার প্রতিজ্ঞা গেল? কোন্ শক্তিধর আপনাকে নিবৃত্ত করলে?

ধুন্ধু। ভাই কুনাল! আমি ত নরাধম—তোমার সমুখে—তোমার পিতা সাহস করছে না। তাকে ব'লে দাও, আমার চোখ তুলে নিক।

কুনাল। বন্ধু! আমার চক্ষু নিয়ে এত দিন কোথায় লুকিয়ে ছিলে?

(মহেন্দ্রের প্রবেশ)

অশোক। এ কে, মহেন্দ্র, মহেন্দ্র?

মহেন্দ্র। হাঁ মহারাজ—আপনার সন্তান।

অশোক। এ তোমার কি বেশ মহেন্দ্র?

মহেন্দ্র। পিতাও যে অভাগাকে আশ্রয় দেন নি—তার আর অন্য বেশ কি হ'তে পারে মহারাজ? আমার আশ্রয়দাতার এই বেশ—তার চেয়ে মূল্যবান্ পরিচ্ছদ আর কোথায় পাব?

অশোক। কোথায় তোমার আশ্রয়দাতা?

মহেন্দ্র। এই যে এইমাত্র তাকে পুরস্কার দিলেন মহারাজ!

অশোক। অ্যাঁ! ঐ ভিক্ষু? কি করলুম—কি করলুম?

কুনাল। এস করুণা, ধারায় ধারায় এস, সমস্ত জগৎকে প্লাবিত কর।

পঞ্চম দৃশ্য

বধ্যভূমি।

শার্দ্দূল ও চণ্ডাল।

চণ্ডাল। ওরে বামুন! আর কেন, আগুন তৈরী হয়েছে, ঝাঁপ দে।

শার্দ্দূল। এই যে দেব ব'লেই ত দাঁড়িয়ে আছি ভাই।

চণ্ডাল। আর দাঁড়ালে চলবে না—এখনি ঝাঁপ দে। আর নিজে যদি না পারিস্, বল, তোকে ঠেলে ফেলে দি।

শার্দ্দূল। কিছু করতে হবে না ভাই, আমি আপনি দিচ্ছি।

জ্বলে যেন অধর্ম-অনলে। যত দূর
দৃষ্টি চলে, শুধু যেন তপ্ত বালুকায়
বিষম তোমার লীলা—মরীচিকা ভ্রমে
সংসারে আবদ্ধ জীব পড়িতেছে
উন্মাদের প্রায়—তব লোল রসনায়
আলেহনে মুহূর্ত্তে মিলায় পঞ্চভূতে!
দাঁড়াইয়া আছে চারিধারে, কত জীব
কাতারে কাতারে, মুক্তচক্ষে দেখিতেছে
সে দৃশ্য ভীষণ—কিন্তু কি অপূর্ব্ব মায়া!
দেখিতে দেখিতে ভুলে যায়, দেখে দেখে
দীনমুগ্ধ আপনা হারায়; স্বপ্নভাবে
বহ্নি দিয়ে দেখে চারু নন্দনের শোভা।
ছোটে, পড়ে, তব মুখে হয় ভস্মরাশি।
নিবার প্রচণ্ড ক্ষুধা, তৃপ্ত হও তীব্র
হুতাশন! আজীবন গুরুপদ-রজ
আস্বাদনে, পরিপুষ্ট করেছি যে কায়,
অঞ্জলি দিলাম আমি তোমার শিখায়!
নমি আমি অধর্ম তোমারে, দেব, হিংসা,
নির্দ্দয়তা, যে যেথায় আছে পরিজন,
সঙ্গে লও, নির্ব্বাপিত অনলের সনে
আঁধারে চলিয়া যাও! আর যেন ধরা
নিপীড়িত নাহি হয় তোমার শাসনে।

হে জীব আবদ্ধ হও। জাগো ধর্ম, জাগো
প্রাণ, আমারে লইয়া বলি, উঠ জেগে
হে দেবতা করুণায় ডালি সয়ে করে।
তারে তারে ধরুক করুণা ধরাপরে।

[অগ্নিতে ঝম্পপ্রদানোদ্যোগ]

(পশ্চাৎ হইতে কুনালের প্রবেশ)

কুনাল। কে তুমি কহিলে কথা, কে তুমি হে কোথা ?
শার্দ। কে তুমি কি তুমি ভাই—অন্ধ দুনয়ন—
তথাপি এ নয়ন-গহ্বরে, স্থির সূক্ষ্ম
কি যে জ্যোতি ঝরে, দেখে যে আকুল প্রাণ।
কে তুমি, কি তুমি ভাই ?—দেখিতে বালক—
কিন্তু যেন জ্ঞানভারে বিশ্বভর সম।
কোথা হ'তে এলে শিশু, কেবা তব পিতা,
কে হরিল কমল-নয়ন ? মরণের
লীলাভূমি হেথা তুমি এলে কি কারণ ?
কুনাল। কোথা হ'তে কার কথা পশিল শ্রবণে!
বর্ণমে প্রস্ফুটিত আঁখি—এ কি দেখি—
প্রচণ্ড পাবক-মুখে পড়িতে আহুতি
এ কি তুমি দাঁড়াইয়া মূর্তি মনোহর ?
স্বচ্ছ গৃহমাঝে তুমি কে অপূর্ব্ব গৃহী ?
ক্ষান্ত হও দেবতা! আহুতি হইতে
এ অনলে তুমি যোগ্য নও। দয়া কর
প্রভু! কর দেহ বিনিময়। সুবিশাল-
এ সংসার করুণাভিখারী চেয়ে আছে
তব মুখপানে—কর দয়া জ্যোতিষ্মান্
চক্ষু দিলে, ভিক্ষা দেহ দান। (পদধারণ)
শার্দ। মধুময়
এ কি স্পর্শ, গুরুস্পর্শ সম। ওঠ, ওঠ
গুরুভাই! আর কেন, চিনেছি তোমারে—
ক্ষম ভাই! রাজদণ্ডে দণ্ডিত যে আমি—
বিনিময়ে নাহি অধিকার। দেহ যাবে,
দেহী ত যাবে না! অস্পষ্ট প্রাণ, আছে
সূক্ষ্মসূত্রে জন্মে জন্মে কর্ম্মসনে বাঁধা।
সূত্র যাবে পুড়ে, কর্ম্ম যাবে ছিঁড়ে, ভাই,
কর্ম্মক্ষয়ে দিও নাকো বাধা। ছেড়ে দাও।

(অশোক ও বিনায়কের প্রবেশ)

অশোক। কই, কোথা হে ব্রাহ্মণ! এ দৃপ্ত-জগতে
কোথা কেবা আমা হ'তে আছে শক্তিমান্ ?
যদ্যপি দেখাতে পার, সর্ব্বরাজ্য পারে
তার দিয়ে দি অঞ্জলি, যদ্যপি দেখাতে
পার। নির্ব্বক্তা কঠোরবক্তা তুমি। তবু
যা দেখি নয়নে, যা শুনি শ্রবণে, যাহা
পরশে করি হে অনুভূতি, মাত্র তাই
ধরায় সম্বল, ততোধিক অন্য কিছু
নাই। চ'লে এস হে ভিক্ষুক, ক্ষমা আমি
করিনু তোমারে। কিন্তু সাবধান, আর
কভু মিথ্যার প্রচারে, মুগ্ধ না করিও কারে।
শার্দ। আছে রাজা! মুক্ত চক্ষু—অন্ধ তবু তুমি।
অশোক। কিছু নাই—দেবতা ঈশ্বর মিথ্যা।
যদি থাকে শক্তিহীন তারা।
শার্দ। মিথ্যা নয়, আছে মহারাজ!
অশোক। ভাল, যদি থাকে, তারা
প্রজ্বলিত বহ্নিমুখে রাখুক তোমারে।
শার্দ। দেবতার কাছে তুচ্ছ দেহ ভিক্ষা কেন
লব ?
অশোক। দেহ-রক্ষাতরে, মুষ্টিভিক্ষা আশে
তুমি ফের দ্বারে দ্বারে—বিটল ব্রাহ্মণ!
দেহ তুচ্ছ ব'লে আমারে ভুলাতে চাও ?
হতভাগ্যে বহ্নিমুখে এখনি ফেলিয়া
দাও।
কুনাল। ভ্রান্ত তুমি মহারাজ! যোগি-শক্তি
সে হেতু জান না। ধর্ম্মরাজ্যে অতিদীন
যেবা, সেও সম্রাট হইতে শক্তিমান্।
সে রাজ্যের অধম ভিখারী, তুচ্ছ করে
আপনার বিপুল সম্পদ।
অশোক। বটে মূর্খ!
বটে নরাধম—তোমারি কারণে আমি
জ্বালায়েছি মগধে অনল, তুমি কর
মোর অপমান ? ভিক্ষুরে রাখিয়া, আগে
এ পাপিষ্ঠ পুত্রে ফেল প্রদীপ্ত অনলে।
কুনাল। কাহাকেও ফেলিতে হবে না,
আমি নিজেই পড়ছি রাজা!
জীবন-প্রবাহ দিয়ে দেব বৈশ্বানর!
শত মুখে দীপ্ত হও, আমারে আহুতি
লও—দেব! ধরণীর করহ কল্যাণ,
সম্রাটের অজ্ঞানতা কর ভস্মরাশি।

(অগ্নিতে পতন)

বিনা। তাই ত! এ কি হ'ল! কি করলে
সন্ন্যাসী ? ক্ষুদ্র নিরপরাধ বালকের মৃত্যুতে দাঁড়িয়ে
রইলে ? হা মতিহীন রাজা! এই নরকের দু[illegible]
দেখব ব'লে কি আমি তোমাকে প্রথম ভিক্ষা দিয়ে
ছিলুম ? তোমার রাজ্য কামনা করেছিলুম ? ভিক্ষু
ভিক্ষু! তোমাই ব্রাহ্মণের, আমার বড় নয়, অগ্নি-প[illegible]

ঐ বালকের জন্ত নয়—শক্তিহীন পিশাচ-প্রকৃতি এই রাজার জন্ত নয়, জীবের জন্ত এই গর্ব্বান্ধ রাজার চক্ষু প্রস্ফুটিত কর।

শার্ঙ্গ। শক্তিহীন দাঁড়িয়ে আছি, নিশ্চল হয়ে বালকের দেহকে ভস্মরাশিতে পরিণত হ'তে দেখছি—একটু মাত্র দ্রব্যের অভাবে। থাকে ত শীঘ্র দাও—নইলে গেল গেল—আর রক্ষা হয় না—ক্ষুদ্র দেহ অনলমুখে মিলিয়ে গেল—একটি দ্রব্য দাও, থাকে শীঘ্র দাও।

বিনা। কি বল—শীঘ্র বল—

শার্ঙ্গ। করুণা—করুণা—আমি ভ্রাতৃশোকে আত্মবিস্মৃত হয়েছি—কাতর শোকার্ত্ত—করুণা ভুলে গেছি—

বিনা। করুণা! কোথায় পাব করুণা?

শার্ঙ্গ। করুণা—যে করুণায় জগৎ প্রসূত হয়, তরল আকাশ কঠিন মৃত্তিকা হয়, সেই করুণা।

বিনা। কোথায় কে আছ করুণাময়! একবার এস, একবার এসে বালককে রক্ষা কর, সাধুকে রক্ষা কর, দেশকে রক্ষা কর।

শার্ঙ্গ। এই যে—এই যে—আকুল হয়ে প্রবল প্রবাহে করুণা ছুটে আসছে! ব্রাহ্মণ, আর ভয় নাই। এস করুণাময়! জীব-রক্ষা কর সমাধান। ভাই কুনাল! গন্তব্য পথ হ'তে নিবৃত্ত হও! হুতাশন! শিখা সঙ্কুচিত কর। আকাশ! সলিলপ্রবাহে স্পন্দিত হও।

অশোক। (হাস্ত) খুব ডাক ব্রাহ্মণ—খুব ডাক—তোমার উচ্চ চীৎকার বধ্যভূমির প্রাচীরে ব্যাহত হয়ে, শুধু তোমারই কাছে ফিরে আসবে, আর কেউ শুনতে পাবে না। আর শুনতে পেলেই বা লাভ কি?

এ মতি ফিরাতে যেবা পারে হে ব্রাহ্মণ!
তাহার সেবক হুতাশন। যদি দ্বিজ!
অনলের তীব্র গ্রাস হ'তে, প্রাণময়
পুত্রে মোর ফিরাতে সে পারে, আমি নতি
করি তারে। কিন্তু বিপ্র! কোথায় সে জন?
উচ্চ কণ্ঠে দেবতা সম্বোধি', উচ্চস্বরে
সম্বোধি' ঈশ্বরে, পদতলে নিষ্পীড়িয়া
বক্ষ ধরণীর, বলিতেছি কেহ নাই।
দেবতা ঈশ্বর নাই, অথবা যত্তপি
তারা থাকে, তারা শক্তিহীন—এই ক্ষুদ্র
নরের অধীন।

(কৃপানন্দের প্রবেশ)

কৃপা। সত্য কথা বলিয়াছ
মগধ-ঈশ্বর! সত্য—মানব যে কত
শক্তিধর—জীব কি ঈশ্বর, সৃষ্ট সে কি,
কিংবা স্রষ্টা সুমহান্, নর ভিন্ন অন্তে
কেহ জানে না সন্ধান। প্রকৃতি সেবক
তার, নিত্য হাতে ধ'রে আছে উপহার-
তার। রবি শশী গ্রহ তারা, নিত্য সেবে
কিরণমালায়। হে মগধ রাজ! বল
দেখি, সে কি নর, অথবা ঈশ্বর? যার
আদেশে সাগর শুষ্ক হয়, গিরিবর
সলিলে বিলয়, হুতাশন শিখাচ্ছলে
ঢালে সুধাধারা—সত্য বল, বুঝে বল,
সে কি নর অথবা ঈশ্বর?

এস প্রভু!

শীঘ্র এসো—দাও দৃষ্টি মগধ-ঈশ্বরে—
অসংখ্য অসংখ্য নরে উৎপীড়ন ভয়ে
চেয়ে আছে তোমার করুণা পানে।

অশোক। এ কি!

দরশনে সর্ব্ব-অঙ্গে পুলক আমার।
ভাবে ভাব—যেন কোন দূরাতীত কালে,
কোন গুপ্ত জীবন-ভাণ্ডারে, রাশি রাশি
সঞ্চারিত স্মৃতি—ভারে ভারে আবরিল
মানস আমার! কি জাগে কে জানে মনে?
ঘন ঘন অশ্রুস্বেদ পুলক কম্পনে
সর্ব্ব-অঙ্গে এ কি লীলা শক্তি-অপহারী?
কে আপনি মহাভাগ?

কৃপা। সে কি বৎস! এই
ক্ষুদ্র মগধের মোহে এত কি অজ্ঞান—
চিরপরিচিত মোরে না পার চিনিতে?
দিনু আমি আদেশ তোমারে, নিমীলিত
নেত্রে কর ধ্যান। মোহমুগ্ধ! শীঘ্র কর
আমার সন্ধান—হে পৃথ্বি! শীতলা হও!
হে অগ্নি! সমুদ্রে যাও—আমার আত্মীয়-
গণে দাও ফিরাইয়া।

(অগ্নি হইতে কুনালের উত্থান)

কুনাল। পিতা পিতা
কর নিরীক্ষণ।

বিনা। মহারাজ! চোখ মেলে চাও।

শার্ঙ্গ। ভাই কোল দাও। দেখ দেখ চেয়ে,
গুরু-অধিষ্ঠানে, গুরু-কৃপাদৃষ্টি-দানে
ছিন্ন-ভিন্ন মায়ার আগার! মায়াবহ্নি
শিখা লুকাইয়া সাগরে ডুবিয়া গেল।

অশোক। শত রবি শত শশী জাগে! দেখ দেখ,

যার অনুরাগে, সমগ্র আকাশ-ভরা
অগণ্য অগণ্য তারা, কোটি জীবনের
গাথা মুক্তকণ্ঠে করিতেছে গান! এ কি?
কে তুমি কল্যাণময়, কে তুমি মহান্?
অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড দেখি তোমার ভিতরে!
তুলনায় যার, কণা হ'তে অতি ক্ষুদ্র
তোমার আকার! কোথায় ফেলেছ মোরে?
তুলে নাও, তুলে নাও—এ ক্ষুদ্র মগধে
আবদ্ধ হইয়া, গতিরুদ্ধ, শ্বাসরুদ্ধ—
মরি প্রভু, রক্ষা কর মোরে!

কর্ম্মবন্ধ

কৃপা।

আছ বাপ, কর্ম্ম কর ক্ষয়—জন্মে জন্মে
সেবাব্রত ক'রে আলম্বন,—দৃঢ় সূত্রে
আমারে হে করেছ বন্ধন! সেথা যাও,
বদ্ধ হ'বে সঙ্গে সঙ্গে আমি। চেয়ে দেখ
অন্ধ জীব কত জন্ম ধ'রে—নিত্য তারা
পীড়িছে আমারে—অন্ধের কি যাতনা
বুঝাবার তরে, মগধের রাজগৃহে,
অন্ধ ক'রে বৎস তোরে ছিনু নিক্ষেপিয়া।
উঠ বাপ! দয়াময় বুদ্ধ ভগবান্
করিতে জীবের পরিত্রাণ আঁখি হ'তে
ফেলেছিলা সে সুধা-তটিনী—মানবের
কর্ম্মবশে বুঝি তাহা হয় স্রোতোহীন।
এই লও, আশিস আমার, এই লও
শক্তি তারে তার। উঠ—জাগো—ধর্ম্মলাভে
প্রবুদ্ধ হইয়া, গুরুদেব গৌতমের
প্রেম বিলাইয়া, তব রাজ্য ধর্ম্মরাজ্যে
কর পরিণত।

পটপরিবর্ত্তন

(দেববালাগণের গীত)

হারানিধি ফিরে এলো ঘরে।
নূতন রঙ্গে মলয় অঙ্গে চলে নূতন পথ ধ'রে,
উপরে আপন হারা
চাঁদের চোখে ঝরছে ধারা,
ঠিকরে যেন পড়ছে তারা শত শত ধারে॥
আঁচল ভ'রে রাখ্ গো ধ'রে,
ছড়িয়ে দেব ঘরে ঘরে;
থাকবে না আর, বিষাদ-কথা গীতির ভিতরে।

যবনিকা-পতন

পদ্মিনী

(ঐতিহাসিক নাটক)

[চতুর্থ সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

লক্ষ্মণসিংহ ... চিতোরের রাণা।
ভীমসিংহ ... লক্ষ্মণসিংহের খুল্লতাত।
অজয়সিংহ ... ভীমসিংহের পুত্র।
অরুণসিংহ ... লক্ষ্মণসিংহের পুত্র।
গোরা ... পদ্মিনীর মাতুল।
বাদল ... ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র।
সহদেব ... অরুণের সখা।
রাহুল ... কৃষক।
আলাউদ্দীন ... দিল্লীর সম্রাট।
আলমাস্ ... সম্রাটের সহোদর।
মোজাফর ... ঐ মোসাহেব।
কাশিম আলি ... উজীর।
মালদেব ... পত্তনপতি।
কাফুর খাঁ ... গুজরাটের সেনাপতি।

ওমরাওগণ, পুরোহিত, হরসিংহ, চরগণ,
সর্দ্দারগণ, দূত, প্রহরিগণ, সৈন্যগণ,
নাগরিকগণ ও খোজাগণ।

স্ত্রী

পদ্মিনী ... ভীমসিংহের স্ত্রী।
বীরা ... লক্ষ্মণসিংহের স্ত্রী।
নসীবন ... বাদশাহের বেগম।
কমলাদেবী ... গুজরাটের রাণী।
রত্না ... রাহুলের কন্যা।
রাহুলের স্ত্রী ... ...
পরিচারিকাগণ।

পদ্মিনী

প্রথম অঙ্ক

—•—

প্রথম দৃশ্য

দরদালান।

কয়েক ওমরাও ও চর।

১ম ওম। তুমি কানে শুনেছ, না চোখে দেখেছ?

চর। কানেও শুনেছি, চোখেও দেখেছি।

১ম ওম। সম্রাট জালালউদ্দীনের হত্যা তুমি চক্ষে দেখেছ?

চর। যে শিবিরে তিনি হত হয়েছেন, সেই শিবিরে জাঁহাপনার পবিত্র রক্তমাখা ভূমি দেখে এসেছি। আর শুনেছি, জাঁহাপনার মৃত্যুতে তাঁর পরিজনের করুণ ক্রন্দন। জাঁহাপনা যুদ্ধে গেলে সম্রাজ্ঞী বরাবর তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। তাঁর এক জন বাঁদীর কাছে সমস্ত সংবাদ পেয়ে, আমি আপনাদের খবর দিতে দিল্লীতে ছুটে আসছি।

১ম ওম। শাহজাদাকে খবর দিয়েছ?

চর। আজ্ঞে হাঁ—তাঁকে দিয়েই আপনাদের কাছে আসছি। শীঘ্র কর্তব্য স্থির করুন। দিল্লী থেকে অন্ততঃ পাঁচ দিনের পথ ব্যবধান কোরা সহরে আমি তাকে ছাউনী করতে দেখে এসেছি।

১ম ওম। শাহজাদার অভিপ্রায় কি? তিনি কি আলাউদ্দীনের দিল্লী-প্রবেশে বাধা দেবেন?

চর। বাধা?—কেমন ক'রে দেবেন? সমস্ত সৈন্য আলার পক্ষ। সম্রাট যে সব সৈন্য নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তারাও তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তার উপর দেবগিরি জয় ক'রে সে এত ধনরত্ন লুণ্ঠন ক'রে এনেছে যে, সমস্ত দিল্লী সহরের ধন একত্র করলেও তার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। অর্থে-সামর্থ্যে আলাউদ্দীন বলবান্। কেমন ক'রে শাহজাদা তার দিল্লী-প্রবেশে বাধা দেবেন?

১ম ওম। তিনি কি কর্তব্য স্থির করলেন?

চর। তিনি আত্মীয়-স্বজন ও আপনাদের নিয়ে দিল্লী পরিত্যাগ করবেন স্থির করেছেন।

১ম ওম। কোথায় যাবেন?

চর। আপাততঃ মুলতান। সেখান থেকে সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ ক'রে তিনি দিল্লীতে ফেরবার চেষ্টা করবেন।

১ম ওম। তা কি হয়? আলাউদ্দীন একবার দিল্লীর সিংহাসন দখল ক'রে বসতে পারলে সেটা কি আর তাঁর সহজ হবে? এই আসবার মুখে শাহজাদা যদি বাধা দেবার চেষ্টা করেন, তা হ'লে বরং কতকটা আশা আছে। এখনও পর্য্যন্ত সম্রাট জালালউদ্দীনের নাম ক'রে সহায়তা প্রার্থনা করতে পারলে দিল্লীর চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান থেকে লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ হয়।

চর। বেশ, তা হ'লে আপনারা গিয়ে তাঁকে সৎপরামর্শ দিন। কিন্তু বিলম্ব করবেন না। বিলম্ব করলেই জানবেন, আপনারা সকলে আলাউদ্দীনের হস্তে বন্দী। আমি উজীর সাহেবকে খবর দিতে চললুম।

(চরের প্রস্থান ও অপর দিক হইতে
২য় ওমরাওয়ের প্রবেশ)

২য় ওম। হাঁ হে ভাই! সম্রাট না কি আলাউদ্দীনের হাতে হত হয়েছেন?

১ম ওম। তাই ত শুনছি।

২য় ওম। আমি যে তাই বিশ্বাস করতে পারছি না। আকারে ইঙ্গিতে এক দিনের জন্যও ত আলাউদ্দীনকে আমরা নীচাশয় বোধ করতে পারি নি। বিশেষতঃ সে কি এতই বেইমান যে, অমন দেবতুল্য স্নেহময় বৃদ্ধ রাজাকে প্রাণে মারতে ইতস্ততঃ করবে না? বিশেষতঃ যে পিতৃব্য তাকে এক দিন থেকে পুত্রাধিক স্নেহে প্রতিপালন করেছেন, বুদ্ধিমান্ দেখে আপনার ছেলেদের বঞ্চিত ক'রে রাজ্যের যত সব প্রধান প্রধান পদে তাকে নিযুক্ত করেছেন, এমন কি, শত্রু-রাজাদের আক্রমণ থেকে রাজ্যরক্ষার উপযুক্ত বিবেচনা ক'রে মৃত্যুকালে যে ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিনি সিংহাসন দিয়ে যাবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিলেন, সেই ভ্রাতুষ্পুত্র অমন স্নেহময় অশীতিপর বৃদ্ধ পিতৃব্যকে নিহত করলে? আমার বোধ হয়, আলাউদ্দীন সম্রাটকে বন্দী ক'রে রেখেছে।

১ম গুপ্ত। বিশ্বাস না হবারই কথা। কিন্তু এই দুনিয়া এমনি মজার স্থান যে, এখানে অবিশ্বাস করবার কিছু নেই। পৃথিবীতে কঠোর কণ্টকময় খর্জ্জুরবৃক্ষ মধুর ভাণ্ডার। আর সুন্দর কৃষ্ণকান্তি ভ্রমর নিত্য মধুপান ক'রেও অমিয়ময় বিষে পরিপূর্ণ। শুনলুম, দেবগিরি-জয়ে আলা বহু ধন-রত্ন লুণ্ঠন ক'রে এনেছে জানতে পেরে, সে সমস্ত ধন নিজের প্রাপ্য জেনে সম্রাট তার কাছে দূত প্রেরণ করেন। আলা কিছু মূল্যবান্ মণি সম্রাটকে উপঢৌকন পাঠিয়ে, লিখে পাঠান যে, তিনি পথের মাঝে শিবিরে সাঙ্ঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত। সুতরাং তিনি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অক্ষম। সম্রাটের যদি সমস্ত ধন গ্রহণ করাই অভিপ্রেত হয়, তা হ'লে তিনি স্বয়ং নিজে এসে গ্রহণ করুন। নতুবা তার রোগের সুযোগে সমস্ত ধন অপহৃত হওয়া সম্ভব। সরলপ্রকৃতি সম্রাট্ তার এ কথায় বিশ্বাস ক'রে তাকে দেখতে অগ্রসর হলেন। উজীর তাঁকে এ কাজ করতে বারংবার নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু ধনের লোভে বৃদ্ধ উজীরের কথা রাখতে পারলেন না। সামান্যমাত্র সৈন্য সঙ্গে নিয়ে তিনি আলাউদ্দীনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। পথের মাঝে তার ভাই কৌশলে সম্রাটকে সৈন্য-সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। তার পরেই এই শোচনীয় ঘটনা। আলাউদ্দীনের সৈন্য অকস্মাৎ অতর্কিতভাবে তাঁকে চারিদিক থেকে আক্রমণ ক'রে একেবারে খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেলেছে।

২য় গুপ্ত। তা হ'লে আমাদের কি কর্ত্তব্য ?

১ম গুপ্ত। আমিও তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—কি কর্ত্তব্য ? আলাউদ্দীন ত সিংহাসন দখল করবে।

২য় গুপ্ত। করবে কি, করেছে! শুধু এসে সিংহাসনে বসতে যা তার বিলম্ব।

১ম গুপ্ত। আমাদের সঙ্গে ত তার কখনও সদ্ভাব ছিল না।

২য় গুপ্ত। ছিল না, থাকবেও না। আমি ত ভাই সে বেইমানের গোলামী করতে পারব না।

১ম গুপ্ত। তা হ'লে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি ? এস, সময় থাকতে থাকতে আমরা স্ত্রীপুত্র নিয়ে, শাহাদার সঙ্গে সহর পরিত্যাগ করি।

২য় গুপ্ত। তা ভিন্ন ত আর উপায় দেখতে পাচ্ছি না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(উজীর ও চরের প্রবেশ)

উজীর। হত হয়েছেন, এ ত জানা কথা। বারংবার সম্রাটকে নিষেধ করলুম যে, "জাঁহাপনা! ভ্রাতুষ্পুত্রের এত পিতৃভক্তিতে বিশ্বাস করবেন না।" ধনলোভে অন্ধ বাদশা কিছুতেই আমার কথা কানে তুললে না। জীবনের সমস্ত কালটা ভোগ ক'রেও তাঁর ভোগের পিপাসা মিটল না, হতভাগ্য আশী বৎসর বয়সে ধনলোভে আততায়ীর হস্তে প্রাণ দিলে।

চর। কৈ হুজুর! কেউ ত এখানে নেই। বোধ হয়, ওমরাওরা শাহাদার সঙ্গে পরামর্শ করতে প্রাসাদে গেছেন। তা হ'লে আপনিও চলুন, বিলম্ব করবেন না। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করলে আপনাদের সবারই প্রাণহানির সম্ভাবনা। কেউ বাঁচবেন না, আলাউদ্দীন যখন তার দেবতুল্য পিতৃব্যকে হত্যা করতে ইতস্ততঃ করে নি, তখন আপনাদের কাউকেও সে প্রাণে রাখবে না। সম্রাটের মৃত্যু-সংবাদ সহরে প্রচার হ'তে না হ'তে সে এখানে এসে পড়বে। আমি আপনার কর্ত্তব্য করলুম, আপনি আপনার কর্ত্তব্য করুন, আপনি দিল্লী-ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হ'ন, আমি অন্যান্য ওমরাওদের খবর দিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

উজীর। আর কাউকে হত্যা করুক আর না করুক, আমাকে দেখবামাত্র ত আলাউদ্দীন জল্লাদের হাতে সমর্পণ করবে। কিন্তু শুধু শুধু কাপুরুষের মত দিল্লীত্যাগ করব—বেইমানকে দিল্লীপ্রবেশে একটুও বাধা দেব না ? শাহাদা কি এতই হীন, প্রাণ কি তার এতই প্রিয় যে, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার সামান্যমাত্র চেষ্টাও না ক'রে চোরের মত পালাবে ?

(নসীবনের প্রবেশ)

এ কি মা! তুমি এত রাত্রে এখানে এলে কেন ?

নসী। আপনাকে ব্যস্ত ও ব্যাকুল দেখে। কোন একটা বিপদের আশঙ্কা ক'রে আমি আপনার পেছন পেছন এসেছি। আপনার অনুমতি নেবার অবকাশ পাই নি।

উজীর। কাজ ভাল কর নি। কেন না, এখন আর আমি ঘরে ফিরতে পারব না, কখন্ যে ফিরব, তাও ত বলতে পারি না।

নসী। তা বুঝতে পেরেছি।

উজীর। বুঝতে পেরেছ ? সে কি ?—কি বুঝেছ ?

নসী। আমি অন্তরালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি। এ কি শুনলুম বাবা ?

উজীর। মণীবন! মা আমার! যদি ভয়ে থাক, তা হ'লে এই মুহূর্ত্তেই ঘরে ফিরে যাও। দেখতে দেখতে এ সংবাদ সমস্ত দিল্লী সহর ছড়িয়ে পড়বে। এক দণ্ডের ভিতর এ স্থান অরক্ষিত হবে। দেরী করলে পথে বিপদে পড়বার সম্ভাবনা। মা! মর্য্যাদা-রক্ষা অগ্রে প্রয়োজন। শীঘ্র ঘরে ফিরে যাও। গিয়ে মূল্যবান্ রত্নগুলো আগে সংগ্রহ ক'রে রাখ।

মণী। আমার গা কাঁপছে।

উজীর। কথা শুনেই যদি গা কাঁপে, তা হ'লে বিপদ সমুচীন হ'লে মর্য্যাদা রাখবে কি ক'রে? এ আমার কন্যার যোগ্য উক্তি নয়। বেশ, এই আমার অস্ত্র নাও, নিয়ে শীঘ্রই এ স্থান ত্যাগ কর। (অস্ত্র-দান)

মণী। আমি যে বড়ই অনিষ্ট ক'রে ফেলেছি বাবা।

উজীর। সে কি? কি অনিষ্ট করেছ মা?

মণী। বড়ই অনিষ্ট করেছি। অভাগিনী আমি, না বুঝে আপনার অতুলনীয় সন্তান-বাৎসল্যের অমর্য্যাদা করেছি।

উজীর। কি করেছিস?

মণী। আপনার ঘরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন আগে থাকতে সেই পিতৃঘাতীকে দান করেছি।

উজীর। কি দিয়েছিস? পারস্যদেশ থেকে আনীত আমার সেই বহুমূল্য মণিহার?

মণী। কি করলুম—কি করলুম?

উজীর। কি করেছিস্, শীঘ্র বল্; তোর হেঁয়ালী বোঝবার আমার সময় নেই। যদি হারই দিয়ে থাকিস্, তা হ'লে আর উপায় কি? অন্য রত্নগুলো সংগ্রহ ক'রে রাখ গে যা। আমি অত রাত্রেই তোকে নিয়ে দিল্লী পরিত্যাগ করব।

মণী। কি করলুম? ভবিষ্যৎ না বুঝে কি করলুম?

উজীর। করেছিস—করেছিস—তাতে দুঃখ কি? আমার পুত্র-পরিজন-হীন সংসারে তুইই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন। তোকে পিশাচের লোভ থেকে রক্ষা করতে পারলে আমার সব রক্ষা হবে।

মণী। পিতা, আমি তাকেই দান ক'রে ফেলেছি।

উজীর। কি বললি পাপিষ্ঠা! সেই নরপিশাচের কাছে আত্মবিক্রয় করেছিস্?

মণী। আমি তাকে যথাবিধানে বিবাহ করেছি। তার রূপে ও মিষ্টবাক্যে মুগ্ধ হয়ে আমি উপযাচিকা হয়ে তাকে ধরা দিয়েছি। আপনি চিরদিন তার প্রতি বিরূপ হ'লে আপনার কাছে এ কথা বলতে সাহস করি নি।

উজীর। তবে ত তুই নিজেই নিজের মরণ বুঝিস্। তবে আর কেন—আমার অস্ত্র ফিরিয়ে দে।

মণী। এই নিন্—

উজীর। পাপীয়সি! ঈশ্বরের নাম গ্রহণ কর্। মনের কোণেও স্থান দিস্ নি যে, কে তোকে সাম্রাজ্য-ভোগের অংশভাগিনী করবে। আমার প্রতিকূলাচরণের প্রতিশোধ নিতে, বুদ্ধিলেশহীনা তোকে ছলনায় মুগ্ধ ক'রে, বাঁদীতে গ্রহণ করেছে। বাঁদী তুই, বাঁদীর যোগ্য আদর পাবি। যদি তুই কখনও রাজপ্রাসাদে স্থান পাস্, জানবি, সে শুধু প্রধানা বেগমের পদ-সেবার জন্য। কিন্তু আমিও তোকে সে অতুল সুখ-ভোগ করতে অবসর দেব না। তোকে এইখানেই দ্বিখণ্ড ক'রে রেখে যাব। নে, শেষবারের জন্য ঈশ্বরের নাম গ্রহণ কর্।

মণী। এখন আমি যথার্থই অনুতপ্ত। আমাকে বধ করতে আপনি এতটুকু ইতস্ততঃ করবেন না। এ পাপিষ্ঠা-বধে আপনার কিছুমাত্র প্রত্যবায় নাই।

(হাঁটু গাড়িয়া অবনতমস্তকে উপবেশন)

(পশ্চাৎ হইতে আলমাস্‌বেগ ও সৈন্যগণের উজীরকে বন্দীকরণ)

উজীর। মণীবন! মা আমার! শীঘ্র পালাও, আত্মরক্ষা কর।

আল্। প্রাণে মের না, বৃদ্ধকে সাবধানে বন্দী কর। তার পর সাহানসা বাদশা নামদারের কাছে নিয়ে যাও। আমি অন্যান্য ওমরাওদের গ্রেপ্তার করতে চললুম।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিবির।

আলাউদ্দীন ও খোজাগণ।

খোজা। জাঁহাপনা, খোদাবন্দ একটা নিবেদন।

আলা। আর নিবেদন কেন, থামো না। যদি আমার উজীরী করতে চাও, তা হ'লে এই নিবেদন-রোগের মাথা খাও। তুমি যা নিবেদন করবে, তা আমার আগে থাকতেই জানা আছে।

খোজা। আজ্ঞে, তা থাকবে না কেন। জনাবের মন হচ্ছে মোম, আর গোলামের মন হচ্ছে ছাঁচ। জনাবের মনের একটু আবছুটু নিয়েই এ গোলামের মন তৈরি। আমি যা নিবেদন করব, তা কি আপনার অবিদিত থাকতে পারে?

আলা। তুমি ত বলবে, যখন বিনা আয়াসে সিংহাসন লাভ হ'ল, তখন আর দিল্লী সহর নর-শোণিতে প্লাবিত করবেন না।

খোজা। আজ্ঞে, গোলামের এইই অভিপ্রায় জাঁহাপনা।

আলা। সে যে কি করব না করব, আমি এখান থেকে বলতে পারব না। দিল্লীতে পৌঁছে, দিল্লীর অবস্থা বুঝে, তবে তোমার এ কথার জবাব দেব। তবে এ কথা তোমায় ব'লে রাখি, দিল্লীতে আমার কে শত্রু, কে মিত্র, এ আমার পূর্ব্ব থেকেই জানা আছে। কাকে রাখা কর্ত্তব্য আর না রাখা কর্ত্তব্য, আগে থাকতেই ঠিক ক'রে রেখেছি।

খোজা। গোলামের অভিপ্রায়, যেটা কণ্টকস্বরূপ হয়ে সিংহাসন আরোহণের পথে বাধা দেবে, শুধু সেইটাকেই পথ থেকে সরিয়ে ফেলবেন।

আলা। দেখ খোজাকাফুর! রক্ত দেখতে যদি কাতর হও ত সিংহাসনের পার্শ্বে দাঁড়িও না। সিংহাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে হ'লে অগ্রে রক্ত দিয়ে তদ্দেশের মৃত্তিকা সিক্ত করতে হয়। যে দিন দেবগিরি জয় ক'রে অজস্র মণিমাণিক্যের অধিকারী হই, সেই দিনই আমি জেনেছিলুম যে, দিল্লীর সিংহাসন আমার করায়ত্ত। বৃদ্ধের মৃত্যুর পর আমিই যে বাদশা নামদার হব, এটা দিল্লীর সমস্ত রাজনীতিজ্ঞই বুঝতে পেরেছিল। সম্রাটও যে তা বুঝতে পারে নি, এরূপ মনে ক'র না। তার ওপর, আমার ক্ষমতা নিয়েই বৃদ্ধের ক্ষমতা। আমি ইচ্ছা করলে জীবদ্দশেই তাকে সিংহাসনচ্যুত করতে পারতুম। তার জন্য আমাকে বেশী আয়াস স্বীকার করতে হ'ত না।

খোজা। গোলামের গোস্তাকি মাফ হয়, তবে এমন কাজ করলেন কেন জাঁহাপনা? কেন এরূপ পরম ধার্ম্মিক পিতৃব্যবধে ভুবনের কলঙ্ক কিনলেন?

আলা। কলঙ্ক? রাজার আবার কলঙ্ক কি? চন্দ্রের ন্যায় রাজার কলঙ্ক কেবল তার শোভা-বিস্তারের জন্য। যেখানে বকধার্ম্মিকের হাতে রাজদণ্ড, সেইখানেই কোন কলঙ্কের কথা উঠতে পারে না। পরম ধার্ম্মিক দুর্ব্বলের অত্যাচার শুধু নিরীহ চিরপদদলিত ক্ষুদ্রের উপর। কে তার খোঁজ করে, কে তার স্মরণ রাখে? সিংহ যে বনে অধিষ্ঠিত, তারই চারিদিকে অভ্রভেদী ভৈরব গর্জ্জ মর্ম্মভেদী রব-চিহ্ন। আজ আমি পিতৃব্যকে নিহত ক'রে সিংহাসন দখল করতে চলেছি, আমার নাম এক দিনের ভেতরেই হিন্দুস্থানের প্রান্তে প্রান্তে ছুটে গেছে। বকধার্ম্মিক হয়ে গোপনে নিরীহ প্রজার সর্ব্বনাশ করলে কি আর তা হ'ত? আমার 'আল্লাউদ্দীন' অভিধানটি দিল্লীর গণ্ডীর বাইরে এক অঙ্গুলি পরিমাণও অগ্রসর হ'ত না। আমি মরবার পরক্ষণেই সে সুনাম দিল্লীর পথের ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে যেত। যাও, আর নিবেদন আর্জি নিয়ে আমার কাছে এস না। শুধু দেখ—আমি রাজ্য-শাসনের জন্য, একটা বিশ্বব্যাপী নামের জন্য কি কি করি। গোল ক'র না, 'জাঁহাপনা,' 'হুজুর', 'জনাব' ইত্যাদি কতকগুলি গালভরা শ্রবণভেদী শব্দে আমার মাথা গুলিয়ে দিও না।

খোজা। যথা আজ্ঞা জাঁহাপনা। খোদাবন্দ! যদি একটা আধটা বেফাঁস কথা হয়, ধরবেন না।

আলা। তোমার বাক্য চাই না, বুদ্ধি চাই না—তোমার আর কোনও কাজ চাই না। শুধু আমার কথা শোনবার জন্য মাঝে মাঝে তোমায় কান চাই, আর আমার যশঃসৌরভ আঘ্রাণের জন্য মাঝে মাঝে তোমার নাক চাই।

খোজা। যো হুকুম! এখন থেকে এই দুটোকেই আমি সর্ব্বদা ঘষে-মেজে রাখব।

আলা। যদি তুমি শুধু কর্ণনাসিকাযুক্ত একটি অবয়বহীন মাংসপিণ্ড হ'তে, তা হ'লে তুমি আমার যোগ্যতর উজীর হ'তে। যাও, এখন একটু নিদ্রা যাও গে, তাতে আমার রাজকার্য্যের অনেক সাহায্য হবে।

[উজীরের প্রস্থান।

পিতৃব্যকে হত্যা করলুম—তা হ'তে আমার অনিষ্ট হবার কোনও সম্ভাবনা নেই জেনেও হত্যা করলুম! কেন? এ একটা কৌশল! সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার একটা নূতন নীতি। আমায় যদি লোকে চিনতেই পারবে, তা হ'লে, রাজা হয়ে মজা কি? অন্যে যে পথটা সহজ ব'লে চলবে, আমি ভ্রমক্রমেও সে পথ মাড়াব না। অন্যে যে পথে চলতে ভয় পাবে, আমি সেই পথেই পা দেব। লোকে সাধারণতঃ যে কার্য্য এত কাল ক'রে আসছে, আমি তার উল্টোটা করব। তাতে দুনিয়ায় দু'দিনের বেশী যদি না থাকতে হয়, তাও স্বীকার। ধর্ম্ম কি, অধর্ম্ম কি, কিছুই বুঝি না। যেটা আমি ধর্ম্ম বলি, অন্যে সেটাকে অধর্ম্ম বলে! কৈ, এ জগতে দু'জন লোকেরও

পুরো। মা, তুমি যে মহদ্বংশ থেকে এসেছ, যে মহদ্বংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ, তোমার কাছে মর্য্যাদা রক্ষার আশা না করলে কার কাছে করব? কিছু ভয় নেই মা! আমাদের ভাগ্যদোষে যদি চিতোরের দুর্গ শরীরে কখনও কোন অনিষ্ট হয়, তার রক্ত-শরীরে ভবানী নিজে অস্ত্র ধরলেও কখন আঘাত করতে পারবেন না—এ বিশ্বাস আমার আছে। পার্ব্বতী তোমাকে সমস্ত রূপজ্যোতি দান ক'রে নিজে রূপহীনা কৃষ্ণাঙ্গী। তোমাতে আঘাত লাগলে জানবে, উন্মাদিনী নিজদেহে অস্ত্রাঘাত করেছেন, তা কখন সম্ভব নয়। যদি পূজার কোনও সামগ্রীর অভাব আছে মনে কর, নিয়ে এস। আর কথা—তোমার স্বহস্ত-চয়িত কিছু পুষ্প মাকে নিবেদন করতে হবে। আর বক্ষের কিঞ্চিৎ রক্তদানে মাকে আবাহন করতে হবে।

পদ্মিনী। যথা আজ্ঞা।

পুরো। তুমি ফিরে এলে তবে আমি পূজায় নিযুক্ত হব। তুমি উপস্থিত না থাকলে মায়ের সংকল্পই হবে না।

পদ্মিনী। আমরা যত শীঘ্র পারি ফিরে আসব।

পুরো। আর দেখ মহারাণি, তুমি পুরবাসিনীদের এই সময়েই প্রস্তুত হয়ে থাকতে বল।

বীরা। যথা আজ্ঞা।

(লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। খুড়ীমা! রাজা সাহেব কোথায়?

পদ্মিনী। তিনি বোধ হয়, আরামবাগের মধ্যস্থিত পুষ্পোদ্যানে কারুকরদের কার্য্যের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছেন। যদি প্রয়োজন থাকে ত বল, আমি সেই-খানেই যাব, মায়ের জন্য আরও কিছু পুষ্পচয়ন করব। প্রয়োজন থাকে, আমি তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

লক্ষ্মণ। তবে তাই দিন। তাঁর সঙ্গে আমার একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে।

[পদ্মিনী ও সখীগণের প্রস্থান।

এই যে, গুরুদেব আছেন?

পুরো। আছি বাপ—মায়ের পূজার সজ্জা অপেক্ষায় ব'সে আছি।

লক্ষ্মণ। পূজার বিলম্ব কত?

পুরো। এখনও বিলম্ব আছে। মায়ের চির-কালই নিশীথ পূজার ব্যবস্থা। অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে যখন সমস্ত সংসার নিদ্রিত হয়, তখনই মা মহাকাল বক্ষে উদ্যোগ ক'রে জগৎরক্ষার প্রহরিণীস্বরূপ উদ্যত কৃপাণে খণ্ডিত বাধাকে ছিন্ন করেন।

লক্ষ্মণ। এখন ত সন্ধ্যা। নিশীথের ত এখনও অনেক বিলম্ব, কিয়ৎক্ষণের জন্য আপনি কি একবার বাইরে আস্তে পারবেন না?

পুরো। কেন, বলবার কি কিছু আছে?

লক্ষ্মণ। আছে। দিল্লীর সংবাদ কিছু জানেন কি?

পুরো। জানি। আমি তীর্থদর্শনার্থ সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ঘুরে এসেছি।

লক্ষ্মণ। কি খবর জেনে এলেন?

পুরো। আলাউদ্দীন খিলিজী দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেছে।

লক্ষ্মণ। কি ক'রে করলে?

পুরো। তার পিতৃব্যকে হত্যা ক'রে।

লক্ষ্মণ। খুড়ো-রাজাও কি এ সংবাদ রেখেছেন?

পুরো। তিনি চার-চক্ষু—তিনি আর এ সংবাদ রাখেন নি?

লক্ষ্মণ। আমি সেই কথা জানবার জন্যই তাঁর সন্ধান করছিলুম।

পুরো। অভিপ্রায়টা জানতে পারি কি?

লক্ষ্মণ। হাঁ গুরুদেব! দিল্লীর অধিপতি পৃথ্বী-রাজ যুদ্ধে জয়ী হয়েও রাজ্য হারালে কি ক'রে?

পুরো। মহম্মদ ঘোরীর কূট-নীতিতে। প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ঘোরী কোনও প্রকারে প্রাণ নিয়ে দেশে পালিয়ে যায়। তার পরবৎসর অসংখ্য সেনা সংগ্রহ ক'রে পূর্ব্ব-অপমানের প্রতিশোধ নিতে মহম্মদ ঘোরী আবার পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করে। পৃথ্বীরাজও অসংখ্য বীর সেনা সঙ্গে নিয়ে কাগার তীরে, শত্রুর গতিরোধার্থ উপস্থিত হন। দুই দলে ভীষণ সংগ্রাম, প্রাতঃকাল থেকে যুদ্ধ, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হ'ল না। উভয় পক্ষেরই বহু সৈন্য হতাহত হ'ল! ঘোরী তখন বুঝলে, ধর্ম্মযুদ্ধে ক্ষত্রিয়-পরাজয় অসম্ভব। তখন সে রণে ক্ষান্ত দিয়ে, পৃথ্বীরাজের কাছে সে রাত্রির মত বিশ্রাম প্রার্থনা করেছিল। ধর্ম্মযুদ্ধের চিরন্তনী নীতি, পৃথ্বী-রাজ শত্রুর এ প্রার্থনায় 'না' বলতে পারলেন না। যুদ্ধ স্থগিত হ'ল। ক্ষত্রিয় রণক্ষেত্র ও বিলাস-ভবনে কোনও পার্থক্য রাখে না। অস্ত্র-ঝনঝনা ও নর্ত্তকীদের মধুর স্বর তার কর্ণে একরূপ আনন্দই উৎপাদন করে। ভারতীয় যুদ্ধে তখনও কূটনীতি প্রবেশ করে নি। বীর্য্যবান্ বাহুর, আর্য্য সন্তানের উভয় বিলাসিতার শাস্তিস্বরূপ যে কথায় তাকে আক্রমণ করেছিল, তার একটি বাক্যেও সে যুদ্ধে রণ-নীতি পরিত্যাগ করে নি। শুধু বীর্য্যে, শুধু বাহুবলে

সে আজমীর রাজাদের পরাস্ত করেছিল। পৃথ্বীরাজের সম্মুখে তখন সেই ইতিহাসের জাজ্জ্বল্যমান অক্ষর—তিনি মনের কোণেও স্থান দিতে পারেন নি যে, বীর মহম্মদ ঘোরী যুদ্ধে নীতি বিসর্জ্জন করবে, সুতরাং রণক্ষেত্রে তাঁর সমস্ত সৈন্য, রণসাজ ত্যাগ ক'রে আমোদ-প্রমোদে মত্ত ছিল। এমন সময়ে ঘোরী রাত্রির অন্ধকারের সহায়তায় কাগার নদী পার হয়ে তীব্রবেগে পৃথ্বীরাজের ছাউনী আক্রমণ করে। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে না হ'তে তাঁর সমস্ত সৈন্য বিধ্বস্ত হয়, পৃথ্বীরাজও রণক্ষেত্রে বন্দী হন।

লক্ষ্মণ। এখন ত আমরা দেখে শিখেছি, কার্য্যে বুঝেছি—আমাদেরও সে নীতি অবলম্বনে দোষ কি?

(ভীমসিংহের প্রবেশ)

ভীম। রাণা! এ ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ, অগ্নিকুলের মুখ-পাত্র চিতোর-পতির যোগ্য কথা নয়।

লক্ষ্মণ। কেন খুল্লতাত? মাতৃভূমি-রক্ষাই প্রত্যেক সন্তানের একমাত্র উদ্দেশ্য, আর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লে যখন শাস্ত্রবিহিত অক্ষয় স্বর্গ পুরস্কার, তখন এরূপ মহৎকার্য্যের জন্য কূট-নীতি অবলম্বনে দোষ কি?

পুরো। ক্ষত্রিয় নীতিরক্ষার্থ স্বর্গের প্রলোভনও তুচ্ছ জ্ঞান করে। আর স্বর্গসুখ—কত দিনের জন্য? অক্ষয় স্বর্গও কালের সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু নীতি-রক্ষায় যে ধর্ম্ম, তাহা কল্পান্তস্থায়ী। রাণা! তার আর বিনাশ নাই।

ভীম। রাণা! যদি আমরা নীতি-পথ পরিত্যাগ ক'রেও দেশের উদ্ধার না করতে পারি, তা হ'লে দেশও গেল—ধর্ম্মও গেল। নীতিমার্গে চলতে পারলে, এক দিন না এক দিন আশা আছে—দু বৎসরে হ'ক, দু'দশ জীবনে হ'ক, এক দিন না এক দিন—মাকে আমরা আবার নিজের ক'রে ফিরে পাব। ভারত-সন্তান নীতি-বর্জ্জিত হ'লে স্থির জানবে, আর কখনও মাথা তুলতে পারবে না।

লক্ষ্মণ। কেন?

ভীম। বাপ্! এ সব জন্মজন্মান্তরের সাধনা। মানবের ক্রমোন্নতিতে আমরা ঋষি-ধর্ম্মের আশ্রয় পেয়েছি। তখন তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত উদারনীতি পরিত্যাগ ক'রে অন্য নীতি অবলম্বন করতে গেলে, ওদের সঙ্গে পারবও না, মাঝের মধ্যে পিতৃপুরুষাগত যে ধর্ম্মগৌরব, তাও রক্ষা করতে অপারগ হব। আর জন্মজন্মান্তরের শিক্ষায় কূট-নীতিতে পণ্ডিত, আমরা এক জীবনের শিক্ষায় কেমন ক'রে তাদের সমকক্ষ হব? বাপ্! ও দুর্ব্বাসনা পরিত্যাগ কর।

লক্ষ্মণ। আলাউদ্দীন দেবগিরি জয় করেছে, শুনেছেন?

ভীম। শুনেছি। আর দেবগিরি জয় করেই সে উদ্ধত যুবা রাজলোভে তার পিতৃব্যকে হত্যা করেছে।

লক্ষ্মণ। শুধু তাই করেই কি সে ক্ষান্ত থাকবে মনে করেন?

ভীম। তা কেমন ক'রে বলব? না থাকবারই সম্ভাবনা। কেন না, আলাউদ্দীন এক জন সুদক্ষ সেনাপতি।

লক্ষ্মণ। সম্রাট না হয়েই যখন সে দেবগিরি জয় করেছে, তখন সম্রাট হয়ে সে কি আর কোন হিন্দু রাজাকে স্বাধীন রাজ্যসুখ ভোগ করতে দেবে?

ভীম। যদি না দেয়, তার উপায় কি?

পুরো। রাণা! হিন্দু রাজাদের আভ্যন্তরিক অবস্থা জেনেও যদি আলাউদ্দীন তাদের নিরাপদে নিদ্রা যাবার অবকাশ দেয়, তা হ'লে বুঝবো, সে কেবল নরঘাতী, সিংহাসনে বসবার যোগ্য নয়। এক চিতোর ভিন্ন ভারতের সর্ব্বস্থান, আলাউদ্দীন ইচ্ছা করলে, দুদিন অনায়াসেই করায়ত্ত করতে পারে। আমি কূট নীতির কথাও বলতে চাই না, ধর্ম্মনীতির কথাও বলতে চাই না। যে কোন নীতি-প্রয়োগে ভারতের মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য যে মনুষ্যত্বের প্রয়োজন, ভারতে এখন সে মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ অভাব।

ভীম। আর ভারত ভারতই যে বলি, সে ভারত কোথা? ভারত এখন সিন্ধু, গুজরাট, অযোধ্যা, পঞ্জাব, বাঙ্গালা, বিহার ইত্যাদি কতকগুলো খণ্ড-বিখণ্ড দেহ, অথচ অভিমানে স্ব-স্ব প্রধান, সেই পূর্ব্ব যুগের বিশাল একতাময় প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভগ্ন স্তূপের সমষ্টি। ভারত নাম সেই আর্য্য ঋষি-পূজিতা মাতৃমূর্ত্তির শতগ্রন্থিযুক্ত ছিন্ন বাসের আবরণ। বুঝতে পারছ না রাণা! মুষ্টিমেয় আগন্তুক পাঠানের ক্ষীণ আবেগ, নিদ্রিত বিশ কোটির সুদৃঢ় সবল পর্ব্বতপক্ষ-বিদারণক্ষম হস্তপদ সঙ্কোচিত করেছে।

লক্ষ্মণ। এর কি প্রতীকারের উপায় নেই?—সকলের প্রাণে আবার সে জাতীয়তার উদ্দীপনের চেষ্টা করলে কি কার্য্য হয় না?

ভীম। তুমি যখন জন্মগ্রহণ কর নি, তখন করেছি; তুমি যখন শিশু, তখন করেছি। তোমার হাতে রাজ্যভার দিয়েও আমি নিশ্চিন্ত থাকি নি। আমি প্রাণপণে ভারতে একতা-সম্পাদনের চেষ্টা করেছি। কিন্তু যে চেষ্টা করে, অন্যে মনে করে সে যেন মাতৃপিতৃ-দায়গ্রস্ত। তার উপর সবাই

কর্তৃত্বাভিমান। কেউ কাউকে কর্তা-স্বীকার করতে চায় না। এ রকমে কি জাত বাঁচে! অন্যান্য দেশে বিধাতা দু'এক জন লোককে বেশ জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে পাঠান, অবশিষ্টের ভেতর সকলেই প্রায় দু'পণ আনার অংশী। কাজেই সমগ্র দেশবাসীর ভেতর এক জন কি দু'জন নেতা হয়, অপরাপর সকলে তার অনুসরণ করে। আর এ পোড়া জাতের অদৃষ্টে এক রোখ আমার দৃষ্টি এমন হয়েছে যে, সমধর্মী ব্যক্তিদের পরস্পর-বিরোধী শক্তির মাঝে এরা কেউ কারও কাছে অবনমিত করতে পারে না। ভাল বলব! পিতৃপুরুষের প্রতিষ্ঠিত প্রাণ নিয়ে, মহাত্মা বাপ্পারাওয়ের কেতন-ধ্বজের অংশাধিকারী তোমার হৃদয় যদি দেশের দুঃখে এতই বিগলিত, তা হ'লে এস, দু'জন মিলতে ব'সে বিশ্বজনের জন্য একটা ভবিষ্যৎ কর্তব্য স্থির করি। ঠাকুর! আপনার মাতৃ-অর্চনার জন্য একাগ্রচিত্তার ব্যাঘাত করলুম—ক্ষমা করুন।

[ভীমসিংহ ও লক্ষ্মণসিংহের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যান।

গোরা।

গোরা। মেবারের লোকগুলোর একটা মজা দেখি, এরা বেশ ফুর্তি করতে জানে। দু'টো মিষ্টি কথা কও, অমনি ফুর্তি, দু'টো কড়া কথা কও, তাতেও ফুর্তি। সুখের সময়েও ফুর্তি, দুঃখের সময়েও ফুর্তি। বাড়ীতে চুপ টি ক'রে ব'সে থাকা, কারও যেন কোষ্ঠীতে লেখে নি—বাড়ীতে রইল ত 'এ বাবা—এ বাবা'—অষ্টপ্রহর চব্বিশ ঘণ্টাই নাম জুড়ে দিয়েছে। আর যুদ্ধক্ষেত্রে গেল ত 'হর হর শঙ্কর'—দামামা, দুন্দুভি, ভেরী, তুরী যেন বেটারা চিত্তরের বাপের শ্রাদ্ধ খেতে চলেছে, কি যমরাজের পিসের বিয়ের বরযাত্রী হয়েছে। এরা বেশ আছে। আমি কিন্তু বেশ থাকতে পারছি না। বেশ থাকবার এত চেষ্টা করছি, মনে মনে ফুর্তি জমিয়ে তুলছি, কিন্তু কিছুতেই বাগে আনতে পারছি না। একটি হাই তুললুম ত সব জমান ফুর্তি হুস ক'রে বেরিয়ে গেল; কোন্ বাতাসে মিশে, কোন্ আকাশে যে মিলিয়ে গেল, আর তার সন্ধান করতে পারলুম না। কেন,—আমারই বা ফুর্তির অভাব কেন? এ আনন্দময়দের দেশে এসে আমিই বা মিছি মিছি আনন্দে বঞ্চিত থাকি কেন? জন্মভূমি সিংহল ত্যাগ ক'রে এসেছি ব'লে? না, হিন্দুর সন্তান, যখন হিন্দুস্থানে—রাজপুত যখন রাজপুতানায়—তখন সে ত মায়ের কোল ছাড়া নয়! হিন্দুর সিংহলে আর হিন্দুস্থানে প্রভেদ কি? মাঝে খানিকটে লবণাক্ত জল। আর বাদ বাদ! তাতে কি? এই দু'য়ের মধ্যে এই লবণাম্বুনিধিতে এমন একটা প্রীতির প্রান্তর জেগে আছে যে, তার ওপর দিয়ে চ'লে এলে এক বিন্দু জলেও চরণ সিক্ত হয় না—শত যোজন দূর হ'লেও হ'ত না। তবে মনে সুখ পাই না কেন? এবার চেষ্টা ক'রে আমাকে সুখটা পেতেই হবে!

(বসীবদের প্রবেশ)

বসী। ভাবতে গেলে ত কূল-কিনারা থাকে না দেখতে পাচ্ছি। তা হ'লে কি এমনি ক'রে সেই বেইমানের চিন্তা নিয়ে সমস্ত হিন্দুস্থান দেওয়ানা হয়ে ঘুরে বেড়াব?

(গীত)

বিধি যদি বাদী কেন তারে সাধি
কেন বা কি চাহি কাহারও কাছে।
চাহিবার যাহা ফুরায়েছে তাহা
তবু কেন চলি আশায় পাছে॥
আমি যত চলি পথ চ'লে যায়,
কাছে যেতে পড়ি দূরে,
সুদূরের তারা থাকুক প্রদূরে,
আর না মরিব ঘুরে,
যেথা চলা শেষ সেথা মোর দেশ
এসেছি আমার ঘরের কাছে॥
সে সুখের ঘরে দেখিব কি ক'রে,
আমায় নিরাশা বঁধু লুকিয়ে আছে॥

গোরা। বা! বা! সুখান্বেষণের আরম্ভেই—এ নির্জন দেশে একটা শুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না?

বসী। দেওয়ানা হয়ে লাভ কি? কিছুক্ষণের জন্য স্বপ্নের একটা মোহনীয় মূর্তে আমিই মর্মাহত—একটা স্বপ্নে দেখা সুখের আস্বাদ দু'দিন কি দু'দণ্ড অনুভব করেছিলুম, এ জাগ্রদবস্থায় তা আর অনুমান করতে পারি না—অস্তগত সূর্যের কিরণ-রেখার মত তার যেন দুই একটা ক্ষীণ স্মৃতি আমার চিত্ত-অন্ধকারিত হৃৎপুট-গগনের এক প্রান্তে প'ড়ে আছে!

গোরা। হয়েছে—ঠিক হয়েছে! এত দেখছি,

আমার মত সুখের অন্বেষণে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাথাটা যে রকম এপাশ ওপাশ করছে, তাতে বিলক্ষণ বোধ হচ্ছে, লোকটার মাথার মগজে এত ঘনিষ্ঠভাবে রাশি রাশি সুখ নিবিষ্ট হয়েছে যে, তার খানিকটে ঝেড়ে ফেলে দিতে না পারলে বাছাধন যেন সুস্থ হচ্ছে না। তা হ'লে লোকটার কাছ থেকে খানিকটে ফাউ সুখ গ্রহণ করলে বোধ হয়, কারও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।

নসী। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে অবস্থাহীন পিতার সঙ্গে দূর বঙ্গদেশ থেকে সারাটা পথ হেঁটে দিল্লীতে এসেছিলুম। এসে পিতার অদৃষ্টের সঙ্গে, কিসমতের জোয়ারে জোয়ারে উঠে, একেবারে উজীর-কন্যার সৌভাগ্য পেয়েছিলুম। সেই অবস্থাতেই দিল্লীর সিংহাসনের এক প্রান্তে অতি মূল্যবান্ ভূমির বালেকান খণ্ড ক্রয় করেছিলুম। নসীবের দোষে সে জমীন আর আমার দখলে এলো না। ভাগ্যের মধ্যে পিতার চির-আশ্রিতের উদার আশ্রয় থেকে জন্মের মত বঞ্চিত হলুম। যে দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হয়ে পিতা এক দিন আমারও পর্য্যন্ত মৃত্যুকামনা করেছিলেন, এখন আমি তা হ'তেও অধিকতর দরিদ্রা। আশার রাজ্যের সীমান্ত হ'তে বহুদূরে অবস্থিত। এ স্থান আলো-আঁধারের সন্ধিস্থল। ইচ্ছা করলে এই দণ্ডেই নিরাশার আলোকে আপনাকে সুস্নাত করতে পারি, অথবা চিরদিনের মতন দুশ্চিন্তার অন্ধকারে আপনাকে ডুবিয়ে ফেলতে পারি।

গোরা। লোকটা দেখছি বেজায় কুৎসিত। না না কুৎসিত ত নয়—বেজায় সুন্দর! ছোঁড়া যেন কোন রাজপুত্তুর—না না, ছোঁড়া কেন—এ যে ছুঁড়ী। ও বাবা! যেটা ধরছি, সেইটেই উল্টে যাচ্ছে। তা হ'লে ত লক্ষণ শুভ নয়—আমি আজন্ম অবিবাহিত পুরুষ—আর সম্মুখে একটা অখণ্ড অপরিচিতা স্ত্রী! আকাশে তারা, বাগানে ফুল, আর মাঝখানে আমার অর্দ্ধ-কম্পিত, না, না—অর্দ্ধ কেন—পূর্ণ কম্পিত—প্রাণটা! ও বাবা! ছুঁড়ী যতই এগিয়ে আসছে, ততই যে প্রাণ থরথরিত—হ'ল না, সুখান্বেষণে ক্ষান্ত দিয়ে আমাকে কিয়ৎক্ষণের জন্য মাথা গুঁজে বসতে হ'ল।

নসী। সুখ-দুঃখ-ভোগ আমার নিজের হাতে। এখন যেটাকে ইচ্ছে ফেলে দিতে পারি, যেটাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারি। দুনিয়ায় আমার কেউ নেই, আমি কিন্তু দুনিয়ায় সবার, এটা মনে করলেই ত সব লেঠা চুকে যায়।

গোরা। আসছে—আসছে!

নসী। কিন্তু কৈ, তা মনে করতে পারছি কৈ? অপমানিত, লাঞ্ছিত, পদাঘাতে তাড়িত হয়েছি। নিরীহ ধার্ম্মিক পিতাকে নির্দ্দয় ঘাতকে টেনে নিয়ে গেল, তাও দেখেছি—এ দেখে, মর্ম্ম-বেদনা স্মরণ করলে আমি কি আর স্থির হ'তে পারি? প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি সে অবস্থা স্মরণ মাত্র—বিনা ফুৎকারে জ্ব'লে ওঠে। সুখ—কৈ? কোথায় এলো? দুঃখ—কৈ—ইচ্ছা করলে কৈ ফেলতে পারি? আলাউদ্দীন বহুসৈন্য নিয়ে গুজরাট জয় করতে চলেছে। কেন? সেখানে এক নবযৌবনা-বিদীপ্তিতা রমণীর হাতে রাজ্যভার। আলাউদ্দীন এ সুযোগ ছাড়তে পারলে না। তাই সেই অসহায়ার সর্ব্বনাশ করতে সে আজ বহুসৈন্য নিয়ে গুজরাটে ছুটেছে, অভাগিনীকে দুদিন মন খুলে কাঁদতেও অবকাশ দেবে না। আমি ছদ্মবেশে বাদশার সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে এসেছি। কিন্তু রমণী আমি, তাদের সঙ্গে সঙ্গে কতদূর চলব! বড়ই ক্লান্ত, আর পারলুম না। দূর থেকে এই দেশটার একটা বিচিত্র শোভায় আকৃষ্ট হয়ে এ স্থান দেখবার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না।

গোরা। এলো এলো—পৌঁছে এলো।

নসী। এই পার্ব্বত্য অধিত্যকায়—এমন চারু-শিল্পের আশ্রয়—শিলায় ক্ষোদিত চিত্রের ন্যায়, এ কি শোভাময় উদ্যান!

গোরা। উঃ! একেবারে আকাশ পানে চেয়ে আসছে! তা হ'লে বুঝতে পারছি, ঘাড়ে পড়লো—পড়'লো। গোরাচাঁদ! সুখ সুখ ক'রে পাগল হয়েছিলে—এই দেখ সুখ একেবারে একটি দেড়মণি তুলোর বস্তা হয়ে তোমার ঘাড়ে পড়তে আসছে। যাক্, আর মাথা তোলা উচিত নয়! গোলমাল হয়ে যাবে।

নসী। তাই ত! কে এক জন ব'সে রয়েছে না! এ কি, অমন ক'রে ব'সে কেন? আমাকে দেখেছে না কি? দেখে কোন দুরভিসন্ধি পোষণ করেছে না কি? কাজ নেই—আমি একা রমণী—তায় বিদেশিনী—এ নির্জ্জন দেশ—সাহায্যের প্রয়োজন হ'লে সাহায্য পাব কি না, তার ঠিক নেই। তা হ'লে এ স্থান থেকে স'রে যাওয়াই কর্ত্তব্য।

গোরা। মাথা গুঁজে ব'সে আছি, হাত-পাগুলো পেটের ভেতর ঢুকিয়ে রেখেছি। ও ঠিক ঠাউরেছে, পথের মাঝে একটা বিলাতী কুমড়া প'ড়ে আছে। লোভে লোভে যেমন ও হাত বাড়াবে, আমিও অমনি চীৎকার ক'রে হাতটা জেরবার ক'রে ফেলব।

কর্তৃত্বাভিমান। কেউ কাউকে কর্তা-স্বীকার করতে চায় না। এ হয়েছে কি আর বাবা! অন্যান্য দেশে বিধাতা দু'এক জন লোককে ষোল আনা বুদ্ধি দিয়ে পাঠান, অবশিষ্টের ভেতরে সকলেই প্রায় দু'দশ আনার অংশী। কাজেই সমস্ত দেশবাসীর ভেতর এক জন কি দু'জন নেতা হয়, অবশিষ্ট সকলে তার অনুসরণ করে। আর এ পোড়া ভারতের ভাগ্যে ষোল ষোল আনার বুদ্ধি এতক্ষ হয়েছে যে, সমধর্মী শক্তিদের পরস্পর-বিরোধী শক্তির মাঝে এরা কেউ কারও কাছে অবস্থিতি করতে পারে না। ভাল কথা! পিতৃপুরুষের প্রতিষ্ঠিত প্রাণ নিয়ে, মহাত্মা বাপ্পারাওয়ের সেবাধিকার কর্মাধিকারী তোমার হৃদয় যদি দেশের দুঃখে এতই বিগলিত, তা হ'লে এস, দু'জন মিলে ব'সে ভিক্ষুকদের জন্য একটা ভবিষ্যৎ কর্মনীতি স্থির করি। ঠাকুর! আপনার মাতৃ-অর্চনার জন্য একাগ্রচিত্তে বাসায় করুন—ক্ষমা করুন।

[ভীমসিংহ ও লক্ষ্মণসিংহের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যান।

গোরা।

গোরা। দেশটার লোকগুলোর একটা মজা দেখি, এরা বেশ স্ফূর্তি করতে জানে। দু'টো মিষ্টি কথা কও, তাতেও স্ফূর্তি, দু'টো কড়া কথা কও, তাতেও স্ফূর্তি। সুখের সময়েও স্ফূর্তি, দুঃখের সময়েও স্ফূর্তি। বাড়ীতে চুপটি ক'রে ব'সে থাকা, কারও যেন কোষ্ঠীতে লেখে নি—বাড়ীতে রইল ত 'এ বাবা—এ বাবা'—খচমচ খচমচ চব্বিশ ঘণ্টাই গান জুড়ে দিয়েছে। আর বুড়োবুড়ো গেল ত 'হর হর শঙ্কর'—দামামা, ডুগডুগি, ঢোল, তুরী যেন বেটারা চিরজন্মের বাপের শ্রাদ্ধ খেতে চলেছে, কি যমরাজের পিসের বিয়ের বরযাত্রী হয়েছে। এরা বেশ আছে। আমি কিন্তু বেশ থাকতে পারছি না। বেশ থাকবার এত চেষ্টা করছি, মনে মনে স্ফূর্তি জমিয়ে তুলছি, কিন্তু কিছুতেই বাগে আনতে পারছি না। একটি হাই তুললুম ত সব জমান স্ফূর্তি হুস ক'রে বেরিয়ে গেল; কোন্ বাতাসে মিশে, কোন্ আকাশে যে মিলিয়ে গেল, আর তার সন্ধান করতে পারলুম না। কেন,—আমারই বা স্ফূর্তির অভাব কেন? এ আনন্দময়ের দেশে এসে আমিই বা মিছি মিছি আমাকে বঞ্চিত থাকি কেন? জন্মভূমি সিংহল ত্যাগ ক'রে এসেছি ব'লে? না, হিন্দুর সন্তান, যখন হিন্দুস্থানে—রাজপুত যখন রাজপুতানায়—তখন সে ত মায়ের কোল ছাড়া নয়! হিন্দুর সিংহলে আর হিন্দুস্থানে প্রভেদ কি? মাঝে খানিকটা লবণাক্ত জল। আরে রাম রাম! তাতে কি? এই দু'য়ের মধ্যে এই লবণাম্বুনিধিতে এমন একটা প্রীতির প্রাচীর জেগে আছে যে, তার ওপর দিয়ে চ'লে এলে এক বিন্দু জলেও চরণ সিক্ত হয় না—শত যোজন দূর হ'লেও হ'ত না। তবে মনে সুখ পাই না কেন? এবার চেষ্টা ক'রে আমাকে সুখটা পেতেই হবে।

(মণীষদের প্রবেশ

মণী। ভাবতে গেলে ত কূল-কিনারা থাকে না দেখতে পাচ্ছি। তা হ'লে কি এমনি ক'রে সেই বেইমানের চিন্তা নিয়ে সমস্ত হিন্দুস্থান দেওয়ানা হয়ে ঘুরে বেড়াব?

(গীত)

বিধি যদি বাদী কেন তারে সাধি
কেন বা কি চাহি কাহারও কাছে।
চাহিবার যাহা ফুরায়েছে তাহা
তবু কেন চলি আশার পাছে॥
আর যত চলি পথ চ'লে যায়,
কাছে যেতে পড়ি দূরে,
সুদূরের তারা থাকুক সুদূরে,
আর না মরিব ঘুরে,
হেথা চলা শেষ হেথা মোর দেশ
এসেছি আমার ঘরের কাছে॥
সে সুখের ঘরে দেখিব কি ক'রে,
আমার নিরাশা বঁধু লুকায়ে আছে॥

গোরা। বা! বা! সুখান্বেষণের প্রারম্ভেই—এ নির্জন দেশে একটা শুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না?

মণী। দেওয়ানা হয়ে লাভ কি? কিছুক্ষণের জন্য স্বপ্নের একটা লোভনীয় মূর্ত্তি আয়ত্ত হয়েছিল—একটা স্বপ্নে দেখা সুখের আবাস দু'দিন কি দু'দণ্ড অনুভব করেছিলুম, এ জাগ্রদবস্থায় তা আর অনুমান করতে পারি না—অস্তগত সূর্য্যের কিরণ-রেখার মত তার যেন দুই একটা ক্ষীণ স্মৃতি আমার বিষাদ-প্লাবিত হৃদয়-গগনের এক প্রান্তে প'ড়ে আছে!

গোরা। হয়েছে—ঠিক হয়েছে! এত দেখছি,

আমার মত সুখের আবেষ্টনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাথাটা যে রকম এপাশ ওপাশ করছে, তাতে বিলক্ষণ বোধ হচ্ছে, লোকটার মাথার মগজে এত ঘনিষ্ঠভাবে রাশি রাশি সুখ নিবিষ্ট হয়েছে যে, তার খানিকটে ঝেড়ে ফেলে দিতে না পারলে বাছাধন যেন সুস্থ হচ্ছে না। তা হ'লে লোকটার কাছ থেকে খানিকটে কাড়ি সুখ গ্রহণ করলে বোধ হয়, কারও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।

নসী। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে অবস্থাহীন পিতার সঙ্গে দূর বঙ্গদেশ থেকে সারাটা পথ হেঁটে দিল্লীতে এসেছিলুম। এসে পিতার অদৃষ্টের সঙ্গে, কিসমতের তোয়াক্কে তোয়াক্কে উঠে, একেবারে উজীর-কন্যার সৌভাগ্য পেয়েছিলুম। সেই অবস্থাতেই দিল্লীর সিংহাসনের এক প্রান্তে অতি মূল্যবান্ ভূমির মালেকান স্বত্ব ক্রয় করেছিলুম। নসীবের দোষে সে জমীন আর আমার দখলে এলো না। দাঙ্গের মধ্যে পিতার চির-আতিথ্যের উদার আশ্রয় থেকে জন্মের মত বঞ্চিত হলুম। যে দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হয়ে পিতা এক দিন আমারও পর্য্যন্ত মৃত্যুকামনা করে-ছিলেন, এখন আমি তা হ'তেও অধিকতর দরিদ্রা। আশার রাজ্যের সীমান্ত হ'তে বহুদূরে অবস্থিত। এ স্থান আলো-আঁধারের সন্ধিস্থল। ইচ্ছা করলে এই দণ্ডেই নিরাশার আলোকে আপনাকে সুস্নাত করতে পারি, অথবা চিরদিনের মতন দুশ্চিন্তের অন্ধকারে আপনাকে ডুবিয়ে ফেলতে পারি।

গোরা। লোকটা দেখছি বেজায় কুৎসিত। না না কুৎসিত ত নয়—বেজায় সুন্দর! ছোঁড়া যেন কোন রাজপুত্তুর—না না, ছোঁড়া কেন—এ যে ছুঁড়ী। ও বাবা! যেটা বলছি, সেইটেই উল্টে যাচ্ছে। তা হ'লে ত লক্ষণ শুভ নয়—আমি আজন্ম অবিবাহিত পুরুষ—আর সম্মুখে একটা অখণ্ড অপরিচিতা স্ত্রী! আকাশে তারা, বাগানে ফুল, আর মাঝখানে আমার অর্দ্ধ-কম্পিত, না, না—অর্দ্ধ কেন—পূর্ণ কম্পিত—প্রাণটা! ও বাবা! ছুঁড়ী যতই এগিয়ে আসছে, ততই যে প্রাণ থরথরিত—হ'ল না, সুখাবেশে কাছে গিয়ে আমাকে কিছুক্ষণের জন্ত মাথা গুঁজে বসতে হ'ল।

নসী। সুখ-দুঃখ-ভোগ আমার নিজের হাতে। এখন যেটাকে ইচ্ছে ফেলে দিতে পারি, যেটাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারি। দুনিয়ার আমার কেউ নেই, আমি কিন্তু দুনিয়ার সবার, এটা মনে করলেই ত সব লেঠা চুকে যায়।

গোরা। আসছে—আসছে।

নসী। কিন্তু কৈ, তা মনে করতে পারছি কৈ? অপমানিত, লাঞ্ছিত, পদাঘাতে তাড়িত হয়েছি। নিরীহ ধার্ম্মিক পিতাকে নির্দ্দয় ঘাতকে টেনে নিয়ে গেল, তাও দেখেছি—এ দেখে, সর্ব্ব-বেদনা স্মরণ করলে আমি কি আর স্থির হ'তে পারি? প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি সে অবস্থা স্মরণ মাত্র—বিরাট হুঙ্কারে জ'লে উঠে। সুখ—কৈ? কোথায় এলো? দুঃখ—কৈ—ইচ্ছা করলে কৈ ফেলতে পারি? আলাউদ্দীন বহুসৈন্য নিয়ে গুজরাট জয় করতে চলেছে। কেন? সেখানে এক সদ্যবৈধব্য-বিপীড়িতা রমণীর হাতে রাজ্যভার। আলাউদ্দীন এ সুযোগ ছাড়তে পারলে না! তাই সেই অসহায়ার সর্ব্বনাশ করতে সে আজ বহুসৈন্য নিয়ে গুজ-রাটে ছুটেছে, অভাগিনীকে দুদিন বসে খু'লে কাঁদতেও অবকাশ দেবে না। আমি এ ছদ্মবেশে বর্ব্বর বাদশার সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে এসেছি। কিন্তু রমণী আমি, তাদের সঙ্গে সঙ্গে কতদূর চলব! বড়ই শ্রান্ত, আর পারলুম না। দূর থেকে এই দেশটার একটা বিচিত্র শোভায় আকৃষ্ট হয়ে এ স্থান দেখবার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না।

গোরা। এলো এলো—ঘেঁসে এলো।

নসী। এই পার্ব্বত্য অধিত্যকায়—এমন চারু-শিল্পের আশ্রয়—শিলায় ক্ষোদিত চিত্রের ছাদ, এ কি শোভাময় উদ্যান!

গোরা। উঃ! এবারে আকাশ পানে চোখ আসছে! তা হ'লে বুঝতে পারছি, ঘাড়ে পড়লো—পড়লো। গোরাচাঁদ! সুখ সুখ ক'রে পাগল হয়েছিলে—এই দেখ সুখ একেবারে একটি ফেক্কণি তুলোর বস্তা হয়ে তোমার ঘাড়ে পড়তে আসছে। যাক্, আর মাথা তোলা উচিত নয়। গোলমাল হয়ে যাবে।

নসী। তাই ত! কে এক জন ব'সে রয়েছে না? এ কি, অমন ক'রে ব'সে কেন? আমাকে দেখেছে না কি? দেখে কোন দুরভিসন্ধি পোষণ করেছে না কি? কাজ নেই—আমি একা রমণী—তায় বিদেশিনী—এ নির্জ্জন দেশ—সাহায্যের প্রয়োজন হ'লে সাহায্য পাব কি না, তার ঠিক নেই। তা হ'লে এ স্থান থেকে স'রে যাওয়াই কর্ত্তব্য।

গোরা। মাথা গুঁজে ব'সে আছি, হাত-পাগুলো পেটের ভেতর ঢুকিয়ে রেখেছি। ও ঠিক ঠাউরেছে, পথের মাঝে একটা বিলাতী কুমড়া প'ড়ে আছে। লোভে লোভে যেমন ও হাত বাড়াবে, আমিও অমনি ক্যাঁক ক'রে হাতটা গ্রেপ্তার ক'রে ফেলব।

(হরসিংএর প্রবেশ)

হর। তাই ত, হুজুর গেল কোথা? এই বাগানে আসতে আমায় হুকুম ক'রে এলো—কিন্তু কোথাও ত তাকে দেখতে পাচ্ছি না। এই যে—এই যে—হুজুর কি ব'সে ব'সে ঘুমুচ্ছে? আফিং খানিকটে বেশী খ'রে ফেলেছে, বোধ হয়, বেজায় ঝিম এসেছে।

গোরা। সুন্দরীর নিশ্বাসের ঢেউ এসে গায়ে লাগছে, বললে আর কি, কুমড়োটা চুরী করলে আর কি!

হর। ব'সে ব'সে কি বকছেন হুজুর?

গোরা। কুমড়ো-চোরকে পাকড়াও করছি হুজুর! কি সুন্দরি! চাঁদ-মুখখানি লুকিয়ে গেল যে! আমি বাবা মেবার রাজ্যের সহর-কোটাল—একটা হাই তুললে চোরাই চোরাই গন্ধ পাই—আমার কাছে চালাকী!

হর। সে কি হুজুর! সুন্দরী পেলে কোথা?

গোরা। এই হাতের মুঠোর ভিতর পেয়েছি বাবা। আমি কি বোকা, না পাঁজচোখো, দুধের সাবগ্না দেখতে পাই না? আসতে আসতে পথের মাঝে সন্ধ্যাকলী ফুল্য গোঁফ জোড়াটি কোথা পেলে ধন? গোঁফ ফেল্—বেটী বদমাইস—পাজী চোর!

হর। টেনো না—গোঁফ টেনো না হুজুর! আমি ম'রে গেলে তোমার পরিচর্য্যা করবে কে?

গোরা। সত্যই তুমি তা হ'লে বাপ হরধন?

হর। কেন, হুজুর কি গোলামকে চিনতে পারছেন না?

গোরা। ক্রমে ক্রমে পারতে হচ্ছে বৈ কি! এ কি রকমটা হ'ল?

হর। কি হ'ল হুজুর?

গোরা। এই দেখলুম, একটি কুৎসিত কদাকার বিদূষক—তার পরেই দেখলুম, সুন্দর মনোহর একটি চন্দ্রমল্লিকের গাছের মত ছোকরা, আর একটু এগুতেই ছুকরী—আর যেমন হাতখানি ধরেছি, অমনি হরা হয়ে গেলে ধন!

হর। দেখুন হুজুর, অত কড়া আফিং খাবেন না—ওতে মাথা খারাপ হয়ে যায়।

গোরা। মাথা খারাপ হবে কি রে বেটা? আমি যে মাথা থেকে আরম্ভ ক'রে হস্ত-পদাদি যেখানে যা ছিল, সব গুটিয়ে একটি কুমড়ো হয়েছিলুম।

হর। তা হ'লেই ঠিক হয়েছে, ঐ কুমড়োর বোঁটাটা আপনার চোখে ঢুকে গিয়েছিল।"

গোরা। তাই ত! সত্যি সত্যি কি চোখদুটো আমার এত খারাপ হ'ল যে, তোমায় যখন একটা [illegible] হয়ে গেল?

হর। তা হবার আর আশ্চর্য্য কি? এই যে বললুম হুজুর। চব্বিশ ঘণ্টাই নেশায় বোঁদ হয়ে থাকলে চোখের কি আর ঠিক থাকে!

গোরা। না, তুই মিথ্যে কথা বলছিস্—আমাকে হর ত খুঁজতে এসেছিলি। হয় ত কোন রমণী আমার রূপগরিমায় মুগ্ধ হয়ে আমার অন্বেষণ করছিল। তোকে দেখে সে লজ্জিতা ভয়চকিতা হয়ে স'রে পড়েছে।

হর। এ চিতোরে আপনাকে দেখে মুগ্ধ হবার মধ্যে এক আছি আমি। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। তা স্ত্রীলোকের মধ্যেই কি, আর পুরুষের মধ্যেই কি!

গোরা। বটে!

হর। সত্যি কথা বলতে কি হুজুর, চিতোরবাসী সকলেই আপনাকে মনে মনে ঘৃণা করে। তবে রাণীর মামা ব'লে মুখে আপনাকে কেউ কিছু বলতে পারে না।

গোরা। তা আমি জানি।

হর। তারা জানে, আপনি নেশাখোর, অকর্ম্মণ্য, ভীরু; অথচ আপনাতে সিংহলীর অভিমান। আপনি তাদের সঙ্গে কোন আমোদে যোগ দেন না—মৃগয়ায় যান না, অস্ত্র-খেলা খেলতে চান না—পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের মধ্যে কারো সঙ্গে যুদ্ধ করবার প্রয়োজন হ'লে সবাই জানবে রাণীর মর্য্যাদা রাখতে অগ্রসর হয়, কিন্তু আপনি মরণের ভয়ে আত্মগোপন করেন। সে দিন গুজরাটের রাজার সঙ্গে অতবড় যুদ্ধ হ'ল—চিতোরের বালক পর্য্যন্ত সে যুদ্ধে যোগ দিতে ছুটলো, আপনি চুপ ক'রে কোন্ লোক-অগোচরে ব'সে রইলেন। রাণী পর্য্যন্ত আপনার আচরণে মর্ম্মাহত হয়ে গেলেন।

গোরা। তা মাঝখান থেকে তোমার নেক-নজরটা আমার ওপর প'ড়ে গেল কেন?

হর। কেন, তা বলতে পারি না হুজুর! কত-বার মনকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখেছি—উত্তর পাইনি। এর জন্য আত্মীয়-বন্ধুর তিরস্কার খেয়েছি, তবু তোমার সঙ্গ ছাড়তে পারি নি। আমাকে কে যেন বলে, আপনাতে একটা পদার্থ আছে।

গোরা। হাঁ—বেশ—এক ছিলিম গাঁজা সাজ।

হর। হুজুর! আর নেশা করবেন না।

গোরা। নেশা কি রে বেটা—নেশা কি? চরিত্র-সব কি নেশা? নেশা তোদের চিতোরের

চোকস্বরূপার। নেশা কি এক রকম ? যে শুধু একটু আধটু চোখ পিটপিটিয়ে ওঠে, একটু আধটু ঘুম পায়—জেগে উঠলেই সব ফুরাল। নেশা অজ্ঞানে, নেশা অভিমানে—মানুষ যখন তাতে ডুবে থাকে, তখন ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হলেও সে মনে করে, আমি জেগে আছি। এইটুকু যা প্রভেদ। তবে যখন বললি, হক, তখন সরলভাবে বলি—নেশা দুই-ই—দুই-ই মনুষ্যত্বের বিনাশ করে, শক্তির প্রতিরোধ করে, মানুষকে হিতাহিত-জ্ঞানহীন পশুর তুল্য করে। তবে এই দুই নেশাখোরের মধ্যে এক জন নিজেকে নষ্ট করে, আর এক জন আপনার মৃত্যু-পথে আর পাঁচ জনকে সঙ্গ নেয়। বুঝলি হক—যখন মানুষ মানুষের সর্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু, তখন বন্যপশু-বাঘের বীরত্ব দেখিয়ে লাভ কি ? বল্ দেখি, একটা বিকট অভিমানবশে মানুষ যত মানুষের অনিষ্ট করে, বন্য জন্তু হ'তে কি তার শতাংশের একাংশও অনিষ্ট হয় ?

হক। কথাটা যা বলছ, তা বড় মিথ্যে নয়।

গোরা। কার ওপর অস্ত্র ধরব ? তোরা বড় তার-চয় বড় বীর—বীরত্বের অভিমান বজায় রাখতে যুদ্ধ করবার লোক না পেলে আপনা আপনির ভেতর মারামারি করিস্।—আমরা ছোট সিংহদের ছোট বীর, এ রকম লড়ায়ে আপনা আপনিকে মারতে দেখলে কাঁদি। আমরাও এক দিন আপনা আপনির ভেতর বলের পরিচয় দিয়েছি। মুগুর দিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের বক্ষ-কাঠিন্য পরীক্ষা করেছি।' গ্রামে কখন বাঘ হস্তীর উৎপাত হ'লে, সেই সব জন্তু বধ ক'রে অস্ত্রবলের পরীক্ষা দিয়েছি—আর শত্রুর আক্রমণে সকলে একসঙ্গে মিলে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেশের শক্তি পরীক্ষা করেছি। চিতোর এখন আপনার বীরত্বগর্বে আপনি উন্মত্ত। অহঙ্কারী আনহালওয়ারা-রাজ তোমাদের কাছে পরাভূত হয়েছে। সেই পুরাতন ধাররাজা, অবন্তী, মন্দোর, দেবগিরি, সেই সোলাঙ্কি, প্রমার পরিহার সমস্ত অগ্নিকুলের অধিষ্ঠানভূমি চিতোরের কাছে মস্তক অবনত করেছে। তোরা তাদের গর্ব অধিকার করেছিস্, প্রাণ অধিকার করতে পেরেছিস্ কি ? তারা শুধু নির্জনে দন্তনিষ্পেষণে মুখ বিকৃত ক'রে প্রতিহিংসার অবকাশ খুঁজছে। আমরা হ'লে মাতৃহারাপ্রাপ্ত ভাগ্যহীনের মত তাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে গলায় বস্ত্র দিয়ে প্রীতি ভিক্ষা করতুম, আর সকলে মিলে এক জনকে কর্তা ক'রে, তার আদেশে অস্ত্র ধ'রে—পৃথ্বীরাজের হত্যার, গৌরবার-বিজয়-গানের, মহম্মদঘোরি-হননের প্রতিশোধ নিতুম। নিজেরা মিশতে চাইলে তাদের ভাইয়ের মত প্রাণ দিয়ে আপনার ক'রে নিতুম; নইলে এক একটিকে ধ'রে সলেমান পাহাড়ের ওপারে ছুঁড়ে ফেলে দিতুম।

হক। তাই ত হুজুর! আপনি যা বলছেন, এ ত বড় চমৎকার কথা!

গোরা। এর মধ্যে একটা প্রধান রাজা দেবগিরি—সেটার কি দুর্দশা হয়েছে জানিস্ ? আলাউদ্দীনের বিষম অস্ত্রাঘাতে তার রাজধানী রক্তপ্রবাহে পূর্ণ, দেবমন্দির চূর্ণ, আর মণিমাণিক্যপূর্ণ রাজকোষ কপর্দকশূন্য। ঈশ্বর না করুন, তোমার চিতোরেরও এক দিন এই পরিণাম হবার সম্ভাবনা। কেন না, সে দুর্দিন এলে কেউ চিতোরকে রক্ষা করতে অঙ্গুলিটি পর্যন্ত বাড়াবে না। অবশ্য তাদেরও সেই এক পরিণাম। তবে এ হয়েছে কি জান, যখন ভাইয়ে ভাইয়ে মামলা হয়, তখন উকীল-মোক্তারে বিষয় খাক্, তাও স্বীকার, নীলামে বিষয় বিকিয়ে যাক্, তাও স্বীকার, তবু এক ভাই আর এক ভাইয়ের চেয়ে একটু বেশী ভোগ করবে, এ প্রাণে সহ্য হয় না। গুজরাটের রাজা আজ না মরেছে ?

হক। যুদ্ধে বিষম আহত হয়েছিলেন। শুনলুম, মাসখানেক আগে তিনি দেহত্যাগ করেছেন।

গোরা। আর মাসখানেক পরেই শুনবে, আলাউদ্দীন তার রাজ্য আক্রমণ করেছে।

(নসীবনের পুনঃপ্রবেশ)

নসী। অত বিলম্ব সয়নি—আজই আলাউদ্দীন সৈন্য নিয়ে গুজরাট অভিমুখে চলেছে।

গোরা। তবে রে বেটা হক! আমার মা কি চোখ খারাপ করেছে ? তুমি আমাকে এক বুড়ী খোঁয়া-গোঁফ দেখিয়ে ভুলিয়ে দিতে চাও ? বেটা! পাজী বেটা!

হক। খোদাই হুজুর! আমি দেখি নি।

গোরা। তুই দেখবি কি রে বেটা, এ সামগ্রী তুই দেখবি কি ? এ সব জিনিস সিদ্ধ, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর,—এরা দেখবে—তোর এ বেয়াদের চোখ, তুই কেবল ইঁদুর-বাচ্চা দেখবি!

হক। তাই ত হুজুর! এ ত বড় সুন্দর স্ত্রীলোক—কিন্তু আমাদের দেশের মতন নয়!

নসী। আপনাকে প্রথমে দেখে আমি লুকিয়েছিলুম। লুকিয়ে লুকিয়ে আপনার সমস্ত কথা শুনে আপনার ওপর আমার ভক্তি হয়েছে।

গোরা। হে-হে-হে, তৃপ্তি হয়েছে?

নসী। বিশেষ তৃপ্তি হয়েছে।

গোরা। হে-হে-হে, হর! তা হ'লে আর বিলম্ব করছ কেন, তক্তিরসে একটু স্নান দাও। এই দাও, টিপ্‌টে সুরু কর।

হর। স্ত্রীলোকটি কি বলছে, আগে শোনই না হজুর!

গোরা। এ শোনাও হবে, টানাও হবে—এক-সঙ্গে লাগিয়ে দাও—লাগিয়ে দাও।

নসী। চিতোরে আপনাকে কেউ ভালবাসে না—তাইতে আপনার দুঃখ? আমি আপনাকে ভাল-বাসলুম—

গোরা। হে-হে-হে—হর—হর—এক টিপ বাড়িয়ে দাও।

নসী। কিন্তু আমার স্বামী আছে।

গোরা। হর হর—টিপ কমিয়ে দাও—টিপ কমিয়ে দাও। থাক্—এ রহস্যের কথা রেখে, গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করি—সুন্দরি। তুমি কে?

নসী। আগে আমার ভালবাসার প্রতিদান দিতে স্বীকৃত হ'ন।

গোরা। এ যে বড়ই গোলমেলে কথা হ'ল সুন্দরি!

হর। হজুরের কথা শুনলে—শুনে হজুরের প্রকৃতি বুঝতে পারলে না?

নসী। পেরেছি—আর পেরেছি ব'লে তোমার হজুরের ভালবাসা চাচ্ছি।

হর। যদি বুঝতেই পেরেছ, তা হ'লে এক জনের স্ত্রী হয়ে কেমন ক'রে পরপুরুষের ভালবাসা চাচ্ছ?

নসী। কেন, স্ত্রীলোক বিবাহিত হ'লে কি সংসা-রের প্রেমেও বঞ্চিত হয়?

গোরা। না, তা হয় না, আমি সংসারী, তুমি ভগিনী। কিন্তু ভগিনি! আমি যে আজীবন সংসারে বীতস্পৃহ। ভালবাসার মধুময় স্পর্শ এ হৃদয় কখন অনুভব করবার অবকাশ পায় নি। এ কঠোর নির্দয় সংসারে বান্ধবশূন্য আত্মার নীরস হৃদয় তোমার এ অপার রমণী-স্নেহের কি প্রতিদান দিতে পারবে?

নসী। আপনার কাছে যতটুকু পাই—যদি পাই, তাই এ সংসারে পতিপরিত্যক্তা বান্ধবহীনার পক্ষে যথেষ্ট। আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আমি মুসলমানী, মোসলমানের আমার ঘর।

হর। মুসলমানী!

গোরা। মুসলমানী! বেশ বেশ—তা হ'লে আমি তোমার হিন্দুস্থানী ভাই, আর তুমি আমার মুসলমানী ভগিনী। সেই প্রথম মানবদম্পতি থেকে তোমারও উদ্ভব—আমারও উদ্ভব। শুধু নিজে নিজে আমাদের উপাধি ভেদ ক'রে চক্ষে নানা বর্ণের আবরণ দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখে আমরা যে যাকে পৃথক্ ক'রে ফেলেছি। বেশ হয়েছে—আজ নিতান্ত কাতর হয়ে ভগবানের কাছে স্ফূর্তি চেয়েছিলুম—সে স্ফূর্তি পেয়েছি। এস ভগিনি! তোমাকে সাদরে আমার স্নেহ-পুষ্পাধারে স্থানদান করি। যে হর, গাঁজা ফেলে দে। এ এক নতুন রকমের নেশা। আমি বোঁদ হয়ে গেছি।

(বাদলের প্রবেশ)

বাদল। পিতামহ!

গোরা। কে ও, ভাই বাদল!—কি দাদা?

বাদল। তুমি এখানে?

গোরা। নিশ্চয়—এ কথা কেউ না বলতে পারে না।

বাদল। কিন্তু আমি পারি। তুমি এখানে থাকতে দু তিন জন অচেনা লোক তোমার চোখের সামনে দিয়ে আরামবাগে প্রবেশ করে?

গোরা। সে কি?

বাদল। এই এমন এমন চেহারা—গায়ে কাবা, পায়ে পায়জামা—লম্বা দাড়ী, গোঁফ নেই—নেড়া মাথা—লম্বা টুপী, অন্ধকারে মাথা গুঁজে—পা-টিপে ঢুকেছে।

নসী। তা হ'লে নিশ্চয় সম্রাট-প্রেরিত গুপ্তচর চিতোরে প্রবেশ করেছে।

গোরা। কোন্ দিকে গেল—কোন্ দিকে গেল?

বাদল। দেখবে এস—

গোরা। বাগানে কেউ আছে?

নসী। আমি দূর থেকে দেখেছি—দু'জন স্ত্রীলোক বাগানে ফুলচয়ন করছেন।

হর। আমি জানি, পদ্মিনী।

গোরা। চল্ চল্—শীগ্‌গির চল্—এস ভগিনি! সঙ্গে এস।

পঞ্চম দৃশ্য

উদ্যানের অপর পার্শ্ব।

পদ্মিনী ও মীরা।

পদ্মিনী। আর না, অন্ধকার হয়ে এল। যা ফুল তোলা হয়েছে, এই যথেষ্ট। এস মা, মন্দিরে যাই।

মীরা। চতুর্দ্দিকে প্রহরী, চিতোরের দুর্গমধ্যে বাগান, এখানে আমাদের ভয় করবার কি আছে খুড়ীমা ?

পদ্মিনী। ভয়, অন্য কাউকে নয়, ভয় আমাকে। আজকের রাত্রে ভবানী-মন্দিরে এই যে সমারোহের সঙ্গে স্বস্ত্যয়নের আয়োজন হচ্ছে, তার কারণ কি জান ?

মীরা। অমাবস্যার নিশীথে চিরকাল যেমন ভবানী-পূজার ব্যবস্থা আছে, আমি জানি, তাই আয়োজন হচ্ছে ; অন্য কারণ ত জানি না।

পদ্মিনী। সে নৈমিত্তিক পূজায় এত আয়োজন হয় না—তার পুষ্পচয়ন আমাকে করতে হয় না। মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে মেবারের সমস্ত সর্দ্দার আজ চিতোরে সমবেত হয়েছে।

মীরা। কারণ কি খুড়ীমা ?

পদ্মিনী। কারণ আমি নিজে—অথবা আমি কেন, আমার দুর্ভাগ্য।

মীরা। আপনি চিতোরের সর্বপূজ্য রাজা ভীমসিংহের মহিষী—আপনার দুর্ভাগ্য—এ আপনি কি বলছেন মাগি ? রূপে আপনি বিশ্বিজয়নায় ভাণ্ডার শূন্য ক'রে মর্ত্ত্যে এসেছেন। স্ত্রীলোকের এ হ'তে ভাগ্য আর কি হ'তে পারে ?

পদ্মিনী। রূপ হয় ত পেয়েছি ; কিন্তু ভাগ্য পেয়েছি কি, এখনও বলতে পারি নি। বলব আজ স্বস্ত্যয়নের পর—ভবানীর মুখ দেখে। ভাগ্য স্বতন্ত্র। রূপ তাকে সর্ব্বদা আকৃষ্ট ক'রে রাখতে পারে না। বরং অধিকাংশ সময় রূপ ভাগ্যের আসবার পথে প্রতিরোধক হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় দেখবে, যার যত রূপ, তার তত‍ই দুর্ভাগ্য।

মীরা। কথা শুনে কিছুই বুঝতে পারলুম না—কিন্তু ভীত হলুম মাগি!

পদ্মিনী। বেশ, বুঝিয়েই বলছি—কেন না, মনটা আমার বড়ই উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। তোমায় বললেও বুঝি মনের যাতনার কতকটা লাঘব হয়। আমি সিংহলরাজ হাম্বিরশঙ্কের একমাত্র কন্যা। পিতা আমার ঐশ্বর্য্যবান্। তার উপর তুমি নিজেই বললে, আমি রূপসী। কাজেই হিন্দুস্থানের বহুদেশ থেকে বহু রাজা আমার পাণিগ্রহণাভিলাষী হয়ে পিতৃরাজ্যে উপস্থিত হন। কিন্তু আমার কোষ্ঠিতে লেখা আছে যে, আমি যে সংসারে প্রবেশ করব, সে সংসারই বিপন্ন হবে—যদি কোন পুরুষ আমায় গ্রহণ করে, তা হ'লে পুরুষ হারখার হবে, যদি কোন রাজা আমাকে গ্রহণ করে ত তার রাজ্য নষ্ট হবে। পিতা আমার সত্যনিষ্ঠ—কোষ্ঠীর ফল গোপন ক'রে আমায় বিবাহ দিতে তাঁর প্রবৃত্তি হ'ল না। তাই তিনি নিমন্ত্রিত রাজাদের এক দিন সভায় আহ্বান ক'রে তাদের কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ করেন। এ কথা শুনে কেহই আমাকে বিবাহ করতে সাহসী হ'ল না। রাজা ভীমসিংহও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সে সময় অসুস্থ ব'লে তোমার স্বামীকে নিমন্ত্রণ-রক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। রাণা তখন বারো বৎসরের বালক। সভামধ্যে কোন রাজাই আমাকে গ্রহণ করতে সাহসী হ'ল না ব'লে সেই বালক দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিল, "বিপদই যদি এ কন্যা-গ্রহণের পণ, তা হ'লে আমার পিতৃব্য বীর ভীমসিংহের নামে এ কন্যা গ্রহণ করতে আমি প্রস্তুত আছি।" পিতা চিতোর-রাণার গর্ব্ববাক্য নিরর্থক বোধ করলেন না। তিনি বালক রাণার সঙ্গে আমাকে চিতোরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রাজা ভীমসিংহ সমস্ত ঘটনা শুনে প্রথমে আমাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত হন নি। শেষে আমার সপত্নীর অনুরোধে রাণার মর্য্যাদা রাখতে অনিচ্ছায় আমাকে গ্রহণ করেছিলেন।

মীরা। কৈ, এরূপ কথা ত কোন দিন কারো কাছে শুনি নি ?

পদ্মিনী। জানে রাণা, জানেন আমার স্বামী, জানতেন আমার সপত্নী—শুনেছেন শুধু পুরোহিত, আর শুনবে কে ? মনে কেমন একটা আতঙ্ক হচ্ছে ব'লে এত কাল পরে আজ আমি তোমাকে বললুম।

মীরা। কিসের আতঙ্ক ? আমরা রাজপুত্রী। মর্য্যাদার গর্ব্বই আমাদের ঐশ্বর্য্য। মর্য্যাদাহানিই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ। ধনসম্পত্তি আমাদের ঐশ্বর্য্য নয়, রাজ্যনাশ আমাদের বিপদ নয়।

(মুসলমান সৈনিকত্রয়ের প্রবেশ)

১ম। সকলে নিশ্চিন্ত হয়ে—কি একটা হল্লা করছে।

২য়। একটা কি লাল কুচকুচে পুতুল-পুজোয় মেতেছে।

৩য়। ঐই একখানি লাল টকটকে দিব—গলায় কতকগুলো মুণ্ডু—এই সময় জাঁহাপনা তকাতে না দিয়ে যায় এখানে হানা দিতেন, তা হ'লে বোধ হয়, এক দিনেই কাজ হাসিল হয়ে যেত। তা জাঁহাপনা ত কারুর পরামর্শ নেবেন না। নিজে যা খুশী, তাই করবেন।

১ম। আহা, কি বাগান!

২য়। ওরে এ কি রে ?

১ম। ভাই ত, এ কি? এ কোন্ জহরতের পরী!

২য়। ঠিক হয়েছে—একে যদি কোনও রূপে বাদশাআলমগীরের কাছে নিয়ে যেতে পারি, তা হ'লে এক এক জনের এক একটা জায়গীর, এ আর কেউ রদ করতে পারবে না।

৩য়। পারি কি, যেমন ক'রে হ'ক পারতেই হবে।

১ম। আস্তে, আস্তে।

মীরা। তা হ'লে আর বিলম্ব করবার প্রয়োজন নেই। ওদিকে কি দেখছেন রাণি?

২য়। কি বলছে—চুপ চুপ।

পদ্মিনী। বাগানে অন্ধকার—কোথাও আর সন্ধ্যার ছায়া পর্য্যন্ত নেই, কিন্তু ঐ দূরের শৈলশিখর এখনও পর্য্যন্ত যেন কত আগ্রহে বিদায়প্রার্থী প্রণয়ীর মত সন্ধ্যা প্রকৃতিকে ধ'রে রেখেছে। কম্পিত অধরের মত চুম্বনভরে যেন এ ওর গায়ে ঢ'লে পড়ছে। সন্ধ্যা যেন কত দুঃখ মনে শৈলের আলিঙ্গন থেকে ধীরে ধীরে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করছে।

মীরা। দুর্ভাগ্য! যে রাজ্যের রাণী এত ভাবময়ী, সে রাজ্যের কি কখন অকল্যাণ হয়?

১ম। তা হ'লে আর বিলম্ব কেন?

২য়। কি ক'রে বাইরে নিয়ে যাব?

৩য়। এই সুমুখে পাহাড়, ভাবছিস কি? এই বাগানের উত্তর প্রায় একেবারে পাহাড়ের তলায় গিয়ে ঠেকেছে। ওদিকে এখনও পাঁচীল সব গাঁথা হয়ে ওঠে নি—এখনও অনেক ফাঁক। তার ওপর সকলে উৎসবে মত্ত। একবার কোনওরূপে ঘোড়ার ওপর তুলতে পারলে হয়! ওরে, যাবার উদ্যোগ করছে।

পদ্মিনী। এস মা!—প্রণয়ি-প্রণয়িনীর বিচ্ছেদ দাঁড়িয়ে দেখতে নেই, চল যাই।

১ম। ভাই ত—মানুষের কাঁধে উঠে দেখতে হয়।

পদ্মিনী। কে তোমরা?

মীরা। এখানে কে তোরা?

২য়। আজ্ঞে বিবি! আমরা সব বাঁদ।

(গোরা, বাদল, হর ও মন্ত্রীবরের প্রবেশ)

গোরা। ও কাঁধে কি আর বিবি উঠবেন—ও কাঁধে বাবা চাপেন।

সকলে। ওরে ভাই, পালা পালা—

(১ম, ২য় ও ৩য়ের পলায়ন)

মন্ত্রী। মারো—মারো—সৈনিক হয়ে যে শিয়াল-কুকুরের মত চুরি করতে আসে, তাকে হত্যা কর।

গোরা। সে তোমায় বলতে হবে না বিবি! হর।

হর। ঠিক আছি হুজুর।

গোরা। একটা যুঁ'ক পালাল।

বাদল। সে আমি দেখছি দাদা! পালাবে কোথা?

মন্ত্রী। তুমি শিশু—কোথা যাও?

বাদল। এসে বলব বিবি সাহেব।

মন্ত্রী। ওরা সব তাতারী সেপাই—

[গোরা, হর ও বাদলের প্রস্থান।

কি কর বালক, ফের—ফের।

নেপথ্যে। সাবধান! যেন কেউ না ফিরে খবর দিতে পারে।

পদ্মিনী। এ সব কি ব্যাপার?

মন্ত্রী। আর ব্যাপার বোঝবার সময় নেই রাণী! এখানে আর একদণ্ড বিলম্ব করবেন না।

[পদ্মিনী ও মীরার প্রস্থান।

এত রূপ! রাণি! এত নিখুঁত রূপ নিয়ে ছানিয়ায় আসা আপনার ভাল হয় নি।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

শিবির।

আলাউদ্দীন ও আলমাস।

আল। বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে একা বেড়াচ্ছ—কেন না, তুমি জান যে, আমি তোমার শরীররক্ষী। আজ গভীর নিশীথে যখন নিশ্চিন্ত-মনে নিদ্রা যাবে, তখন তোমাকে শরীররক্ষী কাকের হিসেব-নিকেশ বুঝিয়ে দেব।

আলা। কে ও—আলমাস্?

আল্। জাহাপনা! এ রাত্রে কি কৌজকে আর অগ্রসর হ'তে বলব?

আলা। না, আজ রাত্রের মতন বিশ্রাম। আজ-রাত্রি যাপ আর কতজনক করব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। এইমাত্র সংবাদ পেলুম, গুজরাটের রাজা মরেছে। এখন তার বিধবার হাতে রাজ্য। বিধবার রাজ্য বিজয়পুরে যেতে সেজাই ভাল নয়?

আল্। তা হ'লে ফৌজদের প্রতি জাঁহাপনার কি হুকুম?

আলা। তুমিও রাত্রের মত বিশ্রাম কর।

আল্। কিন্তু আমরা চিতোর থেকে অতি অদূরে।

আলা। আল্মাস্। আমি দেশজয় করতে চলেছি। আর গুজরাটের পরিবর্ত্তে যদি চিতোর জয় করতে আসতুম, তা হ'লে বোধ হয়, এতক্ষণ চিতোরের আরও সন্নিকটে উপস্থিত হতুম—হয় ত এতক্ষণ আমাদের চিতোরের অঙ্কে মাথা রেখে নিদ্রা যেতে হ'ত। তখন বোধ হয়, চিতোরের সান্নিধ্যে অবস্থানে তোমার কোনও আপত্তি থাকত না ?

আল্। তা এই কাজটাই আগে করুন না কেন জাঁহাপনা ? কেন না, সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার নীতি—

আলা। নীতি আমাকে শেখাতে হবে না। তুমি বলবে যে, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে, আগে নিকটবর্ত্তী রাজাকে বশীভূত ক'রে, তবে দূরস্থ রাজ্য সব বশে আনতে হয়।

আল্। আজ্ঞে, এই কথাই বলতে যাচ্ছিলুম জাঁহাপনা।

আলা। বেশ ত, একটু বিপরীত ক'রে দেখা যাক্ না।

আল্। আমি সংবাদ নিয়েছি, গুজরাট জয় ক'রে চিতোর উৎসবে মত্ত হয়েছে। আমার ইচ্ছা ছিল, এই সুযোগে চিতোর আক্রমণ করি।

আলা। আমার মতন দিগ্বিজয়ী সুযোগে দেশ আক্রমণ করতে পছন্দ করে না। দুনিয়ায় অনেকে দেশ জয় করেছে, কিন্তু গ্রীক সম্রাট্ সেকেন্দরের মতন কে নাম কিনতে পেরেছে ? তুমিও তাই জেনে রেখো, আমি সেকেন্দর সানি। আমি দুর্য্যোগে চিতোর আক্রমণ করব।

আল্। যো হুকুম। কিন্তু আপনি এ বনের ধারে একা বিচরণ করবেন না। এ শত্রুর দেশ।

আলা। কিছু ভয় নেই—দিবারাত্রি শত্রুর দেশে একা বাস ক'রে অভ্যাস হয়ে গেছে।

আল্। সে কি জনাব ? কবে আপনি শত্রুমধ্যে একা বাস করেছেন ?

আলা। বাস করেছি কি, করছি—রোজ—দিবা ও রাত্রি।

আল্। কি সর্ব্বনাশ ! এ কি মনের কথা জানতে পারে না কি ? এখানে কে আপনার শত্রু জাঁহাপনা ?

আলা। কেন তাই সে প্রশ্ন করছ। আমি ত কাউকেও প্রীতির চক্ষে দেখতে বিরত নই। সম্রাটের শত্রুর অভাব কি ? জালালউদ্দীনের সর্ব্বপ্রধান শত্রু কে ছিল ?—তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন। সম্রাটের ঐশ্বর্য্য শত্রু, তার দেহ শত্রু—সবার চেয়ে তার মন শত্রু। তুমি যাও, কাল অনেক কাজ, আজ বিশ্রাম কর গে।

[আল্মাসের প্রস্থান।

যোদ্ধা যে দেশকে মেরেছে, সে দেশ জয় করতে সুযোগ খুঁজতে হয় না। এমন কি অস্ত্রেরও প্রয়োগ করতে হয় না। এর এক প্রদেশকে মারতে, আর এক প্রদেশই অস্ত্র। যেখানে এক ভাইকে দিয়ে আর এক ভাইয়ের সর্ব্বনাশ করা অনায়াস-সাধ্য, সেখানে যুদ্ধের আয়োজন একটা বাহ্যাড়ম্বর মাত্র।

(খোজাকয়ের প্রবেশ)

খোজা। জনাব !

আলা। বল দেখি, কুমারী বিয়ে করা ভাল, না বিধবা বিয়ে করা ভাল ?

খোজা। সর্ব্বনাশ করলে ! কি উত্তর করব, ঠিক হবে কি না—একটা বিপদ বাধিয়ে বসব ?

আলা। শীগগির বল।

খোজা। আজ্ঞে—বিয়ে হ'লে ত আর কুমারী থাকে না—কিন্তু জনাব ! বিয়ে হ'লে স্ত্রীলোকে সধবাও হয়, বিধবাও হয়।

আলা। লোকে সাধারণতঃ কি করে ?

খোজা। আজ্ঞে লোকে মূর্খ—তারা সধবাই বিবাহ করে।

আলা। সুতরাং আমার বিধবা বিবাহ করা উচিত।

খোজা। আজ্ঞে জনাব ! সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

আলা। বেশ, মাসিকার তৈল প্রয়োগে আজকের মতন নিদ্রা যাও।

[খোজাকয়ের প্রস্থান।

তিনটে লোককে আমি চিতোরে চর প্রেরণ করলুম, কই তারা এখনও ত ফিরল না ! ধরা পড়ল না কি ?

(২য় সৈনিকের প্রবেশ)

২য় সৈ। জনাব !

আলা। কি খবর ?

২য় সৈ। তিন জনের ভেতর এক জন ফিরেছি—এক অপূর্ব্ব গুপ্ত সংবাদ—দু'জনের অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে এই অমূল্য সংবাদ—

আলা। শীঘ্র, শীঘ্র বল।

২য় সৈ। ছদ্মবেশে চিতোরে প্রবেশ ক'রে, আমরা সেখানে এক বাগানে উপস্থিত হই।

আলা। তার পর?

২য় সৈ। সেই বাগানের মধ্যে (পশ্চাৎ হইতে বালকের প্রবেশ ও অস্ত্রাঘাত) বা—বা—বা—(মৃত্যু)

(আল্মাসের পুনঃপ্রবেশ)

আল্। জনাব, হুঁসিয়ার—স'রে যান, স'রে যান। (বালককে আক্রমণ ও উভয়ের পতন) জাঁহাপনা! বালক নয়—বিচ্ছু—আমি আহত হয়েছি। শুধু আহত নয়, আঘাত গুরুতর।

আলা। কি বললে ভাই? যে বালক শত্রুর পুরে প্রবেশ ক'রে শত্রু হত্যা করতে সাহস করে, তার সঙ্গে এক অস্ত্রাঘাত ক'রে লড়াই করে?

আল্। তা নয়, এ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আমি শপথ করেছিলুম, আজ রণে আপনাকে হত্যা করব। এখন বুঝলুম, খোদা যাকে রক্ষা করেন, সেই বেঁচে থাকে, তিনি যাকে মারেন, সেই মরে। জাঁহাপনা, আমায় ক্ষমা করুন। এই ক্ষুদ্র বালক আমার মৃত্যু-দণ্ড দিতে এবং আপনার দেহরক্ষীর কার্য্য করেছে। বালককে রক্ষা করুন। (মৃত্যু)

আলা। কে তুমি বালক?

বালক। বলব না।

আলা। কোথায় তোমার ঘর?

বালক। বলব না।

আলা। আমি তোমায় কাঁধে ক'রে রেখে আসব। বল? বল্লে না? বেশ, কোথায় আঘাত লেগেছে বল?

বালক। বলব না।

আলা। কেন, তা বলতে দোষ কি? আমি নিজ হাতে তোমার শুশ্রূষা করি।

বালক। ক'রে লাভ?

আলা। তুমি সুস্থ হবে।

বালক। তার পর যখন জিজ্ঞাসা করবে—"কে তুমি?" তখন যে আমায় বলতে হবে।

আলা। নাই বা বল্লে।

বালক। তা কি হয়—তোমার কাছে যে আমি ধর্ম্মে বাঁধা পড়ব।

আলা। আমি বুঝেছি, তুমি চিতোরী।

বালক। না।

আলা। তা হ'লে বুঝলুম, তুমি আমাকে সব রকমে পরাস্ত করলে। সুনিপুণ চর নিযুক্ত ক'রেও আমি কিছু বুঝতে পারলুম না।

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। বালক!

আলা। কেও—নসীবন! তুমি এ বালককে চেন?

নসী। চিনি।

আলা। কে এ?—উঠো না বালক, উঠো না।

নসী। ভয় নেই ভাই। আমাকে তোমার ভগিনী ব'লেই জান—যে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে তুমি মন্ত্র গোপন করেছ, আমি কি বিশ্বাসঘাতিনী হয়ে সেই মন্ত্র প্রকাশ করব? কে এ, শোন জাঁহাপনা। এই বালক পাপিষ্ঠ খিলিজী-বংশের মহাপাপের শাস্তি-বিধাতা।

আলা। বেশ, তুমিই একে কাঁধে ক'রে এর মায়ের কাছে নিয়ে যাও।

নসী। আর তুমিও অমনি চর পাঠিয়ে, কোথা যায় সন্ধান নাও।

আলা। প্রতিজ্ঞা করছি।

নসী। বেইমান! আবার আমার সুমুখে প্রতিজ্ঞার কথা?

আলা। দোহাই নসীবন! অস্ত্রাঘাত সামান্য—এখনও শুশ্রূষা করলে বালক বাঁচে। বেশ, যদি আমাকে অবিশ্বাস কর, এই অস্ত্রে পদ ছিন্ন ক'রে, আমাকে চলতে অপারগ করছি। (অস্ত্র উত্তোলন ও নসীবন কর্ত্তৃক ধারণ)

নসী। ক্ষান্ত হ'ন সম্রাট্! বালককে আমি নিয়ে যাচ্ছি, আপনি কেবল দয়া ক'রে এ স্থান ত্যাগ করুন।

আলা। আর, এই নাও,—বালক যদি বাঁচে, তা হ'লে আমার পরাজয়ের চিহ্নস্বরূপ তাকে আমার এই অসি উপহার দিও।

[প্রস্থান।

নসী। বাদল—বাদল—ভাই!

বাদল। দিদি!

নসী। আমার কোলে ওঠ।

বাদল। কথা প্রকাশ পায় নি?

নসী। না।

বাদল। পাবে না?

নসী। না। (বাদলের হস্ত অবলম্বনে নসীবনের প্রস্থান)

গোরা। অত্যাচার! রাম! রাম! কোন্ পাপিষ্ঠ এমন কথা বলতে পারে! রাম রাম! এই দেখ না বাপা! হাতে দিয়ে পক্ষিশোষের সুবিধা পায়নি ব'লে, শরীরের বড় প্রবেশ দিয়ে দিয়েছে!

লক্ষ্মণ। তাই ত! শরীর যে একেবারে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে দিয়েছে!

ভীম। সত্য!

লক্ষ্মণ। কোন্ নরাধম আপনার ওপর এ অত্যাচার করলে?

গোরা। রাম! রাম! অত্যাচার কেন—আদর!

লক্ষ্মণ। আদর!

ভীম। বুঝতে পেরেছি। লোকে মাতুলের সেবার কিছু আগ্রহ দেখিয়েছে।

গোরা। বাপ! সে কি আগ্রহ! সে যেন ব্যাঘ্র-থাবা! এইখানে প্রিয় সম্ভাষণ—এইখানে আলেখ্য-দর্শন—এইখানে মীবক্ষোদ্গম!

লক্ষ্মণ। বটে! এত আগ্রহ!

গোরা। বলো—বাপা, বলো! আগ্রহের এখনও দেখছ কি! এইখানে দ্বিরাগমন।

লক্ষ্মণ। আর এখানে?

গোরা। এখানে! বাপা! তুমি যখন জিজ্ঞাসা করছ, তখন সলজ্জভাবেই বলি, এখানে এক বৃদ্ধা নবোঢ়ার প্রীতির প্রথম চুম্বন! আর কোনটাতে আমার তত অনিষ্ট হয় নি, কিন্তু এইটেতেই আমাকে মেরেছে!

ভীম। বুঝেছি, আপনাকে সকলে কিছু প্রীতির আধিক্য দেখিয়েছে!

গোরা। আজ্ঞে, আর তার জন্য আমার কিঞ্চিৎ অবস্থার হয়েছে।

ভীম। এখন আপনাকে কি নিবেদন করি শুনুন। আমরা ইচ্ছা করেছি, দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করব।

গোরা। তার আর নিবেদন কি? আমি যাত্রা ক'রে ব'সে আছি, কোন্ দিকে যেতে হবে বলুন, আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে রওনা হই।

ভীম। আপনাকে কোথাও যেতে হবে না! আপনি আমাদের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত চিতোর রক্ষার ভার গ্রহণ করুন।

গোরা। আমাকে কেন—আমাকে কেন?—বড় বড় সর্দার আছেন, তাঁরা থাকতে আমাকে ভার দেওয়া কি ভাল দেখায়?

ভীম। চিতোরের সর্দারেরা আমাদের সহিত আমার যুদ্ধের আয়োজন করছেন।

গোরা। তা হ'লে রাজার আদেশ কেমন ক'রে লঙ্ঘন করব!

লক্ষ্মণ। আপনি অগ্রসর হ'ন, আমরা গিয়ে আপনার হাতে দুর্গের চাবি প্রদান করব, ও আপনার ওপর শাসন-ক্ষমতা দিয়ে যাব।

[গোরার প্রস্থান।

ভীম। আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দান, চিতোর-পতির বংশগত ধর্ম। তার উপর যে রমণীর কাছে আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ। যতই অসভ্য লোক, তার কামনাপূরণের চেষ্টা করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তা হ'লে আর বিলম্ব করবার প্রয়োজন নেই, এস আমরা সকলে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হই।

লক্ষ্মণ। পিতৃব্য! আজ আমি যথার্থই সুখী! খড়্গীশার সঙ্গে চিতোরে বিপদকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছিলুম, কিন্তু তখন একটা মনে করি নি, নিষ্ক্রিয় অলস-ভাবে চিতোরে ব'সে বিপদের আগমন প্রতীক্ষা করব। তখন ভেবেছিলুম, বিপদকে যদি আসতেই হয়, তা হ'লে চিতোরের বাইরে আবক্ত-প্রান্ত-প্রসারী প্রান্তরে তাকে প্রত্যালাভ করব। আপনার কৃপায় আমার আজ সে শুভদিন উপস্থিত।

ভীম। তা হ'লে আমরা যে অবকাশ পেয়েছি, তা ছাড়ি কেন? আলাউদ্দীন ওজরাট জয় করতে গেছে, এস, আমরা তার দিল্লী ফেরবার পথ অবরোধ করি।

(নগরপালের প্রবেশ)

নগরপাল। মহারাজ! কৃতাকে স্মরণ করেছেন কেন?

লক্ষ্মণ। সমস্ত চিতোরে ঘোষণা প্রচার কর, পরশু সন্ধ্যায় যেন সমস্ত চিতোরী বীর ভবানী-মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। যে না আসবে, সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

নগরপাল। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

[লক্ষ্মণ ও ভীমের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

জোহরমহল।

অরুণসিংহ ও সহদেব।

[illegible]

অরুণ। ব'লে কেন, যে যেখানে যেখানে যে যেখানে যেখানী সর্দার আছে, সবাইকে আজ সন্ধ্যার অস্ত্র শস্ত্র সজ্জিত হ'য়ে ভবানী-মন্দিরে উপস্থিত হ'তে হবে।

সহ। যদি যেতে একটু বিলম্ব হয় ?

অরুণ। রাজাদেশ, তখনি তার প্রাণদণ্ড হবে।

সহ। আপনার যদি যেতে বিলম্ব হয় ?

অরুণ। রাজার আইন কি তাঁর প্রজার পক্ষে এক, আর তাঁর পুত্রের পক্ষে আর ? আমি যদি সে সময় উপস্থিত হ'তে না পারি, তা হ'লে আমারও প্রাণদণ্ড হবে। দেখতে পেলে না, সেই জন্য প্রহরীর কার্য্য থেকে ছুটি পেলুম।

সহ। তা হ'লে যা মনে ক'রে এলুম, তা আর করা হ'ল না।

অরুণ। কি মনে ক'রে এসেছিলে ?

সহ। মনে ক'রে এসেছিলুম, অনেক দিন শিকারে যাই নি, আজ ছুটো একটা বরা শিকার ক'রে আনবো। কিন্তু ইব্রাহিম ওনে আর কেমন ক'রে যেতে সাহস হয় ? যদি পথে কোন দুর্ঘটনা ঘটে, সময়ে না এসে পৌঁছুতে পারি, তা হ'লে কি প্রাণটা দেব ?

অরুণ। না ভাই, আজ আর হয় না।

সহ। তা হ'লে চলুন, এখানে দাঁড়িয়ে লাভ কি ? এই বেলা হাতিয়ারগুলো সব ঠিক্ ক'রে রাখি।

অরুণ। এই সবে প্রভাত। এরি মধ্যে এত তাড়া কেন ?

সহ। কটকের কাছে দাঁড়িয়ে আর লাভ কি ?

অরুণ। এই ক'দিন কটকের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এ জায়গাটার ওপর কিছু মমতা হয়ে গেছে। তুমি একটু এগোও, আমি পরে যাচ্ছি।

সহ। বেশ, তা হ'লে আমি চলুম, কিন্তু সময় আছে মনে ক'রে আপনি যেন নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবেন না। সময় থাকতে কাজ সেরে নিতে পারলে নিশ্চিন্ত।

অরুণ। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

সহ। এখানে অপেক্ষা করবার এত আগ্রহ কেন ? এখানে রাণাকুম্ভকে আকর্ষণ ক'রে রাখবার কি আছে ? বুঝেছি! দেখছি আমার কাছে মনের কথা গোপন করছেন।

অরুণ। সত্য কথা বলতে গেলে কতকটা করেছি। কটকের কাছে দাঁড়িয়ে লাভ কি ? তা তো আমিও বুঝতে পারি না, কিন্তু তবু দাঁড়িয়ে আছি। নিজেকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখলুম, উত্তর পেলুম না।

সহ। ব্যাপার কি আমাকে খুলে বলুন।

অরুণ। ক'দিন হ'তে কটকে পাহারা দিতে দিতে দেখি, প্রতি প্রভাতে একটি বুনোদের মেয়ে এই রাস্তা দিয়ে একটা কলসী মাথায় ক'রে কোথায় যায়। যে ক'দিন পাহারা দিচ্ছি, তার একটি দিনের জন্য তাকে কামাই করতে দেখি নি। আজও সে যায় কি না, তাই দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

সহ। কখন যায় ?

অরুণ। সময় হয়ে এল ব'লে।

সহ। ঠিক্ সময়ে আসে ?

অরুণ। যেমন চতুর্থ প্রহরের ঘড়ি বাজে, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতী নহবৎ বেজে ওঠে, অমনি ঐ হরিদ্বর্ণ মাঠের আড়াল থেকে আকাশে একরাশ সিঁদুর মাখিয়ে, প্রভাত অরুণের মত বালিকা জেগে ওঠে। সমস্ত পাখীর গান মাথার কলসীটিতে পূরে, সমস্ত প্রান্তরে ছড়াবার জন্য যেন হরিৎসাগরে ভেসে ওঠে! দেখতে দেখতে আপনার সমস্ত বর্ণসম্পত্তি আর স্বরসম্পত্তি নিয়ে আবার পশ্চিম প্রান্তরে ডুবে যায়।

সহ। তার পর ?

অরুণ। ঐ পর্য্যন্ত। ওর আর পর নেই।

সহ। আর ফেরে না?

অরুণ। ফিরতে ত একদিনও দেখি নি।

সহ। আপনি কি কখন কথা কয়েছিলেন ?

অরুণ। কেমন ক'রে ক'ব ? কটক আগলে দাঁড়িয়ে থাকি, ছেড়ে যাবার ত অধিকার নেই। আজ ফাঁক পেয়েছি—পথ আগলে দাঁড়িয়েছি, দেখা পাই ত কথা ক'ব।

সহ। বুনোর মেয়ে, তার সঙ্গে কথা কয়ে লাভ কি ?

অরুণ। লাভ-অলাভ কিছুই জানি না, তবু চ'লে যেতে পারছি না।

সহ। দেখতে কেমন ?

অরুণ। বুনোর মেয়ে আবার দেখ্তে কেমন হয় ? এলেই দেখতে পাবে।

(নেপথ্যে ঘণ্টা ও নহবৎ)

অরুণ। এই আশ্চর্য্য দেখ, এখনি দেখতে পাবে!

সহ। দেখতে পাব কি, দেখিতে পাচ্ছি! এ কি বুনোর মেয়ে? ছি যুবরাজ! আপনি আমার সঙ্গে রহস্য করেন? এ যে পূর্ব্বদিক-বধূ চিত্ররেখা উষার অঙ্গে রঙ মাখিয়ে, আবার সন্ধ্যার অঙ্গ রঙিন করবার জন্য রঙের কলসী মাথায় ক'রে চলেছে।

অরুণ। এখন বল দেখি ভাই ; এখানে দাঁড়িয়ে লাভ আছে কি না ?

সহ। শুধু দেখাই লাভ। মনে রাখ্‌বেন, আপনি রাণা-বংশধর।

অরুণ। তুমি একটু আড়ালে যাও, আমি ওর সঙ্গে দুটো কথা ক'ব।

সহ। আর কথা কবার প্রয়োজন কি ? চলুন সহরে যাই।

অরুণ। ভয় নেই ভাই। আমিও জানি, আমি রাণা-বংশধর।

সহ। সেইটে মনে রাখলেই হ'ল।

[প্রস্থান।

(কন্যার প্রবেশ)

অরুণ। তাই ত, কথা ফুটছে না যে ! কি বলব ? কি ব'লে সম্বোধন করব ? ভয় নেই বললুম, কিন্তু এ যে দেখ্‌ছি, ভয়েও এত বুক কাঁপে না ! কাজ নেই, আমি কি করছি, বুঝতে পারছি না। বন্ধু আমাকে নিষেধ করলে, আমার প্রাণ নিষেধ করছে, তবু ত মন মানছে না। এ কি হ'ল ? সে কি ? আমি রাণা-বংশধর ! ভবিষ্যতে অগণ্য নরনারীর সুখ-দুঃখের ভার আমার হাতে, আমার এরূপ দুর্বলতা ত মরণের মত !

[গমনোদ্যত।

কন্যা। কি গো, চললে যে !

অরুণ। অ্যা—

কন্যা। অ্যা—বলি, দাঁড়িয়েই বা ছিলে কেন, চ'লেই বা যাচ্ছ কেন ?

অরুণ। তুমি কি আমায় চেন ?

কন্যা। চিনি।

অরুণ। কে আমি বল দেখি ?

কন্যা। পাহারাওয়ালা—আবার কে ! রোজ তুমি ত ফটকে বল্লম হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে থাক।

অরুণ। তা হ'লে তুমি ঠিক চিনেছ। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকি কেন জান ?

কন্যা। পাহারা দেবার জন্য।

অরুণ। না। তোমাকে দেখবার জন্য।

কন্যা। ছি ! ও কথা বলো না। রাণার বাইরে যাও, তুমি ফটকে দাঁড়িয়ে থাক, আমাকে দেখবার জন্য ! আমাকে যদি দেখ ত পাহারা দাও কখন্ ?

অরুণ। পাহারাও দি, আবার তোমাকেও দেখি।

কন্যা। তা হ'লে পাহারাও দেওয়া হয় না, আমাকেও দেখা হয় না।

অরুণ। তুমি ঠিক বলেছ। দু'কাজ একসঙ্গে হয় না ব'লে আমি পাহারার কাজ ছেড়ে দিয়েছি। এবার থেকে শুধু তোমাকেই দেখব।

কন্যা। আমাকে কতক্ষণ দেখবে, কতক্ষণের জন্যই বা আমি এখানে থাকি !

অরুণ। আজ একটু না হয় বেশী ক্ষণের জন্য থাক না।

কন্যা। না গো ; তা কি পারি ? একটু দেরী হ'লে বন্য এসে সব ফুটো-গাছ খেয়ে যাবে।

অরুণ। বেশ, চল, কিছু দূর তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাই।

কন্যা। তোমায় দেখে আমার দুঃখ হয়। রাজার কি আর লোকই নেই, তাই তোমাকে দিয়ে ফটক পাহারা দেওয়ায় ?

অরুণ। কি করব—গরীব।

কন্যা। সহর পাহারা দিচ্ছ—শত্রু যদি আসে, সে ত আর গরীব বললে শুনবে না ! তুমি বল্লম ধরতে জান না।

অরুণ। তুমি জান ?

কন্যা। আমার না জানলে কি চলে ? দিবারাত্রি বাঘ-বন্যার মধ্যে বাস করি।

অরুণ। বেশ, আমাকে একটু শিখিয়ে দাও।

কন্যা। বেশ, চল। তুমি বল্লম ধরতে শিখলে বল্লমধারীর শ্রেষ্ঠ হবে। তোমার সুন্দর হাত ; সুন্দর চক্ষু ! তুমি যদি দৃষ্টি স্থির করতে পার, তা হ'লে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিকারী হও।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজ-অন্তঃপুর।

নসীবন।

নসী। কি করলুম ? নিজের একটা প্রতি-হিংসা নিতে একটা বিরাট জাতির নাশ করতে উদ্যত হলুম ! হলদিঘাট এসে একটা প্রকাণ্ড অপ-কার্য্যের সূচনা ক'রে দিলুম ! উদ্যতের তাই চিতো-বীরা যুদ্ধসজ্জা করছে। উদ্যতের তাই রাণা মহা-হাসে ছুটোছুটি ক'রে উত্তেজনার আহ্বানে, দেওয়ানের সমস্ত শক্তিমান্ পুরুষকে সংসার থেকে—স্ত্রী-পুত্র পিতা-মাতার আদর থেকে—ছিন্ন ক'রে আনছেন। প্রভাতে নিত্যকর্ম্মে শব্দোত্থিত শিঙার তাই সমস্ত চিতোরবাসী উল্লাসে মগ্ন। এ কিসের উল্লাস ? কুক্কুর পূজে যেন, বিরাট ভোজের আয়োজন ! গৃহস্বামী

মুক্তকণ্ঠে যেন সমস্ত মেবারীর নিমন্ত্রণ। সবাই যেন সেই আর্ত্তীতের গৃহে সমবেত হয়ে বাহুপাশে চিরজীবনের জন্ম পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে চলেছে। কি করলুম? স্বামীর অপমানে হৃদয়টা যখন শত খণ্ডে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তখনই আমার মৃত্যু হ'ল না কেন? বেঁচেই যদি রইলুম, তখন একটা অন্ধকারময় বিজন স্থানে মুখ ঢেকে, আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে একান্তমনে মৃত্যুর আগমন প্রতীক্ষা করলুম না কেন? দিল্লী থেকে এতটা পথ চ'লে এলুম— এসে নিমন্ত্রণকর্ত্রী হয়ে এক শান্তিময় জনপদের সমস্ত অধিবাসীকে মৃত্যুর বাড়ো আবাহন করলুম।

(গীত)

আমারি কঠোর প্রাণ আমারে দলিতে চায়।
আমারি রচিত ছবি ছলে মোরে ছলনায়॥
আমারি রোপিত লতা ধরেছে কণ্টক-ফুল।
আমারি আনীত নদী উপলিয়া উঠে কূল॥
ছুটেছে আকুল মোর জনমের তুলনায়।
আমারি তরণী লয়ে, চালাতি অকূলে ব'য়ে,
আমারে দলিত ক'রে ভাসায়েছি আপনায়।
আমারি আশার ডোরে বেঁধেছি আমার পায়॥

(লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। রাণি!

সখী। তিনি এখানে নেই বাপা।

লক্ষ্মণ। কে ও—আপনি? আপনি নির্জ্জনে দাঁড়িয়ে কি করছেন? এ কি? আপনার চক্ষে জল? বুঝেছি সুন্দরি! দরিদ্রা বুকে শক্তিমান্ সম্রাট আপনার ওপর এত অত্যাচার করেছে যে, তার যন্ত্রণায় কুলকামিনী আপনি দিল্লী ছেড়ে, কোথায় কত দূরে—এক নিজের অজ্ঞাতসারে এসে পড়েছেন। এসে মনে সুখ পাচ্ছেন না। এ অপরিচিত দেশ, এখানে আত্মীয়, বন্ধু, সান্ত্বনাদাতার অভাব। কি করব—রাণীকে আপনার পরিচর্য্যার জন্ত নিযুক্ত করেছিলুম, কিন্তু সকলেই এই যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত। আজই আমরা সকলে রওনা হব। তখন পুরবাসিনীরা সকলেই আপনার সঙ্গে দেখা-শোনা করবার অবকাশ পাবে।

সখী। জনাব! আত্মীয়স্বজন কে কি ছিল, জানি না। এক পিতাকে দেখেছিলুম, পিতাকে চিনতুম, অন্ততঃ চেনবার অভিমান রাখতুম। কিন্তু এখন দেখছি, ভুল করেছিলুম। আমার পিতা কোথায়, কে তিনি—এক দিন পরে জানতে পেরেছি। পিতা আমার চিতোরে—পিতা আমার লক্ষ্মণসিংহ। আমি মমতার অভাব অনুভব ক'রে রোদন করছি না। মমতা! যুদ্ধব্যবসায়ী কঠোর রাজপুত এত মমতা হৃদয়ে লুকিয়ে রাখে—তা ত জানতুম না। রোদন করছি কেন শুনুন রাণা। এক তীব্র জ্বালার সাহায্যে ক্ষীণ জ্বালা নির্ব্বাণ করতে গিয়ে, প্রাণে আমার মৃত্যু-যাতনা উপস্থিত। রাণা! একটা অপরিচিতা প্রতিহিংসা-পরায়ণা হীন রমণীর জন্ম এত বীরের অমূল্য প্রাণে মমতাহীন হবেন না। আপনি রণে ক্ষান্ত দিন।

লক্ষ্মণ। আর যে তা হয় না মা!

সখী। জনাব! উন্মত্তের মত সমস্ত পুরবাসী যুদ্ধ করতে ছুটেছে, এ আমি সহ্য করতে পারছি না।

লক্ষ্মণ। অনুরোধ করবার আগে একবার ভাব নি কেন? এখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আমরা সকলে চলেছি, তাই আমাদের বিপদ ভেবে তুমি চঞ্চল হয়েছ। যে দিন ক্ষত্রিয়-গৃহে জন্মেছি, সেই দিন থেকেই বিপদের উপধান মাথায় দিয়ে, মা জন্মভূমির কোলে শয়ন করেছি। যে দিন ক্ষত্রিয় অত্যাচারীর দমনে অগ্রসর হ'তে বিরত হবে, যে কোন কর্ত্তব্য-পালনে পরাঙ্মুখ হবে, সেই দিনই জানবে ধরণী ক্ষত্রিয়-কুসুম-সৌরভ শূন্যা হয়েছেন। আমরা অনেক দূর চ'লে গেছি, আর ফেরবার কথা মুখে এনো না। —(নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি)—আর আমি থাকতে পারলুম না। তৃতীয় প্রহর হয়ে গেল, সন্ধ্যায় সকলকেই ভবানী-মন্দিরে সমবেত হ'তে হবে। সন্ধ্যার পর রণক্ষম কোন রাজপুতকেই আর কেহ গৃহে দেখতে পাবে না।

(অজয়সিংহের প্রবেশ)

অজয়। মহারাজ! অরুণজীকে কি কোন কার্য্য-সাধনের জন্ম প্রেরণ করেছেন?

লক্ষ্মণ। কৈ, না ভাই—কোথাও ত তাকে পাঠাই নি!

অজয়। তা হ'লে সে গেল কোথা?

লক্ষ্মণ। তা আমি কেমন ক'রে জানব?

(মীরার প্রবেশ)

রাণী। অরু কোথায়?

মীরা। আমিও ত তাই আপনার কাছে জানতে এসেছি।

(বাদলের প্রবেশ)

অজয়। কোন সন্ধান পেলে?

বাদল। না, পেলুম না! তবে তার এক জন সখীর মুখে শুনলুম, রাণাজীৎ কে একটা বুনোর মেয়ের সঙ্গে বুঝি পাহাড়ের দিকে চ'লে গেছে।

লক্ষ্মণ। সে যেখানে ইচ্ছা যাক্। তোমরা তাই সকলে প্রস্তুত হয়ে থাক। তৃতীয় প্রহর অতীত হ'য়ে গেল. আমার পুত্রের চিন্তায় তোমরা যেন কর্ত্তব্য ভুলে যেও না।

মীরা। সে যেখানেই থাক্, সময়ে এসে উপস্থিত হবে এখন।

লক্ষ্মণ। যদি না আসে?

মীরা। তা হ'লে—সাধারণ প্রজার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করেছেন, তার সম্বন্ধেও তাই। আমার পুত্র ব'লে কি তার সম্বন্ধে বিভিন্ন বিধি হবে? সন্ধ্যার পর মুহূর্ত্তমাত্র সময়ও যদি বিলম্ব হয়, অমনি তার প্রাণদণ্ড করবেন।

নসী। সে কি? প্রাণদণ্ড?

অজয়। মহারাজ! তা হ'লে আমি আর এক-বার তার সন্ধান ক'রে আসি।

লক্ষ্মণ। জান ত ভাই, অতি সামান্য মাত্র সময় অবশিষ্ট। যদি দৈববিপাকে সময়ে না উপস্থিত হ'তে পার, তা হ'লে সে অভাগ্যের জন্য তুমি প্রাণ দিতে যাবে কেন?

বাদল। তা হ'লে আমি যাই!

লক্ষ্মণ। কেন, তোমার প্রাণটা কি এত তুচ্ছ?

নসী। আমি তাকে সন্ধান ক'রে আনছি।

মীরা। তোমায় দিয়ে তাকে যদি ডেকে আনতে হয়, তা হ'লে তার আসবার কোন প্রয়োজন নেই। এমন কর্ত্তব্যহীন সন্তান থাকার চেয়ে পুত্রহীনা হওয়া শতগুণে ভাল।

লক্ষ্মণ। রাণি! পুত্র যদি সময়ে উপস্থিত না হয়, তা হ'লে তার দণ্ডের ভার আমি তোমাকেই প্রদান করলুম।

[নসীবন ও বাদল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নসী। বাদল! রাজপুত্রকে কি রক্ষা করতে পার না?

বাদল। কেমন ক'রে রক্ষা করব?

নসী। বেশ, তবে যাও—

(চক্ষে অঞ্চল দান)

বাদল। তুমি কাঁদলে?

নসী। নারী হয়ে জন্মেছি, শুধু চোখের জল সম্বল ক'রে এসেছি যে ভাই!

বাদল। কৈ, আর ত কাঁদলে না!

নসী। কাঁদছে বৈ কি ভাই, তুমি দেখতে পাও নি।

বাদল। আমি বেশ দেখছি! চক্ষে তার এক ফোঁটাও জল নেই।

নসী। চক্ষে নেই, হৃদয়ে কিন্তু তার শোকের নদী ছুটে চলেছে। সেই মর্ম্মবেদনার তরঙ্গাঘাত আমার চক্ষে এসে লেগেছে। এই দুই ফোঁটা অশ্রু-বিন্দু সেই উচ্ছ্বসিত সিন্ধুজলের ক্ষুদ্র অংশ! তাই! উন্মাদ বাসনায় অন্ধ হয়ে আমি কি সর্ব্বনাশ করলুম!

বাদল। দিদি! আমি চল্লুম।

নসী। তার পর?

বাদল। তার পর নেই—আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

কানন।

কৃষ্ণা ও অরুণ।

কৃষ্ণা। দেরী করো না। বল্লম ছাড়ো— বল্লম ছাড়ো। না—করলে কি? আমার এতটা মেহনৎ মাটী করলে?

অরুণ। কি করলুম কৃষ্ণা?

কৃষ্ণা। কি করলে, আবার জিজ্ঞাসা করছ? আমি এত কষ্ট ক'রে তাড়িয়ে তাড়িয়ে বরাটা তোমার কাছে এনে দিলুম, আর তুমি বল্লম হাতে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে?

অরুণ। তা ত রইলুম।

কৃষ্ণা। তা হ'লে শিখতে এলে কি?

অরুণ। কি শিখতে এলুম, বল ত?

কৃষ্ণা। তুমি পাগল না কি?

অরুণ। তোমার কি বোধ হয়?

কৃষ্ণা। পাগল ছাড়া ত আমার আর কিছু বোধ হয় না। বল্লম খেলা শেখবার জন্য বনে এলে, না খাওয়া, না দাওয়া—সারা দিনটা আমার সঙ্গে সঙ্গে শিকার খুঁজে খুঁজে বনে বনে ঘুরলে, আর যেই শিকার কাছে এনে দিলুম, অমনি হাত গুটিয়ে রইলে! অত বড় বরা চোখের উপর দিয়ে চ'লে গেল!

অরুণ। সেটা আমার দোষ, না তোমার দোষ?

কৃষ্ণা। আমার দোষ?

অরুণ। তোমার দোষ। এই যে বরাটা পালিয়ে গেল, এ কেবল তোমার দোষ। তুমি যদি শিকারের সঙ্গে সঙ্গে না আস্‌তে, তা হ'লে বরাহ প্রাণ নিয়ে আমার কাছ থেকে যেতে পারত না। কৃষ্ণা! শিকার কাছে এসে আর কখনও আমার কাছ থেকে জীবিত ফিরে যায় নি! কিন্তু আজ গেল।

কৃষ্ণা। আমার জন্য গেল?

অরুণ। এই ত বললুম।

কৃষ্ণা। তা হ'লে তুমি মিছিমিছি বল্লম শিখতে এসেছিলে!

অরুণ। আমি মেবারের—মেবারের কেন, সমস্ত হিন্দুস্থানের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বল্লমধারীর কাছে বল্লম ধরা শিখেছি। কৃষ্ণা! আমার সন্ধান অব্যর্থ।

কৃষ্ণা। তবে ত তোমার কাছে এসে বড়ই অন্যায় করেছি!

অরুণ। অতক্ষণ অদর্শনের পর শিকার সঙ্গে নিয়ে কাছে এসে অন্যায় করেছ। আমি তোমাকে ফেলে শিকারের দিকে চাইতে সাহস করি নি।

কৃষ্ণা। কেন?

অরুণ। পাছে পলকে আবার তোমাকে হারিয়ে ফেলি। আমি রাজধানী ছেড়ে এ গভীর বনে বল্লম খেলা শিখতে আসি নি—আমি এসেছি শুধু তোমাকে দেখ্‌তে।

কৃষ্ণা। তা এ কথা আমাকে আগে বল নি কেন? আমি না হয় আরও কিছুক্ষণ তোমার কাছে থাকতুম!

অরুণ। কখন্ কৃষ্ণা?

কৃষ্ণা। কেন, সহরের ফটকের কাছে—যে সময় তোমাতে আমাতে আজ প্রথম দেখা হয়েছিল।

অরুণ। বললে কি তুমি থাক্‌তে?

কৃষ্ণা। তুমি ব'লে দেখলে না কেন?

অরুণ। বেশ, এখন যদি বলি?

কৃষ্ণা। এখন আমি ত তোমার কাছেই আছি!

অরুণ। কিন্তু কতক্ষণ আছ কৃষ্ণা? যখন তুমি চোখের অন্তরাল হও, তখন যন্ত্রণা। যখন তুমি কাছে এস, তখন আরও যন্ত্রণা। তোমাকে দেখলেই ভয় হয়—বুঝি এখনই চোখের অন্তরাল হবে! আর বুঝি তোমাকে দেখ্‌তে পাব না!

কৃষ্ণা। তোমার কে আছে?

অরুণ। কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কৃষ্ণা?

কৃষ্ণা। তুমি আমাদের ঘরে থাক্‌তে পারবে?

অরুণ। তুমি যদি দাও, তা হ'লে থাক্‌তে পারব না কেন?

(রাহুলের প্রবেশ)

কৃষ্ণা। হাঁ বাবা! এই ছেলেটিকে আমাদের বাড়ী থাকতে দিবি?

রাহুল। কেন থাক্‌তে দেব না? ঘরে থাক্‌তে দিই নি? যে কেউ পথ হারিয়ে বনে ঢুকেছে, সেই ত আমার ঘরে ঠাঁই পেয়েছে। তুই আমার অপেক্ষা রাখলি কেন—একেবারে আমাদের ঘরে নিয়ে গেলি নি কেন?

কৃষ্ণা। সে রকম রাখা নয়, বরাবরের জন্য রাখা।

রাহুল। বরাবরের জন্য রাখা? কেন, তোমার কি ঘর নেই?

অরুণ। তোমার কাছে কথা গোপন করতে আমার ভয় করছে। আমার মনে হচ্ছে, যেন তোমার কাছে আত্মগোপন করলে, বনদেবতা আমার গলায় হাত দিয়ে, এ বন থেকে আমায় তাড়িয়ে দেবে। আমার ঘর আছে। সে ঘরে আমার মা, বাপ, ভাই, আত্মীয়স্বজন সব আছে।

রাহুল। তবে বনে থাকতে এত ইচ্ছা কেন?

অরুণ। ইচ্ছা কেন? কি বলব? তোমার ঘরে থাকলে যত সুখ পাব, বুঝি নিজের ঘরে থাক্‌লে সে সুখের কণাও পাব না।

রাহুল। এ ত বড় তামাসার কথা!

কৃষ্ণা। থাক্‌তে চাচ্ছে, তুই রাখ্ না বাবা! যত দিন ভাল লাগবে, তত দিন থাক্‌বে। ভাল না লাগে, চ'লে যাবে।

রাহুল। রোস্ মা! এক জন অজানা, অচেনা—ঘরে রাখব, তা ভেবে চিন্তে রাখব না? কেমন লোক; আগে ভাল ক'রে বুঝে দেখি।

কৃষ্ণা। তবে তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোঝ, আমি একে ঘরে নিয়ে চললুম।

রাহুল। আরে না না শোন্—এতে অনেক আপত্তি আছে।

(কৃষ্ণার মাতার প্রবেশ)

কৃ-মা। কি কি—ব্যাপার কি?

রাহুল। এই ঠিক হয়েছে। তোর মা এসেছে, ওকে বল্। ও যদি মত দেয়, তবে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তুই মজা দেখ। আমার যা মত, তোর মায়েরও সেই মত! বলি ওরে! এই ছেলেটাকে ঘরে ঠাঁই দিবি?

কৃ-মা। কে তুমি?—পথ হারিয়েছ?

অরুণ। এক রকম চালিয়েছি দিদি।

কৃ-মা। তা হ'লে তুইও এক রকম ঠাঁই দে। আমাদের যে গোয়াল আছে, আজ বাছুরের মতন সেইখানে এর থাকবার ব্যবস্থা কর।

রাহুল। তা নয়—বরাবরের মত ঠাঁই দিতে পারবি?

কৃ-মা। ও মা, সে কি কথা? বরাবরের মত? তা কেমন ক'রে পারব?

অরুণ। আমি তোমার বাড়ীতে দাস হয়ে থাকব।

কৃ-মা। না বাপু, আমার ঘরে সোমত্ত মেয়ে। পাড়ার লোক শুনলে আমাকে ঠেলবে। অতিথের মত থাকতে চাও, চল। আমাদের যেমন ক্ষমতা, সেই-মত তোমায় সেবা করব।

অরুণ। না মা—তা হ'লে আমি থাকব না।

রাহুল। মজার কথা শুনবি? ছোক্‌রার ঘর আছে, দোর আছে, মা আছে, বাপ আছে। ও সে সব ছেড়ে আমার ঘরে থাকতে চায়।

কৃ-মা। তোমার মা-বাপ আছে?

অরুণ। আছে।

কৃ-মা। কেন, তারা কি তোমায় দেখতে পারে না?

অরুণ। এক দণ্ড না দেখলে থাকতে পারেন না। যতক্ষণ তাঁদের কাছ-ছাড়া হয়েছি, এতক্ষণ বোধ হয় আমাকে খুঁজতে চারিদিকে লোক ছুটেছে।

কৃ-মা। তাই বল হায় রে আমার কপাল! মেয়ের বরাত আর আমার বরাত কি এক হ'ল?

রাহুল। কি বুঝলি?

কৃ-মা। বুঝব কি আর মাথা! আমার বরাতে যত পাগল জুটেছে! আর কি বুঝব? নাও, এস বাপ, আমার ঘরে এস।

রাহুল। আরে মর্! কি বুঝলি? কি বুঝে ঘরে নিয়ে যাচ্ছিস্?

কৃ-মা। মা-বাপ ঘর-বাড়ী ছেড়ে আমার ঘরে আসছে, এতেও বুঝতে পারছ না?

রাহুল। না।

কৃ-মা। তুমি মা-বাপ ঘর-বাড়ী ছেড়ে, আমার বাড়ীর কানাচে কানাচে ঘুরচ কেন?

রাহুল। ও!—ভালবাসা!

কৃ-মা। থাম অলপুরুষ! আর ব'ল না! মেয়ের আমার লজ্জা হোক্! নাও বাপ, সঙ্গে এস।

রাহুল। ভালবাসা! এতক্ষণ বেড়র বেড়র ক'রে শেষে হ'ল কি না ভালবাসা!

কৃষ্ণা। জানিস্ যে?

রাহুল। আবার কি করব? আমার ঘর, আর দোর, তোর কাদায়, তার গোয়াল—সব যাবে বলবি—একেবারে বল বাপু যে ভালবাসা।

কৃষ্ণা। তা হ'লে আমি নিয়ে যাই?

রাহুল। তুমি কোন্ কুলের রাজপুত্র?

অরুণ। অগ্নিকুল।

রাহুল। অগ্নিকুল? মেবারের ভেতর এক অগ্নিকুল আমি—আর অগ্নিকুল রাণা। আমি গরীব চাষা, আর রাণা মেবারের মালিক। আর অগ্নিকুল আমি জানি না।

অরুণ। আমি রাণার পুত্র।

রাহুল। ওরে! কৃষ্ণাকে এখনই এখান থেকে নিয়ে যা।

অরুণ। কেন বৃদ্ধ?

রাহুল। যা মাগী—নিয়ে যা।

কৃ-মা। রাণার পুত্র শুনে চ'টে উঠলি কেন?

রাহুল। দেখ, আর একবারমাত্র বলব। তার পরও যদি দাঁড়িয়ে থাকিস্ ত এই কোদালী দিয়ে তোকে আর মেয়েকে এখনই যমের বাড়ী পাঠিয়ে দেব।

কৃ-মা। আয় কৃষ্ণা! দেখ্‌ছি মিনষে ক্ষেপেছে?

[কৃষ্ণা ও মায়ের প্রস্থান।

রাহুল। নাও, চল ছোকরা, তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

অরুণ। এ অসম্ভব দয়া কেন হ'ল?

রাহুল। দুর্যোগে সন্ধ্যা, এ বনে বড় বাঘ সিংহের ভয়, তুমি ছেলেমানুষ।

অরুণ। তা হ'লে দেখ্‌ছি, তুমি আপনার মিথ্যা পরিচয় দিয়েছ! তুমি অগ্নিকুল নও। অগ্নি-কুলের কেউ কখন নিজের প্রাণরক্ষার জন্য পরের সাহায্য ভিক্ষা চায় না। যদি সে আপনাকে রক্ষা ক'রে থাকতে পারে, তবে থাকে—নইলে মরে।

রাহুল। ছোকরা! তুমি আমার তেজ ভাঙলে, আমার পণ ভাঙলে। তোমার কথায় আমি বড়ই খুসী হয়েছি। দেখ, আমি গরীব, কিন্তু বংশে আমি রাণার চেয়ে কম নয়। দেশ ছেড়ে বনবাসী হয়ে আছি বটে, কিন্তু অগ্নিকুলের অহঙ্কার ছাড়তে পারি নি। তোমার কাছে মাথা হেঁট ক'রে তোমাকে মেনে নেব, এটা কিছুতেই মনে আনতে পারি নি।

অরুণ। আমি যে তোমার গৃহে দাস হ'তে চেয়েছিলুম বৃদ্ধ!

বাদল। দাস! তুমি রাজার পুত্র। আমি তোমার প্রজা। তুমি দাস কেন হবে? অগ্নিকুলে জন্মেছি বটে, কিন্তু আজন্ম বনে থেকে আমি মূর্খ চাষা,—সেই জন্য আমি ভাল কথা কইতে শিখি নি, তুমি কিছু মনে ক'র না। আমি তোমাকে আজ এই সন্ধ্যায় আমার প্রাণের কন্যাকে দান করব। দেরী করলে পাছে মন ফিরে যায়, তাই এখনই দান করব।

[প্রস্থান।

অরুণ। তবু যেন কেমন ভয় হচ্ছে! অগ্নিকুলোদ্ভবের প্রতিজ্ঞা, সন্ধ্যা হ'তে আর অল্পমাত্র বিলম্ব, মন বলছে, কন্যা আমার হয়েছে. তবে কন্যার উচ্চ হৃদয়ের তরঙ্গ পূর্ণ ক'রেই যেন অনুভব করছে! সে নীলনলিনাক্ষ চক্ষু যেন অবকাশ পেয়ে, অবসাদে স্থির হয়ে আমার পিপাসিত চোখের উপর বিশ্রাম করছে! সে দৃষ্টিসুধা অজস্র পান ক'রেও যেন সাধ ক'রে পিপাসাতে আমাকে ডুবিয়ে রেখেছি! সব যেন আমি অনুভব করছি, তবু আমার প্রাণটাতে কেমন একটা ভয় হচ্ছে কেন? তাই ত, তাই ত! কি যেন একটা ভুলে যাচ্ছি যে! তার সঙ্গে আমার প্রাণের সম্বন্ধ! তাই ত! কি ভুলেছি? কি একটা কর্তব্য আমি অবহেলা করেছি! মনে আসতে আসতে আসে না যে!—(নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি) যা! কি করলুম! মূঢ়! সুখের উচ্চ শিখরে উঠতে যখন একটিমাত্র সোপান অবশিষ্ট, তখন একেবারে দুর্ভাগ্যের সর্ব্ব-নিম্নস্তরে প'ড়ে গেলুম! হীন অপরাধীর ন্যায় রাজদণ্ডে দণ্ডিত হলুম!—কে ও, বাদল?

(বাদলের প্রবেশ)

বাদল। এই যে! ধোঁকা মিছে হ'ল! তুমিও গেলে, আমিও গেলুম! যা হোক, তবু খুঁজে পেলুম, মরবার আর আক্ষেপ থাকবে না।

অরুণ। বাদল, ফিরে যাও।

বাদল। ঈস্, বাদলের প্রতি তোমার কি ভালবাসা! "বাদল ফিরে যাও!" ফিরে যাও, না এখনই ম'রে যাও! শেষ ঘণ্টা বেজে গেছে, এখন সহরে ফেরা আর মরা দুই-ই সমান।

অরুণ। তুমি মরবে কেন?

বাদল। তা তোমায় বলব কেন? তবে দুজনেরই যখন এক দশা, তখন এস, দুজনে যুক্তি ক'রে মরি। আলাউদ্দীন গুজরাট জয় করতে গেছে, এস, গুজরাট সৈন্যের সঙ্গে মিশে বাদশার সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করি। গুজরাট রক্ষা করতে পারি ভালই, নইলে দুজনেই যুদ্ধে প্রাণ দেব।

অরুণ। এ পরামর্শ মন্দ নয়।

বাদল। তা হ'লে আর বিলম্ব নয়, চল।

অরুণ। চল।

(গুজরাট-দূতের প্রবেশ)

দূত। কে আপনারা মহাশয়?

অরুণ। তুমি কে ভাই?

দূত। আমাকে চিতোর প্রবেশের পথটা ব'লে দিতে পারেন?

অরুণ। কোথা থেকে আসছ?

দূত। সে কথা আমি এখানে বলতে পারব না। আমাকে দয়া ক'রে কেউ পথটা ব'লে দিন, আমি বনের ভিতর ঢুকে পথ হারিয়েছি, এর পর অন্ধকার হয়ে আসবে, আর বন থেকে বেরুতে পারব না।

(সৈনিকদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম সৈ। আর বেরুবার দরকার কি? খুব ফাঁকিটে দিয়ে পালিয়ে এয়েছ!

২য় সৈ। বরাবর পেছন নিয়েছি, তবু তোমায় ধরতে পারি নি।

দূত। মারলে—মারলে—আমায় রক্ষা করুন!

১ম সৈ। দুনিয়ার কেউ আর তোমায় রক্ষা করতে পারবে না।

বাদল। তা ত বটেই, তুমি দুনিয়ার মালিক এলে কি না!

অরুণ। তুমি একটাকে—আমি একটাকে।

১ম সৈ। তাই ত রে! এরা কে?

বাদল। এই যে পরিচয় হচ্ছে!

(যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ)

অরুণ। কাজ শেষ, দুটোকেই পেড়েছি। ভাই! তুমি একে চিতোরের পথ দেখিয়ে দাও।

বাদল। যদি ধরা পড়ি?

অরুণ। তা হ'লে আমি একা যাব।

বাদল। বাঃ! কি মজার কথাই বললে! যাও, দুজনেই যাই চল! যা ফল পাব, দুজনেই ভোগ করব।

দূত। আপনারা যখন জীবন-দাতা, তখন আপনাদের কাছে গোপন করব না। আমি গুজরাটের অধিবাসী, দিল্লীর বাদশা গুজরাট আক্রমণ করেছে। দেশের হিন্দু সর্দারেরা বেইমানী ক'রে

দেশটাকে তার হাতে ধ'রে দেবার মতলব করেছে। কেবল এক জন মুসলমান সর্দার এখনও দেশের জন্য প্রাণপণে লড়াই করছেন। তাঁর নাম জাফর। কিন্তু তিনি বেইমানের ভেতর থেকে একা কদিন যুঝবেন? তাই তিনি চিতোরের সাহায্য-প্রত্যাশায় আমাকে রাণার কাছে পাঠিয়েছেন। বেইমানেরা পথে আমাকে হত্যা ক'রে জাফর খাঁর উদ্দেশ্য বিফল করবার জন্য এই দুজনকে পাঠিয়েছিল। শুধু আপনাদের কৃপায় রক্ষা পেয়েছি।

[সকলের প্রস্থান।

(রাহুল ও রুক্মার প্রবেশ)

রাহুল। কি হ'ল—কোথা গেল?

রুক্মা। তাই ত বাবা, বিপদ ঘটল না ত?

রাহুল। আরে দূর বাঁদরী! আমার বাড়ীর বাগানে বিপদ ঘটবে কি? পালিয়েছে—আমার সর্ব্বনাশ ক'রে, আমাকে ধর্ম্মে পতিত ক'রে পালিয়েছে! তাতেই ত আমি রাজা-রাজড়ার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে চাই নি! খোঁজ্ খোঁজ্ আবাগী—খোঁজ্। এখনও বেশী দূর যেতে পারে নি, এখনও বন থেকে বেরুতে পারে নি—খোঁজ্।

(রুক্মার মাতার প্রবেশ)

দেখিলি মাগী—সর্ব্বনাশ করলি!

রু-মা। কি হ'ল?

রাহুল। আর কি হবে, আমার সর্ব্বনাশ হ'ল! জাত গেল, ধর্ম্ম গেল, কন্যা বাগ্‌দান ক'রে দিতে পারলুম না! সমাজে মাথা হেঁট হ'ল, আর আমার ঘরে কেউ জলগ্রহণ করবে না।

রু-মা। আরে মর্, হ'ল কি?

রাহুল। ছোঁড়া পালিয়েছে।

রু-মা। বাগ্‌দান ফসিয়ে পালাল?

রাহুল। এই দেখ্—আক্কেল দেখ্। রাজা-রাজড়ার ব্যবহার দেখ্।

রু-মা। আ-মর পোড়ারমুখো মেয়ে! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছ কি?

রুক্মা। কি করব?

রু-মা। কোথায় পালাল, খোঁজ্।

রুক্মা। কোথায় খুঁজব?

রু-মা। যেখানে পাবি, চুলের মুঠি ধ'রে নিয়ে আসবি। বলবি, যে জন্য, তবে চুলের মুঠি ছাড়বো। যে কথা ব'লে পালিয়ে গেল। হ'লই বা রাণার ছেলে, তা ব'লে কি আমাদের জাত নেই?

রাহুল। হায়, হায়!

রু-মা। আরে মর, দাঁড়িয়ে হায় হায় করলে কি হ'বে! ছেলেদের খবর দে!

রুক্মা। ও বাবা! সেপাই ধ'রে রয়েছে!

রু-মা। অ্যাঁ—কৈ কৈ? ওগো, তাই ত গো! ব্যাপারটা কি বল দেখি?

রাহুল। ব্যাপার বোঝবার আমার সময় নেই। রুক্মা, সন্ধান কর্। এ বনের কোথায় সে আছে, সন্ধান কর্। বনে যদি না পাস্, সহরে সন্ধান কর্।

রুক্মা। সেখানে যদি না পাই?

রাহুল। দুনিয়ায় সন্ধান কর—দুনিয়ায় না পাস্, আর আসিস্ নি! নে! আর রাজপুত্নী, চ'লে আয়! দেখছিস্ কি? যে চণ্ডালনী রাজপুত্নী বংশমর্য্যাদা রাখতে জানে না, তার বাঁচা রাখতে নেই।

[উভয়ের প্রস্থান।

রুক্মা। ভাল, এই যদি ভগবানের ইচ্ছা, তা হ'লে এ অবস্থা আমার মন্দ কি! দেখলুম, শুনলুম, তার সঙ্গে সঙ্গে সারাদিন রইলুম! দিনটে যে কি ক'রে কেটে গেল, বুঝতে পারলুম না! তাকে খুঁজব। এ আমার দুখ—না সুখ! সুখ সুখ! কত সুখ! মনটা কি করছে! মন ত আমার এমন কখনও করে নি! তবে যাই, খুঁজতে যাই। যদি তাকে না পাই? আমার ঘর বা'র দুই-ই সমান।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভবানী-মন্দির।

লক্ষ্মণসিংহ।

লক্ষ্মণ। আমার কি দুর্ভাগ্য! একটা শত্রু ক'রে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে পা বাড়াতে না বাড়াতেই ব্যাঘাত! কর্তব্যনিষ্ঠ সকল সেনানীই গড় পরিত্যাগ

হবে, নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হ'ল। কেবল আমার পুত্রই আমার আদেশ অমান্য করলে। আমিই বিধি-ব্যবস্থার প্রণেতা। সুতরাং এ কর্ত্তব্যে অবহেলাকারী সন্তানকে শাস্তি না দিলে যে কিছুতেই আমি প্রাণে স্ফূর্ত্তি পাচ্ছি না। সমস্ত সেনানী আমার পুত্রের প্রতি দণ্ডবিধানের প্রতীক্ষা করছে—নীরবে আমার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার পানে চেয়ে আছে। সকলে যুদ্ধ করতে চলেছে, কিন্তু অন্য সময়ে যুদ্ধের সংবাদে যারা যেমন উত্তেজিত হয়, আজ ত তেমন হচ্ছে না। কি আমার দুর্দ্দৈব! সমস্ত সেনানীর আশ্রয়স্থল হয়েও এক নরাধম কাপুরুষ সন্তানের দুর্ব্বোধ্য আচরণে আমি যেন আজি নিরাশ্রয়। সকলের করুণাদৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে অক্ষম ভিখারীর ন্যায়, আমার সমস্ত প্রজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি! এ প্রাণ নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হ'তে কেমন ক'রে সমর্থ হব? হা ভগবান, কি করলে? এ আমাকে কি দুরবস্থায় নিপাতিত করলে?

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। মহারাজ! গুজরাট থেকে এক দূত এসেছেন, তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষী।

লক্ষণ। তাঁকে নিয়ে এস।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

বোধ হচ্ছে গুজরাটের রাণী সাহায্যপ্রার্থনার জন্য আমার কাছে লোক পাঠিয়েছেন। হতভাগ্য গুজরাটরাজ যদি প্রতিবেশী রাজাদের ওপর অযথা অত্যাচার না করত, তা হ'লে তার রাজ্য আজ অপর রাজা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হবে কেন? আমাকেই বা তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হবে কেন? সকল উৎপীড়িত রাজার আবেদনে, আমাকে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হ'ল। যুদ্ধ-ফলে অভাগাকে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হ'ল। কোথায় রইল তার রাজ্য, কোথায় রইল তার ক্ষমতার অহঙ্কার! শেষে সমৃদ্ধিশালী গুজরাট আলাউদ্দীন খিলিজী কর্ত্তৃক আক্রান্ত! তার সদ্যোবিধবা পত্নী মর্য্যাদারক্ষার্থ, সর্ব্বনাশ জেনে তাঁর স্বামীর শত্রুর শরণাপন্ন। যে আলাউদ্দীন আত্মরক্ষার্থে যেমন যুদ্ধ পিতৃব্যের মর্য্যাদা রাখলে না, তার কাছে কি অন্য কেউ মর্য্যাদা-রক্ষার আশা করতে পারে? বিশেষতঃ গুজরাটের বিধবা মহিষী বিখ্যাত রূপসী। সম্রাট যে সেই অনাথা রূপলাবণ্যবতীর লোভেই গুজরাট আক্রমণ করতে না এসেছে, এ কথা কে বলতে পারে?

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ! আপনার কৃপা ভিক্ষা করি।

লক্ষণ। কি প্রয়োজনে এসেছ বল।

দূত। এক দিন আপনি অত্যাচারী গুজরাট-রাজাকে দমন করতে গুজরাট আক্রমণ করেছিলেন। আজ আমি আর এক অত্যাচারীর হাত থেকে গুজরাট-রক্ষার জন্য গুজরাটবাসীর হয়ে আপনার সাহায্য ভিক্ষা করছি।

লক্ষণ। আজও পর্য্যন্ত বাদশা গুজরাট দখল করতে পারে নি?

দূত। আজও পারেনি, কিন্তু আর পারে না। বাদশা সমস্ত স্থান অধিকার করেছে। কেবল সহর দখল করতে পারে নি। অন্ততঃ পোনের দিনের ভেতর সাহায্য না পেলে গুজরাটের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হবে। সবেমাত্র পোনের দিনের রসদ অবশিষ্ট আছে।

লক্ষণ। এই অল্পসময়ের মধ্যে গুজরাটে পৌঁছে বাদশার অগণ্য সৈন্যের প্রতিরোধ করা মনুষ্য-শক্তির অসাধ্য। তোমাদের আর কিছু দিন পূর্ব্বে আসা উচিত ছিল।

দূত। তখন আসবার প্রয়োজন হয় নি মহারাজ! তখন গুজরাটের সমস্ত সর্দ্দার একপ্রাণে স্বদেশ-রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। প্রাণপণে স্বদেশ-রক্ষায় ব্রতী, তাঁরা বাদশাকে নগরপ্রাচীরের একটি ইট পর্য্যন্ত খসাতে দেন নি।

লক্ষণ। এখন?

দূত। এখন—কি বলব মহারাজ! তাদের অধিকাংশই আপনা আপনির ভেতরে বিবাদ ক'রে গুজরাটকে শত্রুহস্তে সমর্পণের বন্দোবস্ত করছে।

লক্ষণ। তা হ'লে তোমায় পাঠালে কে?—রাণী?

দূত। রাণী? না মহারাজ! মিথ্যা কইব কেন—রাণীও আপনার সাহায্য-গ্রহণ অভিপ্রায় নয়।

লক্ষণ। রাণীও কি সর্দ্দারদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন?

দূত। তাঁর মনে দুরভিসন্ধি প্রবেশ করেছে।

লক্ষণ। অর্থ কি?

দূত। অর্থ কি বলব মহারাজ! তিনি হিন্দু রমণীর একটি যে দেবত্বাত্মক স্বাতন্ত্র্যের মর্য্যাদা আছে, তাই নাশ করতে উদ্যত হয়েছেন। তিনি হিতোপদেশের উপর প্রতিহিংসা নিতে আলাউদ্দীনকে আত্মসমর্পণ করতে উদ্যত।

লক্ষ্মণ। তা হ'লে তোমাকে পাঠালে কে?

দূত। বিশ্বাসঘাতক স্বদেশদ্রোহী হিন্দু সর্দারেরা আপনার কাছে পাঠান নি—পাঠিয়েছেন এক মুসলমান।

লক্ষ্মণ। মুসলমান?

দূত। গুজরাটরাজ একজন মুসলমান দাস ক্রয় করেছিলেন। তাঁর নাম কাফুর। সদ্‌গুণে প্রভুকে মুগ্ধ ক'রে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সর্দারের পদ প্রাপ্ত হন। এখন কেবল সেই প্রভুভক্ত বীর মনিবের মর্যাদা বজায় রাখবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করছেন। তাঁর ভয়ে অন্যান্য সর্দারেরা আজও পর্যন্ত প্রকাশ্যে আলাউদ্দীনের সঙ্গে যোগদান করতে পারে নি। রাণীর অসদভিপ্রায় বুঝতে পেরে, কাফুর খাঁ তাকে গৃহে আবদ্ধ ক'রে রেখেছেন। সেই মহাপুরুষ কর্তৃকই আমি মহারাণার কাছে প্রেরিত হয়েছি।

লক্ষ্মণ। ভাল, কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা কর। আমি একবার খুল্লতাত রাজার অনুমতি গ্রহণ করব।

দূত। আশ্বাস দিন।

লক্ষ্মণ। আশ্বাস দিতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার নাই। বিশেষতঃ আমরা অপর এক সংকটে এক বিরাট যুদ্ধের আয়োজন করছি। যদি তোমাদের সেই সাধু মুসলমান সর্দারের অভিলাষ পূর্ণ করতে আমাদের সে সঙ্কল্প অসিদ্ধ থেকে যায়, তা হ'লে গুজরাটরক্ষার চেষ্টায় কতদূর সমর্থ হব, সেটা এ সময়ে বলতে পারছি না। তবে তোমাদের সেই মহাপুরুষ সর্দারকে আমার সেলাম জানিয়ে ব'ল যে, যত দূর পারি, আমরা তাঁর মত সাধুর সাহায্যে চেষ্টার ত্রুটী করব না। তার পর ঈশ্বরের হাত।

দূত। এই আশ্বাসই আমাদের অভাগা গুজরাটের পক্ষে যথেষ্ট।

লক্ষ্মণ। তবে বড় দুঃসময়ে এসে উপস্থিত হয়েছ। আর কিছুক্ষণ বিলম্ব হ'লে, আমার দর্শনলাভ তোমার ঘটে উঠত না। অথবা ঘটলেও কোন উত্তর দিতে পারতুম না।

দূত। তা হ'লে দেখছি ভগবানই উপযুক্ত সময়ে আমাকে মহারাজের কাছে পাঠিয়েছেন। আমি পথে শত্রুর সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলুম। তারা বাদশার লোক, কি আমাদের বিশ্বাসঘাতক সর্দারদের তা বলতে পারি না। দুটি বালক আমাকে রক্ষা না করলে, হয় তারা আমাকে বন্দী করত, নয় মেরে ফেলত। শুধু দুটি বালকের কৃপায় আমি মহারাজের [illegible]

লক্ষ্মণ। বালক?

দূত। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ। সবে যৌবন-সীমায় দুজনে পদার্পণ করেছে। দেখে যোদ্ধা ব'লেই বোধ হ'ল। কেবল তাই নয়, বোধ হ'ল দু'জনেই সম্রাট-বংশীয়।

লক্ষ্মণ। কোথায় দেখেছ?

দূত। এই নগরোপকণ্ঠে যে পার্বত্য অরণ্য আছে, তার মধ্যে। তাঁরাই আমাকে চিতোরে প্রবেশের সুগম পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

লক্ষ্মণ। প্রতিহারী!

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

যেখানে রাজা ভীমসিংহ অবস্থান করছেন, এঁকে সেইখানে নিয়ে যাও। (দূতের প্রতি) এই সকল কথা তুমি তাঁকে গিয়ে বল। তিনি যদি আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তা হ'লে বলবে, আমি অরুণসিংহের সন্ধান পেয়েছি।

[প্রস্থান।

দূত। হাঁ ভাই, অরুণসিংহ কে?

প্রতি। কে আর কি বলব? আমাদের সর্বস্ব। আর সেই জন্যই আমাদের সর্বনাশ। অরুণসিংহ রাণার জ্যেষ্ঠপুত্র। রাণা তাকে কাটতে চলেছেন।

দূত। সে কি? আমার জীবনদাতার আমিই সর্বনাশ করলুম? কি করলুম? কি করলে ভাই, তাঁর জীবন রক্ষা হয়?

প্রতি। স্বয়ং রাণা যখন খড়্গহস্ত, তখন আর কে তাকে রক্ষা করতে পারে?

দূত। কোনও উপায় নাই?

প্রতি। এক উপায় আছে। যদি পুত্নীরাণীকে কোনও রকমে খবর দিতে পারেন, তা হ'লে বোধ হয় রাণাজীৎ রক্ষা পেতে পারেন। রাণা কেবল তাঁর আদেশ অমান্য করতে পারেন না। কিন্তু তিনিও এমন রাণী ন'ন, কখন রাণাকে কোনও অন্যায় অনুরোধ করেন না। যদি তাঁকে দিয়ে আপনি রাণাকে এ নির্দয় কার্য হ'তে নিবৃত্ত করতে পারেন, তা হ'লে রাজকুমার রক্ষা পেতে পারেন।

দূত। ভাই! আমাকে সেখানে কে নিয়ে যাবে?

প্রতি। বুড়ো-রাজার কাছে আপনাকে নিয়ে যাই। তার পর আপনি চেষ্টা করুন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভীমসিংহের কক্ষ।

পদ্মিনী ও ভীমসিংহ।

পদ্মিনী। হাঁ রাজা!

ভীম। কি রাণি!

পদ্মিনী। হঠাৎ চিতোরে এমন সমর আয়োজন হচ্ছে কেন?

ভীম। কেন, এ কথার উত্তর নিজেই ত দিতে পার। চিতোরের কোন্ রাজা চক্ষুকেননিভ শয্যায় নিশ্চিন্ত হয়ে এক দিনের জন্য নিদ্রা গিয়েছে? সমরক্ষেত্রই চিরদিন তার শয়নের উপযুক্ত আশ্রয়-ভূমি।

পদ্মিনী। তা জানি, অত্যাচারীর হাত থেকে দুর্ব্বলকে রক্ষা করবার জন্য, হিন্দুর দেবতা ও ধর্ম্মরক্ষা করবার জন্য চিতোরপতিরা সিংহাসন গ্রহণ করেন।

ভীম। তবে আর সমর আয়োজনের কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?

পদ্মিনী। এ ক্ষেত্রেও কি তাই হচ্ছে?

ভীম। অবশ্য, নতুবা এমন অসময়ে আয়োজন কেন!

পদ্মিনী। কোন্ দুর্ব্বলের রক্ষার জন্য এত আয়োজন?

ভীম। কার নাম করব? কাল দিল্লীর সম্রাট্ প্রেরিত লোকে তোমাদের উপর আক্রমণের উদ্যোগ করেছিল।

পদ্মিনী। আমি কি দুর্ব্বল? চুপ ক'রে রইলেন কেন রাজা?

ভীম। অবশ্য শাস্ত্রে যাকে অবলা বলে, তাকে আমি কেমন ক'রে সবল বলি!

পদ্মিনী। যার পুত্র রাণা লক্ষ্মণসিংহ, যার স্বামী ভীমতুল্য বলশালী রাজা ভীমসিংহ, অবলা হ'লেও কি সে দুর্ব্বল!

ভীম। তা হ'লে তুমি কি বুঝেছ, বল।

পদ্মিনী। তা সব রাজা—আমি ছেলের কাছে সমস্ত শুনেছি। অরুণসিংহ আমাকে সমস্ত বলেছে। শুনেছি, এক অপরিচিতা রমণীর আবেদন রক্ষার জন্য আপনারা দিল্লীর সম্রাটকে জীবন্ত বন্দী ক'রে আনতে সমরের আয়োজন করছেন।

ভীম। অতিথির প্রার্থনা পূরণ করতে তুমি কি নিষেধ কর?

পদ্মিনী। অবশ্য অতিথির ন্যায্য প্রার্থনা পূরণ দুহাতের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু তা ব'লে যে তার উন্মাদ বাসনা পূরণ করতে হবে, এ কথা কোন রাজনীতি, সমাজনীতিতে ত বলে না।

ভীম। অতিথি সাধারণ। রাণি! একটা পক্ষি-অতিথির প্রার্থনা পূর্ণ করতে শিবি রাজা আত্মদেহ দান করেছিলেন।

পদ্মিনী। তাই কি, অতিথির প্রার্থনা পূরণের প্রারম্ভেই, আপনারা চিতোরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন, দেবতার ভবিষ্যৎ রাণাকে বলি দিতে চলেছেন?

ভীম। তোমায় এ কথা কে বললে?

পদ্মিনী। আপনি কি বলতে চান, আমি যা শুনেছি, তা মিথ্যা?

ভীম। রাণি সে কথা আর জিজ্ঞাসা ক'র না—আমি রাণার আদেশ শুনে মর্ম্মাহত হ'য়ে ব'সে আছি।

পদ্মিনী। মর্ম্মাহত হয়ে ব'সে থাকলে ত চলবে না। আপনি উঠুন—অরুণসিংহকে রক্ষা করুন। রাণা পুত্রহত্যা করবেন, কিন্তু সকল প্রজা আপনাকেই দোষী জ্ঞান করবে! হয় ত আপনার উপর দুরভিসন্ধির আরোপ করবে! বলবে—আপনার পুত্রকে সিংহাসনে বসাবার জন্য, আপনি উদ্ধত রাণাকে এই নিষ্ঠুর কার্য্যে উত্তেজিত করেছেন, অন্ততঃ ঐ আসুরিক কার্য্যে বাধা প্রদান করেন নি।

ভীম। প্রজা আমাকে বিলক্ষণ চেনে।

পদ্মিনী। না মহারাজ, চেনে না। প্রজার মন বিশাল বারিধিপৃষ্ঠের ন্যায় চঞ্চল—এই আলোকপৃষ্ঠে অবস্থিত, দেখতে দেখতে আবার অন্ধকারে প্রবেশ করে। তা যদি না হ'ত, তা হ'লে প্রজারঞ্জক রাজা শ্রীরামচন্দ্রকে জানকীর নির্ব্বাসন দিতে হ'ত না!

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। মহারাজ! রাণাজী এক জন লোককে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন, সে ব্যক্তি গুজরাট থেকে এসেছে— .

ভীম। বেশ, তাকে অপেক্ষা করতে বল, আমি যাচ্ছি।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

রাণি! রাণা লক্ষ্মণ সিং যখন বালক ছিল, তখনই আমি রাজার নামে দেবার শাসন করেছিলুম। সে শাসনে আমি নিজের বুদ্ধি-চালিত হয়ে কার্য্য করেছিলুম। নিজের বল অবল, কোথায় প্রীতি বিরাগের দিকে দৃষ্টি রাখি নি। প্রজার মঙ্গলের জন্য, রাণার মঙ্গলের জন্য আমি যখন যে কার্য্য করেছি.

সে কার্য্যের জন্য আমি কেবল ভগবানের কাছে দায়ী। এখন রাজকার্য্য বাপ্পার হাতে। তাঁর রাজ্যের কার্য্যের জন্য তিনিই এখন ঈশ্বরের কাছে দায়ী—আমি তাঁর প্রজার স্বরূপ তাঁর আদেশ পালনে বাধ্য—তাঁকে হুকুম করতে আমার আর কোন অধিকার নাই।

পদ্মিনী। বেশ, আমাকে অনুমতি করুন—আমি অনুরোধ করি।

ভীম। সে তোমার ইচ্ছা।

পদ্মিনী। আপনি অনুমতি না করলে পারি কেমন ক'রে? বাপ্পা মনে করতে পারেন, পিতৃব্য পুত্রের জন্য নিজে অনুরোধ করতে না পেরে, আমাকে দিয়ে অনুরোধ করিয়েছেন।

ভীম। সে জন্য আমার সেই রাণী। বাপ্পা আমাকে বিলক্ষণ জানে।

(দূত ও প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। এই এই—এখানে ঢুকো না—এখানে ঢুকো না—

ভীম। কে তুমি—কে তুমি—

দূত। আহা! কি দেখলুম! মা জগদ্ধাত্রী! সন্তানকে চরণে স্থান দাও মা!

ভীম। কে তুমি—কি চাও?

প্রতি। হাঁ হাঁ, চ'লে এস—চ'লে এস—

পদ্মিনী। অপেক্ষা কর—কেন বাছা, এমন ক'রে এসে পড়লে?

দূত। করুণাময়ী মা! আগে অভয় দাও! আমি বিপন্ন অতিথি। আপনার কাছে আমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে জেনে, আমি রীতি লঙ্ঘন ক'রে আপনার পবিত্র গৃহে প্রবেশ করেছি। প্রহরীর বাধা গ্রাহ্য করি নি—প্রাণের মমতা রাখি নি, এতেই বুঝুন, আপনার কাছে যা চাইব, তা প্রাণ অপেক্ষাও মূল্যবান্।

পদ্মিনী। কি সে?

দূত। ধর্ম! আমি নরকে ডুবতে চলেছি, তুমি না হ'লে কেউ সে নরক থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। মা, আর সময় নেই—বলবার দেরী হ'লে, আর ধর্ম রক্ষা হবে না।

পদ্মিনী। তা হ'লে বলতে বিলম্ব করছ কেন বাছা!

দূত। আমি গজনাট থেকে আসছি—সে যে কেন আসছি, তা এখন আর আমি আপনাকে বলব না—বলবার প্রয়োজন ছিল—কিন্তু বলবার আর সময় নেই—বলতে আর ইচ্ছাও নেই। পথে আসতে এক বনে আমি দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলুম। দুটী বালক আমাকে সে বিপদে রক্ষা করেন। এখানে এসে শুনলুম, তাঁরা রাজকুমার—কিন্তু রাজ্যতে বঞ্চিত। আমি না জেনে রাণার কাছে তাঁদের কথা প্রকাশ করেছি—রাণা তখনই তাঁদের হত্যা করতে ছুটে গেছেন। আর কি বলব মা? আর কি বলবার আছে মা?—

পদ্মিনী। প্রহরী! আমার পাল্কি আনতে ব'লে দাও—

[ভীমসিংহ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ভীম। যাক্, এই উপায়ে যদি বালকটা রক্ষা পায়, তা হ'লে মঙ্গল। বালকটার জন্য আমার প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়েছে। তার শোচনীয় পরিণাম শোনবার আগে যদি আমার মৃত্যু হয়, তবেই এ যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাই। কেউ সুখী নয়—চিতোর বর্ষাহত, বধূরাণী মনস্তাপে লজ্জায় শয্যাশায়িনী! ভগবান্! রক্ষা কর—ভগবান্! অরুণকে রক্ষা কর।

তৃতীয় দৃশ্য

পার্ব্বত্যপথ।

অরুণ ও বাদল।

অরুণ। দেখ ভাই! প্রাণ-ভয়ে ব্যস্ত হয়ে গুজরাটে যেতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

বাদল। তা হ'লে কি করতে চাও, বল?

অরুণ। চল, চিতোরে যাই—পিতাকে ধরা দিই।

বাদল। তা হ'লে ত মিছামিছিই প্রাণটা যাবে।

অরুণ। অপরাধী হয়ে বেঁচে থেকেই বা সুখ কি?

বাদল। তা যা বলেছ মন্দ নয়—তা হ'লে চল ধরা দিই।

(কৃষ্ণার প্রবেশ)

কৃষ্ণা। কি গো! আমায় ফেলে চ'লে যাচ্ছ যে?

অরুণ। কে-ও—কৃষ্ণা?

কৃষ্ণা। হাঁ—কেন আমাকে কি চিনতে পারছ না?

অরুণ। কৃষ্ণা! তোমাদের কাছে আমি বড় অপরাধ করেছি।

কৃষ্ণা। তা তো করেছি, কিন্তু তোমার অপরাধে যে আমি মাথা খাই। তুমি এমন খারা লোক জানলে কি আমি তোমার সঙ্গে কথা কইতুম!

অরুণ। কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা। যাও, আর আদর ক'রে কথা বলতে হবে না। এখন একবার আমাদের ঘরে চল। মা বাবাকে একবার দেখা দিয়ে এস। অনেক পাড়া-পড়শী বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছে, তাদের একবার বুঝিয়ে এস। তারা সকলে একবাক্যে তোমার নিন্দা করেছে, শুনে আমার বড়ই কষ্ট হচ্ছে। তুমি একবার তাদের বুঝিয়ে যেথা ইচ্ছা সেথা যাও। আমি বুঝতে পারছি, তুমি একটা এমন বিষম দরকারে পড়েছ যে, যার জন্য আজকের রাত্রিটুকুও আমাদের বাড়ীতে থাকতে পারছ না। কিন্তু তারা বুঝছে না।

বাদল। এ মেয়েটা কে ভাই?

অরুণ। পরে বলব।

কৃষ্ণা। কেন, এখনি বল না!

অরুণ। বলবার সুখ কই কৃষ্ণা? কোথায় আনন্দের সঙ্গে আজকের শুভাদৃষ্টের কথা আমার এই সঙ্গীকে শোনাতে শোনাতে ঘরে যাব, তা না ক'রে আমাকে মাথা হেঁট ক'রে চ'লে যেতে হচ্ছে।

কৃষ্ণা। তা হ'লে তুমি যাবে না?

অরুণ। আমায় ক্ষমা কর।

কৃষ্ণা। রাজার ছেলে তুমি—ছি ছি! তোমার এই নীচ ব্যবহার!

বাদল। দেখ ছুঁড়ী, গাল দিস্ নি!

অরুণ। ভাই বাদল, চুপ কর।

বাদল। চুপ করব কি? আমার সুমুখে এক বেটী চাষার মেয়ে তোমাকে যা খুশী তাই বলবে?

অরুণ। ওর কোন দোষ নেই ভাই! ওদের মনে আমি বড় কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু কৃষ্ণা! ভগবানের নাম ক'রে বলছি—আমাকে বিশ্বাস কর, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমাদের মনে এই কষ্ট দিচ্ছি না। প্রাতঃকালে এই সুধার আধার দেখে আমি পিপাসায় আকুল হয়েছিলুম। সন্ধ্যায় যখন সেই দুরন্ত পিপাসা-শান্তির সুযোগ উপস্থিত হ'ল, অমনি নিষ্ঠুর বিধাতা আমাকে সেখান থেকে টেনে এত দূরে নিক্ষেপ করেছে যে, এ জীবনে আর সে পিপাসার শান্তি হ'ল না! কৃষ্ণা! তোমা হ'তে এখন আমি বহু দূরে! তোমাদের এ মহত্ত্বের আকর্ষণ আর আমাকে ফেরাতে পারে না। মাঝে মৃত্যুপ্রাচীরের ব্যবধান!

কৃষ্ণা। কি বলছ, বুঝতে পারছি না।

অরুণ। বিবাহের পরক্ষণেই তুমি বিধবা হবে। জেনে শুনে তোমার প্রতি পিশাচের ব্যবহার কেমন ক'রে করি? তাই আমি তোমাদের না ব'লে পালিয়ে এসেছি।

কৃষ্ণা। আগে বল নি কেন?

অরুণ। আগে ত আমার এ অবস্থা হয় নি। তবে শোন—আমার অবস্থার কথা শোন। তবে তোমার বিচারে যা ভাল হয় কর। আমার পিতা মহারাণা আদেশ দিয়েছিলেন যে, রাজপুত সর্দারদের যে কেউ আজ সন্ধ্যার ঘণ্টাধ্বনির পর একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত না হবে, সে যদি অনুপস্থিতির সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারে, তা হ'লে তার প্রাণদণ্ড হবে। আমি সেখানে সময়ে উপস্থিত হ'তে পারি নি।

কৃষ্ণা। প্রাণদণ্ড হবে?

অরুণ। আমি ত সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারব না। প্রাণের জন্য মিথ্যা কইতে পারব না! —সুতরাং কৃষ্ণা আমাকে প্রাণ দিতেই হবে।

কৃষ্ণা। তুমি ত রাণার ছেলে!

অরুণ। বিচারে তাঁর কাছে আত্মপর নেই। তিনি পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করেন।

কৃষ্ণা। এমন যদি জান, তা হ'লে সকাল সকাল গেলে না কেন?

অরুণ। গেলুম না কেন? তা তোমাকে কি বলব কৃষ্ণা? আর বললেই কি তুমি বুঝবে? তোমাকে দেখে অবধি, আমি কে, কোথায়, কি করতে এসেছি, কিছুই আমার জ্ঞান ছিল না। শেষ ঘণ্টার শব্দ শুনে আর আমার এই সখাকে দেখে আমার জ্ঞান ফিরেছে। তখন দেখি, আমি আত্মহত্যা করেছি।

কৃষ্ণা। এখন চলেছ কোথায়?

অরুণ। পিতার কাছে আত্মসমর্পণ করতে।

কৃষ্ণা। তা হ'লে এক কাজ কর না কেন—একবার আমার বাবা মার সঙ্গে দেখা ক'রে ফিরে এস না কেন? দেখ, পাঁচ জন প্রতিবেশীতে তোমার নিন্দে করছে, এ আমি সহ্য করতে পারছি না।

অরুণ। আমরা আর ও অন্ধকারে বনে ঢুকতে পারব না।

কৃষ্ণা। আমি সুগম পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।

বাদল। এতই যদি বন্ধুর প্রতি তোমার দয়া, তা হ'লে বন্ধুর হয়ে তুমিই সব কথা বলতে যাও না কেন? এই ত সব কথা শুনলে।

কৃষ্ণা। তোমার বন্ধু কি আমার আর ঘরে ফেরবার উপায় রেখেছে? তোমরা যাও, আমার মর্য্যাদা থাকে; না যাও, আমার ঘরের বাস উঠে

যেন। পথে পথে ঘুরব, লোকের দোরে দোরে ভিক্ষা মেগে খাব, তবু ঘরে ফিরতে পারব না।

অরুণ। কেন কৃষ্ণা?

কৃষ্ণা। কেন যদি তুমি বুঝতে পারবে, তা হ'লে তুমি আত্মহত্যা কর। আমার বাপকে তুমি অঙ্গীকার করিয়ে এসেছ না? তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ আমার আগেই ঠিক হয়ে গেছে—শুধু মন্ত্র ক'টা পড়তে বাকী। তা রাজপুতনীর সব সময় মন্ত্র প'ড়ে ওঠে না। এখন বুঝতে পারলে কেন?

অরুণ। সর্ব্বনাশ! তা হ'লে উপায়?

কৃষ্ণা। যখন তোমার মুখে সব শুনলুম, তখন তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব! তোমার অদৃষ্টে কি আছে স্বচক্ষে দেখব। তার পর নিজের অদৃষ্ট আমি ঠিক ক'রে নেব।

অরুণ। কি করলুম ভাই বাদল?

বাদল। বেশ করেছ—যে মরতে সুখ পায়, তাকে তুমি বাঁচাবার জন্ত ব্যাকুল হচ্ছ কেন?

কৃষ্ণা। আমি একা ফিরলে, বাপ আমাকে ঘরে নেবে না—তোমাকে সঙ্গে না পেলে আমিও আর ঘরে ফিরব না। আমি চন্দ্রাওনী রাজপুতনী। আমার কথাও যা, কাজও তা।

বাদল। ভাই! এ মেয়েটার ঘরে একবার ফিরে চল।

অরুণ। চল কৃষ্ণা, তোমার পিতার কাছে যাই।

কৃষ্ণা। চল।

(লক্ষ্মণসিংহ ও সিপাহীগণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। এই যে, এই যে নরাধম কাপুরুষ রাজপুত কুলাঙ্গার!

অরুণ। কৃষ্ণা! আর যে আমার যাওয়া হ'ল না।

লক্ষ্মণ! কাপুরুষ! তোমাকে পুত্র ব'লে সম্বোধন করতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে। সমস্ত মেবারী আপন মর্য্যাদা রাখলে, আর তুমি কেবল প্রজার সম্মুখে আমার মাথা হেঁট করালে? তোমাকে জীবিত রেখে আমি যুদ্ধে যেতে পারছি না। তুমি বেঁচে আছ জেনে রণক্ষেত্রে শত্রুসংহারে সুখ পাব না ব'লে, তোমাকে আমি আগেই যমভবনে পাঠাবার জন্ত অনুসন্ধান করছিলুম। দেশের সৌভাগ্য, তোমাকে পেতে আমার বিলম্ব হয় নি।

কৃষ্ণা। (প্রণাম) রাণা!

লক্ষ্মণ। কে তুই?

কৃষ্ণা! তোমার ছেলের কোন অপরাধ নেই—অপরাধী আমি। আমি তাকে ঘরে ধ'রে রেখেছি। ওর বদলে আমাকে শাস্তি দাও।

অরুণ। না পিতা! ওর কথা শুনবেন না। আমাকে কেউ ধ'রে রাখে নি।

লক্ষ্মণ। এ কে?

অরুণ। এই বনের ভিতরের এক কৃষককন্তা।

লক্ষ্মণ। আমার পুত্রের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?

অরুণ। কোনও সম্পর্ক নেই।

কৃষ্ণা। সম্পর্ক আছে কি না, তুমি রাজা—তুমিই বিচার কর। আমাকে বিয়ে করবার জন্ত রাজপুত্র আমার বাপের কাছে আমাকে ভিক্ষে চেয়েছিল। বাপ আমাকে দিতে স্বীকার করেছে। শুধু মন্ত্র পড়া বাকী। বাপ আমার আত্মীয় কুটুম্বদের নেমন্তন্ন ক'রে এসেছে—রাত্রে বিয়ে হবার কথা।

লক্ষ্মণ। তুমি শুধু কাপুরুষ নও—প্রবৃত্তিও তোমার কি এতই নীচ! মেবারের রাজপুত্র তুমি কি না, একটা চাষার মেয়ের জন্ত লালায়িত হয়ে, তার বাপের কাছে মাথা হেঁট করেছ! তোমার প্রবৃত্তিকে ধিক্, তোমার জীবনেও ধিক্! তোমার বেঁচে থাকবার কোন প্রয়োজন আমি দেখতে পাচ্ছি না! এই—একে নিয়ে জল্লাদের হাতে সমর্পণ কর।

কৃষ্ণা। আমার কথা?

লক্ষ্মণ। তোমার আবার কি কথা? তোমার সঙ্গে ওর কোনও সম্বন্ধ নেই। তোমার পিতাকে গিয়ে বল, তোমাকে অন্ত স্থানে বিবাহ দিক্।

কৃষ্ণা। আমি সুখভোগের জন্ত বলছি নি—ধর্ম্মের জন্ত বলছি—সুবিচার কর রাজা, সুবিচার কর।

লক্ষ্মণ। সুবিচার ঠিক করেছি—

কৃষ্ণা। কোনও সম্পর্ক নেই?

লক্ষ্মণ। কই সম্পর্ক ত দেখতে পাচ্ছি না।

কৃষ্ণা। কিন্তু আমি যে দেখতে পাচ্ছি রাজা!

লক্ষ্মণ। দেখতে পাও, বৈধব্য ভোগ কর।

কৃষ্ণা। বেশ, তা হলে নিজ হাতে কাটো, জল্লাদকে দিও না।

লক্ষ্মণ। তোমার কথা শুনব কেন?

কৃষ্ণা। বেশ, কে নিয়ে যেতে পারে নিয়ে যাক্।

(খড়্গ তুলিয়া দাঁড়াইল)

লক্ষ্মণ। তাই ত—এ কি দেখি! বজ্রগর্ভলতা, প্রকৃতিকমনীয়তা ও সংহারকারিণীর ভুবনবশীকরণী শক্তি পরস্পরে বিজড়িত হয়ে, এ কি অপূর্ব্বমূর্ত্তি সহসা আমার চোখের উপর প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল!

কন্যা। তুমি রাজা, তার উপর আমার শ্বশুর, তাই তোমাকে আমি কিছু বলতে পারছি না। আমি বেঁচে থাকতে আমার চোখের উপরে অন্যে আমার স্বামীর গায়ে হাত তুলবে? জান রাজা, সতীর মনে কষ্ট দিলে কি হয়? তুমি রাজা, আমি গরীব চাষার মেয়ে, মদগর্ব্বে তুমি আমাকে যা খুশী তাই বলতে পার। কিন্তু শোন নি কি রাজা—পুরাণে কি কখন শোন নি, সতীর শাপে রক্ষরাজার কি হয়েছিল? তুমিও যদি আমাকে অবলা মনে ক'রে জোর ক'রে আমার স্বামীকে নিয়ে যাও, তা হ'লে—

(পদ্মিনীর প্রবেশ)

পদ্মিনী। অভিসম্পাত দিও না মা! অভিসম্পাত দিও না! রক্ষা কর সতী, রক্ষা কর—ক্রোধ ক'র না!

লক্ষ্মণ। একি মা, তুমি এখানে?

পদ্মিনী। সতীর মনোবেদনা আমার বুকে লেগেছে বাপ, তাই আমি ছুটে এসেছি। যদি প্রজার মঙ্গলসাধনই রাজার কর্তব্য হয়, যদি দীন নিরাশ্রয়কে রক্ষা করাই রাজপুত্রের ধর্ম্ম হয়, যদি সংগ্রামে শত্রুদলন ক'রে, দিগ্বিজয়ী নাম গ্রহণ করাই তোমার উদ্দেশ্য হয়, তা হ'লে সতীকে কষ্ট দিয়ে অভিসম্পাত নিও না। তোমার কর্তব্য-ভ্রষ্ট সন্তানের জন্য আমি বলছি না—সতীর মর্য্যাদা রাখবার জন্য আমি অনুরোধ করি, হতভাগ্য পুত্রকে ক্ষমা কর। নইলে যে কার্য্যসাধনের জন্য অগ্রসর হয়েছ, সে কার্য্য তোমার কিছুতেই সিদ্ধ হবে না। ভারত-রমণীর সতীত্ব গৌরবে এখনও পবিত্র আর্য্যভূমি বিধর্মীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে আসছে। মেবার-রাজ! তুমিই সেই রত্ন-ভাণ্ডারের রক্ষক। তুমি নিজে সেই পবিত্র ভাবের অপব্যবহার ক'র না। সন্তানকে ছেড়ে দাও।

লক্ষ্মণ। তা ব'লে এক নীচকুলের রমণীকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করব?

কন্যা। নীচকুল নই রাজা—অগ্নিকুল। আমি গরীবের মেয়ে বটে, কিন্তু আমি চন্দ্রাবতী রাজপুত্রী।

লক্ষ্মণ। সত্য?

পদ্মিনী। তেজ দেখে বুঝতে পারছ না—আমি তোমাদের অন্তরালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি। পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ না করলে কি হৃদয়ের এত বল হয়?

কন্যা। আমার বাপ অগ্নিকুল-শ্রেষ্ঠ চৌহান। গজনীর মামুদ যে সময় নগরকোট দখল করেন, সেই সময় নগরকোটের রাজপুত্র সমস্ত পরিবার নিয়ে চিতোরের অরণ্যে আশ্রয় নেন; আর তিনি লোক সমাজে মুখ দেখান নি। সেইকাল থেকে আমরা বনে বাস ক'রে আসছি।

লক্ষ্মণ। যাও মা! আমি পরাভব স্বীকার করলুম। এ অভাগ্যকে তুমি নিয়ে যাও। কিন্তু শোন কাপুরুষ! তোমার উপর আমার ক্রোধশান্তির কারণ নাই। তুমি চিরজীবনের জন্য নির্ব্বাসিত হও। রাণাবংশধর ব'লে তোমার যদি কিছুমাত্রও গর্ব্ব থাকে, তা হ'লে প্রাণ থাকতে যেন চিতোর-কটকে মাথা প্রবেশ করিও না।

বাদল। আমার উপর কি শাস্তি রাণা?

লক্ষ্মণ। তুমি সিংহলী, তোমাকে শাস্তি দিবার অধিকার আমার নাই।

[প্রস্থান।

পদ্মিনী। যাও মা, ঘরে যাও—যেখানেই থাক, মনে রেখ, এখন হ'তে তুমি রাণারাও কুলবধূ, শ্বশুর কর্তৃক পরিত্যক্তা হ'লে ব'লে যেন তার কল্যাণ কামনা করতে ভুল না। প্রয়োজন হ'লে সৎপরামর্শে সৎ-কর্ম্মের উদাহরণে এই মূর্খ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য স্বামীকে দেশের সহায়তায় নিযুক্ত ক'র। যাও, আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও।

বাদল। আমি এখন কোথা যাব?

পদ্মিনী। তুমি আমার সঙ্গে যাবে। মরবার জন্য এত ব্যগ্র কেন—রাজপুতের ছেলে—মরবার অনেক উপযুক্ত অবসর পাবে। এস, সঙ্গে এস।

চতুর্থ দৃশ্য

কানন।

উজীর।

উজীর। সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে, দিন কতকের জন্য উজীরী ক'রে আবার আমি যে ফকীর, সেই ফকীর। যাক্, নেশা কেটে গেছে, আপদ মিটেছে। দরিদ্রাবস্থায় ঐশ্বর্য্যভোগের একটা আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল, খোদা সে আকাঙ্ক্ষা মিটিয়েছে। এখন বুঝেছি, সে অবস্থার চেয়ে এ অবস্থা শতগুণে ভাল। চিন্তার মধ্যে এক ক্ষুধা, কিন্তু তারই বা আর চিন্তা কেন? ঘাতকের হাতে আমার প্রাণ গেলে, তার জন্য চিন্তা করত কে? ফকীরী ঈশ্বরের দান। ফকীরী নিয়ে

ঢুকিবার আশা, ফকীরী নিবেই যাওয়া। মাথে দু'চার দিন বাদসার তক্তে ওঠানামা; সুতরাং সে বাসনা আর কেন? এই আমার ভাল! দেখতে দেখতে অন্ধকারে পথ আচ্ছন্ন হয়ে গেল, দৃষ্টি আর চলে না। কাজেই আজ রাত্রের মত এই গাছের তলায় আশ্রয় নেওয়া যাক।

(উপবেশন)

(চরদ্বয়ের প্রবেশ)

চর। বম বম বোম বোম—চিতোরী বেটারা কি সতর্কই হয়েছে। সন্ন্যাসিবেশ ধ'রেও কিছু ক'রে আসতে পারলুম না। এখন বাদশাকে গিয়ে বলি কি?

২য় চর। যখন ঢুকেছি, তখন কি কিছু খবর না নিয়ে ফিরেছি।

১ম চর। খবর বা'র করতে পেরেছিস্?

২য় চর। পেরেছি বই কি—জাঁহাপনাকে শোনাবার চের খবর আছে। বোস, আগে দেবারের গতী ছাড়াই, তার পর ধীরে সুস্থিরে বলব? বেটাদের ফকীর সন্ন্যাসীর প্রতি অগাধ ভক্তি। সন্ন্যাসী কিছু জানতে চাইলে, তারা কি না ব'লে চুপ ক'রে থাকতে পারে? গাঁজার ঝোঁকে এক বেটা সেপাই পেটের অর্দ্ধেক কথা বার ক'রে ফেলেছিল! শেষে বোধ হয়, নেশা কেটে গেল—আমাকে সন্দেহ ক'রে ফেললে, বলতে বলতে বললে না।

১ম চর। আমাকে আগে থাকতেই সন্দেহ করেছিল—সঙ্গে সঙ্গে লোক ফিরতে লাগল, কাজেই আমার জানবার বড় সুবিধে হ'ল না। আসল খাঁচটা কি পেলি বল্ দেখি?

২য় চর। বলব—আগে একটা বসবার জায়গা দেখ্। বড় অন্ধকার! আর পথ চলবার বড় সুবিধে হবে না!

১ম চর। সুমুখের মাঠে প্রকাণ্ড বটগাছ! আয়, তার তলায় আড্ডা দিই।

২য় চর। পাছে ধরা প'ড়ে কাজ নষ্ট হয়, এই জন্ত লোকালয়ে থাকতে ভরসা হ'ল না।

১ম চর। আর দু'তিন ক্রোশের ভেতর গ্রাম নেই, এ পথে এত রাত্রে লোক চলবারও সম্ভাবনা নেই। তা হ'লে আজকের মতন এইখানে থাকাই বিধি। দু'জনে মন খুলে কথা কইতে পারব।

২য় চর। বেশ, তুই জায়গা ঠিক ক'রে, কম্বলটম্বল পেতে রাখ। আমি কাঠ-কুটো খুঁজে নিয়ে আসি। কি জানি বাবা! বাঘ-ভালুকের দেশ, ধুনী জ্বালাতে হবে।

১ম চর। অমনি এক কলকে—বুড়ি—এক কমণ্ডলু জল নিয়ে আয়।

[দ্বিতীয় চরের প্রস্থান।

বাল্যকাল থেকে যমুনার জলে মুখ ধুয়ে মেজাজ ক'রে এসেছি, কিসকে কত গালগাল! বম বম বোম বোম।—না, কেউ কোথাও নেই—এইখানে একটু আল্লা আল্লা ব'লে বাঁচি। এখানটা এবড়ো খেবড়ো—এখানটা গর্ত্ত—এখানটা খোঁচা—এই ঠিক জায়গা—এই-এই-এই-এই। (ভীতি প্রদর্শন।

উজীর। ভয় নেই বাবা! আমি ফকীর।

১ম চর। ফকীর?

উজীর। হাঁ বাবা!

১ম চর। ঠিক ত ফকীরই ত বটে।—বুড়ো ফকীর (প্রকাশ্যে) কি বললি—ভয় নেই কি বললি?

উজীর। কম্বল গায়ে বসে আছি—যদি জানুক মনে ক'রে ভয় পাও, তাই বলছিলুম।

১ম চর। কি? ভয়? আমরা সন্ন্যাসী মানুষ, আমাদের ভয়?

উজীর তাই ত, ফকীর সন্ন্যাসীর আবার ভয় কি?

১ম চর। আমি মন্ত্র আওড়াচ্ছিলাম—জানুক হ'লে এখনি হাঁক ক'রে ম'রে যেতিস্।

উজীর। তা বাবা আমি জানুক নই।

১ম চর। তার পর?

উজীর। নিরাশ্রয়।

১ম চর। বেছে বেছে ভাল জায়গাটি দখল করেছ!

উজীর। গাছতলায় আর প্রতিদ্বন্দ্বী নেই জেনে, একটু জায়গা নিয়ে বসেছি।

১ম চর। এ কি একটু জায়গা—চৌদ্দপো মানুষ, একেবারে বিশে থানেক জমী জুড়ে বসেছ! নে—ওঠ।

উজীর। কেন বাবা? তুচ্ছ তোমার কি অনিষ্ট করেছে?

১ম চর। রাজপুতের দেশে ফকীর কি? তুই শালা নিশ্চয়ই মুসলমানের চর।

উজীর। কটুকাটব্য কেন ভাই, আমি উঠছি।

১ম চর। শিগ্‌গির ওঠ। নে, উঠে বরাবর গিয়ে রাস্তায় চ'লে যা।

উজীর। কেন ভাই আর পীড়ন কর? বাবার স্থান থাকলে কি এত রাত্রে এই গাছতলা আশ্রয় করি?

১ম চর। তা আমি জানি না, এখানে থাকতে পারব না।

উজীর। একে অন্ধকার, তার উপর চলবারও ক্ষমতা নেই। আমি বৃদ্ধ, আমা হ'তে আর তোমাদের কি অনিষ্ট হবে?

১ম চর। তুমি মুসলমান, আমরা সন্ন্যাসী, কাছে থাকলে যোগে ব্যাঘাত হবে।

উজীর। বেশ আমি একটু দূরে গিয়ে বিশ্রাম করি।

১ম চর। যাও, এখনি যাও। ওই—ওইখানে গিয়ে মর গে। (উজীরের দূরে অবস্থান) ফকীর দেখে কোথায় সেলাম করব, তা না ক'রে তাকেও কষ্ট ক'রে কাছ থেকে সরিয়ে দিতে হ'ল! না দিয়ে করি কি? কে কোথা থেকে দেখে ফেলবে যে, ফকীরকে আদাব দেখাচ্ছি। ভেদ সন্দেহ ক'রে বসবে! কাজ কি, সাবধান হওয়া ভাল। দু'টো কথা কইলে ফকীরই আমাদের ধ'রে ফেলতে পারে। আর ও যে ফকীর, তারই বা ঠিক কি? সরিয়ে দেওয়াই ঠিক হয়েছে। দূরে গিয়ে বসেছে। ওখান থেকে আমাদের কথা শুনতে পাবে না। কম্বলটা এইবারে নিরুদ্বেগে পেতে নেওয়া যাক্। (কম্বল বিছান) তরী দুটো গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখি।

(পশ্চাৎ হইতে গোরার প্রবেশ)

গোরা। ভাই ব'স, আমি ততক্ষণ তোমার কম্বলে বিশ্রাম করি।

১ম চর। উঃ! কি অন্ধকার! কোলের মানুষ পর্য্যন্ত দেখা যায় না। (গোরার মস্তকে বসিতে যাইয়া) কে রে! বাবা?

গোরা। না বাবা, গোরা।

১ম চর। গোরা কে?

গোরা। বাবার বাবা।

১ম চর। ভাই ও—কে তুমি? হিন্দু দেখছি না?

গোরা। যা দেখছ, তা কি আর মিছে।

উজীর। ঠিক হয়েছে—ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মেরেছে। বুড়া ব'লে যেমন বেটারা আমাকে তাড়িয়েছিল, হাতে হাতে তার ফল পেয়েছে। এই বারে শক্তের পাল্লায় প'ড়েছে।

১ম চর। হিন্দু হয়ে তুমি যোগীর আসন দখল কর?

গো। তুমি যোগী—আমি ভোগী। তুমি যোগের জন্য আসন করেছ—আমি ভোগের জন্য বসেছি।

১ম চর। ভাই, আমরা যোগী সন্ন্যাসী—আমাদের স্থান কি অধিকার করতে আছে?

গোরা। আমিও ডাক্‌তাক্‌গিন—বস, আমিও তোমাকে যোগের প্রক্রিয়া দেখিয়ে দেব।

১ম চর। (স্বগত) এক বেটা শয়তানের পাল্লায় পড়া গেল দেখছি। থাক্, বেটাকে এখন আর ঘাঁটাব না। আগে সঙ্গী আসুক, তার পর দু'জনে প'ড়ে বেটাকে শিখিয়ে দেব।

গোরা। কি দাদা! চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে মতলব আঁটছ না কি? ব'স না।

১ম চর। এই বসছি ভাই! তা হ'লে তুমি যোগের প্রক্রিয়া জান?

গোরা। জানি বই কি। অঙ্গন্যাস জানি, করাঙ্গন্যাস জানি।

১ম চর। কই কি রকম দেখাও দেখি।

গোরা। আগে অঙ্গন্যাস দেখবে, না আগে করাঙ্গন্যাস দেখবে?

১ম চর। বেশ, আগে অঙ্গন্যাস।

গোরা। (১মকে ধরিয়া মুখ ফিরাইয়া বসাইল) এই হচ্ছে মূলাধার—বুঝেছ?

১ম চর। বুঝেছি।

গোরা। (চিৎ করিয়া ফেলিয়া) এই হচ্ছে স্বাধিষ্ঠান। আর এই হচ্ছে (গলা টিপিয়া) অনাহত—আর এই হচ্ছে বিশুদ্ধ (মুষ্ট্যাঘাত)।

১ম চর। এই—এই! মেরে ফেললে! ও আল্লা মেরে ফেললে—

(দ্বিতীয় চরের বেগে প্রবেশ)

২য় চর। কে রে—কে রে?

গোরা। (উঠিয়া দ্বিতীয়কে মুষ্টি প্রহার করিতে করিতে) আর এই হচ্ছে করাঙ্গন্যাস।

২য় চর। ওরে বাবা! এ আল্লা! (উভয়ের পলায়ন)

গোরা। যোগিরাজদের অঙ্গন্যাসে আল্লা বলিয়ে ছেড়েছি। যখনি চিতোরে তোমাদের দেখেছি, তখনি বুঝেছি চর। আর তখন থেকেই তোমাদের পিছু নিয়েছি। আসুন ফকীর সাহেব, আপনার জায়গায় আসুন।

উজীর। কি আর তোমাকে বলব ভাই! দেখছি তুমি হিন্দু। তবে আমি বৃদ্ধ ফকীর। বার্দ্ধক্যের অধিকার নিয়ে, আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে থাক। ও শয়তান আমার বড়ই লাঞ্ছনা করেছে।

গোরা। বসুন ফকীর সাহেব! সেলাম—বসুন। দেখুন ফকীর সাহেব! মানুষ হ'লে তার আর হিন্দু মুসলমান নেই—মানুষ দেখলেই ভক্তি হয়। আপনাকে দেখেই আমার ভক্তি হয়েছে। বসুন।

উজীর। হিন্দু মুসলমান দুই-ই যাঁর সৃষ্টি, তাঁর কাছে ত বিভেদ নেই ভাই—বিভেদ আমরা আপনা আপনির ভেতর ক'রে আত্মহত্যা করি।

গোরা। বসুন—বসুন—বেশ আপনার মিষ্টি কথা—বসুন—বসুন।

উজীর। তুমি আগে ব'স ভাই। অভ্যাস করাসত্তাস দেখাতে তোমারও কিছু মেহনত হয়েছে ত?

গোরা। তা একটু হয়েছে। ওরা কে জানেন ফকীর সাহেব?

উজীর। আগে জানতে পারি নি, শেষে মায়ের চোটে আল্লা নাম শুনেই বুঝেছি চর।

গোরা। তাই—

উজীর। বোধ হয় চিতোরের রহস্য জানতে এসেছিল।

গোরা। রহস্যটা বেশ ক'রে জানিয়ে দেওয়া গেছে, কেমন?

উজীর। ও তো-দেখলুম, আর মনে মনে তোমার সাহস ও বলের বহু প্রশংসা করলুম। এমন শক্তিমান্ সাহসী তোমরা—তোমাদের রাজ্য আমরা নিলুম কি ক'রে?

গোরা। আমরা একটু কিছু বিশেষ রকমের গাধা, বুঝেছেন?

উজীর। তাই বোধ হয়। নইলে আর ত কোন কারণ দেখতে পাই না। হিন্দু যুদ্ধে জয়ী হ'লেও রাজ্য হারায়।

গোরা। আপনি কি কখন যুদ্ধ ক'রেছেন?

উজীর। নিজ হাতে অস্ত্র ধরি নি বটে—তবে ঘরে বসে কল টিপিছি।

গোরা। তা হ'লে এ দশা কেন?

উজীর। খোদার মর্জি। তবে ইচ্ছায় এ বেশ গ্রহণ করি নি। এক মানুষের ওপর প্রতিহিংসা নিতে ছদ্মবেশের জন্য ফকীরী নিয়েছিলুম। নিয়ে দেখলুম, আমার অপরাধ তুলনায় সম্রাটের অপরাধও তুচ্ছ। হিন্দুদ্বেষী মুসলমান, মুসলমানদ্বেষী হিন্দু, রাজা থেকে আরম্ভ ক'রে ভিখারী পর্য্যন্ত যে আমার দেখে, সেই ভক্তির সহিত আমাকে অভিবাদন করে। আমার দুঃখ নিবৃত্তির জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার কত জন এসে যোগ—স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জীবনদানের জন্য আমার সেবাতৎপর হয়। তখন বুঝলুম, ভেক নিয়ে যখন এত সৌভাগ্য, তখন আসল ফকীর হ'লে না জানি কত ভাগ্যেরই অধিকারী হব। ভাবতে ভাবতে প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি দূরে গেল। ফকীরীই আমার সার হ'ল।

গোরা। আপনি বুঝি আলাউদ্দীনের ওপর প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা করেছিলেন?

উজীর। কি ক'রে বুঝলে?

গোরা। আপনি বুঝি উজীর ছিলেন?

উজীর। ছিলুম।

গোরা। (হাস্য) আপনার ওপর বুঝি বাদশা অত্যাচার করেছে?

উজীর। আমার উপর করলে, ততটা দুঃখ ছিল না। আমার এক কন্যার উপর।

গোরা। (হাস্য)

উজীর। হাসলে যে?

গোরা। শুনে বড়ই সুখী হ'লুম।

উজীর। কন্যার উপর অত্যাচারের কথা শুনে!

গোরা। হাঁ বাবা। (হাস্য)

উজীর। সে কি! তুমি উন্মাদ নাকি?

গোরা। কতকটা—বাববাবা/যেটুকু বুদ্ধি ছিল—সেটুকু তুমি গুলিয়ে দিয়েছ। তোমার দুঃখের কথা শুনে, প্রাণে আমার আনন্দ ধরছে না।

উজীর। তা হ'লে দেখছি তুমি নরাধম।

গোরা। হাঁ বাবা! অধমাধম।

উজীর। তা হ'লে এ স্থান ত্যাগ কর।

গোরা। আচ্ছা বাবা! এখনি?—তা হ'লে নসীবনকে কি বলব?

উজীর। নসীবন!

গোরা। হাঁ বাবা! নসীবন যে আমার বোন।

উজীর। সে কি—এ তুমি কি বলছ?—ও বাপ কেও—গোরা—

গোরা। আর না বাবা!

[প্রস্থান।

উজীর। দোহাই তোমার! যে প্রহেলিকাময় স্বর্গীয় দূত! কেও। আমার এ ফকীরের আবরণ—আমি ঘোর সংসারী—আমার প্রাণে অসংখ্য কামনা—অসংখ্য বাসনা—দূরতে এসে—শান্তি দিতে এসে, ফিরে যেও না!

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। পিতা!

উজীর। কে—মণীরাম! কে ও মণীরাম?

মণী। উজীরসাহেব মহোদয়। পিতৃপরিত্যক্তা স্বামী-বিতাড়িতা হতভাগিনীর দুঃখে বিগলিত হয়ে ঈশ্বর আমাকে এক পবিত্র আশ্রয় প্রদান করেছেন। যথার্থ কথা বলতে কি মিঞা—আমি এত আদর, ভালবাসা, জীবনে কখন অনুভব করি নি।

উজীর। তুমি কোথায়?

মণী। চিতোরে।

উজীর। এ অন্ধকার রাত্রে তুমি এখানে কেন?

মণী। কেন, এখানে দাঁড়িয়ে সব বলতে সাহস করি না। এইমাত্র বলতে পারি, অপমানে মনস্তাপে আত্মহারা হয়ে প্রতিহিংসা নিতে আমি এক বিষম কার্য্য ক'রে ফেলেছি। যদি কন্যার প্রতি মমতা থেকে সে কথা শুনতে ইচ্ছা করেন, তা হ'লে তার আশ্রয়ে পদার্পণ করুন।

উজীর। আমি যে প্রতিহিংসা মন থেকে দূর ক'রে দিয়েছি মা! আমি যে এখন ফকীর।

মণী। পরোপকার কার্য্য কি ফকীরীর অন্তরায়? তা যদি না হয়, তা হ'লে আমার আশ্রয়দাতা, পালপিতা, রক্ষাকর্ত্তার মঙ্গলসাধন করুন।

উজীর। বেশ, চল। ব্যাপারটা কি নিশ্চিন্ত হয়ে শুনি।

পঞ্চম দৃশ্য

সম্রাটের শিবির।

আলাউদ্দীন।

(প্রথম চরের প্রবেশ)

আলা। কি খবর?

১ম চর। জাঁহাপনা খবর বিষম। আপনি যদি আর দু'দিনের মধ্যে গুজরাট দখল না করেন, তা হ'লে আপনার গুজরাট দখল করা ত অসম্ভব হবেই, এমন কি দিল্লীতে ফিরতেও কষ্ট পেতে হবে।

আলা। মেবার কি বাধা দেবার উদ্যোগ করছে?

১ম চর। শুধু উদ্যোগ নয় জাঁহাপনা, এক বিরাট আয়োজন করেছে। করেছে কেন, অর্দ্ধেক সৈন্য ইতোমধ্যে মেবার পরিত্যাগ করেছে। তারা আপনার দিল্লী ফেরবার পথে বাধা দেবার জন্য আরাবলীর গিরিসঙ্কট অবরোধ করতে চলেছে। আর একদল আজমীরের দিকে ছুটেছে। তারা দিয়ে গুজরাটের সাহায্যার্থ সৈন্য নিয়ে আসছে। মেবারীরা আপনাকে একেবারে বেড়াজালে ঘেরবার চেষ্টা করছে।

আলা। এত সৈন্য চালাবে কে?

১ম চর। মেবারের বড় বিজ্ঞ সর্দ্দার সৈন্য পরিচালনার ভার নিয়েছে। কিন্তু কে কোথায় থাকবে, তা বলতে পারি না।

আলা। চিতোরে রইল কে?

১ম চর। বৃদ্ধ রাজা ভীমসিংহ। আর এক জন সিংহলী বীর নগররক্ষার ভার নিয়েছে, তার নাম গোরা।

আলা। হুঁ! বুঝেছি। তা হ'লে তুমি এখন বিশ্রাম কর গে। তুমি যে চিতোরে প্রবেশ ক'রে এতটা সংবাদ আনতে পারবে, এটা বিশ্বাস করি নি।

১ম চর। আমি সন্ন্যাসী সেজে চিতোরে প্রবেশ করেছিলুম। চরের কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করতে পারব ব'লে, আমি হিন্দুর শাস্ত্র সব অধ্যয়ন করেছি।

আলা। তোমার কার্য্যের যোগ্য পুরস্কার নাই। তথাপি আপাততঃ এই পুরস্কার নাও। দিল্লীতে পৌঁছিলে অন্য পুরস্কার তোমার পাওনা রইল।

[চরের প্রস্থান।

(অমরাওয়ের প্রবেশ)

অমরাও। জাঁহাপনা। বড়ই দুঃখের কথা। আমাদের সৈন্য সপ্তাহ ধ'রে প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রেও শত্রুর কোনও অনিষ্ট করতে পারলে না, এই সাত-দিনের ভেতরে নগর-প্রাচীরের সামান্য মাত্র অংশও ভগ্ন করতে আমরা সমর্থ হই নি।

আলা। তা হ'লে এখন কি করতে চাও?

অমরাও। আমার ইচ্ছা নগর অবরোধ করি।

আলা। অর্থাৎ?

অমরাও। অর্থাৎ যত দিন সম্ভব, নগরমধ্যে খাদ্য-নির্গমের পথ-রোধ ক'রে ব'সে থাকি। এ দিকে কতক ফৌজকে, গুজরাট দেশ লুণ্ঠন করতে নিযুক্ত করি, না খেতে পেলেই নগর হাতে আসবে।

আলা। আর তিন দিন মাত্র সবুর আমি করতে পারি, এর বেশী পারি না। আমি ক্ষুদ্র গুজরাটের জন্য, দিল্লী হারাতে ইচ্ছা করি না। জান কি, চিতোরে রণসজ্জার বিপুল আয়োজন হচ্ছে?

অমরাও। কই, তা ত জানি নি জাঁহাপনা।

আলা। শোন মি, আবার কাছেই শোন। এ কথা শুনে, তুমি কি আর এক দিনও থাকতে সাহস কর?

ওমরাও। তা কেমন ক'রে থাকতে পারি?

আলা। আমরা রাজধানী থেকে বহু দূরে। চিতোরী সৈন্য যদি একবার পথের মাঝে আমাদের গতিরোধ ক'রে বসতে পারে, তা হ'লে দিল্লী থেকে সৈন্য সাহায্য পাবার আর কোন উপায় থাকবে না।

ওমরাও। তা হ'লে কি করব, হুকুম করুন।

আলা। আবার পুনরাদেশ পর্য্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখ।

ওমরাও। যো হুকুম। তা হ'লে কি সৈন্য নিয়ে শিবির সন্নিবেশিত ক'রে ব'সে থাকব?

আলা। সসজ্জ হয়ে ব'সে থাকবে। যেন আদেশ মাত্র মুহূর্ত্তের ভেতর তাদের সমাবেশ করতে পার। আমি আর দুইদিন মাত্র সময় অপেক্ষা করব।

ওমরাও। যো হুকুম।

[প্রস্থান।

আলা। কে আছ? পাঠানপতিকে সেলাম দাও।—ব'লে, সকলে প্রাণপণে যুদ্ধ করছে। আরে মূর্খ! প্রাণপণে যুদ্ধ করলে কি কখন রাজ্য জয় হয়? শশকও ছোটে, কুকুরও তার পেছন পেছন ছোটে। শশক ছোটে তার প্রাণের জন্য, কুকুর ছোটে তার মনিবের মনস্তুষ্টির জন্য। এ দুই ছোটাতে কত প্রভেদ! কুকুর শশকের সঙ্গে ছুটতে পারবে কেন? গুজরাটবাসী স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, ধর্ম্মরক্ষার জন্য, স্ত্রীপুত্রের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রাণপাত করছে। উৎপীড়নে সে প্রাণের প্রসার বৃদ্ধি করে, কখন হ্রাস করতে পারে না। দেশ জয় করতে হ'লে, বিশ্বাসঘাতক হওয়া চাই। ধর্ম্মের নামে, অধর্ম্মের গোপনক্রিয়ায়, দেশবাসীকে আত্মরক্ষার অস্ত্র হ'তে বঞ্চিত করা চাই; দেশের কুলাঙ্গারের সহায়তা চাই। যেখানে আলোক, তার পাশেই অন্ধকার। ঈশ্বরের রচিত দুনিয়াতেই শয়তানের বাস, যেখানে স্বদেশহিতৈষী, তার পাশেই স্বদেশদ্রোহী নীচাশয়। এইবারে আমি গুজরাট জয়ের জন্য, এই সব তীক্ষ্ণ অস্ত্র ব্যবহার করব—সাতদিনে তোমরা যে কার্য্য করতে পার নি, সে কার্য্য আমি এক দিনে নিষ্পন্ন করব। আসুন রাজা! আমি শুনেছি, আপনি বংশগৌরবে রাজপুতদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

(পাঠানপতির প্রবেশ)

পাঠান। তা যা শুনেছেন, তা কতকটা ঠিক। আমি অগ্নিকুল প্রমার বংশ।

আলা। তবে চিতোর আপনাদের মধ্যে প্রধান হ'ল কি ক'রে?

পাঠান। কি ক'রে হ'ল যে, সম্রাট সেই কথা নিয়ে আজও ভাটদের মধ্যে তর্ক চলছে। তবে একটা মীমাংসা তারা ক'রে ফেলেছে। তারা যখন আমার কাছে আসে, তখন বলে আমি শ্রেষ্ঠ। আবার যখন রাণার কাছে যায়, তখন বলে রাণা শ্রেষ্ঠ।

আলা। ভাল, আমি তর্কের মীমাংসা ক'রে দিই?

পাঠান। মীমাংসাটা করা দরকার হয়ে পড়েছে। কেন না, রাণার অহঙ্কারটা আমার আর সহ্য হচ্ছে না।

আলা। আমারও সহ্য হচ্ছে না। বড় বংশ মাথা হেঁট ক'রে থাকে, এ আমার দেখতে বড় কষ্ট হয়।

পাঠান। তা ত হবেই—আপনি হচ্ছেন দিল্লীর বাদশা—তার ওপর বড় বংশের ছেলে—খিলিজী—কত উঁচু—হিন্দুকুশ পর্ব্বতের মাথা থেকে দয়া করে মাটিতে নেমে এসেছেন।

আলা। বিশেষতঃ আপনি আমার বন্ধু।

পাঠান। আমার কত বড় অদৃষ্ট!

আলা। তাল দোস্ত! আমি যদি রাজপুতনার ভেতরে আপনাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেবার চেষ্টা করি।—

পাঠান। আপনি চেষ্টা করলে না হয় কি।

আলা। কিন্তু আপনাকেও একটু সাহায্য করতে হবে।

পাঠান। সাহায্য? আমাকে?

আলা। আমি আপনার সৈন্য-সাহায্য চাই না—কেবল জানতে চাই, কোন সুগম পথ দিয়ে চিতোরে উপস্থিত হ'তে পারি কি না?

পাঠান। এখান থেকে চিতোরে পৌঁছাবার অনেক পথ আছে। সিরোহীর পথ, আরাবলীর পথ, আজমীরের পথ।

আলা। পাঠানরাজ! এ সকল পথ ত তেমন সুগম নয়।

পাঠান। না, ততটা সুগম নয়।

আলা। তা হ'লে—

পাঠান। তাই ত, তা হ'লে!

আলা। শোন বন্ধু! মনের ভাব গোপন ক'রে আমার সঙ্গে কথা কইলে আমি বন্ধুত্বের সুখ পাব না। আমার ইচ্ছা, হিন্দুর সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে হিন্দু মুসলমানে ভাই ভাই হয়ে, দিল্লীর সিংহাসনকে উভয়ের জাতীয় সম্পত্তি ক'রে দিই।

পাঠান। অতি মহৎ উদ্দেশ্য।

আলা। সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আপনার সাহায্য প্রয়োজন, চিতোরের গর্বিত রাণার জন্য আমি, ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করতে পারছি না। আপনি বুদ্ধিমান। রাজপুতনার শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবার এ সুযোগ আপনি ত্যাগ করবেন না। আমি বহু সৈন্য নিয়ে এখানে উপস্থিত। চিতোর জয় মনে মনে সংকল্প। অকস্মাৎ জয় অছিলা মাত্র। অজ্ঞাত পথ দিয়ে, যে পথে চিতোর আপনাকে চিরদিন নিরাপদ মনে ক'রে রেখেছে,—সেই পথ দিয়ে তাকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করব। আপনি কেবল সেই সুগম পথটা ব'লে দিন।

পাঠান। আছে, পথ আছে, সুগম—অতি সুগম! কিন্তু বলতে যে সাহস করছি না সম্রাট!

আলা। বুঝতে পেরেছি, পথ আপনার রাজ্যমধ্য দিয়ে—

পাঠান। রাজ্য কেন—আমার নগরের মধ্য দিয়ে—তাই বা কেন—আমার ঘরের ভেতর দিয়ে—আমার বুকের ওপর দিয়ে।

আলা। আপনি চিতোরের ভয়ে, সে পথ দিতে সাহস করছেন না?

পাঠান। যত দিন চিতোর ভূমিসাৎ না হয়, তত দিন কেমন ক'রে পারি?

আলা। আমি রাত্রে যাব। এমন নীরবে যাব যে, পাঠনবাসীর নিদ্রার ব্যাঘাত হবে না।

পাঠান। না! তা যদি যেতে পারেন, তা হ'লে বুকের ওপর দিয়েই চ'লে যান না।

আলা। তা হ'লে আপনি আসুন; সমরমত আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করব। কিন্তু এ কথা যেন তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগত না হয়।

পাঠান। বাপ্! এও কি একটা কথা! আপনি কি তা হ'লে গুজরাট জয় করবেন না।

আলা। আমি কি বন্ধু, দেশ জয় করতে বেরিয়েছি। আমি হিন্দুস্থানের সমস্ত অধিবাসীকে, হিন্দু মুসলমানকে এক করতে বেরিয়েছি। মানুষকে এক করবার দুই উপায়—প্রেমের উচ্ছ্বাস, আর শক্তির চাপ। প্রেমে গ'লে গেলে শত্রু-মিত্র ভেদ থাকে না, মানুষে মানুষে মিলে যায়। যেখানে প্রেমে কার্য্যসিদ্ধি হয় না, সেখানে শক্তি। প্রেমে গুজরাটকে দিল্লীর সাম্রাজ্যের সঙ্গে এক ক'রে দেব। চিতোরকে এক করব শক্তিতে।

পাঠান। কি মহৎ!—কি মহৎ!—তা প্রেমটা কোন জাতীয়—উদ্দণ্ড না অপোগণ্ড?

আলা। সে কি রকম?

পাঠান। আজ্ঞে সম্রাট্, প্রেমটা দু'রকম আছে। একটাতে মানুষ নাচে, আর একটাতে স্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকে। কিন্তু ফল দুয়েরই এক। এই আপনাদের ভেতরে কেউ কেউ খোদার নাম নিয়ে নাচে, আমাদের ভেতরে কেউ হরি হরি, কেউ বা রাম, রাম ব'লে নৃত্য করে, তার নাম উদ্দণ্ড প্রেম।

আলা। আর একটা?

পাঠান। তাতে একটু আলুলায়িত কেশ, একটু বিগলিত বেশ—একটু মুদ্রিত, একটু মিঠে দাঁত—আর ও সব বুঝতেই পারবেন—একবার সেই প্রেম-প্রতিমাকে দেখা—আর হাঁটুতে মাথা রেখে স্তব্ধ হয়ে বসা।

আলা। বেশ বেশ! এ আমোদ উপভোগ রণক্ষেত্রে করবার বড় সুবিধা হ'ল না বন্ধু—ব'সে করা যাবে!

পাঠান। যথা আজ্ঞা!—যথা আজ্ঞা!

[প্রস্থান।

আলা। দিল্লীর চিড়িয়াখানায় যত দিন না তোমায় পুরতে পারছি, তত দিন আমার আমোদ হচ্ছে না। তোমার মতন তাঁকে রাজা চিড়িয়াখানায় বাস করারই যোগ্য।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। জাঁহাপনা! এক গুজরাটি সদ্দার।

আলা। শিগ্‌গির নিয়ে এস।—আর যতক্ষণ হুকুম না করব, ততক্ষণ আর কাউকেও এখানে আসতে নিষেধ ক'র।

প্রতিহারী। যো হুকুম!

[প্রস্থান।

আলা। চারিদিক থেকে আশা মায়াজাল বিস্তার ক'রে আমাকে আবদ্ধ করতে আসছে। চিতোর আপনার কৌশলজালে আপনি আবদ্ধ হচ্ছে। আমাকে ধরবার জন্ত ফাঁদ পাতছে, আমি এক অজ্ঞাত প্রদেশ দিয়ে, বাজের মতন, অতর্কিত চিতোরের বুকে পড়ব। আর গুজরাট! তোমার রাণী আমার পার্শ্বশোভিনী হবার জন্ত লালায়িত। তোমাকে দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত করা খোদার ইচ্ছা।

(সদ্দারের প্রবেশ)

সদ্দার। জাঁহাপনা, সেলাম!

আলা। আর কৌতুক ক'রো না—কাজের কথা বল।

সর। কাজের কথাই ত বলছি জনাব। আপনি অদ্য রাত্রে পূর্ব ফটক দিয়ে নগরে প্রবেশ করুন। সমস্ত প্রধান সর্দারেরা আপনার সহায়তা করবেন। তাঁদের সাহায্যে আপনিই রাণীর উদ্ধার করুন।

আলা। তোমরা সকলে একমত হ'তে পারলে না?

সর। একমত কি জনাব! সমস্ত হিন্দু সর্দার আপনার পক্ষ। এক বিপক্ষ কাফুর খাঁ। তাঁকে কিছুতে কোন প্রলোভনে আমরা সম্মত করতে পারি-লুম না। রাণী তাঁরই আদেশে দুর্গ-গৃহে বন্দিনী।

আলা। বেশ, অদ্য রাত্রেই আমি গুজরাটে প্রবেশ করব। দেখ, সকলে একমত হ'লে, আমাকে আর শত্রুভাবে প্রবেশ করতে হ'ত না। গুজরাটের রাণী কমলাদেবী দিল্লীশ্বরী হবেন। আমি সেই দিল্লী-শ্বরীর প্রতিনিধিস্বরূপ হয়ে তোমাদের সঙ্গে পান আতরের আদান প্রদান করতে পারতুম।

সর। আমাদেরও ত তাই ইচ্ছা ছিল জনাব। কিন্তু কি করব, অদৃষ্ট।

আলা। বেশ, আজ রাত্রেই আমি গুজরাটে প্রবেশ করব। কাফুর খাঁ কোন্ ফটকে আছে?

সর। তিনি পশ্চিম ফটক রক্ষা করছেন।

আলা। বেশ, তোমরা প্রস্তুত হও গে।

সর। যো হুকুম।

[প্রস্থান।

(প্রধান ওমরাওয়ের প্রবেশ)

আলা। আজ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে পঞ্চাশ হাজার ফৌজ নিয়ে, তুমি পশ্চিম ফটক আক্রমণ কর। প্রবেশ করতে না পার, গুজরাটী সৈন্যকে আবদ্ধ রাখ। আমার অন্য আদেশ ব্যতীত স্থানত্যাগ ক'র না।

ওমরাও। যো হুকুম।

ষষ্ঠ দৃশ্য

গুজরাট দুর্গতোরণ।

সিপাহীদ্বয়। (নেপথ্যে রণবাদ্য ও কোলাহল)

১ম সিপাহী। বিষম শব্দ! যেন সহস্র বজ্রাঘাতে হিমালয় বিচূর্ণ হয়ে গেল। দেখ, দেখ—শীঘ্র দেখ, ব্যাপার কি।

২য় সিপাহী। আর ব্যাপার কি দেখবে ভাই? না—ও বোঝা গেছে। দিল্লীর সৈন্য দুর্গ পূর্ব ফটক ভেদ ক'রে নগরে প্রবেশ করলে। হায়, এত দিন পরে গুজরাটের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হ'ল। রাজার মৃত্যুর পর দুই মাস পূর্ণও বিলম্ব হ'ল না।

১ম সিপাহী। হতাশ হও কেন, তুমি দেখ না।

২য় সিপাহী। এখান থেকে কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

১ম সিপাহী। আরও একটু উপরে, দুর্গপ্রাকারে উঠে দেখ। চারিদিক দেখ। প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

২য় সিপাহী। উঃ, কাতারে কাতারে সৈন্য!

১ম সিপাহী। আমাদের না? নিশান দেখ।

২য় সিপাহী। ধুলায় ধুলায় দিক্ আচ্ছন্ন—দর্পের সঙ্গে উঠতে উঠতে যেন পর্বত-শিখর গ্রাস করতে চলেছে। সূর্যের মুখ পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। এ কি? অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অঙ্কিত ও কার বিজয় নিশান নগরতোরণে প্রোথিত হ'ল? ও ত আমাদের নয়—আমাদের নয়!

১ম সিপাহী। তবে আর কেন ভাই, নেমে এস।

২য় সিপাহী। ভাই, কি শোচনীয় দৃশ্য! অর্দ্ধ-চন্দ্র চিহ্নিত নিশানের আবরণে দিল্লীর উৎসাহপূর্ণ উল্লসিত অগণ্য সৈন্যের বেষ্টনে মাথা হেঁট ক'রে, অস্ত্র-শূন্যহস্তে আমাদের পরাজিত সৈন্য নগরে প্রবেশ করছে। কি শোচনীয় দৃশ্য! সঙ্গে সঙ্গে সুলতান সম্রাট

১ম সিপাহী। আর ও দৃশ্য দেখছ কেন ভাই—নেমে এস! বুঝতে পারা গেল, গুজরাটের ভাগ্য-লক্ষ্মী বাদশাকে বরণ করলেন। আর কোন দিকে কিছু দেখছ?

২য় সিপাহী। ধন্য ধন্য!

১ম সিপাহী। কি কি! বল ভাই, এখনও যদি কোন আশার সংবাদ থাকে, শীঘ্র বল।

২য় সিপাহী। ধন্য কাফুর! ধন্য তোমার বীরত্ব! সার্থক রাজা তোমাকে ক্রয় ক'রে এনেছিলেন। তুমিই পরলোকগত প্রভুর মর্যাদা রাখলে। আমরা আজন্ম গুজরাটে বাস ক'রেও যা করতে পারলুম না, তুমি দু'দিন এসে তাই করলে। হও তুমি মুসলমান, তুমিই জন্মভূমির প্রিয়সন্তান। আমরা মাতৃভূমির কুলাঙ্গার।

১ম সিপাহী। নেমে এস, নেমে এস।

২য় সিপাহী। এ কি! এ কি সর্বনাশ?

১ম সিপাহী। কি?

২য় সিপাহী। রাণী একটি প্রকাণ্ড মই দিয়ে দুর্গ-প্রাচীরের বাহিরে চ'লে গেলেন। কি সর্ব্বনাশ হ'ল!—গুজরাটের স্বাধীনতা গেল—সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম গেল। কি সর্ব্বনাশ হ'ল—কি সর্ব্বনাশ হ'ল?

[প্রস্থান।

দূতের প্রবেশ)

দূত। দোহাই গুজরাটবাসী! আর এক দিনের জন্য নগর রক্ষা কর। নিশ্চয় বলছি, কাল তোমাদের কষ্টের অবসান হবে। এক মহাবীর তোমাদের সহায়তার জন্য সৈন্য নিয়ে আসছেন। দোহাই! একদিন প্রাণপণে জন্মভূমির জন্য যুদ্ধ ক'রে মুক্তির মুহূর্ত্তে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিও না। দোহাই—দোহাই!

[প্রস্থান।

(কাফুরের প্রবেশ)

কাফুর। ফিরে আয় কাপুরুষ, ফিরে আয়! দেশ নষ্ট করতে বেইমানদের সঙ্গে যোগ দিস্ নি। আমরা এখনও বেঁচে আছি। শুধু বেঁচে নয়, যুদ্ধে শত্রুকে হটিয়ে বীরগর্ব্বে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের চতুর্গুণ সৈন্য নিয়ে ভীমবেগে আক্রমণ ক'রেও শত্রু যখন তিন তিনবার এ ফটক থেকে ফিরে গেছে, তখন নিরাশ হয়ে সহর শত্রুর হাতে তুলে দিস্ নি। এর পরে মিথ্যা অপমান, লাঞ্ছনা ও বিজাতীয় পদাঘাত খেয়ে তোদের দিন কাটাতে হবে। ফের—এখনও ফের। কেউ ফিরল না। যা, ম'রে জাহান্নমে যা। তোদের রাণীর, তোদের স্ত্রীপুত্রের ইমান যদি তোরা নিজে রক্ষা না করিস্, তা হ'লে যা, সকলে জাহান্নমে যা।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। আর লোক ডেকে লাভ কি জনাব, আর বাধা দিয়েই বা ফল কি? রাণী বাদশার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন! এক সিঁড়ি সংগ্রহ ক'রে, তাই দিয়ে পাঁচিল পার হ'য়ে, তিনি নিজে সম্রাট শিবিরে উপস্থিত হয়েছেন।

কাফুর। যাক্, তবে আর কি! অভিমানী গুজরাটপতির স্ত্রীর এই পরিণাম হ'ল! হিন্দুর ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সমস্ত হিন্দু রাজাদের সাহায্য চাইলুম, কেউ এল না! চিতোরও এল না! তা হ'লে বাদশার হাত থেকে যদি প্রাণ রক্ষা হয়, যদি কখনও অবকাশ পাই, তা হ'লে প্রতিজ্ঞা করছি, এই স্বার্থান্ধ মনুষ্যত্বহীন হিন্দু রাজাদের একবার শিক্ষা দেব।

পরি। আপনি একবার আসুন, রাণী আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষ করেন।

কাফুর। কোথায়? হেঁটমুণ্ডে শত্রু-শিবিরে? তোমাদের রাণীকে ব'ল, দাসের ধর্ম্মরক্ষা করতে, আমি তাঁর অন্য সমস্ত আদেশ পালন করতে পারি, কেবল প্রভুপত্নীর আদেশে কাছে গিয়ে মাথা হেঁট করতে পারি না।

(কমলাদেবীর প্রবেশ)

কমলা। কাফুর!

কাফুর। কি রাণি?

কমলা। তুমি ধার্ম্মিক-চূড়ামণি। আমি কিন্তু ধর্ম্মত্যাগিনী। তথাপি পরলোকগত রাজার নামে, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করবে?

কাফুর। বিশ্বাসযোগ্য হ'লে করব।

কমলা। আমি প্রতিহিংসার বশবর্ত্তিনী হয়ে ধর্ম্ম ত্যাগ করতে চলেছি, মৃত্যুকালে স্বামী আমাকে আদেশ দিয়ে যান, যদি কখন চিতোররাজ কর্ত্তৃক আমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে পার, তবে জানব তুমি আমার স্ত্রী। যদি এর জন্য তোমাকে ধর্ম্ম ত্যাগ করতে হয়, পত্যন্তর গ্রহণ করতে হয়, তথাপি তুমি আমার স্ত্রী! প্রতিশোধের উপায়ান্তর না দেখে আমি মুসলমান সম্রাটের শরণাপন্ন হয়েছি। ক্ষুদ্র গুজরাটের রাণী হয়ে যখন কিছু করতে পারলুম না, তখন ভারত সম্রাজ্ঞী হবার বাসনা হ'ল। দেখব, আত্মনাশ ক'রেও চিতোরের সর্ব্বনাশ করতে পারি কি না!

কাফুর। সত্য?

কমলা। এর একটি কথাও মিথ্যা নয়, মনের একটি কথাও তোমার কাছে গোপন করি নি। প্রভুভক্ত বীর! আমি তোমার পরলোকগত প্রভুর নাম ক'রে, তোমার কাছে সহায়তা ভিক্ষা করি। সম্রাট আমাকে দিয়ে তোমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছেন।

(আলাউদ্দীনের প্রবেশ)

আলা। সম্রাট নিজেই নিমন্ত্রণ করতে এসেছে। বীরশ্রেষ্ঠ! এই যুদ্ধে তুমি আমার সর্ব্বপ্রধান শত্রু হ'লেও, আমি তোমার মিত্রতা বাঞ্ছা করি। তুমি এসে দিল্লীর সম্রাটের সেনাপতির পদ গ্রহণ কর।

কাফুর। সম্রাট! যদি প্রতিজ্ঞা করেন, আমি যখন হিন্দুস্থানের যে রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করতে

ইচ্ছা করেন, আপনি স্বয়ং এসে তার অনুমোদন করবেন, তবে আমি আপনার গোলামী গ্রহণ করতে পারি।

আলা। কাফুর। প্রতিজ্ঞা করছি, তুমি যদি আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে চাও, আমি তৎক্ষণাৎ তোমাকে গলা বাড়িয়ে দেব।

কাফুর। (আলার পায়ে অস্ত্র রাখিয়া) জাঁহা-পনা! গোলামের সেলাম গ্রহণ করুন।

চতুর্থ অঙ্ক

—•—

প্রথম দৃশ্য

গিরিসঙ্কট।

উজীর।

উজীর। এ কি চিতোরীর চরিত্র? এ কি চিতোরীর প্রতিজ্ঞা? এ কি আতিথেয়তা? একটা অপরিচিতা মুসলমান মহিলার আবেদনে, এরা কি না সমস্ত চিতোরী অম্লান বদনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে চলেছে। রাণা কি না একটা তুচ্ছ ভিখারিণীর মর্য্যাদা রাখতে, বংশের প্রদীপ, চিতোরের ভাবী রাণা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নির্ব্বাসিত করে দিয়েছে! তার অপরাধ—সে কি না যথাসময়ে অপরাপর সরদারদের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হ'তে পারে নি! অথচ মৃত্যুকে সম্মুখে ক'রে সে সাহসী যুবক, অভিমানের পূর্ব্বক্ষণে পিতার কাছে উপস্থিত হচ্ছিল! এ কি উন্নত ধর্ম্মজীবন! এই হিন্দুজাতিকে আমরা চিনতে পারলুম না! সামান্য আত্মীয়তায়, অতি সহজে যাদের আমরা আপনার করতে পারতুম, ক্ষুদ্র স্বার্থে, নীচ অভিমানে, চক্ষে ইচ্ছাপূর্ব্বক একটা মোহের আবরণ দিয়ে আমরা কি না তাদের দেখেও দেখলুম না, এক ঘরে বাস করতে এসেও তাদের কি না দূরে দূরে রেখে দিলুম! অথচ যে শক্তি-সাধনের উদ্দেশ্যে তাদের দুর্ব্বল করতে চলেছি, তাদের আত্মীয়তায় আবদ্ধ করতে পারলে, সেই শক্তি শতগুণে বর্দ্ধিত হ'ত। হিন্দুস্থান আত্মকলহে বীরশূন্য হ'ত না! হীনবীর্য্য না হয়ে জগতে বীরত্বের কেন্দ্রভূমি হ'তে পারত!

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। পিতা!—

উজীর। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে, এক প্রাণহীনকে বরণ করলি! অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে একটা দেশকে নষ্ট করতে চললি! এমন সোনার দেশ, এমন সোনার মানুষ, দেবকুমারের মত এক একটা বালক, যেখানে হাসিভরা মুখ দিয়ে স্বর্গের আলোকে প্রতিফলিত স্বর্গীয় প্রাণপূর্ণ চিত্রের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেখানে নাশ ক'রে কি অন্ধকারের আবাহন করলি না!

নসী। অরুণসিংহকে দেখেছ?

উজীর। তাকেও দেখেছি, তার তেজোময়ী বধূকেও দেখছি, বীরত্ব গর্ব্বভরা তার বাপের সংসার দেখেছি—আতিথ্য হয়ে আদর পেয়েছি—আর কেঁদেছি।

নসী। শুধু কাঁদলে ত হবে না, আমাকে ত রক্ষে করতে হচ্ছে। রাণার দলের সে অমূল্য রত্ন ত আমার ঘরে আনতে হচ্ছে। নইলে চিতোরে আমি যে লোক সবকে দেখতে পারছি না!

উজীর। রাণা না ফিরলে ত কিছু করতে পারছি না। কিন্তু রাণা যে কবে ফিরবে তার কিছুমাত্র স্থিরতা নেই। তাঁর ফেরবার পূর্ব্বে চিতোরের বিপদ না হয়, তবেই রক্ষা। চিতোরের সৌভাগ্য সম্বন্ধে আমি বড়ই সন্দিগ্ধ হয়েছি।

নসী। আপনার সন্দেহের কারণ?

উজীর। তুমি ত আলাউদ্দীনকে চিনেছ?

নসী। না পিতা! এখনও চিনতে পারি নি। তাকে যখন আত্মসমর্পণ করি, তখন বুঝেছিলুম, সে দেবতা। তৎকর্ত্তৃক অপমানিত হয়ে যখন আমি দিল্লী পরিত্যাগ করি, তখন বুঝেছিলুম সে শয়তান। যখন এই নগর সন্নিহিত পার্ব্বত্যপথে, এক আততায়ী বালককে সে কোলে ক'রে আমার হাতে সমর্পণ করে, তখন বুঝেছিলুম, সে মানুষ। তার পর যখন মৃত্যু-মুখে পতিত, অন্যদের হাতে সমর্পিত আপনাকে অকস্মাৎ জীবিত দেখলুম—তখনই আমার সমস্ত গোলমাল হয়ে গেছে। সে যে কি, এখন আমি বুঝতে পারছি না।

উজীর। সে রাজা। সে দুনিয়ায় রাজত্ব করতে এসেছে। রাজ্যবিস্তারই তার অভিলাষ। সে যখন মানুষ, তখন তাতে দয়া, মায়া, মমতা সমস্তই আছে। সে যখন রাজা, তখন দয়া, মায়া, মমতা তার ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করলে সে দেবতা হ'তে পারে,

আবার ইচ্ছা করলে সে শয়তান হ'তে পারে। সে যে তোমাকে প্রীতি করে না, এটা আমার মনে হয় না। কিন্তু রাজ্যবৃদ্ধির জন্য যদি প্রীতির বিসর্জ্জন দিতে হয়, পিতৃব্যকে হত্যা করতে হয়, আমাকে নির্ব্বাসিত করতে হয়, তা সে অনায়াসে করতে পারে। যদি গুজরাটের রাণীকে বিবাহ করলে রাজ্যবৃদ্ধি হয়, তা হ'লে সে বিবাহের জন্য প্রস্তুত—যদি চিতোর ধ্বংসে রাজ্যবৃদ্ধি হয়, ত আলাউদ্দীন চিতোরের সর্ব্বনাশে ইতস্ততঃ করবে না।

নসী। তা হ'লে ত সর্ব্বনাশের কথা কইলেন পিতা!

উজীর। যদি সে আত্মহারা না হয়, তা হ'লে অতি অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত হিন্দুস্থান তার পদানত হবে। তুমি বোধ হয়, তার পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলে?

নসী। হয়েছিলুম। সম্রাট আরবী, পারসী, সংস্কৃত তিন ভাষাতেই সুপণ্ডিত।

উজীর। কিন্তু দুই বৎসর পূর্ব্বে কোনও ভাষাতে তার অক্ষর পরিচয় পর্য্যন্ত ছিল না।

নসী। বলেন কি?

উজীর। এখন বোঝ সে কত বড় শক্তিমান্। আত্মহারা হয়ে সে যদি শক্তির অপলাপ না করে, তা হ'লে হিন্দুস্থানে এমন কেউ নেই যে, তার সাম্রাজ্য-বিস্তারে বাধা দেয়।

নসী। রাণা লক্ষ্মণসিং?

উজীর। রাণা ধর্ম্মবীর। কিন্তু তাঁর কাজ দেখে তাঁকে কর্ম্মবীর ব'লে ত বোধ হয় না। উদ্দেশ্যের গুরুত্ব নিয়ে কর্ম্মের গুরুত্ব — এক জন বিধর্ম্মিণীর অভিমান বজায় রাখতে তিনি যে চিতোর নগরকে বিপন্ন করতে চলেছেন, এতে ধর্ম্মের রাজ্যে তাঁর কাজ গৌরবান্বিত হ'তে পারে, কিন্তু কর্ম্মের রাজ্যে তা নিন্দার্হ। এই সময় যদি কোন প্রবল বহিঃশত্রু চিতোর আক্রমণ করে, তা হ'লে চিতোর রক্ষা করবে কে? যদি আলাউদ্দীনই রাণার চক্ষে ধূলি দিয়ে চিতোরে এসে উপস্থিত হয়?

নসী। তাই ত পিতা, তা হ'লে কি হবে?

উজীর। কি হবে, তা এক সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকার্য্যের নিয়ন্তা ভিন্ন আর কে বলতে পারে? তবে আমি আছি কেন তা জান?

নসী। অভাগিনী কন্যার মানরক্ষার জন্য।

উজীর। কতকটা সে কারণে বটে; কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। তুমি জান, চিরদিনই আমি দাম্ভিক। দরিদ্র ভিখারীবেশে যখন আমি হিন্দুস্থানে প্রবেশ করি, তখনও পর্য্যন্ত একমাত্র দম্ভ আমার সম্বল ছিল। গর্ব্বিত সৈয়দ বংশে আমার জন্ম। আমি অর্থ প্রলোভনে, ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে, এমন কি রাজ্য প্রলোভনেও গর্ব্ব বিসর্জ্জন দিই নি! তোমাকে সুন্দরী দেখে, কত আমীর-ওমরাও এই গর্ব্বিত ভিখারীর শরণাপন্ন হয়েছিল। স্বয়ং আলাউদ্দীন পর্য্যন্ত তোমাকে আমার কাছে ভিক্ষা চেয়েছিল। সে ভিক্ষা দিলে, আজ আলাউদ্দীনকে দিল্লীর সিংহাসন পেতে হ'ত না—আমিই হিন্দুস্থানের সম্রাট হ'তুম। বংশ-সম্মানের জন্য আমি হিন্দুস্থান পুরস্কার পরিত্যাগ করেছি। কিন্তু নসীবন, সে অহঙ্কার আমার চূর্ণ হয়ে গেছে। ভিখারী হয়ে আমি যা রক্ষা করতে পেরেছিলুম, উজীর হয়ে তা পারি নি। ভিখারী কন্যা নসীবন গর্ব্বরক্ষা করেছিল, উজীর কন্যা নসীবন সে গর্ব্ব আলাউদ্দীনের হাতে উপঢৌকন দিয়েছে। তখনি বুঝেছিলুম, নিজের মান নিজে ভিন্ন অন্যে রক্ষা করতে পারে না।

নসী। তবে কেন পিতা এ ভাগ্যহীনার জন্য কষ্ট পান?

উজীর। এই যে বললুম মা, সম্পূর্ণ তোমার জন্য নয়। শুধু তোমার জন্য হ'লে অনেক পূর্ব্বেই এ স্থান ত্যাগ করতুম। অবশ্য ক্রোধে নয়। ফকীর আমি, উজীরের ক্রোধ সেই আলাউদ্দীনের শিবিরেই রেখে এসেছি। বিশেষতঃ আমার যেন মনে হয়, তুমিই আমার ফকীরীর সহায়তা করেছ, তুমিই আমাকে সুখী করেছ।

নসী। তা হ'লে কিসের জন্য আছেন পিতা?

উজীর। আছি কতকটা তোমার জন্য, আছি কতকটা ধর্ম্মপ্রাণ চিতোরীর জন্য, আর বেশীর ভাগ আছি, আমার সেই অহঙ্কারের জন্য। ফকীরী নিয়েছি, কিন্তু উজীরী বুদ্ধিটি পথে ফেলে দিয়ে আসতে পারি নি। আমি আলাউদ্দীনের গতিবিধির ভাব দেখে বুঝেছি, সে রাণার চক্ষে ধূলি দিয়ে চিতোর আক্রমণ করবে। আমি এখন আমার সেই বুদ্ধির পরীক্ষা করতে ব'সে আছি। যত দিন না রাণা নিরাপদে চিতোরে ফিরে আসছে, তত দিন চিতোর ত্যাগ করতে পারছি না। যদি ইতোমধ্যে আলাউদ্দীন চিতোরে এসে উপস্থিত হয়, তা হ'লে যথাসাধ্য তার উদ্দেশ্য পণ্ড করতে চেষ্টা করব। সে এসে দেখবে, যে এখানে শুধু সরল বিশ্বাসী চিতোরী নেই, তা হ'তেও কূটবুদ্ধি আর এক জন লোক ঈশ্বরপ্রেরিত হয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছে।

নসী। তাই কি আপনি চিতোরের বাইরে এই পাহাড়ে অবস্থান করছেন?

উজীর। আমি চিতোরের প্রহরিকার্য্যে নিযুক্ত আছি।

উজীর। সে চিতোরের রক্ষক—তোমার ভাই—আমার পরমাত্মীয়, আমি কি তার কাছে মনের কথা গোপন করতে পারি? ও কি নসীবন? ওই পাহাড়ের আড়াল থেকে—নিঃশব্দে পিঁপড়ের সারের মতন—ও কি ধীরে ধীরে চিতোর-অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে?

নসী। তাই ত পিতা! ও যে সৈন্য—

উজীর। সৈন্য! ঠিক দেখতে পাচ্ছ?

নসী। ঠিক দেখতে পাচ্ছি।

উজীর। নসীবন! শীগ্‌গির যাও—তোমার ভাইকে খবর দাও।

নসী। আপনার বিশ্বাস, ও কি শত্রু-সৈন্য?

উজীর। নিশ্চয় শত্রু—প্রবল শত্রু—শীগ্‌গির যাও, তোমার ভাইকে খবর দাও।

(গোরার প্রবেশ)

গোরা। খবর আর দিতে হবে না—আমি নিজেই উজীর সাহেবের কাছে খবর দিতে এসেছি।

(হরসিংহের প্রবেশ)

হর। হুজুর—হুজুর!

গোরা। থাম্—থাম্।

হর। এসে পড়ল—এসে পড়ল!

গোরা। আসুক, থাম্।

হর। সর্ব্বনাশ করলে—কেল্লার গায়ে এসে পড়ল!

গোরা। তোর কি—আমি তাদের কেল্লার ভেতর পর্য্যন্ত আনব। তোর কি?

উজীর। চেঁচিও না ভাই—চেঁচিও না—জেগে আছ—শত্রুকে ঢুকতে দিও না। প্রস্তুত আছ?

গোরা। আছি।

উজীর। রাজা?

গোরা। আছেন।

উজীর। আমার উপদেশমত সৈন্য রক্ষা করেছ?

গোরা। এক চুল এ-দিক ও-দিক করি নি। শত্রু-সৈন্য অন্ধকারে আমাদের বাহিরের সৈন্যের একরকম গা দিয়েই চ'লে এসেছে। তবু তারা কিছু বলে নি।

হর। ও হুজুর! পাঁচীলে মই লাগাচ্ছে।

গোরা। চোপ্—আওয়াজ না বেটা! গাছে তুলছি, বুঝতে পারছিস্ না। এর পর মই কেড়ে নেব!

উজীর। নসীবন! অস্ত্র ধরা ভুলে গেছ?

নসী। না পিতা, ভুলি নি।

উজীর। তা হ'লে কৃতজ্ঞতা দেখাবার এই সময়—চ'লে এস।

গোরা। উজীর সাহেব কি অস্ত্র ধরবেন না?

উজীর। ফকীরী নিয়েছি, আর অস্ত্র কেন বাপ? মন্ত্রণায় যদি তোমাদের রক্ষা করতে পারি, তা হ'লেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। যাও, চল—ঠিক হয়েছে, কোনও ভয় নেই।

[প্রস্থান।

হর। ও গাছে তুলছে—গাছে তুলছে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পার্ব্বত্য পথ।

(সৈন্যগণের কোলাহল করিতে করিতে প্রবেশ)

(নেপথ্যে—রণকোলাহল) পাঠানপতি।

১ম সৈন্য। পালাও, পালাও—যমের মুখে আর এগিও না। আমাদের অর্দ্ধেক সঙ্গী শেষ। আর এগুলে কেউ বাঁচবে না। পালাও—পালাও।

পাঠান। না—সব মাটী হ'ল। বিশ্বাসঘাতক স্বজাতিদ্রোহী হয়ে নিজের রাজ্য দিয়ে সম্রাটকে আনলুম—অন্ধকারে অন্ধকারে চিতোর আক্রমণ করলুম—কিন্তু কিছু করতে পারলুম না। কাল প্রাতঃকালে আমার বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পাবে। আমার রাজ্য ভিন্ন গুজরাট থেকে এদিক দিয়ে চিতোর আসবার অন্য পথ নেই। প্রভাতে চিতোরীরা যখন বুঝবে, আমি আমার ঘরের ভেতর দিয়ে শত্রুকে এনে চিতোরের পথ দেখিয়েছি, তখন কি তারা আমাকে রাখবে? সর্ব্বনাশ করলুম! ক্রোধোন্মত্ত চিতোর কালই আমাকে পাঠান থেকে দূর ক'রে দেবে! কি, ধ'রে বন্দী ক'রে চিতোরে এনে শূলে চড়িয়ে দেবে! বাদশা সম্পূর্ণ হেরে গেছে—তার সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। কে কোথায় গেছে, কে কোথায় আছে কি না আছে, ঠিক নেই। সর্ব্বনাশ হ'ল! সর্ব্বনাশ হ'ল! আবার এ দিকে আসে যে! তা হ'লে ত গেলুম—(নেপথ্যে কোলাহল) ধরা পড়লুম।

(গোরা ও হরসিংহের প্রবেশ)

গোরা। কে তুমি? খাড়া রও।

হর। পালালে মৃত্যু, খাড়া রও।

গোরা। কে তুমি?

পাঠান। আমি হিন্দু।

গোরা। হিন্দু!

পাঠান। হিন্দু ক্ষত্রিয়।

হর। শুধু হিন্দু! হিন্দুকুলকলঙ্ক। যেহেতু, তুমি মুসলমানের পক্ষ হয়ে ক্ষত্রিয় প্রতিবেশীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছ।

পাঠান। বাধ্য হয়ে এসেছি—

গোরা। বেশ করেছ! হর! আর বিলম্ব কেন?

পাঠান। দোহাই! আমাকে মেরো না।

গোরা। সে কি ভাই ক্ষত্রিয়পুঙ্গব—আমরা কি জল্লাদ? আর তাই যদি তোমার বোধ হয়, তা হ'লে তোমাকে কি স্বর্গে পাঠিয়ে দিতে পারি? তুমি শত কাল পার, বেঁচে থাক। তোমার জন্য যে নরক তৈরী হবে, তার কারিকর এখনও দেবলোকে সৃষ্টি হয় নি। হ'ল বাবা—বিশ্বকর্মার বেটা বেয়াল্লিশ-কর্মা অপুত্রক আছে। সে আগে পুষ্যিপুত্তুর নিক্, সেই পুত্তুর নরক গড়ুক—তার পর তুমি ম'র। দে হর—ক্ষত্রিয়পুঙ্গবের গোঁফে, এর যে সকল জ্ঞাতিভাই যুদ্ধক্ষেত্রে মরেছে, তাদের রক্ত মাখিয়ে দে। যাও ভাই! এই গোলাপী আতরের গন্ধ নাকে নিয়ে তুমি ক্ষত্রিয়জন্ম সার্থক কর। যাও।

[পাঠানপতির প্রস্থান।

গোরা। ধরা পড়বে না কি রে বেটা! ধরা ত পড়েছে!

হর। কোথায় হুজুর—কখন হুজুর?

গোরা। যেথায় হুজুর—যখন হুজুর। যা তুই এই পথ ধ'রে যা। গিয়ে ওই পাহাড় আগলে দলবল নিয়ে ব'সে থাক্। আমি ঠিক জানি, এখনও বাদশা পালাতে পারে নি। যদি পালায়, তা হ'লে বুঝব, তোর দোষে। আমি চললুম, নিশ্চিন্ত হয়ে চললুম।

হর। একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে চললেন হুজুর!

গোরা। একেবারে! দেখিস বেটা, যেন চোখে ধুলো দিয়ে পালায় না।

[প্রস্থান।

হর। হুজুর কি তামাসা ক'রে গেল? সবাই পালাল, আর বাদশা প'ড়ে রইল! যাক্—হুজুর তামিল করি। লোক-লস্কর নিয়ে পাহাড়ে চড়ি।

[প্রস্থান।

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। তাই ত, এ কি হ'ল? সম্রাটকে দেখতে পাচ্ছি না যে! তবে কি সাধারণ সৈনিকের সঙ্গে অন্ধকারে দিল্লীর সম্রাট রণশয্যায় শয়ন করলেন? তা হ'লে তাঁর কি শোচনীয় পরিণাম হ'ল!

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। নসীবন! আর কেন, স'রে এস।

নসী। কৈ পিতা! সমস্ত রণক্ষেত্র সন্ধান করলুম, কিন্তু কোথাও ত সম্রাটকে দেখতে পেলুম না।

উজীর। দেখবার প্রয়োজন?

নসী। দিল্লীর সম্রাট হীনব্যক্তির ন্যায় রাজো-ধারার নিস্তব্ধ মরুবক্ষে বান্ধবশূন্য অবস্থায় প'ড়ে থাকবে?

উজীর। দুরাকাঙ্ক্ষের পরিণাম চিরদিনই এই রকম হয়ে থাকে। তাতে দুঃখ করবার কিছু নেই।

নসী। যদি প্রাণ থাকে, বাঁচবার আশা সত্ত্বেও শুশ্রূষার অভাবে সম্রাট অমন অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দেবে?

উজীর। তুমি করতে চাও কি?

নসী। আমি তাকে খুঁজব।

উজীর। বেশ, খোঁজ। আমি চললুম। আমার কার্য্য শেষ হয়েছে। আর আমি এ দেশে অপেক্ষা করতে পারব না।

নসী। দোহাই পিতা! ক্ষণেকের জন্য অপেক্ষা করুন।

উজীর। আর আমাকে মায়ায় জড়িও না নসীবন! আমি ফকীর।

নসী। দোহাই, আজকের মত কন্যাকে দয়া করুন। কাল আর আপনাকে কোনও অনুরোধ করব না, আর আপনার গন্তব্য পথে বাধা দেব না।

উজীর। দোহাই মা! আর আমাকে আবদ্ধ ক'র না।

নসী। দোহাই পিতা! একবার—আজ আমার শেষ অনুরোধ।

উজীর। বেশ, খুঁজে দেখ।

[উভয়ের প্রস্থান।

(আলাউদ্দীনের প্রবেশ)

আলা। অর্দ্ধেক সৈন্য মৃত—অবশিষ্ট ছত্রভঙ্গ। কেবল দূর প্রান্তরের মরণোন্মুখ সৈনিকের দুটো একটা আর্ত্তনাদ ভিন্ন আর কোনও শব্দ নেই। শৈলমালা নিস্তব্ধ—নিস্তব্ধ আকাশের কোলে মাথা তুলে সে নিস্তব্ধ তারকার সঙ্গে যেন ইঙ্গিতে কি পরামর্শ করছে। ইঙ্গিতে আমার পরাজয়-বার্ত্তা জ্ঞাপন করছে। এরূপ পরাজয় আমার ভাগ্যে আর কখন ঘটে নি! এ ভাবে শত্রু-কর্ত্তৃক আর কখন প্রতারিত হই নি। নিদ্রিতের ভাণ দেখিয়ে জাগ্রত চিতোর আমাকে প্রলুব্ধ ক'রে জালে বেঁধেছিল।

(মোজাফরের প্রবেশ)

মোজা। জাঁহাপনা! বেগমসাহেব হাতায় সেলাম জানিয়ে ব'লে দিলেন, আপনি ফিরে আসুন।

আলা। বেগমসাহেবকে আমার সেলাম জানিয়ে বল, ফিরব কেন?

মোজা। তিনি বলেন, ক্ষুদ্র চিতোর বশে আনবার,—কিংবা জাঁহাপনার ইচ্ছা হ'লে—ধ্বংস করবার ঢের সময় আছে।

আলা। এখন?

মোজা। এখন যুদ্ধজয়ী উন্মত্ত চিতোরীর দেশে থাকবেন না।

আলা। পালাব?

মোজা। আজ্ঞে, পালাবেন কেন, পালাবেন কেন? জাঁহাপনা দুনিয়ার মালিক। আপনি কার ভয়ে পালাবেন?

আলা। তবে?

মোজা। চিতোরের দিকে পেছন ফিরে, লম্বা লম্বা পা ফেলে দিল্লীর দিকে চ'লে আসবেন।

আলা। তুমি এ রকম যুদ্ধে হারলে কি করতে?

মোজা। আমার কথা ছেড়ে দিন।

আলা। তবু শুনি—

মোজা। আমি এ রকম যুদ্ধ করতুমই না, তার আবার হার-জিত কি! যুদ্ধের প্রারম্ভেই আমি বিশ ক্রোশ তফাতে প্রস্থান করতুম। বীরত্ব দেখাবার দরকার হ'লে, সেখানে কোন গাছের তলায় ব'সে একটি গড়গড়ায় টান দিতে দিতে অম্বুরী তামাকের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বীরত্ব দেখাতুম। এ কি বীরত্ব—না মনুষ্যত্ব? অন্ধকারে লড়াই—কেউ কাউকে দেখলে না—চিনলে না। শব্দভেদী বাণ ছেড়ে বাণ করলে, আর ম'ল।

আলা। তুমি তা হ'লে পালাতে?

মোজা। আমার কথা ছেড়ে দিন, আমি পালাতুমও বলতে পারি না—থাকতুমও বলতে পারি না। আমি বীরের মতন কিছু একটা করতুম। আমার কথা ছেড়ে দিন।

আলা। অন্যের কথা?

মোজা। তারা যুদ্ধের আগেই পালাতো।

আলা। মোজাফর! তা হ'লে তুমি বেগম সাহেবকে বল—আমি অশ্ব যোদ্ধার ন্যায় সমরে পরাভূত হয়ে পালাতে পারলুম না। আমি শত্রুর অভিমুখে একা চল্লুম—হয় ত চিতোরে প্রবেশ করব।

[মোজাফরের প্রস্থান।

যার বুদ্ধিতে আমার এই কৌশলের আক্রমণ ব্যর্থ হ'ল—তাকে আমি একবার দেখতে চাই। তাতে বন্দী হই—প্রাণ যায়, সে-ও স্বীকার।

(পাঠানপতির পুনঃ প্রবেশ)

পাঠান। ও বাবা! এ পথেও শত্রু যে! মানও গেল, প্রাণও গেল! কে ও সম্রাট? জাঁহাপনা! বড় বিপদ! এ পথেও শত্রু ঘাঁটি আগলে ব'সে আছে।

আলা। পাঠানরাজ!

পাঠান। কি সম্রাট?

আলা। তুমি না বলেছিলে, চিতোরীরা সরল বিশ্বাসী, উদার আতিথেয় বীর, অথচ শস্ত্রযোদ্ধা—যুদ্ধ করতে হয়, তাই যুদ্ধ করে, অস্ত্র কলকৌশল জানে না!

পাঠান। আজ্ঞে, ঠিকই ত বলেছি জনাব!

আলা। ঠিক বলেছ?

পাঠান। আজ্ঞে, তা যদি না বলব, তা হ'লে কি আমার অন্তঃপুরের মধ্য দিয়ে আপনাকে চিতোরের পথ দেখিয়ে দিই?

আলা। উত্তরে সন্তুষ্ট হলুম।

পাঠান। এ বিপৎসঙ্কুল স্থানে আর দাঁড়াবেন না।

আলা। আমার অবশিষ্ট সৈন্যের সংবাদ জান?

পাঠান। কে কোথায়, কিছুই ত বুঝতে পারছি না জনাব।

(কোলাহল করিতে করিতে হরসিং ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

জনাব! জনাব! ও ধারে। জনাব! এ ধারে জনাব! জনাব!

আলা। ভয় নেই, দাঁড়িয়ে থাক্!

চর। সম্রাট! অস্ত্র পরিত্যাগ করুন।

আলা। শক্তি থাকে, পরিত্যাগ করাও।

সকলে। হর-হর-হর-হর! (আক্রমণ)

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও।

চর। ক্ষান্ত হও—মায়ের আদেশ।

নসী। চরসিং, বাদশাকে পরিত্যাগ কর।

চর। তোমার আদেশ?

নসী। আমারই আদেশ।

চর। তাই সব, চ'লে এস।

নসী। সম্রাট! স্থান ত্যাগ করুন। আর আপনার গায়ে কেউ হস্তক্ষেপ করবে না।

আলা। কে—নসীবন?

নসী। হাঁ সম্রাট—আমি।

আলা। চিতোরীর উপর তোমার এত অধিকার?

নসী। আমার ভাই এ যুদ্ধের সেনাপতি।

আলা। আমার দুর্ভাগ্য, তোমার ভাইকে কখনও দেখি নি।

নসী। আপনি কাকেই বা দেখলেন জাঁহাপনা?

আলা। এখন যদি দেখতে চাই,—

নসী। কেন?

আলা। তাকে আমার সেনায় নিয়ে আসি। অতি বড় বুদ্ধিমান্ না হ'লে, আমার আক্রমের আক্রমণ কেউ লক্ষ করতে পারত না।

নসী। তা হ'লে বলি, আমার পিতাই এ যুদ্ধের মন্ত্রণাদাতা। তিনি আপনার চিতোর আক্রমণ পূর্ব্বে থেকেই অনুমান ক'রে, সেনাপতিকে শিক্ষিত ক'রে রেখেছিলেন।

আলা। নসীবন! শুনে আমার সকল আক্ষেপ দূর হ'ল। আমি এ বিষম পরাজয়েও গৌরবান্বিত। এখন বুঝলুম, দুর্দ্ধর্ষ চিতোরীর কাছে আমি পরাজিত হই নি। পাঠানপতি! তোমার প্রতি আর আমার অবিশ্বাস নেই। এখন বুঝলুম, তুমি আমার হিতৈষী বন্ধু।

পাঠান। হিতৈষী বন্ধুই যদি না হ'ব, অবিশ্বাসের কাজই যদি করব, তা হ'লে আপনাকে অন্তর দেখাব কেন?

আলা। তা ঠিক বলেছ—তোমার অন্তরের একটি গবাক্ষে কি দুটি উজ্জ্বল চক্ষু!

পাঠান। আর জনাব, ওই দুটি চক্ষুই আমা[র] সর্ব্বস্ব! ওই দুটি চক্ষুর প্রাথর্য্যেই আমি মৃতবৎ।

নসী। (স্বগত) নবাবের মনের ভাব বিপদে[ও] দেখি কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নি।

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। জনাব!

আলা। কি বেগম-সাহেব?

কমলা। অধীনীর প্রতি কৃপা ক'রে ফি[রে] আসুন। একে অন্ধকার, তায় শত্রুপুরী, এখা[নে] আর থাকবেন না। অধীনীকে আর অনাথিনী কর[বেন] না।

পাঠান। হাঁ জনাব! অনাথিনী হবার যে কি কষ্ট, তা উনি একবার টের পেয়েছেন। আর ওঁকে সে দারুণ কষ্ট ভোগ করতে দেবেন না।

আলা। রণক্ষেত্র বেগমসাহেব, এ অধীনী অনাথিনীর স্থান নয়—এখানে বীর বীরাঙ্গনা বিচর[ণ] করে। পাঠানপতি! তোমার আত্মীয়াকে শিবিরে নিয়ে যাও।

পাঠান। তাই ত। জাঁহাপনা যা বললেন—ত[া] অদ্ভুত সত্য! জলন্ত সত্য! কত বড় সত্য! না[ও] শিবিরে চল। ইনি ততক্ষণ ওঁর সঙ্গে দুটো বী[র]-যোগ্য কথা ক'ন।

কমলা। তাই ত। এ কে? এ কে? কি হ'[ল] —ধর্ম্মও গেল—স্থানও গেল!

[পাঠানপতি ও কমলার প্রস্থান

নসী। এই বুঝি গুজরাটের রাণী কমলা দেবী!

আলা। হাঁ নসীবন! ইনিই এখন আমার হৃদয়েশ্বরী।

নসী। কিন্তু এখনও পাপিনীর হৃদয়ে তার পূর্ব্ব-স্বামীর হৃদয়-স্পর্শের অনুভব আছে।

আলা। তা হ'ক—কিন্তু ও ফুলটি বাদশার বাগানেই শোভা পায়।

নসী। ও কীটই ফুলের মুখে আগুন দিলে—বাগানের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

আলা। সেটি ক্রোধে বলছ—কিন্তু অমন ফুলটি হিন্দুস্থানে আর দু'টি নাই।

নসী। না বেইমান! আমি যে ভুবনমোহিনীর আশ্রয়ে আছি, তার এক একটা বাক্যের কথে আঙুলের রূপে—অমন লাখ লাখ ফুল প্রস্ফুটিত হয়।

আলা। কে তিনি?

নসী। রাজা ভীমসিংহের মহিষী পদ্মিনী।

আলা। তাকে দেখা যায় না ?

নসী। সূর্য্য তাঁকে দেখতে পায় না। তুমি কে ?

আলা। বেশ, আমি তাকে দেখবার চেষ্টা করব চেষ্টা করব কেন, দেখব।

নসী। তুমি! সে জীবিতের চক্ষু দিয়ে নয়।

(কাফুরের প্রবেশ)

কাফুর। জাঁহাপনা! পলায়িত সৈন্যদের ফিরিয়ে একত্র করেছি। আর একবার আক্রমণ করি, আদেশ করুন।

আলা। না সেনাপতি! রাত্রি শেষ হ'তে চলেছে, আজ আর নয়। অপর আদেশ পর্য্যন্ত তাঁবুতে বিশ্রাম কর।

[কাফুরের প্রস্থান।

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। নসীবন! পর্ব্বতশিখর থেকে দেখলুম, পূর্ব্বদিকে উষার আভাস। আর কেন, আমাকে বিদায় দাও।

আলা। কাফুর!

(কাফুরের পুনঃ প্রবেশ)

কাফুর। জনাব!

আলা। যদি চিতোর-জয়ে অভিলাষ থাকে—তা হ'লে জয়পথের প্রধান কণ্টককে এখনি পথ থেকে দূর কর। এক ভুলে সর্ব্বনাশ করেছি—শীঘ্র বৃদ্ধকে বধ। (কাফুর কর্ত্তৃক উজীরকে ধারণ) নিয়ে যাও। সেনাপতির যোগ্যসম্মানে ওকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দাও।

নসী। তোমার জীবন রক্ষার কি এই পুরস্কার ?

আলা। (হাস্য) জীবন কি আমার দেহে নসীবন!—জীবন আমার রাজ্যে।

উজীর। আক্ষেপ ক'র না মা—তুমি ত সব বুঝেছ—আমার জীবনে আর সুখও নেই, দুঃখও নেই। বহুদিন পূর্ব্বেই ত আমার জীবন যাওয়া উচিত ছিল। বুঝি ধার্ম্মিক চিতোরীর মান রাখতে ঈশ্বর আমাকে এত কাল বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, জীবনের সে কার্য্য শেষ, আমি চলি—আক্ষেপ ক'র না। চল ভাই, মেয়েটার সুমুখে আর আমাকে হত্যা ক'র না—অন্তরালে চল।

[উজীর ও কাফুরের প্রস্থান।

আলা। সে সময় যদি তোমার পিতার প্রাণগ্রহণ করতুম, তা হ'লে আজ তুচ্ছ চিতোরীর সঙ্গে যুদ্ধে, তোমার মত হীন বন্দীর অনুগ্রহে আমাকে বেঁচে থাকতে হ'ত না। নাও, চল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পদ্মিনী সুন্দরীকে দেখছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাকে বন্দিনী থাকতে হবে।

নসী। ছাড়্ বেইমান! হাত ছাড়্,—

আলা। আহা! কি কোমল—কি প্রাণোন্মাদকর স্পর্শ! প্রেম! তুমি বিশ্ববিজয়ী বটে, কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত আর লোভীর কাছে তোমাকে মাথা হেঁট করতে হয়।

নসী। ছাড় বেইমান! ছাড়।

তৃতীয় দৃশ্য

তোরণ সম্মুখস্থ পথ।

গোরা ও হর।

গোরা। কি রে বেটা, শুধু হাতে এলি যে ?

হর। হুজুর! তুমি অন্তর্যামী।

গোরা। তা তো জানি রে বেটা? তার পর করলি কি ? আমার বন্দী কোথায় ?

হর। র'স হুজুর, তোমাকে একটা প্রণাম করি।

গোরা। প্রণাম ক'রে আমাকে ভোলাবি রে বেটা '—আমার আসামী কই ?

হর। আসামী আমি আর এক দিন ধ'রে এনে দেব! আগে বল তুমি কে ?

গোরা। আর একদিন আনবি কি ?

হর। সে তুমি যখন হুকুম করবে। এখন এই গরীব ভৃত্যকে দয়া ক'রে বল, কে তুমি চিতোরে তোমার এ ভৃত্যকে ছলতে এসেছ? লঙ্কা থেকে যখন এসেছ, তখন তুমি নিশ্চয় বিভীষণ। তুমি চার যুগের খবর জান।

গোরা। দেখতে পেলি নি ?

হর। পাব না! তুমি যখন বলেছ ঠিক আছে, তখন পাব না! তুমি বিভীষণ—তুমি ত্রেতাযুগে রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে বেড়িয়েছো, সুগ্রীব হনুমানের সঙ্গে প্রেম করেছ, তোমার কথা কি মিছে হয়? তুমি বলেছ পাব, আমি পাব না? পেয়েছিলুম।

গোরা। তারপর ?

হর। ধরেছিলুম।

গোরা। তার পর ?

হর। ছেড়ে দিলুম।

গোরা। ছেড়ে দিলি ?

হর। তোমার দিদি বললে, "হরসিং ছেড়ে দাও"। মায়ের হুকুম, হরসিং অমনি ছেড়ে দিলে।

গোরা। দিদি বললে ? বলিস্ কি ? ব্যাপারটা কি বল্ দেখি ?

হর। ব্যাপারটা নিশ্চয় কিছু আছে। বাদশার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

গোরা। এঁ্যা !—

হর। আমার বোধ হয়, বাদশা তোমার বোনাই।

গোরা। ঠিক বুঝেছিস্—হর ! ভগিনী আমার দিল্লীর রাণী। তা হ'লে ত বোনাইকে ছাড়া কাজ ভাল হয় নি।—ভগিনী কোথা ? সেইখানেই শালাকে ধরব—ধ'রে ঠিক করব। আবার বছিনের রাজ্য বছিনের হাতে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করব।

হর। তোমার বহিনই তার নিজের রাজ্য আবার ক'রে নিয়েছে।

গোরা। কি ক'রে জানলি ?

হর। দু'জনে দেখাদেখি ক'রে কখন হাসছে, কখন কাঁদছে। আমি চ'লে আসতে আসতে দেখলুম। কথা আর দু'জন না দেখে চ'লে এলুম।

গোরা। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে।

হর। দেখছ না, এখনও এল না !

গোরা। দরকার নেই, বেশ হয়েছে। নিশ্চিন্ত ! এতকাল পরে আমি নিশ্চিন্ত। নসীবনের কথা ভাবতুম, আর আমার পাষাণ প্রাণ্ গ'লে আসত—নিশ্চিন্ত, নিশ্চিন্ত।

হর। হুজুর—হুজুর !

গোরা। কি—কি ?

হর। রাণার বোনাই কি হুজুর ?

গোরা। বাবা রে বেটা !

হর। তা হ'লে বাবা—বাবা—আসছে আসছে।

গোরা। কই—কই ?

(আলাউদ্দীনের প্রবেশ)

গোরা। আসুন সম্রাট্। আসুন—আসুন। ঘর আমাদের পবিত্র হ'ল !

আলা। শত্রুরাজের যুদ্ধে আপনি কে ?

হর। উনিই সে যুদ্ধের সেনাপতি।

আলা। আপনাকে সেলাম। আপনি সুদক্ষ নীতিকুশল সেনাপতি। আপনি আমাকে গ্রেপ্তা করেছিলেন না ?

হর। আজ্ঞে সে কি ? আমি আপনার ভৃত্য-ভৃত্য। তবে প্রভুর আদেশ—

আলা। আপনি ধর্ম্মবীর। আপনাকেও আমি সেলাম করি।

গোরা। কিছু না কিছু না—ওরে রাজাকে খবর দে।

আলা। আমি তাঁরই সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। আমি তাঁর গৃহে আজ অতিথি।

গোরা। আসুন—আসুন। পবিত্র হ'ল—গৃহ আমাদের পবিত্র হ'ল।

[সকলের প্রস্থান।

(নাগরিকগণের প্রবেশ)

সকলে। ওরে বাদশা—বাদশা—অতিথি—অতিথি—দেখবি চল্—দেখবি চল্।

চতুর্থ দৃশ্য

কক্ষ।

ভীমসিংহ, আলাউদ্দীন ও ক ।

ভীম। আতিথ্য ধর্ম্ম—আতিথ্য ধর্ম্ম ! হে ভগবান ! ধর্ম্ম রক্ষা কর। অসম্ভব অতিথির প্রার্থনা ! অতিথি-পরায়ণ বাপ্পারাওয়ের গৃহ। আমি তাঁর বংশের সন্তান—সেখানে সম্রাট্ অতিথি ! তার অসম্ভব প্রার্থনা ! সে আমার মহিষীর রূপ দেখতে চায় ! হে ভগবন্ ! ধর্ম্ম রক্ষা কর।

আলা। মহারাজ !

ভীম। আজ্ঞা সম্রাট্ !

আলা। আমার প্রার্থনা ?

ভীম। পূরণ অসম্ভব !

আলা। তা হ'লে আমাকে বিদায় দিন।

ভীম। সম্রাট্ ! হিন্দুকুল-কামিনীর অপরিচিত পরপুরুষ-সম্মুখে উপস্থিত হওয়া রীতি নয়। আমার স্ত্রী আপনার কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করেন, আপনি তাঁকে আপনার সম্মুখে আসতে অনুরোধ করবেন না। কৃপা ক'রে, তাঁর দর্পণে প্রতিফলিত চিত্র নিরীক্ষণ করুন।

আলা। আপনার ও আপনার মহিষীর অনুগ্রহ—তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

ভীম। শীঘ্র যাও—রাণীকে সংবাদ দাও।

[অনুচরের প্রস্থান।

আলা। ঈশ্বরের কৃপায় আমি আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছিলুম। আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেও আমি ধন্য, আপনাদের আতিথ্য গ্রহণেও ধন্য।

(অনুচরের পুনঃ প্রবেশ)

অনুচর। মহারাজ!

ভীম। সম্রাট! প্রস্তুত হ'ন।

[পটপরিবর্ত্তন]

আলা। এ কি ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি! আমার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে আসছে। হে জীবনময়ী প্রতিমা! অনিমিষ পলক একবার তোল—একবার হতভাগ্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। প্রতিমূর্ত্তির ছায়ায় যদি প্রাণ বিজড়িত থাকে, যদি মনের কথা শোনবার তোমার ক্ষমতা থাকে, তা হ'লে আমার নীরব আবেদনে কর্ণপাত কর। আমি তোমার ঐ চিবুক সন্নিহিত তিলের জন্য—আমার সাম্রাজ্য তোমার পায়ে বিকিয়ে দিয়ে যাই।

ভীম। সম্রাট!

আলা। আমি সাম্রাজ্যপতি—কিন্তু রাজা আপনি দেবরাজ্যের ঈশ্বর।

ভীম। আর অপেক্ষা করবেন না?

আলা। না।

ভীম। তা হ'লে চলুন, আপনাকে শিবির পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

আলা। আমাকে সকলে ধূর্ত্ত আলাউদ্দীন বলে। আপনি বিশ্বাস ক'রে যাবেন কি ক'রে?

ভীম। সম্রাট! অল্পদিনমাত্র বাকী। এখন আর অবিশ্বাস ক'রে জীবনটাকে অসুখী করব কেন?

আলা। আপনার যদি কোনও অনিষ্ট হয়।

ভীম। আমার অদৃষ্ট।

আলা। আপনার মহিষীর?

ভীম। তাঁরও অদৃষ্ট। চলুন সঙ্গে যাই।

আলা। চলুন।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

ভীমসিংহের কক্ষ।

মীরা ও বাদল।

মীরা। কেন বালক, প্রতিদিন আপনাকে দুশ্চিন্তায় দগ্ধ কর।

বাদল। মহারাণি। আমার প্রতি রাণার অবিচার হয়েছে।

মীরা। ঠিক বিচারই হয়েছে।

বাদল। অরুণসিংহ ও আমার এক অপরাধ। তবু আমাদের দণ্ড আলাদা হ'ল! সে নির্ব্বাসনে যন্ত্রণা ভোগ করছে, আর আমি এখানে চিতোর মহিষীর আদর পাচ্ছি! এক অপরাধের এ বিভিন্ন ব্যবস্থা কেন? তার যখন নির্ব্বাসন হ'ল, তখন আমারও হ'ক।

মীরা। তুমি ত নির্ব্বাসিত হয়েই আছ বালক! চিতোর ত তোমার জন্মভূমি নয়।

বাদল। জন্মভূমি জননীর সঙ্গে সঙ্গে যায়। পিতৃব্যপত্নী আমাকে শৈশবে পালন করেছেন, আমি তাঁকেই জননী ব'লে জানি, তাঁর সঙ্গেই আমি সিংহলের [illegible] ত্যাগ ক'রে, চিতোরে এসেছি। সিংহলের [illegible] আমার অতি অল্প। চিতোরের বক্ষে পালিত হয়েছি, চিতোরী বালকদের সঙ্গে এই মায়ের কোলেই আশ্রয় পেয়েছি। অরুণ আমার খেলার সাথী—অরুণ আমার ভাই—আমি রাণীকে পিসী বলি, আপনাকে মা বলি।

মীরা। বাদল! তবু আমার মনে সুখ নেই। তোমাকে গর্ভে না ধ'রে, সে নরাধমকে গর্ভে ধরলুম কেন?

বাদল। মহারাণি! রাণারও ভুল, তোমারও ভুল। অরুণ নরাধম নয়। তোমরা তার মনের অবস্থা কেউ জানলে না, বিচার করলে না।

মীরা। তবে বলি শোন বাপ। আমিও তাই জানতুম—সে নরাধম নয়। কিন্তু বড় দুঃখ! সমস্ত দেশবাসী জানলে সে নরাধম। যাও বালক! আপনার কর্ত্তব্য কর গে—তার চিন্তা ছেড়ে দাও।

বাদল। মহারাণি! তুমি কাঁদছ?

মীরা। না বালক! অযোগ্য পুত্রের বিয়োগে চিতোরের মহারাণী কাঁদে না।

বাদল। যথার্থ কথা বল দেখি রাণী, তুমি কি কাঁদছ না?

মীরা। তুমি একি বলছ বাদল?

বাদল। মহামায়ী মা! তুমি কাঁদছ! মর্য্যাদার জন্ত তুমি প্রাণপণ চেষ্টায় জল চোখে আসতে দিচ্ছো না; কিন্তু তোমার চোখ ফেটে যাচ্ছে, তোমার হৃদয়ের ভেতরে অশ্রুর ধারা ছুটেছে।

মীরা। বাপ্! ভগবান্ একলিঙ্গ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন! তোমাকে পুত্র ব'লে সম্বোধন করলেও আমার অনেক মনুণার লাঘব হয়। তেজোমাধুর্য্যময় সন্তান পেয়ে, রাণা বড় সাধে অন্তঃপুরের নাম অরুণ রেখেছিলেন। অমন সুন্দর কার্ত্তিকের তুল্য সন্তান—বাপ্পারাওয়ের বংশধর—সে বর্ত্তমান থাকতে, আজ কি না সিংহলীবীর বাদশার আক্রমণ থেকে চিতোর রক্ষা করলে।

বাদল। আমাদের পর ভাবছ কেন মা?

মীরা। পর? বাদল! তোমরাই চিতোরেশ্বরীর আত্মীয়—তুমিই আমার সন্তান।

বাদল। দেখো মা—এক দিন দেখো, দুই ভায়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কেমন শত্রু-কণ্টক ভেদ করি, এক দিন দেখো।

মীরা। তুমি বেঁচে থাক।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। মহারাণি! বড় বিপদ!

মীরা। বিপদ কি?

পরি। খুড়ো রাজা বাদশার শিবিরে গিয়েছিলেন। পাপিষ্ঠ বাদশা তাঁকে বন্দী করেছে।

মীরা। এমন কি কখন হ'তে পারে?

পরি। তাই হয়েছে—বাদশা বলেছে, "যতক্ষণ না রাণীকে আমাকে দেবে, ততক্ষণ তোমাকে মুক্ত করব না।"

মীরা। কি ঘৃণা—কি ঘৃণা!

(পদ্মিনীর প্রবেশ)

পদ্মিনী। বাদল! তখন মরবার জন্ত কাতর হয়েছিলে, এখন মরবার সময় উপস্থিত—সঙ্গে এস।

মীরা। এ কি শুনছি খুড়ীমা?

পদ্মিনী। আর যে বলবার সময় নেই মা! বলেছিলুম ত কালনাগিনী আমি চিতোর সংসারে প্রবেশ করেছি। এখন যদি সে পিশাচের কাছ থেকে রাজাকে অক্ষত শরীরে ফিরিয়ে আনতে পারি, তবেই কথা কইব। নইলে মা, এই আমার শেষ কথা। আয় বাদল, চ'লে আয়।

মীরা। এ কি অবাসি? চিতোরে এ কি অনর্থ উপস্থিত হ'ল মা? একবার দাঁড়াও—আমি শুনেছি। এখন কি কর্ত্তব্য শোনবার জন্ত ব্যাকুল হয়েছি।

পদ্মিনী। বেশ, তোমার সুমুখেই দরবার করি। তুমি একটু অন্তরালে দাঁড়াও। আলাউদ্দীন দূত প্রেরণ করেছে। আমি দূত-মুখে উত্তর দেব। যে উত্তর দেই, তুমি অন্তরালে দাঁড়িয়ে শোন। যাও বাপ, পাঠনপতিকে এইখানে ডেকে আন।

[বাদলের প্রস্থান।

আর আমার মান-অপমান কি আছে মা? প্রতি মুহূর্ত্তেই যখন বাদশার হারেমে বাঁদী হবার বিভীষিকা দেখছি, তখন নিরর্থক সরম দেখিয়ে কালহানি করি কেন?

[মীরার প্রস্থান।

(বাদল ও পাঠনপতির প্রবেশ)

পাঠন। এত রূপ! মানুষের এত রূপ! এ রূপ দেখে বাদশা উন্মত্ত হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

পদ্মিনী। আসুন রাজা! আপনি চিতোর-রাজের আত্মীয়—আমার পিতৃস্থানীয়—আপনি নিঃসঙ্কোচে কন্তার গৃহে পদধূলি দিন।

পাঠন। মা! আমি নরাধম! ক্ষত্রিয়-কুলাঙ্গার! অপারগ-বোধে বাদশার বশুতা স্বীকার করেছি—এখন তার গোলামী করছি। তাই এই অপ্রিয় বিষয় নিয়ে আপনার সম্মুখে উপস্থিত।

পদ্মিনী। আপনি জানেন, আমার পিতা রাজা ভীমসিংহের কাছে কৃতজ্ঞ। সেই স্নেহময় পিতাকে স্মরণ ক'রে, স্বামীর ধর্ম্ম ও প্রাণ বজায় রাখতে আমি সম্রাটকে ধরা দিতে ইচ্ছুক হয়েছি।

পাঠন। ইচ্ছুক হয়েছেন?

পদ্মিনী। শুধু স্বামীর বিপদ স্মরণ ক'রে ইচ্ছুক হচ্ছি না। বুঝতে পারছি, সেই সঙ্গে চিতোরও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। রাণা নেই—চিতোর রক্ষা করতে পারে, এমন একটি বীরও চিতোরে নেই—রাজা বন্দী। এ অবস্থায় আমার ধরা দেওয়া ভিন্ন চিতোর রক্ষার অন্ত উপায় নেই।

পাঠন। তা মা বলেছেন, তা ঠিক। বাদশা আপনার প্রতিবিম্ব দেখে উন্মত্ত হয়েছে। সে আপনাকে দিল্লীতে না নিয়ে ছাড়বে না। আপনি আত্মসমর্পণই করুন। তা হ'লেই সকল দিক রক্ষা হবে।

(মীরার প্রবেশ)

মীরা। আপনি কি ক্ষত্রিয়?

পাঠন। অ্যাঁ-অ্যাঁ—আমি—আমি—ক্ষত্রিয় বই কি।

মীরা। মিথ্যা কথা!—ক্ষত্রিয়ের মুখ দিয়ে এ কথা বেরুতে এই প্রথম শুনলুম।

পদ্মিনী। মীরা, চুপ কর।—ওঁর অপরাধ কি?

মীরা। ওঁর অপরাধ কি?—রাণা চিতোরে নেই, নইলে কি অপরাধ, তিনি তোমার পত্তনে দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন। ক্ষত্রিয়কুলাঙ্গার! তুমি না তোমার প্রভুর পালঙ্কের পার্শ্ব দিয়ে বিদেশীকে এনে আমাদের ধ্বংস করতে এসেছ?

পাঠান। না—না—তা—আমি চললুম।

পদ্মিনী। যাবেন না—আমার বক্তব্য শুনে যান। চিতোর বাঁচাতে হ'লে আমাকে যেতেই হবে।

মীরা। কি বলছ রাণি?

পদ্মিনী। তোমার শুনতে কষ্ট হয়, তুমি চ'লে যাও। রাজা, আপনি বাদশাকে গিয়ে বলুন। তবে আমি রাণী—আমার সাতশো সখী সাতশো পালকী নিয়ে সম্রাট-শিবিরে উপস্থিত হবে। কিন্তু সাবধান! পথে কেউ পালকী খুলে যেন আমাদের কারও অমর্য্যাদা না করে; তারাও সম্রান্ত মহিলা।

পাঠান। বাপ্! কার সাধ্য? তা হ'লে আমি এই সংবাদ বাদশাকে দিই গে?

পদ্মিনী। যান।—কি মা! মনে মনে আমাকে দুষ করছ?

[পাঠানপতির প্রস্থান।

মীরা। মা! রূপে রাণী, আবার বুদ্ধিতেও তুমি রাণী, তা জানতুম না! পাপকাননের বজ্র তোমায় প্রণাম করি।

বাদল। আমি বুঝেছি—আমিও একটা পালকীতে চড়ব।

পদ্মিনী। প্রতিশোধ—মীরা! প্রতিশোধ!

ষষ্ঠ দৃশ্য

শিবির-সম্মুখ।

মসীবন ও আলাউদ্দীন।

(গীত)

অরুণ দেখিয়া, পূরব চাহিয়া, ধরিনু প্রভাতী গান।
এস এস বলি, দিনু হিয়া খুলি, দিতে গো দিবারে স্থান।
ছাড়িল সকল আঁধার সঙ্গ
অরুণে অরুণে মিলিল রঙ্গ—
উঠিল প্রাণে প্রেম-তরঙ্গ, ভাবি দুঃখনিশি অবসান।
আকুল নয়নে দেখিতে ছবি
দেখিনু জাগিয়া বিদায় রবি—
প্রখর কিরণে জ্বলিয়া মরিনু, বা[illegible] হয়ে প্রাণ॥

আলা। মসীবন! তুমি কাঁদছ? মুখ ফেরালে যে? আমার মুখ দেখবে না? না দেখ, মুখ ফিরিয়েই আমার একটা কথা শোন। তোমার ক্রন্দনের সুর কি মিষ্টি! কি মর্ম্মগ্রাহী! আমারও ওরূপ কাঁদতে ইচ্ছা যায়। কিন্তু মসীবন! সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা নিয়ে আমি এত ব্যস্ত যে, নিশ্চিন্ত হয়ে দুদণ্ড কাঁদবারও অবকাশ পাচ্ছি না!

মসী। তোমার সে দিন আসতে আর অধিক বিলম্ব নাই।

আলা। বল মসীবন, তাই বল—তাই আশীর্ব্বাদ কর। কাঁদলে মানুষের হৃদয় প্রশস্ত হয়। কাঁদতে না পেয়ে, আমার প্রশস্ত হৃদয় সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে।

মসী। দুনিয়ার লোককে তুমি কাঁদাচ্ছ, সয়তান! তোমার হৃদয় প্রশস্ত!

আলা। মসীবন! দুনিয়ায় যদি সয়তান না থাকত, তা হ'লে মানুষকে স্বর্গের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যেত কে? এই দেখ না, যারা ভুলেও এক দিন স্বর্গের নাম করত না, তারা আমার তাড়নায় অস্থির হয়ে কাঁদছে, আর দু'হাত তুলে ঈশ্বরকে ডাকছে। যারা কেবল এত দিন নরকে যাবার পথ পরিষ্কার করছিল, তারা আমার ভয়ে স্বর্গের অভিমুখে ছুটেছে। সয়তানকে নিন্দা ক'র না মসীবন! সয়তান না থাকলে এত দিন স্বর্গের খুঁটি আলগা হয়ে যেত। এই তোমার বাপ মৃত্যুকালে আমায় কত আশীর্ব্বাদ ক'রে গেলেন, "সম্রাট! তুমি ধন্য! তুমিই আমার জীবনের স্পৃহা মিটিয়েছ, তুমিই আমাকে অমূল্য কবরটা দান করেছ!"

মসী। সম্রাট! আমি ভিখারিণী ব'লে আমার সঙ্গে এরূপ মর্ম্মান্তিক রহস্য করবেন না।

আলা। রহস্য? উজীর-পুত্রী! রহস্য করা আমার স্বভাব নয়। যা বলি, সে সমস্ত আমার প্রাণের কথা। বেশ, রহস্যই যদি বললে, তা হ'লে বলি, দুনিয়াই একটা বিরাট রহস্য! গোল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ গোল নয়—কমলালেবুর মত উত্তর-দক্ষিণ প্রান্তে কিঞ্চিৎ চাপা—কি রহস্য, কি রহস্য! তার ভেতরে সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র রহস্য তুমি ও আমি। অর্থাৎ এক মানব-দম্পতির একাংশ বিশ্ববিজয়ী সম্রাট আলাউদ্দীন, অপরাংশ ভিখারিণী বেগম মসীবউন্নীসা।

মসী। সম্রাট! আমায় হত্যা করতে চান ত—

হত্যা করুন। অথবা আমাকে মুক্ত করুন। আর বন্দিনী রাখাই যদি আপনার অভিপ্রায়, তা হ'লে আর আপনি আমার কাছে আসবেন না। যদি আসেন, তা হ'লে প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আপনার সমক্ষে অন্নজল ত্যাগ করব।

আলা। হত্যা? তুমি আমার ধর্মপত্নী, তোমাকে আমি হত্যা করব? আমার সিংহাসনের পাশে বসতে ধর্মতঃ তোমারই একমাত্র অধিকার। তুমি বেঁচে আছ জেনে, আমি সিংহাসনের সে অংশ আজও শূন্য রেখে দিয়েছি।

নসী। যে রাজপুত্রী শিশুকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন, তাকে কোথায় রাখবেন?

আলা। ও সম্রাটের হারেমের উদ্যান-শোভাকরী কুসুমিতা লতা। বাগান সাজাবার জন্য দিল্লী নিয়ে যাচ্ছি। ও ত সবে একটি—বাগান সাজাতে হ'লে অমন দু'দশটা না হ'লে চলবে কেন? একটি এনেছি, আর একটি আজ আনছি। নসীবন-! দ্বিতীয় কুসুম-লতা চিতোরের রাণী পদ্মিনী।

নসী। মিথ্যা কথা!

আলা। একটু অপেক্ষা কর, তা হ'লেই বুঝবে।

নসী। আমি দেখলেও বিশ্বাস করি না।

আলা। তা হ'লে আর কি করব!

নসী। যে পতিব্রতার উপদেশে তোমার মত নিষ্ঠুর মনুষ্যত্বহীন স্বামীর উপর আমি ঘৃণা পরিত্যাগ করেছি, সেই সতীত্ব-ঐশ্বর্য্যময়ী, পদ্মিনী স্বামী পরিত্যাগ ক'রে তোমার কাছে আসবে?

আলা। আসবে কি আসছে—এতক্ষণ এল!

নসী। তা হ'লে বুঝব, দুনিয়াটা রহস্য বটে!

আলা। দৃষ্টিলাভ কর, আর মুক্ত চক্ষে রহস্যটা নিরীক্ষণ কর।

(কাফুরের প্রবেশ)

কাফুর। জাঁহাপনা! আপনি না কি রাণী পদ্মিনীর লোভে সম্রাটের নীতি ত্যাগ করেছেন? রাজা ভীমসিংহকে মুক্তি দিয়েছেন?

আলা। কে তোমাকে এ কথা বললে?

কাফুর। সমস্ত শিবিরে, ওমরাওদের মধ্যে, সৈন্যমধ্যে এ কথা প্রচারিত।

আলা। তোমার কি তাই বিশ্বাস হয়?

কাফুর। বিশ্বাস না হবার কথা। কিন্তু দেখলুম, রাণী পদ্মিনী ও তাঁর সহচরীদল রাজা ভীমসিংহের বিনিময়ে আপনাকে আত্মসমর্পণ করতে আসছেন।

আলা। বিনিময় ত এখনও হয় নি সেনাপতি! তাদের আসতেই দাও।

কাফুর। দেখবেন সম্রাট! আমি একমাত্র পণে আপনার মজুরী গ্রহণ করেছি।

আলা। ভয় নেই! তুমি এই সুন্দরীকে সঙ্গে নিয়ে যাও; যেন নিরাপদে ছাউনীর বাইরে উপস্থিত হ'তে পারে।

[নসীবন ও কাফুরের প্রস্থান।

(বাদলের প্রবেশ)

আলা। কি বালক-বীর! তবে না কি তুমি চিতোরী নও?

বাদল। আগে ছিলুম না সম্রাট! এখন হয়েছি। তোমার উৎপীড়নে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে সিংহল পর্য্যন্ত সব হিন্দুরাজ্য এক হ'তে চলেছে। তাই সিংহলের অধিবাসী হয়েও আমি আজ চিতোরী।

আলা। তুমি সিংহলী?

বাদল। হাঁ!

আলা। রাণী পদ্মিনী তোমার কে হয়?

বাদল। পিতৃস্বসা।

আলা। রাণী কত দূর?

বাদল। তিনি আপনার শিবির-দ্বারে। কিন্তু তাঁর একটা আবেদন আছে।

আলা। কি আবেদন, বল।

বাদল। তিনি বলেছেন, স্বামীর সঙ্গে যখন চিরবিচ্ছেদ, তখন একবার তাঁর কাছে শেষ বিদায় গ্রহণ করবেন। আপনি অনুমতি দিন।

আলা। বেশ, অনুমতি দিলুম। তুমিই তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও। তোমার সেই তলোয়ার ত আছে?

বাদল। হাঁ জাঁহাপনা, আপনার দত্ত দান!

আলা। তুমি আমার সঙ্গে দিল্লী যাবে?

বাদল। (স্বগত) দেখি কত দূর কি হয়! কে কোথায় থাকে, কে কোথায় যায়!

(নেপথ্যে পাল্কী-বাহকের শব্দ)

আলা। যাও ভাই—রাণীকে ভীমসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দাও।

[বাদলের প্রস্থান।

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। এই কি আপনার প্রতিজ্ঞা-রক্ষা সম্রাট? সাম্রাজ্যের প্রলোভন দেখিয়ে আমার সর্ব্বনাশ করলেন?

আলা। পাঠে পাঠো বিবিজান্—পাঠে পাঠো!

[আলাউদ্দীনের প্রস্থান।

কমলা। হা ভগবান্! কি করলুম! স্বর্গও হারালুম, মানও হারালুম!

সপ্তম দৃশ্য

শিবিরাভ্যন্তর।

খোজা ও বাঁদীগণ—পালকীর ভিতরে গোরা।

(খোজা ও বাঁদীদের কোলাহল)

১ম খোজা। উঃ! বেগম সাহেবের কি রূপ!

সকলে। তুলনা নেই, তুলনা নেই, তুলনা নেই।

১ম স্ত্রী। তবু এখনও পালকী মোড়া।

সকলে। রূপ করছে।

১ম স্ত্রী। পাল্কী ফুঁড়ে চারিদিকে রূপের ছটা ছুটো-ছুটি করছে। দোর খুলে দে—এই বড় খোজা, পাল্কীর দোর খুলে দে।

১ম খোজা। উঃ, বাপ! কি এঁটে গেছে।

১ম স্ত্রী। ওরে! শীগ্‌গির খোল্। বেগমসাহেব হাঁপাচ্ছেন।

সকলে। শীগ্‌গির খোল।

১ম খোজা। ও বাবা! ভারী জোর লাগে।

১ম স্ত্রী। এই সর্ব্বনাশ করলে! ওরে, তা হ'লে আগে খোল।

সকলে। আগে খোল্।

১ম খোজা। ভেতর থেকে আঁটা—বেগম সাহেব ধরে আছেন।

১ম স্ত্রী। ও মা, দোর খুলুন।

গোরা। আমার প্রাণেশ্বর কৈ?

১ম স্ত্রী। আসছেন, আসছেন—দোর খুলতে খুলতে তিনি এসে পড়বেন!

গোরা। এসে পড়বেন? এসে পড়বেন?

(বহির্গমন)

সকলে। আহা! কি রূপ!

গোরা। যা বলেছ! আমার নিজের রূপে আমি নিজেই পাগল! (অবগুণ্ঠন উন্মোচন)

১ম স্ত্রী। ও আল্লা! এ কি!

সকলে। ও রে বাবা! এ কে!

নেপথ্যে। হর-হর-হর-হর।

সকলে। ও রে, মেরে ফেললে, মেরে ফেললে! দুষমন—দুষমন।

[সকলে পলায়ন।

নেপথ্যে। দুষমন—পাকড়ো। পালকী-ভরা দুষমন, জাঁহাপনা হুঁসিয়ার। দুষমন।

নেপথ্যে। হর-হর-হর-হর।

(বাদলের প্রবেশ)

বাদল। বাবা! ঘোড়া আগলাও, আমি রাজার পালকী রক্ষা করি।

গোরা। জলদি যাও—জলদি যাও, হর-হর।

[প্রস্থান।

(আলাউদ্দীনের প্রবেশ)

আলা। দলে দলে চেপে পড়, রাজাকে যেতে দিও না। যে আটকাতে পারবে, রাজা বক্‌শিস্ দেব। যাও, যাও—পাকড়ো পাকড়ো।

(কাফুরের প্রবেশ)

কাফুর। জাঁহাপনা! কি খবর?

আলা। সেনাপতি! এই মুহূর্ত্তে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে লক্ষণ সিংহের চিতোরে ফেরবার পথ রোধ কর। প্রাণপণে তাকে বাধা দাও। যত দিন না চিতোর ধ্বংস করতে পারি, তত দিন সে যেন তোমাকে অতিক্রম করতে না পারে। জলদি যাও, জলদি যাও।

কাফুর। যো হুকুম!

অষ্টম দৃশ্য

প্রান্তর।

ভীমসিংহ।

(নেপথ্যে—রণকোলাহল)

ভীম। হে চিতোরের মর্য্যাদারক্ষক ছদ্মবেশী দেবতা! ফেরো ফেরো, আমি নিরাপদ হয়েছি—কণ্টকের মুখে এসেছি। ফেরো বাদল—ফেরো মাতুল—ফেরো। শ্রাবণের বারিধারার মত যাদের গায় অস্ত্র পড়ছে—ফিরে এস সুরবীর! ফিরে এস দেবসেনাপতি সম—অভিমন্যুর মত সপ্তরথীর বেষ্টনে প'ড়ে প্রাণ হারিও না।

সর্দার। রাজা, এ দিকে আসুন—এ দিকে আসুন—বিশ হাজার শত্রু-সৈন্য পশ্চাতের দুর্গ-প্রাচীর ভাঙতে নিযুক্ত হয়েছে।

বীর। এ দিকে বালক যে আর রক্ষা পায় না।

সর্দার। সে আমি দেখছি, আপনি দুর্গপ্রাচীর রক্ষা করুন। নইলে সব কার্য্য পণ্ড হবে।

বীর। আমাকে একটু অগ্রসর হয়ে স্থানটা দেখিয়ে দাও।

সর্দার। চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(গোরার প্রবেশ)

গোরা। বস, সব স্থান রক্ষা হয়েছে—ভগবন্! এইবারে এই শবস্তূপের মধ্যে ব'সে একটু তোমার জয়ধ্বনি করি। আমার সময় হয়েছে! হৃদয় বিদ্ধ—রক্তস্রোত ক্রমে নিস্তেজ হয়ে আসছে! এই ত দেখছি, এখানে কতকগুলো বাদশার সৈন্যের মৃতদেহ—এর একটাকে তাকিয়া ক'রে বসা যাক্।

(বাদলের প্রবেশ)

বাদল। এই যে দাদা! তুমি এসে পড়েছ? তোমার আশীর্ব্বাদে এ দিকের আক্রমণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ করেছি।

গোরা। বেশ করেছ, এইবারে ভাই আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা কর।

বাদল। সে কি দাদা! তুমি বাঁচবে না?

গোরা। না দাদা! বাঁচা হ'ল না! বুকে অস্ত্র বিঁধেছে। ভাই, আমার একটি কাজ কর। না, তুমিও যে দেখছি ভাই, ক্ষতবিক্ষত-দেহ! তা হ'লে যাও, তোমার পিসীমার কাছে যাও। মা আমার তোমার চিন্তায় ছটফট করছেন—মহারাণী ঘর-বার করছেন—যাও ভাই, তাঁদের দেখা দিয়ে তাঁদের আনন্দবিধান কর।

বাদল। শত্রু ফিরিয়ে বড়ই আনন্দে আসছিলুম যে দাদা! সে আনন্দে বাদ সাধলে—বাঁচবে না?

গোরা। আমার বাঁচার কাজ হয়ে গেছে। তুমি বেঁচে থাক—চিতোরের সেবা কর।

বাদল। কি বলছিলে দাদা?

গোরা। আর বলব না।

বাদল। না দাদা—বল। আমার এ সব সামান্য আঘাত। আমি তোমাকে এ অবস্থায় ফেলে ত যেতে পারব না।

গোরা। তা হ'লে এক কাজ কর—অর্জ্জুন ভীষ্মের শরশয্যা করেছিলেন, তুমি আমার শরশয্যা ক'রে দাও।—যাও দাদা! আর বলতে পারছি না।—ক্রমে শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ছে। একটা মাথায়, দু'টো দু'পাশে, একটা পায়ে—যাও দাদা!—আঃ! কি সুখের শয্যা—কি সুখের মরণ!

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। দাদা! দাদা! ঈশ্বরদত্ত সহোদর, এ কি? আমি যে বড় আনন্দে আসছি। এ কি করলে ভাই?

গোরা। কে-ও, নসীবন! এসেছ? বড় সুসময়ে এসেছ। ভাই বাদল! আমার এই দুখিনী ভগিনীটির ভার গ্রহণ কর।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পার্ব্বত্য কানন।

লক্ষ্মণ ও অজয়।

অজয়। মহারাণা! সর্ব্বস্থানেই সন্ধান নিলুম। কোনও স্থানে আমাদের সৈন্যের সহিত বাদশার সৈন্যের সাক্ষাৎ হয় নি।

লক্ষ্মণ। কিছু বুঝতে পারলে?

অজয়। বাদশা এ সকল পথ দিয়ে দিল্লীতে ফেরে নি।

লক্ষ্মণ। তা ত ফেরে নি, গেল কোথা?

অজয়। আমার বোধ হয়, দাক্ষিণাত্যের পথে বাদশা সৈন্য নিয়ে চ'লে গেছে।

লক্ষ্মণ। না অজয়সিংহ!

অজয়। তা হ'লে বোধ হয়, মুলতানের পথে দিল্লীতে ফিরেছে।

লক্ষ্মণ। না ভাই, তাও নয়। আম্বাবলীর পথে, সিরোহীর পথে, আর আজমীরের পথে সৈন্য স্থাপন ক'রে বাদশার দিল্লী ফেরবার পথ রোধ করতে গিয়ে, আমি নিজে গৃহ প্রবেশের পথ রোধ করেছি।

অজয়। বলছেন কি মহারাণা?

লক্ষ্মণ। আর একটু মেবার মুখে অগ্রসর হ'লেই সব বুঝতে পারবে। বুঝতে পারবে, বাদশা বিনা যুদ্ধে জয়টাই জয় ক'রে, রাণীকে

অপহরণ ক'রে, তাঁর রাজ্যের সমস্ত সর্দারের সহায়তা লাভ ক'রে—আমার ভয়ে পালায় নি। একটা প্রবল জাতির মধ্যে শক্তিশালী, দক্ষ বিজয়ী সেনার অধিনায়ক দিগ্বিজয়ী আলাউদ্দীনের দেশে পালিয়ে যাবার কোনও কারণ আমি দেখতে পাই নি।

অজয়। দিল্লীতে ফিরে নি, পঞ্জাবে প্রবেশ করেনি, দাক্ষিণাত্য অভিমুখে অগ্রসর হয় নি, তা হ'লে বাদশা গেল কোথায় ?

লক্ষ্মণ। যে গুজরাটীর সাহায্যে আমি চলেছিলুম, পথে যখন সেই গুজরাটী সৈন্য কর্তৃক বাধা পেয়েছি, তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। তার পর ফেরবার মুখে, যখন পত্তনরাজ্যপ্রান্তস্থ দুর্গে পাঠান-রাজপুত আমাকে এক দিনের জন্যও বিশ্রাম করতে দেয় নি, তখনই আমার আশঙ্কা হয়েছিল। ভাই ! এখন আতঙ্ক।

অজয়। আপনার কি বোধ হচ্ছে, আলাউদ্দীন চিতোর অভিমুখে চলেছে ?

লক্ষ্মণ। চলেছে কি—এসেছে !

অজয়। কেমন ক'রে বুঝলেন ?

লক্ষ্মণ। এই পথের অবস্থা দেখে বুঝতে পারছ না ? যে পথে দিবারাত্রির মধ্যে মুহূর্তমাত্র সময়ের জন্যও লোক-চলাচল বন্ধ থাকে না, বস্তুতঃ যেই হ'লে যেটা রাজোয়ারার সর্বপ্রধান বাণিজ্যপথ, তাতে আজ লোক নেই। এই সারা দীর্ঘ পথ শ্মশান-তুল্য নির্জন।

অজয়। সেটা আমিও দেখছি, দেখে বিস্মিত হচ্ছি।

লক্ষ্মণ। ভাই ! আমি ধূর্ত আলাউদ্দীন কর্তৃক প্রতারিত হয়েছি।

অজয়। কোন্ পথ দিয়ে গেল ?

লক্ষ্মণ। আমাদের ঘরের লোক যদি শত্রু হয়, তা হ'লে পথ পাবার ভাবনা কি ?

অজয়। তা হ'লে কি পাঠানরাজ্যের মধ্য দিয়ে গেল ?

লক্ষ্মণ। আমার তাই বিশ্বাস ! পত্তনের মধ্য দিয়ে গেছে, মরুভূমি পার হয়েছে।

অজয়। তাই যদি আপনার বিশ্বাস হয়ে থাকে, তা হ'লে রাত্রিযুগে এখানে আর আমাদের বিশ্রাম করবার প্রয়োজন কি ?

লক্ষ্মণ। সম্মুখে খাম্বোয়ানার ঘন-বনাচ্ছন্ন গিরিপথ। রাত্রিযুগে সমস্ত সৈন্য নিয়ে এই পথে প্রবেশ করতে পারবে ? কৃষ্ণপক্ষের রজনী, চন্দ্রালোকের পর্যন্ত প্রত্যাশা নেই।

অজয়। নাই বা থাকল, আপনি আদেশ করলেই পারি।

লক্ষ্মণ। তা হ'লে প্রস্তুত হও। হ'ক অন্ধকার—পথে আমি মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট ক'রতে সাহস করছি না। তুমি যাও, মৃত্যু-মুখ পরীক্ষা করতে সর্বাগ্রে চর-সেনা প্রেরণ কর।

[অজয়ের প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। তাই ত, করলুম কি ? এক প্রতারকের কথায় বিশ্বাস ক'রে মূর্খতার পরাকাষ্ঠা দেখালুম ? বৃদ্ধ রাজার ওপর শিশু নারীগুলোর ভার দিয়ে, সমস্ত সবল রণদক্ষ দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে এই দীর্ঘকাল মরীচিকার সঙ্গে ছুটোছুটি ক'রে এলুম।

(বাদল ও নসীবের প্রবেশ)

নসী। প্রায় সমস্ত গিরিপথ বাদশার সৈন্য ছেয়ে ফেলেছে। আজ রাত্রের মধ্যে রাণা যদি এ দুর্গম স্থান পার না হ'তে পারেন, তা হ'লে ত কখনই হ'তে পারবেন না। এ দিকে কালকের মধ্যে সৈন্য নিয়ে তিনি যদি চিতোরে উপস্থিত হ'তে না পারেন, তা হ'লে ত চিতোর গেল। কি সর্বনাশ হ'ল ভাই, কি সর্বনাশ হ'ল !

বাদল। কৈ, রাণার আসবার কোন ত লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না দিদি ! কিন্তু আমিও ত আর থাকতে পারি না। চিতোর পরিত্যাগ ক'রে বহুদূর এসে পড়েছি, বিপন্ন বৃদ্ধ রাজাকে একা ফেলে রেখে এসেছি ! এখনও পর্যন্ত ফিরে যাবার এক পথ আছে, দেরি করলে আর যে সে পথ পাব না ! শেষে কোন কাজে আসব না। না বাঁচিয়ে থেকে সাহায্য করতে পারব, না চিতোরে থেকে শেষক্ষণ পর্যন্ত শত্রুকে বাধা দিয়ে, রাজার পাশে ধূলি-শয্যায় শয়নের সুখ পাব ! দিদি ! আর আমি থাকতে পারি না।

নসী। তা হ'লে তুমি যাও।

বাদল। এই সম্মুখে গুজরাটের পথ। তুমি এই পথ ধ'রে অগ্রসর হও।

লক্ষ্মণ। কে ও ?

বাদল। কে ও রাণা ! জয় একলিঙ্গের জয় ! দিদি ! রাণাকে পথ দেখাও, পথ দেখাও।

লক্ষ্মণ। কি সংবাদ ? কি সংবাদ ?

বাদল। আমার বলবার সময় নেই রাণা ! রাণা ! দিগ্ব্যাপিনী অনলশিখা ক্ষুধার্ত হয়ে চিতোরকে বন্যায় বেষ্টিত করেছে ! রক্ষা কর, রক্ষা কর।

আমি বিপন্ন রাজাকে আপনার আগমনবার্ত্তা দিতে চল্লুম।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। কে ও—মা ?

সখী। রাণা ! আমাকে ও মধুর নামে সম্বোধন করবেন না। আত্মসম্মানঘাতিনী নাগিনীকে যদি আপনি ঐ পবিত্র আখ্যার অধিকারিণী মনে করেন, তা হ'লে আমি মা।

লক্ষ্মণ। তুমি আর ঐ বালক ছাড়া কি চিতোর থেকে আমার কাছে সংবাদ পাঠাবার পর্য্যন্ত লোক নেই ?

সখী। বুঝতেই ত পেরেছেন। আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করবেন না। অবকাশ নাই, আপনাকে সমস্ত ইতিহাস বলব। তবে এমন দুঃসময় রাণা, বুঝি চিতোরীর বীরত্বের সে উজ্জ্বল অক্ষর আপনার চক্ষে ধরতে পারলুম না। তুর্কী-দেশীয় মুসলমানী আমি—পার্ব্বত্যজাতির ভিতর হ'তে উদ্ভূত হয়ে, রণকোলাহল-নিনাদিত নির্ম্মম তুষারাচ্ছন্ন শৈলের শৃঙ্গে শৃঙ্গে এক সময় বন্য বাঘিনীর ন্যায় বিচরণ করেছি। পিতার সঙ্গে সঙ্গে তুর্কী দেশ থেকে, কত সমস্ত লোকারণ্যের মধ্য দিয়ে সেই সুদূর বাঙ্গালা দেশ পর্য্যন্ত বেড়িয়ে এসেছি। কিন্তু মৃত্যু-রাজ্যে উল্লাসময়ী প্রেমতরঙ্গিণী প্রবাহিত হয়, এ আমি কখন দেখি নি ! মহারাজ ! আপনার দেবরাজ্যে এসে তা দেখেছি।

লক্ষ্মণ। বলি মা ! চিতোরকে রক্ষা করতে পারব ?

সখী। ওপরে চাও রাণা ! তোমাদের কোন্ দেবতা মরা ফিরিয়ে দেয়, তার আবাহন কর।

লক্ষ্মণ। এস মা ! তা হ'লে সঙ্গে এস। তোমরা যখন এসেছ, তখন পথে বোধ হয় বিপদ নেই।

সখী। সমস্ত পথ অবরুদ্ধ। আমরা অতি কষ্টে শত্রুর অজ্ঞাত পথ দিয়ে এসেছি। এসেছি, কিন্তু বোধ হয়, একা আর সে পথে ফিরতে পারি না।

(অজয়সিংহের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। যাও, অদূরে সন্নিবিষ্ট আমার শিবির। এই আমার পাঞ্জা নাও, কিয়ৎক্ষণের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ কর।

[সখীদ্বয়ের প্রস্থান।

অজয়। রাণা ! সকলে প্রস্তুত—আপনার আদেশের অপেক্ষা।

লক্ষ্মণ। সমস্ত পথ শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ।

অজয়। সমস্ত ?

লক্ষ্মণ। সমস্ত। কেবল আমাদের গুপ্ত পথটি অবশিষ্ট আছে। সুতরাং এক কার্য্য কর। তুমি অজ্ঞাত রাজকুমার, চিতোরী সর্দ্দার ও কিয়দংশ সৈন্য নিয়ে, সেই পথ দিয়ে চ'লে যাও। অতি সাবধানে, অতি সঙ্গোপনে সেই পথ অবলম্বন করবে। সে পথ দেবতারও অজ্ঞেয়। চিতোরের ধ্বংসসম্ভাবনা না হ'লে সে পথের ব্যবহার নিষিদ্ধ। যখন খুল্লতাত সে পথে লোক পাঠিয়েছেন, তখন চিতোর-রক্ষা তাঁর অসাধ্য হয়েছে ব'লেই পাঠিয়েছেন। সে পথের অস্তিত্ব তিনি জানেন, আমি জানি, আর জানেন চিতোরের রাজপুরোহিত। অন্যের জানবার অধিকার নাই। এস ভাই, তোমাকে সেই পথ দেখিয়ে দিই। একেবারে ভবানীমন্দিরের মধ্যে উপস্থিত হবে।

অজয়। অন্যের পক্ষে যখন সে পথ জানা নিষিদ্ধ, তখন আমাকে সে পথ জানাচ্ছেন কেন রাণা ?

লক্ষ্মণ। বুঝতেই ত পারছ, আমি চিতোরে উপস্থিত হ'তে পারি কি না সন্দেহ।

অজয়। তা হ'লে আপনিই সেই পথে যান না কেন ?

লক্ষ্মণ। ভাই ! এ সঙ্কটসময়ে আমাকে বাধা দিও না।

অজয়। না রাণা ! ভৃত্যের প্রতি এরূপ আদেশ করবেন না। পিতার সাহায্যে আমাকে প্রেরণ করেছেন, কিন্তু পিতা যদি শোনেন, আমি আপনাকে বিপদের সমস্ত ভার বহন করতে রেখে, তাঁর সাহায্যে চিতোরে এসেছি, তা হ'লে সাহায্য নেওয়া দূরের কথা, তিনি আমার মুখ পর্য্যন্ত দর্শন করবেন না। আমি শত্রুকণ্টক ভেদ করতে করতে অগ্রসর হই, আপনি সমস্ত রাণাবংশধরদের নিয়ে গুপ্তপথে চিতোরে প্রবেশ করুন।

লক্ষ্মণ। তোমার সঙ্গে তর্ক করবার সময়ও নাই সুতরাং সত্যাসত্যও নাই। তবে এস।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পার্ব্বত্য পথ।

বাদল।

(নেপথ্যে—রণকোলাহল)

বাদল। তাই ত! এ যে বড় মুস্কিলে পড়লুম! ভায়ামুখ যে আর খুঁজে পেলুম না! যুদ্ধ বেধেছে—ঘোর যুদ্ধ বেধেছে! অন্ধকারে শত্রুতে শত্রুতে আলিঙ্গন! কি রণ-উল্লাস! কি রণ-উল্লাস! আমি করলুম কি—আমি করলুম কি! না চিতোরে প্রবেশ করতে পারলুম না—রাণার সাহায্য করতে অক্ষম হলুম! সময়টা বৃথা গেল! কোন কাজে এলুম না! কি রণ-উল্লাস! হর-হর--হর-হর—চিতোরীর রণ-কোলাহল! কি মন্তমাতঙ্গের উৎসাহে চিতোরী বীর রণমুখে প্রবেশ করছে! হা ভগবন্! হা একলিঙ্গ! আমি শুধু দাঁড়িয়ে কোলাহল শুনতে রইলুম! এ অন্ধকারে এ দুরারোহ পর্ব্বত-শৃঙ্গে, সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, যেন সাক্ষিগোপালের মত দাঁড়িয়ে রইলুম!

(নেপথ্যে রণকোলাহল)

[বাদলের প্রস্থান।

(কাফুরের প্রবেশ)

কাফুর। সব কৌশল ব্যর্থ হ'ল। চিতোরীর গতিরোধ করতে পারলুম না। এ আমাদের অপরিচিত দেশ, আমরা বাধা দেবার যোগ্যস্থান গ্রহণ করিতে পারি নি। চিতোরীরা আমাদের উপর নিয়েছে! আর বেশীক্ষণ থাকলে বিপদে পড়তে হবে। সম্পূর্ণ পরাজয়—প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব না।

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। শত্রুরা উপর নিয়েছে। পাথর গড়াচ্ছে। পাথরের আঘাতে বাতিব্যস্ত হয়ে পড়ছি। সৈন্য সব ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছে।

(রণকোলাহল)

কাফুর। আর নয়, ফেরো—খাঁ সাহেবের সৈন্যের সঙ্গে যোগদান কর। যথেষ্ট কার্য্য হয়েছে। অর্দ্ধেক চিতোরীর সংহার করেছি। চ'লে এস, চ'লে এস।

[প্রস্থান।

(অজয়সিংহের প্রবেশ)

অজয়। কি দুঃখ! কি আক্ষেপ! এক জন সর্দ্দারের অভাবে আমি শত্রুগুলোকে নির্ম্মূল করতে পারলুম না! এক জন—এক জন—এ পার্ব্বত্য স্থানে কে কোথায় এক জন রাজপুত সেনানায়ক আছ, শীঘ্র এস আমার সমস্ত সঙ্গী সর্দ্দার প্রাণ দিয়েছে! আমি একা আছি—এক জনের অভাবে আমি শত্রু-সৈন্যকে বেড়াজালে ঘেরে মারতে পারছি না।

(অরুণসিংহের প্রবেশ)

অরুণ। খুল্লতাত! আমি আছি।

অজয়। তুমি! কে তুমি? অরুণসিংহ? তুমি আজও বেঁচে আছ?

অরুণ। খুল্লতাত! মৃত্যু হয় নি! কিন্তু মরণ আমার ভাল ছিল। আমি মরণের চেয়ে সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করতে, অনুতাপানলে দগ্ধ হ'তে বেঁচে আছি। আমাকে আদেশ কর, আমি অবশিষ্ট সৈন্যের ভার নিয়ে এ যুদ্ধে তোমার সহায়তা করি।

(বাদলের প্রবেশ)

বাদল। অজয়সিংহ! আমি আছি।

অজয়। এই যে, এই যে, শীঘ্র এস—অর্দ্ধেক সৈন্যের ভার গ্রহণ ক'রে তোমাকে শত্রু সংহার করতে হবে। পার্ব্বত্য দেশ পার হবার পূর্ব্বে, যেমন ক'রে হ'ক, তাদের শেষ করা চাই।

বাদল। বেশ, এখনই চল!

অরুণ। খুল্লতাত! আমি?

অজয়। রাণার আদেশ ভিন্ন আমি তোমার সাহায্য গ্রহণ করিতে পারি না।

অরুণ। চিতোরের এ বিপদে আমি যোগ দিতে পারব না?

অজয়। আমি এর উত্তর দেবার অধিকারী নই।

বাদল। কে ও অরুণ সিংহ! ভাই, তুমি?

অজয়। সিংহলী বীর! কথা কইতে চাও ত কথা কও, আর চিতোর রক্ষা করতে চাও ত চক্ষের পলক ফেলবার অবকাশ গ্রহণ ক'র না—আমার সঙ্গে এস।

বাদল। চল।

[অজয় ও বাদলের প্রস্থান।

[অরুণের অবনত মস্তকে উপবেশন]

(রুক্মার প্রবেশ)

রুক্মা। কি গো। মাথায় হাত দিয়ে বসলে যে!

অরুণ। কে ও, কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা। হাঁ, গোলমাল শুনে, তুমি ব্যাপারটা কি জানতে এলে, তা পথের মাঝে এমন ক'রে মাথা গুঁজে ব'সে রইলে কেন? এ কি গো, তুমি ব'সে কাঁদছ?

অরুণ। কৃষ্ণা! বৃথাই আমি বাপ্পারাওয়ের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলুম! আমি বংশযোগ্য কোনও কাজ করতে পারলুম না।

কৃষ্ণা। কি করতে চাও? চুপ ক'রে রইলে কেন?

অরুণ। কি বলব?

কৃষ্ণা। বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? আমার জন্ত যদি তুমি কাজে বাধা পাও, তা হ'লে তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর না কেন? তুমি রাজার ছেলে, তুমি আমার সঙ্গে বনে বনে ঘোর, এটা আমার ভাল দেখায় না।

অরুণ। কৃষ্ণা! তাতেও যদি দেশের কাজ করতে পারতুম, তা হ'লে তোমার হাত দু'টি ধ'রে তোমার মত প্রিয় সামগ্রীর কাছ থেকেও আমি জন্মের মতন বিদায় গ্রহণ করতে পারতুম! কিন্তু কৃষ্ণা, তাতেও আমার পাপক্ষয় হয় না—আমি নির্ব্বাসিত! আত্মীয়বন্ধুরও ঘৃণার পাত্র!

কৃষ্ণা। আমায় বুঝিয়ে বল দেখি, ব্যাপার কি? কিসের গোলমাল জেনে এলে?

অরুণ। জেনেছি—শত্রু এসে চিতোর আক্রমণ করেছে। তাদের সঙ্গে চিতোরীর খান্দোয়ানা গিরি-পথে যুদ্ধ বেধেছে!

কৃষ্ণা। তার পর?

অরুণ। আমার খুল্লতাত কুমার অজয়সিংহ সেই জন্ত কোনও চিতোরী বীরের সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন। শুনে সাহায্য করতে ছুটে এলুম। কিন্তু নির্ব্বাসিত ব'লে খুল্লতাত আমার সাহায্য গ্রহণ করলেন না। সেই যে বালককে আমার সঙ্গে বনে দেখেছিলে, সেও সেই কথা শুনে এইখানে এসেছিল। খুল্লতাত তাকে সঙ্গে নিয়ে চ'লে গেলেন। সে বালক আমার বাল্য-সখা। সেও আমার পানে ফিরে চাইলে না! কৃষ্ণা, বড় অপমান! আমার আর বাঁচবার ইচ্ছা নেই।

কৃষ্ণা। বড়ই অপমান—আমারও মর্মচ্ছেদ হয়ে গেল! আমারও বাঁচবার ইচ্ছা নেই।

অরুণ। এ অপমানের জ্বালা সহ্য করার চেয়ে মরা ভাল।

কৃষ্ণা। বড় অপমান! আমার জন্মই তোমাকে এই অপমান সহ্য করতে হ'ল! আমি হতভাগী সে দিন তোমাকে যদি সঙ্গে ক'রে না আনতুম।

(রাহুলের প্রবেশ)

রাহুল। মেয়ে-জামাই যে অন্ধকারে বেরুলো, তা কোন্ চুলোয় গেল?

কৃষ্ণা। কে ও, বাবা এলি?

রাহুল। এই যে, এখানে দু'জনে কি গুজগুজ করছিস?

কৃষ্ণা। বাবা! আমরা প্রাণ রাখব না।

রাহুল। কেন রে?

কৃষ্ণা। না বাবা! প্রাণে আর সুখ নেই।

রাহুল। কেন রে? মাঝখান থেকে প্রাণটার ওপর রাগ হয়ে গেল কেন?

কৃষ্ণা। তোর জামাইয়ের বড় অপমান করেছে।

রাহুল। কে অপমান করলে?

কৃষ্ণা। কি গো—কি হয়েছে, বল না।

অরুণ। আর বলব না।

রাহুল। আমার আত্মীয়স্বজনের ভেতর কেউ?

কৃষ্ণা। তারা করবে কেন? তারা কি এমন হীন? করেছেন ওঁরই আত্মীয়—কাকা। শত্রু এসে চিতোর আক্রমণ করেছে, সেই জন্ত খান্দোয়ানার পাহাড়ে লড়াই বেধেছে। তোমার জামাই দেশের জন্ত লড়াই করতে চেয়েছিল, ওঁর কাকা ঘৃণা ক'রে ওঁকে তাড়িয়ে দিয়েছে, সাহায্য নেয় নি! বলে তুমি নির্ব্বাসিত।

রাহুল। এই! তাই বল। তাতে অভিমান কি? জন্মভূমি ত রাজার একার নয়। জন্মভূমি রক্ষা করা রাজা প্রজার সমান অধিকার। তোমার আত্মীয়েরা তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেছে, তাতে তাদের কাছে তোমার যাওয়াই অন্যায় হয়েছে। কেন? আমরা গরীব হয়েছি ব'লে কি ম'রে গেছি? যুদ্ধের প্রয়োজন হয়, আমার ত আত্মীয়স্বজন আছে, তাদের আমি ডেকে দি। যাও, তাদের নিয়ে লড়াই যাও। তুমি আমার বনভূমের রাজা। তোমার প্রজারা হাসতে হাসতে তোমার জন্ত প্রাণ দেবে।

কৃষ্ণা। তবে আবার কি, ওঠ।

রাহুল। বা বেটী, তোর ভাইদের খবর দে। আমি ডঙ্কা দি। এস বাপ্! দেশের জন্ত প্রাণ দিলে যদি তোমার অপমানের প্রতিশোধ হয়, এস, আমরা সবাই মিলে তোমার জন্ত প্রাণ দি।

তৃতীয় দৃশ্য

ভীমসিংহের কক্ষ

পদ্মিনী ও মীরা।

(নেপথ্যে—রণকোলাহল)

পদ্মিনী। মা মীরা! যা বলেছিলুম, তাই হ'ল! ধ্বংসরূপিণী চিতোরে এসে এমন সোনার চিতোর ধ্বংস করলুম!

মীরা। ও কথা ব'ল না মা! তুমি সর্ব্বৈশ্বর্য্য-ময়ী সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়ী। কমলার প্রাণ তোমার ঐ কমনীয় মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। দেবতার বাহনীর জ্ঞানে রাণা তোমাকে চিতোরের মন্দিরে আবাহন ক'রে এনেছিলেন। জয়লক্ষ্মীজ্ঞানেই মুসলমান সম্রাট তোমাকে চিতোরের বুক থেকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে। তোমার জন্য চিতোরী প্রাণ দেবে, এ ত চিতোরীর সৌভাগ্য! ও সব কথা মুখেও এনো না মা। সুখে মরতে চলেছি, আমাদের মরতে দাও। এখন আদেশ কর, আমরা কি করব? সমস্ত পুর-বাসিনী নববেশ-ভূষিতা হয়ে, বরণডালা মাথায় নিয়ে অগ্নিকুণ্ড সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তারা নবরাজ্যে গিয়ে তাদের অগ্রগামী স্বামীদের বরণ করবে।

পদ্মিনী। একবার মাত্র রাণার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

মীরা। কিন্তু আমার আর অপেক্ষা সইল না—রাণার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল না!

(নেপথ্যে—জয়-জয়-জয়-জয়-জয়)

পদ্মিনী। রাণা এসেছেন—রাণা এসেছেন! ঐ চিতোরী সৈন্যের উল্লাস কোলাহল।

(নেপথ্যে—রাণা—রাণা—ওই রাণা)

ঐ শোন মা! ঐ শোন, রাণার জয়ধ্বনিতে গগনমার্গ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে!

মীরা। মুখ রাখ মা ভবানী—মুখ রাখ!

পদ্মিনী। রাণার মর্য্যাদা রাখ মা! রাণার মর্য্যাদা রাখ।

(ভীমসিংহের প্রবেশ)

ভীম। রাণি!

পদ্মিনী। কি সংবাদ রাজা? রাণার সংবাদ কি?

ভীম। রাণা এসেছে—কিন্তু রাণি! বড় অসময়—এসে ফল হ'ল না। দুরাত্মা সম্রাট, নগর-প্রাচীর ভেঙে নগরে প্রবেশ করেছে। অসংখ্য সৈন্য নিয়ে দুর্গ ঘেরেছে। শত্রু অসংখ্য—রাণার সৈন্য মুষ্টিমেয়। পরিণাম কি বুঝতে পারছি না। দুর্গপ্রাচীরের বাহিরে ভবানী-মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রান্তরে দুই দলে ভীষণ সংগ্রাম বেধেছে। কিন্তু রাণি। অনন্ত শত্রু-সৈন্য-সাগরে মধ্যে রাণার সৈন্য ডুবে গেল!

মীরা। খুল্লতাত! রাণা কি সমরশায়ী হ'লেন?

ভীম। আর ত তাকে দেখতে পেলুম না মা! দেখবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলুম। দেখতে না পেয়ে, শেষে সংবাদ দেবার জন্য চ'লে এসেছি।

পদ্মিনী। তা হ'লে আমরা প্রস্তুত হই?

ভীম। প্রস্তুত হও। আমি দুর্গ প্রবেশে বাধা দিতে নিযুক্ত আছি। শুধু তোমাদের সংবাদ দিতে এসেছি। দাঁড়াতে পারলুম না—তোমাদের কর্ত্তব্য তোমরা স্থির কর। আমি চললুম—আর বুঝছি, এই চলাই আমার শেষ। (নেপথ্যে—রণশঙ্খ) দুর্গদ্বারে শত্রু চেপেছে! আত্মরক্ষা কর—জয় একলিঙ্গের জয়! মা চিতোর-সম্রাজ্ঞী! আর এখানে নয়, সকল সখীকে সঙ্গে নিয়ে সমবেতকণ্ঠে তোমরা উপর থেকে চিতোরের উপর আশিস্ বর্ষণ কর—বল মা! যেন চিতোরের রাজবংশ ধ্বংস না হয়।

[প্রস্থান।

মীরা। রক্ষা কর ভবানী—রক্ষা কর।

পদ্মিনী। রক্ষা কর শঙ্কর! রক্ষা কর! এস এস চিতোরকুললক্ষ্মী! যে যেখানে আছ, এস, পবিত্র জহরব্রত ল'য়ে চিতোরকে আশীর্ব্বাদ করবার সময় এসেছে। পবিত্র অগ্নিবহ্নি—আশীর্ম্মুখী হয়ে, কোটি বাহু বিস্তার ক'রে সবাইকে বিশ্বপতির চিরাধিষ্ঠিত দেশে ব'য়ে নিয়ে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়েছে।

মীরা। স্বামি-পুত্র আমাদের সমরানলে আত্মাহুতি দিতে ছুটেছে। এস, আমরা তাদের কল্যাণে, দেশের কল্যাণে, সর্ব্বানলে আপনাদের আহুতি দিই।

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দির প্রাঙ্গণ।

আলাউদ্দিন।

আলা। তিন তিনবার আক্রমণ আমার ব্যর্থ হ'ল। সংহার ক'রে ক'রেও শত্রুর শেষ হ'ল না!

একেবারে মুহূর্তে শক্র সকল মূর্ত্তি ধ'রে রক্তবীজের মত আমাকে গ্রাস করতে এল। আর আমার কিছু নেই। শুধু রাজকুমার কয়টি অবশিষ্ট। এ ক'টিকে মৃত্যু-মুখে পাঠিয়ে কি চিতোর-রাজবংশ ধ্বংস করব? কি কর্ত্তব্য কিছুই ত স্থির করতে পারছি না! এদিকে আমি সৈন্যের অভাবে চরণ থাকতেও চরণহীনের মত ভবানীর আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে আছি, ওদিকে দুর্গমধ্যে রাণা ভীমসিংহ সমস্ত পুরবাসিনীদের নিয়ে বন্দী, শক্র জীবনে দুর্গদ্বার আক্রমণ করেছে। হাজার হাজার বাদশার সৈন্য, এদিকে আমার প্রতিরোধ করবার জন্য দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে।

(নেপথ্যে শব্দ)

ঐ দুর্গদ্বার ভেঙ্গে গেল! ঐই দেখতে দেখতে জহরব্রতের আগুন জ্বলে উঠল! মা ভবানি! আমি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম! না, এ দৃশ্য আর দেখতে পারি না। ক্ষত-বিক্ষত দেহের যন্ত্রণা, এ মর্ম্ম-যন্ত্রণার তুলনায় অতি তুচ্ছ।

(মস্তক অবনত করিয়া উপবেশন)

নেপথ্যে। ময় ভুঁখা হোঁ—

লক্ষ্মণ। এ কি ভীষণ দৈববাণী! দৈববাণী না স্বপ্ন!

(ছায়ামূর্ত্তির প্রবেশ)

ছা-মূ। ক্ষুধা—বড় ক্ষুধা।

লক্ষ্মণ। কে তুমি?

ছা-মূ। আমি চিতোর-রক্ষিণী মাতৃকা।

লক্ষ্মণ। এমনি ক'রে কি তুমি চিতোর রক্ষা করছ?

ছা-মূ। বড় ক্ষুধা।

লক্ষ্মণ। সমস্ত চিতোরটাকে খেয়েও তোমার ক্ষুধা মিটল না!

ছা-মূ। আমার অযোধ্যা—জন্মভূমি যদি রাখতে চাস ত শ্রেষ্ঠ পুষ্প পূজা দে—রাজপ্রাণ বলি দে।

লক্ষ্মণ। তা হ'লে চিতোর রক্ষা হবে? যথার্থই যদি চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী মা হ'স, তা হ'লে ঠিক বল্—আমি এখনি আত্ম-প্রাণ বলি দি।

ছা-মূ। যদি চিতোরের দ্বাদশ রাজকুমার এক এক ক'রে শত্রুর সম্মুখে গিয়ে, তার অসিতে মুণ্ড দিয়ে আমার পূজা দেয়, তবেই চিতোর রক্ষা হবে।

লক্ষ্মণ। রক্ষা হবে?

ছা-মূ। মূর্ত্তি ফিরবে।

লক্ষ্মণ। একাদশ রাজকুমার অবশিষ্ট—তার মধ্যে এক জন নির্ব্বাসিত। আর আছি আমি।

ছা-মূ। যথেষ্ট।

লক্ষ্মণ। সব গেলে, চিতোর ভোগ করতে রইবে কে?

ছা-মূ। অবিশ্বাস! ময় ভুঁখা হোঁ—

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। অপরাধ হয়েছে মা! ফের ফের।

ছা-মূ। (নেপথ্যে) ময়—ভুঁখা হোঁ।

লক্ষ্মণ। তাই ত! চিতোরই যদি গেল, তা হ'লে আমাদের প্রাণে আর প্রয়োজন কি?

(অজয়সিংহের প্রবেশ)

অজয়। মহারাণা—মহারাণা!

লক্ষ্মণ। এই যে ভাই এসেছ! শুনলে?

অজয়। কি মহারাণা?

লক্ষ্মণ। এই মৃত্যু-যবনিকাবৃত প্রান্তরে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী—ক্ষুধার্ত্তা—কাতর কণ্ঠে আমার কাছে কি নিবেদন ক'রে গেল শুনলে না?

অজয়। না, কিছুই ত শুনতে পাই নি!

লক্ষ্মণ। 'ময় ভুঁখা হোঁ' ব'লে অবশিষ্ট বাপ্পা-রাও বংশধরগণকে তার ক্ষুধার খর্পর পূরণ করবার নিমন্ত্রণ ক'রে গেল। সঙ্গে তোমার আর কেউ আছে?

অজয়। নেই বললেই হয়—যারা চিতোরে পৌঁছেছে, তারা অর্দ্ধমৃত।

লক্ষ্মণ। বেশ হয়েছে। তাদের বিশ্রাম দাও—তুমি এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বাদল, অরুণ ও কমলার প্রবেশ)

বাদল। ভাবনা কি? দুর্গমুখে যাবার সুগম পথ পেয়েছি—নে কমলা, তোর ভাইদের খবর দে।

কমলা। দেখ বাবা! যেন মান থাকে, শত্রু আনে—

বাদল। হ'ক না—আমরা জিনেছি—হারে কোথা যাব, যারি—এমন সুবিধের অন্ধকার—তুই কি যা না চ'লে যা—তোর ভাইদের খবর দে।

অরুণ। দেরী ক'র না কমলা, দেরী ক'র না—ঐই দেখ, দুর্গমধ্যে অগ্নিশিখা আকাশ মুখে ছুটেছে—জানি না, কি সর্ব্বনাশ হ'ল।

বাদল। চ'লে চল—

(বাদল ও সংচরগণের প্রবেশ)

বাদল। ভাই সব—সহর জনশূন্য—কেবল কেল্লা

হবে প্রভু। বাদশা কেল্লা দখল করেছে—রাণাকেও খুঁজে পাচ্ছি না, অজয়সিংহকেও দেখতে পাচ্ছি না—তাঁদের সৈন্য, অপরাপর রাজকুমার, কারও কোন খবর নেই—বোধ হয় মরেছে! সুতরাং দুর্গ আমাদের দখল করতেই হবে। কেউ থাক, না থাক—কেল্লা দখল আমাদের করতেই হবে।

সকলে। কেল্লা দখল আমাদের করতেই হবে।

বাদল। দেখ ত রাজকুমার, কারা বন্যা করতে করতে আসছে। আওয়াজে চিতোরী ব'লে বোধ হচ্ছে।

বাদল। যদি মরি, কেল্লার ভিতরে মরব—বাইরে নয়!

অরুণ। কে তুমি?

বাদল। তুমি কে—আরে কেও ভাই? অরুণ! —পালাচ্ছ না কি?

কৃষ্ণা। পালাও তুমি—আমরা একুলে পালাতে জানি না!

বাদল। ঝগড়া নয়—ঝগড়া নয়—

কৃষ্ণা। তুমি আমার স্বামীর অপমান করেছ।

বাদল। কেল্লা দখল ক'রে যদি বাঁচি, তখন এসে আর একবার করব।

অরুণ। তুমি অগ্রে দখল করবে?

বাদল। একটু পরে দেখতেই পাবে!

অরুণ। বেশ, তাই ভাল—চল দেখা যাক, কে আগে দখল করে।

সকলে। চল—চল—জয় একলিঙ্গের জয়—জয় ভবানীর জয়।

[সকলের প্রস্থান।

(অজয় ও লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ)

অজয়। দোহাই বাবা! আমাকে আদেশ করুন,—আমার আর সব ভাইদের সঙ্গে আমিও মাতৃমন্দিরে আত্মবলি প্রদান করি। আদেশ দিন বাবা—আদেশ দিন।

লক্ষ্মণ। তা দেব না। আমি চিতোরের রাণাবংশ লোপ হ'তে দেব না। রাণার সেবায় রাণাই থাকবে, অন্যের হ'তে দেব না। এই নাও, আমার মুকুট নাও। নিয়ে কৈলোয়ারের গিরিদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ কর। তুমিই এখন হ'তে মেবারের রাণা।

[প্রস্থান।

অজয়। তবে যাও বাবা! মৃত্যুমন্দিরের দ্বারে পা দিয়েছ—আর একটু পরেই নিয়তির কবাট রুদ্ধ হ'য়ে তোমাকে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। তোমার আদেশ কখন লঙ্ঘন করি নি, এ সময়ও করতে পারলুম না। তবে এ মুকুট আমার নয়—আমি রাণার ভৃত্য—রাণাবংশধরের জন্য এ মুকুট তুলে রাখলুম। অরুণসিংহকে জীবিত দেখেছি—আমি তার সন্ধানে চল্লুম।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

তোরণ।

দুর্গদ্বারে বাদল—প্রাচীরোপরি কৃষ্ণা ও অরুণ।

বাদল। ভাঙো—দরজা ভাঙো। যেমন ক'রে পার ভাঙো। হুঁসিয়ার, অরুণী যেন না আগে প্রবেশ করতে পারে। তারা মই সংগ্রহ করেছে, পাঁচিল উঠতে চলেছে। এখনি আমাকে হারিয়ে দেবে। পারলে না—এখনও পারলে না!

কৃষ্ণা। তাহলে—তাহলে—নেমে পড়—নেমে পড়—আমি খড়্গ হাতে দাঁড়িয়ে আছি। যে শত্রু তোমার পেছনে আসবে, তারেই সংহার করব। নেমে যাও—নেমে যাও জয় ভবানী, জয় ভবানী।

বাদল। ওই সেই বুনোর মেয়ের উল্লাস শব্দ! দরজা ভাঙো ভাই, দরজা ভাঙো।

সৈন্য। হ'ল না, হ'ল না। হাতী মাথা দিয়ে ফিরে গেল।

বাদল। পারলে না—পারলে না? তা হ'লে আমি বুক দিই, তোমরা প্রাণপণে আমার পিঠে আঘাত কর। ঠেলো—ঠেলো।

সৈন্য। দোহাই প্রভু!

বাদল। ঠেল নরাধম! ঠেল ঠেল। ভবানীর দিব্য, আমার মর্যাদা রক্ষা কর। জয় ভবানীর জয়—

অরুণ। জয় ভবানীর জয়।

কৃষ্ণা। জয় ভবানীর জয়—(অবতরণ) (দ্বার উন্মোচন)

বাদল। ভাই! আমি আগে। (পতন ও মৃত্যু)

অরুণ। না ভাই, আমি আগে। (নেপথ্য হইতে মুসলমান সৈন্য কর্তৃক শরাহত) কৃষ্ণা! কৃষ্ণা! (পতন ও মৃত্যু)।

ষষ্ঠ দৃশ্য

দুর্গাভ্যন্তর।

(সৈন্যগণের প্রবেশ)

১ম সৈন্য। ওরে বাবা! শুধু রাণা নয়—রাণী। আর না, পালা পালা—'ময় ভূঁখা হোঁ' সব খেলে, পালা।

২য় সৈন্য। জল্‌জলে চোক, লক্‌লকে জিব, কড়-কড়ে দাঁত, লগবগে হাত—বাপ! কি চেহারা!—পালা।

(নেপথ্যে—ময় ভূঁখা হোঁ)

সকলে। পালা—পালা।

(পলায়ন)

(পাঠনরাজের প্রবেশ)

পাঠন। আগুন—আগুন—দাউ দাউ দাউ আগুন জলেছে—একে আগুনের আঁচ, তাতে সতীর দেহের আঁচ—বাপ! এ আগুনের তাপ সহ্য করা আমার কর্ম্ম নয়।

(আলাউদ্দীনের প্রবেশ)

আলা। কোথায় যাও পাঠনরাজ। এস, চিতো-রের সিংহাসন গ্রহণ কর।

পাঠন। এসে জাঁহাপনা—এসে! এখন যত আঁচ—কাঠের সিংহাসন ছাই হবে, সোনার সিংহাসন গ'লে যাবে, হীরে-জহরাত উপে যাবে, এসে জাঁহাপনা—এসে।

(পলায়ন)

আলা। হে ঈশ্বর! এ আমাকে কি দেখালে? স্বর্গের জ্যোতি নির্ব্বাপিত করতে গেলে নরকধারে প্রবাহিত হয়, শাস্ত্রে শুনেছিলুম—চক্ষে দেখি নি। তোমার কৃপায় আজ দেখলুম। আমার ভবিষ্যৎ-বাসের জন্য যদি ভীষণ নরকেরও সৃষ্টি ক'রে থাক, তাতেও আমার আর আক্ষেপ নাই! এ স্মৃতি যদি সেখানে নিয়ে যেতে পারি, তা হ'লে সে স্মৃতির সুখস্পর্শে নরকের যন্ত্রণা আর অনুভবে আসবে না। এই অঙ্গরাজ! জয় রাও! আর ধন্য তোমরা রজঃবাহিনি!

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। নিষ্ঠুর সম্রাট! এ কি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করলে?

আলা। নসীবন! দেখছ? কি সুন্দর দৃশ্য! শুধু অগ্নি দেখলে? আর কিছু দেখলে না? সেই প্রজ্জ্বলিত অনল-শিখা গিয়ে চেপে, এক একটি দেব-বালা নিজ নিজ স্বামীর হাত ধ'রে শত শত পরী-পরিবেষ্টিতা রাশি রাশি স্বর্গীয় ফুলবিভূষিতা হয়ে কোন্ দেবরাজ্যে চ'লে গেল।

নসী। নরপিশাচ! না না—এল না! নারকীয় সকল নামে তোমাকে সম্বোধন করব ব'লে ছুটে আসছিলুম, কিন্তু কথা মুখে এল না। নিষ্ঠুর! সতীর এ কার্য্য দেখে, এই অপূর্ব্ব শিক্ষা পেয়ে তোমাকে আর আমি কিছু বলতে পারলুম না। যাও, ধ্বংসের কোথায় কি অবশিষ্ট রেখেছ—নিঃশেষ কর।

আলা। আর কিছু নেই নসীবন। সব শেষ করেছি, চিতোর ধ্বংস করেছি আর কিছু নেই নসীবন। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! ক্রুদ্ধ হও না নসীবন! জান্তে আমি নিষ্ঠুর হয়েছিলুম, জান্তে আমি শক্তিমান্, ক্রূর, ক্রোধী হয়েছিলুম, তাইতে জগৎ এ অপূর্ব্ব দৃশ্যে কল্পনার চক্ষুকে চরিতার্থ করলে! কি অদ্ভুত, কি রোমহর্ষণ!—অথচ কি সুন্দর!

নসী। হা ঈশ্বর! এ কার সঙ্গে কথা কচ্ছি? এ কে?

আলা। আমহীনে বল্‌বে সয়তান। কিন্তু যে জানা, সে ঈশ্বরের অংশ বলবে। আয়েষাদিগের অগ্ন্যুৎপাতে চক্ষের পলকে লক্ষ লোকের ধ্বংস হয়, করে কে? যে করে—আমি তার অংশ।

নসী। কিছুমাত্র তোমার প্রাণে অনুতাপ এল না?

আলা। কিছু না। আমার দেহের ধ্বংস হবে, আমার খিলিজী বংশের বিলোপ হবে, কিন্তু এই যে কীর্ত্তিটাকে চিরদিনের জন্য জীবিত রেখে গেলুম, তাতে আমার অনুতাপ করবার কি আছে?

নসী। কীর্ত্তি আর কি রইল সম্রাট! রাণাবংশ ধ্বংস।

আলা। মিছে কথা। খুঁজে দেখ, কোথাও না কোথাও আছে। নিশ্চয় আছে! এ কীর্ত্তির ধ্বংস হ'তেই পারে না, নিশ্চয় আছে।

[উভয়ের প্রস্থান

(লক্ষণসিংহের প্রবেশ)

লক্ষণ। জগদম্! দয়া ক'রে আমাকে চিতোরের দ্বারে বাঁধা রেখে মরতে দাও। আর কিছু চাই না। এ কি? সহস্রবার চেষ্টা ক'রেও যে দুর্গ-দ্বারের কাছে

আমি উপস্থিত হ'তে পারি নি, সে যায় উদ্ধার করলে কে ?"

(কন্যার প্রবেশ)

কন্যা। পিতা ! আমার স্বামী ও বাদল।

লক্ষণ। তাই ত—তাই ত—এ কি ?—এ কি ?—মায়াবিনী রাক্ষসী ? বাদল—বাদল—অরুণ—অরুণ ! মায়াবিনী রাক্ষসী ! আমাকে মিথ্যা বাক্যে প্রতারিত ক'রে আমার বংশ নির্ম্মূল করলি ! অরুণ পিতার আদেশ পালন করতে মৃত-দেহে চিতোর-ভূমি স্পর্শ করেছে ! রে রাক্ষসী ! কোথায় আছিস, আমার একটী বংশধর ফিরিয়ে দে।

(ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব)

ছায়ামূর্ত্তি। দিয়েছি রাণা—পত্রবধূকে রক্ষা কর। তার পবিত্র-গর্ভে বাপ্পারাওয়ের বীর বংশধরকে লুকিয়ে রেখেছি। সেই পুত্র হ'তে আবার চিতোরের মুখ উজ্জ্বল হবে। তোমাদের পবিত্র নামে চিতোর জয়যুক্ত হ'ল। চিতোরী বীরের এই আত্মবলিদানে মহাপুত্র ভারত অমর হ'ল। আজিকার রক্তে হিন্দু-স্থানের ভবিষ্যৎগগন অরুণ রেখায় রঞ্জিত হ'ল।

(অন্তর্দ্ধান)

রাণা। চৈতোরার দুর্গে তোমার পুত্রবধু—মা ! সেথায় যাও। আশীষ দাও।

যবনিকা-পতন

খাঁজাহান

(নাটিকা)

[দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত ।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

সাজাহান	...	দিল্লীর সম্রাট ।
খাঁজাহান লোদী	...	মালবের সুবেদার ।
আজিমত লোদী	...	ঐ পুত্র ।
নারায়ণ রাও	...	ঐ ভূতপূর্ব্ব দেওয়ানপুত্র ।
মহাবৎ খাঁ	...	মোগল সেনাপতি ।
দারাজী	...	ঐ মাতুল ।
আসফ	...	সম্রাটের উজীর ।
খোদাদাদ দরিয়া	}	খাঁজাহানের সৈন্যাধ্যক্ষদ্বয় ।

ওমরাওগণ, মোগল ও পাঠান সৈন্যগণ, ভীলসৈন্যগণ,
প্রতিহারী, সেবিকা, ভৃত্য, চর ইত্যাদি ।

স্ত্রী

গুলনারা	...	খাঁজাহানের বেগম ।
রিজিয়া	...	ঐ কন্যা ।
সোফিয়া	...	মহাবতখাঁর কন্যা ।

সোফিয়ার সখীগণ, বাঁদীগণ ইত্যাদি ।

খাঁজাহান

প্রস্তাবনা

(গীত)

অভিমানে অভিমানে দেখা-শোনা।
অভিমানে হ'ল কথা বোঝা গেল না॥
হ'তে গেলেম আপনার
পেলেম হাসি যাতনার
অভিমানে মুখপানে চাওয়া হ'ল না॥
পিয়াস মিটেছে চাঁদ
মাঝে বাধা অভিমান
মিলনের স্থতিভরা গান।
মিলন-বিরহে বাঁধা বিধাতার ছলনা।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উদ্যান।

সোফিয়া ও মহাবৎ।

সোফিয়া। হাঁ পিতা! আজকে তোমার হঠাৎ ক্রোধ হচ্ছে কেন ?

মহা। দক্ষিণের সুবেদার খাঁজাহান লোদী আগরায় আস্‌ছেন।

সোফিয়া। সে আপনার এক জন শত্রু না ?

মহা। এক সময় তিনি আমার পরম বন্ধু ছিলেন। যে দিন থেকে আমি সাজাহানের পক্ষাবলম্বন করেছি, সেই দিন থেকেই আমি তাঁর শত্রু হয়েছি।

সোফিয়া। এখন ত আবার মিত্রতা হবে ?

মহা। সাজাহানের সঙ্গে মিত্রতা হ'তে পারে, কিন্তু আমার সঙ্গে আর হ'তে পারে না।

সোফিয়া। কেন পিতা ?

মহা। স্নেহ একবার ভঙ্গ হ'লে পুনর্ব্বার মিত্রতার [illegible] মিলন আসে না।

সোফিয়া। এই ত বল্লেন, বাদশার সঙ্গে মিত্রতা হ'তে পারে।

মহা। বাদশার সঙ্গে তাঁর মিত্রতা বাধ্য হয়ে। সেখানে পরস্পরের, স্বার্থ সম্বন্ধ। আমার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বে স্বার্থ ছিল না।

সোফিয়া। বাদশার সঙ্গে তাঁর শত্রুতা কেন ?

মহা। সম্রাট তাঁকে রাজবংশোদ্ভব ব'লে স্বীকার কর্‌তে চান না। নবাবকে নীচবংশোদ্ভব ব'লে প্রচার করেছেন। এতেই সম্রাটের উপর নবাবের মর্মান্তিক ক্রোধ! আর আমি তাঁর পক্ষাবলম্বন করেছি ব'লে আমারও উপরে মর্মান্তিক অভিমান।

সোফিয়া। তাঁর অভিমান যুক্তিসঙ্গত।

মহা। কি করব, সাম্রাজ্যের অবস্থা বুঝে আমাকে সাজাহানের পক্ষ অবলম্বন কর্‌তে হয়েছিল।

সোফিয়া। আপনাদের পুনর্ম্মিলন কি হ'তে পারে না ?

মহা। মুখের মিলন হ'তে পারে, কিন্তু তাঁর প্রকৃতি যেরূপ আমি জানি, তাতে সে মিলনও অসম্ভব। নবাব দারুণ অভিমানী, সংগ্রামে অকুতোভয়, অতুলনীয় বীর, কেবল এক অভিমানই তাঁর উন্নতির পক্ষে অন্তরায়। তাঁরই মন্ত্রণের জন্ত, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের সহায়তা করেছিল ব'লে তাঁর চিরপ্রিয় বিষ্ণু দেওয়ান তৎকর্তৃক অপদস্থ ও তাড়িত হয়েছে।

নেপথ্যে। হট্ যাও, ভাগো ভাগো।

মহা। মা, এখান থেকে স'রে যাও ত, কে এক জন লোক প্রহরীর বাধা অগ্রাহ্য ক'রে এই দিকে আস্‌ছে। দেখছি উন্মাদের মতন। শীঘ্র ওই কুঞ্জান্তরালে আত্মগোপন কর।

[প্রস্থান।

(নারায়ণের প্রবেশ)

নারা। বন্দেগি সেলাম।

মহা। কে আপনি ?

নারা। চিনতে পারছেন না ?

মহা। না।

নারা। আমি খাঁজাহানের ভূতপূর্ব দেওয়ানপুত্র।

মহা। কে ও, নারায়ণ রাও ?

নারা। আজ্ঞে হাঁ জনাবালি।

মহা। এ কি তোমার বেশ ?

নারা। সবই ত শুনেছেন।

মহা। তোমার পিতা ?

নারা। তিনি নেই।

মহা। নেই ?

নারা। অপমানে, মনস্তাপে, দারিদ্র্যে তিনি অরণ্যমধ্যে দেহত্যাগ করেছেন।

মহা। সে কি ? সম্রাট্ তাঁকে জায়গীর দিয়ে সম্মানিত করবার জন্ম আমার প্রতি পরোয়ানা পাঠিয়েছেন।

নারা। আর জায়গীর কাকে দেবেন। পিতা বনে একরূপ অনাহারেই জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছেন।

মহা। মূর্খ দাম্ভিক নবাব বুঝতে পারলে না। তোমার পিতা বিচক্ষণ নীতিজ্ঞ। তিনি বুঝেছিলেন, দুর্দ্ধর্ষ শাজাহানকে পথ ছেড়ে দিয়েছিলেন। নইলে আমরা দখল তাঁর বোধ হ'ত না। তবে বিনা রক্তপাতে যে কার্য্য সাধন হ'ত, সেই কার্য্য নিষ্পন্ন করতে অনেক রক্তপাত হ'ত। সে কথা যাক, আমি তোমার পিতার অন্বেষণে লোক পাঠিয়েছিলুম ? সম্রাটও রাজনকে পুরস্কৃত করবার জন্ম ব্যাকুল হয়েছিলেন। তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে। চল, তোমায় বাদিশার কাছে নিয়ে যাই। তিনি তোমাকে দেখলে আলিঙ্গন করবেন।

নারা। সম্রাটের সঙ্গে দেখা করব না।

মহা। সে কি, দেখা করবে না কেন ? তোমার পিতার নামে দত্ত জায়গীর তুমি গ্রহণ কর।

নারা। না, জনাবালি, আমি জায়গীর গ্রহণ করতে আসি নি। আমার পিতা সম্রাটের কার্য্য ক'রে যখন ভিখারীর বেশে নির্ব্বাসনে বনে দেহত্যাগ করেছেন, তখন সে জায়গীর আমি গ্রহণ করব না। সম্রাটের সঙ্গেও দেখা করব না।

মহা। তবে আমার কাছে কি করতে এসেছ।

নারা। আমি খাঁজাহান লোদীর উপর পিতার অপমানের প্রতিশোধ নিতে এসেছি। মৃত্যুর পূর্ব্বে পিতা আমার মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন। সেই জন্ম আমাকে ব'লে যান যে, সঙ্কল্প স্থির করবার আগে একবার আপনার কাছে উপদেশ নিতে। তাই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

মহা। বেশ, জায়গীর না নাও, বাদশার মনসবদারি গ্রহণ কর।

নারা। দোহাই জনাবালি, ও অনুরোধ করবেন না।

মহা। আমার কাছে তুমি প্রতিবাদ করছ, কিন্তু সম্রাট্ তোমাকে নিতে আদেশ করলে তুমি না বলতে পারবে না।

নারা। আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি, সম্রাটের সঙ্গে দেখা করব না।

মহা। আমি যে বাধ্য করব। তোমাদের সন্ধান নিতে আমার প্রতি সম্রাটের আদেশ। যখন সন্ধান পেয়েছি, তখন সম্রাটের সহিত দেখা না করিয়ে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি না। তুমি আমার সঙ্গে এস।

নারা। কোথায় যাব, জনাবালি ?

মহা। আমার উদ্যানে আজকের মত বিশ্রাম কর। কাল তোমাকে সম্রাটের সভায় উপস্থিত করব।

নারা। জনাবালি, আমাকে মাপ করুন, আমি আপনার আশ্রয়ে আতিথ্য গ্রহণ করতে পারব না।

মহা। বুঝেছি। আমি আর মহীপৎ নই, মহাবৎ। ব্রাহ্মণকে আতিথ্য দানের অধিকার থেকে আপনাকে বঞ্চিত করেছি। কে আছ ?

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ)

তুমি নব-হিন্দু।

(প্রহরীর প্রস্থান।

নারা। হিন্দু প্রহরীর প্রয়োজন কি ?

মহা। আমার মাতুল মানাজী মহারাজের কাছে আপনাকে প্রেরণ করব। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু।

নারা। আমাকে পথ ব'লে দিন, প্রহরীর প্রয়োজন কি ? আমি নিজেই যাচ্ছি।

মহা। আমি তোমাকে হাত ছাড়া করতে সাহস পাচ্ছি না।

নারা। তা হ'লে প্রহরী কি করবে ? জনাবালি, আমি যদি থাকতে না চাই, আপনার প্রহরী কি আবদ্ধ ক'রে রাখতে পারবে ?

মহা। বেশ, ইচ্ছা করলেও যাতে পালাতে না পার, তার ব্যবস্থা করছি। তোমাকে রমণীর প্রহরায় নিক্ষেপ করছি। সোফিয়া !

নারা। সোফিয়া কি ?

মহা। সোফিয়া আমার কন্যা। সেই তোমাকে আমার মাতুলের কাছে নিয়ে যাবে। সোফিয়া ! লজ্জার প্রয়োজন নাই—আড়াল। শীঘ্র এস।

(সোফিয়ার প্রবেশ)

নারা। এ অন্যায় আদেশ করবেন না

অন্যাথাপি। আমি বলছি, আপনার মাতুলের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করব।

মহা। বেশ! তা হ'লে এই সম্মুখস্থ উদ্যান ভেদ ক'রে উদ্যানের অপর পার্শ্বে যে অট্টালিকা, সেইখানে গমন কর।

[নারায়ণের প্রস্থান।

গোফিয়া। কি আদেশ, পিতা?

মহা। প্রয়োজন হ'ল না, তথাপি বিশ্বাস নাই। যাও ত মা, খবর নাও ত! ঐ ব্রাহ্মণপুত্র তোমার পিতামহের গৃহে গেল কি না।

গোফিয়া। উনি কে?

মহা। পরে জানতে পারবে, এখন যুবকের অনুসরণ কর।

[মহাবতের প্রস্থান।

গোফিয়া। তাই ত, কে এ ব্রাহ্মণপুত্র? আমাকে দেখলে না। আমার চিত্র সৌন্দর্য্য দেখবার জন্য চারিজন খাঁ'দাদা লালায়িত, এ ব্রাহ্মণপুত্র আমায় দেখলে না!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাটীর সম্মুখ।

দাদাজী।

দাদাজী। (স্বগত) দিন-ক্ষণ না দেখে বাড়ী থেকে বেরুনো, ফল তার যাবে কোথায়? কেন যে ম'রতে দেশ ছেড়ে আগরায় এলুম, কিছুই বুঝতে পারছি না। সমস্ত দুনিয়াটা ঘুঁ দিয়ে উড়িয়ে এলুম, শেষকালটা কি না আগরায় এসে জমাট বেঁধে গেলুম! কেন যে এলুম! আগুনে ছিল বাপা প্রতাপের ভাইপো—সগরজির বেটা, হ'ল কি না মহাবৎ খাঁ! আমি দেখতে এসে আটকে গেলুম। আর ত বেরুবার উপায় দেখতে পাই না। একটা মুসলমানীর প্রেমাকর্ষণে আমারও প্রাণটা খাঁ খাঁ করছে। গোফিয়ার স্নেহ ভুলতে পারছি না। এ যে বিষম দায় হ'ল!

(নারায়ণের প্রবেশ)

নারা। আপনারই নাম দাদাজী মহারাজ?

দাদাজী। না বাবা।

নারা। তিনি কোথায়?

দাদা। তিনি এখন গোরের ভিতরে স্থির হয়েছেন।

নারা। স্থির হয়েছেন কি! তিনি দেহত্যাগ করেছেন?

দাদা। দেহ আছেন। আর শুধু আছেন না, অনেকটা স্থান দখল ক'রেই আছেন। তবে তিনি খোলস বদলেছেন।

নারা। আমি আপনার কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি না। আমি দাদাজী মহারাজের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করতে এসেছি। মহাবৎ খাঁ তাঁর কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন।

দাদা। তুমি কি তাই?

নারা। আমি দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ। আমি মহাবতের গৃহে আতিথ্য গ্রহণে অশক্ত হ'লে তিনি তাঁর মাতুল দাদাজী মহারাজের নাম নির্দ্দেশ করেছেন।

দাদা। মহাবতের গৃহে অতিথি হ'তে অশক্ত? তা হ'লে তুমি কেমন ক'রে তার মাতুলের ঘরে অতিথি হবে?

নারা। শুনলুম, তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু।

দাদা। ভুল শুনেছ, তার স্পর্শ দোষ ঘটেছে।

নারা। আপনার কথার ভাবে বোধ হ'চ্ছে, আপনিই দাদাজী মহারাজ।

দাদা। এক সময় ছিলুম, এখন দাদু খাঁ।

নারা। তা হ'লে এখানেও অতিথি হ'তে পারলুম না?

দাদা। যদি জাতির অভিমান রাখতে চাও, তা হ'লে থাকতে বলতে পারি না। যদি না রাখতে চাও, তা হ'লে এস অতিথি, আমাকে কৃতার্থ কর।

নারা। দাদাজী মহারাজ, আপনাকে অভিবাদন করি, আর থাকতে সাহস করলুম না।

দাদা। সাহস না করাই কর্ত্তব্য।

নারা। তা হ'লে আপনাকে—

দাদা। কি ব'লে অভিবাদন করবে ভাবছ? আমি ত তাই, আর দাদাজী নই—দাদু খাঁ।

নারা। তা হ'লে সেলাম ক'রে বিদায় হই।

দাদা। সেলাম, তাই সেলাম।

[নারায়ণের প্রস্থান।

মহাবত যখন বাবুদের ছেলেকে আমার কাছে অতিথি করতে পাঠিয়েছে, তখন নিশ্চয় তার মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে। এই যুবক

পুরুষের মধ্যে মধ্যে যদি সেই সুন্দরী যুবতীটি থাকেন, আর সেই মধুর কণ্ঠস্বরে বামুনের ছেলের সে সঙ্গে কিঞ্চিৎ বাক্যালাপ করেন, তা হ'লে হয় ত তার তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর কি, ব্রাহ্মণসন্তানকে আশ্রয় দিয়ে আমি কি তার জাতি-নাশের কারণ হব? আর আমারই বা তাকে গৃহে রাখবার অধিকার কি? কে আমি? আমি মহাবংশে যত্নে পালিত, তার কন্যার স্নেহে সঙ্কুচিত। ...দের পোশাক কালিমায় বিস্ফারিত। বিপক্ষীর কল অবজ্ঞা পেয়ে শুধু রাজপুত্রের নামটি মাত্র নিয়ে আছি। যাও ব্রাহ্মণ, আমি তোমাকে আর গৃহে স্থান দিতে পারলুম না।

(সোফিয়ার প্রবেশ)

সোফিয়া। দাদাজী!

দাদা। হাঁ—দাদাজীর অনুমান মিথ্যা নয়—ঠিক ধরেছ। দাদাজী ব'লে চুপ করলে কেন, দিদিমণি?

সোফিয়া। দাদাজী!

দাদা। দাড় খাঁ, দাড় খাঁ। তুমি কি আর দাদাকে দাদাজী দেখেছ আমার কি খেয়ে খাঁ ক'রে ফেলেছ। চারিদিকে কি দেখছ?

সোফিয়া। আপনার কাছে এক জন ব্রাহ্মণ বালক আসে নি? তাকে পিতা আপনার কাছে পাঠিয়েছিলেন

দাদা। আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

সোফিয়া। করেছেন কি? পিতা তাকে নিজের গৃহে রাখতে পারলেন না ব'লে, আপনার কাছে সে পাঠিয়ে দিলেন!

দাদা। তোমার পিতার যেমন বুদ্ধি, তিনি রাখতে পারলেন না, আমি কেমন করে রাখ্‌বো?

সোফিয়া। কেন দাদা, আপনি ত হিন্দু।

দাদা। কিন্তু আমি-মজ্জায় তোমার রূপ প্রবেশ করেছে। আমার হিন্দুয়ানি ভেসে গেছে। বিবি-সাহেব, আমি বামুনের ছেলের জাত মারতে সাহস করলুম না।

সোফিয়া। অন্যায় করেছেন। পিতা এ কথা শুনে বড়ই দুঃখিত হবেন।

দাদা। তিনি দুঃখিত হবেন ব'লেই আমি আগে থেকে দুঃখিত হ'লুম।

সোফিয়া। পিতা তাকে ছাড়বেন না স্থির করে-ছিলেন।

দাদা। তা হ'লেই ঠিক হয়েছে। সেই জন্য আমি তাকে স্থান-ছাড়া করেছি।

সোফিয়া। কেন?

দাদা। তোমার পিতার মতলব ভাল ছিল না। সে বামুনের ছেলের জাতিটা খাবার যোগাড়ে ছিল।

সোফিয়া। আমাকে দিয়ে না কি, দাদাজী?

দাদা। তোমাকে দিয়ে।

সোফিয়া। কি ক'রে?

দাদা। কি ক'রে বুঝে দেখ—তুমি বুদ্ধিমতী। যেমন তোমার খঞ্জন নয়নে ঈষৎ অপাঙ্গ-ভঙ্গে দর্শন, অমনি চক্ষের নিমিষে ব্রাহ্মণের মস্তকটি প্রবলবেগে ঘূর্ণন। তার পরেই বিদ্যুৎগতিতে উদরমধ্যে গমন।

সোফিয়া। পাগল হ'লেন দাদাজী! সম্রাট-পুত্র যাকে পাবার জন্য লালায়িত, সে কি একটা ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ-পুত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে?

দাদা। সম্রাটপুত্র লালায়িত?

সোফিয়া। এক জন নয়, চারি জনই লালায়িত, (দাদাজীর হাস্য) হাসচ যে? তুমি কি মনে করেছ যে, আমি তোমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলছি?

দাদা। মিথ্যা বল্‌বে কেন? তবে এই ভেবে হাস্‌ছি যে, এত খদ্দের, আপনাকে বেচবে কাকে?

সোফিয়া। যে বেশী দর দেবে। নিলামের দর, যে শেষ দর দিতে পারবে, তাকেই আমি আত্ম-সমর্পণ করব।

দাদা। শেষ দরটা কি ধার্য্য করেছ?

সোফিয়া। আগরার সিংহাসন।

দাদা। কোন্ পাকাদা কি দিতে চেয়েছে?

সোফিয়া। দারা সুজিদানের কবিতা দিয়েছে, সুজা কাঞ্চিদানের জান দিয়েছে, আরাদিব কোরা-ণের বয়েৎ দিয়েছে, আর মোরাদ সুরাব দুনিয়া লিখ দিয়েছে।

দাদা। কে দিতে পারবে বুঝেছ?

সোফিয়া। তা বুঝতে পারছি না।

দাদা। তা বুঝতে পারবেও না। আমি বুঝতে পারছি। সেটা পাগলে কিন্তু বুঝতে পারবে না। যে দিতে পারবে, তার বাক্যের ভিতর থেকে আমি তার সাম্রাজ্য দেখ্‌তে পাচ্ছি। কিন্তু দিদিমণি, সে তোমাকে সিংহাসন দেবার প্রলোভন দেখাবে, কিন্তু দেবে না।

সোফিয়া। কেন?

দাদা। তুমি যতই কেন সুন্দরী হও না, হও না কেন তুমি মুসলমানী, তুমি রাজপুত্রী। সে সম্রাট হ'লে কখনই তোমাকে সিংহাসনের অর্দ্ধেক ভাগে স্থান দেবে না।

সোফিয়া। কে সে, দাদাজী?

দাদা। পরে বল্‌ছি। এরা তোমাকে দেখেছে?

সোফিয়া। দেখে নি। কিন্তু তারজন্যেই দেখ্বার জন্য ব্যাকুল হয়েছে।

দারা। দেখা দিও না। যদি শান্তি তোমার চরম লক্ষ্য হয়, তা হ'লে একেবারেই দেখা দিও না। যদি সিংহাসন লক্ষ্য হয়, তা হ'লে এখন দেখা দিও না।

সোফিয়া। কি বল্লে আর একবার বল।

দারা। তোমার অন্তর আমার কথায় প্রতিধ্বনি দিয়েছে, সুতরাং আর বল্ব না।

সোফিয়া। তাই ত। আমি কি চাই? আমি ত শান্তি চাই।

দারা। তুমি কেন—তুমি চাও, আমি চাই, দুনিয়ার সকল জীব ঐ একটি মাত্র বস্তুর ভিখারী। তারই জন্য প্রতাপ আজীবন বনে বাস করেছে। শক্ত সিংহ বাদশার দাসত্ব গ্রহণ করেছে। আবার রণক্ষেত্রে ভ্রাতার জীবন রক্ষা করতে জাহাঙ্গীরের সঙ্গ ত্যাগ করেছে। তোমার পিতা মুসলমান হয়েছে, তুমি সিংহাসন পাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছ, আর আমি তোমার ঝোঁকের আকর্ষণে এখানে পীরের দরগায় গড়াগড়ি খাচ্ছি।

সোফিয়া। বেশ, শান্তির লোভেই ত সিংহাসন। সিংহাসনে যদি শান্তি নাই, তা হ'লে তাতে আমার প্রয়োজন কি? না হ'লে দয়া করে শুন দাদাজী, সম্রাট-পুত্রদের মধ্যে কার দরখাস্ত মঞ্জুর করি।

দারা। (হাস্য) প্রেমের আদালতে হাকিমী! বল কি দিদিমণি, দরখাস্ত মঞ্জুর করবে! দরখাস্ত-কারীকে কি দেবে?

সোফিয়া। আমার অগাধ ভালবাসা তাকে দান করব।

দারা। তা হ'লে দু'দিন অপেক্ষা কর, আমি তোমার ভালবাসাকে পরীক্ষা করি।

সোফিয়া। কেন, আমার ভালবাসাতে কি সন্দেহ আছে?

দারা। ভালবাসায় সন্দেহ নেই, তা হ'লে আমার সেই মধুর বনভূমি ছেড়ে, তোমার এই কটকটে অট্টালিকায় খাটে মুখ গুঁজে প'ড়ে থাক্ব কেন? তবে তোমার ভালবাসা তেঁতুলে কি মিঠে, সেটা এখনও পরীক্ষা করি নি।

সোফিয়া। যদি তেঁতুলে হয়?

দারা। তা হ'লে বড়ে মিঞাকে দান কর।

সোফিয়া। আমীরজাদে?

দারা। হাঁ, তাকে। বাদশার পুত্র অত ধার্ম্মিক—সে তেঁতুলে প্রেম পাবার উপযুক্ত। যদি মিঠে হয়, তা হ'লে মুরাদকে দান কর। সে দুনিয়া নিতে চেয়েছে। দুনিয়া কি, সে জানে না, তাই নিতে চেয়েছে। তাকে একটু মিঠে ভালবাসার আস্বাদ দিলে, দুনিয়াটা যে কি বস্তু, তা সে বুঝতে পারবে।

সোফিয়া। যদি মধুর হয়?

দারা। (হাস্য) মধুর! মধুর! কি বললে দিদিমণি, মধু?

সোফিয়া। হাঁ দাদাজি। যদি মধু হয়?

দারা। বেশ, বেশ, তা হ'লেও বল্ছি। যদি কেঠো মধু হয়, তা হ'লে দারাটাকে দান কর। কেঠো কবির কবিতায় একটু ঝাঁজ হবে। যদি ডেঁপো মধু হয়, তা হ'লে সুজাটাকে দিয়ে দাও। কেন না, তার অনেক কান। তার দুই একটা কানে হুল ফোটা দরকার। আর যদি চিটে মধু হয়, তা হ'লে আমাকে দাও। মনটা এখনও থাকে থাকে বাড়ী যাবার জন্য পিড়িং পিড়িং করে। সে শালা তোমাতে জড়িয়ে থাক্।

সোফিয়া। আর যদি ফুলের মধু হয়?

দারা। (হাস্য) ফুলের মধু? ফুলের মধু! তা হ'লে আকাশে বাতাসে বিলিয়ে দাও। যে চায়, সেও পাবে, আর যে না চায়, সেও পাবে

সোফিয়া। চায় না এমন লোক আছে? বল কি দাদাজী? তোমার নাতিনীকে চায় না, এমন লোক দুনিয়ায় আছে?

(নারায়ণের প্রবেশ)

নারা। দাদাজী মহারাজ! আমি একটা কথা আপনাকে বল্তে ভুলে গেছি। জনাবালি মহাবত খাঁ সাহেবের কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছিলুম, আপনার নিকট আতিথ্য গ্রহণ করব, তা যখন হ'ল না, তখন আপনি আমীর সাহেবকে বল্বেন, আজ সন্ধ্যায় আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রব।

দারা। বেশ, বল্ব।

নারা। বহুত আচ্ছা, সেলাম।

দারা। সেলাম।

[নারায়ণের প্রস্থান।

দারা। কৈ দিদিমণি, দেখলে না ত?

সোফিয়া। তাই ত দাদাজি। এ কি অন্ধ? দেখতে জানে না, না—দেখলে না?

দারা। সে কি? ব্রাহ্মণ দেখতে জানে না? জ্ঞান চক্ষু দিয়ে সে দর্শন করে। তোমায় দেখেছে কি না দেখেছে, জানি না। যদি না দেখে থাকে,

হ'লে সোফি বিবি-সাহেব, তোমার এ বাদশা-জাদার রূপ ব্রাহ্মণ-চক্ষে দেখবার উপযুক্ত নয়।

সোফিয়া। তাই ত, দু' জনার দেখা হ'ল, তবু ব্রাহ্মণ দেখলে না? এ কি উপায়? এক মুহূর্ত্তের জন্য তার দৃষ্টি এই রূপে স্থির হ'ল না!

খাজা। ভাবছ কি বিবিমণি? ভাবনা কি, হলো কি, ব্রাহ্মণ-পুত্র তোমায় না দেখে, আমি তোমায় দেখছি। উঁকুড়ে দেখছি না, চিনে দেখছি—খুবই দেখছি। তোমার রূপরাজ্যে যদি আমার স্থান হ'ত, তা হ'লে বুঝতুম, তোমার রূপ অপার। ও আছে সোফিয়া, বাদশাজাদীর এখনও রূপকে তুচ্ছ করবার হৃদয় আছে।

সোফিয়া। (হাস্য) তাই ত খাজাজী, দেখলে না? এ রূপ দেখবার জন্য হিন্দুস্থানের সমস্ত আমীর ওমরাও লালায়িত, দর্পণে প্রতিবিম্বিত যে রূপ দেখে আমি নিজেই মুগ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকি, সে রূপ ব্রাহ্মণ দেখলে না! যদি দেখেও না দেখে থাকে, তা হ'লে এ রূপ ব্রাহ্মণের চক্ষে ত বড় মলিন।

খাজা। বড় মলিন।

সোফিয়া। ব্রাহ্মণ কি সুন্দর!

খাজা। দারুণ।

সোফিয়া। কিন্তু চোক দু'টো কি কালো!

খাজা। বেজায়।

সোফিয়া। তাই বুঝি দেখতে পেলে না।

খাজা। ঠিক, তাই বুঝি দেখতে পেলে না!

সোফিয়া। বস্, বুঝতে পেরেছি।

খাজা। বস্, আমিও ঠাওর করেছি।

তৃতীয় দৃশ্য

গুল্‌নেয়ার।

গুল্। বাঁদী, একবার এ দিকে আয় ত।

(বাঁদীর প্রবেশ)

বাঁদী। হুকুম বেগম-সাহেব!

গুল্। খবর নে ত নবাব কোথায়। আগরায় পদার্পণ-মুখে একবার মাত্র তাঁকে দেখেছিলুম। তার পর সন্ধ্যা হ'তে চল্‌ল, এখনও পর্য্যন্ত তাঁর দেখা পেলুম না। আগরায় কি এমন মোহিনী শক্তি যে, সমস্ত দিনের মধ্যে তিনি একবার মাত্রও আমাকে দেখবার অবকাশ পেলেন না।

বাঁদী। অবশ্য বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছেন, তাই আস্‌তে পারেন না।

গুল্। এমন কি বিশেষ কাজ। যুদ্ধে রাজ-কার্য্য ফেলে তিনি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমার সঙ্গে দেখা করেন, আর এখানে এমন কি কাজে ব্যস্ত, সারা-দিনের মধ্যে এক লহমার জন্য আমাকে দেখবার অবকাশ হ'ল না?

বাঁদী। সম্রাট্ দেখা দিতে কি বেগম-সাহেব?

গুল্। সম্রাট্ কি? না থাক্। দেখি কতক্ষণ আমায় না দেখে থাকতে পারেন।

বাঁদী। আমার বোধ হয় বহু ওমরাও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। তিনি তাদের ফেলে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারছেন না।

গুল্। তা সত্য। তবু তাঁর অন্ততঃ এক লহমার জন্য আমাকে দেখতে আসা উচিত ছিল।

বাঁদী। নিজের অবস্থা দেখেই আপনি তাঁর অবস্থা বুঝে দেখুন না বেগম-সাহেব। কত ওমরাও-পত্নী আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে এসেছে। এই সময়ের মধ্যে বাঁদীদের সঙ্গে কথা কইতে কত অবকাশ পেয়েছেন?

গুল্। বুঝতে পারছি, অন্দরে আসা তাঁর একান্ত অসাধ্য হ'য়েছে। তথাপি আমি মনকে প্রবোধ দিতে পারছি না। আমি ওমরাও-পত্নীদের সঙ্গে মুখে কথা কয়েছি। কিন্তু সমস্ত ক্ষণ মনে মনে তাঁর বিষয় ধ্যান করেছি। বাঁদী! আমি আগরায় এসে কাঁপছি।

বাঁদী। কেন বেগম-সাহেব?

গুল্। দারা আমার বড় অভিমানী। বাদশার সঙ্গে তাঁর পূর্ব্বের সম্বন্ধ ভাল ছিল না। যদি তাঁর মর্য্যাদার সামান্য মাত্র ত্রুটি হয়, তা হ'লে তিনি যে মর্ম্মবেদনায় ব্যথিত হবেন, আমি ভিন্ন আর কেউ তা অনুভব করতে পারবে না। আর কেউ তাঁকে সান্ত্বনা দিতে পারবে না। সেই জন্য আমি আগরায় এসেছি। নতুবা তাঁর সহায়স্বরূপ হয়ে সমস্ত পরিবার নিয়ে আগরায় আসা আমার প্রয়োজন ছিল না।

বাঁদী। সম্রাট্ তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছেন, অমর্য্যাদা হবে কেন বেগম-সাহেব?

গুল্। না হবার ত প্রত্যাশা করেছি, তবু মন প্রবোধ মানছে না। ভাল, আজিমৎও ত দেখা করতে পারত! সে-ও এলো না কেন? সে বালক এমন কি কার্য্যে ব্যস্ত? আগরার ওমরাওদের সঙ্গে তারও কি এমন কাজ পড়েছে যে, মায়ের সঙ্গে এসে একবার দেখা করতে পারলে না?

(আজিমতের প্রবেশ)

আজি। এই যে এসেছি, মা!

গুল্। সমস্ত দিন কোথায় ছিলে?

আজি। কোথায় ছিলুম, এক কথায় তা কেমন ক'রে বলব, মা? সারাদিনের মধ্যে আগরার কোথায় যে না গেছি, তা বলতে পারি না। মা, দুনিয়ায় বুঝি এমন সহর আর নেই! নীল যমুনার পার্শ্বে নানা বর্ণের সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা বুকে ক'রে আগরা যেন আসমানী শাড়ীপরা স্বর্গের পরীটির মতন দুনিয়ার মালিকের সেবা করবার জন্য চুপটি মেরে ব'সে আছে। দেখে মনে হ'ল, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারে অঙ্গ সাজিয়েও তার সাধ মেটে নি। তাই কোন অজানা দেশ থেকে একছড়া নীল পদ্মের মালা আনিয়ে সোনার আগরা সেটিকে কণ্ঠে ধারণ করেছে। এ সহরের এক একটা স্থান ভাল ক'রে দেখতে গেলে, বোধ হয়, এক জীবনে কুলিয়ে ওঠে না। তাই সমস্ত দুপুর এক একবার চোক বুলিয়ে চ'লে এসেছি। কিন্তু তা করতেও আমার সন্ধ্যা হ'য়ে গেল।

গুল্। শুধু কি সহরের দৃশ্যই দেখে এলে আজিমৎ;—সহরের মানুষ দেখলে না?

আজি। মানুষ আবার কি রকম দেখব, মা?

গুল্। তুমি যে মহাত্মার পুত্র, তাতে তোমার দৃশ্য না দেখে মানুষ দেখাই প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। তা তুমি কেন করলে না?

আজি। আমি বালক, আমি মানুষের কে, কি, কেমন ক'রে বুঝব? দুনিয়ার মানুষ আগরা সহরে জড় হয়েছে।

গুল্। বালক বটে, কিন্তু এই বয়সেই এই আগরায় তোমাকে বাদশার পল্টনের মনসবদারী করতে হবে, তা জান?

আজি। মনসবদারী?—আমাকে? তা এখানে ক'রব কেন?

গুল্। তোমার পিতার ইচ্ছা।

আজি। পিতার ইচ্ছা!

গুল্। হাঁ, তোমার পিতাও এক সময় এখানে মনসবদারী ক'রে গিয়েছেন। তিনি বলেন, এখানে থাকলে বহু বীরের রণকৌশল দেখতে পাবার সম্ভাবনা।

আজি। সে কি মা? আমার পিতার যে রণ-কৌশল দেখেছে, তার আর অন্য বীরের রণকৌশল দেখবার প্রয়োজন হয় না।

(খাঁজাহানের প্রবেশ)

খাঁজা। আজিমৎ।

গুল্। এই যে—এই যে—নবাব! প্রতিপলেই যুগের যন্ত্রণা ভোগ করছিলুম। একবার মাত্র এসে কি বাঁদীকে দেখা দিতে পারলেন না?

খাঁজা। পারলে অবশ্যই আসতুম, বেগম-সাহেব। বহু ওমরাও হিন্দুস্থানের বহু স্থান থেকে আগরায় এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে দেখায় আদাব-প্রদান করতেই সমস্ত দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। তোমার কাছে আসা কি, জীবনে এই প্রথম তোমাকে স্মরণ করবারও অবকাশ পাই নি!

বাঁদী। কেমন, আমি ত আপনাকে বলেছি বেগম-সাহেব। দলে দলে ওমরাও হুজুরালির সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

গুল্। থাম্ বাঁদী—আমার কাছেও ত দলে দলে কত ওমরাও-গৃহিণী এসেছে, কই আমি ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও হুজুরালির চিন্তা পরিত্যাগ করতে পারি নি!

খাঁজা। এখনই বা আমার ফুরসৎ কই? আমি আজিমৎকে ডাকতে এসেছি। আজিমৎ! তুমি এখনই বাইরে যাও। সম্রাট তোমাকে হাজারী মনসবদারের সনন্দ পাঠিয়েছেন, তুমি গিয়ে সসম্মানে তা গ্রহণ কর।

গুল্। কেমন, কথা ফল্ল ত আজিমৎ!

আজি। আমাকে এখানে থাকতে হবে?

খাঁজা। সম্রাট আদেশ করলে থাকতে হবে বই কি। যাও, সম্রাট-প্রেরিত ওমরাও বাইরে বহুক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

[আজিমতের প্রস্থান।

গুল্। যা বাঁদী, শীঘ্র নবাব-সাহেবের বিশ্রামের বন্দোবস্ত কর্।

[বাঁদীর প্রস্থান।

খাঁজা। বিশ্রাম! কে করবে?

গুল্। কেন, এখনও কি ওমরাও আছে?

খাঁজা। ওমরাও নেই, চিন্তা আছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দরবার থেকে ফিরে না আসছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারছি না।

গুল্। কেন প্রভু, মর্য্যাদাহানির কি আশঙ্কা আছে?

খাঁজা। এখনও পর্য্যন্ত ত যথেষ্ট মর্য্যাদা।

নে কি, যা পাবার প্রত্যাশা করি নি, তাও পেয়েছি, তথাপি আশঙ্কা ঘুচছে না!

গুল। আপনি অন্যায় আশঙ্কা করছেন।

খাঁজা। তা হ'তে পারে! তবে কি জান বেগম-হেব, সন্দেহ করবার কারণ হয়েছে। বহু ওমরাও সম্রাট-সরকারের বহু পদস্থ ব্যক্তি আমাকে দেখা য়ে সম্মানিত ক'রে গেছেন, কিন্তু একটা আশ্চর্য্যের ষয় বেগম-সাহেব, আমার মিত্রের মধ্যে কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো না।

গুল্‌। কে এলো না?

খাঁজা। কেউ এলো না। বিশেষতঃ আমি সবং যাঁকে দেখবার প্রত্যাশা করেছিলুম।

গুল। সে মিত্রদ্রোহী। কোন্‌ মুখ নিয়ে সে আপনার কাছে আসবে?

খাঁজা। না বেগম-সাহেব, সে আমার পরম মিত্র। নদের ঘোরে আমরা ছাড়াছাড়ি হয়েছিলুম! এমন একটা সময়ের জন্য বসেছিলুম, যে দিন উভয়ের হৃদয়ের উত্তাপ আমরা শেষজীবনে মধুর মিলনের জ্ঞায় ডুবিয়ে দিতুম। বেগম-সাহেব! না আর ল না। আজ এলে হ'ত। এর পর এলে আর আমি তার সঙ্গে দেখা করব না। কেন সে এলো না? সে কি ইচ্ছা ক'রে এলো না! কিন্তু বাধা হয়ে সু-সম্মিলন-সুখ থেকে আমাকে বঞ্চিত করলে! টনা যা ঘটবার, তা ঘটবেই; তবু বেগম-সাহেব আমার মনে আশঙ্কা হচ্ছে!

(আজিমতের প্রবেশ)

আজি। পিতা, আমি ত মনসবদারী গ্রহণ করব না।

খাঁজা। কেন?

আজি। আমার পিতার দেওয়ানপুত্র নারায়ণ-ও পাঁচ-হাজারি মনসবদার হয়েছে। আমাকে তাঁর অধীনে কর্ম্ম করতে হবে?

খাঁজা। শুন্‌লে বেগম-সাহেব? তুমি প্রত্যা-খ্যান করেছ?

আজি। আমি কিছু বলি নি! আমি আপনার আদেশের অপেক্ষা করছি।

খাঁজা। এখনি চল, আমি তোমারই হয়ে প্রত্যা-খ্যান করছি। বুঝতে পেরেছি, ধূপে ধূপে আমার বক্ষে অপমানের ভার চাপাবে ব'লে ধূর্ত্ত মোগল সম্রাট আমাকে আগ্রায় নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছে।

[আজিমৎ ও খাঁজাহানের প্রস্থান।

গুল্‌। খোদাই জাঁহাপনা, অভিমান করবেন না, অভিমান করবেন না।

চতুর্থ দৃশ্য

খাঁজাহানের বাটীর সম্মুখ।

দরিয়া ও খোদাদাদ।

দরি। যে মোগল খাঁজাহান লোদীর বাটীর দ্বারে অতিথি হ'য়ে শুধু অপমান নিয়ে ফিরে এসেছে, সেই এখন হিন্দুস্থানের বাদশা। কুটীল শাজাহান, আমাদের মনিবের সে অপমান ভুলে গেছে মনে করেছ না কি?

খোদা। তা ব'লে কি নিমন্ত্রণ ক'রে বাটীতে এনে সকলের সাক্ষাতে অপমান করবে?

দরি। আমার বিশ্বাস তাই। তবে প্রকাশ্যে অপমান না করলেও করতে পারে। হয় ত এমন কৌশলে অপমান করবে যে, আমাদের মনিব ছাড়া সে অপমান আর কেউ বুঝতে পারবে না।

খোদা। তবেই ত মুস্কিল!

দরি। ঈশ্বর না করুন, আমি কিন্তু অবস্থা ভাল বুঝছি না। এত আদর, এত আড়ম্বর কেন? সম্রাটে যে আদর না পায়, সে আদর এক বন্য সুবে-দারের! বুঝতে পারছি না। মিঞা, এ আদরের পরিণাম কি! নিমন্ত্রিত হয়ে মনিব আমার সপরি-বারে আগ্রায় এসেছেন। বিপদ যদি ঘটে, তা হ'লে উপায় কি হবে মিঞা?

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। দরিয়া খাঁ এখানে আছেন?

দরিয়া। কে ও?

সৈনিক। আমি খাস পল্টনের জেমেদার।

দরিয়া। কি খবর?

সৈনিক। নবাব আপনাকে তলব করেছেন। লোক-লস্কর কত সঙ্গে এসেছে, বাদশা জানতে চেয়ে-ছেন। আপনি সমস্ত খবর জানেন ব'লে নবাব আপ-নাকে হিসেব দিতে বলেছেন। শীগ্গির চ'লে আসুন।

দরি। বুঝলে কি?

খোদা। ভয় কি ভাই, খোদা আছেন। আমাদের পাঁচ জন লোকের বেড়া কাটতে বাদশার পাঁচশো সেপাইকে মাটিতে দেহ রাখতে হবে। এই রকম তিন তিন শো বীরকে মারতে পারলে তবে ত নবাব।

দরিয়া। তুমি নির্ভাবনায় থাক। এর ভেতরে এক জনের প্রাণ থাক্‌তে বাদশা নবাবের গায়ে হাত দিতে পারবে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক—নিশ্চিন্ত থাক।

(খাঁজাহানের প্রবেশ)

খাঁজা। দরিয়া খাঁ।

দরিয়া। হুকুম জনাবালি। লোকলস্কর যা সঙ্গে এসেছে, এখনি কি তার হিসেব দেব?

খাঁজা। হিসেব পরে। এখন শীঘ্র একটা কার্য্য কর। ঐ দূরে এক ওমরাও আসছে দেখেছ; শীঘ্র ওকে এইখানে প্রত্যুদ্গমন ক'রে নিয়ে এস। যথেষ্ট সম্মান দেখাবে — ও ওমরাও ছদ্মবেশী। বাদশার দরবারে উজীরের সঙ্গে সমান আসন। হুঁসিয়ার, যেন সম্মানের ত্রুটী না হয়। আমি এখানে ছিলুম, এ কথা প্রকাশ ক'র না।

[দরিয়ার প্রস্থান।

খোজাদার। ওমরাও যেমন এখানে আসবেন, এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিপ্রায় জানাবেন, অমনি তাঁকে এইখান থেকেই প্রত্যাখ্যান করবে। বলবে, নবাব অসুস্থ। আজ আর বাহির্বাটীতে আসতে পারবেন না। যতই সুকৌশল দেখাক, তবু প্রত্যাখ্যান করবে।

খোজা। বুঝতে পেরেছি জনাবালি, উনি মহাবৎ খাঁ।

খাঁজা। মহাবৎ খাঁ। কিন্তু হুঁসিয়ার, সে যে পরিচিত, তা কোন লক্ষণে জানিও না।

[খাঁজাহানের প্রস্থান।

সৈনিক। ব্যাপারটা কি খোজাদার মিঞা?

খোজা। ব্যাপার বোঝার সময় নেই, বলবারও সময় নেই। মহাবৎ খাঁ আস্‌ছেন। নবাবের হুকুম, পালন করতেই হবে।

(দরিয়া ও মহাবৎ খাঁর প্রবেশ)

(সকলের অভিবাদন)

খোজা। হুকুম জনাবালি?

মহাবৎ। নবাবকে সংবাদ দাও যে, এক জন ওমরাও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।

খোজা। মাপ কর জনাবালি! আমার প্রভু সারাদিন ওমরাওদিগের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ক'রে, সন্ধ্যায় অসুস্থ হয়েছেন। আমাদের আদেশ দিয়েছেন, জনাবালিদের এই কথা নিবেদন করতে। খোদাকী মাপ হয়, আজ আর তিনি বাহিরে আস্‌তে পারবেন না।

মহা। তাঁর অসুস্থতার কারণ আমি বুঝেছি এবং সেই জন্যই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

খোজা। কে আপনি?

মহা। তাঁকে বল, তাঁর এক জন বন্ধু।

খোজা। এ দুনিয়ায় যিনি মানুষ, তিনি তাঁর বন্ধু। হুজুরালির নাম জান্‌তে চাই।

মহা। নাম না বল্‌লে দেখা হবে না?

খোজা। দেখা তাঁর একবারেই নিষেধ। তবে নাম জান্‌লে তাঁকে একবার নিবেদন করতে পারি।

মহা। বল, মোগল পল্টনের সেনাপতি।

খোজা। আজ্ঞে পদবী না বল্‌লে আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হ'তে পারব না। তিনি বলেছেন, স্বয়ং উজীর এলেও তাঁকে বহুমানে বিদায় দেবে।

মহা। আমার অনুরোধ, একবার তাঁকে সংবাদ প্রদান কর, আমি বিশেষ প্রয়োজনে তাঁর কাছে এসেছি।

[খোজাদের প্রস্থান।

দরিয়া। জনাবালি ততক্ষণ খাস-কামরায় বিশ্রাম করুন।

মহা। না, আর বিশ্রামের প্রয়োজন নেই, আমি উত্তরের প্রতীক্ষায় এইখানেই দাঁড়িয়ে রইলুম।

দরিয়া। মুলাকাৎ যদি না হয়, তা হ'লে জনাবালি আমাদের মালেকের উপর ক্রোধ করবেন না। বাস্তবিকই তিনি অসুস্থ।

মহা। দেখা হ'তেই হবে। কোথায় তাঁর অসুস্থতা আমি বুঝেছি। তাঁর অসুস্থতা দেহে নয়, মনে।

(খোজাদের প্রবেশ)

খোজা। জনাবালির নাম?

মহা। সেনাপতি বললে চলবে না?

খোজা। আজ্ঞে না জনাবালি! তিনি নাম জানতে চেয়েছেন।

মহা। নাম বল্‌লেই যে তিনি দেখা করবেন, তার স্থিরতা কি?

খোজা। কেবল তিনি এক জনের সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

মহা। কে তিনি?

খোজা। মহাবৎ খাঁ।

মহা। আমিই মহাবৎ খাঁ।

(খাঁজাহানের প্রবেশ)

খাঁজা। সেলাম জনাবালি! আপনিই এখন
গল সৈন্যের সেনাপতি! আপনার পদগৌরবে
মার আন্তরিক আনন্দ জ্ঞাপন করছি। আপনি
মার পুত্রকে যে পদগৌরব দান করেছেন, তাতে
রও বিশেষ আনন্দ জ্ঞাপন করছি। আপনি আমার
লাম গ্রহণ করুন।

মহা। সেই সম্বন্ধেই আমি আপনাকে নিবেদন
তে এসেছি। আপনার পুত্রকে মনসবদারী দানে
মার কোনও হাত ছিল না।

খাঁজা। মোগল সম্রাটের সেনাপতি! আপনি
মাকে এই অপারগতা জানাতে এসেছেন?

মহা। আমি বহুদিন থেকে রাজকার্যে অবসর
ণ করেছি।

খাঁজা। বেইমান বন্ধু! তুমি আমাকে ঘৃণিত
নতার কথা শুনাতে এসেছ কেন? শক্তিমান্
পপুত্র, ইমানত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তুমি যে সর্বশক্তি
রেছ, এ জ্ঞান আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে
মার দীন সঙ্গ ত্যাগ করলুম। ক্ষমা কর মহাবত,
র কখনও খাঁজাহান লোদীর সঙ্গে তুমি এখার
লাপ ক'র না।

মহা। লোদী! এত দম্ভ দেখিও না।

খাঁজা। তোমাকে দম্ভ দেখাই, সে অবস্থা
মার আর নেই মহাবত খাঁ। ঈশ্বর তোমায় অতুল
ক্ত দিয়েছিলেন। সে শক্তির অপব্যবহারে তুমি
দন ক্ষুদ্র কীটে পরিণত হয়েছ। এক সময়ের
শক্তিমান্ জাহাঙ্গীরের তকদীরমালী মোগল সেনাপতি,
জ আমি তোমাকে যুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী করতে লজ্জা
প করছি।

মহা। লোদী! আমি শীঘ্রই তোমার অবসান
ছি।

খাঁজা। হুঁসিয়ার বন্ধু, বেদাবীর প্রতিজ্ঞা যেন
দীর নাচওয়ালীর শপথে পরিণত না হয়।

মহা। বেশ বন্ধু, তোমার উপদেশ বহুমানে
ণ করলুম।

[মহাবত ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মহা। আই ত! এত অপমান! মূর্খ নবাব!
মি তোমার মঙ্গলার্থে তোমাকে হিতোপদেশ দিতে
ম, তুমি কতকগুলো লোকাদের সম্মুখে আমাকে
মান করলে? এখনও পর্যন্ত তোমার রক্তের
পান হ'ল না? হতভাগ্য, অপেক্ষা কর, যথার্থই
আমি বেদাবী হই, তা হ'লে আমার প্রতিজ্ঞা,
আমি শীঘ্রই তোমাকে কুমি-কীটের অবস্থায় পরিণত
করবো।

(দাদাজীর প্রবেশ)

দাদা। হাঁ হাঁ, প্রতিজ্ঞা ক'র না মহাবত খাঁ।

মহা। মাতুল, আপনি এখানে কি করতে
এলেন?

দাদা। তোমাকে বলতে এলুম। যদি রাজ-
পুত-রক্তের এখনও অভিমান রাখ, তা হ'লে অসম্ভব
প্রতিজ্ঞা ক'র না। যদি মুসলমানের অভিমান রাখ,
তা হ'লে অতিথি-নির্যাতনের কথা মনেও স্থান
দিও না।

মহা। মাতুল, আমি যখন উপদেশ চাইব, তখন
দিতে আসবেন, উপযাচক হয়ে উপদেশ দিতে এলে
আপনার মর্যাদা থাকবে না। আপনি এখনই এ
স্থান ত্যাগ করুন।

দাদা। স্থান ত্যাগ করব?

মহা। এখনই—কালবিলম্ব করবেন না।

দাদা। বস্! এই মাত্র মহীপৎ সিং, তোমার
পোষাক-পরিচ্ছদ। এত দিন পরে আবার আমি যে
দাদাজী, সেই দাদাজী।

পঞ্চম দৃশ্য

দরবার-গৃহ।

শাজাহান, আজফ ও রক্ষিগণ।

শাজা। উজীর! যাঁদের যাঁদের দরবারে নিমন্ত্রণ
করেছেন, তাঁরা সকলেই এসেছেন?

আজফ। একমাত্র মহাবত খাঁ আসেন নি।
অপর সকলে এসেছেন। যাদবের সুবেদার আসছেন,
সংবাদ পেয়েছি।

শাজা। মহাবত খাঁ এলেন না কেন?

আজফ। কেন, ঠিক বলতে পারছি না
জাঁহাপনা। তবে আমার অনুমান হচ্ছে, আপনি
যেরূপভাবে লোদীর অভ্যর্থনার আয়োজন করেছেন,
তা দেখে সেনাপতি ভয় করছেন, পাছে আপনি
দরবারে লোদীকে উচ্চাসন প্রদান করেন।

শাজা। উজীর! আপনার অনুমান যেন সত্য
হয়। আপনার কাছে আমি কখন মনের কোন
কথা গোপন করি নি। সর্বত্যাগী হিন্দুকে কোনমতেই
বিশ্বাস করবেন না। লোদী ও মহাবতে যত দিন
পরস্পরের প্রতি শত্রুতা অবস্থান করবে, তত দিনই
সাম্রাজ্যের মঙ্গল।

আজফ। তাতে আর সন্দেহই নেই। তবে যে কার্য্য আপনার অপারকতে আপনা আপনিই বিপন্ন হয়ে গেছে। মহাবৎ খাঁ লোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন, গিয়ে তৎকর্তৃক অপমানিত হয়েছেন। উভয়ে পরস্পরে চির-শত্রুতার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন।

সাজা। কৈ, এ কথা ত কেউ আমাকে বলে নি?

আজফ। আমিও অল্পক্ষণ পূর্ব্বে শুনেছি। বাঙ্গালী মহারাজের কাছে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাতে সংবাদ পেয়েছি। লোদী ও মহাবৎ খাঁর বিবাদ মেটাতে গিয়ে তিনি সেনাপতি কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হয়েছেন। অভিমানে বাঙ্গালী আগরা পরিত্যাগ করেছেন।

সাজা। তা হ'লে আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব নয়, আপনি ওমরাওদের আবাহন করুন।

(আজফের প্রস্থান।

(নর্ত্তকীগণের গীত)

গোপনে প্রেম আলাপন নিতু গোপনে হৃদয় খুলে।
গোপনে রচিনু যোজন মালা
(পিয়ার) গোপনে পরানু গলে॥
গোপনে বহিল ধীর সমীর
গোপনে বেষ্টিল লতা
মধু সঙ্গীতে পিক ইঙ্গিতে গোপনে কহিল কথা।
গোপনে সাধিনু পীরিতি কাজ
অবগুণ্ঠনে ঢাকিনু লাজ
বন নিকুঞ্জে বিজন পথে গোপনে আসিল চ'লে!
ঘরে এসে শুনি সব জানাজানি কে দিল কে 'বল ব'লে॥

(নারায়ণ রাও, ওমরাওগণ ও আজফের প্রবেশ—
আজফ কর্ত্তৃক সকলের আসন নির্দ্দেশ)

সাজা। দেব ব্রাহ্মণ! দুর্দ্দশার অবস্থায় তোমার পিতা আমার যে কার্য্য করেছেন, সমস্ত সাম্রাজ্য দিলেও সে ঋণ পরিশোধ হয় না। দাক্ষিণাত্যে বিপন্ন হয়ে যখন আমি খাঁজাহান লোদীর বাধ্য হই, তখন তিনি যদি আমায় স্থান না দিতেন, তিনি যদি আমাকে নানা বিপদ থেকে রক্ষা ক'রে আগরার পথে এগিয়ে না দিতেন, তা হ'লে আজ আমি কোথায় থাকতেম, কে বলতে পারে? তিনি তার জন্য খাঁজাহান লোদীর নিকট অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছেন। দেশ থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে অতি কষ্টে বনে বনে দিনযাপন করেছেন। শেষে বনেই অতি দুঃখের জীবন অবসান করেছেন। এ সর্ব্বত্যাগী কেমন ক'রে জানাব, তা বুঝতে পারছি না। তুমি আর আমাকে ঋণের চক্ষে অকৃতজ্ঞ দেখো না। আমি তোমাকে এই সমস্ত ওমরাওগণের সাক্ষাতে পাঁচহাজারী মনুসবদারী ও সর্দ্দারী দান করলুম।

নারা। সম্রাট! পিতা যে সময় আপনাকে বিপন্ন জেনে, কর্ত্তব্যবোধে আপনার কার্য্য করেছিলেন। আপনি সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হবেন, এ জেনে নয়। মৃত্যুকালে তিনি আমাকে পুরস্কার নিতে নিষেধ ক'রে গেছেন।

সাজা। পুরস্কার নয় ব্রাহ্মণ, যথাযোগ্য সম্মান আর সে সম্মানদানে আমার আনন্দ। তুমি কি আমাকে আনন্দ হ'তে বঞ্চিত করতে চাও?

আজফ। সর্দ্দার, জাঁহাপনার কথার প্রতিবাদ করবেন না।

নারা। ক্ষুদ্র কীটাণুকীট আমি, শক্তিমান জ্ঞানবান্ ভারতেশ্বরের কথার প্রতিবাদ করেছি, ক্ষমা করুন জাঁহাপনা। আমার সম্বন্ধে আপনার যে শা... অভিরুচি, আমি বহুমানে আনত মস্তকে গ্র... করলুম।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। জাঁহাপনা! খাঁজাহান লো... অপেক্ষায়।

সাজা। সসম্মানে তাঁকে নিয়ে এস।

(খাঁজাহান লোদীর প্রবেশ ও সম্রাটকে যথাবিধি অভিবাদন, জনৈক ওমরাওয়ের ...ভ্যুদ্গমন ও নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশনোদ্যোগ)

খাঁজা। সম্রাট! অধীনের সেলাম গ্রহণ করুন (নারায়ণকে দেখিয়া স্বগত) এ কি! নারা... রাও! আমার আদেশ অমান্য করেছিল ব'লে যা... আমি নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করেছি, তার পুত্র আমা... সঙ্গে এক সভায় আমারই সন্নিহিত আসনে উপ... এ যে দারুণ অপমান। এ অপমান কেমন ক'... সহ্য করি?

আজফ। নবাব সাহেব, নারায়ণ রাওয়ে... পার্শ্বস্থ আসনে উপবেশন করুন।

খাঁজা। জাঁহাপনার সম্মুখে উপবেশন, আ... বেয়াদবী মনে করি।

সাজা। (স্বগত) যথেষ্ট প্রতিশোধ। বহু বা... খাঁজাহান লোদীর উপর এ হ'তে আর কি প্রতিশো... নেব?

আজফ। না সর্দ্দার, উপবিষ্ট সম্রাট সম্মু... তাঁর আদেশে বসলে বেয়াদবী হবে না।

রাজা। না, আর বসতে পারছি না—পিতার প্রভু, আমার প্রভু—না, আর পারলুম না।

সীতা। জাঁহাপনা! এ কি আপনারই আদেশ?

আজম। এ কি নবাব সাহেব! দরবারে উনিই জাঁহাপনার বাদিন্দির, এটাও কি আপনি জানেন না?

রাজা। (উঠিয়া) উজীর সাহেব, আমি মহাত্মা মানসিংহের এক জন সামান্য ভৃত্যমাত্র। আমার সম্মুখে উঁকে আসনে উপবেশন করতে ব'লে উঁর অপমান করা হয়। (সীতারামকে অভিবাদন) কুমার, না জেনে অপরাধ করেছি, ক্ষমা করুন।

আজম। সম্রাটের আদেশে যে গৌরবান্বিত, সম্রাট স্বেচ্ছায় যাকে উচ্চস্থান প্রদান করেছেন, সে সম্রাট ভিন্ন আর কারও ভৃত্য নয়।

রাজা। অবশ্য, সম্রাটের কাছে গৌরব লাভ করেছি, আমার পরম ভাগ্য। কিন্তু আমার পূর্ব্ব-প্রভুর, আমার পিতার প্রভুর অপমান করতে আমার সাহস হ'ল না। নবাব, ক্ষমা করুন, গোলাম না জেনে এই কুকর্ম করেছে।

সীতা। না ব্রাহ্মণ। তুমি যথার্থই মহৎ, তোমার পার্শ্বে উপবেশন করলে তোমার পূর্ব্ব-প্রভুর গৌরবের কিছুমাত্র হানি হবে না। সম্রাট যখন তোমাকে সম্মানিত করেছেন, তখন তোমাতে আমাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। নিঃসঙ্কোচে আসন গ্রহণ কর। কর্ত্তব্যজ্ঞানে তোমার পিতাকে নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেম। কর্ত্তব্যপালনে সীতারাম দোষী কাহারও মুখাপেক্ষা করে না। সম্রাট! আমি সিংহাসনের দাস। আপনার সিংহাসনের মর্য্যাদা রাখতে, আমি সম্রাটের অমর্য্যাদা করেছি। বিপন্ন দেখেও নিজ রাজ্যে স্থান দিই নি। প্রভুভক্ত দেওয়ান সম্বর রায় আমার আদেশ অমান্য ক'রে আপনার সহায়তা করেছিল ব'লে তাকে পর্য্যন্ত অপদস্থ করেছি। আর আজ সেই আমি সিংহাসনের মর্য্যাদা রাখতে সম্রাটকে সেলাম দিতে এসেছি। জাঁহাপনা, যদি গোলামকে শাস্তির যোগ্য বিবেচনা করেন, শাস্তি দিন।

শাজাহান। সীতারামপদ্য কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মহাপুরুষ সীতারাম দোষীকে সহায় প্রাপ্ত হয়ে মোগল সাম্রাজ্যের বল শতগুণে বর্দ্ধিত হ'ল। আপনি আমার ভালবাসার পাত্র, শাস্তির নয়।

রাজা। জাঁহাপনা-হুকুম করুন, গোলাম বিদায় গ্রহণ করে।

[প্রস্থান।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। জাঁহাপনা! নবাবজাদা আজিমৎ দোষী।

শাজা। যথাযোগ্য সম্মানে এখানে নিয়ে এস।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

(স্বগত) ধান্মিক সীতারাম, তোমার কত অপমান শাজাহান মোগল কি এ জন্মে ভুলবে মনে করেছ? তোমার মহত্ত্ব প্রকাশিত করতেই আজ তোমার পার্শ্বে তোমার অপদস্থ দেওয়ানপুত্রকে আসন দিয়েছি। সকল ব্রাহ্মণ মহত্ত্ব দেখিয়ে আমার কার্য্য পণ্ড করলে ব'লে মনে কর না যে, তোমার লাঞ্ছনার শেষ হয়েছে। তুমি যতই দীনতা দেখাও, যত দিন না তোমার আচরণের প্রতিশোধ দিতে পারছি, তত দিন মহান ময়ূরসিংহাসনের আমার মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা হবে না। যেমন ক'রে হোক, তোমার গর্ব্ব চূর্ণ করব।

(আজিমৎ সহ প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। নবাবজাদা, এই স্থান থেকে সম্রাটকে কুর্ণিস করুন।

আজিমৎ। এখান থেকে কেন? সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমরাওয়ের পুত্র যেখান থেকে কুর্ণিস করে, সেইখান থেকে করব।

প্রতি। সেখানে আগে যাবার যোগ্য হ'ন, এত তাড়াতাড়ি কেন?

আজি। সে কি রকম?

প্রতি। আপনার পিতা কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমরাও?

আজি। প্রতিবাদ করে কে?

প্রতি। গোস্তাকি মাফ হয়, এই গোলামই করে।

আজি। ফের করলে মাথাটিকে দেহের মায়া ছাড়তে হবে।

প্রতি। বিলম্ব করবেন না, সম্রাটের অপমান হয়।

আজি। আমাকে যোগ্য স্থানে নিয়ে চল।

প্রতি। এই আপনার যোগ্য স্থান।

আজি। এখান থেকে পিতা ভিন্ন আর কারও কাছে আজিমৎ দোষী মস্তক অবনত করে না।

প্রতি। (আজিমতের গলদেশে অস্ত্র স্পর্শ করা-ইয়া) এইখানে কুর্ণিস করুন। বিলম্ব করবেন না, নবাবজাদা।

আজি। তবে রে কমবখ্ত! (প্রতিহারীকে অস্ত্রাঘাত)

প্রতি। রক্ষা করুন, রক্ষা করুন! (পতন ও মৃত্যু)

ওমরাওগণ। মারো, মারো,—খোতল কর, খোতল কর!

শাজা। ধর, ধর—গ্রেপ্তার কর—গ্রেপ্তার কর!

খাঁজা। তা হয় না জাঁহাপনা, খাঁজাহান লোদী বর্ত্তমান থাকতে এ সব মেষপালের সাধ্য নয় যে, তার সন্তানকে বন্দী করে।

আজক। লোদী, গর্ব্ব পরিত্যাগ কর, এ স্থান দুনিয়ার মালিক সাহেনশা সাজাহানের রাজধানী, এ তোমার মালোয়া নয়।

(বেগে দরিয়া ও কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ)

খোদা। যেখানে খাঁজাহান লোদী, সেইখানেই তার মালোয়া।

সৈন্যগণ। জয় নবাবের জয়!

আজক। সম্রাট আত্মরক্ষা করুন।

[অসিযুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

(খাঁজাহান, আজিমৎ ও দরিয়া প্রভৃতির পুনঃ প্রবেশ)

খাঁজা। আর কেন আজিমৎ, প্রাণ ও মান দুই রক্ষা হয়েছে। এস, এই মুহূর্ত্তেই এই সয়তানের আশ্রয় পরিত্যাগ করি।

পটক্ষেপ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ।

গুল্নারা ও বাঁদী।

বাঁদী। বেগম সাহেব, আয়না কি সুন্দর খান!

গুল্। দেখ বাঁদী, আমি আয়নার সৌন্দর্য্য এখনও কিছু বুঝতে পারছি না। যতক্ষণ না নবাব সসম্মানে দরবার থেকে ফিরে আসেন, ততক্ষণ দেখবার শুনবার আমার অবকাশ নাই।

বাঁদী। নবাব সাহেব যে সসম্মানে ফিরে আসবেন, তাতে কি এখনও সন্দেহ আছে? লোকমুখে শুনলুম, আগরা সহরে কালকে যে ধুমধাম হয়েছিল, এমন ধুমধাম কোন বাদশার রাজ্যাভিষেকেও হয় নি। ছাদে ব'সে আমিও ত আতসবাজীর ঘটাটা দেখেছি। দলে দলে ওমরাও এসে জাঁহাপনাকে সম্মান দেখিয়ে গেছে, এতেও কি সন্দেহ করবার কিছু আছে? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সম্রাট আমাদের মনিবকে পেয়ে স্বর্গ হাত বাড়িয়ে পেয়েছে। এমন সহায়কে সম্রাট কি অসম্মানে হাতছাড়া করে? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

গুল্। তুই যা ভাবছিস বাঁদী, ঈশ্বর যেন তাই করেন। তবু যতক্ষণ না নবাবকে হাসিমুখে ফিরতে দেখছি, ততক্ষণ আমার মন স্থির হচ্ছে না।

বাঁদী। বেগম-সাহেব! ততক্ষণ গোটাকতক গোলাপ এনে আপনার সুমুখে ধরবো কি?

গুল্। রোস্ বাঁদী! আগে নবাব ফিরে আসুন, আমোদ করবার যথেষ্ট সময় আছে।

(আজিমত ও খাঁজাহানের প্রবেশ)

খাঁজা। বেগম-সাহেব!

গুল্। জাঁহাপনা!

বাঁদী। অ্যাঁ অ্যাঁ! এ কি জাঁহাপনা! বেগম-সাহেব, সর্ব্বনাশ!

খাঁজা। বাঁদী, গোল করিস্ নি!

বাঁদী। হা আল্লা, এ কি? রক্ত—সর্ব্বাঙ্গে রক্ত!

খাঁজা। আজিমৎ, বাঁদীকে সরিয়ে নিয়ে যাও।

আজি। সঙ্গে আয় বাঁদী, চীৎকার করিস্ নি। চ'লে আয়!

[প্রস্থান।

খাঁজা। বেগম-সাহেব!

গুল্। সব বুঝতে পেরেছি নবাব! তার পর সর্ব্বাঙ্গে রক্ত-চিহ্ন, বুঝেছি, আপনি দারুণ আহত—পুত্রও তাই! তার পর? সেবা করবার কি আদেশ পাব?

খাঁজা। আঘাত কিছু নেই। রক্ত আমার নয়, কতকগুলো মেষপাল জবাই ক'রে এসেছি, তাই তাদের রক্তে সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত হয়েছে। কেবল সেই বেইমান বাদশাকে মারতে পারলুম না, হাতে পেয়ে মারতে পারলুম না, পালিয়ে গেল।

গুল্। এমনটা কেন হ'ল?

খাঁজা। সে কথা বলবার অবকাশ নেই বেগম-সাহেব। এখন বিপন্ন হয়ে তোমার কাছে এসেছি, (সকাতর স্বরে) বেগম-সাহেব, আমার সুখ-দুঃখের চিরসঙ্গিনী!

জুল্। সে কি জনাব! উতলা কেন? বিপদ ত আপনার সখা, তাকে পেলে আপনি যে উল্লসিত। তবে প্রভু, হিমালয়ের আজ এমন চাঞ্চল্য কেন?

খাঁজা। বেগম-সাহেব, জান্ মন।

জুল্। মান—বুঝেছি জনাব, মান সঙ্গে এসে, মানের দায়ে বিব্রত হয়েছেন।

খাঁজা। সেইজন্যেই চরিত্রাভিজ্ঞ আমি কিছুতেই তোমাকে আগরায় আনতে সম্মত হই নাই। কেন জানি না, তোমার আকুল আগ্রহ উপেক্ষা করতে পারলুম না।

জুল্। নিশ্চিন্ত থাকুন। খাঁজাহান লোদীর মানে আঘাত করে, দুনিয়ায় এক শক্তিমান আজও জন্মগ্রহণ করে নি। লোদীর গৃহের একটা তুচ্ছ দাসীও মোগলের হারেমের ছায়া স্পর্শে আপনাকে অপবিত্র বিবেচনা করে। জাঁহাপনার নিজের যাহা যাহা কর্তব্য, নিশ্চিন্ত হয়ে সম্পন্ন করুন। লোদী-বংশের মানের ঘরের চাবী আমার হাতে, আমি যেখানে সশস্ত্র সজাগ প্রহরিণী, সেখানে মন্ত্রার ভয় করবেন না।

(দরিয়া খাঁর প্রবেশ)

দরিয়া। জনাবালী, আর নয়। মুহূর্তের বিলম্বে আপনার উদ্দেশ্য পণ্ড হবে। যদি সদর্পে আপনার আগরায় ফিরে আসবার অভিলাষ থাকে, তা হ'লে আর এক লহমার জন্যও বিলম্ব করবেন না।

খাঁজা। দরিয়া! শত সৈন্য নিয়ে তবে তুমিই মালবেশ্বরীর ভার গ্রহণ কর।

দরিয়া। আসুন রাণি! সন্তান জীবনে এই প্রথম মাতৃদর্শন করলে। অভাগ্যে পূর্ণ ভাগ্যোদয় আসুন মা, এই পবিত্র ভার মস্তকে বহন ক'রে কৃতার্থ হই।

জুল্। সে কি? তার কি? তার চেয়ে ব'লে আমি মালবেশ্বরের সঙ্গে আগরায় আসি নি। বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডায় যদি আপনার কার্যহানি হয়, যদি আমি বন্দিনী হই, যদি আমার কন্যা সহচরী বন্দিনী হয়, তা হ'লে শুনুন নবাব, আমি বুঝব, আমরা আপনার অপরাধে বন্দিনী।

খাঁজা। তোমায় অগণ্য ধন্যবাদ। আর দেখা হবে কি না, জানি না। বুঝি শেষ দিনের মত—রাণি, আমার সেলাম গ্রহণ কর।

জুল্। জাঁহাপনা! সেলাম। জীবনে কত অপরাধ করেছি, করুণাময় স্বামী, দাসী জ্ঞানহীনা জেনে তাকে ক্ষমা করুন।

(আজিমতের প্রবেশ)

আজি। মা!

জুল্। বিলম্ব ক'র না। মমতা দেখিয়ে জাঁহাপনার কার্য্য পণ্ড ক'র না, শীঘ্র যাও।

[জুল্‌মাতা ও দাসীর প্রস্থান।

দরিয়া। কি কর্তব্য জাঁহাপনা?

খাঁজা। জীবন্ত সমাধিতে আবার কর্তব্য কি দরিয়া? উপরে, নিম্নে, পার্শ্বে—চারিদিকে দুস্তর অন্ধকার—কর্তব্য—কর্তব্য। অনন্তশায়ী আলোর গিরির মূর্ত্তি ধ'রে বিশ্বাসঘাতকের শোণিতে এই আগরাকে চিরমসীকৃতরূপে সমাচ্ছন্ন করা ভিন্ন আমার অপর কর্তব্য নাই। স্ত্রী-কন্যা সঙ্গে নিয়ে কত দূর যাব দরিয়া? তা হ'লে যমুনার এপারেই বন্দী হব—তখন কে কার মর্য্যাদা রাখবে? রাণী নিজের মর্য্যাদা রাখতে চ'লে গেছে, তুমি তোমার মর্য্যাদা রাখ। তুমি শত সৈন্য ও আজিমতকে নিয়ে এখনই মালবের পথে চ'লে যাও, আমি অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে কানপীর পথে চললুম।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যান।

সোফিয়া।

সোফিয়া। দু' দু' বার দেখা হ'ল, তবু তুমি কথা কইলে না! যুবকের এরূপ আচরণ দেখে বড়ই বিস্মিত হচ্ছি। কেন জানি না, কথা কইবার জন্য আমার কেমন একটা অদম্য অভিলাষ জাগছে! তোমার মুখ থেকে কথা বার করতে না পারলে আমার হৃদয়ে কি যেন একটা বিষম আঘাত লাগছে।—ঐ আসছে—আবার আসছে।

[প্রস্থান।

(মাহাবতের প্রবেশ)

মাহা। মহাবত খাঁর দুর্ব্বোধ্য বাদশাহ, সম্রাটের এই অযাচিত দান, আমার পূর্ব্ব-প্রভুর পুত্রের চেয়ে অধিকতর গৌরবের আসন—এ সকল কি কর্ম্মক্ষেত্রে আপনা আপনি পারম্পর্য্যসূত্রে ঘ'টে আসছে, না এর ভেতরে কারও কোন দুরভিসন্ধি আছে? তার

জগত্ এ কি নূতন বিভীষিকা ! মহাবত-নন্দিনি !—না, না—আমি সঙ্গোপনে আপনার চিন্তায় আবদ্ধে—তথাপি তোমার মাত্র স্বল্পবাক্যেই বাক্যের অসংখ্য মধু ঝঙ্কারে আমার হৃদয়কে কাঁপিয়ে তুললে। তার এক এক উচ্ছ্বাস আমার ধাতিবের তটভূমে আঘাত ক'রে চ'লে যাচ্ছে। ছি ছি, কি করলুম ! অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে, কেন বাদশার দাসত্ব গ্রহণ করলুম !

(অবগুণ্ঠনবতী হইয়া সোফিয়ার আগমন)

নারা। কে আপনি বিবি-সাহেব ?

সোফিয়া। কেন, আপনি কি আমাকে কখনও দেখেন নি ?

নারা। স্বরে বুঝেছি, আপনি সেনাপতিনন্দিনী।

সোফিয়া। সত্যই আপনি দেখেন নি ?

নারা। এখনও পর্য্যন্ত দেখি নি।

সোফিয়া। মাপ করুন জনাবালী, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। তিন দিনবার আগাবলে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'ল, তবু আপনি আমাকে দেখেন নি ?

নারা। আপনি যেখানে থাকলে আপনার বিশ্বাস হ'ত। এখানে আপনি অবিশ্বাস করলে আমি বিশ্বাস করাতে পারব না। আপনার পিতা বিশ্বাস করবেন।

সোফিয়া। কি ক'রে ?

নারা। তিনি জানেন, কোশল-রাজ-পুত্র লক্ষ্মণ তাঁর ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে বনে ঘুরেছিলেন, কিন্তু এক দিনের জন্যও তিনি তাঁর মুখ দর্শন করেন নি।

সোফিয়া। হিন্দু, এ বড় বিচিত্র কথা !

নারা। যে রাজপুত-নন্দিনী, সে জানে, এ বিচিত্র কথা নয়।

সোফিয়া। কেন, আপনি আমাকে দেখেন না ?

নারা। আমি আপনাকে দেখ্বার অধিকারী নই।

সোফিয়া। কেন ?

নারা। আপনি পর্দ্দানশীন্ ওমরাওনন্দিনী।

সোফিয়া। আমি ঠিক্ পর্দ্দানশীন নই। এখনও আমাতে রাজপুতনীর স্বাধীনতা আছে। নইলে আমি এই নির্জ্জন দেশে আপনার সঙ্গে একটা কথা কইতে পারতুম না।

নারা। তথাপি আমি আপনাকে দেখ্‌ব না।

সোফিয়া। কেন ?

নারা। দেখে লাভ ?

সোফিয়া। ও বুঝেছি, আমি রূপসী। তা আপনি বুঝি লাভ না থাকলে কোন কাজ করেন না ?

নারা। দুনিয়ার কেউ করে না, বিবি-সাহেব—শুধু আমি কেন ?

সোফিয়া। আপনি কি কখনও জীবনে মুসলমানীর মুখ দেখেন নি ?

নারা। অনেক দেখেছি।

সোফিয়া। সুন্দরী ?

নারা। তার ভিতরে অনেক সুন্দরী ছিল বৈ কি।

সোফিয়া। তবে ? এ অভাগিনীকে দেখতে বাধা কি ?

নারা। আমি ত কৈফিয়ৎ দিতে আসি নি বিবি-সাহেব।

সোফিয়া। তবে এখানে এমন অসময়ে কেন এসেছেন ? আমি জানি, আপনি জানেন, আমার পিতা এ সময় এখানে নেই। এ সময়ে আমি এ উদ্যানে সখীগণ সঙ্গে বিচরণ করি। এ কথা জেনে আপনি এখানে এসেছেন।

নারা। কি বিপদ ! আমি কৈফিয়ৎ দিতে চাই না।

সোফিয়া। আমার পিতা এখানে নেই, আপনি জানেন কি না, বলুন না ?

নারা। জানি।

সোফিয়া। তবে আপনি এখানে এলেন কেন ?

নারা। আমার খুসি ?

সোফিয়া। আপনার খুসি ?

নারা। তা না ব'লে আর কি বলব বিবি-সাহেব ?

সোফিয়া। কিন্তু আপনি জানেন, আপনি আমার পিতার অধীন কর্ম্মচারী। আর এটাও জেনে রাখুন, আমি পিতার একমাত্র কন্যা, বড় আদুরে—বড় আব্‌দেরে।

নারা। পদচ্যুতির ভয় দেখাচ্ছ ?

সোফিয়া। তাই দেখাচ্ছি। আমি ইচ্ছা করলেই আপনাকে কর্ম্মচ্যুত করাতে পারি, তা জানেন ?

নারা। তা যদি পার বিবিসাহেব, তা হ'লে কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ, স্বর্গজাত-রাজপুত-নন্দিনীর মুখ দেখে যমুনায় স্নান ক'রে জন্মের মত আগ্রা সহর পরিত্যাগ করি।

[প্রস্থান।

(মহাবতের প্রবেশ)

মহা। সোফিয়া ! চ'লে যাও ত মা ! এক জন

ওমরাও আমার সঙ্গে দেখা করতে আস্ছেন। চ'লে যাও মা, চ'লে যাও।

সোফিয়া। আমি যাব না—আমি পর্দানশীন্ হ'তে চাই না।

মহা। পর্দানশীন্ হ'তে চাও না?

সোফিয়া। না।

মহা। এ কথা আমাকে না বল্লে, আর কারুকেও ব'ল না। তা হ'লে সম্রাটের অন্তঃপুরে প্রবেশ করবার আশা ত্যাগ করতে হবে।

সোফিয়া। বেশ, ত্যাগ করলুম।

মহা। উন্মাদিনী, তুমি বলছ কি? তোমার মনের ভাব আমি বুঝ্তে পারি নি মনে ক'র না। নিজ কার্য্যোদ্ধারের জন্যই আমিও ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণপুত্রের উচ্চপদপ্রাপ্তির সাহায্য করেছি—তোমার জন্য নয়। তোমারই কথামত দাম্ভিক শাজাহানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। গিয়ে অপমানিত হয়েছি—চির-শত্রুতার প্রতিজ্ঞা করেছি। সেই জন্যই ব্রাহ্মণ আজ পাঁচহাজারী মনসবদার। তুমি মোগল হারেমে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত থাক।

[মহাবতের প্রস্থান।

(নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি)

সোফিয়া। এখন বুঝতে পারছি তুমি কি। জাতির অভিমানে তুমি আমার মুখ থেকে চক্ষু ফিরিয়েছ। নীরস দাম্ভিক ব্রাহ্মণ, তুমি কি মনে করেছ, তোমার এই তাচ্ছীল্য আমি সয়ে থাকব? আমারও প্রতিজ্ঞা, তোমার চক্ষু এই মুসলমানীর মুখের দিকে ফেরাব। সাম্রাজ্য হারাতে হয়, তাও স্বীকার, তবু আমি তোমাকে অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে চ'লে যেতে দেব না। তোমার দর্প চূর্ণ করতে যদি পারি, তবেই আমি মহাবত-নন্দিনী।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্ত্রণা-গৃহ।

শাজাহান ও আজফ।

শাজা। উজীর, এখন কর্ত্তব্য কি?

আজফ। জাঁহাপনা যদি ক্রোধ না করেন, তা হ'লে গোলাম একটা কথা বলতে চায়।

শাজা। কি বল।

আজফ। কাজ বড়ই গর্হিত হয়েছে।

শাজা। তা ত বুঝতেই পেরেছি। ভেবেছিলুম, অপমানের প্রতিশোধ দিয়ে আবার আত্মীয়তায় তাকে তুষ্ট ক'রে আপন ক'রে নেব।

আজফ। মহাবলে যাকে সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যেত, বালকের ন্যায় একটা প্রতিশোধকার্য্যে সেই খাঁজাহানকে সাম্রাজ্যের শান্তির কণ্টকস্বরূপ ক'রে কাজ ভাল হয় নাই।

শাজা। অন্যায় হবে, তা আগে বুঝতে পারি নি, এখন তাকে ফেরাবার উপায় কি?

আজফ। প্রতিনিবৃত্ত করবার আশা দুরাশামাত্র, আর সহস্র আত্মীয়তায়ও লোদী আমাদের বিশ্বাস করবে না।

শাজা। তা হ'ক, লোদী না হ'লে গেল, বাকীও কি তাই হ'ল? আমাদের ওমরাওগুলো যথার্থই কি মেষের পাল? এতগুলো লোক একত্র হয়ে একটা বৃদ্ধের গায়ে অস্ত্র স্পর্শ করতে পারলে না?

আজফ। সম্রাট্ আমি ত সে অন্যায় যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে পারলেম না। যারা অস্ত্র ধরতে জানে, তারাই এ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রইল।

শাজা। এখন তার গতিরোধ করবার কি হ'ল?

আজফ। তাকে কোন একটা মীমাংসায় উপনীত করা অসম্ভব। তবে লোদীকে মালবে পৌঁছিতে দেওয়া সমরনীতিজ্ঞের কোনমতে উচিত নয়। কার্য্য যখন এত দূর গড়িয়েছে, তখন লোদী যাতে কোনও মতে মালবে পৌঁছিতে না পারে, তা আমাদের দেখা কর্ত্তব্য। মালবে পৌঁছিলেই লোদী সৈন্য সংগ্রহ ক'রে বসবে। অসংখ্য পাঠান সৈন্যের অধিনায়ক হয়ে মালব-রাজ যদি একবার দাক্ষিণাত্যের দ্বার আগলে বসতে পায়, তা হ'লে সে দেশের আশাই বোধ হয় আমাদের চির-জীবনের জন্য পরিত্যাগ করতে হবে। তার উপর মোগলের মধ্যে কেহ কেহ যে তার সহায়তা করতে না জুটবে, তার মানে কি?

শাজা। তার পথ রোধ করা চাই-ই চাই।

আজফ। চাই-ই চাই। আগরা থেকে না বেরুতে পারে, এমন বন্দোবস্ত করতে পারলেই সবার চেয়ে কাজ ভাল হয়। কেন না, তা হ'লে অল্পমাত্র সৈন্যেও লোদীর গতিরোধ করা সম্ভব।

শাজা। না উজীর! তা পারব না। আগরা সহরের ভেতরে, তার উপরে কোন অত্যাচার করতে পারব না, সে সাহস আমার নাই।

আজফ। তবে একটা সুবিধা এই, লোদী বেগম সঙ্গে আগরায় এসেছে। সুতরাং ইচ্ছা করলেই সে

পালিয়ে যাবে, তার উপায় নেই। হতভাগ্য নিজেই আপনার প্রতিরোধ ক'রে বসেছে।

(নেপথ্যে দামামা ও আল্লা হো শব্দ)

সাজা। কি হ'ল, কিসের শব্দ হ'ল?

আজফ। লোদীর যে দিকে বাসস্থান, সেই দিক থেকেই যে শব্দ আসছে জাঁহাপনা!

সাজা। আবার—আবার! ব্যাপার কি উজীর?

(চরের প্রবেশ)

চর। জাঁহাপনা, খাঁজাহান স্বদেশ যাবার উদ্যোগ ক'রছেন।

আজফ। শীঘ্র যাও, কোন্ পথ দিয়ে যায়, সন্ধান নাও।

চর। যো হুকুম।

[চরের প্রস্থান।

সাজা। উজীর! তার পর?

আজফ। গোলাম ব্যবস্থা করছে। নিশ্চিন্ত থাকুন জাঁহাপনা—বেগম সঙ্গে—পদে পদে বাধা—কত দূর যাবে?

(মহাবতের প্রবেশ)

মহা। কিন্তু অভিমানী খাঁজাহান নিজের স্বাধীনতা রক্ষার্থ দেশময় পরিত্যাগ করতে কুণ্ঠিত নয় জাঁহাপনা! মালবরাজ আপনাকে সমরে যুদ্ধে আহ্বান ক'রে আগ্রা পরিত্যাগ করছে।

সাজা। তাকে যে বন্দী করতে হবে।

মহা। কে করবে? কে করতে পারে, জানি না ত জাঁহাপনা।

আজফ। জাহাঙ্গীর-বিজয়ী মহাবত খাঁ ইচ্ছা করলে পারেন। আর কেউ পারে না।

মহা। দোহাই উজীর সাহেব, আমাকে আর ক্ষুদ্র তিন শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে অনুরোধ করবেন না।

সাজা। ক্ষুদ্র তিন শত নয় সেনাপতি! আমাদের অবহেলায় এক মুহূর্তে ঐ ক্ষুদ্র তিন শত বিশাল তিন লক্ষে পরিণত হবে।

মহা। সম্ভব। তথাপি জাঁহাপনা, গোলামের প্রতি এ নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করতে আদেশ করবেন না।

সাজা। আদেশ নয়, সেনাপতি, আপনাদের শাহাবাজের সিংহাসনকে প্রবল শত্রুর দুর্দ্দৈব থেকে রক্ষা করবার জন্য সাগ্রহে আপনাকে অনুরোধ করছি।

মহা। সম্রাট! যদি প্রতিজ্ঞা করেন, যে দণ্ডে খাঁজাহানের উদ্দেশ্য পণ্ড ক'রে তাকে আপনার সম্মুখে এনে উপস্থিত করব, সেই দণ্ডেই আপনি কৃতাপরাধের জন্য তার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করবেন, তা হ'লেই আমি তার অনুসরণ করি। নতুবা আমি আপনার আদেশ অমান্য করছি, আপনি আমার শির গ্রহণ করুন।

সাজা। প্রতিজ্ঞা করছি।—যে দণ্ডে খাঁজাহানের সঙ্গে আমার পুনর্মিলন সংঘটন ক'রে দেবেন, সেই দণ্ডেই তার কাছে আপনার ইচ্ছানুযায়ী ক্ষমা ভিক্ষা করব।

আজফ। আমিও প্রতিজ্ঞা ক'রছি সেনাপতি।

মহা। তা হ'লে সেলাম জাঁহাপনা, আমি অনুসরণ করতে চল্লুম।

[মহাবতের প্রস্থান।

সাজা। উজীর! শুধু সেনাপতির উপর নির্ভর করলে চলবে না।

আজফ। সে কথা আমায় কেন বলতে হবে জাঁহাপনা? আপনিও আমার সঙ্গে এই রাত্রিতে খাঁজাহানকে বন্দী করবার জন্য প্রস্তুত হ'ন। কেউ না জানতে জানতে, দরবারের ঘটনা সহরবাসীর [illegible] উঠতে না উঠতে, বিশ সহস্র সৈন্য নিয়ে আসুন, আমরা যত শীঘ্র পারি, আগ্রা পরিত্যাগ করি।

চতুর্থ দৃশ্য

দাদাজির বাটী।

দাদাজি।

দাদাজি। যখন খোলসা পেলুম, তখন পেছু হটে আবার পিঞ্জরের ঢুকি কেন? আর আমি কার মুখ চাই—সুমুখে চ'লে যাই। বেজিয়া—বেজিয়া!

(ভৃত্যের প্রবেশ)

বেজিয়াকে ডাকলুম—তুঁমি এলে কেন?

ভৃত্য। কি জন্য বেজিয়াকে ডাকছ?

লালাজী। আমি তাকে উড়তে ডাকছি। তুমি ও উড়তে পারবে?

ভৃত্য। মেনিয়া যদি উড়তে পারে, আমি পারব না কেন?

লালাজী। বেশ, এই আমোয়ারেরা কোথায় কোন্ দিকে ছুটে গেল, এখনি খবর নে।

ভৃত্য। তারা ঘোড়ায় চেপে ছুটলো, বিকালের মধ্যে ছুটলো—এতক্ষণ বিশক্রোশ পথ পার হ'য়ে গেল। আমি কেমন ক'রে খবর নেব।

লালাজী। এই যে বললি বেটা, আমি উড়তে পারি।

ভৃত্য। উড়তে পারি ব'লে কি আমি ছুটতে পারি? ওটা সৌখীন লোকের কাজ—ছোটা ছোট লোকের কাজ।

লালাজী। তা হ'লে খবর নিতে পারবে না?

ভৃত্য। তা পারব না কেন? খবর পেলেই নেব।

লালাজী। তা হ'লে আমি নিজে যদি গিয়ে খবর নিয়ে তোমাকে দিই, তা হ'লেই তোমার পক্ষে ভাল হয়।

ভৃত্য। সবই ত বোঝ হুজুর গরীবকে পায়ে রেখ—তাই গরীব আজও টেঁকে আছে। তোমাকে দুনিয়ার কোন কাজ করতে দেখলুম না বলেই তোমার চাকরী নিয়েছি। সবই ত জান হুজুর।

লালাজী। আর ত তোমার চাকরী রইল না মিয়া!

ভৃত্য। কেন হুজুর?

লালাজী। আমি আর ব'সে থাকব না, কাজ করব।

ভৃত্য। তুমি কাজ করবে? ও দেখলেও প্রত্যয় হয় না।

লালাজী। আমি আগরা ত্যাগ ক'রব।

ভৃত্য। কবে?

লালাজী। এই রাত্রে।

ভৃত্য। কোথায় যাবে?

লালাজী। তা ঠিক নেই। দুনিয়ার কোথায় না থাকব, তা কেমন ক'রে ব'লব।

ভৃত্য। এই বুড় বয়সে? এমন চর্ব্বাচোষ্য ফেলে যাবে?

লালাজী। অদৃষ্টে মহাবল খাঁর অন্ন আর সইল না। হাসলে যে বাবা ভুঁড়িয়া?

ভৃত্য। এ কথা শুনে ভুঁড়িয়া কেন হুজুর, ঘোড়া পর্য্যন্ত হাসে। তুমি যদি দুনিয়া ছুঁড়তে পার, তা হ'লে আমিও চোক-কান বুজে এক জায়গায় প'ড়ে থাকতে পারি।

(মেনিয়ার প্রবেশ)

লালাজী। কি খবর?

মেনিয়া। ঘোড়া তৈয়ার।

লালাজী। কোন্ দিকে যাব?

মেনিয়া। যে দিকে হুকুম করবে মহারাজ! নবাব বাদশাহীর সড়ক ধরিয়ে চলিয়েছে। তার জন্য জাহান আজমীরের সড়ক নিয়েছে। বাদশা দুই সড়কেই লোক ছুটিয়েছে। তবে কে নবাবকে ধরবে? এক ধরতে পারিস্ তুই। তাকে ধরা যোগল সওদাগরের কাম নয়।

লালাজী। কে কে গেল জানতে পারলি?

মেনিয়া। মহম্মদ খাঁ আজমীরের দিক নিয়েছে। বাদশা উজীর বাদশাহীর দিক নিয়েছে।

লালাজী। তা হ'লে আজমীরের পথে যাওয়াই যুক্তি,—কি বলিস্?

মেনিয়া। তা আমি কি বলবে।

লালাজী। যা, সঙ্গীদের নিয়ে ফটকের মুখে খাড়া হ'। আমি একবার দেখব, আমরার খাঁজা-গান লোকের কেউ অবশিষ্ট আছে কি না?

[মেনিয়ার প্রস্থান।

চোক কট্ কট্ ক'রে কি দেখছ বাপধন?

ভৃত্য। তাই ত হুজুর, তুমি আমাদের ঠকিয়েছিলে।

লালাজী। আমার সঙ্গে যেতে চাও, না চোক-কান বুজে প'ড়ে থাকতে চাও?

ভৃত্য। যেতেও পারি, প'ড়েও থাকতে পারি। তবে বাবার কথাটা কি জান—

লালাজী। মনে করলেই হয়।

ভৃত্য। (স্বগত) হুজুর কি না জান?

লালাজী। আর চোক-কান বুজে পড়ার কথাটা মনে করলেই হয়। তা হ'লে বাবা ওই শেষের কথাটাই মনে কর।

ভৃত্য। তা হুজুর যখন হুকুম করছ—

লালাজী। হাঁ বাবা, কায়মনোবাক্যে হুকুম করছি। আজ থেকে বেশ ক'রে ঝুঁড়িটি তৈয়ার ক'রে ফকিরদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাঁড় খাইয়ে পরিপক্ক ক'রে তোল। যদি ফিরি, তা হ'লে ঝুঁড়ি-দর্শনে কৃতার্থ হব।

ভৃত্য। বেশ বলেছ হুজুর, কিন্তু ঝুঁড়ি বজায় রাখব কি ক'রে?

রাজাজী। আমার যা ঘরে রইল, তাই দিয়ে মজায় থাক। তোমাকে দিয়ে চল্লুম।

ভৃত্য। না—হুজুর—না। তা হ'লে পাঁও লাগে।

রাজাজী। বেশ বাবা, বেশ।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

(সোফিয়ার প্রবেশ)

এ কি! তুমি কে?

সোফিয়া। আমি কে, চিনতে পারছ না?

রাজাজী। না।

সোফিয়া। সত্যি না তামাসা?

রাজাজী। সে কথা বলবার আমার সময় নেই। আমি এখনি আগরা ছেড়ে চ'লে যাব।

সোফিয়া। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

রাজাজী। তা কি হয়—তুমি সেনাপতির কন্যা।

সোফিয়া। এই ত আমাকে চিনলে।

রাজাজী। কিছু না—তোমার বাপকেই চিনতে পারলুম না। তুমি ত সেই বহুরূপী ধর্মত্যাগীর কন্যা।

সোফিয়া। সঙ্গে নেবে না?

রাজাজী। কেন আমার সঙ্গে যেতে চাচ্ছ বল?

সোফিয়া। পিতার আচরণে আমি দুঃখিত হয়েছি।

রাজাজী। উঁহু।

সোফিয়া। অতিথির উপর অত্যাচারে আমি মর্মাহত হয়েছি।

রাজাজী। উঁহু, মিছে কথা।

সোফিয়া। মিছে কথা! হুঁসিয়ার রাজাজী, দ্বিতীয় ব্যক্তি এ কথা বলতে অদ্যাপি সাহস করে নি। পিতা পর্য্যন্ত সাহস করেন নি।

রাজাজী। হুঁসিয়ার সোফিয়া, আর আমি তোমাদের অন্নদাস দাস মির্জা নই, আমি রাজপুত সর্দার রাজাজী মহারাজ। তোমার পিতা আমাকে ত্যাগ করেছে।

সোফিয়া। আমি ত ত্যাগ করি নি।

রাজাজী। তুমি না কর, আমি করছি।

সোফিয়া। সঙ্গে নেবে না?

রাজাজী। বল, অন্যের মত পিতাকে পরিত্যাগ করবে।

সোফিয়া। ধার্মিক রাজপুত! তুমি যদি এ বিষম কার্য্যে আদেশ করতে পার, আমি পারি।

রাজাজী। বেশ, কাজ নেই। ব্রাহ্মণপুত্রের আশা ত্যাগ করতে পারবে? বল, আমি মুক্তকণ্ঠে তোমাকে আদেশ করছি। বল, সোফিয়া বেগম—বল?

সোফিয়া। তুমি আমাকে অযথা সন্দেহ করছ কেন?

রাজাজী। আমি দেরী করতে পারব না—জলদি বল। তোমায় পিতাকে পরিত্যাগ করতে হবে না। যত দিন সঙ্গে থাকতে চাইবে রাখব, যে দণ্ডে ফিরতে চাইবে, আপনার ফিরিয়ে দিয়ে যাব। বল, সোফিয়া বল। (স্বগত) কি দিবি-মণি?

সোফিয়া। রাজাজী! বামুনটা কি বোকা! আমাকে দেখলে না!

রাজাজী। এ কি কম দুঃখ!

সোফিয়া। বল ত রাজাজী।

রাজাজী। বল ত বিবিজী!

সোফিয়া। তবে তুমি যাও। কিন্তু রাজাজী, এ প্রেম নয়।

রাজাজী। কৌতূহল—কৌতূহল।

সোফিয়া। ঠিক বলেছ রাজাজি কৌতূহল। ব্রাহ্মণ এ মুখের দিকে চায় কি না একবার দেখবার বড় ইচ্ছে হয়েছে।

রাজাজী। তা ত হবার কথাই—আমার ইচ্ছে হচ্ছে, তার চোক দুটো উপড়ে তোমার নাকে ঝুলিয়ে দিই। থাক্ বেটা পদ্ম আঁখি, সোফিয়া বেগমের নাসার নোলক হয়ে থাক্।

সোফিয়া। তবে—তুমি—যাও।

রাজাজী। বেশ, আদাব সোফিয়া [illegible]। তা হ'লে আমি যাই।

[রাজাজীর প্রস্থান।

সোফিয়া। তাই ত, আমি এখন কি ভাবব? সাম্রাজ্য ভাবব, না মনসবদারী ভাবব! পর্দা ভাবব, না দাক্ষিণাত্যের শৈলতলের উন্মুক্ত আকাশ ভাবব—না খাঁজাহান লোদীকে ভাবব? দূর ছাই, কিছু ভাবব না। এত বড় ত্যাগ শুনলুম, তবু ব্রাহ্মণ মুখ তুললে না! সাম্রাজ্যের ঈশ্বরী হ'লে আমি ইচ্ছা করলেই তোমায় এই অবহেলার শাস্তি দিতে পারি। কিন্তু না—ভাবব না—আমার বর্ত্তমান অবস্থা ভেবে ঠিক ক'রতে পারছি না, তবে পরিণামের ভাবনা ভেবে ফল কি? ভাবব না, তবু ভাবছি। অসংখ্য মোগল পলায়নপর লোদীর অনুসরণ করছে—আমি এখানে দাঁড়িয়ে যেন তাদের প্রতিবিম্ব দেখছি। লোদী পর্ব্বতের পৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে ছুটছে! পশ্চাতে পিতা—বিজয়ীর মুখ বর্ষহারিতে জ্যোতি-হীন! ছিছি! জাহাঙ্গীর-বিজয়ীর এ দুর্দ্দশা আমি

দেখতে পাচ্ছি না। সঙ্গে ওই ব্রাহ্মণ—জ্যোতিষী? ওই না—জ্যোতির্বিদ। আমি ঠিক দেখছি—সত্য—না স্বপ্ন? পরীক্ষা—পরীক্ষা—দেখব, আমার দৃষ্টি সত্য কি না? আসরা! বিদায়। সাম্রাজ্য! তোমায় দূর হ'তে অভিবাদন। পিতা! জন্মের মত কন্যার মমতা বিস্মৃত হও। ব্রাহ্মণ! মুখ তোল।

পঞ্চম দৃশ্য

পথ।

মায়ারণ।

নারা। আমি এখানে নিশ্চেষ্ট হয়ে ব'সে থাকতে কি পাঁচহাজারি সৈন্যের নায়ক হলুম? এ-ও ত কম বিপদ নয়! খাঁজাহান লোদীর উপর প্রতিশোধ নিতে বাদশার নকরী গ্রহণ করেছি। ইচ্ছা করলেই যে স্থান ত্যাগ করব, তার উপায় নেই। খাঁজাহানের পরিণাম কি হ'ল, পুত্র-কন্যা-দিবার সঙ্গে এসেছিল, তাদেরই বা কি হ'ল, জানবার জন্য আবার প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে। সম্রাট যুদ্ধের অপমানের শোধ নিতে দরবারে আমাকে আসন দিয়ে তার অপমান করেছেন। সে প্রতিশোধে গৌরব করবার আমার কিছুই নাই। রণক্ষেত্রে অস্ত্র ধ'রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যদি নবাবকে পরাস্ত করতে পারি, তবেই আমার প্রতিশোধের গৌরব। কিন্তু যেরূপ অবস্থা বুঝ্ছি, তাতে বোধ হয়, সে ভাগ্য আমার ঘটল না। দেখছি, আমার এই রূপধারী হ'বল মাসোহারা ভোগের জন্য।

(জনৈক সৈন্যের প্রবেশ)

সৈন্য। জনাবালি, একটা বালক এই পথে আসছে, তার সম্বন্ধে কি করব?

নারা। বালক হ'ক্, বৃদ্ধ হ'ক্, রমণী হ'ক, কাউকেও এই পথ অতিক্রম করতে দেবে না। বালক, তাকে এইখানে আমার কাছে নিয়ে এস।

[সৈন্যের প্রস্থান।

নারা। না, কাজ জুটলো ভাল! মনসব-দারের এ এক রকম মন্দ লড়াই নয়। প্রতিহিংসা-পরবশ হয়ে আগরায় এসে, ক্রমে দেখ্ছি আমি আপনার জালে আবদ্ধ হলুম। এ জাল থেকে মুক্ত হওয়া ক্রমে কল্পনাতেও আমার সাধ্যাতীত হয়ে পড়েছে। ধরাতলে ক্ষুদ্র জলকণার মৃদু হাসি, যেমন আকাশব্যাপী বিভীষিকা লুকিয়ে রাখে, মনে হচ্ছে সেইরূপ একটা কোন বিভীষিকা আমার এই আকস্মিক সৌভাগ্যের অন্তরালে, এক অদৃষ্টের অন্ধকারগর্ভে আমার জন্যে নিহিত আছে। আমি মরু-ভূমের মত বুঝেও যেন তা বুঝতে পারছি না।

(সৈন্যের বালকবেশী সোফিয়াকে লইয়া প্রবেশ)

সৈন্য। এই হুজুরালি সেই বালক। এ পথে আসতে নিষেধ করলুম শুনলে না। তাই আপনার কাছে ধ'রে আন্ছি।

নারা। কে তুমি বালক?

সোফিয়া। বলব না।

নারা। এ কি! এরূপ স্বর যে আমি শুনেছি। (প্রকাশ্যে) কোথায় চলেছ?

সোফিয়া। বলব না।

নারা। মুখ তোল।

সোফিয়া। তুলব না।

নারা। (স্বগত) বা! বা! বুলবুল-পাখীর মধুর কণ্ঠ এ বালক কোথায় পেলে। সে রমণীর কথা শুনেছি। তেজস্বিনী গর্বিতা কণ্ঠে আমার কর্ণে অবিশ্রান্ত উষ্ণ মধু ঢেলে দিয়েছে। তার আঘ্রাণ মনে মনে ক্ষুব্ধ করেছি। তথাপি পিপাসিত শ্রবণ সে সুধাপানের আকাঙ্ক্ষা এখনও ত্যাগ করতে পারে নি। তাই কি বিধাতা, করুণা ক'রে বালকের কণ্ঠে সেই সুধাভাণ্ড পূরে এই দীন পিপাসুর কাছে পাঠিয়ে দিলে? (প্রকাশ্যে) এ পথ বালকের পক্ষে সুগম নয় তা জান?

সোফিয়া। জানি।

নারা। জেনেও সঙ্গী-হীন হয়ে এ পথে চলেছ?

সোফিয়া। দেখ্তেই ত পাচ্ছেন।

নারা। তুমি ত বড় অসমসাহসী বালক!

সোফিয়া। বুঝতে পেরেছেন জেনে খুসী হলেম।

নারা। যাও, আমার দ্বিতীয় আদেশ পর্যন্ত একে আমার শিবিরে রক্ষা কর।

সোফিয়া। আমি এ দেওয়ান সেপাইয়ের সঙ্গে যাব না।

নারা। কেন, এ ব্যক্তি কি তোমার প্রতি কোন অসদ্ব্যবহার করেছে?

সোফিয়া। এ আমার পথ রোধ করেছে।

নারা। তাতে ওর কোনও অপরাধ নেই। আমিই এই ব্যক্তিকে এই বাধা করতে আদেশ করেছি।

সোফিয়া। আপনি দেখছি সৈনিক-বেশধারী—অনুমান করতে বাধ্য, আপনি বীর। তবে এ

বালকের পতিবোধ ক'রে আপনার কটিবন্ধের অবমাননা করলেন কেন?

মারা। বালক! তুমি জান না যে আদেশ-পালনই সেনানায়কের কর্ত্তব্য?

সোফিয়া। বালককে পর্য্যন্ত আবদ্ধ করাও কি আপনার আদেশের মধ্যে।

মারা। বালক, বৃদ্ধ, রমণী, যে কেহ এই পথ দিয়ে যাবে, তাকেই আবদ্ধ করতে আমি আদিষ্ট।

সোফিয়া। যে কেহ এই পথ দিয়ে যাবে, তাকেই আপনি আবদ্ধ করবেন?

মারা। এই রকম সঙ্কল্প ক'রেই ত এখানে বসেছি।

সোফিয়া। যদি বাদশা এই পথ দিয়ে যান?

মারা। তুমি মুখ তোল!

সোফিয়া। আপনি উত্তর দিন।

মারা। উত্তর দিলে মুখ তুলবে?

সোফিয়া। তা বলতে পারি না।

মারা। বেশ, মুখ তোল আর না তোল,—আমি বলি শোন, কেবল এক জনকে বাধা দিতে পারব না। তদ্ভিন্ন আর যে কেহ এ পথ দিয়ে যাবে, স্বয়ং সম্রাট হ'লেও—তাঁকে বাধা দেব।

সোফিয়া। সে এক জন কে?

মারা। সে কথা তোমাকে ব'লে লাভ কি?

সোফিয়া। আমি মুখ তুলব।

মারা। তিনি আমীরউল্‌ওমরা মহাবৎ খাঁর—কন্যা—

সোফিয়া। হুজুরালি! এই অপরিচিত পথচারী বালকের সেলাম গ্রহণ করুন।

মারা। আহা! এ কি সুন্দর! প্রস্ফুটনোন্মুখ কুসুমস্তবকের মত এ রমণীর এ মধুময় মুখসৌন্দর্য্য সরমে সরমে লুকিয়ে লুকিয়ে এতক্ষণ আপনার রূপকে আপনিই আলিঙ্গন করছিল! বালক! শৈলবাসিনী প্রকৃতি তোমার কাছে কি এত অপরাধ করেছে যে, তাকে এই চাঁদমুখ দেখবার আশা থেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছ?

সোফিয়া। আপনি অনুমান করুন।

মারা। তোমার বড় মনোবেদনা।

সোফিয়া। বড় মনোবেদনা!

মারা। কিসের জন্য বলবে কি?

সোফিয়া। বললে প্রতীকার হবে কি?

মারা। বড় কঠিন প্রশ্ন।—আমার মনে হচ্ছে, খাঁজাহান লোদীর তুমি কেউ?

সোফিয়া। আমারও তাই মনে হচ্ছে। নইলে আমার প্রশ্ন আপনার কঠিন ঠেকবে কেন?

মারা। তুমি আশ্চর্য্য বালক—

সোফিয়া। আপনার আশ্চর্য্য অনুমানশক্তি।

মারা। যাও, বালককে শিবিরে রক্ষা কর।

সোফিয়া। যো হুকুম মনসবদার!—বস্ কাঁদ কেটে গেল—চিনতে পারলে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

মারা। আমাকে বড়ই রক্ষা করেছিস বালক। মুসলমানীর স্বরলহরে আমি মগ্নপ্রায় হয়েছিলুম, কোথা থেকে দেবদূতরূপে আমার মর্ম্মকথা কানে শুনে, সেই স্বরে রজ্জু প্রস্তুত ক'রে তুই আমাকে কূলে ফিরিয়ে এনেছিস। আর তাকে ভয় করি না সোফিয়া! আমার চক্ষু কর্ণ হৃদয় সমস্তই পরিতৃপ্ত হয়েছে। আমি বালককে পেয়ে চরিতার্থ হয়েছি।

ষষ্ঠ দৃশ্য

পর্ব্বতের রন্ধ্রপথ।

সোফিয়া।

(নেপথ্যে কোলাহল)

সোফিয়া। জনাবালি! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন!

মারা। ভয় নেই, কি হয়েছে—কি হয়েছে ভাই!

সোফিয়া। অগ্রে আমাকে আশ্রয় দিন। তার পর জনাবালিকে সমস্ত কথা নিবেদন করছি।

মারা। তোমাকে যে সঙ্গী দিলুম, সে কোথা গেল?

নেপথ্যে। হুজুর হুঁসিয়ার, দুসমন—আমি বাঁধা পড়েছি!

সোফিয়া। ওই এলো, জলদি আমাকে লুকিয়ে রাখুন। যেন আমাকে সন্ধান ক'রে খুঁজে বের করতে না পারে।

মারা। ভয় নেই! আমি এখানে পাঁচ হাজার প্রচণ্ড রাজপুত নিয়ে এই পথ রক্ষা করছি। কাপুরুষের মতন তোমাকে লুকিয়ে রাখব কেন? সকলে চাইলে, না বলব কেন? তুমি এখানে নিঃশঙ্ক চিত্তে অবস্থান কর। বল, তোমার প্রতি কে আক্রমণ করতে এসেছে?

(বাবাজীর প্রবেশ)

সোফিয়া। ভাই, ভাই, রক্ষা করুন, নইলে আমার প্রাণ যায়। (বাবাজী হাত কর্তৃক সোফিয়ার হস্ত-গ্রহণ)

[প্রস্থানোদ্যত।

মীরা। কে তুমি, কে তুই! বালককে ধরতে এসেছিস্ ?

বাবাজী। মা! মা! কি সুন্দর মোহন ঠাঁদে বাঁকা শ্যামের বামে—

মীরা। চুপ রও নরাধম! মর্য্যাদা রেখে কথা ক'। কে ও, বাবাজী মহারাজ! আপনি ?

বাবাজী। আরে কে ও, আরে কে ও, চিনতে পারছি না, আরে কে ও ?

মীরা। আপনার এই আচরণ! মুখে দেব-সৌন্দর্য্য রেখে অন্তরে আপনি এই পিশাচ মূর্ত্তি লুকিয়ে রেখেছেন।

বাবাজী। যাও, যদি জান চাও তা হ'লে এই হুঁ—হুঁ—

সোফিয়া। ওগো ওই হু হুঁ করছে, ছুঁয়ে ফেললে।

মীরা। সাবধান! আর এক পদ যদি বালকের দিকে অগ্রসর হও, তা হ'লে এখনি এই অস্ত্র তোমার বক্ষে প্রবেশ করবে।

বাবাজী। অস্ত্র! বক্ষে প্রবেশ করবে কার? আমার না তোমার! তবে তোমার হ'লেই আমার। ব্রাহ্মণহত্যা হ'য়ে গেল! যাক্, একান্ত অন্যায় চর্চ্চায়—যাক্।

[বাবাজীর প্রস্থান।

মীরা। মানুষের মুখ দেখে মনের গঠন জানতে পাওয়া কি ভ্রম!

সোফিয়া। ঠিক বলেছেন মিঞা সাহেব, কি ভ্রম!

মীরা। ওই লোকটাকে দেখে আর তার কথা শুনে এক দিন ওর উপর আমার শ্রদ্ধা জন্মেছিল। এস ভাই, তুমি আমার সঙ্গে। (সোফিয়ার হাস্য) সে কি, তুমি হাসছ-যে ?

সোফিয়া। আপনি যান্। আমার সেলাম গ্রহণ করুন। (পুনর্হাস্য)

মীরা। এ কি ভাই! তোমার এ কি রকম আচরণ!

সোফিয়া। আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করবেন না। আপনি কোথায় যাচ্ছেন, চ'লে যান।

মীরা। আর তুমি ?

সোফিয়া। আমিও আমার পথে চ'লে যাই।

মীরা। কেমন ক'রে যাবে ?

সোফিয়া। যেমন ক'রে এ পথে এসেছি, তেমনি ক'রে অবশিষ্ট পথ চ'লে যাব।

মীরা। তার পর ? কেউ যদি পথে তোমাকে কেহ আক্রমণ করে ?

সোফিয়া। আক্রমণ করে, আপনার মত আর এক জন ভালমানুষ অর্থাৎ বোকা সেপাহীকে ধ'রে তবে যাব।

মীরা। কি ব'ললে!

সোফিয়া। আক্রমণ কেউ করবে না। আমি পাঠান! দস্যু আমাদের কাছে ভয়ে ভয়ে আসে।

মীরা। এই যে এলো।

সোফিয়া। কেউ আসে নি, আপনি বুঝতে পারেন নি। আপনার সাহায্যে আমি ওকে ফাঁকি দিয়ে তাড়িয়ে দিলুম।

মীরা। বলিস্ কি! আমার সঙ্গে প্রতারণা ক'রলি ? একটা সাধু পুরুষকে আমি অযথা কটু বাক্য প্রয়োগ করলুম।

সোফিয়া। কটু বাক্য ত প্রয়োগ করতে আমি বলি নি। রক্ষা ক'রতে বলেছি, রক্ষা করেছেন। মিঞা সাহেব, আমি সেলাম ক'রে চল্লুম। আমাকে অনেক দূর যেতে হবে।

মীরা। পাপিষ্ঠ বালক! বিপদের ভাণ দেখিয়ে আমাকে প্রতারণা করলি।

সোফিয়া। (হাস্য) কোন কেন মিঞা সাহেব ? এই ত আপনি বললেন, লোকের মুখ দেখে অন্তরের গঠন বুঝতে যাওয়া কি ভ্রম।

মীরা। যাও, বুঝতে পেরেছি, এখনই এ স্থান ত্যাগ কর। তোমার মত দাগা তোমার কথা আগে শুনেছি। নইলে শৃঙ্খলে বেঁধে তোমাকে বন্দী ক'রে রাখতুম। যাও প্রতারক, চ'লে যাও।

সোফিয়া। যো হুকুম জনাবালি! যাক্, বাবাজীর বজ্রমুষ্টি থেকে উদ্ধার পেয়েছি, মৃত্যুর মতন সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল, চুলের মুঠী ধরতে ধরতে রক্ষা পেয়ে গেছি। এতক্ষণে ছেড়ে গেল! কিন্তু এ কি হ'ল হাত ধরলে, সর্ব্বশরীর কেঁপে গেল—কথা কইলে, শুনে হৃদয় উথলে উঠল। কিন্তু ও ব্রাহ্মণ ওমরাও—আমি মুসল-মান বালক। বোকা বুঝতে পারি নি। বাবাজী বুঝেছিল—বুঝে সঙ্গ নিয়েছিল। থাকি—না চ'লে যাই। কোথায় যাই ? খোদা, খোদা, কোথায় যাই ?

মা, বাবাজীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ওই দূর থেকে আমার পানে চেয়ে আছে। মা চ'লে যাই।

[প্রস্থান।

মায়া। এ কি বিড়ম্বনা! একটা কুলক্ষী বালকের প্ররোচনায় প'ড়ে কি গর্হিত ব্যাপার করলুম! এক জন সাধুকে কঠোর বাক্য প্রয়োগে দূর ক'রে দিলুম। কিন্তু কে এ বালক? কোথা থেকে এল—কেন এল? বাবাজী সঙ্গে এলো—কেন এলো? সত্যই কি বালক খাঁজাহান লোদীর কেউ? কিন্তু যত দিন বাদশার ছিলুম—এ বালককে ত কখন দেখি নি! তাই ত! কি করলুম! একটা অপরিচিত বালকের কথা শুনে বিশ্বাস ক'রে কর্তব্যে ত্রুটী করলুম!

(মহাবৎ খাঁর প্রবেশ।)

মহা। নারায়ণ রাও!

মায়া। এ কি! জনাবালি! খবর?

মহা। তোমার খবর?

মায়া। শত্রুর কোনও নিদর্শন পাই নি।

মহা। আমিও পাই নি—কেউ পায় নি—অদ্ভুত বেগে লোদী মালোয়ার পথে ছুটেছে! এক দিনে বোধ হয়, শতক্রোশ পথ অতিক্রম করেছে। এতক্ষণ বুঝি মালোয়ার পৌঁছিল। অনুসরণ বৃথা হ'ক, অনুসরণ ছাড়ব না। বিচিত্র, নারায়ণ রাও! তার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার অন্যপথে গেছে। তাদেরও কোনও খবর পেলুম না।

মায়া। এখন কি করব হুকুম করুন?

মহা। তুমি সমস্ত নাগপুরী নিয়ে খানদেশের পথে জাঁহাপনার পলটনের সঙ্গে যোগ দাও। আমি এ দিকে চললুম, বলেছি ত অনুসরণ ছাড়ব না। ও কি! ও কে পর্বতের রন্ধ্রপথে প্রবেশ করছে নারায়ণ রাও

মায়া। ও একটি মুসলমান বালক।

মহা। বালক! এখানে কেমন ক'রে এল?

মায়া। তা জানি না। কোথায় যাচ্ছে তাও জানি না।

মহা। কোথা দিয়ে গেল?

মায়া। এই পথ দিয়ে।

মহা। আবদ্ধ করলে না কেন? তোমার উপর হুকুম কি ছিল?

মায়া। আবদ্ধ করতে পারি নি।

মহা। পার নি! কি বললে কাপুরুষ!

মায়া। হুঁসিয়ার সর্দার, আমি কাপুরুষ নই। আমি পিতৃ-অপমানের প্রতিশোধ নিতে দিল্লীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছি। যার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছি, আপনারা সাম্রাজ্যাকাঙ্ক্ষী বীর সকলেই তার কাছে ক্ষীণ ক্ষুদ্র শৃগালবৎ পর্যুদস্ত।

মহা। বিশ্বাসঘাতক! এখনি সম্রাটদত্ত অসি পরিত্যাগ কর।

মায়া। বেশ, এখনি ফেলে দিচ্ছি।

(বাবাজীর প্রবেশ)

বাবাজী। হাঁ—হাঁ—ফেলো না, ফেলো না—হাতের তলোয়ার ফেলতে নেই, ফেলতে নেই। কি হয়েছে, আমি মীমাংসা ক'রে দিচ্ছি।

মহা। এই দুর্বল প্রাণ নিয়ে তুমি লোদীর উপর পিতৃ-অপমানের প্রতিশোধ নিতে এসেছ?

মায়া। নিতে এসেছিলুম, কিন্তু ভুল ক'রে মহাবৎ খাঁর সাহায্য গ্রহণ করতে এসেছিলুম। জাহাঙ্গীর-বিজয়ী বীর সমুখে লোদী কর্তৃক পরাস্ত হবে, তার স্ত্রী-কন্যার বিরুদ্ধে অভিযান করবে, তা জানতুম না। আমার চৈতন্য হয়েছে। মোগলের গোলামী—আমার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। এ অসি এখ'নি ফেলে দেব।

বাবাজী। হাঁ—হাঁ! দিও না—দিও না! প্রতিশোধ, প্রতিশোধ সময় পেয়েছ, প্রতিশোধ নাও, অস্ত্র ফেলে দিও না। বামুন মানুষ—অত রাগ কেন? এ দিকে মোগল সেনাপতি—তোমার হিতৈষী—ওঁর ওপর রাগ করতে আছে? প্রতিশোধ নিতে প্রতিজ্ঞা করেছ, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে কেন? প্রতিশোধ তোমাকে নিতেই হবে। তবে কি রকম ক'রে নেবে স্থির কর। আমার এই বর্ণত্যাগী ভাগিনের, শাহজীর বংশধরের মত নেবে, না ব্রাহ্মণের মত নেবে?

মায়া। কি বললেন বাবাজী মহারাজ?

বাবাজী। রাগ কেন? মোগল সেনাপতি মহাবৎ খাঁ। রাগ! তার পালকরা নাও—আর হাঁক-ডাকা প্রতিজ্ঞা। বাপে বাবাকে বাবাই লোপাট ক'রে দিলে। নাও—হাতিয়ার নাও—ছেলেমানুষ—বায়না দিয়েছে। হঠাৎ বড়ানো ছেলে-ভুলানো হাতিয়ার। নাও—প্রতিশোধ নাও! কোথাকার খাঁজাহান? কেবল বাপ—বাপ—বাপের অপমান? নাও—কেটে ফেল—খাঁজাহানের ছেলে, মেয়ে, বাপ, সবাই—সব কেটে ফেল।

মায়া। ঠিক হয়েছে। এতক্ষণ পরে আমার জীবনমরণ প্রশ্নের মীমাংসা হ'ল। পাগলের বুদ্ধি দ'রে

তুমি আমাকে ভুক্তবৎ শিক্ষা দিতে এসেছ ? দাদাজী মহারাজ ! এক দিন আপনার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করতে গিয়েছিলুম। এত দিন পরে আজ আবার আপনার কাছে ক্ষুধা-নিবৃত্তি হ'ল। চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ-সন্তানের তুমি আজ চোখ ফুটিয়ে দিলে। ব্রহ্মশাপেতে কি প্রতিশোধ হয় না ? (অস্ত্র-ত্যাগ) এই আমি সম্রাটদত্ত অসি দূরে নিক্ষেপ করলুম। (মহাবতের প্রতি) এই আমি আপনাদের প্রদত্ত আপনাদের কাছেই প্রত্যর্পণ করলুম। (পরিচ্ছদ নিক্ষেপ) যে উচ্চপদ আমি পাবার অধিকারী নই, শুধু আমার পূর্ব-প্রভুকে অভিলাঞ্ছিত করবার জন্য আপনারা আমাকে সেই উচ্চপদ প্রদান করেছিলেন ! এখন বুঝতে পেরেছি, আমি আপনাদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছি।

(আজমের প্রবেশ)

আজম। খবর কি সেনাপতি ?

মহা। খবরদার অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ—অকৃতজ্ঞতা গেল—এরূপ ধৃষ্টতার পরিচয় দিলে বন্দী হবে।

নারা। বন্দী করুন। যদি না করেন, তা হ'লে সে সাধ্য নেই ব'লে রাখছি, আমি এখন হ'তে মোগলের দুশমন হলেম।

আজম। কি, দুশমন—দুশমন ! কোই হায় ?

মহা। এখনি দুশমনকে বন্দী কর।

(সাজাহানের প্রবেশ)

সাজা। উজীর ! এ ক্ষুদ্র পিপীলিকা-শক্তিকে নিয়ে কী ক'রে আপনার প্রভুর পর্বততুল্য উচ্চ মানে আঘাত করবেন না। যাও ব্রাহ্মণ চ'লে যাও। গিয়ে সেনাপতি বাদশার দুশমনি কর। চ'লে আসুন সেনাপতি। এখনও পর্যন্ত লোদীর সম্বন্ধে সংবাদ পাই নি। একটা তুচ্ছ যুবকের সঙ্গে কথায় সময় নষ্ট ক'রে কার্য্যহানি করবেন না।

(চরের প্রবেশ)

চর। জাঁহাপনা !

সাজা। কি খবর ?

চর। লোদীর সন্ধান পেয়েছি।

সাজা। উজীর !

আজম। চ'লে আসুন সেনাপতি—আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করবেন না।

সাজা। যাও দাদাজী, অন্ন ফুরিয়ে গেছে ব্রাহ্মণকে প্রদান কর। সম্রাটের দুশমনি করতে চলেছে, কিন্তু হাতে অস্ত্র নেই। এই সময়ে যদি ওকে একটা ক্ষুদ্র শৃগাল আক্রমণ করে, তা হ'লে ওর আত্মরক্ষা করবার শক্তি নেই।

দাদাজী। সম্রাটের কি দয়া ! এমন দয়া, ঠাকুর পেয়ে বঞ্চিত হয়ো না।

[আজম, সাজাহান ও মহাবতের প্রস্থান।

নারা। দাদাজী মহারাজ, আশীর্ব্বাদ করুন।

দাদাজী। ওরে বাবা, সর্ব্বনাশ করলে—ভুবের—ভুবের।

নারা। হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করুন। কোথায় তুমি হীন আমি, চণ্ডাল আমি, কোথায় আছ, আশীর্ব্বাদের ভিত্তি, মানব-জীবনের গর্ব্ব, সর্ব্বত্যাগী অথচ মহাশক্তিমান্ ব্রাহ্মণ ? কোথায় আছ ? চতুরাশ্রম, অদ্ভুত, পথভ্রষ্ট এই ব্রাহ্মণসন্তানকে কৃপাকটাক্ষ দান কর। তাকে সুপথ দেখিয়ে দাও, সুপথ দেখিয়ে দাও।

[প্রস্থান।

দাদাজী। তোমাকে কেউ দিলে না ? তীরে মানিকের মতন প'ড়েও অসি তুমি পথে প'ড়ে রইলে ? হাড় দিলে—অহিংসা সর্প খুঁজে হাতে তরবারি—মহাশক্তিমান। তোরে মুক্তাহস্তে সংসারে এক দিন প্রাণ এনেছিল। সেই তরবারি আজ মাটিতে প'ড়ে গড়াগড়ি যায়। তার কি কখনও সহ্য হয় ? তাকে তোল, হাত তোল, আদর কর, (তরবারি কুড়াইয়া) মন আমার, হাত আমার—এক সময় তুমি মানুষ রাখতে, এখন তুমি মানুষ খাও। মন আমার, হাত আমার, কথা শুন—সোনার অসি বাঁশী হও—আর উচ্চকণ্ঠে জগৎকে শুনিয়ে যমুনা কাঁদিয়ে রাধা বল—অসি রাধা বল—অসি রাধা বল !

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পথ।

সাজাহান ও আজম।

সাজাহান। এত দূর আসা গেল, এখনও পর্যন্ত লোদীর চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল না ?

আজম। যদি সন্ধান পেয়েও আমরা তার পশ্চাদ্ধাবন ক'রে থাকি, তা হ'লেও আমরা

লোদীর নিকট থেকে এখনও একবেলার পথ তফাৎ। তার উপর আমরা যতই প্রাণপণে ছুটি না কেন, লোদীর গতির সঙ্গে আমাদের গতির তুলনা হ'তে পারে না। সে প্রাণরক্ষার জন্য ছুটেছে, আর আমরা ছুটেছি মরতে। জেনেছি, চলতে বাধা পাবার ভয়ে সে পরিবারবর্গকে সঙ্গে নেয় নি। নিজের মানরক্ষার জন্য যে স্ত্রী-কন্যার প্রাণের মমতা রাখে নি, তার বিদ্যুৎগতি কি আমাদের সৈন্যের অনুমানে আসে?

সাজা। উজীর! তবে আপনাকে হৃদয়ের কথা বলি। মান নিয়ে লোদী ছুটতে পারে, কিন্তু প্রাণ নিয়ে ছুটেছি আমি।

আজফ। এত অমঙ্গল চিন্তা, তুচ্ছ লোদীর ভয়ে এমন কাতরতা তার-সম্রাটের শোভা পায় না।

সাজা। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি যেমন ক'রে পারেন, লোদীর মালব-প্রবেশে বাধা দিন। দাক্ষিণাত্যের পাঠান সৈন্য থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করুন। দাক্ষিণাত্যের সমস্ত রাজাই লোদীর অনুগত। লোদী মালবে প্রবেশমাত্রেই তাদের সাহায্য ভিক্ষা ক'রবে, তারাও প্রফুল্ল চিত্তে লোদীর সাহায্যে ছুটে আসবে। তখন বিনা পানিপথে হিন্দুস্থান আবার পাঠানের হাতে ফিরে যাবে। উজীর, যাতে পারেন—ছলে, বলে, কৌশলে—লোদীর মালব-প্রবেশ বন্ধ করুন।

আজফ। সম্রাট, তা হ'লে বলি। আগরার ময়ূরসিংহাসনে আপনার কতটা আশা ছিল? তা হ'লে যে অদৃষ্ট আপনাকে দাক্ষিণাত্যের বন থেকে ধ'রে এনে সিংহাসনে বসিয়েছে, সেই অদৃষ্টই আবার লোদীর মালব-প্রবেশ-পথে দুর্লঙ্ঘ্য অচল মূর্ত্তিতে বাধা দিয়ে আপনার কি সহায়তা করতে পারে না? কৌশলে এখন খাঁজাহান লোদীর গতিরোধ করা বাতুলতা মাত্র। আপনি মনের আবেগে ছুটে আসছেন। সে আবেগে বাধা দেওয়া ভৃত্যের কর্ত্তব্য নয় ব'লে আমি বিনা আপত্তিতে সঙ্গে এসেছি। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে শুনেছি, খাঁজাহান তাঁর স্ত্রী-কন্যাকে পরিত্যাগ ক'রে পথ পরিষ্কার করেছে, সেই মুহূর্ত্তেই বুঝেছি, খাঁজাহান মালবে পৌঁছেছে, মনে মনে তার বুদ্ধিমত্তার অসংখ্য প্রশংসা করেছি। লোদী বুঝতে পেরেছিল, বেগম-কন্যাকে সঙ্গে রাখলে সে তাদের কিছুতেই রক্ষা করতে পারত না। অথচ তাদের রক্ষা করবার বৃথা চেষ্টায় নিজের স্বাধীনতানাশ অবশ্যম্ভাবী হ'ত।

সাজা। আমি কি এতই হীন উজীর যে, লোদীর পরিত্যক্ত পরিবারের মর্য্যাদা নাশ করতুম?

আজফ। অবশ্য মহানুভব সম্রাটের কাছে তাদের কিছুমাত্র অমর্য্যাদা হ'ত না। কিন্তু তা হ'লেও তাদের মান রাখতে লোদীর ত কোন অধিকার থাকত না। সমস্ত বিষয়েই আপনার অনুগ্রহের উপর তাকে নির্ভর করতে হ'ত। সুতরাং স্ত্রী-কন্যার উপর তাদের আত্মরক্ষার ভার দিয়ে, সে আগ্রাতেই এক রকম আমাদিগকে পরাজিত করেছে। এখন তার পরাভব ঈশ্বরের হাত আমি তা আশা একেবারেই পরিত্যাগ করেছি। লোদীকে বাধা দিতে আপনি নন, আমি নই, অগণ্য মোগলসৈন্য—তারাও নয়। বাধা দিতে সক্ষম, একমাত্র তার দুরদৃষ্ট। তার কপাল যদি ভেঙ্গে থাকে সম্রাট, তা হ'লে এমন অসাধারণ বুদ্ধিমত্তাতেও তার উদ্ধার নাই। সম্রাট! ঈশ্বরকে স্মরণ করুন। তিনি ভিন্ন আপনার মর্য্যাদা কেউ রক্ষা করতে পারবেন না।

(চরের প্রবেশ)

সাজা। কি খবর?

চর। জাঁহাপনা অতি সুসংবাদ। চম্বল নদীতে ভয়ানক বান এসেছে। নদীর দু'ধারের দেশ একেবারে ভেসে গেছে। খাঁজাহান সমস্ত সৈন্য নিয়ে সন্ধ্যা থেকে এখনও পর্যান্ত ব'সে আছে—পার হ'তে পারে নি।

সাজা। উজীর!

আজফ। আর উজীর কেন জাঁহাপনা? বলেছি ত ঈশ্বর আপনার সহায়। ঈশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়ে এই দণ্ডেই অগ্রসর হ'ন। খাঁজাহানকে খোদা মেরেছে। আসুন, সত্বর আসুন, ঈশ্বরদত্ত এ শুভ ফল ভোগ করতে বিলম্ব করবেন না।

সাজা। ঈশ্বর! তোমায় অগণ্য ধন্যবাদ।

চর। প্রাণের দায়ে নদী পার হ'তে লোদী নিজের বিশেষ ক্ষতি ক'রে ফেলেছে। তার অনেক সৈন্য বন্যার স্রোতে ভেসে গিয়েছে। উন্মত্ত লোদী পক শ্মশ্রু ছিঁড়তে ছিঁড়তে অদৃষ্টকে, দরিয়াকে, এমন কি ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত গাল পাড়ছে।

সাজা। উজীর, ধন্য তোমার অনুমানশক্তি! বিদ্যুতের পিঠে চ'ড়েও যদি লোদীর অনুসরণ করতুম, তবুও তাকে ধরতে পারতুম না। খোদা, তার এই অসম্ভব বেগ, তুমি নিজে এ গোলামের প্রতি দয়া ক'রে রোধ করেছ। তোমায় অগণ্য ধন্যবাদ! আর চম্বল! যেখানে তুমি আমার জন্য সৈন্যের কার্য্য ক'রে খাঁজাহানকে আবদ্ধ রেখেছ, তোমার সে পবিত্র ঘাটে আমি খোদার মসজিদ প্রতিষ্ঠা করব।

আজফ। সেনাপতি! তার খবর কি?

চর। একদল বোধ হয় লোদী সৈন্যের

পৃষ্ঠস্পর্শ করেছেন। বিদ্যুতের বেগে সেনাপতি তাঁর অনুসরণ করেছেন।

আকব। জাঁহাপনা! আপনি পশ্চাতে আপনার পল্টন নিয়ে আসুন। আমি আর এক লহমা এখানে দেরী করতে পারব না। ঘন বনাকীর্ণ পার্ব্বত্য পথ—তোমার দুর্দ্ধর্ষ তিন শত সৈন্য—আমি এখনই মহাবতের পল্টনের সঙ্গে যোগ দিতে চললুম।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গুলনার ও আজিমৎ, রিজিয়া ও বাঁদী।

আজি। মা, ক্ষণেকের জন্য বিশ্রাম করলে বোধ হয় ক্ষতি হবে না।

গুল। বিশ্রাম? কোথায় বিশ্রাম করব বীর? সয়তানের অধিকার কি উত্তীর্ণ হয়েছি?

আজি। অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারছি না। চম্বলগর্ভে বালুকারেখা অদূরে দৃষ্ট হচ্ছে! আমরা অজ্ঞাত পথ অবলম্বন করেছি। কত দূরে চম্বল বুঝতে পারছি না। সহচর ভাইদের এক জনকে সন্ধানে পাঠিয়েছি। সে যতক্ষণ না ফিরে আসে, অন্ততঃ ততক্ষণ বিশ্রাম কর।

গুল্। এখনও বিশ্রামের প্রয়োজন নাই।

আজি। বিশ্রামে তোমার প্রয়োজন না হ'তে পারে, কিন্তু মা, বালিকা রিজিয়া—সারা রাত্রি সারা দিন সমানভাবে আমাদের সঙ্গে আসছে—তাকে একটু বিশ্রাম করতে না দিলে সে যে বাঁচবে না মা!

গুল্। কি মা রিজিয়া, এখানে বিশ্রাম করবি?

রিজিয়া। কই বিশ্রামের কথা আমি ত কাউকেও বলি নি মা!

গুল্। তোরা?

বাঁদী। মোগলের দেশে আমরা বিশ্রাম করব না।

গুল্। আজিমৎ! উত্তপ্ত বালুকা ভূমিতে চলতে চরণ দগ্ধ হয় দেখে, তুমি কি আমাদের সেখানে শয়ন ক'রে বিশ্রাম নিতে বল?

আজি। তা হ'লে যতক্ষণ পর্য্যন্ত পথের খবর না আসছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যতটুকু সময় পায়, বিশ্রাম গ্রহণ কর।

গুল্। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না উজ্জয়িনী দুর্গের পদান্তভলে প্রসন্নসলিলা শিপ্রাতটে, তোমার পিতার—আমার—প্রভুর—চরণপ্রান্তে আমাকে নিক্ষেপ করতে পারছ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিশ্রামের নাম মুখেও এনো না।

আজি। চিরদিন সুখে অভ্যস্ত তুমি—এরূপ দুর্দ্দশায় তুমি, তোমার কন্যা, এমন কি তোমার বাঁদীরা পর্য্যন্ত কখনও যে পড় নি মা! নিজের দৈহিক অবস্থাতে বুঝতে পারছি, তোমাদের অবস্থা কি হয়েছে। যে উদ্দেশ্যে আগরা পরিত্যাগ ক'রে, এই অমানুষিক ক্লেশ স্বীকার ক'রে এত দূরে এসে পড়েছ, ভয় হয়, পাছে তোমাদের জীবননাশে সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়!

গুল। তাও ভাল, তথাপি বিশ্রামের কথা পরিত্যাগ কর। অঞ্জলি পূরে বিশ্রাম আমি আগরায় পথে ছড়িয়ে এসেছি। বুঝতে পারছ না আজিমৎ, ক্ষুদ্র কাপুরুষেও যে কার্য্য করতে কুণ্ঠিত হয়, তোমার বীর পিতাকে সেই কাজ করতে হয়েছে—শত্রুর মুখে স্ত্রী-কন্যাকে ফেলে তাঁকে আগরা পরিত্যাগ করতে হয়েছে। তাঁর মনোবেদনা আমি ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি বুঝতে পারবে না। আমাকে দেখতে না পেলে, সমগ্র সাম্রাজ্যলাভেও তাঁর হৃদয়ের যন্ত্রণার অবসান হবে না। মৃত হ'ক, জীবিত হ'ক, যেমন ক'রে পার, তাঁর পদপ্রান্তে আমার দেহকে উপস্থিত কর। শত্রু নিশ্চয়ই আমাদের অনুসরণ করেছে। যদি তারা এসে তোমাদের পৃষ্ঠ স্পর্শ করে, তা হ'লে আর পারবে না।

আজি। তবে আর কেন, চলতে আরম্ভ কর।

গুল্। যাও রিজিয়া! যাও মা, আবার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও।

বাঁদী। এস নবাবজাদী, প্রস্তুত হই।

[রিজিয়া ও বাঁদীর প্রস্থান।

গুল্। আজিমৎ! আমাদের যাত্রার কথা শুনে ঐ দুরন্ত পার্ব্বতী প্রকৃতি হেসে উঠল কেন?

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈ। নবাবজাদা!

আজি। কি ভাই?

সৈ। সব শেষ—চম্বলে বিষম বান।

আজি। বান?

সৈ। ওপর পাহাড়ে কোথায় প্রবল বর্ষা হয়েছে, নদী একেবারে ফুলে উঠেছে, প্রচণ্ড শব্দে জলরাশি ছুটে চলেছে।

গুল্। ঠিক হয়েছে, আজিমৎ, চারিদিক থেকে অন্ধকার আমাকে গ্রাস করতে আসছে।

আজি। মা, মা—কি হ'ল মা?

গুল্। আসুক, ভয় কি আজিমৎ? জিজ্ঞাসা

কর, কেবল একবার অন্ধকারকে জিজ্ঞাসা কর, কোথায় তোমার পিতা? কোথায় সহস্র রণজয়ী মালবেশ্বর? চম্বল কখন তার পার হওয়া রোধ করতে পারে নি।

(নেপথ্যে রণশব্দ—২য় সৈনিকের প্রবেশ)

২য় সৈ। নবাবজাদা! শত্রু শীঘ্র এ স্থান পরিত্যাগ করুন।

আজি। শত্রু? অসম্ভব! আকাশের পাখী এরূপ বেগে পথ চলতে পারে না।

গুল্। আজিমৎ তুমি যাও।

আজি। কোথায়?

গুল্। তোমার পিতার কাছে। যদি তোমার পিতার আমাদের মত অবস্থা হয়, শত সৈন্যের শক্তি থেকে তাঁকে বঞ্চিত ক'র না।

আজি। আর তুমি?

গুল্। আমাকে রেখে যাও।

আজি। কোথায়—কার কাছে?

গুল। যেথায়—আমার কাছে।

আজি। তা পারব না।

গুল। আমি সঙ্কল্প করেছি, গলগ্রহ হয়ে তোমার পিতার গন্তব্যপথে বাধা দেব না।

আজি। তা কিছুতেই পারব না—পিতার সম্মুখে তোমার সঙ্কল্প করা উচিত ছিল। পিতার শক্তিতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। দোহাই মা, পিতার সম্মুখে যদি কোন দিন উপস্থিত হ'তে পারি, আমাকে সেখানে হেঁটমুণ্ডে দাঁড় করিও না।

(নেপথ্যে রণশব্দ)

গুল্। ওই শত্রু এলো, পালাবার পথ চম্বল রোধ করেছে। কেমন ক'রে আমাদের রক্ষা ক'রবে?

আজি। সন্তানের শক্তির উপর একটু নির্ভর কর। মুহূর্ত—দোহাই মা, একবার এক মুহূর্তের জন্য আমাকে শত্রুর বলপরীক্ষা করবার অবকাশ দাও।

গুল্। বেশ, অবকাশ দিলুম।

(রিজিয়ার প্রবেশ)

রিজিয়া। মা, আজ এত অন্ধকার কেন? আগরা ছেড়ে এত দূর ছুটে এলুম—সেখানে অন্ধকার দেখে ভয় পেলুম—এখানেও অন্ধকার। আজ অন্ধকার সঙ্গ ছাড়ছে না কেন মা? কতকগুলো সৈন্যের কোলাহল শুনে প্রাণটা কেঁপে উঠল। ভয়ে চারি দিকে চাইলুম, এক মুহূর্তেই অন্ধকার আমার চোখের ওপরে পর্দার মত প'ড়ে গেল। কেন মা, এমন অন্ধকার দেখলুম?

গুল। এ পাপদেশ থেকে পুণ্যরবি অন্তর্হিত হ'য়ে গেছে। আকাশের তারকারাজি অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকেছে। রিজিয়া—রিজিয়া! পারবি?

রিজিয়া। কি পারব মা?

গুল। বলতে রসনাকে কে যেন জোর ক'রে টেনে ধরেছে। রিজিয়া—রিজিয়া! পারবি?

রিজিয়া। তুমি অমন করছ কেন মা? কি পারব—কি করব?

গুল্। তুই নবাব খাঁজাহানের পরম প্রিয় কন্যা—জান্। তাই তোকে বলতে পারছি না।

রিজিয়া। তোমার মা বলাতে আরও কষ্ট পাচ্ছি যে মা! মা! আমি কি অপরাধ করেছি?

গুল। আমরা সবাই অপরাধী—খোদার কাছে অপরাধী। সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। রিজিয়া—রিজিয়া—তোমার মহামান্য পিতা শক্তিমান্ মালবেশ্বর পাপিষ্ঠ সম্রাট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে অপমানিত হয়েছেন। নিজের শৌর্য্যে সম্রাট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে অপমানিত হয়েছেন! এখন সেই মানের চাবী আমার হাতে। তোমার পিতা আমাকে সেই চাবী দিয়ে, আমাকে ফেলে, তোমাকে ফেলে চ'লে গেছেন। রিজিয়া কথা কইবার অবকাশ নেই।

রিজিয়া। শীঘ্র বল মা! আমাকে কি করতে হবে। মান্—মান্—মহৎ পিতার মান, বিলম্ব ক'র না মা! বল বল, আমায় কি করতে হবে?

গুল। মা হয়ে বলতে পারছি না! শত্রু অগণ্য সৈন্য নিয়ে আমাদের পাছু নিয়েছে। সামান্যমাত্র রক্ষী নিয়ে তোমার ভাই বিপন্ন।

রিজিয়া। তাই বল ম'রতে হবে? পিতার মর্য্যাদা রাখতে ম'রতে হবে? পাঠাননন্দিনী আমি, বলতে সঙ্কোচ কেন, ভয় কেন? কখন ম'রতে হবে, কেমন করে ম'রতে হবে, শীঘ্র বল মা?

গুল। অন্ধকারের ভিতর থেকে মৃত্যু চোরের মতন ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখছে।

রিজিয়া। গ্রেপ্তার কর মা, মৃত্যুকে গ্রেপ্তার কর; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বল মা, পিতার মর্য্যাদা রক্ষা হবে, তোমার মর্য্যাদা রক্ষা হবে, ভাইয়ের মর্য্যাদা রক্ষা হবে, বংশের মর্য্যাদা রক্ষা হবে। ব্যাপার কি জানবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে, তবু কিছু জানতে চাই না, কিছু শুনতে চাই না। শুধু বল মা মর্য্যাদা,

পিতার মর্য্যাদা, তোমার মর্য্যাদা, ভাইয়ের মর্য্যাদা, বংশের মর্য্যাদা।

গুল। ভয় কি মা! আমি সঙ্গে যাব, কোলে নেব। স্বর্গের অনন্ত দীর্ঘ পথে তোমাকে ব'য়ে নিয়ে মা ও কন্যা অনন্ত সঙ্গীত-ধারায় তোমার পিতার জয় ঘোষণায় স্বর্গের গগন প্লাবিত করব।

রিজিয়া। তবে ল'য়ে চল মাদবেশ্বরী, আমাকে ল'য়ে চল।

তৃতীয় দৃশ্য

পার্ব্বত্য অরণ্য।

খাঁজাহান ও সৈন্যগণ।

খাঁজা। আর কি, আমার কার্য্য আমি করেছি। মানুষে যা অনুমানেও না আনতে পারে, তা হ'তেও অধিক করেছি। ভোরে বেরিয়েছি, সন্ধ্যা না হ'তে শত ক্রোশ পথ অতিক্রম করেছি, দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতমালা, অন্ধকারময় বন, নদী জলা জঙ্গল, সহস্র বাধা কিছুই ভ্রূক্ষেপ করি নি। শেষে গৃহের দ্বারের সমীপে এসে আমি নিশ্চল। অদূরে—প্রতীকার—আমি পঙ্গু। চক্ষের সামনে বিঘত প্রমাণ স্থানের ব্যবধানে চলচলায়মান সুধার সাগর, আর আমি তীরে পিপাসিত স্থাণুর ন্যায়, শুধু চক্ষের পলকে জীবনের অস্তিত্ব জানিয়ে, প্রাণের জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছি। বাধা, একটু বাধা—একটি ক্ষুদ্র কণ্টকবনের ক্ষীণ রেখা তুচ্ছ পিপীলিকারও লঙ্ঘনীয়, এ আমি পার হ'তে পারলেম না? যে চষণ-গর্ত্তের বালুকাস্তূপে পড়ে রৌদ্রদগ্ধ পথিক এক সময় জল জল ক'রে আকাশভেদী উচ্চ চীৎকারে নিষ্ঠুর নদীর বক্ষবক্ষে ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করেছে, আজ সেখানে সাগরপ্রমাণ জলের রাশি নিয়ে পর্ব্বতভেদী তীব্র স্রোত। আকাশ মেঘশূন্য, তটভূমি নীরস, তরুলতা শুষ্কতৃণ, কিন্তু নদীতে বান! বিধাতার এমন বিড়ম্বনা তোমরা আর কখনও কি দেখেছ? খোদা! হতভাগ্য খাঁজাহানের মৃত্যুই যদি তোমার অভিপ্রায়, মোগলের মর্য্যাদা রেখে তোমার এক জন গোলামকে অপমানিত লাঞ্ছিত দেখ্‌তেই যদি সাধ ক'রেছিলে, তবে বাদশার সভায় সেই অসংখ্য যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধে এক যুদ্ধের দুর্ব্বল করে সহস্র দাতজের বল দিয়েছিলে কেন? এ আমার সব নষ্ট করলে, হাতের জল মুখে তুলতে দিলে না! শুধু স্ত্রী-কন্যা পরিত্যাগই আমার সার হ'ল।

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। জল কম্‌লো না, আরও উত্তরোত্তর বাড়্‌ছে, এখন কর্ত্তব্য কি?

খাঁজা। খোদাদাদকে পাঠিয়েছি, সে যদি কোন উপায়ে এক জন লোককেও পার ক'রে মালবে সংবাদ পাঠাতে পারে, তা হ'লেও একটা কর্ত্তব্য স্থির করতে পারি। নইলে বাপ্, এখন কি কর্ত্তব্য, তা ত বুঝতে পারছি না।

(খোদাদাদের প্রবেশ)

মুখ দেখে বুঝতে পারছি খোদাদাদ, কিছু ক'রে উঠতে পার নি।

খোদা। এক এক জন ক'রে বার জনকে দরিয়ার গ্রাসে দিয়ে এলুম। আর সাহস হ'ল না। পরপারে কেউ পৌঁছিতে পারলে না।

১ম সৈনিক। জাঁহাপনা আমাকে আদেশ করুন, আমি একবার চেষ্টা করি।

খাঁজা। না ভাই, আর নয়। এ মহামূল্য জীবন আর আমি বৃথা নষ্ট হ'তে দিতে পারি না। এক একটি ক'রে এই রকমে অর্দ্ধেক বল আমি নষ্ট করেছি। আর পারি না।

(নেপথ্যে তোপধ্বনি)

সৈন্য। ওই এলো জনাব।

খাঁজা। আরও আস্‌বে না? বহুক্ষণ পূর্ব্বেই আসা উচিত ছিল।

(২য় সৈনিকের প্রবেশ)

২য় সৈনিক। জাঁহাপনা!

খাঁজা। বুঝ্‌তে পেরেছি।

২য় সৈনিক। আমরা সব প্রস্তুত হয়ে আছি, কি করব আদেশ করুন।

খাঁজা। বাদশার সৈন্য কত, আন্দাজ করতে পেরেছ?

২য় সৈনিক। অসংখ্য।

খাঁজা। এখনও কত দূরে?

২য় সৈনিক। নিশেন উড়ছে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

খাঁজা। তা হ'লে ত এসে পড়েছে। যাও, তোমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

[সৈনিকের প্রস্থান।

(বেগে দরিয়ার প্রবেশ)

দরিয়া। জাঁহাপনা—জাঁহাপনা!

খাঁজা। কি খবর!

দরিয়া। শীগগির আসুন, মেহেরবাণী ক'রে শীগ্‌গির আসুন। পারের উপায় করেছি। বন থেকে এক প্রকাণ্ড শালকাঠ পেয়েছি। ভাসিয়েছি, দু'জনে পারে পৌঁছিতে পারবে। চ'লে আসুন।

খাঁজা। হা আল্লা! মৃত্যুমুখে প'ড়েছি। দম্ভের পেষণে অর্দ্ধচূর্ণ হয়েছি, এখনও আশা! কি কর্ত্তব্য খোদাদাদ? পার হ'তে হ'তে যে শত্রু এসে পড়্‌বে।

দরিয়া। পড়বে কি, পড়েছে। জাঁহাপনা হুকুম, জলদি হুকুম।

(আজিমতের প্রবেশ)

আজি। পিতা! পিতা! মালব-ঈশ্বর!

খাঁজা। কে ও আজিমৎ!

খোদা। নবাবজাদা!

দরিয়া। নবাবজাদা! নবাবজাদা! তুমি এলে, আমাদের মাদী!

আজি। এস দরিয়া, এস খোদাদাদ—সকলে এস।

খাঁজা। কোথায়?

আজি। একবার আসুন পিতা—একবার আসুন।

খাঁজা। কোথায়?

আজি। মাকে দেখতে।

খাঁজা। কাপুরুষ! তুমি কি তোমার জননীকে দুস্‌মনের হাতে সঁপে দিয়ে আমাকে সংবাদ দিতে এসেছ!

আজি। দুস্‌মন কোথায় আপনি জানুন, আমরা জানি না, মা আপনাদের আগে এসেছেন। এসে চম্বলের বানে আবদ্ধ হয়েছেন।

খাঁজা। ধন্য গর্ব্বময়ী—ধন্য রাণি! তুমি আজ সর্ব্বতোভাবে তোমার স্বামীকে পরাস্ত করলে। কিন্তু সব বৃথা হ'ল খোদা! এ অপূর্ব্ব-নারীগৌরব অরণ্যের অন্তরালে সমাধিস্থ করলে!

(নেপথ্যে রণধ্বনি)

দরিয়া। ওই দুসমন এলো!

খাঁজা। কর্ত্তব্য খোদাদাদ?

খোদা। আর কর্ত্তব্য—কি বল্‌ব জনাব! হ'ল না—এ অপমানের প্রতিশোধ হ'ল না। দরিয়া—আর ভাই—পিতা, মা, পুত্র—সকলে মিলে—এই শিলাময় ভূমিতে চিরনিদ্রার শয্যা রচনা করি।

আজি। কিছু করতে হবে না ভাই, একবার তোমরা মাকে দেখে গন্তব্য পথে চ'লে যাও—আমরা কেউ তোমাদের বাধা দেব না। পিতা একবার আসুন, একবার মালবেশ্বরীর মান রক্ষা করুন।

খাঁজা। এ দীন হতভাগ্য হ'তে আর তার কি মান রক্ষা হবে আজিমৎ? মান সে মানময়ীর অনুসরণ করছে। আমাকে মুক্তি দাও। আমি একবারে চম্বলের উন্মত্ত স্রোতে ঝাঁপ দিই—ফিরে আসি। মুসলমান-কলঙ্ক সাজাহানের নাম দুনিয়া থেকে মুছে দিয়ে তোমার জননীর মান-রক্ষা করি।

আজি। এক লহমার জন্য—দোহাই পিতা! লোদীবংশের মান। পিতা পায়ে ধরি—একবার—দেখতে। মান—লোদীবংশের মান—থাকবে না—যাবে। না গেলে যাবে—তুমি দায়ী হবে।

খাঁজা। উন্মাদ, কেন যাবে—কিসে যাবে? মান তোমার জননীর অনুসরণ করছে—কে নষ্ট করবে?

আজি। শৃগালে, কুকুরে, পিশাচে, শয়তানে—যাবে, নিশ্চয় যাবে।

খাঁজা। আরে পাগল বলছিস্ কি?

আজি। দেখে এস। এতক্ষণ বুঝি মা নেই।

খাঁজা। নেই?

আজি। নেই—মা নেই, ভগিনী নেই, বাঁদী নেই, কেউ নেই।

খোদা। জনাবালি, যত শীঘ্র পারেন, একবার দেখে আসুন।

দরিয়া। এখনি জনাবালি, এখনি।

খাঁজা। স্থির হয়ে বল আজিমৎ! শয়তানেরা কি তাঁকে ধরতে পেরেছে? ধ'রে কি তাঁর উপর অত্যাচার করছে?

আজি। দোহাই পিতা, এতক্ষণ অতিকষ্টে আপনার সঙ্গে কথা কয়েছি। আর পারব না। ইচ্ছা হয় যান—মা আপনার মান রেখেছেন, আপনা হ'তে যদি মালবেশ্বরীর মান যায়, সমস্ত দুনিয়া পেলেও এর পর আপনার আক্ষেপ যাবে না।

খাঁজা। তোমরা প্রস্তুত হও।

খোদা। আমরা পা বাড়িয়ে আছি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

পার্ব্বত্য অরণ্য।

গুলনার।

গুল্। ধীরে! ধীরে! ফুল-সাজে—ফুল-হারে আমার এ দেহতরণী ফুলে সাজিয়ে—আমার প্রভুর অনন্ত গৌরবের ঘর রচনা করতে জীবননদী পার হ'য়ে, চিরসৌরভময় ফুলের রাজ্যে চ'লে যাব। তোরা কে যাবি সঙ্গিনী আয়, সময় ব'য়ে যায়। ধীরে! ধীরে! শয়তান মেওয়ালের ফাঁকে ফাঁকে তীব্র দর্শনে চেয়ে আছে। তারে ফাঁকি দিয়ে—হুঁসিয়ার, কেউ যেন না দেখতে পায়। কেউ যেন না শুনতে পায়। কে যাবি আয়—ছুটে আয়।

(বাঁদীগণ কর্তৃক ধৃত হইয়া রিজিয়ার প্রবেশ)

রিজিয়া। এই আমি প্রথম এসেছি মা!

গুল্। তাই ত মা, তাই ত রিজিয়া! প্রথম গৌরব তুই আয়ত্ত করলি! আয় মা, তোর বিদ্ধ বক্ষ আলিঙ্গন করি। পবিত্র রক্তধারা শুধু ধরণী শীতল করবে কেন মা, মুহূর্ত্তের জন্ম তোর জননীর বক্ষ শীতল করুক।

রিজিয়া। বল মা! পিতার মর্য্যাদা রক্ষা হ'ল। বল মা! মালবেশ্বরের সকল আপদ কেটে গেল। মা বাক্য রুদ্ধ হয়ে আসছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, আকাশে কত দেবদূত যেন কোথা যাচ্ছে। কাকে যেন আনতে যাচ্ছে। মস্তকে সোনার মুকুট, হস্তে সুবর্ণ দণ্ড—বাক্য রুদ্ধ হ'য়ে আসছে।

গুল্। আর বলবার প্রয়োজন কি মা? চল্ রিজিয়া, চল্ আমরাও শুভ্র কমলমালা হস্তে ল'য়ে ঐ শুভ্র আলোকবসন দেবদূতগণের অনুসরণ করি।

রিজিয়া। বুঝতে পারছি, দেখতে পাচ্ছি, তারা—তারা—তাই আজিমতকে, পিতাকে অভিবাদন করতে চলেছে। আহা! কি মোহন সুর! মা! মা! কি অপূর্ব্ব প্রতিধ্বনি। একটা চন্দ্রতীরে—আর একটা বিন্ধ্য-শৈলশিখরে—বিজন বনারণ্য মাঝে! কি মধুর! কি মধুর!

গুল্। কে এই প্রথম পুণ্যপথ-যাত্রির অনুসরণ করবি?

বাঁদীগণ। আমরা সকলেই করতে প্রস্তুত হয়ে এসেছি।

গুল্। যে বাধা হয়ে যেতে চাও, সে এস না? যে আশায় বুককে এ জীবনকে সর্ব্বস্ব জান, সে এসো না? যে উল্লাসে আসতে পার—সে এস। যে মুক্তিকার লোল রসনার সম্মুখে গর্ব্বে বক্ষ স্ফীত ক'রে আসতে পার, সে এস।

বাঁদী। আমরা সকলেই এসেছি।

গুল্। তবে আর কেন—এস মরণ—শয়তানের আক্রমণে পবিত্রতাময় প্রীতিআচ্ছাদন, এস—আমাদের স্বর্গ-স্বপ্নে আবৃত কর। ধীরে—ধীরে—পুষ্পগুচ্ছে অনন্ত পথ আবৃত ক'র—ধীরে—ধীরে—

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

পর্ব্বতের অপরাংশ।

খাঁজাহান, আজিমৎ ও সৈনিক।

খাঁজা। কই আজিমৎ, অন্ধকারে কিছুই ত ঠাওর করতে পারছি না। রাণী কই, কন্যা কই? একটা বাঁদীকেও ত দেখতে পাচ্ছি না।

সৈ। আসুন নবাবজাদা, এইদিকে সন্ধান করি।

খাঁজা। আর সন্ধান করবার সময় নেই।

আজি। পায়ে ধরি জাঁহাপনা, আর একবার সন্ধান করুন।

খাঁজা। এই এত সন্ধান করলুম, আর কত করব, অন্ধকারে আর কোথায় তাদের খুঁজব? আপনাদের বিপন্ন ও প্রস্থান নিরাপদ নয় জেনে, তারা আত্মরক্ষার জন্ম হয় ত আগে থাকতেই চম্বলের গর্ভে চ'লে গেছে। সন্ধানের সময় নষ্ট, সন্ধান করা বৃথা। আর নয় আজিমৎ, কার্য্য পণ্ড ক'র না।

আজি। জাঁহাপনা, আমি এই বনে করুণকণ্ঠ শুনেছি। একটা নয়, অনেক—সেই সঙ্গে মরণোন্মুখ আর্ত্তনাদ। পিতা, নিশ্চয় এখানে কারা মরেছে। এক জন নয়, দুই জন নয়, অনেক নারীকণ্ঠ। জনাব, নিশ্চয় আমার মা নেই—বাঁদীরা নেই—ভগিনী নেই,—কেউ নেই। পায়ে ধরি, পিতা সন্ধান করুন। মা আমার বেঁচে থাকলে আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও আপনাকে থাকতে অনুরোধ করতুম না। পিতা স্থির বিশ্বাস, তারা কেউ নেই। যদি তাঁদের মৃতদেহের উপর অত্যাচার হয়, পিতা, সহস্র ময়ূর সিংহাসনেও যে সে ক্ষতিপূরণ হবে না! পিতা, পায়ে ধরি, সন্ধান করুন।

খাঁজা। রাণী, রাণী, যদি বেঁচে থাক, একবার দেখা দাও। এ কি আজিমৎ, এ শিলাতলে এত জল

কিসের ? এ কি—না না এ যে রক্ত ! (হস্ত দিয়া মৃত্তিকা পরীক্ষা) আজিমৎ রক্তস্রোত ।

আজি । পিতা মাতৃদেহের সন্ধান করুন ।

খাঁজা । রাণী—রাণী—রিজিয়া—রিজিয়া !

[আজিমৎ ও খাঁজাহানের প্রস্থান ।

(আজিমত ও খাঁজাহানের পুনঃ প্রবেশ)

খাঁজা । সব গেলি ! রাণী, রিজিয়া, বাঁদী, সব গেলি ? দেখতে এলুম, একবার দেখার অপেক্ষা করতে পারলি নি ?

আজি । পিতা, এখন উপায় ?

খাঁজা । উপায় আর কি ? খোদাদাদকে চুপে চুপে সংবাদ দাও । সে যত শীঘ্র পারে, একটা প্রকাণ্ড কবর খনন করুক । প্রত্যেককে স্বতন্ত্র কবর দেবার আর সময় নেই । একস্থানে সবাইকে রেখে যাই ।

আজি । যথা আজ্ঞা ।

[প্রস্থান ।

খাঁজা । রাণি মালবেশ্বরি ! আমার সুখ-দুঃখের চিরসঙ্গিনি ! এই কি তোমার পরিণাম ? সামান্যা রমণীর মত কুক্কুর শৃগালের ভক্ষ্য হ'তে, তোমাকে শুধু মাটী চাপা দিয়ে রেখে যাব ? একটু প্রাণ ভরে কাঁদতে পাব না ? নয়ন-ভরা অশ্রু উপহার রেখেছি, তোমার সমাধিতে দান করতে পাব না ? আর রিজিয়া ! না থাক্, রমণীর মত ক্রন্দন করবার এ সময় নয় । রাণী মালবেশ্বরী, তুমি যেমন আজ লোদী-বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করলে, তোমার এই হতভাগ্য স্বামী যদি কখনও সেইরূপ মর্য্যাদা রাখতে পারে, যদি কখনও সগর্ব্বে আবার আগরায় ফিরতে পারে, তবেই তোমার সঙ্গে দেখা । নইলে এই শেষ । তা হ'লে এই আমার হৃদয়-শোণিতের উপহার দরিদ্র খাঁজাহানের এই একমাত্র সম্বল তোমার উদ্দেশে নিক্ষেপ করলেম । (গলার হার নিক্ষেপ) আর দেবার কিছুই নাই । রাণী—রাণী—আমার রাণী !

(দরিয়া ও খোদাদাদের প্রবেশ)

খোদা । জাঁহাপনা

খাঁজা । এস, শীঘ্র এস ! ঘোর অন্ধকার । কোথায় রাণী, কোথায় রাজকুমারী, কোথায় বাঁদী, খুঁজে আলাদা করবার সময় নেই । সকলকে এক স্থানে সমাধিস্থ কর ।

(দরিয়ার প্রবেশ)

দরিয়া । জনাব ! আর বিলম্ব করলে যে যায়, প্রাণ, স্বাধীনতা সব যায় ! মহাবৎ উজীর দু'জনে একত্র হ'য়ে আমাদের আক্রমণ করেছে—আমাদের পৃষ্ঠ-রক্ষীর সঙ্গে লড়াই বেধেছে ।

খাঁজা । আজিমৎকে নিয়ে তোমরা চ'লে যাও ।

আজি । কখনও যাব না, আমি জাঁহাপনার হুকুম মান্‌ব না । আমি গিয়ে করব কি ?

খাঁজা । বুঝতে পারছ না—ওই দুই সেইমানের অন্তরালে সেই শয়তান অবস্থান করছে । যদি একবার এই অন্ধকারে কোনও প্রকারে তাদের পশ্চাতে গিয়ে তার বুকে ছোরা মারতে পারি—

খোদা । জাঁহাপনা ! অসম্ভব কথা কইবেন না । এ গোলামের নিবেদন, আপনি পার হ'ন । আমরা যতক্ষণ পারি প্রতিরোধ করি ।

খাঁজা । খোদাদাদ ! বৃদ্ধের প্রতি দয়া কর । সমস্ত হত্যা করেছি, আর পুত্রহত্যার পাপ বৃদ্ধের স্কন্ধে চাপিও না ।

আজি । তা হ'তেই পারে না । প্রতিশোধ—প্রতিশোধ ! যতক্ষণ প্রাণ, ততক্ষণ এক কথা, প্রতিশোধ । একা মালবেশ্বর এক লক্ষ । মালবেশ্বর ফিরলে সব ফিরবে । পিতা, দোহাই পিতা, আমার মাতৃহত্যা, আমার ভগিনীহত্যা, তেজস্বিনী অগণ্য মুসলমানী—তাদের হত্যার প্রতিশোধ নিন্ ।

দরিয়া । জাঁহাপনা—হুকুম ।

আজি । হুকুম আমার । আমি এ যুদ্ধের সেনাপতি । তাই সব অগ্রসর হও, ঈশ্বরের নাম নিয়ে পিশাচ-সৈন্যের গতিরোধ কর ।

খাঁজা । তবে তাই কর । সব শোক গেলুম । পুত্রশোকই বা বাকি থাকে কেন ? শান্তির চূড়ান্ত না হ'লেই বা তৃপ্তি কই ? বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, তোমাদের এ মহত্ত্বের প্রতিদান নেই । ধন্যবাদ দেব—কথা নেই । হতভাগ্য নবাব ভূমি স্পর্শ ক'রে তোমাদের আজ সেলাম করে ।

সকলে । জয় নবাবের জয় !

দরিয়া । খোদাদাদ ! ভাই ! এক জন মাত্র লোক জাঁহাপনার সঙ্গে যেতে পারে । তুমি জাঁহাপনার বহুদিনের সহচর । সঙ্গে তুমি যাও । বুঝতে পারছি মৃত্যু, খোদা কেন—দেখ্‌তে পাচ্ছি মৃত্যু । তাই, শাহজাদাকে কোলে নিয়ে সুখের মৃত্যু মরবার আমার সাধ হয়েছে, খোদাদাদ, পুত্র-শোকাতুর

বৃদ্ধ নবাবের তুমিই একমাত্র যোগ্য সহচর। আমরা মা আর ভগিনীদের সমাধিস্থ করি।

খোদা। তা কখনই হ'তে পারে না দরিয়া, তুমি যাও।

দরিয়া। অস্ত্র ধর, যে বাঁচবে সে যাও। ওস্তাদ! এস, একবার তোমারই সঙ্গে যুদ্ধ করি।

খাঁজা। এস বাল্যসহচর, তুমিই আমার সঙ্গে এস। হুঁসিয়ার আজিমৎ! যাচ্ছ, কিন্তু বুঝে যাও। যদি আমার পার হবার সময় পর্যান্ত শত্রুকে বাধা দিতে না পার, অন্ততঃ তোমার জননী-ভগিনীকে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করবার সময় পর্য্যন্ত শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ কর। হুঁসিয়ার! তোমার জননী-ভগিনীর মুখ, আর যে সকল বীররমণী তোমাদের মঙ্গলার্থে আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়েছে, তাদের মুখ যেন শয়তান না দেখতে পায়।

ষষ্ঠ দৃশ্য

চম্বল তীর।

নেপথ্যে রণকোলাহল।

(পাঠান সৈন্যগণের প্রবেশ)

১ম সৈন্য। মরণ—সুখের মরণ। এমন মরণ আর কে কোথায় পেয়েছে জানি না। কিন্তু আমরা সকলে পেতে চলেছি। হুঁসিয়ার ভাই, হুঁসিয়ার! দুসমন্ কাতার কাতার। মুখ ফেরাবার উপায় নেই। শুধু মরবার উপায় আছে।

(দরিয়া ও আজিমতের প্রবেশ)

দরিয়া। শুধু মরবার উপায় আছে। শত্রু কাতার কাতার, কিন্তু হুঁসিয়ার, যে একশো দুসমন না মেরে মরবে, তার মরণ পূর্ণ হবে না। সে দুনিয়ার সীমার পারে স্বর্গের সোনার পথে, আমাদের জাঁহাপনার প্রাণ—এই নবাবজাদার, সঙ্গ পাবে না। হুঁসিয়ার ভাই, হুঁসিয়ার! এই দেখো রন্ধ্রপথ অবরোধ কর।

আজি। দুসমন না আসতে আসতে রন্ধ্রপথ অবরোধ কর। এস ভাই সব, এস দরিয়া! যুদ্ধের আরম্ভে আমরা শেষ-জীবনের মত পরস্পরকে অভিবাদন করি। এর পর আর কেউ কাউকে দেখবার ফুরসত পাব না। নিজেকেও দেখবার ফুরসত পাব না। শুধু দুসমনকে দেখব, আর তার শির দেখব।

খোদা—খোদা! আমাদের জান্ নিয়ে নবাবের প্রাণ ও মান রক্ষা কর।

[সকলের প্রস্থান।

(নারায়ণের প্রবেশ)

নারা। কি করলুম? জীবন খুঁজতে এলুম, জীবন আমাকে ফেলে দূর থেকে দূরে পালিয়ে গেল! নবাব দরিয়ার জীবন ভাসিয়ে চ'লে যাচ্ছে। সঙ্গীহীন, আলোকহীন অবস্থায় বক্ষ-তরঙ্গ-শিরে তীরস্থ তরুলতার অশ্রুজল উপহার নিয়ে, শুধু অবশ প্রাণটিকে বুকে ধ'রে ভেসে যাচ্ছে। আমি তাকে দেখতে এসে পথের মাঝে পঙ্গু। আমার সম্মুখে ত্রিশ হাজার মানুষের পাঁচিল পড়েছে। তারা নবাবের ত্রিশত অটল হৃদয়কে চেপে মেরে ফেলবে। খোদা! সে পাঁচিল ভেদ করতে আমার শক্তি নেই। সুতরাং নবাবকে দেখা আর আমার ভাগ্যে ঘটল না। দাদাজীর আশীর্ব্বাদ নিয়ে ছুটে এলুম, সে আশীর্ব্বাদ কি আমার বৃথা হ'ল? (নেপথ্যে রণশব্দ) ঐ আরম্ভ হ'ল—ঐ বিশাল অজগর ভীষণ দংষ্ট্রায় সিংহশিশুর পদস্পর্শ করেছে। নখরপ্রহারে ক্ষতবিক্ষত হবে, তবু সে তাকে গ্রাস করতে ছাড়বে না। ঈশ্বর! মনের আবেগ মনেই রইল। অগ্রসর হ'তে পারলুম না।

(দাদাজীর প্রবেশ)

দাদাজী। তাই ত, মানুষই ত বটে, এ কি আসল মানুষ, না আমার মত বনমানুষ? ওখানে লড়াই, তাছ ্মিঞা এখানে রেগে কাঁই। দূর ছাই, এ ত ভাল বালাই! এরা মারছে, ওরা মরছে। তাতে তোর প্রাণটা এত আই ঢাই করছে কেন? এ দুনিয়ায় কে মারছে? কে মরছে? যে মারছে সে মারছে, না যে মরেছে, সে মারছে।

নারা। বা! বা! এ কি দাদাজী! মহারাজ? এই দারুণ চিন্তায় সমস্তায় তুমি?

দাদাজী। তুই কে ভাই, তুই কি ভাই? কোথা ভাই, কেন ভাই?

নারা। কি দুর্ভাগ্য! অন্ধকারে দাদাজী আমায় চিনতে পারলে না?

দাদাজী। চুপ ক'রে কেন ভাই? কাছে লড়াই, তাই দেখে কি ভয় পেয়েছিস?

নারা। না, ভয় পাই নি। কিন্তু বিপন্ন হয়েছি। দূরে আমার আত্মীয় আমার জন্ত অপেক্ষা করছে।

পথের মাঝে হঠাৎ যুদ্ধ বেধেছে। আমি লোক-প্রাচীর ভেদ ক'রে তার কাছে পৌঁছুতে পারছি না।

দাদাজী। আত্মীয়—অপেক্ষায়—কত দূরে?

নারা। অতি নিকটে—রাজ-প্রসাদের ভিতরে। মধ্যে প্রাচীর—আমি উপস্থিত হ'তে পারছি না।

দাদাজী। আজ আর কেমন ক'রে উপস্থিত হবি ভাই?

নারা। আজ যদি উপস্থিত না হ'তে পারি, আর তাকে পাব না।

দাদাজী। তাকে পেতে হবে?

নারা। আলবৎ পেতে হবে।

দাদাজী। বেশ, তবে হাত ধর।

নারা। তার পর?

দাদাজী। আয়, পাঁচিল টপকে চ'লে যাই।

নারা। তুমিও যাবে?

দাদাজী। কাজেই হাতখানেক তফাতে ব'সে আছে আশাতে। আজ দেখা না হ'লে আর দেখা হবে না। এত বড় দারুণ বিরহটা কাটাকাটির আড়ালে প'ড়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে? তা হ'লে চল ভাই, হাত ধ'রে নিয়ে যাই।

নারা। কেমন ক'রে যাবে? যাবার পথ বাদশা সৈন্ত দিয়ে রুদ্ধ করেছে।

দাদাজী। আরে দূর ছোঁড়া, তোর বেটে বিরহ—চাট দিলে গ'লে যায়। যাবি বললি চল, যাব বললুম চললুম। কেমন ক'রে যাব, কেমন ক'রে বলব?

নারা। বেশ, হাত ধর।

দাদাজী। (হস্ত ধরিয়া হাস্ত) আরে কে ও? ঠাকুর ব্রাহ্মণ, নারায়ণ—তুমি?

নারা। (নতজানু হইয়া) দাদাজী বুঝতে পারিনি। অহঙ্কারে গর্ব্বভরে একটা প্রতারক বালকের প্ররোচনায় আপনার অপমান করেছি।

দাদাজী। (নারায়ণকে তুলিয়া) বেশ করেছ। আবার অপমান কর। আর অপমান করতে করতে বল, কোথায় তোমার আত্মীয়?

নারা। আত্মীয় খাঁজাহান লোদী, পিতার প্রভু। চম্বলের স্রোতে একমাত্র সঙ্গী নিয়ে আমাকে একবার মাত্র দেখা দিয়ে বিদ্যুতের তায় চ'লে গেল। আমি তীরে দাঁড়িয়ে দেখলুম, সঙ্গ নিতে পারলুম না।

দাদাজী। সঙ্গ নিতে চাও?

নারা। প্রাণ তার সাথে করবার জন্ত ব্যাকুল হয়েছে, কিন্তু কেমন ক'রে তার কাছে উপস্থিত হব মহারাজ? কেমন ক'রে এ ভীষণ চম্বল পার হব?

দাদাজী। দাস সন্মুখে আছি। ব্রাহ্মণ, আমাকে অনুমতি কর।

নারা। আপনি কেমন ক'রে পার হবেন মহারাজ?

দাদাজী। আমারও ভেলা আছে। অনুমতি কর এখনি সে ভেলা চেপে পার হয়ে যাব।

নারা। তা হ'লে আমাকেও সঙ্গে নিন।

দাদাজী। না ভাই, তা পারব না—পাহাড় চাপিয়ে ভেলা তারি করতে পারব না। সে ভেলায় শুধু আমি পার হ'তে পারব। বল ঠাকুর, শীগগির বল। দেরী হ'লে পার হয়েও লাভ হবে না, তোমাকে খুঁজে পাব না। বল, বল?

নারা। আমি যে আপনার কথা বুঝতে পারছি না মহারাজ!

দাদাজী। এই বুঝিয়ে দিচ্ছি। বুঝিয়ে কেন, দেখিয়ে দিচ্ছি। আগে এই অসিটে নাও। সম্রাট দেবতা, তার দান ফেলতে নেই। নাও, কোমরে বাঁধ, তার পর দেখ কেমন ক'রে দুরন্ত চম্বল পার হই। ডুবেব, ডুবেব! এই ব্রাহ্মণের পদতরী।

নারা। কি করেন কি করেন?

দাদাজী। এই ভেলা, ভবসাগর পারের সম্বল, কচ্ছে চম্বল করবে কি? নাও, দেখ দেখ—বস্!

[প্রস্থান।

নারা। ঝাঁপ খেলে! এত বিশ্বাস! তাই ত চম্বল যেন মাথায় তুলে ধরলে যে! তবে আমি দাঁড়িয়ে কেন? তুমি ব্রাহ্মণভক্তি সম্বল ক'রে জলে ঝাঁপ দিলে, আমি ভক্তের নাম স্মরণ ক'রে জলে ঝাঁপ দিতে পারি না? দাদাজী মহারাজ, দুর্ব্বল ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নাও—বল দাও।

সপ্তম দৃশ্য

চম্বলতীরস্থ প্রান্তর।

দরিয়া ও আজিমৎ।

দরিয়া। ক্রমে আমার জীবন ফুরিয়ে আসছে। নবাবজাদা, আর ত আপনাকে চম্বলের কাছে উপস্থিত করতে পারছি না।

আজি। এত দূর এসে, চম্বলের কাছে এসে আমাকে হতাশ ক'র না। দোহাই দরিয়া! এখানে ম'র না, চম্বলের বুকে আমাকে নিক্ষেপ কর। তার পর তোমাতে আমাতে হাত-ধরাধরি ক'রে মরণের পথে চ'লে যাই।

দরিয়া। অদুষ্টদেবের কি অপেক্ষা রাখছি নবাব-জাদা? বহুক্ষণ আমার মৃত্যু হয়েছে। শুধু দুস্মনের হাতে তোমাকে পড়তে দেব না ব'লে, ভাঙা খাঁচা নিয়ে এখনও চ'লে আসছি, কিন্তু আর চলে না। শত স্থানে ছিদ্র কলজের কবাট ভেঙে গেছে—পাখী আর থাকে না—মুক্ত বাতাসে তাকে উড়িয়ে নিচ্ছে। খোদাবন্দ, গোলামকে মাফ কর।

আজি। আমার জীবনের গতি নিবৃত্তি হবার জন্য চরণের তীর অপেক্ষা করছে। এখানে সে নিবৃত্ত হবে না। এ দুস্মনের দেশ—এখানে ম'রতে পারব না। ইচ্ছা ছিল, মালবের পবিত্র মাটিতে দেহ আচ্ছাদন করব। তা যখন হ'ল না, তখন যে ঘাটে আমার পিতা মালবেশ্বর পার হয়েছেন, যেখানে তাঁর চরণরেণু পড়েছে, সেইখানে আমাকে নিয়ে চল। আমি দেহ দিয়ে সে ঘাটের প্রহরী হয়ে থাকি। দোহাই দরিয়া! এখানে ঘুমিও না, আর একটু—আর একটুখানি পথ।

দরিয়া। (করজোড়ে) আমার হুজুর, আমার সর্বস্ব! আর আমার কাছে কেঁদ না! (নেপথ্যে কোলাহল)

আজি। ওই যে আসছে—ওই যে আমায় ধরতে আসছে—দরিয়া, দরিয়া!

দরিয়া। হাত তুলে কাঁদ ওপর চেয়ে কাঁদ।

আজি। কোথায় কাঁদব—কার কাছে কাঁদব? দশদিকের ভিতরে কেউ নেই—এক আছ তুমি। ওই এলো। (নেপথ্যে কোলাহল)

নেপথ্যে। কোথায় গেল,—কোন্ দিকে পালাল? ওই—ওই—ওই! পড়েছে, ধর—ধর।

আজি। ওই ধরতে এল—তোমার বাহুর আবরণে থেকে আমি বন্দী হলুম? দরিয়া—দরিয়া!

দরিয়া। (তরবারি হস্তে তুলিয়া) কোথায় এ দুনিয়ায় কে আছ মেহেরবান্,—দরিয়ার তরোয়ারের সঙ্গে তার প্রাণের কামনা নাও, নিয়ে তার মনিব-পুত্রকে রক্ষা কর।

নেপথ্যে। ধর্—ধর্—ধর।

দরিয়া। মরণ কিন্‌তে, বিনা মূল্যে গোলামী নিতে কে আছ?

(সোফিয়ার প্রবেশ)

সোফিয়া। এই যে আছি ভাই!

দরিয়া। আল্লা! এস, এস। এস রক্ষাকর্ত্তা, এস। তরোয়ার—তরোয়ার—এই নাও তরোয়ার।

সোফিয়া। দাও বীর, শীঘ্র দাও।

দরিয়া। আল্লা! এ কি হ'ল, বালককে রক্ষা করতে একটা ক্ষুদ্র বালক এল!

সোফিয়া। হই বালক তাতে কি, এখানে দ্বিতীয় রক্ষাকর্ত্তা নেই—একমাত্র আমি। শত্রু চারিদিকে সন্ধান করছে তরোয়ার—তরোয়ার।

দরিয়া। মৃত্যু! তোর এ কি রহস্য?

সোফিয়া। মৃত্যু বন্ধু—রহস্য নয়। তরোয়ার—তরোয়ার—শীঘ্র তরোয়ার দাও কুণ্ঠিত হ'য় না। বালক দেখে ভয় পেয়ো না। দাও তরোয়ার। তরোয়ারের সঙ্গে তোমার আকুল হৃদয়ের বেগ দাও, তোমার অটল প্রভুভক্তির শক্তি দাও, দুনিয়ার দুস্মন আমাকে দেখে পালিয়ে যাবে।

দরিয়া। এই নাও। (তরবারি দান)

সোফিয়া। ওঠ, নবাবজাদা ওঠ।

আজি। দরিয়া!

সোফিয়া। আবার দরিয়াকে কেন ভাই? দরিয়া যে এখন এই দেহমধ্যে প্রবেশ করেছে। এখন কি আদেশ করবে আমাকে কর।

আজি। কে আপনি?

সোফিয়া। আপনার ভৃত্য—

আজি। ভৃত্য বলবেন না—রক্ষাকর্ত্তা।

সোফিয়া। কেন বলব না নবাবপুত্র?

আজি। আর কি আমার ভৃত্য আছে?

সোফিয়া। সে কি পিতৃ-পরায়ণ? তোমার ভৃত্যের কি অভাব হয়? তোমার ভৃত্যত্ব করবার জন্যই চন্দ্র আজ কুলত্যাগ করেছে। অগণ্য তারকাসনাথ গগনমণ্ডল অন্ধকার-প্রাচীর ভেঙে, কোটি রশ্মি-বাহু-বিস্তারে তোমাকে আলিঙ্গন করবার জন্য ব্যগ্র হয়েছে। কিন্তু ভাই, আমি আজ তাদের চেয়ে ভাগ্যবান্। আমি সর্বপ্রথম তোমার ভৃত্যত্ব পেয়েছি। এখন আদেশ কর, কোথায় যাব?

আজি। এমন মিষ্ট কণ্ঠ নিয়ে কোথা থেকে এলে পথিক?

সোফিয়া। সে সব বলবার সময় নেই। শত্রু পর্ব্বতের রন্ধ্রে, রন্ধ্রে, তোমার সন্ধান করছে। উঠে এস নবাব-পুত্র!

আজি। কবর থেকে উঠে ভগিনী রিজিয়া কি আমাকে আশ্বাসবাণী দিতে এলি?

সোফিয়া। বেশ ভাই! তাই ব'লে যদি তৃপ্তি পাও, বল ভাই! আমি রিজিয়া। আমাকে রিজিয়া বল! কোথায় তোমাকে নিয়ে যাব, আদেশ কর—বিলম্ব ক'র না।

আজি। তবে আমাকে তোল।

সোফিয়া। কোথায় যাব বল?

আজি। আর কোথায় নিয়ে যাবে, আমার মৃত্যু সন্নিকট, আমায় চম্বলের তীরে নিয়ে চল।

সোফিয়া। চল ভাই।

(পটক্ষেপ)

চতুর্থ অঙ্ক

—•—

প্রথম দৃশ্য

সমর-প্রাঙ্গণ।

মহাবত ও সৈন্যগণ।

মহা। যুদ্ধের শেষ রেখ না, অগ্রসর হও। খাঁজাহান শুধু অবশিষ্ট, তাকে বন্দী কর।

১ম সৈন্য। খাঁজাহান চ'লে গেছে। নদী-পারে চ'লে গেছে! এ তাঁর পুত্র।

মহা। চ'লে গেছে? এত সৈন্যে তার গতি-রোধ করতে পারলে না?

১ম সৈন্য। না জনাবালি! পুত্র আজিমৎ প্রাণ দিয়ে তার মান রেখেছে।

২য় সৈন্য। না হুজুর, এখনও বেঁচে আছে। ওই যাচ্ছে, ওই অন্ধকারে মিশিয়ে গেল!—

মহা। কি দেখছ? ছুটে যাও, তাকে বন্দী কর।

১ম সৈন্য। আর একটা বালক কোথা এসে তাকে নিয়ে যাচ্ছে।

মহা। আর একটা বালক? তোরা ঠিক দেখেছিস্?

২য় সৈন্য। ওই আবার দেখা যাচ্ছে। ওই উঠছে, ওই নামছে, ওই মিলিয়ে গেল।

মহা। বালক! বালক! হোক্ বালক, শত্রুর শেষ রেখ না। ছুটে যাও, বন্দী কর, যেতে দিও না।

সকলে। চল, চল।

[সকলের প্রস্থান।

(সাজাহান ও আজফের প্রবেশ)

আজফ। দেখ ভাই সব! শত্রু ব'লে অমর্য্যাদা ক'র না। যে প্রাণমুক্ত, তাকে কবর দাও, আর যার প্রাণ আছে, শিবিরে নিয়ে গিয়ে যত্নপূর্ব্বক তার শুশ্রূষা কর।

সাজা। সে ত ঠিক কথা।

আজফ। সম্রাট! গোলামের একটি অনুরোধ।

সাজা। কি বলুন?

আজফ। অনুরোধ নয় জাঁহাপনা, ভিক্ষা।

সাজা। কি বলুন।

আজফ। আজিমৎ লোদী যেখানে দেহত্যাগ করেছে, সেখানে একটি মসজিদ নির্ম্মাণ।

সাজা। এর জন্য এত শঙ্কিত ভাব কেন উজীর? সাজাহানই কি বীরের মর্য্যাদা রাখতে জানে না? আগরার সিংহাসনই কি তার চরম লক্ষ্য? মহানুভব দিল্লীশ্বর আকবর ভারতের হিন্দু-মুসলমানের হৃদয়ে যে অবিনশ্বর আসনের প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছে, তার পৌত্রের কি সে আসনের একপ্রান্তে একটু ক্ষুদ্র স্থান পাবারও উচ্চাভিলাষ নাই?

আজফ। দিল্লীশ্বর আকবর-পৌত্রের মহানুভবতায় সন্দেহ থাক্‌লে গোলাম তাঁর সম্মুখে আজিমতের নাম তুলতেই সাহস করত না।

সাজা। বীরশ্রেষ্ঠ আজিমতের পিতৃজীবন রক্ষার জন্য এই অসাধারণ আত্মোৎসর্গ ভবিষ্যতে লিপিচিত্রে সুবর্ণের উজ্জ্বলতায় যখন প্রতি মানব-হৃদয়ে প্রতি-ফলিত হবে, তখন ক্ষণজীবী সাজাহান থাকবে কোথায়? আজিমতের এ কর্ম্মক্ষেত্র মুসলমানের হলদীঘাট—চিতোর-রাজ প্রতাপসিংহের লীলাভূমির ন্যায় পবিত্র। সম্রাট সেখানে সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করে। উজীর, আমায় বল্‌ছেন কেন? আজিমতের শোণিতপাতে যে স্থান পবিত্র হয়েছে, সেখানে আপনি নিজের মনের মতন ক'রে ঈশ্বরোপাসনার স্থান প্রস্তুত করুন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পুষ্পমাল্যশোভিত সমাধিস্তূপ।

সোফিয়া।

সোফিয়া। ভাসিয়ে দিলুম, ভাসিয়ে দিলুম জলে। সোনার কমল! নিয়তি অকালে তোমায় বৃন্ত ছিঁড়ে দিয়েছে, শত্রুতার উত্তপ্ত ঝঞ্চা তোমাকে শুষ্ক করবার জন্য, তোমার কোমল কিশলয়কে আঘাত করতে আসছে! যাও, স্রোতস্বিনী তোমার বাহন! প্রবল স্রোত প্রেমাবর্ত্তন। তোমার অগ্রগামিনী জননীর সঙ্গে

একস্থরে আবদ্ধ ক'রে তার কাছে নিয়ে যাবার জন্ত তোমাকে টান্‌ছে। যাও কমল, ভেসে যাও। এক-মুহূর্ত্ত দেখা দিয়ে তোমার জননীর সঙ্গে চিরজীবনের সম্বন্ধ বাঁধিয়ে লোদীবংশের জয় যশের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ, যাও কমল, ভেসে যাও। স্বার্থপর শয়তানে আর যেন তোমাকে দেখতে না পায়। উষার রক্তিমরাগে স্নাত হয়ে নবজাগরিত পাখীর উল্লাস গানে আবাহিত হয়ে নবপ্রভাতে স্বর্গতটিনীতটে অনন্তকালের জন্ত বিশ্রাম লাভ কর। যেইমানের আকাঙ্ক্ষা-দৃপ্ত তাড়না আর সেখানে পৌঁছিতে পারবে না। তার মর্ম্মভেদী উল্লাস-কোলাহল আর তোমার কর্ণ স্পর্শ করতে পারবে না। যাও ভাই, যাও—অকূল অনন্ত তটিনী-শেষে ভেসে যাও। এই আমি রক্তপুষ্পহারে তোমার জননীর সমাধিস্তূপ সজ্জিত করলুম। শুভ্র যশের অনন্ত ডোরে সে তোমার মায়ের মমতার সঙ্গে বদ্ধ হ'ক। জাগ মা সুনিদ্রিতে! তোমার সন্তানের গৌরবগীতে তোমার কর্ণ সুশীতল করবার জন্ত ব্যাকুল হয়ে তটিনী তোমাকে স্পর্শ করবার জন্ত ফুলে উঠেছে। মা শান্তিময়ি, ধরণীগর্ভে বিশ্রাম নিতে নিতে একবার জাগ।

(সৈনিকগণ ও মহাবতের প্রবেশ)

মহা। আর কেউ অবশিষ্ট নেই। আজিমং বোধ হয় মৃত্যুর পূর্ব্বে চম্বলে ঝাঁপ দিয়েছে।

সৈ। কিন্তু জনাব, সেই বালক—সে-ও কি আজিমতের সঙ্গে নদীতে ঝাঁপ দিলে?

মহা। কে বালক—কি বালক? তোমরা কি বলছ বুঝতে পারছি না। এ প্রবল রণাগ্নি-মুখে কোথা থেকে বালক কেমন ক'রে আসবে?

সৈ। জনাব, মিথ্যা কই নি—দৃষ্টিভ্রম নয়—ঠিক দেখেছি।

মহা। হ'তে পারে—আমি—কিন্তু বুঝতে পারছি না। কিন্তু এ কি মির্জ্জা সাহেব—এখানে এত রক্ত কিসের?

সৈ। তাই ত জনাব, এখানে কিসের রক্ত?

মহা। শিলাতল রক্ত-নিষিক্ত—লতা-গুল্ম রক্ত-নিশ্বাসে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত ক'রে দিলে! কিসের রক্ত? নদীতীরস্থ বিচিত্র শৈলকুঞ্জে এ রক্তস্রোত কে প্রবাহিত করলে?

সোফিয়া। কে করলে?

সৈ। ঐ জনাব, ঐ।

মহা। কে তুমি বালক?

সোফিয়া। আপনার পূর্ব্ববন্ধু খাঁজাহান লোদী আগরায় এসেছিল। প্রাণাশঙ্কায় তাড়িত হয়ে আপনার গৃহে অতিথি হয়েছিল। তার গৃহে রক্তনদী কে বহিয়ে দিলে সেনাপতি?

মহা। খাঁ—খাঁ—কে—কে—সো—সো—

সোফিয়া। হুঁসিয়ার! লোদীর পবিত্র অন্তঃপুর—তার মহীয়সী রাণী এই মৃত্তিকা-স্তূপমধ্যে তার বীর স্বামীর মর্য্যাদার উপাধানে মাথা রেখে বিশ্রাম করছেন। হুঁসিয়ার, যদি মর্য্যাদার সামান্ত মাত্রও বোধ আপনাদের থাকে, তা হ'লে আর অগ্রসর হবেন না।

(আজকের প্রবেশ)

আজক। সেনাপতি! সম্রাটের আদেশ—চম্বলের জল হ্রাস হ'তে আরম্ভ হয়েছে—সুতরাং আর এখানে বিলম্ব করবার কিছু প্রয়োজন নেই।

মহা। চম্বলের সমস্ত জলরাশি প্রস্তরতুল্য কঠিন হয়ে ঐ দেখুন আমার গতিরোধ করেছে।

আজক। তাই ত! এ কি! এ কি দেখালেন মহাবৎ খাঁ?

মহা। বুঝতে পারলেন না হজুরালি?

আজক। বুঝতে পেরেছি। শক্তিমান্ খাঁজাহান সম্রাটের বক্ষে চিরদিনের জন্ত জয়স্তম্ভ প্রোথিত ক'রে চ'লে গেছেন। সমাধি-পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ও বালকটি কে?

সোফিয়া। (ছুরিকা নিজ বক্ষে সংলগ্ন করিয়া) খবরদার!

আজক। প্রয়োজন নেই—পরিচয় জানতে চাই না ভাই!

মহা। আর কি আমাকে তার অনুসরণ করতে হুকুম করেন?

আজক। না জনাবালি, আর পারি না। সম্রাটের কাছে স্বাধীনতা দিয়েছি, কিন্তু ইমান দিই নি, খাঁজাহান আপনার পরম বন্ধু—আমি আর বলতে পারি না। যান—আগরায় ফিরে যান—এ ভগ্ন গৃহ চূর্ণ করতে মোগল-সেনাপতির আর প্রয়োজন নেই। বীর খাঁজাহান! যুদ্ধের প্রারম্ভে আমারই দুর্ণামুখে আমি তোমার কাছে প্রথম পরাভূত হয়ে মস্তক অবনত করলুম।

[মহাবৎ ও সোফিয়া ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মহা। এস মা, চ'লে এস।

সোফিয়া। কোথায় পিতা?

মহা। আর কেন, ঘরে চল।

সোফিয়া। এই মোগলের গৃহমুখে? পিতা,

আপনিও সোফীর উপর নাম প্রতিহিংসা পোষণ করেছেন। আসুন, পিতাপুত্রীতে খাঁজাহানের দাসত্ব ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করি।

মহা। আমি যে এখন শক্তিহীন মা!

সোফিয়া। ও কথা মুখেও আনবেন না। পিতা! শুনেছি অনন্ত শক্তির আধার সূর্য্যবংশে আপনার জন্ম। আমি তাঁর কন্যার অধিকারিণী হয়ে সাহস করছি, আপনি পারবেন না!

মহা। তুমি পারবে—আমি পারব না।

সোফিয়া। আমি পারব?

মহা। তোমায় দেখে বিস্ময় জাগছে—পূর্ব্বস্মৃতি জাগছে—ঋষি-প্রতিভা দীপ্তিমতী হয়ে আমাকে আমাদের লেখা পাঠ করাচ্ছে।

সোফিয়া। বলুন পারব?

মহা। পারবে।

সোফিয়া। অনুমতি করুন, আপনাকে এই মহাপাপের কলঙ্ক হ'তে মুক্ত করবার চেষ্টা করি।

মহা। তবে শুন সোফিয়া, অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে। যদি তুমি এই সূর্য্যবংশকলঙ্কের কালিমা-মোচনে সমর্থ হও, তা হ'লে সূর্য্যের দিকে চেয়ে উচ্চকণ্ঠে বলব, তুমি এই স্বধর্ম্মত্যাগী নরাধমের উদ্ধারার্থে অবতীর্ণা সাবিত্রী।

সোফিয়া। পিতা—মহানুভব পিতা! হিন্দুর অভিবাদন জানি না—আপনাকে সেলাম করি। বাপি! বাপি! বাঁদীর দাসত্ব অঙ্গীকারের প্রথম ও শেষ উপঢৌকন গ্রহণ কর।

তৃতীয় দৃশ্য

নগর-প্রান্ত।

নাগরিকগণ।

১ম নাগরিক। তাই ত, এ কি হ'ল ভাই? আমাদের নবাব সপরিবারে আগরায় দরবারে গেল, এ দিকে বাদশার পল্টন এসে সহর দখল করলে! কেউ বাধা দিলে না, কেউ একটা কথা কইলে না। কেল্লা থেকে একটাও কামানের আওয়াজ হ'ল না।

২য় নাগ। আমরাও ত দেখছি, কিন্তু কেউ ত কিছু বুঝতে পারছি না। কেল্লাদার মুখ বুজে কেল্লার দোর খুলে দিলে। চুপে চুপে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে মোগল পল্টন্ কেল্লার ভেতর ঢুকে গেল, চক্ষের নিমেষে দুর্দ্ধর্ষ বীর খাঁজাহানের মালোয়া মোগলের হাতে চ'লে গেল।

(তৃতীয় নাগরিকের প্রবেশ)

৩য় নাগ। হুঁসিয়ার! কেল্লাদার বিনা বাক্যব্যয়ে কেল্লা মোগলের হাতে ধ'রে দেয় নি। সাতদিন পর্য্যন্ত সে মোগলকে প্রবেশ করতে দেয় নি। সাত-দিন পর্য্যন্ত সে প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করলে। সাত দিনের মধ্যে যখন নবাব এল না—এমন কি, আগরা থেকে একটা প্রাণীও ফিরে এসে তাঁর সংবাদ দিলে না,—তখন তার মনিবের মনিব বাদশার শত্রুতা করা যুক্তিযুক্ত মনে না ক'রে কেল্লাদার কেল্লার ফটক খুলে দিয়েছে।

১ম নাগ। নবাবের কি হ'ল?

৩য় নাগ। নবাবের সংবাদ এখনও পর্য্যন্ত কেউ বলতে পারছে না। কোথায় আমাদের নবাব, এখনও পর্য্যন্ত কেউ সন্ধান করতে পারে নি! কেউ বলছে, তিনি আগরায় গিয়ে বন্দী হয়েছেন, কেউ বলছে, তিনি দেশে ফিরে আস্‌তে সপরিবারে চম্বলের বানে ভেসে গেছেন।

২য় নাগ। প্রথমটাই বেশী সম্ভব, চম্বলের বানে ভেসে যাওয়া সম্ভব নয়। তা হ'লে কি, যে তিনশত বাছা সৈন্য নবাবের সঙ্গে আগরায় গেছে, তারা সকলেই নবাবের সঙ্গে ভেসে গেল? এ দুর্দ্দশার কথা বলতে একটা প্রাণীও কি মালোয়ারে ফিরে আস্‌তে পারলে না?

(নারায়ণের প্রবেশ)

নারা। কি—বন্দী? কোন্ কমবক্ত বলে বন্দী, নবাবকে বন্দী করে, এমন শক্তি দুনিয়ায় কার আছে?

১ম নাগ। কে আপনি?

নারা। সে পরিচয় আমার মৃতদেহকে জিজ্ঞাসা করিস্। এখন যা করতে বল্‌ব, তা পারবি?

১ম নাগ। কি পারব, হুকুম করুন।

নারা। নবাবের সন্ধান করতে।

সকলে। কোথায় আমাদের নবাব?

নারা। তা জানি না, কোথায় নবাব সন্ধান করতে হবে। নবাব আগরায় নিমন্ত্রিত হয়ে নিষ্ঠুর বাদশা কর্ত্তৃক অপমানিত লাঞ্ছিত হয়েছেন, কিন্তু তিনি সিংহবিক্রমে সকল দরবারীকে পরাস্ত ক'রে আগরা ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু কি বলব ভাই, নসীব তাঁকে দেশে পৌঁছিতে দিলে না। তাঁর স্ত্রী মরেছে, কন্যা মরেছে, সমস্ত বাঁদী মরেছে—পুত্র যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে—তিন শত বাছা সৈন্য কতক যুদ্ধে মরেছে, কতক জলে ডুবেছে।

সকলে। ও ভগবান্, কি করলে?

নারা। নবাবের সন্ধান করবি, না এইখানে দাঁড়িয়ে কোথায় নবাব ব'লে চীৎকার করবি?

১ম নাগ। কে আপনি?

নারা। প্রশ্ন ক'রে বৃথা সময় নষ্ট করিস্ নি। কে আমি জেনে তোদের প্রয়োজন কি? যে আমি, সে আমি। কোথায় নবাব জান্‌তে ব্যাকুল হয়েছিস্, তাই সংবাদ দিচ্ছি। যদি স্ত্রীলোকের মতন কাঁদতে দুনিয়ায় এসে থাকিস্, তা হ'লে এইখানে দাঁড়িয়ে চীৎকার কর। যদি পুরুষত্বের গর্ব্ব রাখিস্, তা হ'লে কোথায় নবাব সন্ধান কর।

২য় নাগ। নবাব বেঁচে আছে?

নারা। আছে কি না আছে, ভগবান্ জানেন। নবাব চম্বলের স্রোতে ঝাঁপ দিয়েছে—আছে কি না আছে, ঈশ্বর তুমি জান। আমি তাঁকে খুঁজতে চলেছি।

১ম নাগ। কি রে, এর সঙ্গে খুঁজতে যেতে পারবি?

নারা। খুঁজতে সাহস থাকে, আমার সঙ্গে আয়। নইলে মিছে পথের ধারে কি হ'ল, কি হ'ল ব'লে কাঁদিস নি। কাপুরুষ মিত্রের রোদনের চেয়ে পুরুষ শত্রুর উল্লাস শ্রুতিসুখকর। আমাদের নবাব কোথায় খুঁজতে পারবি?

২য় নাগ। পারব।

সকলে। আল্‌বৎ পারব।

নারা। শুধু পারব বললেই হবে না। বলবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা কর, সন্ধান না নিয়ে জীবন থাকতে ফিরব না।

১ম নাগ। তাই ত আপনি—আপনি? দেওয়ান-পুত্র?

নারা। দেওয়ান? কার দেওয়ান? আগে আমাদের রাজার মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা কর। যদি করতে পারিস্, তবে আমাকে ঐ ব'লে ডাকিস্। নতুবা আর আমাকে রহস্য করিস্ নি। আমি এখন লাঞ্ছিত ভিখারীর অতি লাঞ্ছিত ভৃত্য—দেওয়ান-পুত্র নই।

২য় নাগ। কি রে প্রতিজ্ঞা করতে পারবি?

নারা। যে এইখান থেকে যেতে পারবি, সে প্রতিজ্ঞা করুক। যার পরিবারের সঙ্গে দেখা করবার সাধ আছে, যার পুত্র-কন্যার মুখ দেখবার লালসা আছে, সে চ'লে যাক্। আর আমি বিলম্ব করতে পারি না।

১ম নাগ। শুধু হাতে যাব? অস্ত্র নেব না?

২য় নাগ। শুধু হাতে কোথায় যাবি মূর্খ? দেবতার কথা শুনে বুঝতে পাচ্ছিস না?

নারা। রমণী কিংবা বালকের অনুসন্ধান নয়—বীরের সমুসন্ধান।

২য় নাগ। শুধু হাতে কোথায় যাবি ভাই?

১ম নাগ। কি রে পারবি?

সকলে। পারব।

নারা। তবে বলি শোন্—এই ক্ষুদ্র পিপীলিকা-শক্তি—সম্মুখে প্রচণ্ড অভ্রভেদী অচল—আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমাদের রাজার অপমানের প্রতিশোধ নিতে সেই অচলের বুকে দংশন করব।

২য় নাগ। বুঝতে পেরেছি প্রভু, কে সে। হ'ক সে অচল—পিঁপড়ের কামড়ে অচলকে সচল করব। মুখের বিষে তাকে জর্জ্জরিত ক'রে দেব।

সকলে। গলিয়ে দেব।

নারা। তবে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে এখনি প্রস্তুত হয়ে এস। আর আর যে আসতে চায়, তাদের সঙ্গে নিয়ে এস। শুনে রাখ, এই আমার প্রথম বাহিনী—এই আমার শেষ। যদি বাঁচি, তোদেরই এ জীবনের সঙ্গী করব! যদি মরি, তোদের দেহের উপাধানে মাথা রেখে শয়ন করব।

১ম নাগ। প্রভু, তা হ'লে আমরা দাসত্ব নিবেদন করি—গ্রহণ করুন।

নারা। যাক্, আমার প্রথম কার্য্য সফল হ'ল! পথে পথেই সৈন্যগঠন হয়ে গেল। পিপীলিকা। যথার্থই সম্রাট সাজাহানের তুলনায় আমি পিপীলিকা। কিন্তু নারায়ণের ক্ষুদ্র পিপীলিকার প্রতি তোমার যে অগাধ করুণা, তা আমি অনুভব করেছি। সেই প্রচণ্ড স্রোতে মানের আবেগে আমি ঝাঁপ খেয়েছিলুম। তুমি আমাকে চম্বলের বুকে অতি লঘু পিপীলিকার মত ভাসিয়ে আমাকে পার ক'রে দিয়েছ। কিন্তু দেখো করুণাময়, ক্ষুদ্র পিপীলিকাকে সিন্ধু পার করিয়ে তাকে যেন ভেকের ভক্ষ্য হ'তে দিও না।

চতুর্থ দৃশ্য

উজ্জয়িনী-পথ।

খোদাদাদ ও খাঁজাহান।

খাঁজা। উজ্জয়িনী, উজ্জয়িনী! আমার চির আশ্রয়দাত্রী উজ্জয়িনী! আমি এসেছি।

খোদা। দোহাই জাঁহাপনা, উন্মত্তের মত ছুটবেন না।

খাঁজা। এসেছি, কিন্তু একা। প্রবেশ-মুখে

উজ্জয়িনী, আমার পর, আমার দেহ অবশ হয়ে আস্‌ছে—আমার বাক্য-স্ফূর্ত্তি হচ্ছে না। উজ্জয়িনী, আমি একা! তোমার বক্ষে জন্মগ্রহণ ক'রে যে দু'টি বালক বালিকা আশৈশব তোমার বক্ষে নৃত্য করেছে, তারা আসে নি। যার করকাঙ্গুলিতে নিত্য তুমি পুজিত হয়েছ, যার মধুর হাসিকে তুমি তোমার উদ্যানের কুসুম-লতায় পরিণত করেছ, আমার সে রাণী—আমার সে রাণী—উজ্জয়িনী! সে আসে নি! আমি একা, মরুভূমি বক্ষে অনন্ত বালুকা সাগরের মধ্যে খর্জ্জুর পাদপের মত আমি একা। কিন্তু তুমি আমাকে স্থান দাও! তুমি আমাকে স্থান দিলে, শোন উজ্জয়িনী, আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বলছি, আমি পাষণ্ড সাজাহানের ছিন্নমুণ্ড তোমাকে উপহার দেব। স্থান দাও উজ্জয়িনী, আমাকে স্থান দাও।

খোদা। দোহাই প্রভু, আত্মহারা হবেন না।

খাঁজা। আত্মহারা—আমি আত্মহারা—দোহাই খোদাদাদ, আমায় মূর্খ বল্, অতিবিশ্বাসী বুদ্ধিহীন বল্, আত্মহারা বলিস্ নি। আমি পার হয়ে একবার চম্বলের পানে চেয়েছিলুম। দৃষ্টিমাত্রে উন্মত্ত চম্বল রক্তস্রোতরূপে আমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করেছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, পলে পলে, আমার কানে কানে বলছে, যদি কখনও সাজাহানের রক্ত দিয়ে আমার এই রক্ত ধৌত করতে পারিস্, তবেই আবার আমি নির্ম্মলসলিলা হয়ে ধীর তরঙ্গে প্রবাহিতা হব, নইলে চির উন্মত্ত রক্ত-তরঙ্গ নিয়ে আমি তোর বক্ষমধ্যে অধিষ্ঠান করলুম! খোদাদাদ! ঘাত-প্রতিঘাতে আমার বুক ভেঙ্গে গেল—বুক ভেঙ্গে গেল। আর সহ্য করতে পারি না। উজ্জয়িনী উজ্জয়িনী!

(নারায়ণের প্রবেশ)

নারা। ঠিক পেয়েছি, ভগবান্ মিলিয়ে দিয়েছেন। দোহাই নবাব, আর অগ্রসর হবেন না।

খাঁজা। কে তুমি—কে তুমি?

নারা। যেই হই, আমার বাক্য রক্ষা করুন।

খাঁজা। চোপ বেইমান, উজ্জয়িনী আমাকে দেখে মলিন মুখে নীরবে আমায় অভিবাদন করছে। আমার কি অবস্থা সে বুঝেছে—বুঝেছে উজ্জয়িনী, তার মুক্তামালা ছিঁড়ে চূর্ণ হয়ে পথের ধুলায় পরিণত হয়েছে। আমি অগ্রসর হব না? উজ্জয়িনী, উজ্জয়িনী!

নারা। উজ্জয়িনী মোগলের হস্তগত।

খাঁজা। মিথ্যা কথা। খবরদার বেইমান, ফের এ কথা বললে এখনি আমি তোকে হত্যা করব।

নারা। তা করুন, করলে নিষ্কৃতি পাই। আপনার এ অবস্থা আর দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু অগ্রসর হবেন না, এখনও এ ভিখারীর অবস্থাতেও মালবেশ্বর স্বাধীন—দোহাই জনাবালি, চম্বলে সব ডুবিয়েছেন—স্বাধীনতাটি কেবল ভেসে এসেছে, তাকে ডুবিয়ে দেবেন না!

খোদা। কে তুমি, নারায়ণ রাও?

খাঁজা। নারায়ণ রাও—তুমি—আহা হা—বৃদ্ধ দেওয়ান তোমার অপমান, আজ তাই মতিহীনের এই শাস্তি।

খোদা। খবর কি রাও সাহেব?

নারা। আপনাদের আসবার বিলম্বে সব নষ্ট হয়ে গেছে। প্রজা শুনেছে, নবাব নেই। শত্রু আমরাও বুঝেছিলুম, নবাব নেই। সুতরাং, বুঝতেই পেরেছেন, নবাবের অভাবে কেউ আর মোগলকে বাধা দিতে সাহস করে নি। বিনা রক্তপাতে মালোয়া বাদশার হস্তগত হয়েছে।

খোদা। যা, সব শেষ হয়ে গেল।

খাঁজা। কি গেল, কি গেল? খবরদার বৃদ্ধ, ও কথা ব'ল না। এখনও খাঁজাহান আছে।

নারা। আর তার গোলাম আছে। হুজুরালি আদেশ করুন, আমি আপনার দুর্গাধিকারের সহায়তা করি।

খাঁজা। না, তোমাদের সহায়তা আর নেব না। তোমার মহান্ পিতার প্রভুভক্তির যে পুরস্কার দিয়েছি, তার ফলে আমার এই দশা। নইলে শত সাজাহানে আমার কোন অনিষ্ট করতে পারত না। আর নেব না নারায়ণ। মহান্ ব্রাহ্মণের পুত্র তুমিও মহান্। পিতার অপমানের তুমি আজ যে প্রতিশোধ দিলে, আমি এরই আঘাত সহ্য করতে পারছি না। আমার উজ্জয়িনী মিলিয়ে গেল—তোমাদের রূপগর্ব্বে আমার সাধের উজ্জয়িনী মিলিয়ে গেল। আর না, কাছে এস না, আর না।

(নেপথ্যে সৈন্যকোলাহল)

খোদা। প্রভু আর নয়, চ'লে আসুন।

নারা। শত্রু উল্লাস করতে করতে আসছে।

নেপথ্যে। যে বেদীর খবর দেবে, সে জায়গীর পাবে।

খোদা। হুজুরালি।

খাঁজা। যাব—কোথা যাব—কোথা যাব

খোদাদাদ? দাক্ষিণাত্যে এত স্বাধীন রাজা, কেউ আমায় সাহায্য কর্‌বে না?

নারা। নির্জ্জনে আত্মগোপন ক'রে কর্ত্তব্য চিন্তা করুন। ভৃত্যকে সঙ্গে নিন। আমি মোগলের অনুগ্রহ দূরে নিক্ষেপ ক'রে আপনার ভৃত্যত্ব ভিক্ষা করতে এসেছি; দোহাই নবাব, আমাকে ভিক্ষা দিন।

খাঁজা। না ব্রাহ্মণ—খাঁজাহানের প্রতিজ্ঞা—নেব না বলেছে, সে নেবে না। ব্রাহ্মণ সেলাম—উজ্জয়িনী সেলাম।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

দুর্গ-প্রাঙ্গণ।

(নেপথ্যে সৈন্য-কোলাহল)

(সাজাহান, মনসবদার ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

সাজা। এতক্ষণ পরে নিশ্চিন্ত—দুর্গাধিকার সম্পূর্ণ হয়েছে।

মন্। সম্পূর্ণ হয়েছে জাঁহাপনা। দুর্গের সমস্ত দুর্ভেদ্য স্থান আমাদের আয়ত্তে এসেছে। লোদীর মৃত্যু-সংবাদ আমাদের পৌঁছিবার আগে সহরে রাষ্ট্র হয়েছে। তার মৃত্যু-সংবাদে নায়কহীন পাঠান-সৈন্য আমাদের বাধা দিতে সাহস করে নি।

সাজা। নিশ্চিন্ত। জনশ্রুতি পর্য্যন্ত আমার রাজ্য-রক্ষা করতে আমার আগে মালোয়ায় ছুটে এসেছে। আমার আক্রমণের আগে সমস্ত দুর্দ্ধর্ষ পাঠান-সৈন্যকে নিরস্ত্র করেছে। এতক্ষণ পরে আমি নিশ্চিন্ত—উজীর এতক্ষণ পরে আমি নিশ্চিন্ত—

(আজমের প্রবেশ)

আজম। না জাঁহাপনা, এ কথা বলবার এখনও সময় আসে নি। যতক্ষণ না লোদীকে আপনার নিয়ে যেতে পারছেন, ততক্ষণ আপনাকে নিশ্চিন্ত মনে করবেন না।

সাজা। লোদীর প্রেতাত্মা আপনার চক্ষের উপর নৃত্য করছে—তাই আপনি নিশ্চিন্ত হ'তে পারছেন না। আমি তার মৃতদেহ চম্বলতীরস্থ মরণা-বুদ্বুদে আবদ্ধ দেখেছি, তাই আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি।

আজম। ঈশ্বর আপনাকে নিশ্চিন্ত করুন—গোলামের এ হ'তে উচ্চাভিলাষ আর নেই।

সাজা। নিশ্চিন্ত হবার সন্দেহ কি উজীর?

আজম। খাঁজাহান মরেছে কেউ ত দেখলে না। সকলেই শুনেছে।

সাজা। আমি দেখেছি। তুমি বিশ্বাস কর। লোদী যদি বেঁচে থাকত, তা হ'লে এত দিন সে মান্দুবে না এসে কোনও স্থানে অবস্থান করত না। অনন্ত শোকের ভারে, প্রচণ্ড দুঃখের প্রহারে যদি লোদী চম্বলের গ্রাস থেকে প'রত্রাণ পেয়ে থাকে, তবুও জীবিত নাই—নিশ্চিত জেনে রাখ। বৃদ্ধবয়সে স্ত্রী পুত্রাদির বিয়োগ—বৃদ্ধ-জীবনের উপর সে তীব্র আক্রমণ—উজীর পাথরের দেহ চূর্ণ হয়ে যায়। আজ তার দুর্ভেদ্য উজ্জীন দুর্গে মোগল-পতাকা উড়ছে এ দেখলে তার প্রাণহীন দেহ পর্য্যন্ত মালবের পথে ছুটে আসত। লোদী চূর্ণ হয়ে গেছে, তার বলিষ্ঠ দেহ চম্বলের সৈকত-ভূমিতে বালুকা-কণায় পরিণত হয়েছে।

(জনৈক চরের প্রবেশ)

চর। জাঁহাপনা! শীঘ্র লোদীর অনুসরণের আদেশ করুন।

উজীর। কোথায় লোদী?

চর। এইমাত্র দেখলুম, দুই বৃদ্ধ অশ্বারোহী দার-দারাবাদ অভিমুখে ছুটেছে। তার ভিতরে একজন লোদী।

সাজা। কি ক'রে জানলে, সে লোদী?

চর। লোদী ভিন্ন সে অপর ব্যক্তি নয়। আগ-রার দরবারে জাঁহাপনার সম্মুখে সে যে পোষাকে উপস্থিত হয়েছিল, এ সেই পোষাক, সেই তাজ, সেই দীর্ঘাকৃতি, সেই বলিষ্ঠ গঠন। বিপদে তার দেহের কিছুমাত্র অপচয় হয় নি। প্রচণ্ড বেগে চলেছে। জাঁহাপনা, এখনি অনুসরণে আদেশ করুন।

আজম। জাঁহাপনা, এখনও কি নিশ্চিন্ত হ'তে চান্?

সাজা। কি কর্ত্তব্য স্থির করুন। অসম্ভব! তথাপি উজীর, কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্য।

আজম। অনুসরণে আমিই চললুম। আজ্ঞে গেলে চল্‌বে না। আপনি এখনি বুরহানপুরে গিয়ে ছাউনি করুন। সেখানে দরবার ক'রে সমস্ত সামন্ত রাজাদের নিমন্ত্রণ করুন। যে না আসবে, অবিলম্বে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করুন। তা হ'লে তারা আর ষড়যন্ত্র করবার অবকাশ পাবে না।

সাজা। শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি—আমি এই মুহূর্ত্তেই বুরহানপুরে যাত্রা করলুম।

আজক। ভয় নেই জাঁহাপনা, উজীন দুর্গের সঙ্গে তার সব গেছে। অন্ধ রাজারা মালবেশ্বরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে পারুক। ভিখারীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে তারকেশ্বরকে ক্ষুব্ধ করতে সাহস করবে না। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়—এখনি এ স্থান ত্যাগ করুন। আমি এই যে লোকটার অনুসরণ করলুম, জেনে রাখুন, সম্রাট! এক আগ্রা ভিন্ন তাকে হিন্দুস্থানের আর কোন স্থানে বিশ্রাম করতে দেব না।

সাজা। হা ঈশ্বর! নিশ্চিন্ত হ'তে পারলুম না।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বনভূমি।

নারায়ণ।

নারা। পিপীলিকা—পিপীলিকা। আমি তারও বুঝি অধম। পর্ব্বতের তলে উপস্থিত হবার চেষ্টা করছি, কিন্তু সামান্য বায়ুর প্রহারে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছি। বাদশাকে কেবল দূর থেকে দেখছি, কাছে উপস্থিত হবার আমার শক্তি কই? বৃথা গর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করলুম, কিছু করতে পারব না। যাঁর সাহায্য করবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হ'ল, সেই প্রভু আমাকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন। কিন্তু মনের আবেগ ত মিটল না। কি করি, কি করি?

(নাগরিকের প্রবেশ)

নাগ। মহারাজ! আমরা প্রস্তুত।

নারা। ভাই, দুঃখের কথা তোমাদের নিবেদন করি। তোমরা আমার কথা মাত্র সংসারের মায়া পরিত্যাগ ক'রে আমার অনুগমন করতে এসেছ, কিন্তু আমি ত তোমাদের সঙ্গ গ্রহণ করতে পারলুম না।

নাগ। কেন মহারাজ?

নারা। এই মাত্র নবাবের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে।

নাগ। সাক্ষাৎ হয়েছে? কোথায় মহারাজ?

নারা। হয়েছে। এক ভিখারী বৃদ্ধের সঙ্গে। এক দিন সে মহাশক্তিমান্ রাজেশ্বর ছিল—এক দিন দিল্লীশ্বর তার অনুগ্রহ পাবার জন্য তার দ্বারে ভিখারী বেশে দাঁড়িয়েছিল—আজ সে ভিখারী। ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন বস্ত্রটি মাত্র অবশিষ্ট। সঙ্গীহীন বাহনহীন। দাসত্ব গ্রহণ করতে চাইলুম, এ অবস্থাতেও নবাব আমার ভৃত্যত্ব নিলে না। নিলে না—নেবে না। এ অবস্থাতেও নবাব প্রতিজ্ঞায় অটল। তা হ'লে আর কি করব?

নাগ। তাই ত প্রভু, আমরা যে স্ত্রী-পুত্রদের কাছে বিদায় পর্য্যন্ত গ্রহণ করি নি। তোমার আদেশ পালন করেছি।

নারা। তোমরাই তার সাহায্যে অগ্রসর হও।

নাগ। আমাদের প্রতিজ্ঞা আপনার কাছে দাসত্ব নিয়ে—আমরা ত আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করব না।

নারা। তাই ত, তা হ'লে কি করি ভাই?

নাগ। কি করবেন, আপনি এখনি স্থির করুন। আমি আরও যে যে আমাদের সঙ্গে যেতে চায়; তাদের নিয়ে আসি। আমরা আর আপনার সঙ্গ ছাড়ব না।

[নাগরিকের প্রস্থান।

নারা। তাই ত! এ বিষম সমস্যা থেকে কেমন ক'রে উদ্ধার পাই?

(সোফিয়ার প্রবেশ)

সোফিয়া। আমি ব'লে দেব?

নারা। কে তুমি? তুমি!

সোফিয়া। কে আপনি? আপনি!

নারা। তাই ত কেমন ক'রে এখানে এলে?

সোফিয়া। আপনি কেমন ক'রে এলেন?

নারা। আমি পিপীলিকা, চম্বলের তরঙ্গে ভেসে এসেছি।

সোফিয়া। আমি শিমুলের পালক, হাওয়ায় উড়তে উড়তে এসেছি।

নারা। তাই ত, এ সমস্যার সময়ে সমস্যারূপী বালক, তুই কেমন ক'রে আমার মস্তিষ্ক-বিকৃত করবার জন্য আবার আমার কাছে উপস্থিত হ'লি?

সোফিয়া। যদি মস্তিষ্ক-বিকার অনুমান করেন, তা হ'লে চ'লে যাই। যদি কিছু জানতে চান, ব'লে যাই। কিন্তু পাঁচ হাজারী মনসবদার, প্রথমেই আমি জানতে চাই, আপনার এ অবস্থা কে করলে?

নারা। অধিক কথা বলতে পারব না। বলবার অবসর নেই। এই মাত্র শুনে রাখ, বালক! তুই আমাকে এই দশায় উপস্থিত করেছিস্।

সোফিয়া। এ দুর্ভাগ্য, কি সৌভাগ্য?

নারা। পরম সৌভাগ্য, কিন্তু তাতেও আশা পূর্ণ হ'ল না। নবাবের উপর প্রতিশোধ নিতে এসেছিলুম, প্রতিশোধ সম্পূর্ণ নেওয়া হয়েছে। এখন, নবাবের সাহায্য করতে চাইলুম, নবাব গ্রহণ করলে না।

সোফিয়া। আপনি কি সাহায্য কর্‌তে উৎসুক?

নারা। উৎসুক? বালক! সামান্যমাত্রও যদি নবাবের সাহায্য করতে পারি, তবেই আমার জীবন সার্থক। মালবেশ্বরকে যে অবস্থায় দেখেছি, তাতে তাঁর জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করা ভিন্ন আমার আর শান্তি নেই।

সোফিয়া। তবে আপনাকে বলি মনসবদার। আমারও জীবনে শান্তি নেই। আমিও যদি নবাবের সাহায্য করতে না পারি, তা হ'লে আমার জীবনের মহান্ অভাব পূর্ণ হবে না। আপনি নবাবকে দেখেছেন, আমি ভাগ্যহীন এখনও তাঁকে দেখতে পাই নি।

নারা। বেশ, আমি তাঁকে দেখিয়ে দেব।

সোফিয়া। আমিও তা হ'লে কি কর্ত্তব্য ব'লে দেব।

নারা। দেব কি, এখনি দাও। আমার অনুচরবর্গ সাগ্রহে আমার অপেক্ষা করছে।

সোফিয়া। ব'লে দিলে আমাকে কি দেবেন?

নারা। আর আমার কি আছে বালক! আমি তোমার হাতে আত্মদান করব।

সোফিয়া। তা হ'লে যে আমি তোমার মনিব হব মনসবদার!

নারা। মনিব কেন, গুরু বলি, যদি তোমার দ্বারা আমার এই বিষম সমস্যার মীমাংসা হয়। তুই ভাই, যে দিন আমাকে প্রথম দেখা দিয়ে এক দাম্ভিকা মুসলমানীর অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছিস, সেই দিন থেকেই আমি একরূপ তোর কাছে বিক্রীত হয়েছি। আজ আবার আমাকে রক্ষা কর, বিক্রয়ের যা অবশিষ্ট আছে, আজ তা সম্পূর্ণ হ'ক।

সোফিয়া। মনসবদার!

নারা। নারায়ণ বল—আমার নাম নারায়ণ রাও। আমি মন্‌সবদারীতে অনেক দিন ইস্তফা দিয়েছি।

সোফিয়া। তুমি আত্মপ্রকাশের জন্য এত ব্যাকুল কেন নারায়ণ রাও? যদি নবাবের সাহায্যেই তুমি কৃতসঙ্কল্প হয়ে থাক, তা হ'লে যেমন ক'রে পার, নবাবের সাহায্য কর। তাতে আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন কি?

নারা। কি করব?

সোফিয়া। আত্মগোপন কর। নবাব না জান্‌তে পারে, এমন পরিচ্ছদ পরিধান কর।

নারা। বা! বা! কি সুন্দর সহজ মীমাংসা! এ ত একবারও আমার মনে উদয় হয় নি! এই নে অতি ক্ষুদ্র বালক, আজ হ'তে আমার এই ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব তোর এই কোমল করে অর্পণ করলুম।

সোফিয়া। নারায়ণ রাও নারায়ণ! বিস্মিত হ'য়ো না—মুখ পানে চেয়ো না! এরূপ অপূর্ব্ব দান পথচারী বালক জীবনে কখনও পাবে, স্বপ্নেও আশা করে নি! তাই হাত কাঁপছে। দুর্ব্বল হাত এ মধুর ভার সহ্য কর্‌তে পারছে না! আর তুমি দাঁড়িও না, চ'লে যাও, বিলম্ব কর্‌লে নবাবের সাহায্য কর্‌তে পার্‌বে না।

নারা। আর তুমি?

সোফিয়া। আমি তোমার সঙ্গে যাব না।

নারা। আমি কেমন ক'রে তোমাকে ছেড়ে থাক্‌ব?

সোফিয়া। আত্মহারা হ'য়ো না নারায়ণ রাও! আমি তোমার কে, এরই মধ্যে ভুলে যেও না। যা আদেশ করছি, এখনি পালন কর।

নারা। তুমি যে নবাবের সাহায্য কর্‌বে বলেছিলে?

সোফিয়া। এই যে সাহায্য কর্‌ছি—আমার জান্‌কে তাঁর রক্ষার্থে প্রেরণ কর্‌ছি।

নারা। তুমি প্রহেলিকাময় বালক।

[নারায়ণের প্রস্থান।

সোফিয়া। এসে হ'ল জবাবদিহি, এখন চ'লে যাও। হাস্‌ব কি কাঁদ্‌ব, স্থির করতে পারছি না। পথচারী বালক জীবনে অমূল্য রত্ন লাভ করলে, তৃপ্ত হ'ল। কিন্তু যে দাম্ভিকা মুসলমানী সম্রাট্‌-পুত্রের আবেদন অগ্রাহ্য ক'রে গৃহত্যাগ কর্‌লে সে সোফিয়া ত তৃপ্ত হ'ল না! গা কাঁপ্‌ছে, রক্ষা কর শিলা, আমাকে রক্ষা কর। নইলে প'ড়ে যাব, আমায় ধর!

(নারায়ণের পুনঃ প্রবেশ)

আবার ফির্‌লে যে?

নারা। তোমার নাম?

সোফিয়া। নাম নাই বা জান্‌লে।

নারা। জান্‌লে জপমালা করবো। বালক, তুমি আমার জাতিধর্ম্ম রক্ষা করেছ।

সোফিয়া। বেশ, তুমিই একটা আমার নাম দাও।

নারা। আমি নাম দেব ?

সোফিয়া। দোষ কি ? আজ আমার নূতন জীবন। নূতন নাম দাও, সম্বোধন কর, আমি উত্তর দিই।

নারা। শিলায় জন্ম নিয়ে আছিস্—শিলার মত তোর কঠিন প্রাণ—তুই শিলা।

সোফিয়া। বাঃ, বাঃ কি মধুর নাম—শিলা—শিলা—হাঁ হাঁ নারায়ণ, আমি আমার এক হিন্দু আত্মীয়ের মুখে শুনেছি, তোমাদের কি এক নারায়ণ ঠাকুর না কি শিলা ?

নারা। তিনি করুণাময়। তুই কিন্তু কঠিন প্রাণহীন শিলা। না—না—তোর আঁখি বড় মধুর, বড় কোমল ! তুই প্রাণপূর্ণ শিলা। শিলা !

সোফিয়া। কেন ? কেন আমার মুখপানে চেয়ে আছ ?

নারা। শিলা ! এক জনের মুখ দেখবার জন্যে আমি কিছুদিন মৃত্তিকা থেকে চোখ তুলি নি—আজ তার শোধ নিচ্ছি।

সোফিয়া। দোহাই করুণাময়। আর কেন, আমাকে নিষ্কৃতি দাও, চ'লে যাও।

নারা। আবার কেমন ক'রে তোমার দেখা পাব ? (সোফিয়া মুখ ফিরাইল) না, অপরাধ করেছি, গেলাম।

[নারায়ণের প্রস্থান।

(সোফিয়ার গীত)

চোখে চোখে রেখে আমি যে তাকে
পলকে হারাই হারাই গো।
তার লাগে আশা দিয়েছিল যারা
নিরাশ করেছে তারাই গো ॥
রূপ হ'ল কাল যৌবন জঞ্জাল
আপনি পেতেছি আপনার জাল,
কবে পড়ি ধরা, আপনাহারা,
পলে পলে তাই ডরাই গো !
সম্পদ যদি বিপদের ঘর
বেঁচে থাকা তবে মরাই গো ॥

(দাদাজীর প্রবেশ)

দাদা। মধু, মধু, মধু, নিমে নয়, চিটে নয়, জেঠি নয়, খাঁটি কমলমধু। তবে তোমরাটা বড় বোকা—চিন্‌তে পার্‌লে না—টগর মনে ক'রে পালিয়ে গেল। মনে করলুম, কান পাকড়ে ধ'রে আনি। তার পর মনে কর্‌লুম—না—কমল কোমল ছিলেন এখন কঠোর হয়েছেন—লড়াই কর্‌তে কোমর বেঁধেছেন।

সোফিয়া। কি দাদা ! আমাকে একটা পল্টন দিতে পার ?

দাদা। খুব পারি। কিন্তু দিদিমণি, কার সঙ্গে লড়াই করবে ? প্রেমের সাথে, না বীরের সাথে ?

সোফিয়া। এই ত দাদাজী অন্যায় কথা কইলে ! যে প্রেমশূন্য, সে কখনও কি বীর হয় ?

দাদা। বা—বা—মধু মধু—তিরস্কার কর, এই মধুস্বরে আমাকে তিরস্কার কর। তোমার ওষ্ঠা মধু চোখে প'ড়ে আমার চোখের ছানিটে কেটে যাক্। আমি তোমাকে ভাল ক'রে একবার দেখি।

সোফিয়া। কেন মহারাজ ! আমাকে কি তুমি এক দিনও দেখ নি ?

দাদাজী। কৈ দেখেছি সোফিয়া ? যদি দেখতুম, তা হ'লে কি তোমার গতিরোধ কর্‌তে এত চেষ্টা করতুম ? চেষ্টা ক'রে কল্লুম কি সোফিয়া ? চেষ্টায় টাউরি খাওয়াই আমার সার হ'ল। তোমাদের মিলন ত রোধ কর্‌তে পারলুম না !

সোফিয়া। দুটো কবর প্রান্তর পার হয়ে এসেছি। একটিতে লোদীকুলগৌরব আজিমত তার তিন শত সখার সঙ্গে অনন্ত নিদ্রায় শয়ন করেছে। অপরটিতে মালবেশ্বরী, আর তাঁর প্রিয় কন্যা ও সঙ্গিনী। শান্ত করুণ অন্ধকার অত্যাচারীর নির্মম দৃষ্টির আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে অতি যত্নে তাদের আবৃত ক'রে রেখেছে। মহারাজ, সে অন্ধকারের ওড়না পর্‌বার লোভ সংবরণ ক'রে আমি আবেগময়ী চঞ্চল নদীতে ঝাঁপ দিয়েছি ! কেন জান মহারাজ ? আপনার পথে চলতে চলতে একটি জীবন্ত আলোক-চিত্র আমার নয়ন-পথের পথিক হয়েছিল। হর্ষ-বিষাদের তুলি দিয়ে সোনার কিরণে রঞ্জিত ক'রে তার একটি সুবর্ণ-প্রতিবিম্ব অঙ্কিত কর্‌বার সাধ সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে উদিত হয়েছিল। সে ছবি এঁকেছি, ভয়ে ভয়ে তাতে রঙ ফলিয়েছি। যদি আমার চিত্রসৌন্দর্য্যের সঙ্গে সে সৌন্দর্য্যের সামঞ্জস্য না হ'ত, সমস্ত জীবন আমার বিষাদময় উদ্দেশ্যহীন হয়ে যেত। আমার মৃত্যুর জন্য অন্য ব্যক্তিকে আয়াস স্বীকার কর্‌তে হ'ত না। যা দেখতে চেয়েছিলুম, তাই দেখলুম,—দেখলুম, ব্রাহ্মণ জ্যোতির্ম্ময়—ব্রাহ্মণ দুর্ব্বলের সহায় হ'তে ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন পরিত্যাগ করেছে।

দাদাজী। বেশ দিদি, ব্রাহ্মণকে তুমি দেখে তৃপ্তি পেলে। আমি একবার তোমায় দেখে তৃপ্তি পাই।

সোফিয়া। দেখবে, আমাকে ? রাজপুত, তুমি আমাকে কি মূর্ত্তিতে দেখতে চাও ?

দাদাজী। যে মূর্ত্তিতে তুমি জীবের ঘরে কল্যাণ

বিতরণ কর, আমাকে সেই মূর্ত্তি কি তুমি দেখাতে পার ?

সোফিয়া। আশীর্ব্বাদ কর, কেন পারব না ?

দাদাজী। আশীর্ব্বাদ করছি, তোমা হ'তে যেন রমণী বীরাঙ্গনার মর্য্যাদা রক্ষা হয়। এই ব্রাহ্মণ-সন্তানের ধর্ম্মরক্ষা হয়।

সোফিয়া। তুমি আশীর্ব্বাদ করলে, আমি কি তার উত্তর দেব, আমি যে তা জানি না।

দাদাজী। শিখোনীর ফুল-কুসুম! গুরুজনকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে হয়।

সোফিয়া। আমি ত জানি না, আমাকে দেখিয়ে দাও (দাদাজীর প্রণাম) বাঃ বাঃ (করতালি) দাদাজী, তুমি আমাকে প্রণাম করলে।

দাদাজী। চিরদিনই যে আমি তোমাদের প্রণাম ক'রে আসছি মা!

সোফিয়া। (প্রণাম করিল) আমিও তোমাকে জীবনে প্রথম প্রণাম করি।

দাদাজী। সর্দ্দার ?

(মেদিয়ার প্রবেশ)

মেদিয়া। মহারাজ!

দাদাজী। এই তোমাদের মা—আমার প্রাণ এই নাও, তার গ্রহণ কর। মা যা আদেশ করবে, তাই কর।

মেদিয়া। আয় মা, মোর সাথে আয়। এই মোদের রাজা! এত কাল মোদের কি পাপে ছেড়ে গিছল। আজ এসে মোদের রাণী দিয়েছে। আয় সাথে আয়। তোর হাজার ছাওয়াল তোরে দেখে মহুয়া খেয়ে মাদল দেবে। আয় বিটি সাথে।

সপ্তম দৃশ্য

মহারণ্যের প্রান্ত।

(নেপথ্যে সৈন্যকোলাহল)

খাঁজাহান ও খোদাদাদ।

খাঁজা। ভাই, কেহ নাহি দিল স্থান।

খোদা। কেহ নাহি
দিবে স্থান কাপুরুষে ধরণী ভরেছে।

খাঁজা। আসিতেছে বন্যামত্ত শত্রুর বাহিনী
আমি একা নিরাশ্রয়—নাহি মধ্যে শুধু
ব্যবধান—শুধু নীলাম্বর প'ড়ে আছে
মাঝে। অনাহারে গতি-শক্তিহীন—অতি
দীন, অনাহারে বাহন আমার, তার
মোর বহিতে নারিল, পথে প্রাণ দিল।
আসে বন্যা—কি কর্ত্তব্য মোর খোদাদাদ ?

খোদা। আর কেন রাখিতেছ জীবনে
মমতা প্রভু ? আর কেন কেথা সেথা
পলায়ন ? ফের' প্রভু, ফের'—ঝাঁপ দাও
বন্যা-মুখে।

খাঁজা। জীবনে মমতা!
তাই কি রে, কেথা সেথা
প্রাণরক্ষা অভিলাষে উন্মাদের মত
ছুটিয়া চলেছি আমি! প্রতিহিংসা, জাগে
তীব্র প্রতিহিংসা প্রাণে। যদি ঝাঁপ দিলে
বন্যামুখে, পাষণ্ডের মুণ্ড আমি এই
করে পরশিতে পারি, এই দণ্ডে ফিরি—
এই দণ্ডে ঝাঁপ দিই সৈন্যস্রোতোমুখে।
সাজাহান-মুণ্ড ছিঁড়ি তোরে আমি দিই
উপহার। প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা—শুধু
প্রতিহিংসা আশে আমি এখনো রেখেছি
প্রাণ। আছে প্রতিহিংসা-জ্ঞান।
ভেদে দে রে তীব্র বক্ষে ধরণীর হিয়া,
আমি তার অন্তরে পশিয়া, তথা হ'তে
বিশ্বনাশী অনল উপাড়ি, এই দণ্ডে
সমস্ত পিশাচ-সৈন্য দিই জ্বালাইয়া।

খোদা। সম্মুখে দুর্গম বন,
যদি মৃত্যু নাহি অভিপ্রায়—
পশ প্রভু তাহার ভিতরে!

খাঁজা। তাই চল্ ভাই।
কেন মৃত্যু—এত ঘৃণা কি হেতু মৃত্যুরে আলিঙ্গন,
পুত্র, কন্যা, জায়া, অসংখ্য কিঙ্করী—
প্রতিহিংসা আশে চেয়ে আছে মোর পানে।
যদি খোদাদাদ,
প্রতিশোধ না লইয়া মরি,
আর তারা আমারে দিবে না দেখা।
অরণ্যানী গৃহী—
সাজাহান-রক্তোরক্ত পিপাসা আতুর,
আমি অতিথি তাহার দ্বারে।
চল্ ভাই,
মৃত্যুযাত্রাপথে মোর শেষ সহচর,
আয় সঙ্গে আয়, প্রবেশ গহন বনে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(নেপথ্যে কোলাহল)

(সৈন্যসহ সাজাহানের প্রবেশ)

সাজা। এইখানে অদৃশ্য হয়ে গেছে। যাক্, আর কি—আর কোথায় যাবে—জাল গুটিয়ে সিংহকে গহ্বরবদ্ধ করেছি। এবারে সে ক্ষুদ্র বালকেরও বধ্য। যাও, চারিদিকে যাও। প্রতি রন্ধ্রপথ অবরোধ কর। এই তার শেষ আশ্রয়। কেউ যেন তাকে প্রাণে বেধ না। প্রাণে ম'লে দোষী পরাভবের মর্ম বুঝবে না—তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে আগরায় নিয়ে যেতে হবে! জলদি যাও—কোন রন্ধ্র যেন প্রহরি-শূন্য না থাকে।

(চরের প্রবেশ)

চর। জাঁহাপনা, একটা পাঠান বালক এই রন্ধ্রপথে যাচ্ছে।

সাজা। তা হ'লে নিশ্চয় সে দোষীর গোপন-স্থান জানে। অবশিষ্ট যারা আছ, তারা শীঘ্র এই পথে আমার অনুসরণ কর।

(মহাবতের প্রবেশ)

মহা। যাবেন না, অগ্রসর হবেন না। দোহাই জাঁহাপনা, আহত সিংহ-বিবরমুখে প্রবেশ করবেন না।

সাজা। কে ও, কে ও—মহাবত খাঁ? দিল্লীশ্বরের প্রধান সেনাপতি? নিজে খাঁজাহানের সঙ্গে যুদ্ধে অপারগ হয়ে এত দূরে আমাকে কি বীরত্বের রহস্য করতে এসেছেন?

মহা। না জাঁহাপনা, আপনাকে রক্ষা করতে এসেছি।

সাজা। যখন আপনি দোষীর পশ্চাতে আসতে বিরত হয়েছেন, তখন আমি মনে করেছি, জাহাঙ্গীর-বিজেতার জীবনে মমতা এসেছে। এখন দেখছি, আপনার মস্তিষ্ক-বিকার ঘটেছে।

মহা। কিছু ঘটেনি জাঁহাপনা। যে তরু নিজ হস্তে রোপণ করেছি, তার মূলোচ্ছেদ দেখতে অশক্ত হ'লে মায়ায় আকৃষ্ট হয়ে এসেছি। খাঁজাহান সঙ্গিহীন, সহায়হীন, আশ্রয়হীন হ'লেও শক্তিহীন নয়। যে শক্তি মাতৃরূপে সর্বভূতে অবস্থান করেন, তিনিই আপনার রাজধানীতে অধিষ্ঠাত্রী হয়ে সন্তানের জীবনাবলম্বী মমতায় খাঁজাহানের অনুসরণ করেছেন। আমি চক্ষে দেখেছি, চম্বলের উন্মত্ত জলতরঙ্গে তাঁর নৃত্য দেখেছি।

সাজা। আর কেন সেনাপতি, এখনও সম্রাটের কাছে আপনার মর্যাদা আছে।

মহা। মহাবতের মর্যাদা তার নিজের কাছে। হিতৈষী বন্ধুরূপে যা বললুম, তা শ্রবণ করুন। তবে যুদ্ধে প্রবেশ করুন। শুনুন সম্রাট, শেষ কথা শুনুন—মহাবতের গর্ব, সে শক্তির মহাবত হ'তেই উদ্ভব হয়েছে।

[মহাবতের প্রস্থান।

সাজা। উন্মাদ উন্মাদ, তোমাকে শাস্তি দিতে আমার অধিকার নেই, নইলে এই দণ্ডেই তোমার দম্ভের অবসান করতুম। বিলম্ব ক'র না, আমার সঙ্গে রন্ধ্রপথে প্রবেশ কর।

(আজকের প্রবেশ)

আজক। হাঁ—হাঁ—প্রবেশ করবেন না, প্রবেশ করবেন না। অতি আগ্রহে হস্তগত ফল হ'তে ভোগের মুহূর্তে বঞ্চিত হবেন না।

সাজা। আপনিও নিষেধ করছেন?

আজক। আর কে নিষেধ করেছে?

সাজা। মহাবত খাঁ।

আজক। তার মত আপনার হিতৈষী বন্ধু আর দ্বিতীয় নেই। অরণ্য অবরোধ করুন। ক্ষুধার্ত খাঁজাহান আপনিই আত্মসমর্পণ করবে।

সাজা। যদি না করে?

আজক। সিংহকে ক্ষুধায় উত্থানশক্তি রহিত ক'রে শৃঙ্খল প'রে তার সম্মুখে উপস্থিত হ'ন।

সাজা। তাতে সাজাহানের কিছুমাত্র গৌরববৃদ্ধি হবে না। যৌবনের ভুলে সামান্য শাসন করতে গিয়ে যে সিংহকে আমি উত্তেজিত করেছি, তাকে অশক্ত বন্দী করতে আমি অভিলাষী নই। উজীর! আমার প্রবেশপথে বাধা দিও না। এ পার্বত্য মহারণ্যের রন্ধ্রপথ যখন আপনার আমার কারও জানা নেই, তখন সন্ধানের আভাস পেয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও সময় আমি নষ্ট করব না। আমি এখনই এ বনে প্রবেশ করব। যদি খাঁজাহানকে তাঁর এরূপ অবস্থাতেও বন্দী করতে না পারি, তা হ'লে খাঁজাহানকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিজে সাজাহান তার ময়ূর-সিংহাসন উপহার প্রদান করবে। অগ্রগামী সৈন্য আর পেছিও না।

আজক। বেশ, তা হ'লে সকলে সতর্ক হয়ে রন্ধ্র-পথ অবরোধ কর। জাঁহাপনা! তা হ'লে আমরা বিভিন্ন পথ দিয়ে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করি।

[সকলের প্রস্থান।

(সোফিয়া ও মেরিয়ার প্রবেশ)

সোফিয়া। ওগো, ওরা যে সব পথ রোধ করলে!

মেঘিয়া। ও শালারা ত ঘাটীর পথে চলেছে—পাহাড় আমাদের হাত, পাহাড় আমাদের পা - ভয় কি বেটী, তোকে আমরা লোফালুফি ক'রে একবারে পাহাড়ের ডগায় তুলে দেব।

(ভীল-সৈন্যের প্রবেশ)

মেঘিয়া। সব পথ বাদশা আটক করেছে রে।

ভী-সৈ। তাতে কি হয়েছে রে সরদার! মোরা পাহাড় ডিঙ্গিয়ে চ'লে যাই।

মেঘিয়া। মাকে নিয়ে যাবি লুকে লুকে। হুঁসিয়ার, হাত সামাল রে শালা, হাত সামাল।

ভী সৈ। খুব লিব, মাকে পেয়েছি কি ফেলিয়ে দিব রে?

মেঘিয়া। চল বেটী। ওঠ বেটী; উ শালারা চড়ায়ে পা দিতে না দিতে মোরা এক দমে ডগায় যাব। ঐ দেখ বিটী, কইতে না কইতে শালারা উপর থেকে ডুলি পাঠিয়েছে।

সোফি। পিতার আশীর্বাদ নিয়ে এসেছি—আকাশ আমাকে মেঘের হাত বাড়িয়ে তুলে নিচ্ছে। কোথা তুমি মালবেশ্বর! তোমার আশ্রয়গামিনী কন্যাকে দেখা দাও—দেখা দাও।

(পটক্ষেপ)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মহারণ্য।

খাঁজাহান।

খাঁজা। এখনও জীবন যদি পাই,
একবার চেষ্টা করি।
এবারে বীরত্ব ল'য়ে, আমি
যে বীরত্ব আগরার রত্ন-সিংহাসনে,
একমাত্র বসিবার যোগ্য অধীশ্বর,
সে বীর্য্যের অধিকারী, আত্মরক্ষা তরে
আর আমি নাহি ঘুরি প্রান্তরে প্রান্তরে
এখনও জীবন যদি পাই একেবারে
ভক্ত ভাউসের ধারে দুরাত্মা মোগলে
জনাইয়া দিই মোর অস্ত্রের বন্ঝনা।
কাপুরুষ, সাহাজানে পদাঘাতে দূর
ক'রে দিই। এত শৌর্য্য এ বীরত্ব ল'য়ে,
এত প্রেম এত বুদ্ধি প্রজাহিতৈষণা
সমস্ত থাকিতে আমি জীবন-ভিখারী!
কেন আমি আগরা ছাড়িনু। সাম্রাজ্যের
অর্গল আমার হাতে ছিল, কেন আমি
খুলে দিনু? কাপুরুষে আসনে বসাতে
কেন আমি ক'রে দিনু পথ পরিষ্কার?
নিজে নিজে যদি সোপানে সোপানে আরোহিয়া
উঠিতাম সাম্রাজ্যের শিরে, কার শক্তি
বাধা দিত? বিস্মৃতির ভীষণ-গহ্বরে
যদ্যপি বাবরবংশে দিতাম ডুবায়ে
কার শক্তি করিত উদ্ধার? হিন্দুস্থানে
আনিতাম যদি পাঠানের পদতলে,
তা হ'লে কি এই হয় পরিণাম? শুধু
সাধুতায় সর্ব্বস্ব হারানু! কপটীরে
বিশ্বাস করিয়া, বিশ্বাসঘাতক হ'তে
ঘৃণা প্রকাশিয়া—সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, মান,
পুত্র, কন্যা, পরিবার, সমস্ত হারানু।
আগরার ভীষণ রজনী! মনে হ'লে
তোর কথা, এ উষ্ণ শোণিত মোর,
শিলা মত কঠিন হইয়া যায়।
পক্ষাঘাত ধরে রসনায়।
আমার বেগম, শত সহচরী,
নারীকুলে বসোরা গোলাপ
কন্যা রিজিয়া সুন্দরী? আমারে বাঁচাতে
কি করিল? ইতিহাস শুনে নাই। কবি
কল্পনে আনিতে মূর্চ্ছা যায়। এক দণ্ডে
এক সূত্রে বক্ষে বক্ষে একত্র বাঁধিয়া
সমস্ত ফুটন্ত ফুল ছুরি-মুখে গেঁথি!
সাধুতায় সর্ব্বনাশ ঘটেছে আমার।
একবার প্রাণ যদি পাই, আগে পদে
দলি সাধুতায়। এমন কি কেহ নাই
শক্তিমান্, অন্ততঃ দিনেক তরে রাখে
বাঁচাইয়া?

(ভীল-বালিকা-বেশে সোফিয়ার প্রবেশ)

সোফিয়া। আমি পারি।

খাঁজা। তুমি পার?
তুমি চেন কি আমায়?

সোফিয়া। যেই তুমি হও।
প্রাণ-ভিক্ষা চাহিতেছ,
আমি তবে প্রাণ দিতে আসিয়াছি।

খাঁজা। (সহাস্যে) অদৃষ্টে আমার
এত ছিল?
প্রাণ-ভিক্ষা। চাই যেথে দাত্রী হ'ল নারী।
সোফিয়া। নারী আমি
কিসে তুমি জানিলে স্থবির?
বলে যদি নরত্ব স্থাপিত, তা আমার আছে।
খাঁজা। এ বিজন দেশে
কি ক'রে আসিলি পাগলিনী?
এ নবনী অঙ্গ, অঙ্গে অঙ্গে
জ্যোতিঃ চন্দ্রমার—রূপের সাগর তুই।
আঁধারে ঢাকিতে তার তরঙ্গ সুন্দর
হেথা তোরে আসিতে কে শিখাল বালিকা?
বড় নিষ্ঠুর এ কানন। দয়াশূন্য
তরুলতা, দয়াশূন্য শিলা, দয়াশূন্য
অচল নির্ঝর। ক্ষুধায় আকুল হ'লে
ফল নাহি পাবি। তৃষ্ণায় আকুল হ'লে
আবর্ত্তে পড়িবি। বিশ্রাম ল'ভতে গেলে
পড়িবে ও কোমলাঙ্গ নাগিনী-বেষ্টনে।
আর কি বলিব, অন্ধকার আবরণে
আছে হিংসা স্তূপাকার।
সোফিয়া। থাকে থাক্, আমি
ভয় নাহি করি। বনের বাহিরে বৃদ্ধ
পর্ব্বত প্রমাণ হিংসা আছে। সে যে বৃদ্ধ,
বিশ্বাসের দুর্গ ভেঙ্গে নিশ্চিন্ত নিদ্রিতে
পুরে প্রাসে। তবে কি সে অরণ্য ভ্রমণে
অপরাধ? থাকে থাক্, রাশি রাশি থাক্—
পর্ব্বত প্রমাণ, পৃথিবী ব্যাপিয়া থাক্,
আকাশ ছুঁড়িয়া থাক্, ভয় নাহি করি।
খাঁজা। এ কি শক্তি মরীচিকা!
শক্তির কাঙ্গাল
আমি, তাই কি এ নবনী স্তূপে
দেখিতেছি বজ্রের স্ফুরণ?
সোফিয়া। বিশ্বাস হ'ল না বৃদ্ধ। ভাল
পরীক্ষাই লহ মোর। বালিকার সনে
অস্ত্রযুদ্ধে যদি লজ্জা হয়, ধরি কর,
দেখ শক্তি আছে কি না আছে।
খাঁজা। ছেড়ে দাও,
মা—মা ছেড়ে দাও, বুঝিয়াছি শক্তিময়ী
তুমি। বজ্র নিঙাড়িয়া অচল হৃদয়
উপাড়িয়া হয়েছে উদ্ভব তোর। এই
মৃদু-দেহে ও শক্তি কোথায় পাব?
সোফিয়া। দেখ,
ক্ষুধার্ত্ত যদ্যপি হও এই লও ফল,
তৃষ্ণার্ত্ত যদ্যপি হও, বল, ধ'রে আনি
ঝরণার জল। আর যদি মৃত্যুভীত
হে স্থবির! দেখিতেছ শাণিত কুঠার,
এই স্কন্ধে তব জীবনের চারিধারে
সতর্ক ঘুরিব প্রহরিণী।
খাঁজা। ক্ষমা কর, চ'লে যা মা!
আমি প্রাণ ভিক্ষা নাহি চাই।
সোফিয়া। তবে চ'লে যাই?
খাঁজা। হাঁ। মা। তোর কাছে
প্রাণ ল'য়ে সংসারে করিব বিচরণ?

[সোফিয়ার প্রস্থান।

(খোদাদাদের প্রবেশ)

খোদা। জাঁহাপনা।
খাঁজা। খোদাদাদ্ খোদাদাদ্,
মালেকের তরে বাঁচায়ে রাখিতে পার মোরে?
তাই কেন, এক পক্ষ পার না বাঁচাতে?
তাই কেন?
সাত দিন শুধু সাত দিন?
খোদা। জাঁহাপনা।
খাঁজা। এক দিন, ভাল এক দিন।
জিনী মত উড়ে যাই আগরায়।
ধরি শয়তানী
ভারত রাজত্ব মুক্তি দিই ফিরাইয়া।
ঘৃণায় কি ছেড়ে গেলি জননী আমার!
খোদা। জননী কে জাঁহাপনা?
খাঁজা। নই জাঁহাপনা!
ম্লান মুখ কেন? বলিবি ত পুত্র মোর
আমার আশার শেষ আমারে বাঁচাতে
পড়েছে পিশাচ-মুখে। ওই কোলাহল।
ওই শোন্ শয়তানের পিশাচ গর্জ্জন,
পুত্রের জীবন শিরে বহিয়া বহিয়া
আসিতেছে। আসিতেছে, গর্জ্জনে গর্জ্জনে
এ জীবনে সে জীবন দিতে মিশাইয়া।
সুন্দর মালব-রাজ্যে মাখাইতে চির
অন্ধকার, আসিতেছে তরঙ্গে তরঙ্গে
সোনী-দীপ করিতে নির্ব্বাণ। খোদাদাদ্!
বাঁচাতে পারিস্ যদি আয়। নহে আর
কেন? মৃত্যু মোর এসেছে নিকটে।
খোদা। সারা দিবানিশি
উপবাসী মালব ঈশ্বর!
বহুক্লেশে বহুফল এনেছি সন্ধানে।

খাঁজা। জীবন রাখিবি, দিতে কি
শত্রুর হস্তে ? বাঁচাতে পারিস্ যদি
অরণ্য উজাড়ি আন ফল।
জীবনের আকাঙ্ক্ষার মাপে উদর পুরিয়া
খাই। নহে আর কেন, মিছে খোদাদাদ্ ?
প্রাণের মমতারসে ভরা, অপূর্ব্ব সুন্দর ফল
হাতে পেয়ে দূরে ফেলিয়াছি।
জীবনের এ পিপাসা মিটাইতে
একটি ঔষধ আছে। প্রভুভক্ত ভৃত্য তুই।
তুই যদি দয়া ক'রে সে ঔষধ তুলি দিস্ মুখে,
আমি শৃঙ্খলপীড়ন হ'তে পরিত্রাণ পাই।

খোদা। কি ঔষধ জাঁহাপনা ?

খাঁজা। শোন খোদাদাদ্ !
দুনিয়ার যত্তপি উন্নতি চাস্
ধর শয়তানী।

খোদা। এ কি জাঁহাপনা ?

খাঁজা। ধর্ শয়তানী !
এই অস্ত্র বুকে দে আমার।
আমি প্রভু, আমারে বধিলে—এই ক্ষণে
ভারত সাম্রাজ্য হবে তোর অধিকার।
শয়তান-অঙ্গুলি-প্রহারে চলিতেছে
এ সংসার। যার যত বড় শয়তানী
সে তত উঁচিতে উঠে। শোন্ খোদাদাদ্ !
ইমানে সর্ব্বস্ব গেল, ইমানে সর্ব্বস্ব গেল !
পুত্র, কন্যা, জায়া, মান, সব গেল—
ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর খাঁজাহান,
সে বীরত্ব গর্ব্ব গেল। অনাহারে আমি
মৃতপ্রায়, কোথা হ'তে বালিকা আসিয়া
আমারে করিল পরাজয়।

খোদা। কে বালিকা জাঁহাপনা ?

(নেপথ্যে কোলাহল)

খাঁজা। কে বালিকা ? শক্তির পুতলী।
ভ্রমর-গুঞ্জন ভাবে ঢালিয়া অভয়বাণী,
মুন্ময়ী রাশি রাশি শক্তি এনে
ধরিল সম্মুখে। অসম্মতি দেখে মোর
ম্লান মুখে ফিরিল বালিকা।

(নেপথ্যে কোলাহল)

খোদা। জাঁহাপনা !
ব্যাপার বুঝিতে নারি।
ক্রমে অগ্রসর কোলাহল।
বুঝি শত্রু পেয়েছে সন্ধান
সংগোপন প্রয়োজন।

খাঁজা। আবার—আবার !
মহা মহা সমর-সাগরে শৈলমত
মস্তক তুলিয়া, এ ক্ষুদ্র গোষ্পদে শেষে,
বিষ মত ডুবিয়া মরিব ? তা হবে না—
তা কখন পারিব না। পর্ব্বত ভাঙ্গিবে
ভীষণ-ব্রহ্মাণ্ড ভরা শব্দ উঠিবে না ?
বালিকে কোথায় তুই ? আয় মা, আয় মা
শক্তিময়ি ! অভিমানে ছেড়েছি মা তোরে।
আয় ফিরে আয়। তোর দত্ত প্রাণ ল'য়ে,
তোর শক্তি অঙ্গে মাখাইয়ে, একবার
যুদ্ধ দিব পিশাচবাহিনী সনে। দেখি,
ফেরে কি না ফেরে পরিণাম।

খোদা। জনাবালি, ধীরে ধীরে। হা ঈশ্বর ! নবাবের এ অবস্থা দেখতে একমাত্র আমি অবশিষ্ট রইলুম ! ধীরে—জাঁহাপনা ধীরে।

(সৈন্যাধ্যক্ষের প্রবেশ)

সৈন্য। আর ধীরে কেন—দোষী আত্মসমর্পণ কর।

খাঁজা। কে তুমি, মহাবত খাঁ ?

সৈন্য। একটা তুচ্ছ শৃগালকে ধর্ত্তে মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ কি এসে থাকেন ? আমি এসেছি !

খাঁজা। আমাকে তুমি বল, কে তুমি ?

সৈন্য। পরিচয় দিতে আসি নি, বন্দী করতে এসেছি। তুই ব'লে সম্বোধন করি নি এই তোমার ভাগ্য ! আর কেন, মালোয়ার-স্বপ্ন পরিত্যাগ কর। চরণযুগলে আভরণ পর।

(নারায়ণ ও সহচরগণের প্রবেশ)

নারা। স্বপ্ন তুই দ্যাখ মুসলমান-কলঙ্ক। বৃদ্ধ নবাবকে সহায়হীন মনে ক'রে বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করছিস্। কম্বকৃত ! যেখানে খাঁজাহান, সেইখানেই তার মালোয়া।

(সোফিয়া ও ভীলগণের প্রবেশ)

সোফিয়া। সেইখানেই তার মালোয়া। আগ্রার প্রাসাদে একবার মালোয়ার মূর্ত্তি দেখেছিলি, আবার বিজন অরণ্যে নবাব খাঁজাহানের মালোয়ার মূর্ত্তি দর্শন কর।

নারা। সর্দ্দার ! কম্বকৃতকে গ্রেপ্তার কর।

সোফিয়া। না। আমার সর্দ্দার তুমি এই কম্বকৃতকে গ্রেপ্তার কর।

সৈন্য। হা আল্লা ! এ কি হল !

নারা ও সৈন্যগণ। খবরদার। আমরা গ্রেপ্তার করব।

ভীল সৈন্য। আমরা থাকতে গ্রেপ্তার করে কোন্ শালা রে।

নারা। তুই কে?

সোফিয়া। তুই কে?

(ছদ্মবেশে দাদাজীর প্রবেশ)

দাদাজী। তোরা কে? বেশ বেশ বেশ। এক দিকে খাঁজাহান, আর দিকে তার মাকোয়া, মাঝখানে আগরার নাগরা। সহরে মাকোয়ায় আর বুনো মাকোয়ায়, এই নাগরা নিয়ে টাঁন-হেঁচড়াহিঁচড়ি করবি কেন? এই বীরের সমস্ত বীরত্ব ওরি হাতে সঁপে দিয়ে সোজা রাস্তায় পথ দেখিয়ে দে। তার পর দুই দলে মিলে বাদশার সৈন্যের গতিরোধ কর্। বাদশার সৈন্য কাতারে কাতারে রক্তমুখে প্রবেশ করছে। যা ভীল সর্দারণী! মিত্রা সাহেব পথ জানে না। ওকে রক্তমুখ দেখিয়ে দে—

[দাদাজীর প্রস্থান।

নারা। সর্দারণী—পথ দেখিয়ে দিবি আয়।

সোফিয়া। চল রে মিত্রা, দেখিয়ে দি।

নারা। তাই ত এতক্ষণ দেখি নি! কে তুই!

সোফিয়া। কে বলবার সময় নাই, মুখ চাইবার সময় নাই। সর্দার! যদি মনুষ্যত্বের অভিমান রাখ, যদি বীরত্বের অভিমান রাখ, যদি ব্রাহ্মণত্বের অভিমান রাখ, বিলম্ব ক'র না।

[খোদাদাদ্ ও খাঁজাহান ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

খাঁজা। খোদাদাদ্! ধর মোর হাত।
অরণ্য-পাদপ-তলে হত-মোর স্থান,
ভিক্ষা দাও প্রভুরে তোমার।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মহারণ্যের একাংশ।

খোদাদাদ্ ও খাঁজাহান।

খোদা। প্রভু, এই তরুতলে উপবেশন করুন।

খাঁজা। দাও, বসিয়ে দাও। চ'খে যেন একটা কিসের আবরণ প'ড়ে আসছে। বেশ হয়েছে খোদাদাদ! এখন যদি কেউ আমাকে বন্দী করতে আসে, সে বন্দিত্ব আর আমি দেখতে পাব না। কিন্তু কে আমাকে রক্ষা করলে খোদাদাদ?

খোদা। কে সে, আমি বলতে পারি না।

খাঁজা। দেখা হয়েছে?

খোদা। দেখা হয়েছে।

খাঁজা। পরিচয় নিতে পার নি?

খোদা। নিতে চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু চেষ্টা বিফল হয়েছে। সে আমাকে পরিচয় দিলে না।

খাঁজা। তুমি এখন কি করবে?

খোদা। আপনি যদি অনুমতি করেন, আমি মোগলের সঙ্গে যুদ্ধে তার সহায়তা করি।

খাঁজা। ঠিক বলেছ, তুমি এখনই গিয়ে তার সাহায্য কর।

খোদা। জাঁহাপনা! কোথায় আপনাকে রেখে যাব?

খাঁজা। কেন? যে জননী জগতে প্রথম আবির্ভাবে বক্ষে রেখেছেন, সেই স্থান—সেই মায়াময়ী ধরণীর কোল। বড় শীতল, বড় কোমল, রেখে যাও ভাই, রেখে যাও।

খোদা। জাঁহাপনা!

খাঁজা। খোদাদাদ! একবার তোমায় দেখি! খোদাদাদ! এ কি ভাই! তুমিও সপ্তাহে উদরে কিছু দাও নাই।

খোদা। দোহাই জাঁহাপনা! দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়ে দেবেন না। মারা যাব। আমি ক্ষুধা তৃষ্ণা সব ভুলেছিলুম। দোহাই জাঁহাপনা! জগৎ-প্রভু, তুমি উপরে। আমার প্রভু, তুমি নীচে।

[প্রস্থান।

খাঁজা। ভাও—ভাও—ভাও।
বজ্রে প্রকৃতির হিয়া,
শতধারে চালুক অশনি। শাজাহান!
কার বলে এত আকিঞ্চন? দেখে যাও
দিল্লীশ্বর! বহুগর্ব্বী প্রতিদ্বন্দ্বী তব
সাম্রাজ্য পেতেছে তরুতলে। ভুলে গেছে
পূর্ব্ব-গর্ব্ব, ভুলে গেছে মত্ত অহঙ্কার।
আগরার সিংহাসনে সমুদায় লোভ
পথে পথে ধূলায় ঢালিয়া, মাথা দিয়া
প'ড়ে আছে মরণের দ্বারে। অনাহারে,
অনিদ্রায়, প্রাণ পূর্ণ শান্ত নিরাশায়,
বড় সুখে আছি ভাই আমারে ঘেরিয়া।
ধরণী আমার রাজ্য, আমি প্রজা তার।

আমারে বধিতে যুদ্ধে আমি সেনাপতি।
আমি ভিক্ষু আমি দাতা, আমি পুত্র পিতা,
আমার ঐশ্বর্য্য ভোগে আমি বংশধর।
দরিদ্রতা নয়নে জড়িত—ভিক্ষু রাজা
উলঙ্গ ধরায় আসে। তবে কার তরে
অভিমান? জন্মে নর মৃত্যু করে ক্রয়,
মৃত্যু কেন জন্ম না কিনিবে? মৃত্যু—মৃত্যু!
কোথা মৃত্যু—জন্ম বা কোথায়? শুধু এক
মহা আবর্ত্তন, ধূমকেতু মত—শুধু
আলো—অন্তঃসারহীন—শুধু দুঃখ আর
দুর্ঘট সূচনা। আঁধার প্রাচীর পারে
অন্ধকারে ফুটিয়া ফুটিয়া, আবার সে
ধীরে ধীরে অন্ধকারে যায় মিলাইয়া।

সোফিয়া। (নেপথ্যে) মালবেশ্বর
যদি বেঁচে থাকি, দেখা দাও।

(দাদাজী ও সোফিয়ার প্রবেশ)

খাঁজা। কার কথা শুনি?
রিজিয়া কি ফিরে এলি?
সোফিয়া। কি কর্ত্তব্য পিতামহ?
জ্ঞানহীন রাজা
আমারে নন্দিনী জ্ঞানে করেন আহ্বান।
দাদাজী। ভাগ্যবতি!
আমি কি বলিব? রাণী তুমি আপনার,
ভাগ্যবান্ সহচর আমি! রাজা যথা
আপন ইচ্ছায়, উঠে বসে, আসে যায়,
কার্য্যে যা অভিলাষ করে—আজ হ'তে
তাই তুমি কর গে বালিকা।
ধরা তোরে আপনি দেখাবে পথ।
খাঁজা। কই! কই কোথা গেলি?
কথা ত শুনালি! দেখে কি হইল
অভিমান? তাই কি গো রিজিয়া আমার
আসিতে আসিতে ফিরে গেলি?
সোফিয়া। পিতা!
খাঁজা। পিতা!
পিতা ব'লে সম্বোধিতে এখনো হৃদয়
আছে তোর? পিতৃত্বের যে কার্য্য করেছি,
ভুলে কি গিয়েছ মায়াবতি! কাছে এস,
কাছে এস! মা, মা! তীব্র আকাঙ্ক্ষার টানে
মরণের বন্ধন ছিঁড়িয়া যদি এলি,
কাছে আয়! ভিখারিণী-বেশ? তাই কি মা
আসিতে সঙ্কোচ তোর? লজ্জা কি রিজিয়া?
মালব-প্রাসাদ-জ্যোতিঃ—সর্ব্বস্ব আমার—
পুত্র-কন্যা তুমি একাধারে। আহা মা! মা,
দুহস্তে যাদের আমি দিয়াছি কবর,
একে একে সকলে কি আসিছে ফিরিয়া?
সহচরী সাথে সেই চিরানন্দময়ী
আসিছে কি মা তোমার? দৃষ্টি কি আমার
জীবন্ত স্বর্গের ছবি আনিছে ধরিয়া?
শ্রুতি কি শশাঙ্ক সূর্য্য তারকার পারে,
অতিমিষ্ট অতি সূক্ষ্ম স্বর-প্রবাহিণী,
নীলিমার বাঁধ ভেঙ্গে, এ শৈলে আনিল
প্রতিধ্বনি? এ কি জীবন্ত মানসীলতা?
ছায়া অঙ্গে পরশ কি আছে মা জড়িত?
ছায়ামুখে স্নিগ্ধ ওষ্ঠাধরে কখন কি
ঝরে মা চুম্বন? এ কি মত্ততা আমার?
বল্ মা রিজিয়া, এ কি মত্ততা আমার?

দাদাজী। মত্ততা—মত্ততা—রাজা! এ যদি মত্ততা হয়, যে মত্ততা আকাশ থেকে তারার ফুল চয়ন ক'রে, তাতে মালা গেঁথে গলায় পরায়, যার গন্ধের নেশায় সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা এক দণ্ডে অপসৃত হয়, মৃত্যুর যাতনা দূরে পালায়, সে যদি মত্ততা হয়, জ্ঞান কাকে বলব রাজা? রাজা! তোমার মত্ততা আমাকে ভিক্ষা দিতে পার?

খাঁজা। তুই কে ভাই?

দাদাজী। আমি কে বলতে পারছি না যে রাজা! আমি যা বলতে চাই, জ্ঞানাভিমান আমাকে তা বলতে দিচ্ছে না। সুতরাং আমি কে আর তোমার জানবার প্রয়োজন নেই। আমি ছায়ার মূর্ত্তি ধ'রে বহুদিন ধ'রে এই বালিকার অনুসরণ ক'রে আসছি। তুমি তোমার প্রিয়তমদের সমাধিস্থ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছিলে, আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত হ'তে পারি নি। বালিকার জীবন্তসমাধি দেখতে আমার প্রাণ শিউরে উঠেছিল। তাই সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত এসেছি। এত দূর এসে তোমার মত্ততার আলোকে ছায়া আজ সমাধিস্থ হ'ল। নাও রাজা, নাও—কন্যা নাও। সংসারে তুমি—আর তোমার কন্যা—মধ্যে তোমার স্বর্গসুখদায়িনী মত্ততা! সেখানে ছায়ার থাকবার স্থান নেই। সেলাম রাজা—সেলাম নবাবনন্দিনী—সেলাম।

[প্রস্থান।

খাঁজা। তাই ত রিজিয়া, এলি?
সমাধি ভাঙ্গিয়া,
আলিঙ্গন-বন্ধন ছিঁড়িয়া, মৃত্তিকার
স্তূপমধ্যে, ঘনীভূত অন্ধকার-মাঝে,

আমার প্রাণের প্রাণ একাকী রাখিয়া
মোরে কি বাঁচাতে এলি ? বিজিয়া, বিজিয়া !
আপনার বলিবার কেহ নাই ভেবে
এতক্ষণ শুদ্ধমাত্র মরণে করেছি
আবাহন। মরণ এসেছে দ্বারে, বড়
শান্তমূর্ত্তি তার। এখন যদ্যপি তারে
চ'লে যেতে বলি, সৌম্যমূর্ত্তি লয়ে সে ত
আর আসিবে না !
কি করিব, কোথা যাব ?
কার করে স'পে যাব তোরে ?

সোফিয়া। পিতা! পিতা!
মৃত্যুকরে স'পে দাও মোরে। পিতা! পিতা!
তোমার এ দশা নিরীক্ষণ, মৃত্যু হ'তে
অধিক যাতনা।

খাঁজা। বেশ আর—তাই দিব।
নিজ হাতে ম'রে শান্তি পাও নি জননী,
এবারে জীবন্মৃত্যু তোরে দিব দান।

তৃতীয় দৃশ্য

মহারণ্য।

সাজাহান।

সাজা। প্রতিহিংসাপরবশ হয়ে বৃদ্ধ খাঁজাহানের অনুসরণে এত দূরে এসে দেখছি, আমি অতি মূর্খের কাজ করেছি। আমার হিতৈষী বন্ধু দুজন মহাবত ও আজফের বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও এই পথহীন অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করেছি। হিতৈষীর নিষেধ না মেনে আমার ফল ফলেছে। খাঁজাহানের সন্ধান ত পেলেম না, লাভের মধ্যে বনে বনে পথ হারিয়ে আপনাকে আপনি আবদ্ধ করেছি। ঠিক হয়েছে! আমার প্রবলপরাক্রান্ত মোগল সৈন্যের বর্ম্মের ভিতর ব'সে আমি নিরাশ্রয়। যে সৈন্য-সাগরের একটা তরঙ্গ সমস্ত মালবটিকে এক মুহূর্ত্তে ডুবিয়ে দিতে পারে, আমি সেই সাগরকে বাঁধে বেঁধে, জলশূন্য তড়াগে নিমগ্ন হ'তে এসেছি। ঠিক হয়েছে। অতিথি আমার ঘরে এসেছিল, আমার কাছে ভালবাসা ভিক্ষা চেয়েছিল, আমি তার পরিবর্ত্তে তাকে সমস্ত ভালবাসার ধন থেকে বঞ্চিত ক'রে বিজন অরণ্য উপহার দিয়েছি। ঠিক হয়েছে। এই আমার উপযুক্ত শাস্তি। মুষ্টিমেয় অশিক্ষিত বন্যের আক্রমণে বিশ্ববিজয়ীর পরাজয়—এই আমার কার্য্যের উপযুক্ত প্রতিফল। (নেপথ্যে। জয় মালবেশ্বর) উন্মত্ত পাঠান-সৈন্য আমাকে বন্য জন্তুর ন্যায় হত্যা করতে আমার দিকে ছুটে আসছে। মোগল-সৈন্য রন্ধ্র মুখ উন্মুক্ত করতে না করতে তারা এখনই আমাকে অগণ্য অস্ত্রে আবৃত ক'রে ফেলবে। ক্ষুদ্র সিপাহীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধ'রে আত্মরক্ষার চেষ্টা বিড়ম্বনা, আর আমি আত্মরক্ষা করব না।

(অস্ত্র নিক্ষেপ ও নারায়ণের প্রবেশ)

নারা। হয় বন্দী হ'ন, নয় শেষ জীবনের মত ঈশ্বর স্মরণ করুন।

সাজা। কে তুমি ?

নারা। চিনতে পারছেন না, পিপীলিকা। কিন্তু সম্রাট, অদৃষ্টের ফুৎকারে ঐশ্বর্য্যের উচ্চতম স্থানে চালিত হয়ে আপনি যাকে পিপীলিকা দেখেছিলেন, এখন মাটীতে দাঁড়িয়ে বুঝুন যে, সে পিপীলিকারও দংশন করবার শক্তি আছে। প্রস্তুত হ'ন। আমি আপনাকে বন্দী ক'রে প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করব।

সাজা। নরাধম গোলাম, জীবন থাকতে আমি বন্দী হব না।

নারা। ক্ষমা করুন সম্রাট, তা হ'লে আপনার জীবন-শূন্য দেহ আমার প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হ'ল।

(অস্ত্র উত্তোলন, মহাবতের প্রবেশ ও
বন্দুকের দ্বারা আঘাত ও নারায়ণের পতন)

সাজা। কে আমাকে রক্ষা করলে ?

মহা। চ'লে আসুন সম্রাট—আপনি নিরাপদ।

(খাঁজাহানকে ধরিয়া সোফিয়ার প্রবেশ)

সোফিয়া। না, না, কে বললে নিরাপদ ? জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সম্রাট, আপদ তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে।

মহা। তাই ত, এ কি শোচনীয় দৃশ্য !

সোফি। পিতা—পিতা—মালবেশ্বর! এই তোমার সম্মুখে পাষণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বী। অস্ত্র ধর, শেষক্ষণের জন্য একবার অস্ত্র ধর। নিথর করে একবার বজ্রের বল আবাহন কর। আমার মাতৃ-সহোদরনাশের প্রতিশোধ নাও।

খাঁজা। কৈ, কৈ মা, কৈ ? বিজন অরণ্যে নিথর মৃত্যু! তবু—তবু—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!

(সাজাহানের অঙ্গে অস্ত্র স্পর্শ করাইয়া মৃত্যু)

সাজা। ওঠ বীর ওঠ, জাগো! আমার মস্তক দ্বিধা কর। এ তীব্র প্রতিশোধের জ্বালা নিয়ে আমি আগরায় আর মুখ দেখাতে পারব না।

(দাদাজীর প্রবেশ)

দাদাজী। বা বা! মহামায়ার অঙ্গুলিসঞ্চালনে দুনিয়ার বিভিন্নমুখী প্রচণ্ড অভিমান—সব আজ এক স্থানে জড় হয়েছে।

সোফিয়া। উঠ, প্রভু উঠ, নারায়ণ!

নারা। কে ও শিলা, এলি?

সোফিয়া। শিলা নয়, পদতলে সোফিয়া তোমার।

নারা। সোফিয়া—সোফিয়া—
কোথাকার কে সোফিয়া?
শিলা, শিলা! সোফিয়া যে আমীর-নন্দিনী!
চল ক্ষুদ্র পথিক বালক—তোরে আমি
সর্ব্বস্ব দিয়াছি—বল, একবার বল,
সে কেন পড়িবে পদতলে?

সোফিয়া। লোভে—লোভে—
দুর্দ্দম নারীর ঈর্ষা! পথিক বালকে
দিলে প্রাণ, তার প্রভু জলে অভিমান,
নাম-ভেদ সহিতে না পারি। একবার
বল মোরে দাসী, অন্য গর্ব্ব অহঙ্কারে
নহি অভিলাষী, দাসীত্ব সাম্রাজ্য কর দান।

নারা। বুঝিয়াছি, সে ছবি স্মরণে জাগে,
সে কণ্ঠ শ্রবণে মোর স্পর্শে অনুরাগে।
আয় শিলা কাছে আয়, আয় গো সোফিয়া!
একটি নিশ্বাসবাণী সময় ভিতরে
এ মিলনে তৃপ্তি যদি পায় নারী লয়ে,
আয় করপদ্ম, আমি জীবন সঁপিয়া
যাই। দাসী তুমি? তুমি প্রাণেশ্বরী। রহ
সাক্ষী প্রজাপতি, সাক্ষী রও রাজা। এই
মূর্ত্তিমতী নিষ্কামতা ঈশ্বরী আমার।
সে যদ্যপি মুসলমানী, আমি মুসলমান।
সে যদি ব্রাহ্মণী হয়, আমিও ব্রাহ্মণ।

মহা। জ্ঞানহীন ধর্মত্যাগী
আমি যে ব্রাহ্মণ
দান মোর সাজে না তোমায়।
ভিক্ষা ভিক্ষা—
এই যবনীরে ব্রাহ্মণী করিয়া লও।

সোফিয়া। পিতামহ! পতিহীনা
শিশোদিয়া নারী—
কি কর্ত্তব্য কর অনুমতি?

দাদাজী। (যোড়হস্তে) জান তুমি।
জননী সর্ব্বত্র মাতা, সতী পতিব্রতা।
আমি মূর্খ, প্রশ্নে কেন রহস্য জননী?
আমি মূর্খ। ভাঙ্গিতে আসিয়া, বনমধ্যে
পুণ্য অট্টালিকা ভুলে করেছি নির্ম্মাণ।
সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা, তার পাদ-মূলে
ফুলে ফুলে চ'লে দেবতা আসিবে,
স্নানে ধন্য হবে।

সোফিয়া। শুনিয়াছি
হিন্দু সতী পতির মরণে,
স্বামি-সনে চিতা-আরোহণে, মরণের
পথে হয় প্রভুর সঙ্গিনী। হিন্দু হ'লে
তোমার আদেশ নাহি ছিল প্রয়োজন!
কিন্তু আমি মুসলমানী। আমার পরশে
প্রভুর অগতি যদি হয়?

দাদাজী। তুমি সীতা,
তুমি গঙ্গা তুমি গীতা সাবিত্রী ব্রাহ্মণী।

সোফিয়া। তবে উঠ—চিতা-শয্যা
কর আয়োজন।

যবনিকা

বাদ্‌শাজাদী

(পঞ্চাঙ্ক নাটক)

[দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ ।

আজিজ	কালিফ্ (ইস্তাম্বুলের বাদশাহ ।)
আল আমীন	ঐ খুল্লতাত ।
জেলাল	আল আমীনের পুত্র ।
মুতাজেদ	কালিফের উজীর ।
আব্বাস	ঐ দেহরক্ষক ।
আবদুল মালিক	সমরখন্দের সুলতান ।
সায়েস্তা খাঁ	ঐ উজীর ।
দানিয়েল	সায়েস্তা খাঁর পুত্র ।
মমিন খাঁ	সমরখন্দের জনৈক ওমরাও ।
আমজেদ	সমরখন্দের জনৈক সর্দ্দার ।
মাসুদ	গ্রাম্যমণ্ডল ।

ওমরাও, বালকগণ, অনুচরগণ, রক্ষিগণ, মাসুদীর পুত্রগণ, প্রহরিগণ, সর্দ্দার, হাব্‌সীগণ ইত্যাদি ।

স্ত্রী ।

হামিদা	আজিজের মাতা ।
জুবেদা	সমরখন্দের সুলতানা ।
আমীরণ	আল আমীনের কন্যা ।
শিরিয়ান	আবদুল মালিকের ভ্রাতুষ্পুত্রী । (পূর্ব্বতন সুলতান-কন্যা ।)
জুম্মাবাই	সায়েস্তা খাঁর মাতামহী ।
মাসুদী	মাসুদের স্ত্রী ।

বালিকাগণ, মাসুদের কন্যাগণ, বাঁদীগণ, রমণীগণ ইত্যাদি ।

বাদশাজাদী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ইস্তাম্বুল—প্রাসাদস্থ মন্ত্রণা-কক্ষ।

মুস্তাফেজ ও আজিজ।

মুস্তা। বৃদ্ধের একটি আরজি আছে জাঁহাপনা।

আজিজ। অমন ক'রে বলছেন কেন উজীর?

মুস্তা। কেন বলছি, এখনি জানতে পারবেন।

আজিজ। বলুন।

মুস্তা। আরজি রক্ষা হবে, এই বিশ্বাসেই আমি আপনার কাছে দাঁড়িয়েছি।

আজিজ। বলতে আজ এত আড়ম্বর করছেন কেন, পিতৃবন্ধু?

মুস্তা। পিতৃবন্ধু? কি বললেন? আর একবার বলুন।

আজিজ। আমি বলেছি—আপনি শুনেছেন।

মুস্তা। শুনেছি। শুনে শিউরে উঠেছি।

আজিজ। কেন, কথা কি মিথ্যা বলেছি?

মুস্তা। ভৃত্য হয়ে সম্রাটকে মিথ্যাবাদী বলব?

আজিজ। উজীর! আপনার কথা হেঁয়ালির মত বোধ হচ্ছে।

মুস্তা। আমি আপনার পিতৃবন্ধু নই।

আজিজ। এ কথা হলফ ক'রে বললেও আমি বিশ্বাস করব না।

মুস্তা। তবু আমি বলব। জাঁহাপনা! আমি আপনার পিতার শত্রু ছিলুম—পরম শত্রু—বন্ধু ছিলুম না।

আজিজ। (হাস্য) উজীর! আপনার মস্তিষ্কের অবস্থা বড় ভাল বোধ হচ্ছে না।

মুস্তা। পূর্ব্বে মস্তিষ্কের বিকার ঘটেছিল বটে, কিন্তু এখন জ্ঞান ফিরে এসেছে।

আজিজ। ভাল, আরজি বলুন।

মুস্তা। আগে আপনার পিতার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের মীমাংসা হ'ক।

আজিজ। বেশ, আপনি পিতৃ-শত্রু। এখন কি বলবেন, বলুন।

মুস্তা। বিশাল মোসলেম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর! কথা না শুনে সহসা একটা মত প্রকাশ করবেন না।

আজিজ। কি বিপদ্! আপনিই ত বলতে বলেছেন।

মুস্তা। আমি বলতে বললেই আপনি বলবেন? আপনি সাম্রাজ্যের শেষ বিচারপতি। আগে আমার ইতিহাস শুনুন। শুনলেই বুঝতে পারবেন, আমি আপনার পিতার কে ছিলুম।

আজিজ। বলুন।

মুস্তা। আপনি জানেন, আপনার এক পিতৃব্য ছিলেন?

আজিজ। আমি কেন, ইস্তাম্বুলের একটা শিশু পর্য্যন্ত জানে।

মুস্তা। সে মিছে জানা। কেউ জানে না। জানতুম শুধু তিন জন। তার মধ্যে এক জন দুনিয়া ছেড়ে চ'লে গেছে। এক জন আছে কি না আছে, ইস্তাম্বুলের কেউ বলতে পারে না। তৃতীয় আমিই মাত্র বেঁচে আছি। আছি, কিন্তু বেঁচে ম'রে। লোকে জানে, আপনার পিতৃব্য বিদ্রোহী ছিলেন। বিদ্রোহিতার শাস্তিস্বরূপ তিনি দেশ থেকে নির্ব্বাসিত হয়েছেন।

আজিজ। আমিও ত তাই জানি।

মুস্তা। ভুল, ভুল—সম্রাট, ভুল। তিনি আপনার পিতার উপর ঘৃণায় দেশত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন।

আজিজ। কি রকম?

মুস্তা। বিদ্রোহী তিনি ছিলেন না। বিদ্রোহী ছিলেন আপনার পিতা, আর আমি সেই বিদ্রোহিতার সহায়তা করেছি।

আজিজ। আমার পিতা, পিতামহের জ্যেষ্ঠ পুত্র—যোগ্যতম উত্তরাধিকারী। তিনি কার উপর বিদ্রোহিতা করেছিলেন?

মুস্তা। ধর্ম্মের উপর। যে সে রাজার উপর নয়। আপনার পিতা এই বিশাল অটোমান সাম্রাজ্যের একক উত্তরাধিকারী নন।

আজিজ। আমি ত জানি তাই, আর তাই হওয়াই

নীতি-সঙ্গত।—আমারও যদি অন্য কনিষ্ঠ সহোদর থাকতো, আমি বুঝতুম, তাঁরা থাকতেও সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার একমাত্র আমার।

মুস্তা। আপনার পিতামহ সাম্রাজ্য তাঁর দুই পুত্রকে ভাগ ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন। বাগ্দাদের পশ্চিমভাগ দিয়ে যান আপনার পিতাকে, আর পূর্ব্বভাগ আপনার পিতৃব্যকে। পাছে এই ভাগ নিয়ে দুই ভা'য়ে মনোমালিন্য ঘটে, এই জন্য তিনি মস্জিদে দুই ভাইকে নিয়ে, ঈশ্বরের নামে শপথ [redacted]ক প্রতিজ্ঞা-পত্রে দু'জনের স্বাক্ষর গ্রহণ করেন।

আজিজ। বলেন কি! এসব ত কিছুই আমি জানি না।

মুস্তা। তার পর শুনুন—এই হতভাগ্য ছিল সে প্রতিজ্ঞা-পত্রের সাক্ষী। আপনার পিতামহের মৃত্যুর পর আপনার পিতা সমস্ত সাম্রাজ্য আত্মসাৎ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

আজিজ। আপনি জেনে শুনেও বাধা দেন নি?

মুস্তা। বাধা? তার এই বেইমানি কার্য্যের প্রধান সহায় ছিলুম আমি।

আজিজ। তা হ'লে যথার্থই আপনি আমার হতভাগ্য পিতার পরম শত্রু।

মুস্তা। শুধু তাই নয়। উত্তরাধিকার নিয়ে যে সময় উভয় ভ্রাতার বিরোধ উপস্থিত হয়, সেই সময় আমি মসজিদ থেকে প্রতিজ্ঞাপত্র বার ক'রে দগ্ধ ক'রে ফেলি। পাছে কালে আপনার খুল্লতাতের কোনও বংশধর সেই দলীলের সন্ধান পেয়ে আপনাদের শত্রুতাচরণ করে। কিন্তু সম্রাট, আমি অর্থলোভে আপনার পিতার সাহায্য করিনি। সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হ'লে রাজশক্তি ক্ষুণ্ণ হবে ব'লে সাহায্য করেছিলুম।

আজিজ। বুঝেছি। এখন আপনার আরজি কি, বলুন।

মুস্তা। এখন আমি অনুতপ্ত।

আজিজ। এখন অনুতপ্ত! এ কঙ্কালসার দেহ অনুতাপ-বহ্নির খাদ্য হবার যোগ্য নয়। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এ দেহ অঙ্গারাবশিষ্ট হওয়া উচিত ছিল।

মুস্তা। কিন্তু তা হয় নি। এখনও বেঁচে আছি। শুধু আপনার মুখ চেয়ে বেঁচে আছি।

আজিজ। আমার মুখ চেয়ে! আমি তোমার এ হীন বন্ধুতার কি পুরস্কার দিতে পারি বৃদ্ধ?

মুস্তা। যদি আমি—

আজিজ। যদি আমি কি? বলতে সঙ্কোচ করছ কেন—জলদি বল।

মুস্তা। যদি আপনার পিতৃব্যকে খুঁজে পাই?

আজিজ। পিতৃব্য বেঁচে আছেন?

মুস্তা। অনুমান, বেঁচে আছেন।

আজিজ। খুঁজে পাও—তখনি তাঁকে নিয়ে এস।

মুস্তা। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ছিল।

আজিজ। যে অবশিষ্ট থাকে, তাকেই তুমি নিয়ে এস। তখনই তাকে তার ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য অর্দ্ধেক রাজ্য দান করব। তাই কেন, সে যদি সমস্ত রাজ্য চায়, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সমস্তই তাকে দিতে প্রস্তুত রইলুম। অধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রাজ্য অচিরে প্রেত-পিশাচের আবাসভূমি হয়। যাও—কেবল একটা কথা ব'লে যাও—আমার মা কি এই নিষ্ঠুর বেইমানীর সমর্থন করেছিলেন?

মুস্তা। জাঁহাপনা! আপনার জননীর নামে অধর্ম্ম দেশত্যাগ করে। তিনিও আজ আপনার মত সর্ব্বপ্রথম আমার কাছে এই অধর্ম্মের কাহিনী শুনেছেন।

আজিজ। কোন্ দিকে আমার পিতৃব্য চ'লে গিয়েছিলেন, আপনি জানেন?

মুস্তা। তিনি বরাবর পূর্ব্বদিকে চ'লে গিয়েছিলেন। হয় তিনি হিন্দুস্থানে, নয় সমরখন্দের সুলতানের অধিকারে। আপনার অধিকারে নেই।

আজিজ। তা হ'লে, আপনি বৃদ্ধ, কেমন ক'রে তাঁর সন্ধান করবেন?

মুস্তা। নইলে কে করবে? আমার পাপে অন্যে প্রায়শ্চিত্ত করবে কেন?

আজিজ। আমার পিতারও ত পাপ।

মুস্তা। তাতে কি! আপনি নিষ্পাপ।

আজিজ। কে বললে? উত্তরাধিকার-সূত্রে তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য্যের মালিক আমি। তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি জীবিত থাকতে অন্যে করবে কেন?

মুস্তা। আপনি?

আজিজ। আমিই করব। আপনি নিমিত্তের ভাগী। প্রকৃত ফলভোগী তিনি। আমার পিতৃব্যের সম্পত্তি আপনি অপহরণ করেন নি, তিনিই করেছেন। আমিই তাঁর সন্ধানে যাব। আপনি আমার অনুপস্থিতিতে মাকে নিয়ে রাজ্য শাসন করুন।

মুস্তা। না, জাঁহাপনা—না।

আজিজ। চ'লে যাও—জিদ্! তিনি কি তোমার অনুরোধে আসবেন মনে করেছ? আমার বিশ্বাস, ঈশ্বরের নামে শত শপথ করলেও তিনি

তোমার কথায় বিশ্বাস করবেন না। তোমার মুখই তিনি দর্শন করবেন না।

মুক্তা। ঠিক বলেছেন—ঠিক বলেছেন।

[মুক্তাজেদের প্রস্থান।

আজিজ। বৃদ্ধ জীবিত থাকতে থাকতে যে এ বিষম কথা জানতে পারলুম, এই আমার পরম ভাগ্য। এখন পিতৃব্যকে জীবিত ফিরিয়ে আনতে পারি, তা হ'লে হতভাগ্যের ঐ মরুময়-জীবন শেষ ক'টা দিনের জন্তও সরস হয়। আব্বাস!

(আব্বাসের প্রবেশ)

আজ রাত্রেই আমার জন্ত অশ্ব সজ্জিত করতে ব'লে এস।

আব্বাস। এই রাত্রে কোথায় যাবেন জাঁহাপনা?

আজিজ। কোন বিশেষ প্রয়োজনে কিছু দিনের জন্ত আমাকে দূরদেশে যেতে হবে।

আব্বাস। একা?

আজিজ। একা।

আব্বাস। আপনাকে দূরদেশে যেতে হবে, আর গোলামকে ঘরে ব'সে ব'সে কেবল আপনার পথের কথা ভাবতে হবে? দয়া ক'রে গোলামকেও সঙ্গে নিন জাঁহাপনা।

আজিজ। আমি রাজ্য জয় করতে যাচ্ছিনি। আমি আমার নিরুদ্দিষ্ট পিতৃব্যের সন্ধানে চলেছি।

আব্বাস। জাঁহাপনার জয় হোক। কিন্তু গোলাম সঙ্গে না থাকলে তাঁকে কে চিনিয়ে দেবে জাঁহাপনা?

আজিজ। তুমি তা হ'লে তাঁকে জান?

আব্বাস। আমি যে শৈশব থেকেই তাঁর সঙ্গী ছিলুম।

আজিজ। তা হ'লে এখনি যাবার জন্ত প্রস্তুত হও।

আব্বাস। এক ব্যক্তি বাইরে জাঁহাপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করছে। সে বলে, হাজার ক্রোশ তফাৎ থেকে আপনার কাছে এক আবেদন এনেছে।

আজিজ। বল কি! তা যাবার মুখে আমি ওর কি করতে পারি?

আব্বাস। আবেদনও ত শুনতে পারেন।

আজিজ। কিছু কি তোমাকে আভাস দেয় নি?

আব্বাস। কিছু না। যা বলবার, ও সব জাঁহাপনাকেই বলবে।

আজিজ। বেশ, ওকে আমার কাছে দিয়ে তুমি উদ্যোগ-আয়োজন ঠিক ক'রে এস।

[আব্বাসের আবেদককে আজিজের সমীপে আনয়ন ও প্রস্থান।

আজিজ। কোথা থেকে আসছ মিঞা?

আর। জাঁহাপনা! গোলাম কথা কইতে অশক্ত। হাজার ক্রোশ পথ চ'লে এসেছি, তিলার্ধ সময়ের জন্ত পথে বিশ্রাম নিই নি। জাঁহাপনা, গোলামের কথা কইতে সামর্থ্য নেই।

(পত্র বাহিরকরণ)

আজিজ। এতক্ষণ ধ'রে যে কথা কইলে, ততক্ষণ কোথা থেকে আসছ, অনেকবার যে বলতে পারতে মিঞা!

আর। পারতুম, কিন্তু পারলুম না, বলতে চের চেষ্টা করলুম, মুখ থেকে বেরুল না।

আজিজ। বেশ, পত্র দাও। (পত্র গ্রহণ ও পাঠ) হঁ! এ কি সুলতাননন্দিনীরই হাতের পত্র?

আর। আমার সুমুখে—নিজে জাঁহাপনা! হাতে-কলমে—গোলামের মুখ দিয়ে আর কিছুতেই কথা বেরুচ্ছে না।

আজিজ। এ পত্রের মর্ম তুমি জান না?

আর। জানলে কি আর এতক্ষণ জাঁহাপনাকে না ব'লে চুপ ক'রে থাকতুম?

আজিজ। তোমাদের সুলতান-নন্দিনীর সঙ্গে উজীর-পুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেছে?

আর। হ'ক সম্বন্ধ, বিবাহ হ'তে দেবেন না—কদাচ দেবেন না। দিলে কদাচ তিনি প্রাণ রাখবেন না।

আজিজ। উজীর-পুত্র কি শিরিয়ান বেগমের পাণিগ্রহণের উপযুক্ত নয়?

আর। মর্কট, মর্কট। এক উপযুক্ত পাত্র আপনি। দুনিয়ার মধ্যে আর দ্বিতীয় নেই। কোথাকার কে সে? তার মুরদ কি! জাঁহাপনা! আজই রওনা হ'ন। আমার মনিব-কন্তাকে উদ্ধার করুন। আজ না রওনা হ'লে তাকে উদ্ধার করতে পারবেন না।

আজিজ। কিন্তু এর মধ্যে যদি তার বিবাহ হয়ে যায়?

আর। হয়ে যায়—উজীরের বেটার গর্দান নেবেন।

আজিজ। তার পর্দান নিলে সুলতান-নন্দিনীর লাভ কি ? একবার তার বিবাহ হ'লে আর ত সে সুন্দরী কালিকের পত্নী হ'তে পারবে না।

আর। বিবাহ কিছুতেই হ'তে দেবেন না। পত্নী আপনাকে করতেই হবে।

আজিজ। এ বিবাহে তার পিতৃব্যের আগ্রহই অধিক ?

আর। তাঁর মগজ বিগড়ে গেছে, জাঁহাপনা।

আজিজ। এতে সমরখন্দে রক্তস্রোত প্রবাহিত হবার সম্ভাবনা, বুঝেছ ?

আর। হ'ক হ'ক—আমি তাতে সাঁতার কাটবো। রক্তসাগর পার ক'রে আমি সুলতান-জাদীকে আপনার হাতে তুলে দেব। তার পর কি বলবো—আমি (ইঙ্গিতে মুখ দেখাইয়া) আমি অশক্ত।

আজিজ। এখন বুঝছি, অশক্ত নও, তুমি ইচ্ছা-পূর্ব্বক কইতে কইতে কথা বন্ধ করছ। প্রভুভক্ত দীব! পাছে তোমার মুখ থেকে তোমার বর্ত্তমান প্রভুর সম্বন্ধে অমর্য্যাদার কথা বাহির হয়, তাই তুমি অনেক মর্ম্ম-বেদনার কথা রসনা-মূলেই আবদ্ধ ক'রে ফেলছ।

আর। (অবনতজানু) জাঁহাপনা! এখন বুঝেছি, আপনার তুলনা নেই। যখন ধরা পড়লুম, তখন বলি—বড় মর্ম্মবেদনা। শৈশব থেকে সুলতাননন্দিনী মাতৃহারা লিরিয়ামকে মানুষ করেছি। সে সুখে থাকবে ব'লেই লিরিয়ামের পিতার—আমার পূর্ব্ব-প্রভুর—মৃত্যুর পর, তার অন্যান্য তনয়দের বঞ্চিত ক'রে এই আবহুল মালিককে সুলতান করেছি। মর্ম্মবেদনাটা কত বড় বুঝতে পারছেন না জাঁহাপনা? সে রাজ্যের স্বাধীনতা রাখতে আপনার পিতার সঙ্গে কত বৎসর ধ'রে যুদ্ধ করেছি, দেহের শত স্থানে অস্ত্রাঘাত সহ্য করেছি, আজ আমি সেই রাজ্য আপনার হাতে তুলে দিতে আপনায় যাচ্ছ।

আজিজ। তোমার প্রভু-কন্যা তাতে প্রস্তুত আছেন ?

আর। প্রস্তুত।

আজিজ। তাতে সুলতানের জীবন নষ্ট হ'তে পারে, বুঝেছ ?

আর। হ'ক। তিনি নিজেই বিপদ ডেকে আনছেন। সোনার কমল আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করছেন। তাকে উদ্ধার করুন। তার পর তাকে আপনার অন্তঃপুরে স্থান দিন। তার রূপে আপনার ঘর আলো হয়ে যাবে।

আজিজ। আমীর-ওমরাওদের কি এ বিবাহে মত নেই ?

আর। তাদের মতামতের উপরেই যদি নির্ভর করতে হবে, তবে দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের শরণাপন্ন হ'লুম কেন জাঁহাপনা!

আজিজ। কে আছ ?

(জনৈক ওমরাওএর প্রবেশ)

পিতা সমরখন্দ শেষ বার আক্রমণ করেছিলেন কবে ?

ওম। জাঁহাপনা! সন তারিখ এ গোলামের ত মনে নেই। তবে একটা স্মরণ আছে, আপনি তার পর-বৎসর ভূমিষ্ঠ হয়েছেন।

আজিজ। বেশ, এই শ্রান্ত বৃদ্ধের বিশ্রামের ব্যবস্থা কর।

[প্রস্থান।

ওম। আইয়ে জনাব (আমজের ও ওমরাওয়ের পরস্পরের অভিবাদনের অভিনয়)

দ্বিতীয় দৃশ্য

ইস্তাম্বুল—প্রাসাদস্থ বিশ্রামকক্ষ।

আজিজ।

আজিজ। যাত্রার পূর্ব্বক্ষণে এ কি ব্যাঘাত! আর ত আমার পিতৃব্যের অনুসন্ধানে যাওয়া হয় না। মনুষ্যত্বের সামান্যমাত্রও অভিমান থাকলে আমাকে আজই সমরখন্দ যাত্রা করতে হয়। তাতে আমি কালিফ। দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান প্রজার নালিশের বিচার করতে বিধিদত্ত আমার অধিকার। সুলতান-নন্দিনীকে বিপন্মুক্ত না করলে ধর্ম্মতঃ আমার কালিফ নামে কলঙ্ক স্পর্শ করবে। সহস্র রাজ্য-জয়ে, ধরণীর একচ্ছত্র অধীশ্বর হ'লেও আমার সে কলঙ্ক দূর হবে না।

(আব্বাসের প্রবেশ)

আব্বাস। জাঁহাপনা! আয়োজন ঠিক হয়েছে।

আজিজ। কোন্ পথে যাব আব্বাস ?

আব্বাস। বরাবর পূর্ব্বমুখে যাওয়া যাক্। তার পর সন্ধান।

আজিজ। কার সন্ধান আগে করব ? মুখের দিকে চাচ্ছ কি ? পিতৃব্যের সন্ধান করি, না পত্নীর সন্ধান করি ?

আব্বাস। ঐ লোকটা কি কোন রাজকুমারীর সংবাদ এনেছে?

আজিজ। সংবাদ কি? পাত্রী স্বয়ং নিমন্ত্রণ করেছেন।

আব্বাস। আপনি নারী সম্বন্ধে উদাসীন জেনেও আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছেন?

আজিজ। উদাসীন জানবার তাঁর সময় হয় নি।

আব্বাস। জাঁহাপনার কি বিবাহে অভিরুচি হয়েছে?

আজিজ। অভিরুচি না হ'লেও যাওয়া কর্ত্তব্য। কোন অপ্রিয় প্রণয়প্রার্থীর হাত হ'তে উদ্ধার পাবার জন্ত সুন্দরী আমার আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। আজই যাওনা না হ'লে তাঁর উদ্ধার অসম্ভব।

আব্বাস। বড়ই সমস্যার কথা।

আজিজ। সুন্দরী নিতান্ত অত্যাচারিতা বোধ না করলে, পিতৃব্যের বিরুদ্ধে আমার সাহায্য প্রার্থনা করতো না।

আব্বাস। তার পিতৃব্য কি রাজা?

আজিজ। স্বরাজ্যে রাজা, কিন্তু আমার প্রজা।

আব্বাস। কে তিনি, গোলাম কি জানতে পারে?

আজিজ। সমরখন্দের সুলতান আবদুল মালিকের ভ্রাতুষ্পুত্রী শিরিয়ান বেগম।

আব্বাস। সুলতান ত আপনাকে রাজা স্বীকার করেন না।

আজিজ। স্বীকার করাবার এই শুভ সুযোগ।

আব্বাস। তাতে আর সন্দেহই নেই। কন্যাও শুনেছি ভুবনবিশ্রুতা সুন্দরী। জাঁহাপনার বিবাহে অভিরুচি হ'লে তুরস্কবাসীর একটা মর্ম্মান্তিক দুঃখের অবসান হয়।

আজিজ। সে কথা পরে। আগে আমার প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা। সুন্দরী পত্রে লিখেছেন—"যদি আমাকে চরণে স্থান দেবার যোগ্য বিবেচনা করেন, স্থান দেবেন। না দেন, অন্ততঃ আত্মীয়ের উৎপীড়ন থেকে আমার উদ্ধারসাধন করুন।"

আব্বাস। তা হ'লে ত আর দুটি অশ্বের কাজ নয়, লক্ষ অশ্বের প্রয়োজন।

আজিজ। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রয়োজন। এক দিনের বিলম্বে আয়োজন বৃথা হবে—যুবতীর বিবাহ রোধ হবে না।

আব্বাস। তৎপূর্ব্বে ঐ বৃদ্ধের হস্তে পত্রের উত্তর প্রেরণ করুন। সুলতানজাদীর উৎকণ্ঠা দূর হবে।

আজিজ। তা করছি।

আব্বাস। জননীকে একবার জিজ্ঞাসা করুন।

আজিজ। তাও করছি। তুমি অবিলম্বে আমীরদের দেওয়ানখাসে সমবেত কর।

[আব্বাসের প্রস্থান।

ঘটনা-চক্রে প'ড়ে দেখছি, পিতৃব্যের অনুসন্ধানে বিলম্ব হয়ে গেল। কি করব—সর্ব্বাগ্রে সমরখন্দজয়েই আমাকে নিযুক্ত হ'তে হবে। পিতৃব্যের প্রাপ্তি অনিশ্চিত। কিন্তু পিতা যে কার্য্য সম্পন্ন করতে পারেন নি, সেই সমরখন্দ বিজয়ের এমন অবসর যদি ত্যাগ করি, তা হ'লে আর বোধ হয়, এ জীবনে সে রাজ্য বশে আনতে পারব না।

(হামিদার প্রবেশ)

হামিদা। আজিজ!

আজিজ। এস মা! মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে আমি তোমাকে স্মরণ করছিলুম।

হামিদা। তোমাকে একটা অনুরোধ করিতে এসেছি।

আজিজ। অনুরোধ কেন মা, আদেশ বল।

হামিদা। ক্ষণপূর্ব্বে রাজ্যের ঐ হিতৈষী বৃদ্ধের কাছে যা শুনেছ, তা শুনে তাকে অধার্ম্মিক মনে ক'রে যেন সামান্তমাত্রও অসম্মান দেখিও না।

আজিজ। কিন্তু বৃদ্ধ যে অসম্মানের [illegible] করেছে!

হামিদা। কিছু না—তুমি [illegible] কথার অর্থ বুঝতে পার নি।

আজিজ। স্পষ্ট বল্লে, বুঝতে পারলুম না?

হামিদা। না। ঐ স্পষ্ট কথার ভিতরে অনেক গভীর অর্থ নিহিত আছে। সে এক কথায় বলাও যায় না, বুঝানোও যায় না।

আজিজ। যাক্, বোঝবার আমার দরকার নেই—তোমার আদেশ।

হামিদা। তবে এইমাত্র বলি, তুরস্কে যদি মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা তুমি ধর্ম্ম ব'লে মনে কর, তা হ'লে বৃদ্ধ তোমার পিতৃব্যের শত্রুতা ক'রে অধর্ম্ম করে নি।

আজিজ। পিতৃব্যকে প্রাণদণ্ড দান করলেই কি মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা যেতো?

হামিদা। তাতে আর সন্দেহই নেই। পশ্চিমের নানা দেশ থেকে অসংখ্য ধর্ম্মান্ধ কৃশ্চান সেই সময় তুরস্ক আক্রমণ করেছিল। সে সময় রাজ্য ভেঙ্গে গেলে সে আক্রমণে মুসলমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যেতো। তোমার পিতৃব্য কৃশ্চান বেগমের গর্ভজাত

সম্রান; কৃষ্ণানের সঙ্গে তাঁর একটা অস্বাভাবিক মমতার আকর্ষণ ছিল। সুতরাং তাদের আক্রমণে বাধা দিতে তোমার পিতৃব্যের সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তোমার পিতা একক সম্রাট ব'লে তারা কিছু করতে পারে নি—পরাজিত হয়ে দেশে ফিরে গেছে। মুসলমান রাজ্যের প্রয়োজন নেই যদি বল, তা হ'লে আমিও তোমার সঙ্গে বলি, বৃদ্ধ অপরাধ করেছিল।

আজিজ। যাক্, ও-ও আর বুঝবো না বলেছি মা। তোমার আদেশ। তোমার আর এক আদেশ, এত কাল যা আমি অমান্য ক'রে এসেছি, আজ তা পালন করতে প্রস্তুত হয়েছি।

হামিদা। কি আদেশ আজিজ?

আজিজ। বিবাহের।

হামিদা। সে আদেশ তো আর করতে পারি না।

আজিজ। কেন?

হামিদা। সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

আজিজ। আমার বিবাহের?

হামিদা। না সম্রাট, আমার অনুরোধের। তোমার এখনকার অবস্থা বুঝে আর আমি তোমাকে বিবাহ করতে বলতে পারি না। উজীরের মুখে শুনলুম, তোমার পিতৃব্যের অনুসন্ধানে যাবার ইচ্ছা করেছ।

আজিজ। যাওয়া কি কর্ত্তব্য নয়?

হামিদা। কর্ত্তব্য নয়!—সকলের আগে কর্ত্তব্য। রাজ্যলোভে অনেকের অনেক রকম অধর্ম্মের কথা আমি শুনেছি, কিন্তু এ রকম অধর্ম্মের কথা শুনি নি। পিতৃব্যকে খুঁজে পেলে কি করবে?

আজিজ। তাঁর ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য অর্দ্ধেক রাজ্য তাঁকে দান করব। সমস্ত তুরস্ক সাম্রাজ্য দিলে যদি পিতার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, তা হ'লে তাই দেব।

হামিদা। ধর্ম্মাবতারের যোগ্য কথা। তবে যত দিন একা আছ আজিজ, তত দিন তোমার এ কথার মূল্য আছে। এখন আমি বিশ্বাস করি, তুমি পিতৃব্যকে দেখতে পেলে সমস্ত সাম্রাজ্যও তাকে দিতে ইতস্ততঃ করবে না।

আজিজ। আর বিবাহ করলে?

হামিদা। সন্দেহ। বিশেষতঃ ভবিষ্যৎ রাণী যদি মোহকর রূপের আবরণে নীচ স্বার্থপরতার ক্ষুদ্র হৃদয় লুকিয়ে রাখে, তা হ'লে ত পারবেই না। ভাবছ কি?

আজিজ। তুমি ঠিক বুঝেছ, পারব না?

হামিদা। আমি কেন, আমার কথা শুনলে তুমিই বুঝতে পারবে। তুমি আজই তোমার পিতৃব্যের অনুসন্ধানে বেরুতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলে না?

আজিজ। হয়েছিলুম।

হামিদা। এখনও কি সে সঙ্কল্প আছে?

আজিজ। না। সঙ্কল্পে বাধা পড়েছে।

হামিদা। কিসে পড়ল?

আজিজ। সমরখন্দের পূর্ব্বতম সুলতান-নন্দিনী লিরিয়ান বেগম তার পিতৃব্য বর্ত্তমান সুলতানের আচরণে বিপন্না হয়ে আমার আশ্রয় ভিক্ষা ক'রে আমাকে এক পত্র লিখেছে।

হামিদা। পিতৃব্যের কিরূপ আচরণে সুলতান-নন্দিনী বিপন্ন?

আজিজ। রাণীর ভাই এখন সমরখন্দের উজীর। সেই উজীরের দানিয়েল ব'লে এক পুত্র আছে। তার সঙ্গে সুলতান লিরিয়ান বেগমের বিবাহ দিতে চান।

হামিদা। অথচ সে যুবককে বিবাহ করতে যুবতীর ইচ্ছা নাই?

আজিজ। যুবক কুৎসিত।

হামিদা। তা হ'লে যুবতী শুধু আশ্রয় চায় নি? লজ্জা কি আজিজ। লিরিয়ানের সৌন্দর্য্যের কথা শুনেছি। সেরূপ সুন্দরী কালিফের হারেমে স্থান পাবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কিন্তু সে যে তোমাকে ভালবেসেছে, তুমি জানলে কি ক'রে?

আজিজ। তার পত্র প'ড়ে অনুমান করেছি। হাসলে যে মা? শুধু অনুমান করি নি। পত্রের ছত্রে ছত্রে তার প্রেমের গভীরতা অনুভব করেছি।

হামিদা। প্রেমের একটা বুদ্বুদ্ একখানা চিঠি। এই পেয়েই তুমি তার প্রেমের গভীরতা নির্ণয় ক'রে ফেললে! তাকে দেখলে, তার সঙ্গে দুটো কথা কইলে সে প্রেম যে অতলস্পর্শ মনে হবে আজিজ! তার পর যখন একবার মনে করবে, সে তোমার, অমনি মনে করার সঙ্গে সঙ্গে তোমার অভাগা পিতৃব্যের প্রতি এই মমতা, এই তোমার অপূর্ব্ব কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অতলস্পর্শ প্রেমের মধ্যে এমন ডুবে যাবে যে, বিধাতাও আলোড়নে তাকে আর উপরে ভাসিয়ে তুলতে পারবে না।

আজিজ। তা হ'লে তোমার বিশ্বাস, সুলতান-নন্দিনী যে ভালবাসা জানিয়ে পত্র লিখেছে, সেটা তার প্রতারণা?

হামিদা। বিশ্বাস, এ কথা কেমন ক'রে বলব—অনুমান। সে যে তোমাকে না দেখে, শুধু মাত্র

তোমার গুণগ্রামের কথা শুনে তোমাকে ভালবাসতে পারে না, এ কথা আমি সাহস ক'রে বলতে পারি না। তবে আমার মনে হয়, সে তোমাকে ভালবাসে নি—তোমার মুকুটকে, তোমার ঐশ্বর্য্যকে ভালবেসেছে।

আজিজ। তা হ'লে তার প্রেমের সত্যতা কেমন ক'রে বুঝব ?

হামিদা। ঐশ্বর্য্য-মুকুটহীন দীনবেশী আল-আজিজ যদি সে সুন্দরীর চিত্ত আকর্ষণ করতে পারে, সুলতান-নন্দিনীর গর্ব্ব যদি কখনও দীন পথিক আজিজের পরিজনে পথের ধূলায় সঙ্গে পিষ্ট হ'তে কুণ্ঠিত না হয়, তখন বুঝব, তার প্রেম অনাবিল—আনন্দময়ী প্রকৃতির সকল মধুরতার আশ্রয়। নইলে ঈশ্বরের নামে শত শপথে প্রতিজ্ঞা করলেও আমি তাকে তোমার প্রেমার্থিনী বলতে পারব না।

আজিজ। আব্বাস।

(আব্বাসের প্রবেশ)

সমরখন্দের সেই বৃদ্ধ দূতকে খাস কামরায় উপস্থিত কর।

হামিদা। অপেক্ষা কর আব্বাস। রাজনন্দিনীর আবেদন কি অগ্রাহ্য করবে ?

আজিজ। তা ভিন্ন আর কি করতে পারি ?

হামিদা। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সদাশয় শক্তিমানের আশ্রয় ভিক্ষা ক'রে বালিকা আশ্রয় পাবে না ?

আজিজ। মা। আমি তোমার কথার অর্থ বুঝতে পারছি না।

হামিদা। আশ্রয়-প্রার্থিনীকে আশ্রয়দানের অঙ্গীকারে আবদ্ধ কর।

আজিজ। কেমন ক'রে করব ?

হামিদা। সে কি হজরতের প্রতিনিধি। অসংখ্য ভৃত্যের প্রভু তুমি, তাদের উপর বালিকা-রক্ষার আদেশ প্রদান কর। তোমার মর্য্যাদার ঘরের চাবী অঞ্চলে বেঁধে আমি আছি, আমাকে আদেশ কর।

আজিজ। মহিমময়ি, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রূপ-পরিবর্ত্তনে সন্তানের মস্তিষ্ক বিচলিত ক'র না। করলে আমি আর কোনও কাজ করতে পারব না।

হামিদা। দূতকে যা উত্তর দেবার, তা আমি দিচ্ছি। ক্ষণপূর্ব্বে তোমার মনে যে সঙ্কল্প জেগেছে, তুমি কেবল সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করবার জন্য প্রস্তুত হও। তোমার পরলোকগত পিতাকে মহাপাপ হ'তে মুক্ত করা একমাত্র তোমারই সাধ্য।

আজিজ। আজই প্রস্তুত হই ?

হামিদা। আজ কেন, এখনই। প্রস্তুত হয়ে আমার পুনরাদেশের প্রতীক্ষা কর।

[আজিজের প্রস্থান।

আব্বাস!

আব্বাস। হুজুরাইন!

হামিদা। আমার প্রতি দয়া ক'রে একটি কাজ করতে পারবে ?

আব্বাস। কি বললে মা! (নতজানু) যাঁর ইঙ্গিতাদেশে এ গোলাম বিনা-বিচারে মৃত্যুর দ্বারে মাথা দিতে পারে, তাঁর সঙ্গে কি রহস্য করলেন, সম্রাট-জননি ?

হামিদা। তুমি বীর। বীরশ্রেষ্ঠ আল-আজিজের শরীর-রক্ষী। মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া তোমার পক্ষে ত কঠিন কাজ নয়। কিন্তু যে কাজ করতে তোমাকে অনুরোধ করছি, সে কাজ বড় কঠিন।

আব্বাস। কি কাজ, আদেশ করুন।

হামিদা। আদেশ নয়—অনুরোধ। আমাকে বাঁদীবেশে সমরখন্দে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। বাঁদী ব'লে সম্বোধন করতে হবে। তিরস্কারের প্রয়োজন হ'লে বাঁদীকে প্রভু যেমন তিরস্কার করে, সেইরূপ তিরস্কার করতে হবে।

আব্বাস। কাজ বড়ই কঠিন। রাজ্যেশ্বরের জননীকে সঙ্গে রেখে অবিরাম তাঁকে অমর্য্যাদার কথা! একটু অন্যমনস্ক হলেই সর্ব্বনাশ। একবারও ভুলে মা ব'লে ডাকতে পারব না।

হামিদা। হুঁসিয়ার—শত্রুপুরী—সঙ্গোপনেও না।

আব্বাস। আমি না গেলে চলবে না ?

হামিদা। কি করলুম, বুঝতে পারলে ? কালিফের মর্য্যাদা আমি নিজের হাতে নিলুম। এ মর্য্যাদা যদি রাখতে না পারি, তা হ'লে কি আর আমি কালিফকে মুখ দেখাতে পারব ? তোমাদেরও দেখাতে পারব ? তুমি এই মুহূর্ত্তেই কালিফের জন্য সুলতাননন্দিনীকে আনয়ন করতে সমরখন্দে যাত্রা কর।

আব্বাস। জাঁহাপনার সঙ্গে যাবে কে ?

হামিদা। একা যাবে। দরিদ্র সহচরহীন পিতৃদ্রোহের অনুসন্ধানে যাবে—দরিদ্র, সহচরহীন, ভিক্ষুবেশে গমন করুক। এই সামান্য অথচ পবিত্র কার্য্যেও যদি তাকে পরনির্ভর হ'তে হয়, তা হ'লে তার কালিফ উপাধি বিড়ম্বনা। উজীর সেনাপতি, আমার সদার—তার সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তিতা নিয়ে সমরখন্দে চেপে পড়ুক। নগরমধ্যে প্রবেশ করব, তুমি আর আমি।

আব্বাস। তা হ'লে এই বার থেকেই আরম্ভ
রি। যা বাঁদী, পোষাক ছেড়ে আয়। দেরী করিস্
।। দেরী করলেই মুণ্ডপাত করব। এ কি!
মনি চ'লে যাচ্ছিস যে—বেয়াদব বাঁদী! সেলাম
র্।

হামিদা। আমি অযোগ্য লোককে সহচর নির্বা-
ন করি নি। আব্বাস, তুমি পারবে।

তৃতীয় দৃশ্য

সমরখন্দ—বোখারা।

রাজ-পথ।

বালক ও বালিকাগণ।

(গীত)

খাঁদুর এবার বোঁদার সাথে বিয়ে।
তোরা কে যাবি কে যাবি কে যাবি রে,
সঙ্গে কলসী-দড়ী নিয়ে॥
ছেঁড়া চাটায় শুয়ে খাঁদু স্বপ্ন দেখেছে,
আকাশ থেকে পরীর বাঁদী খ'সে পড়েছে,
ডানাটি গেছে কেটে, মাটিতে হেঁটে হেঁটে,
হোঁচট খেয়ে একটি চোটে নাকটি গেছে টোল খেয়ে॥
বাজা বাজা জগঝম্প ডুগডুগী সানাই,
চললো খাঁদু শ্বশুরবাড়ী বিয়েছে
আনতে সে দাওয়াই,
আমরা পাছু পাছু যাই, কি জানি ভাই—
পড়ে যদি খাঁদু মিয়া পথের মাঝে আড়্ হয়ে॥
নাক্ না রইল তাতে কি ক্ষতি,
বোঁচা পত্নী—খাঁদা পতি,
পরস্পরে অগতির গতি,—
সবাই প'ড়ে ধ'রে থাকে যেন খাঁদা-বোঁচী মিলিয়ে॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বোখারা প্রাসাদ-কক্ষ।

দানিয়েল ও জুবেদা।

দানিয়েল। পিসীমা! পিসীমা! আমাকে
বাঁচাও।

জুবেদা। কি হয়েছে—বুঝিয়ে বল্।

দানিয়েল। আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি সব একসঙ্গে তাল পাকিয়ে খিচুড়ি হ'য়ে গেছে। তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমাকে বাঁচাও।

জুবেদা। ব্যাপার কি, না জানতে পারলে, কেমন করে রক্ষা করব?

দানিয়েল। আমার বিয়ে হ'ল না।

জুবেদা। কে বল্লে, হ'ল না?

দানিয়েল। বাবা বলছে, রাজা বলছে—সবাই বলছে। বাজনা-বাদ্যি বন্ধ হয়ে গেল, বাজিওয়ালা আর বাজি তৈরী করছে না, কারিগরে আর সহর সাজাচ্ছে না। বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসেছে; মা ফোঁস ফোঁস কাঁদছে। পথে পথে ছোঁড়া-ছুঁড়ী-গুলো উলটো বিয়ের গান ধরেছে। পিসীমা, আমি মলুম।

জুবেদা। বিয়ে হ'ল না কি রে মূর্খ!

দানিয়েল। সিরিয়ানকে না পেলে আমি এ প্রাণ রাখব না—কিছুতেই রাখব না। তুমিও যদি রাখতে বল, তাতেও রাখব না।

জুবেদা। থাম্ থাম্—আমায় বুঝতে দে। কে তোকে এ কথা বল্লে?

দানিয়েল। ঐ শোন, নহবত বাজছিল, বন্ধ হয়ে গেল। পিসীমা, বাঁচাও। নইলে তোমারই সুমুখে আমি অপঘাতে মরি। আমায় বাঁচাও ত এই বেলা বাঁচাও। নইলে এ প্রাণ গেল। তোমার ভাইপোর হাতেই গেল।

জুবেদা। তোর বাপকে জলদি ডেকে দে। রাজা কোথায়?

দানিয়েল। খাসকামরায় ওমরাওদের সঙ্গে ব'সে কেবল ফিসির ফিসির করছেন। পিসীমা! রাজার মুখ এই এত বড় একটা হাঁড়ীর মত হ'য়ে গেছে।

জুবেদা। জলদি তোর বাপকে এখানে পাঠিয়ে দে।

দানিয়েল। আমায় বাঁচাও, পিসীমা,—বাঁচাও। সিরিয়ানকে না পেলে আমাকে দুনিয়ার কেউ বাঁচাতে পারবে না।

[প্রস্থান।

জুবেদা। বিয়েটা তাড়াতাড়ি না দিয়ে দেখছি অন্যায় করেছি। আমোদ-উৎসব বিয়ের পরে করলেই ছিল ভাল। বিয়েতে কি বাধা পড়ল? না—ও পাগল—কার মুখে কি কথা শুনে আমার কাছে ছুটে এসেছে। বাধা! যে কাজ আমি ভাল বুঝে করছি, সে কাজে বাধা দিতে পারে, এমন লোক এ মুলুকে আছে? রাজা আমার কথায় 'না'

করতে পারে না। তুচ্ছ আমীর-ওমরাওয়ের মধ্যে এত বড় বুকের পাটা কার যে, আমার সঙ্গে দুষমনি করতে সাহস করে?

(সায়েস্তা খাঁর প্রবেশ)

হাঁ ভাই! শুনছি না কি বিবাহের আয়োজন বন্ধ হয়ে গেল?

সায়েস্তা। কে বললে?

জুমেলা। তা হ'লে যা শুনলুম, সে সব কি মিথ্যা কথা?

সায়েস্তা। তুমি কি শুনলে?

জুমেলা। শুনলুম, রাজা না কি উৎসব স্থগিত করতে হুকুম দিয়েছেন?

সায়েস্তা। আপাততঃ—দু'চার দিনের জন্য। তার পর আবার উৎসব—খুব বড়—আরও বড়—জাঁকালো রকমের উৎসব। যা সমরখন্দবাসী আর কখনও দেখে নি। শাজাদীর বিবাহ—এ ছোট-খাটো উৎসব লোকের পছন্দ হচ্ছে না।

জুমেলা। এর চেয়ে আবার বেশী রকমের কি উৎসব হবে? তোমার কথা শুনে আমার কেমন একটা আশঙ্কা হচ্ছে। ব্যাপারটা কি, আমাকে খুলে বল দেখি। বিবাহে কি কোনও ব্যাঘাত পড়েছে?

সায়েস্তা। ব্যাপার কিছু নয়—অতি তুচ্ছ। তোমার কানে তোলবার যোগ্যই নয়। অথচ শুনিয়ে তোমার মনটা খারাপ ক'রে দেওয়া।

জুমেলা। দানিয়েলের বিবাহ হবে না?

সায়েস্তা। তুমি রাজ্যেশ্বরী পিসী বেঁচে থাকতে দানিয়েলের বিবাহ হবে না! তুমি কিম্বা রাজা মনে করলে আজই এখনই পরমা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে দানিয়েলের বিবাহ হয়ে যায়।

জুমেলা। তা নয়, লিরিয়ানের সঙ্গে?

সায়েস্তা। তা কি উচিত—তা কি হওয়া উচিত? ভগিনী লিরিয়ান হ'চ্ছে সুলতান-নন্দিনী। আর দানিয়েল হচ্ছে—একটা তুচ্ছ উজীর-পুত্র।

জুমেলা। তুমি কি সন্দেহ কচ্ছ, আমি এ বিবাহ দিতে পারব না?

সায়েস্তা। মনে করলে তুমি কি না করতে পার! তবে কি জান ভগিনি, মনে করবার তোমার আর যো নেই। এ কাজে বাধা পড়েছে।

জুমেলা। পড়ুক বাধা। বুঝতে পারছি, তোমার আমার যারা দুষমন, সেই সব ওমরাওরা বাদী হয়েছে। হ'ক বাদী। সব দুষমনকে জাহান্নমে পাঠাব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। রুমের বাদশাও যদি বাদী হয়, তবু আমি লিরিয়ানের সঙ্গে দানিয়েলের বিয়ে দেব।

সায়েস্তা। তবে আর তোমাকে কি বলব। ঐ রাজা আসছেন। আমি এই পথ দিয়ে চললুম। আমি এসেছিলুম, এ কথা যেন রাজার কাছে প্রচার ক'র না। যা ভাল বুঝবে—করবে। আমি যা বলবার, তা বলেছি। তুমি যা বোঝবার, তা বুঝেছ।

জুমেলা। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

[সায়েস্তা খাঁর প্রস্থান।

(আবদুল মালিকের প্রবেশ)

আ, মা। কার সঙ্গে কথা কইছিলে রাণি?

জুমেলা। হুজুরালী! শুনলুম না কি, আপনি বিবাহের আয়োজন বন্ধ করতে হুকুম দিয়েছেন?

আ, মা। আগে আমার কথার উত্তর দাও।

জুমেলা। উত্তর না দিলে কি চলবে না?

আ, মা। তোমার ভাই এসেছিল জানতে পেরেছি।

জুমেলা। সুলতান যখন জানতে পেরেছেন, তখন আর গোপন করব কেন? ভাইয়ের সঙ্গেই কথা কইছিলুম।

আ, মা। কি কথা হচ্ছিলো, তাও আমি অনুমান করেছি। কিছু আশ্বাস তাকে দিয়েছ?

জুমেলা। যদি দিয়ে থাকি, তা হ'লে কি অন্যায় করেছি?

আ, মা। ন্যায়-অন্যায়ের কথা কয়ো না। আশ্বাস দিয়েছ?

জুমেলা। দিয়েছি।

আ, মা। কি বলেছ?

জুমেলা। লিরিয়ানের সঙ্গে দানিয়েলের বিবাহ দেব।

আ, মা। কবে দেবে?

জুমেলা। আজ বলেন আজ, কাল বলেন কাল—দু'দিন বাদে বলেন, দু'দিন বাদে দেব।

আ, মা। আমার বলাবলি কিছুই নেই। তুমি যদি আশ্বাস দিয়ে থাক, তা হ'লে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—পারবে?

জুমেলা। অমন ক'রে ভয় দেখাচ্ছেন কেন হুজুরালী! ওমরাওরা কি বাদী হয়েছে?

আ, মা। যদি তারা বাদী হয়?

জুমেলা। আপনার সিংহাসন পাবার সময়েও ত তারা বাদী হয়েছিল।

আ, মা। ঠিক বলেছ। তোমার বুদ্ধি-কৌশলেই সে সময় তারা হেরে গিয়েছিল। সুতরাং তারা

বাঁদী হ'লেও ছুটি পারবে। কিন্তু বাণি, যদি রুমের বাদশা বাঁদী হয়? চমকে উঠো না বাণি!

জুমেলা। রুমের বাদশা! হাজার ক্রোশ পথ দূরের অন্তঃপুরচারিণী তাতারী বালিকার নাম কেমন ক'রে রুমের বাদশার কানে উঠলো?

আ, মা। যে কোনও প্রকারে উঠেছে।

জুমেলা। এমন দুষমনী কে করলে সুলতান?

আ, মা। সে সম্বন্ধে ভাববার সময় আছে। এখন রুমের বাদশা লিরিয়ানের পাণিগ্রহণ করবার জন্ত আমাকে এক পত্র পাঠিয়েছে। পত্র কেন—হুকুম! বাদশা লিরিয়ানকে ইস্তাম্বুলে পাঠাতে পত্রে আমার উপর আদেশ করেছে। রাণি! সে হুকুম অমান্ত করতে পারবে?

জুমেলা। আপনি ত তার অধীন প্রজা ন'ন।

আ, মা। না, তাই নই। এখনও পর্য্যন্ত আমি স্বাধীন। বাদশার সঙ্গে এখনও আমার কোনও বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধ নেই।

জুমেলা। তবে সে আপনাকে হুকুম করবার কে? বারংবার সমরখন্দ আক্রমণ ক'রেও যে বাদশা এই বীরজাতিকে বশ্যতা স্বীকার করাতে পারে নি, আজ একটা ফাঁকা ভয় দেখিয়ে সে এই বীর জাতির নায়কের মাথা হেঁট করাবে?

আ, মা। তা হ'লে মাথা হেঁট করব না?

জুমেলা। সমস্ত সর্দ্দারেরা কি বলে?

আ, মা। তাদের সকলেই আমাকে মাথা হেঁট করতে পরামর্শ দেয়।

জুমেলা। সে কি! যারা এক দিন সমরখন্দের স্বাধীনতা রাখতে একপ্রাণে বাদশার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, এত অল্পদিনের মধ্যেই তারা এত হীন হয়ে গেছে?

আ, মা। সকলেই বলে, কালিফ যখন যেচে আমাদের আত্মীয় হ'তে আসছেন, তখন মিছে একটা অভিমান নিয়ে তাঁকে শত্রু করবার প্রয়োজন কি?

জুমেলা। তারা কি করতে চায়?

আ, মা। লিরিয়ানকে তারা ইস্তাম্বুলে পাঠাতে চায়।

জুমেলা। অধীন রাজা বাদশাকে সওগাৎ পাঠায়। তারা এর চেয়ে বেশী কি হীনতা স্বীকার করে রাজা?

আ, মা। কিছু না—এ হীনতা তার চেয়ে বেশী। তা হ'লে দূতকে উত্তর দিই?

জুমেলা। এখনই উত্তর দিতে হবে?

আ, মা। তিন দিনের মধ্যে দিতে হবে। যখন উত্তর হয়ে গেল, তখন মিছে বিলম্ব কেন?

জুমেলা। কি উত্তর দেবেন?

আ, মা। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে পাঠাব না। সম্রাটকে সমরখন্দে এসে তাকে নিয়ে যেতে হবে।

জুমেলা। যদি কালিফ আসেন?

আ, মা। যদি কি, নিশ্চয় আসবেন। তবে বরসাজে নয়—রণসাজে।

জুমেলা। হুজুরালী! একটু অপেক্ষা করুন। আমি একবার ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে উত্তর দিচ্ছি।

আ, মা। সর্দ্দারেরা তোমার মতের অপেক্ষা করছে। দূত উত্তরের প্রতীক্ষায় ব'সে আছে।

জুমেলা। সুলতান! মেহেরবাণী ক'রে মুহূর্ত্ত-মাত্র সময়ের অপেক্ষা করুন।

আ, মা। বেশ।

[আবদুল মালিকের প্রস্থান।

জুমেলা। বাঁদী! জলদি আমার ভাইকে ডেকে আন। জলদি—জলদি।

(সায়েস্তা খাঁর প্রবেশ)

সায়েস্তা। আছি—আছি—পালাই নি। আড়াল থেকে সব শুনেছি। সর্দ্দারদের গোড়ে গোড় দাও। সর্দ্দারদের গোড়ে গোড় দাও। বল, শাজাদীকেই ইস্তাম্বুলে পাঠিয়ে দেব।

জুমেলা। বল কি!

সায়েস্তা। ঠিক বলছি। এর পরে বুঝিয়ে দেব।

জুমেলা। তার পর? দানিয়েলের কি হবে?

সায়েস্তা। দানিয়েলের যদি অদৃষ্ট ফেরে, তা হ'লে এইবারে ফেরবার সুবিধা হয়েছে। এতেও যদি লিরিয়ানের সঙ্গে তার বিয়ে না হয়, তা হ'লে তোমার আর কোনও দোষ থাকবে না। ভগিনি, এখনই রাজাকে যা বলতে বলি, ব'লে এসো। এমন শুভ সুযোগ আর হবে না।

জুমেলা। তোমার কথা শুনে আমার বোধ হচ্ছে, তোমার মগজ ঠিক নেই।

সায়েস্তা। (হাস্ত) আমার মগজ ঠিক নেই! আমি তীব্র দৃষ্টি নিয়ে তোমার সিংহাসনের দিকে বিশ বৎসর ধ'রে চেয়ে আছি, আমার মগজ ঠিক নেই? বুঝতে পারলে না? এমন বুদ্ধিমতী হয়েও বুঝতে পারলে না?

জুমেলা। কিছু বুঝতে পারলুম না।

সায়েস্তা। তবে শোন। কোথায় হাজার ক্রোশ তফাতে বাদশা—আর কোথায় লিরিয়ান। দেশেরই

মধ্যে পোরেরো আনা তিন পাই লোকে তাকে চেনে না। এমন যত্নে তুমি তাকে লুকিয়ে রেখেছ! ইস্তাম্বুলে কে তাকে চিনবে?

জুমেলা। তুমি কি তার বদলে অন্য বালিকাকে লিরিয়ান ব'লে বাদশার কাছে পাঠাতে চাও?

সারেস্তা। আবার কি! বুদ্ধিমতি! নির্ব্বোধ বাদশাকে আমি প্রতারিত করব।

জুমেলা। এ পরামর্শ ত মন্দ নয়!

সারেস্তা। শুধু একটু রাজার সাহায্য।

জুমেলা। কালিফকে প্রতারিত করতে হবে—এমন সুন্দরী বালিকা কোথায় পাবে?

সারেস্তা। আছে, আছে। চমৎকার—চমৎকার! যে বলেছে, সে মিথ্যা কয় না। দেখলেই কালিফ মুগ্ধ হয়ে যাবে। ইস্তাম্বুলে প্রতারণা, এখানকার লোক জানতে পারবে না। এখানে প্রতারণা, ইস্তাম্বুলের লোক জানতে পারবে না। আর যদিই জানে, তত দিনে দানিয়েলের সঙ্গে শাজাদীর বিবাহ হয়ে যাবে।

জুমেলা। সে বালিকা যদি রাজি না হয়?

সারেস্তা। গরীব—গরীব। খেতে পায় না। সে রাজি হবে না? কালিফের বেগম হবে! কি বল ভগিনি? যাস্ যাস্। আর এক লহমাও দেরী করো না।

পঞ্চম দৃশ্য

বোখারা—লিরিয়ানের কক্ষ।

লিরিয়ান ও বাঁদী।

বাঁদী। বলেন কি শাজাদী! আপনি যে অবাক্ করলেন! এত কড়া পাহারার মধ্যে থেকেও আপনি কি ক'রে কালিফকে পত্র লিখলেন?

লিরি। তুই জানিস, রাণীর প্রেরণায় দানিয়েল আমাকে এক প্রণয়পত্র প্রেরণ করেছিল?

বাঁদী। খোজা সর্দ্দার আমজেদকে এক দিন এক পত্র নিয়ে আসতে দেখেছিলুম।

লিরি। সেই দিনই দুরাত্মার পত্র পাঠে মর্ম্মাহত হয়ে কালিফের শরণ নিতে তাঁকে পত্র লিখি। সকলে মনে করলে, আমি দানিয়েলের পত্রের উত্তর লিখ্ছি। সর্দ্দারও ইতিপূর্ব্বে আমার মর্ম্ম-কথা জানতো না। চিঠি লিখে যখন তার হাতে দিলুম, তখন শিরোনামা দেখে সে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিন্তু বুদ্ধিমান্ সাধু এক মুহূর্ত্তে প্রকৃতিস্থ হয়ে ইঙ্গিতে আমাকে আশ্বাস দিয়ে পত্র উষ্ণীষমধ্যে পূরে চ'লে গেল।

বাঁদী। সর্দ্দার কালিফেরও কি উত্তর দিয়েছে, তার তুমি কিছু জান না?

লিরি। তার পর দু'মাস হয়ে গেল, কিন্তু সর্দ্দারের আর কোন খবর পাই নি।

(নেপথ্যে) দানিয়েল। কৈ, কোথায় তুমি—কোথায় তুমি লেরিয়ান?

বাঁদী। এ কি!

লিরি। চ'লে যা—অমনি চ'লে যা! দেখছিস না, এত দিন পরে খবর আস্ছে। তুই একটু আড়ালে থাক্। [বাঁদীর প্রস্থান।

(দানিয়েলের প্রবেশ)

লিরি। কাকে তুমি অমন মধুরস্বরে প্রিয় সম্বোধন করছিলে দানিয়েল?

দানি। তুমি ভিন্ন এ দুনিয়ায় আর আমার কে প্রিয় আছে লিরিয়ান?

লিরি। সাবধান উজীরপুত্র, [illegible] ভগিনীকে এরূপ অমর্য্যাদায় সম্বোধন ক'র না।

দানি। মাফ্ শাজাদী,—বড় [illegible]হ্লাদে ক'রে ফেলেছি। দু'দিন পরেই তুমি আমার হবে জেনে তোমাকে দেখেই আহ্লাদে আমার একটু গোলমাল হয়ে গেছে। গোলামকে মাফ কর শাজাদী!

লিরি। দুদিন পরে আমি তোমার হব, এ কথা তোমায় বল্লে কে?

দানি। সে কি কথা শাজাদী, তুমিই ত বলেছ!

লিরি। (স্বগত) এইবারে রহস্য বোঝবার উপায় হ'ল। (প্রকাশ্যে) কি বলেছি বল ত! আমার মনে নেই।

দানি। অমন টন্‌টনে স্পষ্ট কথা! সে কি শাজাদী—মনে নেই?

লিরি। কি বলেছি, বল।

দানি। আমি তোমাকে যে পত্রখানা দিয়েছিলুম, সেখানার কথা মনে আছে ত?

লিরি। খুব আছে। মর্ম্মে মর্ম্মে মনে আছে।

দানি। হুঁ! তা তো থাক্‌বারই কথা! সে কি আমি লিখেছি! পিসী আমার কাছে ব'সে আমার জবানি দিয়ে লিখিয়েছে।

লিরি। আমি কি বলেছি, শীগগির বল। বেশীক্ষণ তোমার সম্মুখে দাঁড়াতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

দানি। রাগ করছ কেন—রাগ করছ কেন? নিজমুখে বলেছ—সর্দ্দার আমজেদকে দিয়ে—মাথার দিব্যি দিয়ে দু'মাস পরে তোমার সঙ্গে গোপনে দেখা করতে বলেছ।

লিরি। (হাস্ত করিয়া) এই কথা বলেছি ?

দানি। ঠিক এই কথা নয়। তবে পাকে আর প্রকারে। আমজেদের হাতে চিঠি দিয়ে তারই হাত দিয়ে চিঠির উত্তর দিতে বলেছিলুম। আমজেদ ফিরে গিয়ে বল্‌লে, শাজাদীর শরীর-মন ভাল নয়, তাই তিনি কাগজে-কলমে উত্তর দিলেন না। বল্‌লেন, ছ'মাস পরে তিনি তোমার সঙ্গে প্রণয়-সম্ভাষণ করবেন। এর ভিতরে তাঁকে যেন চিঠিপত্র দিয়ে কিম্বা দেখা-সাক্ষাৎ ক'রে বিরক্ত ক'র না।

লিরি। বটে বটে!

দানি। কি শাজাদী, মনে পড়্‌ছে ?

লিরি। একটু একটু—

দানি। তাই বল—চোখ রাঙিয়ে আমাকে যে একেবারে মাঝ-দরিয়ায় হাত-পা বেঁধে ডুবিয়ে মার্‌ছিলে; আমি ঝাঁপাই ঝুড়ে ডাঙ্গায় উঠতে জানি, তা জান ?

লিরি। তা সম্ভাষণ হবার আগে বিবাহের ডঙ্কাটা বেজে উঠল কেন ?

দানি। ও কি আর তোমার আমার ইচ্ছায় বেজে উঠল! ডঙ্কা বেজে উঠল রাজা-রাণীর ইচ্ছায়। তোমার মত থাকুক আর নাই থাকুক, রাজা-রাণী আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেবেন স্থির করেছেন। তবে যাকে নিয়ে চিরকাল ঘর করতে হবে, তার সঙ্গে অন্তরস করাটা ত ঠিক নয়, এই জন্য তোমার মন জানতে পিসীর পরামর্শে তোমাকে একখানি প্রণয়পত্র লিখেছিলুম।

লিরি। আজ বুঝি উত্তর শুনতে এসেছ ? তা, এই শোন—

(পাদুকা গ্রহণ)

দানি। ও কি! পয়জারে হাত দিচ্ছ কেন ? মারবে না কি—মারবে না কি ? (লিরিয়ান কর্ত্তৃক দানিয়েলের প্রতি পাদুকা নিক্ষেপ) ওরে বাবা রে—পিসী রে—গেছি রে—

(একদিক হইতে আমজেদের ও অন্য দিক হইতে বাঁদীর প্রবেশ)

আম। হাঁ হাঁ হাঁ—ভাবী সুলতান—মেরো না, মেরো না।

লিরি। বাঁদীর বাচ্ছা, বেয়াদব মর্কট! প্রভু-কন্যাকে অসহায় বুঝে গোপনে তার সঙ্গে প্রণয়-রহস্য কর্‌তে এসেছ ?

আম। নিয়ে যা বাঁদী, হজুরকে ধ'রে নিয়ে মুখে চোখে জল দে।

বাঁদী। আসুন হুজুর, লোকে না দেখতে দেখতে চ'লে আসুন।

[বাঁদীর সহিত দানিয়েলের প্রস্থান।

লিরি। (নতজানু হইয়া) সাধু, জীবন রাখব ?

আম। ও কি মা! ভৃত্যের প্রতি এ কি ব্যবহার! নিজের জীবন কি, দুনিয়ার লোকের জীবন তোমাকে রাখতে হবে। বেশী কথা বলবার অবসর নেই। এই নাও (উষ্ণীষ হইতে পত্র বাহিরকরণ)

লিরি। কি ও ? পত্র ? এনেছ ?

আম। চুপ।

লিরি। দাও—দাও।

আম। আমার সুমুখে ব'সে আশ্বাস-কথা যত্নে লেখা। (লিরিয়ানকে পত্র দান) বুকে লুকিয়ে রাখ—এখন নয়—নির্জ্জনে—সঙ্গোপনে একটি একটি অক্ষর দেখে প'ড়। আমি আর দাঁড়াতে পারলুম না। ঐ মর্কটের শরীররক্ষী হয়ে এসেছিলুম—চল্লুম। এখনি হয় ত অনেক [illegible]রস্কার খেতে হবে—কিন্তু নির্ভয়—মহাশক্তিমান্ মহাপুরুষের আশ্বাস। মহাশক্তিময়ী সেই মহাপুরুষের জননীর আশ্বাস। সুলতাননন্দিনী—নির্ভয়।

[আমজেদের প্রস্থান।

লিরি। যাক্, আমি নির্ভয়।

(জুমেলার প্রবেশ)

জুমেলা। সকলের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুগ্রহ ক'রে আমি তোমার জীবন রক্ষা করেছি, তাই বুঝি এই পুরস্কার ? নীচের কন্যার মত আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে অযথা কটুবাক্য প্রয়োগ করেছ।

লিরি। কটুবাক্য প্রয়োগ করি নি রাণী, আমি তার মুখে পয়জার মেরেছি।

জুমেলা। বুঝতে পেরেছি, কাফিরের নাম শুনে মোহে অন্ধ হয়ে তুমি লোক চিনতে ভুলে গেছ! নিজের অবস্থা ভুলে গেছ! মনের কোণেও স্থান দিও না লিরিয়ান, রাজারাণী জীবিত থাকতে তুমি কাফিরের হারেমে প্রবেশ করবে। ঐ মর্কটকেই তোমাকে বিবাহ করতে হবে।

লিরি।° অন্য কিছু যদি বলবার থাকে, বল রাণি। তোমার মত নীচ স্বার্থপরার কথার উত্তর দিতে আমার প্রবৃত্তি নেই। ধিক্ তোমাকে! সুলতানার আসন পেয়েও নাচওয়ালীর স্বভাব ত্যাগ কর্‌তে পারলে না।

ভাই মর্কট ভ্রাতুষ্পুত্রকে কাছে বসিয়ে প্রেম শিখিয়ে আমাকে পত্র লিখিয়েছে ?

জুমেলা। বটে রে কমবখতি!—কোই হায়—

(সায়েস্তার প্রবেশ)

সায়েস্তা। আমি হায়। যাও বাণি, চ'লে যাও—বালিকা, বালিকা! সংসারের ভাল-মন্দের বিচার সে কেমন ক'রে করবে। বাঁদী, বাঁদী!

(বাঁদীর প্রবেশ)

শাজাদীকে নিয়ে যা। জলদি নিয়ে যা। ঠিক বলেছ মা, ঠিক বলেছ। সত্যই ত ও নাচওয়ালী। সত্যই ত আমার পুত্র মর্কট।

[লিরিয়ানের বাঁদীর সহিত প্রস্থান।

সায়েস্তা। বুদ্ধিমতী হয়ে তুমি এ কি করছ ভগিনি! ঐ নাস্তিকার সঙ্গে কলহ ক'রে স্বার্থহানি করছ! ঘরে প্রবল শত্রু হাঁটু গেড়ে ব'সে রয়েছে। সর্দ্দারেরা সকলেই তোমাকে ও আমাকে সর্ব্বদাই অপদস্থ দেখবার সুযোগ অনুসন্ধান করছে। সুযোগ পাচ্ছে না ব'লে তারা মাথা তুলতে পাচ্ছে না। তারা জানে, সুলতানজাদী স্বেচ্ছায় দানিয়েলকে বিবাহ করছে। এমনসময় কি তুমি নিজে তাদের কাছে সকল রহস্য প্রকাশ করিয়ে দিতে চাও ? তুমি ব্যস্ত হও না। এমন জায়গায় ওকে লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করছি যে, দিন কতক সেখানে থাকলে ওর সমস্ত দম্ভ গুঁড়িয়ে ছাতু হয়ে যাবে। শেষে নিজে যেচে দানিয়েলকে বরণ করতে ছুটে আসবে। দাও, চ'লে এস। ও যা বলে, বলতে দাও, নীরবে হাসিমুখে সব সহ্য কর। আত্মহারা হ'লে হবে না। মনে রাখ, কালিককে প্রতারিত করতে হবে। চ'লে এস। সুলতান নিজে সেই সুন্দরীকে আনতে চ'লে গেছেন। তাঁরও প্রতিজ্ঞা কালিকের কাছে কিছুতেই মাথা হেঁট করবেন না।

জুমেলা। ঠিক পারবে ?

সায়েস্তা। সে ত আর বেশী বিলম্ব নয় ভগিনী চব্বিশ ঘণ্টা সময়—কাল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আমার পারা না পারার মীমাংসা হয়ে যাবে। তোমাকে কটু কথা শুনিয়েছে ব'লে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ওকে উদ্যান করতে দাও।

জুমেলা। সন্ধ্যার পর ?

সায়েস্তা। সন্ধ্যার পর ও যেখানে যাবে, দুনিয়া ঢুঁড়লেও কালিক তাকে সেখান থেকে খুঁজে বার করতে পারবে না। তুমি বুদ্ধিমতী হ'লেও রমণী—তোমাকেও এখন সে স্থানের কথা বলব না।

জুমেলা। দেখো দেখো দেখো—ভাগ্যবশে নাচওয়ালী আজ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাদশার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে। যদি এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমায় জয় দিতে পার, তবেই বুঝব, সমরখন্দের স্বাধীন সুলতানের তুমি যোগ্য সচিব। নইলে জেনো সায়েস্তা খাঁ, দুনিয়া বলবে, আমি ভগ্নকণ্ঠ পক্ষাহতা নর্ত্তকী, আর তুমি তার ভগ্নযন্ত্র ব্যাধিগ্রস্ত সারংদার !

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আলআমীনের কুটীর-সম্মুখ।

রক্ষিসহ আবদুল মালিক ও মমিন।

আবদুল মালিক। কৈ মমিন খাঁ, বড় বিলম্ব হ'তে লাগল যে !

মমিন। মেহেরবাণী ক'রে আরও একটু অপেক্ষা করুন খোদাবন্দ! দেখতেই ত পেলেন—বৃদ্ধ পিতা—চলতে—একরূপ অশক্ত! কন্যাকে খুঁজে আনতে তাঁর একটু বিলম্ব হচ্ছে।

আ, মা। সন্ধ্যা হ'লে দেখব কি ?

মমিন। সন্ধ্যা হবে না। আর হলেও ভয় নেই। সন্ধ্যার গুণ্ঠাবরণে সে রূপ ঢাকতে পারবে না।

আ, মা। এখানে বৃদ্ধ কত কাল বাস করছে ?

মমিন। কত কাল, তা জানি না। তবে বছর দুই ধ'রে আমি তাঁকে এখানে দেখছি।

আ, মা। কি সূত্রে দেখা হ'ল ?

মমিন। শীকার করতে এসে হঠাৎ বালিকা আমার নজরে পড়েছিল। সেই সূত্র ধ'রেই বৃদ্ধের সঙ্গে আমার পরিচয়।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

প্রিয় সখী, সোনামুখী পাখীরে—

আ, মা। যাক্, ঐ বুঝি তোমার সুন্দরী আসছে।

মমিন। হাঁ হুজুরালী—ঐ। বৃদ্ধ পিতা বোধ হয় খুঁজতে অন্য পথে চ'লে গিয়েছে।

আ, মা। একটু অন্তরালে দাঁড়াও। অন্য আনন্দের ব্যাঘাত দিও না। দূর থেকেও দেখব, নিকটে সুমুখে দাঁড় করিয়েও দেখব ?

[অন্তরালে গমন।

(আমীরণের প্রবেশ ও গীত)

প্রিয়দর্শী সোনামুখী পাখী রে—
কেন, কি আনন্দে নীরবে আছ ব'সে
তরু-পল্লব-ঘেরা কুটীরে॥
দেখা না ক'রে সঙ্গে তোর, না হ'তে ভোর,
গিয়েছিনু দূর-বনে তাই কি অভিমান জেগেছে মনে ;
দোষ ভুলে যাও, প্রাণটি খুলে গাও—
সুধা স্বর ঢেলে দাও ধীর-সমীরে।
আমি এসেছি, এসেছি—
তোমারি সুরে-ঘেরা কুটীরে ফিরে॥

মমিন। দেখা-শোনা দুই-ই ত হ'ল হুজুরালী ?

আ, বা। (স্বগত) খুবসুরতই ত বটে ! এ দেখছি এক নূতন ধরণের সুন্দরী। লিরিয়ান হ'তে কোনও অংশে কম নয়।

মমিন। আমীরণ !

আমী। কে ও—জনাবালী ! কতক্ষণ এসেছেন ? আমার বাবা কৈ ?

মমিন। তিনি তোমাকে খুঁজতে গেছেন। বোধ হয়, অন্য পথে গেছেন, তাই তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি।

আমী। পিতা বৃদ্ধ—একরূপ চলচ্ছক্তিহীন ; আমার নাগাল পেতে বোধ হয় তাঁর বিলম্ব হয়ে গেছে। গোস্তাকি মাফ হয় জনাবালী, আমার বোধ হয়, অনেকক্ষণ আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন।

আ, বা। ঘরে যেও না, এইখানে একটু দাঁড়াও।

আমী। আসন আনব না জনাবালী ?

আ, বা। প্রয়োজন নেই।

আমী। গরীবের কুঁড়ে ব'লে কি বসতে সরম হচ্ছে ?

মমিন। সে জন্য নয় মা ! আমাদের ভাগ্যে থাকে আর এক দিন তোমার পিতার গৃহে অতিথি হব। আজ নয়। আজ আমাদের অনুরোধ ক'র না। এই মহাত্মা তোমাকে দেখতে এসেছেন।

(আমীরণের অবনত মস্তকে অবস্থিতি)

আ, বা। তোমার নাম কি ?

আমী। আমীরুন্নিসা।

আ, বা। মাথা তুলে বল।

মমিন। লজ্জা কি ? তোমার বাবারই মতন আমরা বৃদ্ধ।

আ, বা। তোমরা কত কাল এখানে বাস করছ ?

আমী। সেটা পিতা বলতে পারেন। আমার যত দিন জ্ঞান, তত দিন এখানে আছি।

আ, বা। তোমার বাপের তুমিই কি একমাত্র সন্ততি ?

আমী। আমার এক ভাই আছে।

মমিন। কৈ মা, আমি ত তাকে কখন দেখিনি !

আমী। সে কোথায় আছে, জানি না।

মমিন। তোমার বাপ ?

আমী। তিনিও জানেন না। বাল্যকালে তাকে চোরে নিয়ে গেছে।

মমিন। বল কি ?

আমী। আমরা ভাই-বোনে খেলা করতে করতে কুটীর ছেড়ে একটু দূরে গিয়ে পড়েছিলুম। সেই সময় একটা চোর এসে তাকে তুলে নিয়ে যায়।

আ, বা। তোমার মা ?

আমী। হারাণো ছেলেকে খুঁজতে তিনি দুনিয়া ছেড়ে চ'লে গেছেন।

আ, বা। বুঝতে পেরেছি। তুমি কল ঘরে তুলে রেখে এস।

মমিন। কল বরং থাক্, আমরা দাঁড়িয়ে আগলাচ্ছি। তুমি তোমার পিতাকে খুঁজে নিয়ে এস। বৃদ্ধ বোধ হয় এখনও তোমার অন্বেষণ করছেন। (আমীরণের প্রস্থান) গোলাম কি মিথ্যা বলেছে খোদাবন্দ ?

আ, বা। সুন্দরী বটে—তবে লিরিয়ানের রূপের সঙ্গে এর রূপের তুলনাই হয় না।

মমিন। গোলাম ত তুলনা করে নি হুজুরালী ?

আ, বা। তা যা হ'ক, এতেই আমার কাজ হবে। তা তুমি আবার ওকে ওর বাপকে আনতে পাঠালে কেন ?

মমিন। ওর পিতার সঙ্গে আর দেখা করবেন না ?

আ, বা। ওর বাপের কাছে আমার কোনও দরকার নেই। ওকেই আমার দরকার। আর এখনি দরকার। এখনি ওকে আমার প্রাসাদে নিয়ে যেতে হবে।

মমিন। কি জন্য প্রাসাদে এই বন্য বালিকার প্রয়োজন, গোলাম কি জানতে সাহস করতে পারে খোদাবন্দ ?

আ, বা। নিয়ে এস, প্রাসাদেই কারণ জানতে পারবে মমিন খাঁ। আমি চল্লুম—নিশ্চিন্ত হয়ে চল্লুম। বাপের আসতে বিলম্ব হয়, তুমি তার আসার অপেক্ষা করবে না। ওর বাপকে যা বলবার, এর

পরে আমি নিজে এসে ব'লে যাব। আর বাপ যদি এসে পড়ে এবং কন্যাকে পাঠাতে অমত করে, তুমি (নেপথ্যে দেখাইয়া) ঐ দেখ, ওরা বল-প্রয়োগে নিয়ে আসবে। হুঁসিয়ার মমিন খাঁ! সাধুগিরি দেখাতে গিয়ে যেন আমার আদেশ অমান্য ক'র না।

[আবদুল মালিকের প্রস্থান।

মমিন। তাই ত, এ বলে কি! আমীরণের রূপের গৌরব প্রকাশ ক'রে তবে কি তার সর্বনাশ ক'রে বসলুম? রাজার উদ্দেশ্য ত আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। এখনি বালিকাকে প্রাসাদে নিয়ে যেতে হবে। কেন তা সুলতান বললে না। যদি দুরাত্মা আমীরণের পবিত্রতার হানি করতে চায়? সে ত আমারই কন্যার উপর অত্যাচার!

(আল-আমীনের প্রবেশ)

আমীন। কৈ বন্ধু, তোমার সঙ্গীটি কোথায় গেল?

মমিন। রাজ-প্রাসাদে।

আমীন। তিনি কি সুলতানের ঘরে চাকরী করেন?

মমিন। স্বয়ং সুলতান।

আমীন। সুলতান আবদুল মালিক? এ দরিদ্রের কন্যাকে দেখতে এত দূরে? দীন আমীনের কুটীরদ্বারে—কেন?

মমিন। তা জানি না হজরত!

আমীন। কন্যাকে তিনি দেখেছেন?

মমিন। দেখেছেন।

আমীন। দেখে তুষ্ট হয়েছেন?

মমিন। তুষ্ট না হবার কারণ ত কিছু জানি না। তিনি দেখে আপনার কন্যাকে প্রাসাদে নিয়ে যেতে আমার উপর আদেশ করেছেন।

আমীন। কবে?

মমিন। এখনি। আমি আপনার অনুমতির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

আমীন। অনুমতি? তুমি ক্ষিপ্ত হয়েছ মমিন খাঁ!

মমিন। হজরত!

আমীন। সুলতান আমার কন্যাকে নিতে এসেছে, তা এই বৃদ্ধের সম্মতির অপেক্ষা করতে তার সাহস হ'ল না! চোরের মতন নিয়ে যেতে চায়! সে কি রকম সুলতান?

মমিন। হজরত! গোলামকে একটা কথা বলতে অনুমতি হ'ক।

আমীন। না মমিন খাঁ! কন্যাকে আমি প্রাসাদে পাঠাব না। সুলতান যখন আমার কিরে আসার অপেক্ষা করতে সাহস করে নি, তখন নিশ্চয় তার মনে দুরভিসন্ধি আছে।

মমিন। সুলতান যদি আপনার কন্যাকে নিয়ে যাবার জেদ ধরেন, আপনি কেমন ক'রে তাকে ঘরে রাখবেন?

আমীন। তুমি সে সময় উপস্থিত থেকো, তা হলেই কেমন ক'রে রাখব, জানতে পারবে।

মমিন। সে আমি আগে থাকতেই জানতে পেরেছি। সম্মুখের এই সাধু আর তার স্নেহময়ী জগজ্জ্যোতিরূপিণী কন্যা ধরণীর কলুষিত বায়ুর শ্বাস গ্রহণ-কার্য্য থেকে চিরাবসর গ্রহণ করবে।

আমীন। তা করা ভিন্ন আর উপায় কি আছে?

মমিন। তার চেয়ে এ গোলামের একবার অনুরোধটি রেখে দেখুন না কেন?

আমীন। কন্যাকে প্রাসাদে পাঠাবার?

মমিন। দোষ কি?

আমীন। তুমি না আমাকে দোস্ত বল মমিন খাঁ?

মমিন। আপনি বলেন—আমি ত বলি নি হজরত! আমি আপনাকে গুরু বলি। আপনার উপদেশেই এই হতভাগ্য রাজ-কিঙ্করের অন্ধকারময় জীবন ধর্ম্মালোকের আভাস পেয়েছে।

আমীন। এই কি তার দক্ষিণা?

মমিন। ক্রুদ্ধ হবেন না।

আমীন। তা হ'লে তুমিই এই নাস্তিক নরপতিকে আমার অসহায়া কন্যার সমাচার দিয়েছ?

মমিন। আমিই দিয়েছি। মুখ ফেরাচ্ছেন কেন? আপনার উপদেশেই দিয়েছি।

আমীন। মিথ্যাবাদী! আমার উপদেশ?

মমিন। উতলা হবেন না। আগে আমার কথা শুনুন।

আমীন। শুনছি—শুনছি দোস্ত, শুনছি। আগে শোনবার উপযোগী আয়োজনটা ক'রে নিই। সারাদিন উপবাসী। কন্যা আমার জীবন-রক্ষার জন্য দূর-বনে ফল সংগ্রহ করতে গিছল। সে আমার আহারের ব্যবস্থা ক'রে ফিরে এসেছে। আমিও তার আহারের আয়োজন করি।

[প্রস্থান।

মমিন। বুঝতে পারছি, কন্যাকে হত্যা করবার জন্য বৃদ্ধ প্রস্তুত হচ্ছে। নিশ্চিন্ত হও বৃদ্ধ, আমি তোমাকে কন্যাঘাতী হ'তে দেব না।

(আল আমীনের অস্ত্র লইয়া প্রবেশ)

আমীন। বল দোস্ত. এইবারে বল।

মমিন। আপনি অস্ত্র স্বস্থানে রেখে আসুন।

আমীন। বল।

মমিন। আপনি আগে অস্ত্র রাখুন।

আমীন। বলবে না ?

মমিন। বেশ, শুনুন। সুলতান আমাকে কথার ছলে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি এ যাবৎ যত সুন্দরী ললনা দেখেছি, তাদের মধ্যে আমার মতে শ্রেষ্ঠ কে ? তাঁর বিশ্বাস ছিল, আমি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রসিদ্ধা সুন্দরী লিরিয়ান বেগমের নাম করব। কিন্তু আমি তা করি নি। সত্য গোপন করতে পারি নি ব'লে করি নি। আমার দৃষ্টিতে আপনার কন্যা অধিকতর রূপসী ব'লে—

আমীন। ক্ষুধার্ত্ত রাক্ষসের সম্মুখে আমার এই ননীর পুতলীর নাম উচ্চারণ করেছ ?

মমিন। ক'রে কি অন্যায় করেছি হজরত! আপনিই না এক দিন আমাকে বলেছিলেন, ধ্বংস কখন সত্যের বিনিময় হয় না ? আমাকে সত্যাশ্রয়ের উপদেশ দিয়ে আজ আপনি কি না নিজেই সত্য শুনতে ভয় পাচ্ছেন! তাই কল্পনায় আগে হ'তেই কন্যার বিষাদময় ছবি অঙ্কিত ক'রে তাকে হত্যা করতে উদ্যতাস্ত্র হয়েছেন!

আমীন। (অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া) সখা! দয়া ক'রে একবার আলিঙ্গনে আমার অন্তরস্থ নীচতাকে নিষ্পেষিত কর। সত্যবাদিন্! তুমি কেবল একটা মিথ্যা কয়েছ। গুরু আমি নই—গুরু তুমি! আমি তোমার অযোগ্য প্রতারক শিষ্য।

মমিন। (নতজানু হইয়া) হজরত! সূর্য্য এক একবার লীলাচ্ছলে নিজমুখ অবগুণ্ঠনে আবৃত করেন। তারই ফলে ধরণী শস্য-সম্ভারে পূর্ণ হয়।

আমীন। ওঠ ভাই! মমতার প্রহারে ভূপতনোন্মুখ এ হতভাগ্যকে দাঁড় করিয়ে তুমি মাটীতে প'ড়ে থেকো না।

(আমীরণের প্রবেশ)

আমী। এ কি দেখলুম পিতা! বহু অস্ত্রধারী একটা পাল্কী বেষ্টন ক'রে বনপ্রান্তে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভয়ে গ্রামের সকলে যে যার কুটীরদ্বার রুদ্ধ ক'রে দিয়েছে। আমিও দেখে ভয়ে পালিয়ে এলুম।

আমীন। ভয় নেই আমীরণ! তারা তোমাকে বহন ক'রে নিয়ে যাবার জন্য গ্রাম-প্রান্তে প্রতীক্ষা করছে। এই ভগ্নকুটীর ত্যাগ ক'রে তোমাকে রাজ-অট্টালিকায় প্রবেশ করতে হবে।

আমী। কেন ?

আমীন। এখনি ওই স্থান থেকে তোমাকে রওনা হ'তে হবে। কেন, বলবার সময় নেই। এই তোমার পিতৃতুল্য পিতৃসখা। এঁর সঙ্গে যাও। ঈশ্বরকে স্মরণ ক'রে নিশ্চিন্ত মনে চ'লে যাও। আমার মুখের পানে চেও না—হুঁসিয়ার—কোনও প্রশ্ন ক'র না। বিনা বিচারে এঁর উপদেশানুযায়ী কার্য্য করবে। এই নাও সখা, আমীরণের উপর আমার সঙ্গে তোমার পিতৃত্বের তুল্য অধিকার। সুতরাং তোমার হাতে একে সমর্পণ কর্‌বার ধৃষ্টতা করলুম না।

[প্রস্থান।

মমিন। এসো মা।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সমরখন্দ—প্রাসাদ-কক্ষ।

(জুমেলা ও সায়েস্তা খাঁর প্রবেশ)

সায়েস্তা। কি রকম দেখলে ভগিনি ?

জুমেলা। অপূর্ব্ব!

সায়েস্তা। কেমন ? বাদশাকে ঠকাতে পারব না ?

জুমেলা। বাদশা কি ? এমন পুরুষ কেউ নেই যে, এ রূপ দেখে মুগ্ধ না হয়। আমি নারী, আমিই মুগ্ধ হয়েছি! প্রথম দেখে রাজকন্যা ব'লেই ভ্রম হয়েছিল। কিছুতেই মনে করতে পারিনি যে, এ দরিদ্রের কন্যা! একবার মনে করলুম, দাস্তিকাটাকে পরিত্যাগ ক'রে এই বালিকাটাকেই দানিয়েলকে সমর্পণ করি।

সায়েস্তা। হাঁ হাঁ! ও মতলবটা একেবারেই মনে ক'র না ভগিনি।

জুমেলা। মনে হয়েছিল, এর পরিবর্ত্তে সেইটেকেই খালিফের কাছে পাঠিয়ে দিই। যাক্—চক্ষুশূলটো, জন্মের মতন চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাক।

সায়েস্তা। আবার! মনে করতে করতে শেষে ছুঁড়ীটা মনের ভেতর খুঁটী গেড়ে ব'সে যাবে! ভগিনী, ও রূপের দিকে আমার এতটুকুও দৃষ্টি নেই। যার উপর আমার দৃষ্টি, তার ভেতরেই রূপ-গুণ—আমার বল-বুদ্ধি-ভরসা। সেটি রাজার অবর্ত্তমানে

রাজ্য। তোমার লিরিমান অত রূপসী না হয়ে আমার দানিয়েলের মত যদি বৌঁচী হ'ত, তা হ'লে আজ আমার আহ্লাদ ধর্‌তো না। তা হ'লে রূপের গরবে তার মেজাজটা এত বেঁকি হ'তে পার্‌তো না। দানিয়েলকে তা হ'লে সে খোসামোদ ক'রে বিয়ে কর্‌তে চাইত। ও সব বাজে কথা রাখ, এখন ছুঁড়ীটাকে জল্‌দি জল্‌দি বিদেয় কর্‌বার ব্যবস্থা কর। তোমার লিরিমানকে বিদেয় করেছি। সে এতক্ষণ অর্দ্ধেক রাস্তা চ'লে গেছে। ভগিনি! মনে কর্‌লেও কিছুকালের জন্ত এখন আর তাকে পাচ্ছ না। এখানে যখন পাবে, তখন নাক-তোলা চোখ-রাঙানী শাজাদীর পরিবর্ত্তে কেঁচোর মত একটি নিরীহ পুত্র-বধূকে পায়ের কাছে লুণ্ঠিত দেখতে পাবে।

জুমেলা। মনে কর্‌লেই বা কি হবে? মেয়েটা সুন্দরী বটে, কিন্তু একেবারে বুনো।

সায়েস্তা। কি রকম—কি রকম?

জুমেলা। রাজবাড়ীর আদব-কায়দা কিছু জানে না। ভাবছি, রূপে ছুঁড়ী বাদশাকে ভোলাবে বটে, কিন্তু ব্যবহারে না ধরা পড়ে।

সায়েস্তা। তবেই ত তুমি আমাকে ভাবিয়ে দিলে দেখছি।

জুমেলা। পোষাক পর্‌তে বল্‌লে বলে - "কেন? কি জন্ত পোষাক পরব?" খেতে বল্‌লে বলে,—"কেন? কি জন্ত খাব?" এই "কেন" আর "কি জন্ত"র জালায় আমি হায়রাণ হয়ে তাকে বাঁদীদের হেপাজাতে রেখে চ'লে এসেছি।

সায়েস্তা। তা হ'লে উপায়?

জুমেলা। মমিন খাঁ আছে না চ'লে গেছে?

সায়েস্তা। এখনও আছে। তাকে, ক্লান্ত ব'লে, পরিচর্য্যার ছলে এক রকম নজরবন্দী ক'রে এসেছি।

জুমেলা। তা হ'লে শীগ্‌গির যাও, তাকে নিয়ে এস। সে বৃদ্ধের কাছে গোপন কর্‌লে চল্‌বে না।

সায়েস্তা। এত ভয় কচ্ছ কেন?

জুমেলা। বাদশার দূতের সঙ্গে এক বুড়ী বাঁদী এসেছে। সে শাজাদীকে দেখতে চায়। বলে, তার দৃষ্টিতে কন্যা যদি বাদশার হারেমের যোগ্যা সুন্দরী ব'লে বোধ হয়, তবেই তাকে ইস্তাম্বুলে নিয়ে যাব। নতুবা এত উদ্‌যোগ-আড়ম্বরের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

সায়েস্তা। কেন বুঝতে পেরেছ রাণি?

জুমেলা। সন্দেহ করেছে।

সায়েস্তা। কেন সন্দেহ করেছে জান?

জুমেলা। তা জানি না।

সায়েস্তা। রাজা—দূতকে বলেছেন—"কন্যা দেব, কিন্তু সমরখন্দের স্বাধীনতা দেব না। সেই জন্ত আমারই সর্দ্দার রাজকুমারীকে ইস্তাম্বুলে দিয়ে আসবে। দিয়ে যখন সে ইস্তাম্বুল পরিত্যাগ কর্‌বে, তখন রাজকুমারীর সঙ্গে দেশের সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন। সুতরাং ইস্তাম্বুলে পৌঁছিবার পূর্ব্বে পথে বাদশার কোনও লোকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হবে না।"

জুমেলা। তা হ'লে সন্দেহ কর্‌তে তাদের অধিকার আছে।

সায়েস্তা। তা হ'লে কি হবে ভগিনি? যদি বুঝতে পারে, বালিকা শাজাদী নয়?

জুমেলা। সমস্ত কর্ত্তব্য স্থির হয়ে গেছে। এখন আর ভয় কর্‌লে চল্‌বে কেন? তুমি জলদি মমিন খাঁকে পাঠিয়ে দাও।

(বাঁদীর প্রবেশ)

বাঁদী। হজুরাইন!

জুমেলা। কি খবর? পোষাক পর্‌তে চায়?

বাঁদী। না! পোষাক ত পরের কথা। সে এখন আমাদের সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত কইতে চায় না। মুখে দু'হাত দিয়ে কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। পোষাক হাতে ক'রে ধ'রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এক বিন্দু জল মুখে দেওয়াতে পারি নি। মিষ্টান্নগুলো পায়ের তলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে।

জুমেলা! ভাই! মমিন খাঁকে এখনি পাঠিয়ে দাও। দেখছ কি, শেষ-মুখে সমস্ত কাজ কি নিষ্ফল ক'রে ফেল্‌বে?

সায়েস্তা। সর্ব্বনাশ কর্‌লে! গেল—ফস্‌কে গেল!

[সায়েস্তা খাঁর প্রস্থান।

জুমেলা। চল্, আমি যাচ্ছি।

বাঁদী। হজুরাইন্! ঐ সে এ দিকে আস্‌ছে।

জুমেলা। তাই ত! কি রূপ! দেখা দিয়ে আমাকেও দেখছি মমতায় বদ্ধ করলে!

(বাঁদীগণ-বেষ্টিত আমীরণের প্রবেশ)

আমী। রাণি! আমাকে আমার বাবার কাছে পাঠিয়ে দিন।

জুমেলা। দেখে ত তোমায় বুদ্ধিমতী ব'লে মনে হচ্ছে। এখনকার কথা শুনে বোধ হচ্ছে, তুমি সহবতও ত জান। তবে তুমি এমন বোকা মেয়ের মত আচরণ কেন করছ মা? আমি তোমার মঙ্গলের জন্তই তোমাকে আনিয়েছি।

আমী। তোমার ঐশ্বর্য্য দেখে আমার ভয় হচ্ছে।

জুমেলা। পাগলী! এ ঐশ্বর্য্য দেখেই যদি তোর ভয় হয়, তা হ'লে যে ঐশ্বর্য্যের মাঝে তোকে নিক্ষেপ করছি, সে ঐশ্বর্য্য দেখলে তুই কি করবি!

আমী। কেন তুমি আমাকে এত ঐশ্বর্য্য দিচ্ছ?

জুমেলা। আবার 'কেন' আরম্ভ করলি? আমি, বাপু, তোর এত 'কেন'র জবাব দিতে পারি না।

আমী। কেন দিতে পারবে না? তুমি জান, জেনেও বলতে চাচ্ছ না।

জুমেলা। আমি তোকে ভালবেসেছি।

আমী। তুমি আমাকে কেন ভালবাসলে? আমাকে যে রাণি—তুমি কখন দেখ নি।

জুমেলা। এখন ত দেখেছি। তুইও কি তোকে এত কাল দেখেছিস্?

আমী। আমি আমাকে দেখে নি?

জুমেলা। না। দেখলে এত 'কেন কেন' করতিস না। দেখলে তোকে কেন ভালবেসেছি জিজ্ঞাসা করতিস্ না। বেশ, আমাকে দেখ দেখি।

আমী। তোমাকে আবার কি দেখব?

জুমেলা। আমাতে কি দেখবার কিছু নেই?

আমী। তুমি রাণী।

জুমেলা। শুধু রাণীই?—বেশ ক'রে দেখ। মুখের দিকে চেয়ে দেখ। চোখের দিকে চেয়ে দেখ—

আমী। তুমি রূপসীর রাণী।

জুমেলা। আমার গর্ভে যদি কন্যা হ'ত, সে কি রকম হ'ত?

আমী। সেও পরমা সুন্দরী হ'ত।

জুমেলা। তোর মত সুন্দরী হ'ত। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমার পুত্র-কন্যা কিছু নেই। তাই কন্যার আক্ষেপ মেটাতে তোকে নিয়ে এসেছি। আমার কন্যা আছে মনে ক'রে দুনিয়ার বাদশা ভিক্ষার্থী হয়ে আজ আমার দ্বারে অতিথি। তোকে দিয়ে আমি অতিথিসৎকার করবো।

আমী। (মস্তক অবনত করিয়া অবস্থিতি)

জুমেলা। এখনও কি তুই আর 'কেন কেন' করবি?

আমী। রাণি! তোমার এত দয়া?

(মমিন খাঁর প্রবেশ)

মমিন। বুঝতে পেরেছ মা আমীরণ ভাগ্যবতী, ভূমিতে মস্তক সংলগ্ন ক'রে করুণাময়ীকে কুর্ণিস কর।

জুমেলা। তবে তোকে এখন থেকে আমাকে মা বলতে হবে আমীরণ!

মমিন। তুমি রাজেশ্বরী। সমরখন্দবাসী সমস্ত বালক-বালিকার তুমি ত ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ মা।

আমী। আমি হীনবুদ্ধিতে বুঝতে পারি নি। মা, আমাকে ক্ষমা কর। তোমার পদতলে তোমার কন্যা। (জানু পাতিয়া উপবেশন)

জুমেলা। মমিন খাঁ! তোমার দয়াতেই আমি এ কন্যা পেয়েছি। সুতরাং তুমিই একে সঙ্গে নিয়ে বাদশাকে দান করবার ভার গ্রহণ কর।

[বাঁদীগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

১ম বাঁদী। কার মুখ! কার চোখ! কে দেখলে! এ করলে আহা—হাহা! ও করলে—আহা হাহা! মাঝখান থেকে আমরা গোবরগণেশ—ক'টা বাঁদী কেবল আহা উহু করতে প'ড়ে রইলুম।

(বাঁদীগণের গীত)

আর না আর না আর না, পাছে কান্না,
বেল্লা ধ'রে গেল।
চোখের গুণে হাঁদা বাঁদী রূপসী হ'ল॥
কোথায় ছিল চোখের টান,
কোথায় ছিল নাক,
দেখলে কে তা, বুঝলে কে তা;
হ'ল কে অবাক!—
চুলোয় যাক পরের কথা,
মনেতেই রইল গাঁথা, যে যার ঘরে যাই চ'লে॥

তৃতীয় দৃশ্য

সমরখন্দ—সজ্জিত কক্ষ।

জুমেলা।

জুমেলা। যাক, সে দুঃখ ঘুচে গেছে, দীন ভিখারীর কন্যা চোখের নিমেষে খালিফের ঘরণী হবে। যে-ঐশ্বর্য্য আমিও এখনো কল্পনায় আনতে পারি নি, সেই ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বরী হবে। মনে ঈর্ষ্যা জেগেছিল, সে ঈর্ষ্যা মুছে গেছে। মা আমীরণ! এইবারে তুই পরমসুখে দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্

ভোগ কর গে মা। তোর মুখের মা কথায় বন্ধ্যা আজ পুত্রবতী হ'ল।

(বান্দার প্রবেশ)

এসেছে ?

বান্দা। এসেছে। হুকুম করুন।

জুবেদা। নিয়ে আয়।

[বান্দার প্রস্থান।

বাঁদী! সাজানো হয়েছে ?

নেপথ্যে বাঁদী। সামান্ত বাকী।

জুবেদা। সামান্ত বাকী ? শেষ কর,—ধীরে—ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই।

(হামিদার প্রবেশ ও জুবেদাকে শিরদর্শন ও অভিবাদন)

(স্বগত) এ কি বাঁদী! যৌবন গেছে, কিন্তু যৌবনের বিপুল রূপ এখনও সম্পূর্ণ স্থানচ্যুত হয় নি। (প্রকাশ্যে) তুমিই কালিফের বাঁদী ?

হামিদা। বর্ত্তমান নয়—ভাগ্যবশে পূর্ব্বতন কালিফের বাঁদী হয়েছিলুম। বর্ত্তমান কালিফ আমাকে জননীর মত শ্রদ্ধা করেন।

জুবেদা। হুঁ! তুমি দেখলেই কালিফের দেখা হবে ?

হামিদা। সেই বিশ্বাসেই এত দূর আসতে সাহস করেছি।

জুবেদা। কিন্তু তোমার দৃষ্টি কি রাজকন্তা নির্দ্ধারণ করতে পারবে ? যদি প্রতারণা করি ?

হামিদা। পরীক্ষায় পরিচয়।

জুবেদা। তুমি ভুললে সংশোধন করবে কে ?

হামিদা। সংশোধনের প্রয়োজন হবে না। মহানুভব কালিফ তাকেই মহিষী ব'লে গ্রহণ করবেন।

জুবেদা। ঠিক ?

হামিদা। কালিফকে মিথ্যাবাদী মনে করবেন না।

জুবেদা। বেশ—দাঁড়াও। শুধু দেখবে। একটি প্রশ্ন করতে পাবে না। প্রশ্ন যা করবার তা ইস্তাম্বুলে গিয়ে করবে। তোমার দৃষ্টির মূল্য সেই ইস্তাম্বুলেই নির্দ্ধারিত হবে।

হামিদা। যো হুকুম।

জুবেদা। বাঁদী! নিয়ে আয়।

(সুসজ্জিতা বালিকাকে লইয়া বাঁদীর প্রবেশ)

হামিদা। নিয়ে যাও।

[বালিকা ও বাঁদীর প্রস্থান।

জুবেদা। কি দেখলে ?

হামিদা। কালিফের ঘরে প্রবেশযোগ্যা নয়।

জুবেদা। বাঁদী! নিয়ে আয়।

(দ্বিতীয়া বালিকাকে লইয়া বাঁদীর প্রবেশ)

হামিদা। নিয়ে যাও।

[২য়া বালিকা ও বাঁদীর প্রস্থান

জুবেদা। কি দেখলে ?

হামিদা। দেখলেম সুন্দরী—কিন্তু রাজকন্তা নয়

জুবেদা। বাঁদী! দেখা।

(পট-পরিবর্ত্তন)

(সুসজ্জিত বেদীর উপরে আমীরণ)

হামিদা। রাণি, পেয়েছি।

জুবেদা। সাবধান! একটিও প্রশ্ন ক'র না।

হামিদা। একটি করব। হাঁ রাজনন্দিনি, তুমি কি বোবা ?

জুবেদা। উত্তর দাও।

আমী। না।

হামিদা। কি বললে ?

আমী। বোবা নই।

হামিদা। এস মা! তোমাকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাদশার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করতে আবাহন করি।

(পট-পরিবর্ত্তন)

(পূর্ব্বদৃশ্য)

জুবেদা। বাঁদী! সন্তুষ্ট ?

হামিদা। সন্তুষ্টি ত আবাহনেই প্রকাশ করেছি রাণি!

জুবেদা। এর পর প্রতারণা ব'লে কোলাহল করবি নি ?

হামিদা। আপনি কি মনে করেছেন, আমি রূপ দেখে প্রতারিত হয়েছি ? হাসলেন রাণি ?

জুবেদা। আর কেন বাঁদী প্রশ্ন করিস ? রাজনন্দিনীর আবাহনের যথোপযুক্ত আয়োজন করতে ইস্তাম্বুলে গিয়ে কালিফকে নিবেদন কর।

হামিদা। হাসলে যে রাণি ?

জুবেদা। বাঁদী! তোর দৃষ্টিকে আমি সেলাম করি।

হামিদা। এই আমার যোগ্য পুরস্কার।

[অভিবাদন ও প্রস্থান

(সায়েস্তা খাঁর প্রবেশ)

সায়েস্তা। কি হ'ল রাণি ?

জুমেলা। বাঁদীর চোখ দিয়ে রূপের পরীক্ষা!—তাতে আবার কি হবে ? যাও, ইস্তাম্বুলে রাজকন্যা'কে এখনই পাঠাবার ব্যবস্থা কর।

সায়েস্তা। রাজকন্যা ? লিরিয়ান ? এ বালিকা কি বাঁদীর মনোমত হ'ল না ?

জুমেলা। মূর্খ ভ্রাতা, এই বুদ্ধিতে উজিরী কর ?

সায়েস্তা। বাস্!—নিশ্চিন্ত—নিশ্চিন্ত, তা হ'লে সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহের আদেশ দাও।

জুমেলা। একটু অপেক্ষা। বান্দা! কালিফের বাঁদীকে আর একবার ফিরিয়ে আন্। ভাই! কিছুক্ষণের জন্য তুমি স্থান ত্যাগ কর।

[সায়েস্তা খাঁর প্রস্থান।

(হামিদার পুনঃ প্রবেশ)

বাঁদী! আমি কে—বলতে পারিস ?

হামিদা। কার কন্যা, জিজ্ঞাসা করছ ?

জুমেলা। বলতে পারিস ?

হামিদা। পারলে কি বকসিস দিবে ?

জুমেলা। চ'লে যা—তুই সমরখন্দে এসে জেনেছিস্।

হামিদা। আমি ত জেনেছি, তুমি ত জান না রাণি।

জুমেলা। আমি জানি না ?

হামিদা। না—তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারছি—জান না। তোমার ব্যবহারে বুঝতে পারছি, তুমি জান না, তোমার সমরখন্দবাসী জানে না, রাজা জানে না।

জুমেলা। আমি কে ?

হামিদা। নাচওয়ালী! তুমিও বাদ্‌শা-কন্যা! ভয় নেই—কম্পিত হও না। আরও শোন, আমি যাঁর বাঁদী, তুমি সেই মহাশক্তিমান্ সম্রাটের নবযৌবনের অসংযমের ফল। তুমি আমার আত্মীয়া।

জুমেলা। আপনি কে ?

হামিদা। আরও শোন, এই ক্ষুদ্র সমরখন্দবাসীর শক্তিতে সে দিগ্‌বিজয়ী মহাবীরের সমরখন্দ আক্রমণ রোধ হয় নি! শুদ্ধ এ রাজপুরীতে তুমি অবস্থান কচ্ছ, এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র তিনি জয়মুখেই ইস্তাম্বুলে ফিরে গেছেন। দেশবাসী জানে তাদের জয়, কিন্তু আমি জানি, এ জয়ের অধিকারিণী একমাত্র তুমি। যে মুখচ্ছবি এক সময় দিবারাত্র দেখে আমি তৃপ্তিলাভ করতে পারি নি, তোমাতে সেই মুখের প্রতিচ্ছবি আমি দেখতে পাচ্ছি। রাণি! আমার হৃদয় বিগলিত হয়ে আসছে, মেহেরবাণী ক'রে আমাকে বিদায় দাও।

জুমেলা। মা! (নতজানু হওন)

হামিদা। বুদ্ধিমতি! বক্‌সিস্ পেয়েছি। এখন আমাকে পেয়ে তোমার স্বামীর দেশে তোমার বিমাতাকে প্রকাশিত কর না।

[হামিদার প্রস্থান।

(সায়েস্তা খাঁর প্রবেশ)

সায়েস্তা। কাজ হাসিল যখন হয়ে গেল, তখন বুড়ী বাঁদীকে আবার ডাকিয়েছিলে কেন ভগিনি ? ও আপদ যত শীঘ্র বিদায় হয়ে যায়, ততই মঙ্গল।

জুমেলা। কি বলছ ?

সায়েস্তা। বলব আবার কি! সমরখন্দে তোমার আমার শত্রুর অভাব নেই। শেষে কোন্‌খান থেকে কোন্ সূত্রে আসল রহস্য যদি দূতের কানে ওঠে, তা হ'লে এত পরিশ্রম, এত কৌশল সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। বিদেয় কর—এখন যত শীঘ্র পার, বুড়ীটাকে এখান থেকে রওনা ক'রে দাও।

জুমেলা। হুঁ! কি বলছ ?

সায়েস্তা। তুমি কি আমার এত কথার একটাও শুন্‌তে পাও নি ?

জুমেলা। হাঁ ভাই, আমরা উভয়েই ত নর্ত্তকীর গর্ভে জন্মেছি। মা আমাদের এক। বাপও কি আমাদের এক ?

সায়েস্তা। অ্যা—অ্যা!

জুমেলা। বল।

সায়েস্তা। কে তোমাকে কি—কি—কি বলেছে ?

জুমেলা। জলদি বল।

সায়েস্তা। আমি—জা—জা—

জুমেলা। নিশ্চয় জান। প্রতারণা ক'র না ?

সায়েস্তা। না।

জুমেলা। যাও, এইবারে লিরিয়ানকে নিয়ে এস।

[জুমেলার প্রস্থান।

সায়েস্তা। তাই ত! এ কি হ'ল! আভাস পেয়েছে আভাস পেয়েছে। তার পর ? "লিরিয়ানকে নিয়ে এস।" শুধু "নিয়ে এস"—বিবাহের কথা আর তুললে না! নাচওয়ালী! আমি তোকে সমরখন্দের রাণী করেছি। জন্মের আভাস পেয়ে এক দণ্ডেই তোর মুখ আর গম্ভীর হয়ে গেছে। এক দণ্ডে ভাই-বোনে বিশ ক্রোশ তফাৎ। লিরিয়ানকে কোথায় পাঠিয়েছি—জান্তো বলি কি! (হাস্ত)

লিবিয়ান—কোথায় লিবিয়ান! জুলিনি, তাকে সমর-খন্দের অধিকার পার ক'রে দিয়েছি। এখন যদি তাকে আনতে চাস্, দানিয়েলের স্ত্রী ক'রে তবে তাকে আনতে পারবি। নতুবা নয়—নতুবা নয়—নতুবা নয়।

চতুর্থ দৃশ্য

জুম্মাবিবির উদ্যান-সন্নিকটস্থ গ্রাম্যপথ

(ফলভার-মস্তকে গ্রাম্য বালিকাগণের প্রবেশ)

(গীত)

আমরা নাগরী, পথে পথে ঘুরি,
মাথায় লয়েছি মধুর ফল।
কিনিতে যে জানে, যাই গো সেখানে,
তাহাকে কখনো করি না ছল॥
দর কসাকসি, ভাল না বাসি,
দর ক'রে যেবা কেনে এ ফল।
নয়নের ঠারে ভুলে পাড়ি তারে,
ঠকে যায় শুধু সে পাগল॥
সরলে সরলে বেচাকেনা—
তুমি দেখ ভাল, আমি দেখি নাই,
বিনিময়ে শুধু চেনা শোনা;
নয় ত তোমার আনাগোনা সার,
ফেলতে আসা শুধু নয়ন-জল।
দরিয়ার জলে, সোনাটুকু ফেলে,
ঘরে ফিরে আসা বেঁধে আঁচল॥

(আজিজের প্রবেশ)

আজিজ। এতটা পথ বৃথা এলুম দেখতে পাচ্ছি। এ পর্য্যন্ত পিতৃব্যের অস্তিত্বের কোনও নিদর্শন পেলুম না। এরূপ ভাবে খুঁজলে কৃতকার্য্য হব না। আজই এ বৃথা ভ্রমণের শেষ করব। পিতৃব্যের অনুসন্ধানের অন্য উপায় অবলম্বন করব।

(ফলভার মস্তকে জেলালের প্রবেশ)

জেলাল। কে ভাই তুমি?

আজিজ। আমাকে কি তোমার প্রয়োজন আছে?

জেলাল। আমার এই মাথার মোটটা যদি একবার নামিয়ে দাও।

আজিজ। তাই ত ভাই, এ যে বিষম ভারী! এ ত এক জনের বহনযোগ্য নয়।

জেলাল। আঃ, বাঁচালে!

আজিজ। এ ফলের মোট নিয়ে কোথায় চলেছ?

জেলাল। বাজারে চলেছি ভাই! কিন্তু কেমন ক'রে যে নিয়ে যাব, সেই ভাবনাতেই অস্থির হয়ে পড়েছি। এ দিকে হাটের সময় বয়ে গেল।

আজিজ। হাট এখান থেকে কত দূর?

জেলাল। তোমার বাড়ী কোথায়?

আজিজ। বাজার কোথায় জানি না ব'লে জিজ্ঞাসা করছ?

জেলাল। বিশ পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যে ঐ এক বাজার। বিশ-পঞ্চাশ ক্রোশের গ্রাম থেকে এ বাজারে মালপত্র আমদানী রপ্তানী হয়। তুমি খিভা সহর জান না?

আজিজ। তার চেয়েও দূরে আমার বাড়ী।

জেলাল। যাক্—অনেকটা সামলে নিয়েছি। কথা কইবার আমার আর সময় নেই। দাও ভাই, ঝুড়িটা মেহেরবাণী ক'রে আবার আমার মাথায় তুলে দাও। হা অদৃষ্ট, এখনও ক্রোশখানেক পথ যেতে হবে। তোমার মত মেহেরবান ত আর পথে পথে আমার জন্য দাঁড়িয়ে নেই যে, বললেই মাথা থেকে এমনি ক'রে মোটটা নামিয়ে দেবে।

আজিজ। তা এক জনের পক্ষে বোঝা মাথায় নিয়েছ কেন? দু'টো চারটে কম ক'রে ত নিয়ে যেতে পারতে। এত লোভ কেন?

জেলাল। এ কি আর আমি নিয়েছি!

আজিজ। কে দিয়েছে?

জেলাল। সে সব কথায় কাজ নেই ভাই—সময় বয়ে যায়—নইলে তোমার সঙ্গে ব'সে ব'সে অনেক কথা কইতুম।

আজিজ। যে দিয়েছে, সে অতি নিষ্ঠুর। সে যদি তোমার বাপ হয়, তা হ'লে দেখতে পেলে তাকেও আমি তিরস্কার করতুম।

জেলাল। বাপ কখন কি এত নিষ্ঠুর হ'তে পারে?

আজিজ। ও—মনিব! তা হ'ক না কেন—মনিব! একটা উটের ভার যে মানুষের ঘাড়ে চাপাতে পারে, সে কখনও মানুষ নয়—সে প্রাণহীন পিশাচ।

জেলাল। না ভাই, কারও দোষ নয়। দোষ (ললাট স্পর্শ করিয়া) এই এর।

আজিজ। এ ভার কি শুধু আজ বহন করছ, না প্রত্যহ?

জেলাল। প্রত্যহ এই রকমই বটে। তবে আজ চরম। দাও ভাই, এইবারে তুলে দাও।

আজিজ। (ফলের ভার উত্তোলনে চেষ্টা করিয়া) উঃ! এ কি এ! নামাবার সময় ততটা বুঝতে পারি নি। এ ভার তুমি যে মাথায় ক'রে এতটা পথ এনেছ, এই আশ্চর্য্য!

জেলাল। না আনলে কি আর রক্ষা ছিল? বুড়োবুড়ী, ছেলেমেয়ে, নাতি নাতনীতে প'ড়ে—

আজিজ। তোমাকে প্রহার করত?

জেলাল। না ভাই, অন্যায় ক'রে ফেলেছি— মনিব খেতে পরতে দিচ্ছে, সে তার ইচ্ছামত খাটিয়ে নেবে। নসীব—নসীব!

আজিজ। তা তুমি এই নিষ্ঠুর মনিবের চাকরী ত্যাগ কর না কেন?

জেলাল। ত্যাগ! কি ক'রে করব?

আজিজ। ও! তুমি গোলাম।

জেলাল। গোলাম।

আজিজ। (স্বগত) এ দেখছি আমার রাজগর্ব্ব চূর্ণ করতে এসেছে।

জেলাল। কি ভাই, দাঁড়িয়ে রইলে যে?

আজিজ। আরে ভাই, একটু ব'স।

জেলাল। ব'সব কি! আমার সঙ্গীদের হাট ক'রে ফেরবার সময় হ'ল।

আজিজ। হ'লেই বা, তাতে তোমার কি! ব'স দোস্ত—ব'স।

জেলাল। দোহাই মেহেরবান, তুলে দাও। নইলে—আমার অবস্থা তুমি বুঝতে পারছ না।

আজিজ। তোমার চেয়ে বুঝতে পারছি। তুমি ব'স—নির্ভয়ে ব'স।

জেলাল। (ফলভার উত্তোলনের চেষ্টা করিয়া) নাঃ! অদৃষ্টে আজ মৃত্যু আছে দেখছি!

আজিজ। এ কি দোস্ত! মনিবের নিন্দা করতে উচিত হচ্ছে—তখন অদৃষ্টেরই বা নিন্দা কর কেন? অদৃষ্টকে এত দিন শত্রুজ্ঞান করেছ, তাই দুঃখ পেয়েছ। অদৃষ্টকে ভালবাস ভাই, অদৃষ্টও তোমাকে ভালবাসবে। তখন কোনও অবস্থায় তোমার আনন্দের অভাব হবে না।

জেলাল। তবে বসি?

আজিজ। সে কথা এখনও জিজ্ঞাসা করছ! বারবার যে তোমাকে অনুরোধ করছি ভাই! ব'স। তোমার মনিব এ সব জিনিসের নিশ্চয় একটা দর ক'রে দিয়েছে?

জেলাল। তুমি কিনবে না কি?

আজিজ। না কিনলে তুমি নির্ভয় হবে কিসে?

জেলাল। তুমি ত বিদেশী, দেখছি নি। (ঝুড়ি ফল নিয়ে তুমি কি করবে?

আজিজ। যত পারি খাব—তোম —যারা খাবেন তার পর যে আসে, তাকে দেব। থাকে, পথে ছড়িয়ে দেব—পশু-পক্ষীতে যা বস্তুকে খাবণ-

জেলাল। আমার জন্য তুমি প্রায়শ্চিত্ত! ঈশ্বর! করবে? উপশম হ'ল। এই-

আজিজ। এ কি লোকসা, রণ কর। আমার লাভ। আমি বিদেশী।

[সকলের প্রস্থান।

কথা কবার একটিও মনের মত আঙ্গুর, আখরোট, আনার, — খরমুজ, খিরাই, খাস্তা—ক… দৃশ্য ঝুড়িতেই একটা হাট বসিয়েছ।

জেলাল। বাজারে যে দিন যে… তিন টাকার বেশী কোনও দিন পাইনি। আজ… মাপে বেশী, মনিবকে চারটে টাকা দিলেই খুশী হয়ে যাবে।

আজিজ। আগে দামটা বেঁধে নাও। (মোহর দান)

জেলাল। এ কি! এ আমি নিয়ে কি করব?

আজিজ। এর দাম ষোল টাকা। মনিবকে দিলে এত খুসী হবে যে, তোমার উপর অত্যাচার করা ত দূরে থাক, উলটে আজ তোমাকে আদর করবে।

জেলাল। না ভাই, এ আমি বুঝতে পারছি না। তুমি টাকাই দাও।

আজিজ। দেখি, টাকা আবার আছে কি না। আছে—ঠিক ঠিক চারটি টাকাই আছে। এই টাকাও নাও—এটাও নাও।

জেলাল। তা দোস্ত, আমি এমন অন্যায় মূল্য নেব না।

আজিজ। নিতেই হবে দোস্ত, না নিলে আমি রাগ করব। এটি তুমিই না হয় নাও।

জেলাল। আমি নেবো না। মনিব জানতে পারলে চোর মনে করবে।

আজিজ। বেশ, তুমি না নাও, তোমার মনিবকেই দেবে।

জেলাল। কি পুণ্যে মনিব আজ এত টাকা পাবে?

আজিজ। পুণ্য? সে যে তোমাকে কিনেছে দোস্ত। এই তার পুণ্য!

জেলাল। ওঃ! কত কাল মিষ্টি কথা শুনি নি।

আজিজ। কত কাল ভাই?

লিরিয়ান—। ভাই! দোস্ত বলেছ, আর জিজ্ঞাসা
খন্দের অধিকা'দি কখন মুক্তি পাই ত বলব। নইলে
আনতে চাস্,
আনতে পারি না, কাজ নেই, ব'লে প্রয়োজন নেই।
নয়। কর।

তুমি খাও।

তুমি খাবে না?

দিন খেয়ে মুখ নষ্ট করব কেন?

জুম্মাবিবির উ দেখ দোস্ত, এত অত্যাচারেও
কানও অনিষ্ট করিনি। তার
(ফলভার-মস্তকে প্রা-খন মুখে তুলি নি।

(ধীর তোমাকে দোস্ত বলব

আমরা নাজে লোককে বন্ধু করেছি!

তুমি দীনের বন্ধু।

আজিজ। আমি আবার তোমার চেয়েও দীন।

জেলাল। আমার চেয়েও দুঃখী আছে?

(নেপথ্যে লিরিয়ানের গীত)

চ'লে ত গেছে রে সে দিবস-শেষে।

আজিজ। এ কি হ'ল বন্ধু, এ বনভূমে গায় কে?

জেলাল। তাই ত! আমিও ত কখন শুনি নি বন্ধু! জুম্মাবিবির বাগানে কে গাইছে!

আজিজ। জুম্মা বিবি কে?

জেলাল। শ্রীজান ব'লে এক সময়ে এ দেশে এক বড় বাইজী ছিল। রাজা বাদশার মজলিসে তার গান হ'ত।

আজিজ। শুনেছি, শুনেছি। জুম্মাবিবি তার কে?

জেলাল। শুনেছি, জুম্মাবিবি তার মা। সেই বুড়ী ঐ বাগানে থাকে।

আজিজ। সেই কি গাইলে?

জেলাল। সে অতি বুড়ী—তাকে ত গাইতে কখন শুনি নি।

(নেপথ্যে লিরিয়ানের গীত)

চ'লে তো গেছে রে সে দিবস-শেষে।
প'ড়ে আছে কাহিনী তার অজানা দেশে॥
মনেতে পড়িলে তারে, জ্বালা আসে তারে তারে,
স্মৃতি (হায়) কেন না মরে অনাহারে—
আমি ভিখারিণী সে ত জানে,
তবে তার কথা কেন আনে,
এত দূরে মরু-প্রবাসে॥

আজিজ। আবার গাইছে—কি করুণ-কণ্ঠ! বোধ হয়, বড় ক্ষুধার্ত, তোমার নাম কি দোস্ত?

জেলাল। জেলাল।

আজিজ। যাও জেলাল। কে গাইছে, সন্ধান ক'রে এস। দেখে এস, তোমার চেয়েও দুঃখী আর কেউ আছে কি না?

জেলাল। কেমন ক'রে যাব?

আজিজ। চেষ্টা কর। এই রুমাল নাও। এ থেকে কিছু উৎকৃষ্ট ফল নাও। নিয়ে ফল-বিক্রেতার মূর্ত্তিতে বাগানে প্রবেশ কর। দরের কথা তুলো না। যে দরে সে ফল কিনতে চায়, সেই দরেই দেবে। বিনা মূল্যে দেবে। যাও।

[জেলালের প্রস্থান।

যাও ভাই, এখনকার মত বিদায়। রাজত্বের অহংকারে আমি একান্ত অন্ধ ছিলুম। দুঃখীর হৃদয় দেখতে শিখি নি। তুমি আমার চক্ষু প্রস্ফুটিত করেছ।

(মুতাজেদের প্রবেশ)

মুতা। জাঁহাপনা!

আজিজ। কে ও? উজীর! বুঝতে পেরেছি। আমার অলক্ষ্যে সঙ্গে সঙ্গে রক্ষী রেখেছেন। অন্যায় করেছেন সাধু! আমি কি এত অশক্ত?

মুতা। শক্তির ভাণ্ডার আপনি। আপনাকে অশক্ত মনে করলেও যে মহাপাপ জাঁহাপনা!

আজিজ। তবে কেন বৃদ্ধ, রক্ষিস্বরূপে আমার পশ্চাদনুসরণ করেছ?

মুতা। প্রভু আপনি—তিরস্কারে আপনার অধিকার আছে। তবে মন্ত্রী আমি, আপনার অন্যায় কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আপনি জানেন, আমি প্রভুর জন্য ধর্মত্যাগ করেছি,—এখন যদি প্রভু ত্যাগ করি, তা হ'লে এ দুনিয়ায় কি নিয়ে আমি থাকব সম্রাট? বিশেষতঃ যে প্রভু আমার পরিত্যক্ত ধর্ম্মকে ফিরিয়ে আনবার জন্য সর্ব্বসম্পদ ত্যাগ ক'রে চ'লে এসেছেন, আমি তাঁকে পরিত্যাগ করব?

আজিজ। আপনি ধর্ম্মদ্রোহী নন—আপনি ধর্ম্মরক্ষক। আপনার এত প্রভুভক্তি!

মুতা। জাঁহাপনা, আমার অনুরোধ, আপনি এ স্থান পরিত্যাগ ক'রে এখনই চ'লে যান।

আজিজ। কেন?

মুতা। (স্বগত) তাই ত কি ক'রে সে কথা বলি! ঐ সেই পূর্ব্ব-কালিকের বিলাসক্ষেত্র জুম্মাবিবির উদ্যান। শ্রীজানবিবির সহিত তাঁর সে গুপ্ত-প্রেমের কাহিনী ধার্ম্মিক পুত্রের নিকট কি ক'রে ব্যক্ত করি। কিন্তু কালিকের বাসরকা

করতে হ'লে ওঁকে কিছুতেই ও উদ্যানের দিকে যেতে দেওয়া হবে না। (প্রকাশ্যে) জাঁহাপনা, করযোড়ে প্রার্থনা করছি, এখন কোন কারণ জিজ্ঞাসা করবেন না। গোলামের অনুরোধ রক্ষা করুন, আপনি এইখান থেকেই রাজধানীতে ফিরে যান।

আজিজ। আমি যে পিতৃব্যের এখনও কোনও সন্ধান পাই নি।

মুস্তা। পেয়েছেন বৈ কি জাঁহাপনা! আপনার এই অপূর্ব্ব ভৃত্যবাৎসল্য কখন কি ঈশ্বরের কাছে উপেক্ষিত হয়। খোদা আপনার প্রেমের পুরস্কার দিয়েছেন।

আজিজ। কোথায় দিয়েছেন—কখন্ দিয়েছেন? হেঁয়ালীর মত কথা কইবেন না। স্পষ্ট বলুন—স্পষ্ট বলুন—কোথায় তাঁকে পেয়েছি।

মুস্তা। (চারিদিকে চাহিয়া) জাঁহাপনা! (করযোড়ে) তৎপূর্ব্বে এই বৃদ্ধ গোলামকে একবার ধরুন। মহাপাপ ভারে ভারে আমাকে আচ্ছন্ন করেছে। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।

আজিজ। (ধরিয়া) বলুন।

মুস্তা। দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাদশার ভাই এক হীন কৃষকের ভারবাহক!

আজিজ। ঐ? জেলাল—ভাই! (উদ্যানের দিকে গমনোদ্যোগ।)

মুস্তা। করেন কি—করেন কি! মান—দুর্জ্জয় মান—আগে দুনিয়ার অজ্ঞাতসারে তাকে দাসের অবস্থা থেকে মুক্ত করুন।

আজিজ। আপনি ঠিক জেনেছেন?

মুস্তা। যদি ঠিক না হয়, তা হ'লে এই অকর্ম্মণ্য গোলামের স্থান ঐ যুবককে প্রদান করবেন। আপনি আর এখানে এক লহমাও দেরী করবেন না। এই!

(রক্ষীর প্রবেশ)

ঝুড়ি উঠাও।

(রক্ষীর ঝুড়ি উঠাইবার চেষ্টা)

মুস্তা। বেটা, জাঁহাপনার কাছে আমাকে অপ্রস্তুত করলি! এ ঝাড়টা তুলতে পারলি নি? এই ক্ষমতা নিয়ে জাঁহাপনাকে রক্ষা করতে এসেছিস্!

১ম রক্ষী। হুজুরালী! এমন লোক দেখি নি যে, এই ঝুড়িটা একা তুলতে পারে।

মুস্তা। দেখিস্ নি বেটা, দেখিস্‌নি। (ঝুড়ি ধারণ)

আজিজ। হাঁ হাঁ, দোহাই হুজুর—মারা যাবেন—মারা যাবেন।

মুস্তা। (ঝুড়ি উত্তোলন করিয়া মস্তকে ধারণপূর্ব্বক) প্রায়শ্চিত্ত—প্রায়শ্চিত্ত—প্রায়শ্চিত্ত! ঈশ্বর! এত কাল পরে মাথার যাতনায় উপশম হ'ল। এইবারে আমার বুকের যাতনা নিবারণ কর।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

জুম্মা বিবির উদ্যান।

শিরিয়ান।

শির। তাই ত! এমন কঞ্জুষ ডাইনীর খর্পরে পড়েছি যে, না খেয়ে শেষে আমাকে মরতে হ'ল! এত সুন্দর সুপক্ব ফল আমার সুমুখ দিয়ে নিত্য লোকে নিয়ে যাচ্ছে, তার একটা চোখে পর্য্যন্ত পাপিষ্ঠা আমাকে দেখতেও দিলে না! আমার ঘরের পিপীলিকা পর্য্যন্ত যে পুতিগন্ধময় শুক্রারজনক খাদ্য স্পর্শ করে না, পাপিষ্ঠা বৃদ্ধা নিত্য সেই খাদ্য আমার মুখের কাছে উপস্থিত করছে। আক্ষেপ আর কি করব! আমি বুঝতে পারছি, ঘৃণিতা পিশাচী-মূর্ত্তি নর্ত্তকী অনাহারে আমাকে বশীভূত করবার চেষ্টায় আছে। তাই ত! কি করলুম। দারুণ বিপন্না হয়ে পিতৃশত্রুর পুত্রের আশ্রয় গ্রহণ করলুম, শুধু অপমান, লাঞ্ছনা, উৎপীড়ন-প্রাপ্তিই আমার সার হ'ল। কালাপ! দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাদশার অহংকার কি আজ আশ্রয়-ভিখারিণী শক্রকন্যার নিপীড়নেই নিজ প্রতিষ্ঠা রক্ষা করলে!

(জুম্মা বিবির প্রবেশ)

জুম্মা। শাজাদী!

শির। পাপিষ্ঠা! আগে আমাকে খাদ্য দে।

জুম্মা। (হাস্য করিয়া) পেটের জ্বালা এইবারে অনুভব হচ্ছে?

শির। না খাইয়ে মারিস্ নি দোহাই, আমার প্রাণ অনাহারে কণ্ঠাগত হয়েছে।

জুম্মা। খাদ্য তোমার চারিদিকে স্তূপাকারে সজ্জিত রয়েছে। তুমি না খেলে আর আমি কি করব আমি? দুধের খাও—উদর পেট না হ'তে

হ'তে এখনি সুভোজ্য আহার তোমার সম্মুখে উপস্থিত হবে। সুলতানের দূত এখনও তোমার উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

লিরি। উত্তর ত বহুবার দিয়েছি।

জুম্মা। সে উত্তরের যোগ্য আহারও বহুবার তোমার মুখের কাছে

(ফল হস্তে পরিচারিকার প্রবেশ)

উপস্থিত হয়েছে। এই নাও, সম্মুখে বাদশাকন্যার মুখে তোলবার উপযুক্ত ফল। উত্তর দাও, আমি কাছে বসিয়ে তোমাকে আহার করিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

লিরি। জীবন যায়, সেও স্বীকার, তবু আমি সেই নর্ত্তকীর বংশধরকে এ দেহ স্পর্শ করতে দেব না।

জুম্মা। যা বাঁদী, ফল নিয়ে চ'লে যা।

লিরি। দেখ নর্ত্তকী, বৃদ্ধা ব'লে এখনও তোর সম্মান রাখছি।

জুম্মা। সম্মান তোমায় রাখতে হবে না। শুন দাম্ভিকা, এই বৃদ্ধা নর্ত্তকী হ'তে বরং সমরখন্দের সুলতান-বংশের সম্মান রক্ষা হয়েছে।

লিরি। অনন্তকাল ধ'রে অনেক পুরুষকে যেরূপ জগতের চক্ষে অপূর্ব্ব সম্মান দিয়ে এসেছিস্, এও কি সেই রকম সম্মানদান না কি নর্ত্তকী ?

জুম্মা। তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে আসি নি। বল, উত্তর দেবে কি না ?

লিরি। উত্তর এক দিন স্বহস্তে দানিয়েলকে দিয়েছি।

জুম্মা। এই বাঁদী, ফল নিয়ে যা।

লিরি। দোহাই—নেও না! আমি ক্ষুধার পীড়নে মৃতপ্রায় হয়েছি।

জুম্মা। ও সব কান্না আমি শুনতে আসি নি। তুমি আমাকে কি তিরস্কার করবে ? আমি নিজেই বলছি, আমি হৃদয়-হীনা নর্ত্তকী। চোখের জল ফেলে আমাকে কাতর করবার আশা ক'র না। যদি ফল খেতে চাও, উত্তর দাও।

লিরি। তবে রে পিশাচী, দিবি নি। (ফল গ্রহণের চেষ্টা)

জুম্মা। বটে! কে আছ—এই দাম্ভিকাকে আবদ্ধ কর।

(খোজা প্রহরিগণের প্রবেশ)

আবদ্ধ কর। আমার এই নবাব-বাদশার এক সময়ের আনন্দ-কানন। এখানে এ দাম্ভিকার ঔদ্ধত্য আমার সহ্য হচ্ছে না। ঔদ্ধত্যের অনুযায়ী পরিচ্ছদে এর সর্ব্বাঙ্গ আবৃত কর। (নীল পরিচ্ছদে লিরিয়ানের অঙ্গাবরণ) যাও শাজাদী, এখন এই বাগানের মধ্যে মনের আনন্দে ইচ্ছামত বিচরণ কর। তোমার দন্তের যোগ্য খাদ্য এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

লিরি। শোন্ পাপিষ্ঠা, আমাকে আয়ত্তে পেয়ে আমার যে লাঞ্ছনা করছিস্, যদি কখন দিন পাই—

জুম্মা। (হাস্য করিয়া) সকলের চেয়ে ভাল দিন পাওয়া ত কালিকের আশ্রয় ? তবে শোন্ শাজাদী! কালিক তোমার সমরখন্দের প্রাসাদে হয় ত এক দিন প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু এই বৃদ্ধা নর্ত্তকীর এই বাগানে তার অনুমতি বিনা তাঁরও প্রবেশের সামর্থ্য নাই। (প্রস্থানোদ্যোগ) আরও শোন। সাহায্যের প্রার্থনায় যদি ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তার কি ফল হবে, তোমাকে শুনিয়ে রাখি। শুনিয়ে কেন, দেখিয়ে রাখি। দেখ সুলতান-নন্দিনী, ঐ মুণ্ডগুলি দেখতে পাচ্ছ ?

লিরি। হা আল্লা, এ কি করেছিস্ সয়তানী ?

জুম্মা। এই হতভাগ্যেরা তোমার গান শুনে জ্ঞানহারা হয়ে এ বাগানে প্রবেশ করেছিল। জুম্মাবিবির বাগানে তার বিনানুমতিতে প্রবেশের এই দণ্ড। এখন বুঝে কার্য্য কর। আয় তোরা।

[লিরিয়ান ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

লিরি। আক্ষেপ করবার দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর কেন লিরিয়ান, চোখের জল ফেলিস ? তোর হৃদয়-বাতনার উচ্ছ্বাস চোখের তারকা ভেদ ক'রে অন্ধকারে অন্ধকারে সকলের অলক্ষ্যে উত্তপ্ত বুকে আছাড় খাচ্ছে, পড়ছে, শুকিয়ে যাচ্ছে। এই ঘনকৃষ্ণ পরিচ্ছদের আবরণে তুই নিজেও আর আপনাকে দেখতে পাবি না। আর কাঁদিস নি লিরিয়ান, রোদনে ক্ষান্ত দে।

(জেলালের প্রবেশ)

জেলাল। তাই ত! এ কি! এ কি! মানুষ না প্রেত, না প্রেতিনী! এই কি হাহা হাই ক'রে এ বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

লিরি। এ কি! এ আবার কোন্ হতভাগ্য মরতে বাগানে প্রবেশ করলে ? ম'ল! তীব্র দৃষ্টি নিয়ে নির্দ্দয় প্রহরী বাগানের চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখতে পেলেই হতভাগ্যকে এখনি প্রাণটা ছাড়তে হবে।

(ইঙ্গিতে স্থানত্যাগের আদেশ)

জেলাল। এই বটে—এই বটে! নইলে চ'লে যেতে ইসারা করবে কেন? (অগ্রসর ও

লিরিয়ানের ইঙ্গিতে নিষেধ) আমি শুনেছি। বুঝেছি—সে তুমি। কে তুমি এবং কেন এমন ভাবে তুমি, তা আমি জানি না। জানবার আমার প্রয়োজনও নেই। তুমি কেবল একটিবার বল—তুমিই গান ক'রে ক্ষুধার কাতরতা প্রকাশ করেছ কি না। (লিরিয়ানের ইঙ্গিত) আমার মৃত্যু হবে? এই ভয়ের কথা বলছ? তা হ'ক, সে ভাবনা তুমি ভেব না। তুমি একবার বল—কথা না কও, ইঙ্গিতেই বল—তুমি ক্ষুধার্ত্ত কি না? ক্ষুধার্ত্ত? তা হ'লে এই নাও। আমি তোমারই মতন দুঃখী—না না, তুমি অধিক দুঃখী। আমি খেতে পাই—পেট ভ'রে খেতে পাই—তুমি পাও না। আমি জননীর মূর্ত্তি দেখতে পাই, তুমি সে অধিকার থেকেও বঞ্চিত। নাও—নাও, না নিলে যাব না। (লিরিয়ানের ইঙ্গিত) মৃত্যু? আসুক। তুমি এই দরিদ্রের উপহার না নিলে আমি তোমারই সুমুখে উচ্চ চীৎকারে মৃত্যুকে ডেকে আনব! নাও—নাও—না, মাটীতে রাখব না। অন্ততঃ এই ফল থেকে একটা নিয়ে আহার কর। বুঝবো, তোমার জীবন রক্ষা হ'ল। বুঝবো, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ক'রে এই যে কাঁটার বেড়া পার হয়ে এসেছি, তা আমার সার্থক হয়েছে। (লিরিয়ানের ফলগ্রহণ) খোদা! আজ আমার জীবনের সমস্ত আক্ষেপ মিটে গেল।

(নেপথ্যে জুম্মা) বাঁদী! দাস্তিকাকে এইবারে তার যোগ্য খাবার দিয়ে আয়।

লিরি। (ইঙ্গিতে জেলালকে স্থানত্যাগের আদেশ করিল)

জেলাল। না, আর থাকব না—আমার মনোরথ পূর্ণ হয়েছে।

[অভিবাদন ও প্রস্থান।

লিরি। তাই ত! হে অজ্ঞাতকুলশীল কৃষকবেশী বান্ধব! তুমি কোথা থেকে এলে? দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ শক্তিমান্ সম্রাট! যার অভাগ্য রুদ্ধ গৃহদ্বারের কবাট ভাঙতে প্রতিশ্রুত হয়েও আজও পর্য্যন্ত স্পর্শ করতে পারলে না, তুমি কোথা থেকে কেমন ক'রে এক মুহূর্ত্তে তার হৃদয়-দ্বারে করুণার মৃদুকরস্পর্শ এ শঙ্কা-ভয়-হৃদয়ে শিহরণ ঢেলে চ'লে গেলে। হে অজ্ঞাতকুলশীল কৃষকবেশী মৃত্যুঞ্জয়ী বান্ধব! তুমি শুধু আমার জীবন রাখলে না! অভিমানী রাজার অভিমানিনী নন্দিনীর দম্ভও তুমি আজ বজায় রেখে চ'লে গেলে। অপবিত্র নর্ত্তকী-দত্ত অন্ন আজও পর্য্যন্ত স্পর্শ করি নি। আজ না ছুঁয়ে থাকতে পারতুম না। স্বর্গ থেকে মূর্ত্তিমতী-করুণা নেমে এসেছে। কৃষক! কথা কইতে পারলুম না—আর যদি কখন দেখা হয়, কইতে পারব কি না, জানি না। এই মতভাগ্য সুলতান-দুহিতার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর।

তৃতীয় অঙ্ক

—•—

প্রথম দৃশ্য

মাসুদের গৃহ-প্রাঙ্গণ।

মাসুদী ও তাহার পুত্র-কন্যাদি।

মাসুদী। আজ তোমাকে পেলে তোমার হাড় আর মাস যদি এক না করি, তা হ'লে আমার নাম মাসুদীই নয়। যা যা, খুঁজে আন্, যেখানে সয়তানকে দেখতে পাবি, গলায় দড়ী দিয়ে টেনে আন্‌বি।

[পুত্রগণের প্রস্থান।

আজ আর তার কোন কথা শুনিস্ নি। এক বিন্দু দয়া দেখাস্ নি। ম'রে যায় যাক এমন বদ্‌মায়েস্ গোলামকে আর রাখছি নি। (নেপথ্যে কোলাহল) হাঁ হাঁ, ঠিক হয়েছে, ধ'রে আন্।

(জেলালকে ধৃত করিয়া পুত্রগণের প্রবেশ)

সকলে। মারো, কাটো, টুক্‌রো টুকরো কর।

(ইত্যাদি কোলাহল)

জেলাল। আমাকে কথা কইতে দাও—কথা কইতে দাও।

(মাসুদের প্রবেশ)

মাসুদ। কি হয়েছে, কি হয়েছে?

মাসুদী। কি তোমায় মাথা-মুণ্ডু বলবো, পাড়ায় গিয়ে জেনে এস, কি আমাদের ক্ষতি করেছে। ফলের বোঝা মাথায় ক'রে সয়তানকে আজ হাটে পাঠিয়েছিলুম জান? অত ফল আর কোন দিন দিই নি। সেই সমস্ত ফল রাস্তায় ছড়াছড়ি করেছে। সেই ভাল ভাল আঙ্গুর, ডেবডেবে আখরোট, ডালার মত আনার, বেদানা, খোবানী, পেস্তা সব—সব—পাড়ার সমস্ত লোক বলছে। তারা সব হাটে বেচাকেনা ক'রে ফিরে এলো। ওকে কোথাও দেখতে পায় নি।

মাসুদ। বটে?

মাসুদী। ঝাড় পর্য্যন্ত লোপাট। পয়গম্বর ফল

ছড়াছড়ি। সব ছোঁড়াছুঁড়ীরে ছুঁপাঁচটা ক'রে কুড়িয়ে এনেছে।

জেলাল। না না (সকলে চোপ চোপ ইত্যাদি ও প্রহার) দোহাই, আমাকে বলতে দাও।

মাস্থদ। হাঁ হাঁ, মার কেন, গরীবের ছেলেকে মার কেন? অন্যায় ক'রে থাকে, থলের ভেতর পুরে মুখ বন্ধ ক'রে জলে ফেলে দাও।

জেলাল। আহা হা! কর্ত্তার কি দয়া! কিন্তু দয়াময়! তা করলে যে (গেঁজে হইতে টাকা বাহির করিয়া) এ কটাও সঙ্গে সঙ্গে জলে প'ড়ে যাবে।

মাস্থদ। ও কি! ফলের দাম?

জেলাল। হুঁ উ-উ—ব্যস, একটু সাম্‌লে নি।

মাস্থদ। ফল বেচেছিস্?

মাস্থদী। আঃ হতভাগা, তাই আগে বল্‌লি নি কেন? আর তোদেরও ধিক্। কি বলে—আগে শুন্‌তে হয়, না শুনেই হৈ-চৈ ক'রে মরছে।

সকলে। তাই ত রে, বেচে এসেছিস্ যে! কাজটা ত অন্যায় হয়ে গেছে!

মাস্থদ। ক'টাকা—দুই? বাবা! তোরা অতি পাজী, বিনা অপরাধে ছোঁড়াটাকে মারলি। আমার আসবার পর্য্যন্ত দেরী তোদের সইলো না? উঠে আয় জেলাল, উঠে আয়। আবার কি, তিন টাকা:

সকলে। তাই ত! এ আবার টাকা বার করে যে রে! এ যে ভারী দাঁওয়ে বিক্রী করেছে দেখছি।

মাস্থদী। তাই ত! জেলাল! একবার মুখ থেকে এ কথাটা বার করলি নি কেন রে, বেচে এসেছি!

জেলাল। আগে কি কথা কইতে দিলে গিন্নি? বাড়ীতে ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তেই ছেলে-পুলে, নাতি-নাতনীতে ঘাড়ে প'ড়ে ঠ্যাঙাতে সুরু কর্‌লে, কথা বলি কখন্?

মাস্থদ। ও কি! আবার টাকা! চার? কোথায় বেচলি, কাকে বেচলি, আবার—আবার ও কি?

জেলাল। দেখ না। চোখের কাছে নিয়ে দেখ—গিন্নি, দেখুন, বাবা সাহেবেরা দেখুন।

মাস্থদ। তাই ত! এ যে মোহর! কোথায় পেলি জেলাল? আমার সন্দেহ হচ্ছে, চুরি করেছিস্ না কি?

জেলাল। না না, বেচেছি, বেচেছি। যে দাম দিয়েছে, সে তোমাকে দেখ্‌তে পেলে আরও দু-পাঁচটা মোহর বক্‌সিস দিতো! আমার মুখে তোমার গিন্নীর আর সব ছেলে-মেয়ে-নাতনীদের দয়ার কথা শুনে সে একেবারে গ'লে গেছে।

মাস্থদী। এখনও আছে?

জেলাল। থাকতে পারে।

মাস্থদী। তবে দাঁড়িয়ে রয়েছিস্ কেন মিন্‌সে, যা না। যদি বক্‌সিস্ দেয় ত নিয়ে আয় না।

মাস্থদ। কমবখতি! এখনও তোর মোহের ঘোর ভাঙল না? নির্দ্দোষকে সকলে প'ড়ে চোরের মার মার্‌লি। একটুও মনে আঁচড় লাগলো না! বখশিসের কথা শুনে সব ভুলে গেলি। কোথায় যাব? বুঝতে পারছিস্ না, এই এক টাকার মালে যে বিশ টাকা দিয়েছে, সে কি তোর ফলের বাহার দেখে দিয়েছে? এই নিরপরাধকে তোরা বিশ বৎসর ধ'রে যে যন্ত্রণা দিয়েছিস্, সেই সব অত্যাচার এর চোখের ভেতর দিয়ে কোন মেহেরবানের চোখকে দরখাস্ত করেছে। আজ তোদের পাপের ভরা পূর্ণ। যা, এখান থেকে সব দূর হ, নইলে মর্‌বি।

[মাস্থদ ও জেলাল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জেলাল!

জেলাল। হুজুর!

মাস্থদ। তোমার উপর এরা কি আজ বড় অত্যাচার করেছে?

জেলাল। কেন হুজুর, আজ এ কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ?

মাস্থদ। না জেলাল, আমাকে তুমি হুজুর ব'লো না। তুমি আমার ক্রীতদাস নও।

জেলাল। তবে?

মাস্থদ। তোমার কি কিছু মনে আছে?

জেলাল। আছে, এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আমাকে এখানে রেখে গিয়েছিল।

মাস্থদ। সে তোমাকে এখানে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিল, আমি কিনতে চেয়েছিলুম, সে বেচে নি।

জেলাল। সে ত আমায় কিনেছিল।

মাস্থদ। সে ম'রে গেছে। যাবার সময় সে ব'লে গিয়েছিল, তোমার দ্বারা এক দিন না এক দিন আমি লাভবান্ হব।

জেলাল। কৈ, লাভবান্ ত হও নি?

মাস্থদ। আজ হয়েছি। তোমার পূর্ব্ব-জীবন কিছু জান?

জেলাল। ক্ষীণ স্মৃতি।

মাস্থদ। আজ লাভবান্ হয়েছি। অতি নিষ্ঠুর সংসারের মালিক আমি। তারা তোমার উপর বড়ই

অত্যাচার করেছে, আমিও ক'রেছি, অথবা তারা আমাকে দিয়ে জোর ক'রে অত্যাচার করিয়েছে। অশক্ত গৃহস্বামীর যা দুরবস্থা। পুত্র-পৌত্র পরিবারের অধীন হয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কাজ আমাকে করতে হ'য়েছে! আজ সেই কর্ম্মফল পেকেছে, মাটীতে পড়্‌বার উদ্যোগ করছে। জেলাল! এ কালিকের রাজ্য, তোমার উপর অত্যাচারের কথা তাঁর কানে উঠলে কোন্‌কালে জাহান্নমে যেতুম। আমি গাঁয়ের মোড়ল। এই জন্য এ কথা কাল্‌কের রাত্রি পর্য্যন্ত গ্রামের বাইরে যায় নি। আজ গেছে। ফল—মৃত্যু! জেলাল, মৃত্যুই আমার লাভ।

জেলাল। না, না বৃদ্ধ! কোন ভয় নেই। তোমাদের এ অত্যাচার নয়, করুণা। এই অত্যাচারের ফলেই আমি সেই মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছি, জীবনে প্রথম শান্তিলাভ করেছি।

মাসুদ। ঐ কে আসছে, তুমি শীঘ্র ঘরে যাও। তোমায় এ অবস্থায় কেউ দেখলে আমার বড়ই বিপদ হবে।

[জেলালের প্রস্থান।

(মুতাজেদের প্রবেশ)

মুতাজেদ। তোমারই নাম মাসুদ মিয়া?

মাসুদ। হুজুর! আপনি কে?

মুতা। সে পরে জানতে পারবে।

মাসুদ। গোলামের ঐ নাম।

মুতা। তুমিই গাঁয়ের মোড়ল?

মাসুদ। আজ্ঞে হুজুরালী!

মুতাজেদ। তোমায় মোড়ালী দিয়েছে কে?

মাসুদ। সাহান-শা বাদশার লড়াইয়ের গোলাগীতে এই মোড়লী পেয়েছি।

মুতা। তুমি যুদ্ধ কখনও করেছিলে?

মাসুদ। করেছিলাম হুজুরালী।

মুতাজেদ। বিশ্বাস হয় না।

মাসুদ। আজ্ঞে জনাবালি, লড়াই এখনও করছি। তবে দুষমনের সঙ্গে লড়ায়ে কখন হেরেছি, কখন জিতেছি। সংসারে আপনার জনের সঙ্গে লড়ায়ে কেবল হেরে মরছি।

মুতাজেদ। তা হ'লে আমার কথা বুঝতে পেরেছ?

মাসুদ। পেরেছি। আজ আপনি আমার নির্দ্দয় ব্যবহারের শাস্তি দিতে এসেছেন।

মুতাজেদ। কেমন ক'রে বুঝলে?

মাসুদ। মন বলছে। আজ আমার অত্যাচারের চরম হয়েছে।

মুতাজেদ। ওরে, কলের ঝুড়ি নিয়ে আয়।

মাসুদ। আর আনতে হবে না খোদাবন্দ, আমাকে শাস্তি দিন।

মুতা। শাস্তি দিতে হ'লে শুধু তোমাকে দিলে হবে না। তোমার যে যেখানে আছে, তাদের দিতে হবে। তার পর গ্রামকে দিতে হবে। তার পর দেশের শাসনকর্ত্তাকে দিতে হবে। এত কাল ধ'রে এক জন নিরীহ যুবকের উপর এত অত্যাচার! এ কেউ দেখে একটা কথা কয় নি! গোলাম হ'লে কি সে মানুষ নয়?

মাসুদ। না খোদাবন্দ, পঙ্কিত।

মুতা। তা হ'লে তোমার আর মাপ নেই। এই—

(প্রহরিগণের প্রবেশ)

এই দুরাত্মাকে বন্দী কর। (মাসুদকে বন্ধনোদ্যোগ)

(নেপথ্যে করুণ কোলাহল)

ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ও বাবা, এত চীৎকার! বেটাবেটীদের অত্যাচার যেমন, চীৎকার ততোধিক! যা! ছেড়ে চ'লে যা!

[প্রহরিগণের প্রস্থান।

মাসুদমিয়া, তুমি মহান কালিকের মহত্ত্ব ক্ষুন্ন করেছ। তোমাকে, তোমার পরিবারবর্গকে, এমন কি, তোমার গ্রামকে পর্য্যন্ত শাস্তি দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু দিলুম না। কেন দিলুম না জান? তোমাদের শাস্তি দিলে জগদ্বাসী এ অত্যাচারের কথা জানতে পারবে। কালিফের দুর্নাম হবে। তাঁর প্রজাদের মধ্যে আর কেউ আচরণে এরূপ নীচতা দেখায় নি। কেবল তুমি দেখিয়েছ, সেই জন্য তোমাকে একবার ভাল হবার অবকাশ দিলুম। তুমি যুবককে মুক্ত কর।

মাসুদ। আজ থেকে সে মুক্ত হ'লো খোদাবন্দ! জেলালুদ্দীন!

(জেলালের প্রবেশ)

আজ থেকে তুমি মুক্ত।

জেলাল। কি বৃদ্ধ! তুমি কি আমাকে মুক্তি দিতে এসেছ?

মুতাজেদ। আপনার মুক্তি আপনারই হাতে, আমি দেব কেন মিয়া সাহেব?

জেলাল। কৈ, আমি ত এখনও নিজেকে মুক্ত করতে পারি নি।

মাসুদ। না না, তুমি মুক্ত, তুমি মুক্ত। জেলালুদ্দীন। আর তোমায় আমাদের সঙ্গে কোন বন্ধন নেই।

জেলাল। না না, আমি মুক্ত নই, আমি মুক্ত নই। জেলালুদ্দীন আজও তার প্রভুর করুণার বন্ধন ছিঁড়তে পারে নি।

মুতাজেদ। এ আপনি কি বলছেন মিয়া?

জেলাল। আমি ঠিক বলছি। আমি তোমাকে কখন দেখি নি। তুমি মাঝখান থেকে এসে আমাকে মুক্ত করবার কে?

মুতাজেদ। এরা আপনার উপর বড় অত্যাচার করছে, তাই শুনে আপনার বন্ধু আমাকে এদের কাছে আপনার মুক্তির জন্য পাঠিয়েছেন।

জেলাল। কি হুজুর!

মাসুদ। আমি আর তোমার হুজুর নই। দোহাই জেলালুদ্দীন, ও কথা আর মুখে উচ্চারণ ক'রো না।

জেলাল। আমাকে কি তুমি পরিত্যাগ করতে চাও?

মাসুদ। তোমাকে আটকে রাখতে আর আমার অধিকার নেই।

জেলাল। এত কাল তোমার ঘরে যে প্রতিপালিত হলুম। এতটুকু বালক থেকে এই যে তোমরা আমাকে এত বড় ক'রে তুললে—তোমরা মেরে ফেললে আজ আমাকে কে উদ্ধার করতে আসতো? সে ঋণ শোধ না হ'লে আমি কেমন ক'রে মুক্ত হব?

মুতাজেদ। আমি দিচ্ছি, আমি দিচ্ছি, কত টাকা দিতে হবে, বলুন, আমি দিচ্ছি।

জেলাল। বেশ, সহস্র স্বর্ণমুদ্রা যদি এই বৃদ্ধকে দিতে পার, তবেই বুঝব, বৃদ্ধের কাছ থেকে আমি মুক্ত।

মুতাজেদ। এখনি দেব, এখনি দেব, ওরে! এক থলে!

মাসুদ। জেলালুদ্দীন! কে তুমি? জন্মাচ্ছাদিত বহ্নিস্বরূপ শত অত্যাচার সহ্য ক'রেও কে তুমি আমার ঘরে লুকিয়েছিলে? তাই ত! এক দিনের জন্যও ত আমরা কেউ তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করি নি।

(মুদ্রার থলি লইয়া অনুচরের পুনঃ প্রবেশ)

ফিরিয়ে নিয়ে যাও, ফিরিয়ে নিয়ে যাও, আমি চাই না। জেলাল, আমাকে ক্ষমা কর—আমাকে ক্ষমা কর। তোমার মুক্তি হ'লো, কিন্তু তুমি ক্ষমা না করলে এ নরাধমের মুক্তি নেই, তার বংশের কারও মুক্তি নেই। ওরে চ'লে আয়, চ'লে আয়—

(মাসুদী ও পুত্র-কন্যাদির প্রবেশ)

ক্ষমা, জেলালের কাছে ক্ষমা চা, হাঁটু গেড়ে, নইলে তোদের মুক্তি নেই, মুক্তি নেই।

সকলে। জেলাল! আমাদের ক্ষমা কর।

জেলাল। করুণা—করুণা—তোমাদের করুণা! তোমরা আমাকে ক্ষমা কর। বৃদ্ধ, এতক্ষণে আমি মুক্ত হলুম। তুমি ফিরে যাও। গিয়ে বন্ধুকে আমার অভিবাদন দাও।

[পুত্র, পৌত্র ও মাসুদীর প্রস্থান।

মুতা। সে কি জনাবালি, আপনি আমার সঙ্গে চলুন।

জেলাল। তোমার সঙ্গে কোথায়? মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত স্মৃতি অনন্ত বিষাদ উপঢৌকন নিয়ে আমার সম্মুখে উপস্থিত। মাসুদ মিয়া! সত্য বলছি, তোমাদের পীড়ন আমাকে সব ভুলিয়ে বড় সুখে রেখেছিল। মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সব জেগে উঠল! যাও বৃদ্ধ! বন্ধুর কাছে ফিরে যাও—আমার অভিবাদন দাও। গিয়ে বল, আমি আমার চেয়েও এক জন দুঃখীর সন্ধান পেয়েছি। যত দিন না তাকে মুক্ত করতে পারছি, তত দিন আমার এ মুক্তি মুক্তি নয়, দৃঢ়তর বন্ধন। তবে আসি মিয়া, সেলাম।

মুতা। কোথায় যান—কোথায় যান—হুজুরালী!

জেলা। পথরোধ ক'র না বৃদ্ধ! আমার এই কথা তাকে বল, বল্লেই বন্ধু বুঝতে পারবে। পথরোধ ক'র না—পথরোধ ক'র না; সেলাম—সেলাম সেলাম!

[সকলকে অভিবাদন ও প্রস্থান।

মুতা। এ কি হ'ল—এ কি হ'ল! অনুসরণ কর—অনুসরণ কর। ছুটে যা, ছুটে যা।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ইস্তাম্বুল—নগর-প্রান্তস্থ গৃহ।

মনিব খাঁ।

মনিব। বাস্—ফাঁড়া কেটে গেছে। আমার ইস্তাম্বুলে প্রবেশ সহরবাসী কেউ জানতে পারে নি। নগরখন্দ থেকে একটা তুচ্ছ পাল্‌কীর ভেতরে হীনার

বেশে তাদের ভবিষ্যৎ রাজ্যেশ্বরীকে নিয়ে এসেছি, এ যদি তারা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারত, তা হ'লে এত দিনে প্রচণ্ড কোলাহলে নগর পূর্ণ হয়ে যেতো। কিন্তু কি করব। এখনও যে মনকে বুঝিয়ে উঠতে পারছি না। দীন আল্ আমীনের কন্যার সৌভাগ্য-চিন্তায় আমি আত্মহারা হয়েছি। জীবনে যে কার্য্য মনে আনতেও আমার ঘৃণাবোধ হয়েছে, আমি এই বৃদ্ধবয়সে সাধু আল্ আমীনের কাছে সৎশিক্ষা পেয়েও তারই কন্যার জন্য সেই প্রতারণা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছি। সে সাধু ত জানে না! জান্‌লে ত এ কার্য্যে সুখী হবে না। প্রতারণা কেন? এই অপূর্ব্ব রূপের জন্য প্রতারণার প্রয়োজন কি? সরলভাবে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ ক'রে কালিফকে যদি এ রূপ দেখাই, তা হ'লে কালিফ কি আমীরণকে পত্নী ব'লে গ্রহণ করবেন না? যদি না করেন, দরিদ্র, অজ্ঞাত-কুলশীলের কন্যা ব'লে অবজ্ঞার সহিত মুখ ফিরিয়ে চ'লে যান? তাই ত আমীরণ, তোর মায়াতে যে আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লুম।

(আমীরণের প্রবেশ)

আমী। আর কত দিন এখানে থাকবেন জনাবালি?

মমিন। কেন মা! তোমার কি কোনও কষ্ট হচ্ছে?

আমী। এ রকম গোপনভাবে থাক্‌বার প্রয়োজন কি? ইস্তাম্বুলে ত এসেছি?

মমিন। থাকবার কিছু প্রয়োজন আছে।

আমী। কি প্রয়োজন?

মমিন। আমি কালিফের ইস্তাম্বুলে প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় ব'সে আছি।

আমী। কালিফ কোথায়?

মমিন। কোথায়, তা জানি না। সহরের লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখেছি, তারাও জানে না।

আমী। তা হ'লে কালিফ কবে ফিরবেন, তাও কেউ বলতে পারে না?

মমিন। বেশী দিন কি রাজ্যেশ্বরের রাজধানী ছেড়ে থাকা চলে?

আমী। ছ'মাস যদি তিনি না ফেরেন, তা হ'লেও কি এই অবস্থায় আমায় থাকতে হবে?

মমিন। আমার তাই ইচ্ছা।

আমী। কেন?

মমিন। এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র না।

আমী। কেন জিজ্ঞাসা কর্‌ব না জনাবালি?

মমিন। দোহাই মা, জিজ্ঞাসা ক'র না। আমি কালিফের সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে বেড়াচ্ছি।

আমী। বেশ, আমি এখন কি করব, আদেশ করুন।

মমিন। মা, দেখতে পাচ্ছ, সহরের এক প্রান্তে নির্জ্জন উদ্যানে আশ্রয় গ্রহণ করেছি। অনুচরবর্গকেও দূরে রেখেছি, পাছে তোমাকে কেউ দেখে। যত দূর সাধ্য গোপনে থাকাই তোমার পক্ষে এখন মঙ্গলজনক।

[উভয়ের প্রস্থান।

(আমজেদের প্রবেশ)

আম। কি সর্দ্দার, গরীব একবার দেখে চক্ষু সার্থক করবে, তাও তাকে করতে দেবে না। লুকিয়ে লুকিয়ে গরীবকে ফাঁকি দিয়ে চ'লে এসেছ! কৈ গো কোথায় তুমি, কোথায় তুমি। বা! বা! তুমিও আমাকে লুকিয়ে?

(মমিন খাঁর সহিত আমীরণের প্রবেশ)

না! এ কি! কে তুমি?

মমিন। প্রশ্ন ক'র না, বালিকাকে প্রশ্ন ক'র না সর্দ্দার।

আম। অ্যাঁ, এ কি, মমিন খাঁ!

মমিন। যদি মর্য্যাদা রাখতে চাও, তা হ'লে আর একটিও কথা কয়ো না। যদি জানতে চাও, তা হ'লে সমরখন্দে ফিরে যাও। সেখানে রাজাকে প্রশ্ন কর। রাণীকে প্রশ্ন কর।

আম। হা আল্লা, এ কি হ'ল! এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

[প্রস্থান।

আমী। ব্যাপার কি জনাবালি? ও আমাকে দেখে অমন ক'রে শিউরে উঠল কেন?

মমিন। ব্যাপার বলবার এইবারে সময় হয়েছে। আর রহস্য গোপন থাকবে না। চঞ্চল হ'ও না, স্থির হয়ে শোন আমীরণ! আমি বুঝতে পাচ্ছি না, কালিফ তোমাকে গ্রহণ করবেন কি প্রত্যাখ্যান করবেন।

আমী। প্রত্যাখ্যান করবেন কেন? এরা তো আমাকে রাণী করব ব'লে আবাহন ক'রে এনেছে।

মমিন। তোমাকে আবাহন করে নি।

আমী। আবাহন করেছে কাকে জনাবালি?

মমিন। তোমাকে রাজনন্দিনী জানে আবাহন করেছে।

আমী। নইলে করত না ?

মমিন। সন্দেহ।

আমী। আমি আপনার কথা বুঝ্‌তে পারছি না।

মমিন। সম্রাট, সুলতানের পরমাসুন্দরী ভ্রাতুষ্পুত্রী জিরিয়াব বেগমের পাণি প্রার্থনা ক'রে মহরখন্দে দূত পাঠিয়েছিলেন।

আমী। সুলতান জিরিয়াব বেগমের পরিবর্ত্তে আমাকে পাঠিয়েছেন ?

মমিন। বুঝ্‌তে পেরেছ ? শাজাদীকে তোমার মত ইস্তাম্বুলে পাঠালে সুলতানকে বাদশার কাছে মাথা হেঁট কর্‌তে হয়। সুলতান স্বাধীন নরপতি।

আমী। তাই এই প্রতারণা ?

মমিন। কিন্তু আমি তা করতে পারি নি। তোমাকে শাজাদী ব'লে বাদশার হারেমে পাঠাতে পারি নি।

আমী। কিন্তু এত দূরে ত এসেছেন ?

মমিন। তোমাকে বড় স্নেহ করি ব'লে এসেছিলুম। তোমাকে জগদীশ্বরী দেখবার লোভে এসেছিলাম।

আমী। এখন ?

মমিন। সাধু-কন্যা! এখানে এসে আমি প্রতারণা-কার্য্যে অশক্ত হয়েছি। তাই তোমাকে এত গোপনে রেখেছিলুম। ইচ্ছা ছিল, কালিফ এলে তাঁকে সমস্ত ইতিহাস শোনাবো; শুনে যদি তিনি তোমাকে মহিষীরূপে গ্রহণ করতে চান, তখন তোমাকে দেখাব।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। হজুরালী! জাঁহাপনার প্রাসাদ থেকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এক জন ওমরাও এসেছেন।

মমিন। তাঁকে সেলাম দিয়ে বৈঠকখানায় আসন দাও।

[প্রহরীর প্রস্থান।

তা'ই ত মা, গোপন যে রইল না। কালিফ ফিরে আসবার অপেক্ষা সইল না। কোন সংবাদ না দিয়ে সহসা এখানে ওমরাওয়ের আগমনের উদ্দেশ্য আমি ভাল বোধ কচ্ছি না।

আমী। আপনি ওমরাওয়ের সঙ্গে দেখা করুন।

মমিন। তার পর ?

আমী। তার পর, আমি কি বলব ? কেবল একটা কথা ব'লে যান।

মমিন। বল।

আমী। রূপে আমি শ্রেষ্ঠ, না সুলতান-নন্দিনী শ্রেষ্ঠ ?

মমিন। রুচিভেদে দৃষ্টিভেদ। আমার চোখে সুলতান-নন্দিনীর রূপ তোমার চেয়ে কেমন ক'রে ভাল হবে মা ?

আমী। ওমরাওয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।

মমিন। তুমি এখন কি করবে মা ?

আমী। এসে এ কথা জিজ্ঞাসা করলেই ভাল হয় জনাবালি।

[মমিনের প্রস্থান।

বড় প্রলোভন—বড় প্রলোভন। ভিখারীর কন্যা কালিফের গৃহিণী হবে, দুর্দ্দমনীয় প্রলোভন। কিন্তু প্রতারণা ক'রে আমাকে এই বিপুল প্রলোভনের সামগ্রী গ্রহণ করতে হবে ? তা হ'লে ধিক্ আমাকে! আমার দরিদ্র পিতার মহত্ত্বের কাছে রাজা ? যে মহানুভবের কন্যা আমি, আমার ভাগ্যের তুলনায় সুলতান-নন্দিনী! আল্'আমীনের পায়ের ধূলায় শত রাজ্যের কলেবর প্রস্তুত হয়। দূর হ প্রলোভন—দূর হ। যাও সাধু মমিন খাঁ! আমার মমতায় তুমি যে এই বয়সের শেষে কালিফের রাজ্যে প্রতারক ব'লে পরিচিত হবে, প্রাণান্তেও তা হ'তে দেব না। আমি চল্লুম—ফিরে এসে আর তুমি আমাকে দেখতে পাবে না। কিন্তু কোথায় ইস্তাম্বুল, আর কোথায় হাজার ক্রোশ দূরে আমার পিতার পর্ণকুটীর। তবু যাব—তবু যাব। স্মরণে চরণ অবশ হচ্ছে। পিতা, পিতা! তোমার সারা দিবা-রজনীর ঈশ্বর-স্মরণ আমাকে পথে পথে রক্ষা করুক। অন্ধকে যে পথের সন্ধান দেয়, হে অজ্ঞাত অদৃশ্য শক্তি—সেই তুমি—হস্তরূপে এ অন্ধ বালিকার হস্ত ধারণ কর। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

নগর-প্রান্তস্থ গৃহের বহির্ব্বাটী।

আব্বাস, হামিদা ও আমজেদ।

হামিদা। একটু ধীরে বল, ব্যাকুল হও না—ব্যাকুল হও না।

আম। আর ব্যাকুল হও না। যা বাঁদী, সম্মুখ থেকে স'রে যা। তোকে দেখছি, আর রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ'লে উঠছে। আবার হাজার ক্রোশ—আর কি যেতে পারবো ? জিরিয়াব! এই

বাহুবোর শিথিল অবস্থায়—আর কি আমি সমর-ক্ষেত্রে গিয়ে তোর উদ্ধার করতে পারব? আমাকে সুলতান সন্দেহ করেছিল, গ্রেপ্তার করতে ফৌজের দল পাঠিয়েছিল। লিরিয়ান! তোকে সুখী দেখবার লোভে আমি যে কাপুরুষের মত, চোরের মত পালিয়ে এসেছি!

হামিদা। তুমি কি নিজের চোখে দেখে এলে?

আম। চুপ হুঁসিয়ার বাঁদী, কথা ক'স নি। তুই-ই সর্বনাশ করেছিস্। তুই যদি না দেখতে চাইতিস্, আমি দেখতুম। তা হ'লে পাষণ্ডেরা আর প্রতারণা করতে পারত না। স'রে যা বাঁদী, স'রে যা। তোর দৃষ্টিকে ধিক্! যে কালিফ তোকে দেখতে পাঠিয়েছিল, তাকেও ধিক্! তোর অহঙ্কার কালিফের মাথা একটা নাচওয়ালীর ভাইয়ের কাছে হেঁট ক'রে দিয়েছে। হায় লিরিয়ান, তোকে উদ্ধার করতে তোর পিতৃশত্রুর শরণাপন্ন হয়েছিলুম। তার ফলে শুধু অপমানই আমার সার হ'ল। লিরিয়ান! লিরিয়ান!

[প্রস্থান।

আব্বাস। তাই ত! এ কি ক'রে এলুম মা!

আমিদা। হুঁসিয়ার সর্দার! যদি এ দৃষ্টির দম্ভ ভেঙ্গে যায়, তা হ'লে আমি বাঁদী—চিরবাঁদী! আর আমাকে রাজমাতা ব'লে সম্বোধন ক'র না।

(মমিন খাঁর প্রবেশ)

মমিন। আদাব জনাবালি! এ দরিদ্র বৃদ্ধের আবাসে কি উদ্দেশ্যে পদার্পণ করেছেন? আমি সঙ্গোপনে নগরমধ্যে প্রবেশ করেছি। সুলতানের ঐশ্বর্য্যের তুচ্ছ চিহ্নও সঙ্গে আনি নি। ওমরাওয়ের অযোগ্য গৃহে বাস করছি। এমন অবস্থায় আপনি কালিফের ঘরের বাঁদীকে নিয়ে আমার এখানে প্রবেশ ক'রে কি কাজ ভাল করেছেন?

হামিদা। জনাবালি! আপনার প্রভুর রাজ্যে কি অতিথির সৎকার নেই?

মমিন। সে কৈফিয়ৎ তোকে কি দেব, বাঁদী!

হামিদা। ক্রোধে নিজের অবস্থা ভুলে যাচ্ছেন। জনাবালি, আমি এখন বাঁদী নই—অতিথি। যদি ধার্ম্মিক মুসলমান ব'লে আপনার সামান্যমাত্রও গর্ব্ব থাকে, তা হ'লে আমি এখন আপনার শ্রদ্ধার বস্তু। যখন আতিথ্যে পরিতুষ্ট হয়ে আশীর্ব্বাদান্তে আমি পথে দাঁড়াব, তখন আপনি আমাকে যোগ্য অভিধানে সম্বোধন করবেন। এখন নয়।

মমিন। (স্বগত) এ কি বাঁদীর কথা! (প্রকাশ্যে) মাফ কর বিবি-সাহেব। সত্যসত্যই যদি অতিথি মূর্ত্তিতেই এ দরিদ্রের আবাসে পদার্পণ ক'রে থাক, তা হ'লে এখানে ক্ষণেকের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ কর।

হামিদা। আমার সহচর জনাবও এখানে বিশ্রাম গ্রহণ করুন। আমি রমণী, আমার স্থান—আপনার অন্তঃপুরে।

মমিন। মাফ কর বিবি-সাহেব, সেটি পারব না, অথবা পারলেও তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হ'তে দেব না।

হামিদা। জনাবালি! ভিক্ষা, একটিবার দেখব।

মমিন। দেখাবো বলেই ত এনেছি বিবি সাহেব!

আব্বাস। তবে দেখাতে আপত্তি করছেন কেন?

মমিন। সর্দার! অনেক প্রশ্নের উত্তর নিজে নিজে ক'রে নিতে হয়। জোর ক'রে সব উত্তর অন্যের কাছে পাওয়া যায় না।

আব্বাস। আমি আপনার আচরণের মর্ম্ম কিছু বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারছি না, আমাদের ভবিষ্যৎ রাজ্যেশ্বরীকে সঙ্গে এনে এমন দীন-গৃহে চোরের মতন লুকিয়ে রয়েছেন কেন। এতে সমস্ত তুর্কীজাতির অপমান কচ্ছেন—তা জানেন?

মমিন। ক'রে থাকি, আমি আমার মনিবের কাছে তার কৈফিয়ৎ দেব। সর্দার! আমারও প্রভু স্বাধীন সুলতান। মান-অপমান নিয়ে এর পরে যদি প্রশ্ন ওঠে, সে সম্বন্ধে উত্তর-প্রত্যুত্তর কালিফ আর সুলতানের মধ্যে হবে। তাতে আপনার আমার বিতণ্ডা প্রকাশের কোনও প্রয়োজন নেই।

হামিদা। আপনি বালিকাকে নিয়ে সঙ্গোপনে অবস্থান করছেন কেন, আমি বুঝেছি। বাঁদীকে বলতে হুকুম হবে জনাবালি?

মমিন। বল।

হামিদা। আপনি কালিফের প্রতীক্ষায় ব'সে আছেন।

মমিন। বিবি-সাহেব! তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করি।

হামিদা। কেন ব'সে আছেন বলব?

মমিন। তোমার কথার ভাবে বুঝতে পারছি, তুমি বলতে পারবে।

হামিদা। কালিফ রাজধানীতে এলে আপনি গোপনে তাঁকে কন্যা দেখাবেন। কন্যা দেখে বাদশা তাকে যদি পত্নীরূপে গ্রহণ করতে স্বীকৃত হন, তা হ'লে তার অস্তিত্ব প্রকাশ করবেন। নইলে গোপনেই তাকে সমরখন্দে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। কেমন, ঠিক বলেছি কি জনাবালি?

মমিন। ঠিক বলেছ।

হামিদা। তা হ'লে সুলতান প্রতারণা করেছেন?

মমিন। কি রকম?

হামিদা। সুলতান-নন্দিনীর পরিবর্ত্তে অন্য কন্যাকে প্রেরণ করেছেন।

মমিন। তা করেছেন। কিন্তু তাতে সুলতানের প্রতারণা প্রকাশ পায় নি। তোমাদের প্রভুর মূর্খতা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি তোমার মত এক বাঁদীর দৃষ্টির উপর রাজ-নন্দিনীর রূপ-পরীক্ষার ভার দিয়েছিলেন। তুমিই তাকে রাজনন্দিনী ব'লে গ্রহণ করেছ। তাতে সুলতানের অপরাধ কি?

হামিদা। সেই কন্যাকেই কি আপনি নিয়ে এসেছেন জনাবালি?

মমিন। তাকেই এনেছি।

হামিদা। সে কি রাজকন্যা নয়?

মমিন। না।

হামিদা। না?

মমিন। কবার বলব? নিজের অহঙ্কারে তোমার প্রভুকে প্রতারিত করেছ তুমি।

হামিদা। তবে তাকে গোপনে রেখেছ কেন? এ কন্যা যে শাজাদী নয়, এ কথা ত আপনি এখানে সহজে গোপন করতে পারতেন। কেউ আপনার বাক্যে সন্দেহ করত না। সত্য-নির্দ্ধারণের জন্য কালিফ কাউকেও আর সমরখন্দে প্রেরণ করতেন না। তবে আপনার রাজার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে আপনি কার্য্য করছেন কেন?

মমিন। রাজা গোপন করেছেন। আমিও হয় ত গোপন করতে পারতুম। কিন্তু কন্যা গোপন করবে না।

হামিদা। কন্যা গোপন করবে না?

মমিন। কিছুতেই না। দুনিয়ার সমস্ত ঐশ্বর্য্য তার পায়ের কাছে রাখলেও সে বলবে না যে, "সে সমরখন্দের সুলতাননন্দিনী।" বালিকা তার দরিদ্র বৃদ্ধ পিতাকে কালিফের চেয়েও মহত্তর জ্ঞান করে।

হামিদা। তা হ'লে এর চেয়ে আর অধিক কি মহিমময়ী ললনাকে কালিফ মহিষীরূপে প্রত্যাশা করেন? আব্বাস।

আব্বাস। হজুরাইন।

মমিন। (নতজানু হইয়া) সম্রাট্-জননি! করলেন কি মা! বাঁদী সেজে অজ্ঞান সন্তানের কাছে অমর্য্যাদার কথা শুনলেন।

হামিদা। উঠুন সর্দ্দার, আপনার অন্তর্গৌরবে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আপনি কন্যাকে নিয়ে আসুন। শুনে রাখুন, যদি কন্যা প্রত্যাখ্যাত হয়, তা হ'লে কালিফ-জননী তার সঙ্গে তার দরিদ্র পিতার গৃহে বাঁদী হয়ে অবস্থান করবে। কেবল একটা কথা—

মমিন। হুকুম করুন হজুরাইন্।

হামিদা। আপনি কি এ কন্যার সম্যক্ পরিচয় জানেন?

মমিন। রাজকন্যা নয় কি না, জানতে চাচ্ছেন?

হামিদা। না হয়, বালিকার তাতে কোনও ক্ষতি নেই। সে কালিফ-মহিষী হয়েছে, আপনি জেনে রাখুন। আমার দৃষ্টির অহঙ্কার এখনও আমাকে বলছে, সে রাজ-নন্দিনী।

মমিন। বালিকার পিতার সঙ্গে আমার অল্প-দিনের পরিচয়। তবে এই স্বল্প পরিচয়েও তাঁকে আমি যেরূপ বুঝেছি, তাতে কালিফ আর তাঁকে যদি কখন একসঙ্গে দেখি, তা হ'লে তাঁকে আগে অভিবাদন ক'রে পরে আমি কালিফকে অভিবাদন করি। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর) তাঁরে দেখলেই মনে হয়, যেন খোদা দুনিয়ার রাজৈশ্বর্য্য সমরখন্দের সেই ক্ষুদ্র কুটীরে আবদ্ধ ক'রে রেখেছেন।

হামিদা। কে এই—মহিমময় দরিদ্র সাধু! তার নাম কি জানেন?

মমিন। আল আমীন।

হামিদা। জল্‌দি আমার মাকে নিয়ে এস। আমার দৃষ্টিশক্তি অবরুদ্ধ। সর্ব্বশরীর মুহুর্মুহুঃ প্রলয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে অবসন্ন। আমি চলতে পারছি না। নিয়ে এস সর্দ্দার! জল্‌দি আমার মাকে নিয়ে এস।

[মমিনের প্রস্থান।

আব্বাস। তাই ত মা! অদৃষ্টের এমন লীলাভিনয় ত কল্পনাতেও কখন আনতে পারি নি।

মমিন। (নেপথ্যে) আমীরণ—আমীরণ! কোথা গেলি—কোথা গেলি?

হামিদা। চুপ! লীলাভিনয় বুঝি এখনও শেষ হ'ল না!

মমিন। (নেপথ্যে) কোথা গেলি মা, কোথা গেলি? দেখে যা, সম্রাট-জননী তোকে হৃদয়ে আবদ্ধ করবার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। আমীরণ! আমীরণ!

(মমিনের প্রবেশ)

কি হ'ল মা! বালিকাকে যে দেখতে পাচ্ছি না।

হামিদা। দেখতে পেলে না?

মমিন। অন্দরের সমস্ত স্থান অনুসন্ধান করলুম। কোথাও যে তাকে দেখতে পেলুম না!

হামিদা। বালিকা কি তোমাদের ষড়যন্ত্রের কথা বিদিত ছিল?

মমিন। না—সে জানতো—আপনারই আবাহনে সে কালিকের গৃহে প্রবেশ করতে আসছে। এইখানে তার কাছে সমস্ত রহস্য-কথা প্রকাশ করেছি।

হামিদা। আব্বাস, মুক্ত হয়েও মুক্ত হলুম না। যত দিন না লিবিয়ানের উদ্ধারসাধন ও আমীরণের সন্ধান লাভ হয়, তত দিন আমার কালিকের প্রাসাদে প্রবেশাধিকার নাই। দাও সর্দ্দার, যেমন ক'রে পার, এই ভিখারিণী সম্রাট-জননীকে তাদের আলিঙ্গন ভিক্ষা দাও। দিয়ে আমাকে রক্ষা কর, সম্রাটকে রক্ষা কর, সাম্রাজ্যকে রক্ষা কর।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বসফরাস প্রণালীর তীর।

আমীরণ।

আমী। ধর্ম্ম! তোমাকে আশ্রয় ক'রে চ'লে এসেছি। কিন্তু বেরুতেই বিপুল বাধা—বসফরাসের প্রণালী! দুনিয়ার অস্তিত্বের সমস্যা তুমি মীমাংসা কর—আমার এ ক্ষুদ্র সমস্যা কি তুমি মীমাংসা করবে না?

(আজিজের প্রবেশ)

তুমি কে ভদ্র?

আজিজ। অসমসাহসিনি! তুমি কে? নির্ভয়ে বল—আমাকে তোমার হিতার্থী আত্মীয় জেনে বল।

আমী। বলতে পারি, কিন্তু কথা এত অসম্ভব যে, বললে আপনার বিশ্বাস হবে না। আপনি দয়া ক'রে আমার গন্তব্য পথ মুক্ত করুন।

আজিজ। তা পারি না, তোমার অশেষ অনুনয়েও পারি না। এই গভীর রাত্রি। তুমি এই অসম্ভব রূপবতী রমণী। পথে বেরিয়েছ, সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত নেই। এ যদি কালিকের রাজধানী না হ'ত, তা হ'লে তোমার মর্য্যাদা-রক্ষা বড়ই কঠিন হ'ত। বীরধর্ম্মী আমি, তোমাকে এরূপ অসহায় দেখে আমি কিছুতেই তোমাকে পরিত্যাগ করতে পারি না।

আমী। পরিচয় ত দিতে পারব না।

আজিজ। কেন পারবে না? আমি আত্মীয়রূপে তোমাকে সম্ভাষণ করছি, তাতেও পারবে না? বেশ, তা না পার, তোমার গন্তব্য স্থানের আভাস দাও—আমি সঙ্গে যাই।

আমী। এখানে আমার আত্মীয় কেউ নেই।

আজিজ। 'এখানে' মানে কি? এ নগরে?

আমী। এ নগরে কেন—এ দেশে। এ দেশে কেন—কালিকের রাজ্যে।

আজিজ। (স্বগত) তাই ত! এ পাগলিনী না কি? কিন্তু কথাতে ত তা বোধ হচ্ছে না!

আমী। মিয়াসাহেব! এইবারে আমার পথ মুক্ত করুন।

আজিজ। এ কথা বিবি-সাহেব, আমি যে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না!

আমী। পূর্ব্বেই ত বলেছি মিয়াসাহেব, বিশ্বাস হবে না!

আজিজ। বিশ্বাস হবে না কেন, সত্য বললেই বিশ্বাস হবে।

আমী। আপনি আত্মীয় বললেন না?

আজিজ। এখনও ত বলছি।

আমী। ঠিক?

আজিজ। ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রে যদি বলতে বল, তাও করতে প্রস্তুত আছি।

আমী। না, আর শপথ করতে হবে না। আমার বিশ্বাস হয়েছে।

আজিজ। বেশ বিবি-সাহেব, এইবারে আমার আত্মীয়তার মূল্য নির্দ্ধারণ কর।

আমী। ঐ যে এক জন লোক ঐ পথ ধ'রে ছুটে যাচ্ছে, ও কোথায় যাচ্ছে, বলতে পারেন?

আজিজ। ও দিকে ত যাবার অন্য স্থান নেই। বোধ হয়, ও প্রণালীর তীরে চলেছে।

আমী। ঐ যে আর এক জন এ দিকে চললো?

আজিজ। ও দিকে কেল্লার পথ। কালিকের কোন সেপাই বোধ হয় সহরে এসেছিল। সহরে রাত্রি ন' ঘড়ীর পর কারও বাইরে থাকবার হুকুম নেই। তাই বোধ হয়, যে যার স্থান-অভিমুখে ছুটেছে।

আমী। না।

আজিজ। হাঁ কি না, তুমি কেমন ক'রে বুঝলে?

আমী। ঐ এক জন এ দিকে আসছে।

আজিজ। ওরা কি তোমাকেই খুঁজতে ছুটাছুটি করছে?

আমী। আপনি এগিয়ে জেনে আসুন।

[আজিজের প্রস্থান।

দেখে বোধ হচ্ছে, খোদা যোগ্য আত্মীয়ই মিলিয়ে দিয়েছেন। বসফরাস প্রণালীতে ডুবে মরবার যে ভয় ছিল, এতক্ষণে সেটা ঘুচে গেল। এর সাহায্যে যদি একবার কোনও ক্রমে প্রণালীটা পার হ'তে পারি, তা হ'লেই পিতার কাছে ফিরে যাবার আশা। পরপারে আবার আত্মীয় জোটে, খুব ভাল; না জোটে, খোদার নাম সম্বল ক'রে পথ চল্‌ব। তার পর নসীবে যা থাকে। এখন সে কথা ভাববার প্রয়োজন নেই।

(আজিজের পুনঃ প্রবেশ)

আজিজ। (অভিবাদন করিয়া) সুলতান-নন্দিনি!

আমী। (হস্তকম্পনে) না।

আজিজ। 'না' বললে আমি ত শুনব না।

আমী। না আত্মীয়, আমি সুলতান-নন্দিনী নই।

আজিজ। আপনি ত সমরখন্দ থেকে এসেছেন?

আমী। এসেছি।

আজিজ। যে জন্ম আপনি ইস্তাম্বুলে আবাহিতা, তা ত আপনি জানেন?

আমী। জানি। আমি কালিফের মহিষী হ'তে এসেছিলুম।

আজিজ। তার পর?

আমী। এখানে এসে জানলুম, আমাকে আবাহন করে নি। আমাকে রাজকন্যা মনে ক'রে আবাহন করেছে। কিন্তু আমি রাজকন্যা নই।

আজিজ। তাই বুঝি বাদশার লোকে তোমাকে গ্রহণ করলে না?

আমী। তারা এখনও জানে না। তারা যে জানে না, এ বোধ হয়, আপনিও বুঝতে পেরেছেন। নইলে ফিরে এসে আপনি আমাকে সুলতান-নন্দিনী বল্‌বেন কেন?

আজিজ। বুঝতে পেরেছি, এখনও কালিফের লোকে এ কথা জানে না।

আমী। তাদের এ প্রতারণার কথা জান্‌বার পূর্ব্বেই আমি ইস্তাম্বুল পরিত্যাগ করব।

আজিজ। এ প্রতারণা করলে কে?

আমী। আর যে করুক, আমি করি নি—করব না।

আজিজ। সুলতান-নন্দিনী এ কথা জানেন?

আমী। আমি তাঁকে কখনও দেখি নি।

আজিজ। সুলতানের বাড়ী দেখেছ?

আমী। সেইখান থেকেই ত আমি আস্‌ছি।

আজিজ। প্রতারণার ব্যাপারটা কি একটু অনুমানও করতে পার নি?

আমী। কেমন ক'রে করব, আর কখন্ করব? এখান থেকে পূর্ব্ব-কালিফের এক বাঁদী গিছল। সমরখন্দের রাণী তাকে আমাকে দেখান। বুড়ী—দেখেই কালিফের ঘরণী হবার জন্য আমাকে আবাহন করেছিল।

আজিজ। তবে তুমি চ'লে যাচ্ছ কেন? কালিফের ঘরণী হ'তে একমাত্র ত তোমারই অধিকার।

আমী। তা হ'লে সুলতান-নন্দিনীর কি হবে?

আজিজ। তার কি হবে না হবে, তোমার জানবার প্রয়োজন কি?

আমী। তা কি হয়! আমি এখানে এসে শুনলুম, সে মহিষী হবার জন্য ব্যাকুল-প্রত্যাশিনী হয়ে ব'সে আছে।

আজিজ। না না, এ রকম পাগলের মত ব্যবহার ক'র না। তুমি ফেরো।

আমী। না আত্মীয়, আমি ফিরব না।

আজিজ। তোমার এ একগুঁয়েমীর মানে আমি বুঝতে পারছি না।

আমী। সুলতান-নন্দিনীর মতন ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব ত আমার নিশ্চয়ই নেই। আমি দরিদ্র ভিখারীর কন্যা। এর ওপর সুলতান-নন্দিনীর মত যদি আমার রূপ না থাকে?

আজিজ। এর চেয়ে রূপ যে কেমন ক'রে বেশী থাকতে পারে, তা ত আমার ধ্যানেও আমি আবিষ্কার করতে পারছি না।

আমী। আপনার ধ্যান ত আর কালিফের নয়।

আজিজ। তা যা বলেছ, আমার এ পথচারীর চক্ষু। নৈশ প্রকৃতির মাদকতা-মাখা কুহকারে দৃষ্টি আমার কিছু অধিক উল্লাসময় হয়েছে। তোমার এ অপরূপ মূর্ত্তি সেই দৃষ্টির সম্মুখে এক অভাবনীয় অচিন্তনীয় রূপকথার মত আবছায়ার আবরণ ভেদ ক'রে সহসা দিব্য রূপে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাতেই বা কি সুন্দরি!

আমী। আত্মীয়া বলুন।

আজিজ। আত্মীয়া দেখতে কুৎসিতও হয়, সুন্দরীও হয়।

আমী। কি বলছিলেন,—বলুন।

আজিজ। আমি ঐ লোকগুলোর মুখে শুনলুম, ওরা কালিফ-জননীর আদেশে তোমার অনুসন্ধান কচ্ছে। কালিফকে তার প্রজারা মাতৃ-ভক্ত ব'লেই বিশ্বাস করে। কালিফ-মাতা তোমাকে গ্রহণ করলে, কালিফ তোমাকে গ্রহণ না ক'রে থাকতে পারবেন না। মাথা হেঁট ক'রে ভাববার আর প্রয়োজন নেই। এস, তোমাকে কালিফ-জননীর হাতে উপ-ঢৌকন দিয়ে আসি। দানের সঙ্গে সঙ্গে আমার আত্মীয়তার মূল্য নিরূপিত হ'ক।

আমী। আপনার আত্মীয়তা অমূল্য।

আজিজ। প্রশংসাবাক্য ওষ্ঠাধরে চেপে কিছুক্ষণ নীরবে আমার অনুসরণ কর। চল, আবার দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

আমী। ক্ষণেক অপেক্ষা করুন।

আজিজ। আর ইতস্ততঃ করছ কেন? শোন,—আমার এ আত্মীয়তা যদি তোমার হৃদ্‌গত ব'লে বিশ্বাস হয়, তা হ'লে শোন,—আমি স্থির বলছি, মাতৃভক্ত কালিফ তোমাকে নিশ্চয় মহিষীরূপে গ্রহণ করবেন।

আমী। তা বিশ্বাস করেছে। তবে গিয়ে লাভ কি?

আজিজ। লাভ কি! কালিফের মহিষী হবে, দুনিয়ার ঈশ্বরী হবে, এর চেয়ে এ দুনিয়ায় আর কি লাভের প্রত্যাশা কর?

আমী। তা ঠিক। কিন্তু দুনিয়ার ঈশ্বরী হ'লে কি আমি সর্ব্বসুখেরও ঈশ্বরী হ'ব?

আজিজ। ও! তুমি কালিফকে চাও না।

আমী। কালিফকে চায় না, বিশেষতঃ বর্ত্তমান সর্ব্বগুণবান্ কালিফকে চায় না, এমন উন্মাদিনী দুনিয়ায় আছে?

আজিজ। তবে?

আমী। আমার অত ভাগ্যে প্রয়োজন নাই আত্মীয়! আপনি আমাকে প্রণালী পারের সাহায্য করুন।

আজিজ। যাবে না?

আমী। না।

আজিজ। বেশ, চল। তা হ'লে শুধু প্রণালী-পারের কথা কেন—কোথায় যেতে হবে বল।

আমী। সে যে অনেক দূর আত্মীয়!

আজিজ। অনেক দূর কেন অসীম দূর। সমরখন্দ—এখান থেকে প্রায় হাজার ক্রোশ। তুমি কি পায় হেঁটে সেই অসীম পথ একা যেতে চাও?

আমী। যাবার জন্ত ত এই একা বেরিয়েছি। বেরুতে না বেরুতে খোদা পথে আপনার মত মহৎ আত্মীয় দিয়েছেন। পার ক'রে দিন। আবার আত্মীয় জোটে ভালই, না জোটে একা যাব।

(সহসা চন্দ্রোদয়)

আজিজ। (স্বগত) তাই তো—এ কি! এ কি অদ্ভুত সাদৃশ্য! এ যে জেলাল অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-ময়ী রমণী-মূর্ত্তি ধারণ ক'রে চোখের সামনে ফুটে উঠ্‌লো! চিররহস্যময়ী মায়া-প্রকৃতি ধীরে ধীরে তার আঁধার অবগুণ্ঠন উন্মোচন ক'রে অপাঙ্গের ইঙ্গিতে সহসা এ কি অপূর্ব্ব সত্যালোকের আভাসে আমার ভবিতব্যতা প্রদীপ্ত ক'রে তুললে! এ আলোক-প্রভায় যে আমার আঁখি সহ্য করতে পারছে না! আমি যে মস্তিষ্ক স্থির রাখতে পারছি না!

আমী। এ কি আত্মীয়! আপনাকে বিচলিত দেখছি কেন?

আজিজ। আর আমাকে আত্মীয় ব'ল না লক্ষি-মণি! আমাকে গোলাম বললেই আমার যোগ্য অভিধান হয়। তবে যদি মেহেরবানী ক'রে আমাকে এখনও তোমার আত্মীয় বলতে হয়, তা হ'লে আমার আত্মীয়তা কাণাকড়ির মূল্যে বিক্রয় ক'র না। আমাকে দিয়ে এই ক্ষুদ্র প্রণালীটি পার করিয়ে, আমাকে দূর ক'রে দিও না। আমি সম্মুখস্থ এই অনন্ত পথে তোমার সঙ্গ-স্বর্গ উপভোগ ভিক্ষা করি, তোমার নাম কি জিজ্ঞাসা করতে পারি?

আমী। আমীরণ।

আজি। আমীরণ! প্রতিজ্ঞা করছি, দৃষ্টি ভূমি-সংলগ্ন করব। গোলামের যে ব্যবহার তার প্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা মনোজ্ঞ হয়, সারা পথ তোমার সঙ্গে সেই ব্যবহার করব। তুমি করুণা ক'রে তোমার পবিত্র পিতার পদপ্রান্ত-সমীপে আমাকে উপস্থিত কর।

আমী। এস করুণাময় পরমাত্মীয়, আমি তোমার অভিভাবকত্বে আত্ম-সমর্পণ করি।

চতুর্থ অঙ্ক

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

সমরখন্দ—প্রাসাদ-কক্ষ

বাঁদী ও জুবেদা।

বাঁদী। এ কি রকম হ'ল, রাণি! সহসা রাজার মতির এমন পরিবর্ত্তন হ'ল কেন?

জুমেলা। সাত দিন রাজা আমার মহলে আসেন নি ব'লে কি এ কথা বলছিস্?

বাঁদী। রাজকার্য্য করতে করতেও দিনের মধ্যে পাঁচ বার যিনি আপনাকে দেখে যেতেন, তিনি আজ সাত দিন আপনার সঙ্গে দেখা করেন নি। রাজার এ রকম ভাব ত আমরা স্বপ্নেও মনে করতে পারি নি।

জুমেলা। তোদের কি মনে হয়? আমি কি রাজার প্রীতি হারালুম?

বাঁদী। সেটা মনে করতেও বুক কেঁপে ওঠে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাই দেখ্ছি। শুনলুম, রাজা প্রমোদাগারে নর্ত্তকীর মোহে আবদ্ধ হয়ে সাত দিন সেখানে অতিবাহিত করছেন।

জুমেলা। তা সত্য।

বাঁদী। এ সমস্ত জেনেও আপনি এই রকম নিশ্চিন্ত! হাস্ছেন কি হজুরাইন—মস্তিষ্কের বিকার না হ'লে ত মানুষে এরূপ দুর্দ্দশায় হাস্তে পারে না।

জুমেলা। বিকারই বল আর যাই বল, আমার এ কথা শুনে কেবল হাসিই পাচ্ছে। শুধু আমি কেন, সমরখন্দবাসী সকলেই আমার এই অবস্থায় হাস্ছে। বাঁদী, এক্টা প্রশ্ন কর্ব—সাহস ক'রে তার সত্য উত্তর দিতে পারবি?

বাঁদী। দোহাই রাণী, কি প্রশ্ন করবেন, বুঝতে পেরেছি,—এ বাঁদী সুখী হয় নি।

জুমেলা। তা হ'লে এক জন—সমরখন্দে শুধু এক-জন অসুখী। আর সব সুখী, কিন্তু একা তোর অসুখী থাকা ত উচিত নয়, সখি! তুইও আনন্দ কর্। আজ এক নর্ত্তকীর একায়ত্ত করা সম্পত্তি আর এক নর্ত্তকীতে কেড়ে নিয়েছে, তুইও আনন্দ কর।

বাঁদী। আনন্দ করব?

জুমেলা। নিশ্চয়। আমি আনন্দ করছি, তুই করবি না?

বাঁদী। আপনি কেমন ক'রে আনন্দ করতে পারেন, আমি ত ধারণাতে আন্তে পার্ছি না।

জুমেলা। ইস্তাম্বুল থেকে সেই যে এক বাঁদী এসেছিল দেখেছিস্? সেই বাঁদীই আমাকে যাবার সময়, এই আনন্দ দিয়ে গেছে। বাঁদী! ঠিক বল্—আমার মনঃক্ষোভের ভয়ে মিথ্যা বলিস্ নি, একটা কুল-গৌরবহীনা নর্ত্তকী যদি সমরখন্দের রাজান্তঃপুর চিরদিনের জন্য অধিকার ক'রে থাকে, সেটা কি সুলতানবংশের গৌরবের কথা?

বাঁদী। না।

জুমেলা। এ তোরা জান্তিস্?

বাঁদী। জানতুম।

জুমেলা। এখন তোদের অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু প্রথম যে দিন তোরা আমার কাছে মাথা হেঁট করেছিলি, সে দিন তোদের দুঃখের অবধি ছিল না—উত্তর দে।

বাঁদী। দোহাই রাণী—আমি তুচ্ছ বাঁদী।

জুমেলা। এক জন তুচ্ছ বাঁদী—আর এক জন তার চেয়েও তুচ্ছ, নর্ত্তকী। ভয় কি? উত্তর দে।

বাঁদী। যা বলছেন সত্য। যে দিন আপনি রাণীর বেশে এ প্রাসাদে প্রথম প্রবেশ করেন, তখন আমার মর্ম্মজ্বালার অবধি ছিল না। রাণি! আমি ক্রীতদাসী বটে, কিন্তু আমারও পিতৃ-পরিচয় দেবার সাহস আছে।

জুমেলা। সমরখন্দবাসীর সেই মর্ম্মজ্বালার অব-সানের দিন এসেছে। তাই আমার আনন্দ।

বাঁদী। না রাণী, এখন ত আমার সে মতি নেই! এখন আমি আপনাকে দেখে উল্লাসে মস্তক অবনত করি। আপনার সঙ্গের তুল্য এখন আমার প্রিয়তর বস্তু আর নেই।

জুমেলা। কিন্তু সখি, উপায় নেই। তোদের প্রতি করুণা ক'রে খোদা এক বাদশাজাদীকে এ নর্ত্তকীর মুণ্ডপাত করতে পাঠিয়েছেন।

বাঁদী। বাদশাজাদী?

জুমেলা। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাদশা মালিক—তাঁর কন্যা, কবুক সই—এ নাচওয়ালীর মুণ্ডপাত হ'তে যে কটা দিন বাকী আছে, সে কটা দিন আর একটা নর্ত্তকী রাজসঙ্গসুখ ভোগ করুক। মুখ ম্লান ক'রে এ আনন্দের বিরোধী হ'স্ নি।

বাঁদী। তা হ'লে তোমার কি হবে রাণী?

জুমেলা। তাই ত, আমার কি হবে! মনে ছিল না সই, মনে ছিল না। বাদশাজাদী যেই আসবে, অমনি রাজার চুলের মুঠি ধ'রে তাঁকে এই প্রাসাদে এনে উপস্থিত করবে। তা হ'লে এ নাচওয়ালী কোথায় যাবে? (নেপথ্যে সায়েস্তা খাঁকে দেখিয়া) চুপ, নাচওয়ালী কোথায় যাবে, তার মীমাংসা হবার সময় এসেছে। বাঁদী, একটু অন্তরালে অপেক্ষা কর।

[বাঁদীর প্রস্থান।

(সায়েস্তা খাঁর প্রবেশ)

জুমেলা। সেলাম উজীর সাহেব!

সায়েস্তা। সেলাম—সেলাম। মাফ কর রাণি!

আমি অন্যমনস্ক হয়েছিলুম। তোমাকে দেখতে পাই নি—সেলাম সেলাম।

জুবেদা। হঠাৎ আজ এমন সময়ে গরীব বোনটিকে মনে প'ড়ে গেল কেন ভাই ?

সায়েস্তা। তুমি কি আমার গরীব বোন! ছিলুম বটে, এক সময় দুটি গরীব ভাই বোন। কিন্তু রাণী, মেহেরবান খোদা আর ত তোমার সে অবস্থা রাখেন নি। এখন তুমি মুলুকের মালিকনী। গরীব বটে আমি। তোমার কৃপায় উজীরী পেয়েও আমার দৈন্য ঘুচলো না, কি জানি, নসীবের কি দোষে তোমার মত স্নেহের বোনটি আমার পর হয়ে গেছে।

জুবেদা। কি জন্য এসেছ বল।

সায়েস্তা। বলছি বলছি, আমার ওপর ক্রোধ ক'র না ভগিনি! রাজা তোমার সম্বন্ধে একটু উদাসীন হয়েছেন ব'লে আমি একেবারে ম'রে আছি। কেমন ক'রে তোমাকে মুখ দেখাব, তাই ভেবে এখানে আসতে পারি নি।

জুবেদা। রাজার কথা তুলছ কেন ভাই ? আমি ত তাঁর কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নি।

সায়েস্তা। তুমি জিজ্ঞাসা না করলেও তোমার ভেতরে কি হচ্ছে, আমি ত তা বুঝতে পারছি!

জুবেদা। তুমি কিছুই বুঝতে পার নি।

সায়েস্তা। খুব বুঝতে পেরেছি। মর্ম্মভেদ হ'য়ে যাচ্ছে ভগিনি! তোমার মতন সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা স্ত্রী পরিত্যাগ ক'রে রাজা কি না—কতকগুলো কি—না জানে নাচতে, না জানে গাইতে—আরে আল্লা—মর্ম্মভেদ হ'য়ে যাচ্ছে!

জুবেদা। মর্ম্মভেদ হয় নি সায়েস্তা খাঁ! তবে আমার মর্ম্মভেদ করবার জন্যই তুমি এই সমস্ত কথা আমাকে শোনাচ্ছ। তোমার এবং তোমার বংশের মঙ্গলের জন্য আমি তোমাকে যে সদুপদেশ দিয়েছি, তুমি সে কাজটা আমার শত্রুতা মনে ক'রে, রাজাকে আয়ত্ত করবার জন্য গোপনে গোপনে এই নীচ উপায় অবলম্বন করেছ। আমোদপ্রিয় রাজাকে কতকগুলো কুহকীর বেষ্টনে ফেলে আমা হ'তে বিচ্ছিন্ন করেছ। তা বেশ করেছ। তবু শোন—এখনও যদি আমাকে আত্মীয়া ব'লে সামান্যমাত্রও তোমার বিশ্বাস থাকে, তা হ'লে শোন—

সায়েস্তা। আত্মীয়া! তা হ'লে শোন রাণী—এখানে যাদের কাছে কস্মিন্‌কালেও আত্মীয়তার প্রত্যাশা করি নি, তারাও আমাকে আত্মীয়তা দেখাচ্ছে।

জুবেদা। কেবল শত্রুতা করছি—আমি ?

সায়েস্তা। রাজকন্যার সঙ্গে দানিয়েলের বিবাহে আমার চিরশত্রু ওমরাওরা পর্য্যন্ত মত দিলে। এক তুমি—মত দেওয়া দূরে থাক্, যাতে কোনও ক্রমে এ বিবাহ না হয়, কেবল তারই ষড়যন্ত্র করছ।

জুবেদা। কেউ মত দেয় নি সায়েস্তা খাঁ। এক মুগ্ধ রাজা ছাড়া আর কেউ এ হীন বিবাহ সম্বন্ধে মত দেবে না। ওস্তাদ, সারেং ছেড়ে উজীরী করতে এসে তুমি তোমার প্রকৃতি হারিয়ে ফেলেছ। তোমার সে পূর্ব্ববুদ্ধির ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও তোমাতে আর অবশিষ্ট নেই। থাকলে—আমার প্রকৃতি, আমার শক্তি জেনেও—তুমি সান্ত্বনার ছলে আমাকে তীব্র রহস্য করতে আসতে না।

সায়েস্তা। আর তুমিও যদি নিজের অবস্থা সম্যক্ বুঝতে, তা হ'লে কার মুখে কি একটা জন্ম সম্বন্ধে বাজে কথা শুনে এতটা আত্মহারা হ'তে না। তুমি সে দিনের কথা সব ভুলে গেছ।

জুবেদা। ভুলে যাব কেন, সব মনে আছে।

সায়েস্তা। আমি তোমাকে এখানে সঙ্গে ক'রে না আনলে—

জুবেদা। সমরখন্দের সিংহাসন আমার লাভ হ'ত না। সে কথা সব আমার মনে আছে। যদিও জানি, তুমি নিঃস্বার্থ ভালবাসার জন্য আমাকে সমরখন্দ আন নি, আর আমাকে আনবার জন্য তুমি আশাতিরিক্ত লাভবান্ ভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত হও নি, তথাপি আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা ভুলতে পারি নি।

সায়েস্তা। (হাস্য করিয়া) কৃতজ্ঞতা ?

জুবেদা। কৃতজ্ঞতা। শুধু সেই জন্যই আমি তোমাকে এবং তোমার পুত্রকে রক্ষা করতে তোমার নির্ব্বুদ্ধিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছি।

সায়েস্তা। তা হ'লে বাধ্য হয়ে আমাকে সত্য কথা কইতে হ'ল। জুবেদা! আমাকে রক্ষা করতে হবে না। তুমি এখন নিজের রক্ষার চেষ্টা কর। শোন, এবারে যে দিন রাজা এ প্রাসাদে প্রবেশ করবেন, সে দিন জানবে—আবার তুমি পথে পরিত্যক্তা নর্ত্তকী। কালিফ-জননী রাজাকে পত্রে জানিয়েছেন, রাজা যেমন তাঁকে অপূর্ব্ব রাজকন্যা পুত্রবধূ দিয়েছেন, তিনিও তেমনি তাঁর এক কন্যাকে দান করতে প্রস্তুত আছেন।

জুবেদা। কি বললে ?

সায়েস্তা। বুঝতে পারলে না ? এবারে কালিফ-কন্যা হবেন—সমরখন্দের সুলতানা। রাজা সম্মতি জানিয়ে দূত পাঠিয়েছেন।

জুমেলা। তা হ'লে তোমার অবস্থা কি হবে? সে ত নর্ত্তকীর পুত্রকে উজীর রাখবে না।

সায়েস্তা। না রাখে, আমি আবার হব নাচ-ওয়ালীর সারংগার।

জুমেলা। তা হ'লে মূর্খ সায়েস্তা! আর দেরী করছ কেন, এখনি ঘরে গিয়ে জীর্ণ পরিত্যক্ত যন্ত্রের সংস্কার কর। তা হ'লে বিভাসের ঝঙ্কারে নিদ্রিত সমরখন্দের হৃদয়ে করুণ-রসের প্রবাহ ঢেলে দিয়ে প্রভাতের পূর্ব্বেই দুই ভাই-বোন যেখানে দু'চোখ যায়—চ'লে যাই। আভিজাত্যের মর্ম্ম তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না।

সায়েস্তা। সেটা নাচওয়ালীই বুঝি বিলক্ষণ বুঝেছে?

জুমেলা। বিলক্ষণ বুঝলে কি নাচওয়ালীর ছেড়ো আজ তুমি আমার সম্মুখে এমন ক'রে মাথা তুলে অমর্যাদার কথা কইতে পারতে?

সায়েস্তা। মাফ কর রাণী, মাফ কর। অন্যায় করেছি।

জুমেলা। যাও—মাফ নয়। তীব্র রহস্য করতে গিয়ে তুমি আজ আমাকে যে আনন্দ দিয়েছ, তাতে তোমাকে পুরস্কৃত করাই আমার কর্ত্তব্য। আজ যাও, অসম্পূর্ণ আনন্দে তোমাকে আজ কিছু দিতে পারলুম না। যে দিন রাজা কালিফ-কন্যার হাত ধ'রে সগর্ব্বে এই গৃহে প্রবেশ ক'রে নাচওয়ালীর মুণ্ডপাত করবে—নিমন্ত্রণ করবেন ওস্তাদ! সেই দিন তোমার এই পূর্ব্ব প্রিয় ভগিনীকে একবার দেখতে এস।

সায়েস্তা। ক্ষেপে গেছে—ক্ষেপে গেছে, কেন—কিসের জন্য বসরাবীর কন্যার সহসা এত পরিবর্ত্তন—কিসে হ'ল? যার জন্যই হ'ক, নাচওয়ালী ক্ষেপে গেছে।

[প্রস্থান।

জুমেলা। মূর্খ উজীর বুঝতে পারলে না যে, এ কালিফ-কন্যা কে? তা না বুঝুক, আমি ওর উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। বুঝেছি, উজীরও আমার জন্ম-রহস্য জানে না। যাক্ দেখছি—মা ইস্তাম্বুলে ফিরে গিয়েও এ অভাগিনী কন্যাকে ভোলেন নি জুমেলা! আজ বড় আনন্দের দিন—বাদশা-জাদীর জন্ম দিন—আনন্দ কর—আনন্দ কর।

গীত।

আঁখির ছলনা নিয়ে এসেছিলি ছদ্মবেশে।
ভুলাতে নাগরে তোর আপনি ভুলিলি শেষে।
গেয়ে নে বিহগী আজ বিদায়ের শেষ গান,
ফুটেছে প্রভাতী ফুল, মোহ-নিশা অবসান;
ঘর হ'ল বাসা-বাড়ী বাসা তোর হ'ল ঘর,
পর হ'ল আপনার আপনি সে হ'ল পর;
যারে জ্বালাময়ী স্মৃতি, ল'য়ে তোর কোলাহল;
রেখে যা রেখে যা শুধু দুই ফোঁটা আঁখিজল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

আজিজ ও মুতাজেদ

আজিজ। উদ্ধার করতে পারেন নি?

মুতা। উদ্ধার ক'রেও উদ্ধার করতে পারি নি। মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে এত দ্রুত যুবক সে স্থান ত্যাগ করলে যে, দেখতে দেখতে সে আমাদের দৃষ্টিপথ অতিক্রম ক'রে চ'লে গেল।

আজিজ। তার পর?

মুতা। তার পর আবার কি?

আজিজ। কোথায় চ'লে গেল খোঁজ করলেন না?

মুতা। খোঁজ করবার প্রয়োজন বুঝলুম না।

আজিজ। প্রয়োজন বুঝলেন না?

মুতা। না! আমার অনুরোধ সত্ত্বেও যখন যুবক ফিরলো না, তখন তার অনুসরণ আমি যুক্তিযুক্ত মনে করলুম না। তার মনে যদি বংশযোগ্য বীরত্বের অভিমান থাকে, তা হ'লে তার অনুসরণ ধৃষ্টতা। আর যদি তাতে বীরত্বের লেশ না থাকে, তা হ'লে তার অনুসরণ বিড়ম্বনা।

আজিজ। বা! বা! কি সুন্দর যুক্তি!

মুতা। সুন্দর যুক্তি নয় জাঁহাপনা?

আজিজ। অপূর্ব্ব! এখন বুঝছি, যেটুকু আপনার বুদ্ধি ছিল, পিতার রাজ্যকালের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সেটুকু শেষ হয়ে গেছে।

মুতা। এইটেই বুঝি আপনার বুদ্ধিতে স্থির হয়ে গেল?

আজিজ। বিন্দুমাত্র ভ্রম হয় নি। জেলার মুক্ত হয়েছে স্থির বুঝে, আমি আপনার একান্ত আগ্রহে এ স্থান ত্যাগ করেছিলুম।

মুতা। বুদ্ধিহীন জানলে আর তা করতেন না?

আজিজ। এখন বুঝছি, আপনার কথায় স্থান ত্যাগ ক'রে অন্যায় করেছি।

মুতা। বেশ, আপনি যখন এসেছেন, তখন আপনিই তাকে মুক্ত করুন।

আজিজ। নিশ্চয় কর্ব। যখন জেনেছি, তখন কি তাকে অমুক্ত রেখে চ'লে যাব? কিন্তু—

মুত্তা। আর কিছু করবেন না জাঁহাপনা। আপনি বল্লেন এক বালিকাকে সঙ্গে রেখে আপনি আবদ্ধ। যে সরাইয়ে তাকে রেখে এসেছেন, সেখানে আমি যাচ্ছি। যতক্ষণ আপনি না ফেরেন, ততক্ষণ আমি তার ভার গ্রহণ কচ্ছি।

আজিজ। কোথায় যুবক আছে আপনি জানেন?

মুত্তা। আমার চেয়ে আপনি বেশী জানেন। সে যাবার সময় ব'লে গেছে, আমার চেয়েও দুঃখী এক জনকে আমি মুক্ত করতে চল্লুম। যত দিন সে অমুক্ত থাকবে, তত দিন আমারও মুক্তি নেই। আর এই কথা আপনাকে বলতে সে অনুরোধ ক'রে গিয়েছে। বলে গিয়েছে, এই কথা বল্লেই আপনি সব বুঝতে পারবেন।

আজিজ। বুঝেছি। তা হ'লে এখনি সেই বালিকার ভার গ্রহণ করুন।

মুত্তা। বেশ, যতক্ষণ না ফেরেন, ততক্ষণ আপনার সঙ্গিনীর ভার গ্রহণ করব। আর যদি না ফেরেন, সে যেখানে নিয়ে যেতে বলে, সেইখানেই নিয়ে যাব।

আজিজ। না ফেরেন বলছেন—ব্যাপার কি?

মুত্তা। এখন আপনি গিয়ে নিজে ব্যাপার বুঝুন। আমাকে আর জিজ্ঞাসা করবেন না।

আজিজ। বেশ, তাই চল্লুম।

[প্রস্থান।

(আব্বাসের প্রবেশ)

মুত্তা। এ কি আব্বাস, তুমি এখানে! এই যে জাঁহাপনার কাছে শুনলুম, তিনি একা তাঁর সঙ্গিনীকে নিয়ে এখানে এসেছেন।

আব্বাস। কালিফ-জননী ও আমি তাঁর সঙ্গিনীর অনুসরণ করেই এখানে এসেছি। জাঁহাপনা এ কথা জানেন না। মায়েরও ইচ্ছা নয় যে, তিনি এ কথা এখন জানতে পারেন। বোধ হয়, ওদের প্রেমের গভীরতা পরিমাপ করাই তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু হুজুরালি! আপনি এ কি ক'রে বস্লেন! একটা সামান্য কথায় ক্রোধে আত্মহারা হ'য়ে আপনি জাঁহাপনাকে একলা জুম্মাবিবির বাগানের দিকে যেতে দিলেন! আপনার এত চেষ্টায় রক্ষিত পরলোকগত মহান্ কালিফের প্রতিষ্ঠা দেখছি আপনা কর্তৃকই নষ্ট হ'ল। বাদ্সা আজ নিশ্চয়ই জুম্মাবিবির বাগানে প্রবেশ করবেন। তার ফল কি হবে উজীর সাহেব?

মুত্তা। ভয় কি আব্বাস! এ কাজ খোদা করেছেন, নইলে আমার মনে আজ হঠাৎ অভিমান জেগে উঠ্বে কেন? তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর, আমি জাঁহাপনার সঙ্গিনীর ভার নিতে চল্লুম।

[প্রস্থান।

আব্বাস। এ বিপদ থেকে জাঁহাপনাকে মুক্ত করতে হ'লে স্বয়ং সম্রাট্-জননীকে আজ কসবির গৃহে প্রবেশ করতে হয়। সন্ধান পেয়েছি, লিরিয়ান বেগমকে দুরাত্মারা এইখানে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে। এ স্থান থেকে তাঁকে উদ্ধার করতে এক কালিফ-জননী ভিন্ন আর কারো সাধ্য নয়। তাই ত, কি করি! মহাত্মা কালিফের এ অপূর্ব্ব যশ-প্রতিষ্ঠা এক দিনে এ বন-কূপে সমাহিত হয়ে যাবে! যাই, কালিফ-জননীকে এ সংবাদ দিই গে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

জুম্মাবিবির উদ্যান-পার্শ্ব

জেলাল ও আজিজ

জেলাল। ঠিক—ঐখানে—ঐ বেড়ার ও পারে। রোজ এমনি সময়ে তাকে দেখতে পাই। কাল আমি কেবল দেখি নি। আস্তে পারি নি, তাই দেখি নি।

আজিজ। কই, আজ ত সে আসে নি।

জেলাল। আসে নি—আস্বে।

আজিজ। ঠিক আস্বে?

জেলাল। ঠিক আসবে। তুমি এই চুবড়ী হাতে নিয়ে এইখানে দাঁড়িয়ে থাক। আমি একবার বেড়া পার হয়ে দেখি।

আজিজ। রোজ রোজ পরের বাগানে লুকিয়ে লুকিয়ে ঢুকছ, তোমার সাহস ত কম নয়।

জেলাল। আমি ত আর চুরি করতে ঢুকি না।

আজি। চুরি করবার মতলবে ত ঢোক। চুরি করতে পারছ না, তাই চুরি কর্‌ছ না।

জেলাল। (সক্রোধে) কি বললে?

আজিজ। চট্‌ছ কেন? নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর না। তুমি কি রোজ রোজ সখ ক'রে এই কাঁটার

ভেড়া পার হবে? যাকে ফল দিচ্ছ, তাকে পাওয়া কি তোমার উদ্দেশ্য নয়?

জেলাল। দোস্ত—দোস্ত, জীবন দিয়েছ—মুক্তি দিয়েছ—দিয়ে উৎপীড়নে আমাকে মেরে ফেল না। আমি রাখাল—আমি রাখাল।

আজিজ। এখন যদি কেউ তোমাকে বলে—তুমি রাখাল নও?

জেলাল। কে বলবে—কে বলবে?

আজিজ। যে বলবে আমি তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাচ্ছি। ও কি! পালাবার চেষ্টা করছ কেন—ভয় কি! দোস্ত বলেছ, তাই বল। বেশ দোস্ত না হই—দুস্‌মন ত নই! আমি কি তোমাকে বিপদে ফেলব?

জেলাল। আমি কারও কাছে যাব না।

আজিজ। না যাও, তাকে তোমার কাছে এনে দিচ্ছি।

জেলাল। (অন্যমনস্কভাবে) কি বলছ—কি বলছ? কাকে—কোথা থেকে—কেন? (মুহুর্মুহু উত্তানাভিমুখে দৃষ্টি)।

আজিজ। বুঝতে পেরেছি—বুঝতে পেরেছি। সে আসে নি—সে এখনও আসে নি। এলে আমিও দেখতে পাব। দেখতে পেলেই তোমাকে আমি বলব। দাও, আমার দিকে চেয়ে কথা কও। আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তার উত্তর দাও।

জেলাল। বল।

আজিজ। কত দিন তোমাদের দু'জনের দেখা-সাক্ষাৎ হয়?

জেলাল। (হাস্য করিয়া) দেখা-সাক্ষাৎ?

আজিজ। হাস্‌লে যে?

জেলাল। সাক্ষাৎ হয়েছে—দেখা হয় নি।

আজিজ। মিথ্যাবাদী।

জেলাল। মিথ্যাবাদী! মুক্তিদাতা! অন্যে এ কথা বললে তখনি তাকে শাস্তি দিতুম।

আজিজ। বিশ্বাস হ'ল না যে বন্ধু! শুধু আমি কেন, এ কথা দুনিয়ার কেউ বিশ্বাস করবে না।

জেলাল। না করে—আমার বয়ে গেল। আমি যা সত্য তাই বলছি।

আজিজ। দেখ নি?

জেলাল। ক'বার বলব?

আজিজ। কথা?

জেলাল। না।

আজিজ। তুমি কও নি, না সে কয় নি?

জেলাল। সে কয় নি। আমিও কই নি। প্রথম দিন দু'একটা কথা কয়েছিলুম।

আজিজ। তা হ'লে ইসারাতেই প্রেম চালাচালি হয়েছে।

জেলাল। তুমি মূর্খ। শুনছ, আমি তার মুখ চোখ এ পর্য্যন্ত দেখি নি, তখন তার ইসারা দেখব কেমন ক'রে। দেখছি কেবল একটা কাপড়ে ঢাকা জন্তু, আর তার একখানা হাত—তাও আবার দস্তানা দি'য় ঢাকা। কিন্তু ভাই, শুধু তারই জন্যে এখানে আটকে আছি। লোকের বাড়ী মজুরী ক'রে তার ফল যোগাচ্ছি। কারণ বুঝেছি—সে আমার চেয়ে দুঃখী।

আজিজ। বটে! এ রকম অলৌকিক প্রেম ত কখন দেখি নি।

জেলাল। প্রেম! সে কি বোঝ প্রেম কি? দুঃখীর সঙ্গে দুঃখীর যাতনার বিনিময়। এই কি প্রেম?

আজিজ। তা তাই জানি না। যাতনার বিনিময় কি যাতনার নিমন্ত্রণ—তা বলতে পারি না, তবে তোমাতে যে সব লক্ষণ দেখছি, তাতে আমার মনে হচ্ছে, তুমি তাকে ভালবেসে ফেলেছ।

জেলাল। ভালবেসে ফেলেছি?

আজিজ। কিন্তু জেলাল! এ ভালবাসা বিচিত্র! সে কে—কি—কি রকম বস্তু—কিছুই তুমি জান্‌লে না, অথচ ভালবাসলে! বন্ধু! তোমার এ অবস্থায় আমি সন্তুষ্ট হ'তে পারলুম না। এর চেয়ে পূর্ব্বে যে অবস্থায় তোমাকে দেখেছিলুম, সে অবস্থা তোমার ছিল ভাল।

জেলাল। বল কি? তা হ'লে কি আর আমি ফল নিয়ে তার কাছে যাব না?

আজিজ। কাপড় ঢাকা জন্তুটির ক্ষুধা নিবারণই যদি তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তা হ'লে যাও। যদি জন্তুটিকে দেখবার সাধ সেই সঙ্গে মনে জেগে থাকে, তা হ'লে যেও না।

জেলাল। বন্ধু! তাকে দেখতে বড় ইচ্ছা হয়েছে।

আজিজ। যদি সে নিতান্ত কুৎসিত হয়? তা হ'লে তাকে ফল দেবার এ আগ্রহের এক আনাও আর তোমাতে থাকবে না। তোমার এত কালের করুণার কার্য্য এক দিনের অবজ্ঞায় পণ্ড হয়ে যাবে।

জেলাল। আর যদি সুন্দরী হয়?

আজিজ। 'যদি' হয়' কেন! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জন্তুটি পরমাসুন্দরী। তুমি তাকে না দেখেই যখন এত অস্থির, তখন দেখলে আত্মবিস্মৃত হয়ে

যাবে! তাকে পাবার জন্য অচতত লালদা হবে। কিন্তু জেলাল, সে যদি তোমাকে না চায়?

জেলাল। না চায়, আমিও অমনি তাকে পিছন ক'রে চ'লে আসব।

আজিম। পারবে? (নেপথ্যাভিমুখে চাহিয়া) আচ্ছা, তোমার সে বস্তুটি কি নীল আবরণে ঢাকা?

জেলাল। সে এসেছে—সে এসেছে। দোস্ত—চললুম—

[বেগে প্রস্থান।

আজিম। বন্ধু, দাঁড়াও—দাঁড়াও—

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

জুম্মাবিবির উদ্যান।

বস্ত্রাচ্ছাদিতা লিরিয়ান শিলাখণ্ডে উপবিষ্টা।

লিরি। বুঝি আর তার সঙ্গে দেখা হ'ল না। ফল দিয়ে এতদিন জীবন রক্ষা মান-রক্ষা যে ক'রে গেল—তাকে একটা ধন্যবাদের কথাও কইতে পারলুম না! সেই ত পিতৃব্যের শাসনে আমাকে মাথা হেঁট করতে হ'ল, তখন এক জন গরীব চাষার ফল খেয়ে তার কাছে মিছে দেনদার হলুম কেন? আজই হয় ত নিষ্ঠুর পিতৃব্যের সম্মুখে আমাকে উপস্থিত হ'তে হবে। তার পর? তার পর সেই অপ্রিয়দর্শন পশু। দূর ছাই! কি করলুম? আরও দু'দিন চুপ ক'রে থাকতে পারলুম না। না—পারলুম না। থাকলে ঐ নিরীহ কৃষক-পুত্রের জীবন থাকতো না। পাপিষ্ঠা আমাকে অপরাজিত দেখে সন্দেহ করেছিল। বুঝেছিল, কেউ গোপনে নিত্য আমাকে আহার জুগিয়ে যাচ্ছে। তার নিষ্ঠুর অনুচরেরা চোরের অনুসন্ধান দুই একবার করেছে। ঈশ্বরের কি অনুগ্রহে যুবককে দেখতে পায় নি। আর দু' দিন চুপ ক'রে থাকলে, আমার জীবন-রক্ষার বিনিময়ে ঐ যুবককে জীবন দিতে হ'ত। শুধু তারই প্রাণ-রক্ষার আকিঞ্চনে আমি হীনতা স্বীকার করেছি। ঈশ্বর! তুমি অন্তর্যামী! তুমিই জেনেছ, এতে আমার কোনও অপরাধ নেই। সুলতান-পুত্রী হয়েও আমি ভাগ্যহীনা। আমার সঙ্গে এক সাধুর ভাগ্যও কেন জড়িত হবে! ঐ ঐ সে আসছে; ঠিক আসছে। আসুক—আজ নির্ভয়ে আসুক, আজ এ স্থান প্রহরিশূন্য। আহুত্তে এসে নিষ্ঠুরা কসবী আনন্দে আমাকে আজ মুক্তি দিয়েছে।

(ফলপাত্র-হস্তে জেলালের প্রবেশ এবং লিরিয়ানের সম্মুখে পাত্ররক্ষাপূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া প্রস্থানোদ্যত)

লিরি। যাই ত—কি বলব! (অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া) চ'লে যায় যে! আর ত দেখা হবে না!

(কণ্ঠস্বরের ইঙ্গিত। জেলালের পশ্চাতে নিরীক্ষণ। নিকটে আসিতে জেলালকে লিরিয়ানের ইঙ্গিত। শিলাসন ত্যাগ করিয়া জেলালের অলক্ষ্যে অবগুণ্ঠন উন্মোচন ও চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া মুখ পুনরাবৃত করণ)—তোমার নাম কি?

জেলাল। (বিস্ময়-ভাব প্রকাশ)

লিরি। নাম বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছ?

জেলাল। তুমি কথা কইলে!

লিরি। তোমার সদ্ব্যবহারে কথা না কয়ে থাকতে পারলুম না। তুমি কাল আস নি কেন?

জেলাল। কাল—কাল আমি আসতে পারিনি।

লিরি। বুঝতে পেরেছি—আসা তোমার বিরক্তিকর বোধ হয়েছে।

জেলাল। না—না, আমি আসতুম। শুধু হাতে—তাই পারি নি।

লিরি। আমি তোমার ফলের মূল্য দিতে পারি নি।

জেলাল। পেয়েছি পেয়েছি, ঢের পেয়েছি—তুমি কথা কয়েছ।

লিরি। মূল্য চাইলেও দিতে পারব না—এ জেনেও আমি তোমার ফল গ্রহণ করেছি। গ্রহণ ক'রে ধর্ম্মতঃ আমি তোমার কাছে ঋণী।

জেলাল। ও সব কথা কয়ো না। তুমি কথা কয়েছ, এইতে তোমার কাছে ঋণী।

লিরি। ও কথা ব'ল না। ও কথা বললে, আমাকে রহস্য করা হয়। তুমি গরীব কৃষকপুত্র। তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছি মনে ক'রে, আমার মর্ম্ম-বেদনা হচ্ছে। আমার কাছে এমন কিছু নেই, যা দিয়ে তোমাকে আমি সন্তুষ্ট করতে পারি।

জেলাল। মনে আমার আনন্দ ধরছে না। ফল যখন পাব, এনে দেব। যত দিন তুমি দয়া ক'রে থাবে, এনে দেব। দামের কথা তুলো না। তুললে মনে বড় কষ্ট হবে।

লিরি। তোমার নাম কি?

জেলাল। জেলালউদ্দীন।

লিরি। তোমার কে আছে?

জেলাল। সে কথা জিজ্ঞাসা ক'র না বিবিসাহেব। করলে—তোমার সঙ্গে কথায় সুখ নষ্ট হয়ে যাবে।

লিরি। বেশ, জিজ্ঞাসা করব না। থাক কোথায়?

জেলাল। নদী-পারের এক ভেড়িওয়ালার বাড়ীতে।

লিরি। সেখানে কর কি?

জেলাল। কখনও মাঠে ভেড়ীও চরাই, কখন বাজারে ফল বিক্রী করি।

লিরি। এ সব ফল তা হ'লে তার? চুপ ক'রে রইলে কেন? বলতে লজ্জা কিসের?

জেলাল। তারই বই কি।

লিরি। তা হ'লে শুধু হাতে ফিরে যাও—সে কিছু বলে না?

জেলাল। তার অনেক ফল, তা থেকে বেছে দু'একটা নিয়ে আসি।

লিরি। চুরি ক'রে নিয়ে এস? কথাটা অন্যায় হয়েছে,—ক্রোধ ক'র না।

জেলাল। তাকে ব'লে নিয়ে আসি। দাম দেব ব'লে নিয়ে আসি।

লিরি। কিন্তু দাম ত দিতে পার না।

জেলাল। দিতে পারি নি, দেব।

লিরি। কেমন ক'রে দেবে? আমার কাছে ত পাবে না।

জেলাল। আমার মাহিনা থেকে কাটান দেব।

লিরি। তাকে আমার কথা বলেছ?

জেলাল। না বিবি-সাহেব, তা বলি নি। কিন্তু মনিব একটা বুঝেছে।

লিরি। কি বুঝেছে?

জেলাল। সে কথা আর জিজ্ঞাসা ক'র না।

লিরি। বল না—আমি জানতে চাচ্ছি—দোষ কি?

জেলাল। সে বলে, আমি আমার পিয়ারীকে ফল দিতে আসি।

লিরি। তুমি কি বল?

জেলাল। আমি—আমি—আমি কিছু বলি না। চুপ ক'রে থাকি।

লিরি। তা হ'লে কথাটা স্বীকার ক'রে নাও বল? ভাল, আমাকে তুমি ফল দিতে এসেছিলে কেন? আমাকে কি তুমি দেখেছ?

জেলাল। না।

লিরি। তবে এখানে কেন এসেছিলে?

জেলাল। তোমার গান শুনে এসেছিলুম। তারপর তোমার কথা শুনেছিলুম। তুমি ক্ষুধায় কাতর বুঝেছিলুম।

লিরি। বুঝেছি। আজ তুমি ফল উঠিয়ে নাও।

জেলাল। কেন বিবি-সাহেব?

লিরি। তোমার পূর্ব্ব ফলেরই মূল্য দিতে পারি নি।

জেলাল। আমি ত বলেছি বিবিসাহেব, আমি মূল্য নেবো না।

লিরি। নিতেই হবে।

জেলাল। নিতেই হবে!

লিরি। না নিলে, তোমার [illegible] শূলের মত আমার পেটে বিঁধবে।

জেলাল। বেশ, একদিন উপহার নাও।

লিরি। আজ আমি ক্ষুধার্ত্ত নেই। খুডোজো পরিতৃপ্ত হয়েছি।

জেলাল। নেবে না?

লিরি। নিয়ে যাবার উপায় নেই। এ ফল অন্যে দেখলে তোমার বিপদ হবে। জেলাল! মনে ক্ষোভ ক'র না। যে বুড়ীর আশ্রয়ে আছি, সে বড় নিষ্ঠুর।

জেলাল। তোমার কথা কি মিষ্টি! তুমি সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে থাক কেন বিবিসাহেব?

লিরি। আমি থাকি না। সেই বুড়ীই আমাকে ঢেকে রাখে। তুমি এই ধুকড়ীর ভেতরে কি আছে মনে কর?

জেলাল। আমার জান আছে।

লিরি। তোমার ফলের মূল্য দিচ্ছি—নাও।

জেলাল। আমার কথায় কি রাগ করলে বিবি-সাহেব?

লিরি। দোষ তোমার নয়, দোষ আমার! রাখালের কাছে আমার এতটা বাচালতা ভাল হয় নি। ফলের মূল্য দিচ্ছি নাও, নিয়ে চ'লে যাও।

জেলাল। এই যে বললে, "আমার হাতে পয়সা নেই"?

লিরি। পয়সা নেই ব'লে কি দেবার অন্য কিছু নেই! (হস্তাবরণ উন্মোচন)

জেলাল। ইস্!

লিরি। আংটীর জলুষ দেখে বিস্মিত হচ্ছ? এই পাথর বদাকৃসনের পদ্মরাগ মণি। অতি দুর্ম্মূল্য! এ এক রাজকন্যার হাতের আংটী।

জেলাল। আংটী দেখতে কে চায়? আমি তোমার হাতের আঙুলের জলুষ দেখছি। ঐ আঙুলে থেকে

তোমার আংটীর অন্বেষণ চেষ্টা সেখে। তাই ত বিবি-সাহেব, তোমার এত রূপ!

লিরি। নিয়ে যাও।

জেলাল। কি?

লিরি। আংটী।

জেলাল। কেন?

লিরি। এই তোমার ফলের মূল্য।

জেলাল। ছ'পয়সার ফল দিয়ে, বিনিময়ে এই অমূল্য আংটী নেব? তা নেব না।

লিরি। তা হ'লে?

জেলাল। বিবিসাহেব!

লিরি। কি? বল—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ব্যাপার কি, জলদি বল—আমি আর দাঁড়াতে পারব না।

জেলাল। তোমার মুখখানি—

লিরি। তা হয় না। আমি মর্য্যাদা নাশ করতে পারি না। পুরস্কার দিচ্ছি গ্রহণ কর।

জেলাল। বিবিসাহেব! আমি তোমাকে ভালবেসেছি।

লিরি। (অঙ্গুরীয় নিক্ষেপ করিয়া) ঐ পুরস্কার দিলুম, তুলে নাও। নিয়ে এখনি উদ্যান পরিত্যাগ কর। হুঁসিয়ার! আর এখানে এস না। (জেলালের প্রস্থানোদ্যোগ) তুলে নাও! (স্বগত) তাই ত! কি করি, ও যে রকম উন্মত্ত, মুখ দেখালে ওকে ত আর ফেরাতে পারব না। দেখলেই সঙ্গ নেবে। অমনি সেই সব দুর্দ্দান্ত হাবসীর নজরে পড়বে। এখনি গরীবের প্রাণ যাবে। (অঙ্গুরীয় উঠাইয়া প্রকাশ্যে) মূল্য নেবে না? নেবে না? এই ভেড়ীওয়ালা—দাঁড়া। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাদশা কালিফ যে মুখ দর্শন-ভিখারী, ক্ষুদ্র নগণ্য-চাষা, তুই সেই মুখ দেখতে সাহস করিস?

(আজিজের প্রবেশ)

আজিজ। আমি করি বিবিসাহেব! চাষাকে মুখ দেখাতে কুণ্ঠা বোধ কর, আমাকে দেখাও। গরীব চাষা সেই সঙ্গে সঙ্গে দেখে চক্ষু সার্থক করুক।

লিরি। তুমি আবার কে?

আজিজ। আমি ঐ চাষার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

[redacted]নশত্রো। কোন হায়—কোন হায়—

[redacted]লিরি। চ'লে যাও, হতভাগ্যেরা চ'লে যাও নই[redacted] এখনি মৃত্যু—ভীষণ মৃত্যু—পালাও পালাও, বাঁ[redacted] কেউ রক্ষা করতে পারবে না,—কালিফ পা[redacted]ব না।

[প্রস্থান।

আজিজ। দাঁড়িয়ে দেখছ কি, জেলাল? এখনি নাগিকার অনুসরণ কর।

জেলাল। করব?

আজিজ। এখনি।

জেলাল। তার পর?

আজিজ। তার পর আবার কি? মৃত্যু-ভয়ে যদি ভালবাসার বস্তুর অনুসরণে পশ্চাৎপদ হও, তা হ'লে পালাও কাপুরুষ, আমি তোমার হয়ে সুন্দরীর অনুসরণ করি।

জেলাল। কাপুরুষ কখন নই, ও আমাকে মুখ দেখাতে ঘৃণা করছে।

আজিজ। মুখ দেখাতে ঘৃণাবোধ করছে—তুমি গিয়ে সুন্দরীর পাণিপ্রার্থনা কর

[জেলালের বেগে প্রস্থান।

(খোজা প্রহরিগণের প্রবেশ)

১ম, প্র। ওই একটা পালাচ্ছে। ধর্ ধর্—ভাগলো—জলদি—জলদি।

[১ম প্রহরী ব্যতীত অন্যান্য প্রহরিগণের প্রস্থান।

কে তুই?

আজিজ। এই ভাই—পথিক।

১ম, প্র। এই কি পথ?

আজিজ। তা আবার জিজ্ঞাসা করতে হয়? যে পাহাড়ে অবলীলায় আরোহণ করতে পারে, পাহাড়ই তার পথ। যে সমুদ্র অনায়াসে পার হ'তে পারে, সমুদ্রই তার পথ। নে—পথ ছেড়ে দে। ওই ক'টা পশু আমার বন্ধুর পেছনে ছুটেছে। এখনি আমাকে রক্ষা করতে হবে।

১ম, প্র। আগে তুই-ই বাঁচ, তার পর তাকে রক্ষা করবি। নে, আল্লাকে স্মরণ কর।

আজিজ। আমি সর্ব্বদাই স্মরণ করছি।

১ম, প্র। তবে আর দেরী করছি কেন?

আজিজ। হুঁসিয়ার উল্লুক! যদি বাঁচতে চাস, অস্ত্র কোষবদ্ধ কর। সামান্য তলবের গোলাম, তুই ম'লে দুনিয়ায় কেউ এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবে না—

১ম, প্র। কে আপনি হুজুরালি!

আজিজ। ওইখানে জানতে পারবি, আমার সঙ্গে চ'লে আয়।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

জুম্মাবিবির উদ্যানমধ্যস্থ কক্ষ

লিরিয়ান

লিরি। তাই ত, কি ক'রে এলুম! এসেই বা কি করলুম। ছিলুম কোথায়? আছি কোথায়? এখান থেকে আবার যাব কোথায়? এ দুনিয়ায় আমার কে আছে? আত্মীয় বিরূপ, শত্রু প্রতারক, দুনিয়া—নিশ্চেষ্ট দর্শক এক জন—কেবল একজন—এ দুনিয়ায় আমাকে মমতা দেখিয়েছে। তবে আমি কেন তার সঙ্গে মমতার বিনিময়ে কার্পণ্য করলুম! নিয়তি এতকাল পরিহাস করছে, আমি কেন একদিন নিয়তিকে পরিহাস করলুম না!

(নেপথ্যে) ঐ দিকে—ঐ দিকে (কোলাহল)

লিরি। এ কি! কি হ'ল—দুর্দ্দান্ত হাবসী তাকে দেখতে পেয়েছে না কি! ঠিক পেয়েছে! আবার নিয়তি বিকট পরিহাসে আমাকে পাগল করতে আস্‌ছে না কি?

(জেলালের প্রবেশ)

ওদিকে সেদিকে কি দেখছ—আমাকে চিনতে পারছ না? আমাকে চিন্‌তে পারছ না?

জেলাল। আবার কথা কও!

লিরি। এই যে অনেক কথা কয়ে এলুম জেলাল!

জেলাল। তুমি—তুমি—এত সুন্দর!

লিরি। মুখের দিকে চেয়ে থাকবার সময় নয়—কৃষক-পুত্র! এখনি জীবন যাবে—যাবে কি—গেল—গেল। চ'লে এস!

জেলাল। আর জীবনে প্রয়োজন কি। রাখালের যা প্রাপ্য, তা সে পেয়েছে। আর আমার বাঁচবার প্রয়োজন নেই।

লিরি। তোমার নেই, আমার আছে। জলদি তুমি আমার ঐ মশারি ঢাকা শয্যার মধ্যে প্রবেশ কর।

জেলাল। আর কেন, মরতে দাও।

লিরি। মৃত্যু আপনি আসছে—এখনি আসছে। তোমাকে আর আমাকে এক সঙ্গেই গ্রাস করতে আসছে। তবে একটু লুকোচুরী খেলতে দাও। মনের কথা কইতে সময় নেই—যাও, যাও।

[জেলালের প্রস্থান।

(নেপথ্যে)। কৈ—কোথায়!

(প্রহরিগণের প্রবেশ)

লিরি। কি রে, কি হয়েছে? কিসের গোলমাল

১ম, প্র। তাই ত রে! কোথায় গেল?

সকলে। তাই ত—কোথায় গেল?

লিরি। কি গেল—কি গেল?

১ম, প্র। চোকে ধুলো দিয়ে গেল নাকি?

লিরি। আরে মর, কি হয়েছে—খুলে বল, দেরী করিস নি।

১ম, প্র। একটা লোক বাগান থেকে এ বাড়ীর ভেতরের দিকে ছুটে এসেছে। আম বরাবর পিছন নিয়েছি। এইখানটায় গোলম হয়ে গেছে।

লিরি। লোক!—কি রকম দেখতে?

১ম, প্র। তা কি দেখেছি!

লিরি। চোর না সাধ?

১ম, প্র। চোর। সাধ কি আর লোকের বা না ব'লে ঢোকে!

লিরি। পুরুষ না স্ত্রীলোক?

১ম, প্র। তাই ত রে, পুরুষ না স্ত্রীলো (সকলে হাঁ করিয়া অবস্থিতি) সেটা ত ঠিসেব হয় নি!

লিরি। বা! মাতব্বর, বা! এমনি ক'রে বু সম্পত্তি তোমরা চৌকী দিচ্ছ?

১ম, প্র। চ'লে আয়—চ'লে আয়, গোলম হয়ে গেল!

লিরি। ধরতে পারলি কি না খবর দি বি।

১ম, প্র। দেব—দেব।

লিরি। আমি উৎকণ্ঠায় রইলুম।

১ম, প্র। দেব—দেব।

[প্রহরিগণের প্রস্থা

লিরি। (ভিতর হইতে জেলালকে আনি আর আমাদের কথা কবার সময় নেই। জেলা তোমাকে মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করবার জন্য অ তীব্র তিরস্কার করেছিলুম। তুমি শুনলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে উন্মত্তের মত আমার অনু করলে। যখন করেছ, তখন মৃত্যুর দ্বারে তোমা দাঁড় করিয়ে, মৃত্যু-ভবনের প্রথম সোপানে পা আমি তোমাকে যা বলি, শোন। কৃষকপু আমি ছিলুম—সমরখন্দের সুলতান-নন্দিনী। এ এই মুহূর্ত্তে আমার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান—সব কারে ডুবিয়ে এক প্রান্তর-বিচ্যুত ভাসমান অবলম্বন ক'রে দরিয়ায় ঝাঁপ দিলুম। ...

মাত্র আমাকে উৎপীড়ন ক'রেও তৃপ্ত হচ্ছে না, ছুরীর লইয়া ও জেলালের অঙ্গুলিতে পরাইয়া) তার মুখে নিজহাতে এই আমি অগ্নি-সংযোগ র। জয়যুক্ত কৃষক! তোমার সাহায্যে এত- যে জীবন রক্ষা করেছিলুম, এই নাও সেই ন তোমারই প্রাপ্য, গ্রহণ ক'রে আমাকে ধন্য । নাও, এবার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

জেলাল। চাষা! সত্যই আমি চাষা। যে তোমার এই অদ্ভুত আচরণে উত্তর দেব, তা র ভাষার খুঁজিতে নেই। মৃত্যু—তোমার? ত হয়ে গেল! আমার? দেখি দেখি— দেখি সে আমার কাছে আসে কি না। আস্‌বে আসবে না! আমি মাটী দিয়ে বেহেস্ত ছি। দেবদূতের কৃপায় নিশ্বাস আমার কলজে করছে—মৃত্যু আস্‌বে না। এই—এই— এদিকে আয়, আমি এখানে আছি।

(হাবসীগণের প্রবেশ)

১ম, হাবসী। মিলেছে—কোথায় পালাবে। নেবখতকে। ছিঃ শাজাদি!—তোমারই ঘরে! লিরি। চোপরাও উল্লুক, ইনি আমার স্বামী। সকলে। ধর—ধর—স্বামীকে ধর।

(আজিজ ও সর্দারের প্রবেশ)

আজিজ। হুঁসিয়ার! অঙ্গে হস্ত স্পর্শ করে —কি মরেছস, ব'লে দাও সরদার।

র। স'রে দাঁড়া—স'রে দাঁড়া—সেলাম ক'রে দাঁড়া।

(জুম্মাবিবির প্রবেশ)

জুম্মা। স'রে দাঁড়াবে কেন—গ্রেপ্তার কর্।

আজিজ। একটু বিলম্ব বৃদ্ধা, ব্যস্ত কেন? এর পালিয়ে যাবার কেউ নেই।

জুম্মা। কে তুমি?

আজিজ। মৃত্যু পরিচয়ের খাতির রাখে না। প্রজা, বালক-বৃদ্ধ—সকলকেই ইচ্ছামত গ্রহণ । তুমি কে? আর কি সাহসে তুমি কালিফের এই রাজনীর আচরণ দেখাচ্ছ?

জুম্মা। কালিফ হ'লে, আমি এ কথার উত্তর ।

আজিজ। নইলে?

জুম্মা। ঐ যুবকের সঙ্গে তোমারও মৃত্যু।

আজিজ। মারবে কে?

জুম্মা। এই যে—দেখতে পাচ্ছ না?

আজিজ। বৃদ্ধা! এরূপ শত অভাগোর মুণ্ড শরীর উপহারেও এ ক্রুরবারির ক্ষুধা নিবারণ হবে না।

জুম্মা। আরও আছে, শত আছে, সহস্র আছে, লক্ষ আছে। কালিফের ফৌজদার আছে, সুবেদার আছে,—স্বয়ং কালিফ আছেন।

আজিজ। যদি কালিফ হই?

জুম্মা। সত্যই আপনি কালিফ?

আজিজ। যদি হই?

জুম্মা। যদি নেই। সত্যই যদি আপনি ছদ্ম-বেশে দুনিয়ার মালিক আল আজিজ, তা হ'লে এ বৃদ্ধার কাছে গোপন করবেন না।

আজিজ। আমিই আল আজিজ।

(সকলের সবিস্ময়ে অভিবাদন করণ)

জুম্মা। জাঁহাপনা! মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা করুন। তোরা চ'লে আয়। জাঁহাপনার বাক্যই তাঁকে আবদ্ধ-রাখা-প্রহরী।

[জুম্মা ও প্রহরিগণের প্রস্থান।

জেলাল। তাই ত জাঁহাপনা! সুলতান-কন্যা, —মৃত্যু ফিরে গেল।

আজিজ। (স্বগত) সুলতান-কন্যা! তাই তো, রহস্য যে ক্রমে ঘনীভূত হ'য়ে আস্‌ছে। (প্রকাশ্যে) বুঝলে যে, একটু অপেক্ষা কর ভাই! আমি অবস্থা এ বুঝতে পারছি না। কথা কবার সময় আর হচ্ছে না!

লিরি। জাঁহাপনা! আমি কেবল একটি নি। আমি কইব—একটি কথা! বুঝতে পেরেছেন, কন্দার প্রত্যাশা —সমরকন্দের সুলতান-কন্যা। চিত্তের সে আবেদনের কেমন আবেদন জাঁহাপনার কি মনে আছে? দেখেছি

আজিজ। সে কথা জানতে চাচ্ছ কেন? দেখবে

লিরি। জানতে আর চাচ্ছি না। আমি মহা-পুরুষের কাছে ক্ষমা চাই।

আজিজ। চেও না। লজ্জিত হও না সুলতান-নন্দিনী। মন—তুমিও বুঝতে পার নি—আমিও পারি নি। আমি আকাশে ঘর বাঁধতে দুনিয়া থেকে মসলা সংগ্রহের জন্য পথে বেরিয়েছিলুম। এসে এই জন-বিরল ক্ষুদ্র পল্লীতে দেখি, আকাশ তার গ্রহ-তারকা-রত্নরাজি দিয়ে দুনিয়ার পৃষ্ঠে আগে হ'তেই মন্দির রচনা ক'রে রেখেছে! এক দিকে দেখে, অন্য দিকে পেয়ে—আমি ধন্য! তুমি অজ্ঞাতসারে তোমার প্রিয় পেয়েছ। আমিও অজ্ঞাতসারে আমার প্রিয়া পেয়েছি। নির্ভয় হও রাজনন্দিনী, আমি তোমার প্রিয়ের সখা।

(জুম্মাবিবির পুনঃ প্রবেশ)

জুম্মা। জাঁহাপনা, এইখানা পাঠ করুন।

(ফারমান দান)

আজিজ। (ফারমান মস্তকে স্পর্শ করিয়া) এ ত আমার পিতারই স্বাক্ষরিত ফারমান।

জুম্মা। পাঠ করুন।

আজিজ। (পাঠান্তে) এ কি—এ কি নিষ্ঠুর আদেশ! যে পুরুষ তোমার বিনা অনুমতিতে এ গৃহে প্রবেশ করবে, তারই শিরশ্ছেদ হবে! এ অদ্ভুত কঠোর আদেশের কারণ ত আমি বুঝতে পারছি না।

জুম্মা। সে কথা বোঝাতে আমার সাহস নেই জাঁহাপনা।

আজিজ। বেশ, মহান্ পিতার আদেশ আমি পালন করছি। আমাকে বন্দী করতে চাও—বন্দী কর, হত্যা করতে চাও—হত্যা কর। অতি সামান্য মাত্রও বাধা দেব না। এ যুবককে মুক্ত কর।

জুম্মা। জাঁহাপনার কি কোনও আদেশ করবার অধিকার আছে?

আজিজ। এ ফারমান দেখে ত বুঝতে পারছি, নেই। বরং পিতার সুজাত পুত্র ব'লে যদি আমাকে গর্ব্ব করতে হয়, তা হ'লে যুবককে মৃত্যুদণ্ড দিতে তোমাকে আমার সাহায্য করতে হবে। আদেশের [illegible] নেই;—ভিক্ষার ত অধিকার আছে।

লিলি। কেন? কিসের ভিক্ষা? এই তুচ্ছ জেলাল! [illegible]র জন্য আপনাকে এই নগণ্য স্ত্রীলোকের [illegible] হ'তে হবে জাঁহাপনা! এই বুড়ী, ঐ [illegible]লোকে ডেকে আন্। আমার প্রাণ এখনি [illegible]।

লিলি। নে কসবী, সেই সঙ্গে আমারও প্রাণ নে।

জুম্মা। না রাজকুমারী, তোমার প্রাণ নেবো না। তোমার পিয়ারের প্রাণ নেব। তোমার সুমুখেই নেব। তুমি আমাকে বড় ঠকিয়েছ। গোপনে গোপনে এই চাষার সঙ্গে প্রেম ক'রে, এরই সাহায্যে জীবন রক্ষা করেছ। তাতেই আমার সকল কৌশল ব্যর্থ হয়েছে। তোমার সুমুখে এই কমবখতকে মেরে তোমাকে সমরখন্দে পাঠিয়ে দেব। সেখানে দানিয়েল তোমার প্রতীক্ষায় ব'সে আছে।

আজিজ। তাই ত! রণস্থলের বিপদ যে এর চেয়ে তুচ্ছ! বিবিসাহেব! যুবকের প্রাণভিক্ষা চাই।

জুম্মা। না জাঁহাপনা, আমি জন্মহীনা বারাঙ্গনা।

আজিজ। তা হ'লে আগে আমাকে হত্যা কর।

জুম্মা। সাহান্ সা! বাদশাও নিজের সম্মানকে পালন করে। আপনি রাজ্যেশ্বর। আপনি প্রজার সমস্ত সম্পর্কেরও মালিক। আমি আপনার অঙ্গ স্পর্শ করতে পারব না।

আজিজ। আমি এক রাজ্য পুরস্কার দিচ্ছি।

জুম্মা। এই বৃদ্ধকালে রাজ্য নিয়ে আমি কি করব জাঁহাপনা?

আজিজ। তাই ত জেলাল, তোমার প্রাণ যে রক্ষা করতে পারি না।

জেলাল। শুনে বড়ই খুশী হয়েছি জাঁহাপনা! নে বুড়ী, শিগগির আমার প্রাণ নে।

লিলি। নে বুড্ঢা, সর্ব্বাগ্রে আমার প্রাণ নে।

জুম্মা। বান্দা, অস্ত্র নিয়ে আয়।

(তরবারি হস্তে বান্দার প্রবেশ)

এই বেয়াদব চাষাকে এখনি কোতল কর। (বান্দা-কর্ত্তৃক জেলালের মস্তক-ছেদনের উদ্যোগ).

(হামিদা ও আব্বাসের প্রবেশ)

হামিদা। সাবধান! সুলতান-নন্দিনি, কার সাধ্য তোমার পিয়ারের অঙ্গ স্পর্শ করে।

আজিজ। একি বিবি-সাহেব, তুমি এখানে!

হামিদা। সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে এসেছি। আত্মগোপন কেন? মা বল, সম্রাট্! এরা সব আমার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য উদ্গ্রীব হয়েছে—মা বল।

আজিজ। মা, তোমাকে এ অপবিত্র স্থানে দেখার চেয়ে, এই বৃদ্ধার হাতে আমার মৃত্যু হওয়াও ছিল ভাল।

হামিদা। অপবিত্র! কে তোমাকে এ কথা বললে? না আজিজ! তোমার প্রতিষ্ঠা হানি হবে, এমন কাজ তুমি স্বপ্নেও আমার কাছে প্রত্যাশা ক'র না। এ বটে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর গৃহ, কিন্তু তোমার তীর্থ। উজীর এখানে প্রবেশ করতে পারে নি। বর্ত্তমান-সম্রাটেরও এখানে প্রবেশাধিকার নাই। আর কোনও স্থানে লুকিয়ে রাখলে, এই বালিকাকে কালিফের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না ব'লে, ধূর্ত্ত সমরখন্দের উজীর একে এইখানে লুকিয়ে রেখেছে। তোমারই প্রতিশ্রুতি পালন করতে আমি এই বন্দিনীকে উদ্ধার করতে এসেছি। দাঁড়িয়ে থেকো না বৃদ্ধা, তোমাকে যাতে আনন্দে মা ব'লে সম্বোধন করতে পারি, সত্বর তার ব্যবস্থা কর। নইলে তোমার সঙ্গে এই রহস্যপূর্ণ আশ্রয়-ভূমি আমি ভূমিসাৎ ক'রে চ'লে যাব। কালিফ তাঁর পিতা

আদেশপত্রকে তোমার কাছে মাথা হেঁট করতে পারেন, আমি ত করব না। আমি তোমার এই কারবার দেখে আমার স্বামীর মসীলিপ্ত চিত্রের সম্মুখে পশুর মত নিশ্চল থাকবো না।

জুম্মা। মা, তোমার আগমন কখনও নিষ্ফল হ'তে পারে না। বুঝলুম, এত দিন পরে খোদা মুখ তুলে চেয়েছেন—এই দীন বৃদ্ধার মুক্তির উপায় করেছেন। যে রহস্য গোপন করতে গিয়ে, এতদিন হৃদয়-ভারে প্রপীড়িতা হয়েছি, আজ তা প্রকাশ করবার শুভ সুযোগ উপস্থিত। জাঁহাপনা! ঐ দেখুন—

পট পরিবর্ত্তন

(যুগল-মূর্ত্তির প্রকাশ)

আজিজ। এ কি! পিতার প্রতিমূর্ত্তি!

হামিদা। শুধু তাই নয়, পার্শ্বে তোমার বিমাতা।

জুম্মা। এই আমার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীজান! জাঁহাপনা, আপনার পিতা যখন যুবরাজ, তখন গোপনে একে মুটা-মতে বিবাহ করেছিলেন। দোহাই ঈশ্বর, হজরত সম্মুখে কন্যা আমার সাধ্বী। একমাত্র কন্যা প্রসব ক'রে মা আমার স্বামী অদর্শনে শোকে দেহত্যাগ করেছিল। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা—উজীর সায়েস্তা খাঁর জননী—তাকে প্রতিপালন করে।

হামিদা। আর বলতে হবে না। যাও মা, আমার আগমন সার্থক হয়েছে। আমার স্বামীর উপর যে মৎসামান্য অশ্রদ্ধার ভাব ছিল, তা দূর হ'য়ে গেল শোন সম্রাট্, তোমার সেই অপরিচিতা ভগিনীই সমরখন্দের সুলতানা। পুত্র, যদি পিতৃবৎসলতার বিন্দুমাত্রও অভিমান তোমাতে থাকে, তা হ'লে তোমার এই বিমাতৃ-জননীকে আমারই মত অভিবাদন কর।

আজিজ। সেলাম জননি! এত দিন কেবল মাটীর রাজ্য জয় করেছি। আজ পিতৃচরিত্রের বিমলতার প্রতিষ্ঠায় মাটীতে দাঁড়িয়ে স্বর্গ-রাজ্য জয় করলুম।

জুম্মা। জাঁহাপনা, এ আপনার মহৎ ঔরসেরই প্রকৃষ্ট পরিচয়। আপনার মহান্ পিতার এই জীর্ণ আদেশপত্র-খণ্ডের জোরে বন্দী আজ সম্রাট্-জননীর গৌরব লাভ করলে। (ফারমান ছিন্নকরণ) এই আমার শাসন শেষ হ'ল, এইবারে এখানে আপনার শাসন।

আজিজ। (জেলালের প্রতি) মুগ্ধনেত্রে দাঁড়িয়ে কি দেখছ? শুধু আমিই এ আনন্দের পূর্ণাধিকারী নই। তুমি তার অর্দ্ধেকের অংশীদার। এই মাত্র শাজাদী, তোমার আজ্ঞায় নিষ্ফল হয় নি। ... আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নি। তোমার এই শ্রেষ্ঠ আমারই পিতৃব্য—অর্দ্ধ মোগলের বাঙ্গালী কালিক আল আমীনের পুত্র—আল জেলাল।

পঞ্চম অঙ্ক

—•—

প্রথম দৃশ্য

আল আমীনের কুটীর

মমিন

মমিন। কৈ, কুটীরে ত জনমানবের ... বুঝতে পারলুম না। হজরত কি ঘরে আছেন? —কেউ ত নেই। থাকলে কি বৃদ্ধ আমার সম্বোধনেও উত্তর দিতেন না! কুটীর যেন তাস্কের মত বোধ হচ্ছে। তাই ত! কন্যার ... বৃদ্ধের সহ্য হ'ল না নাকি। না—এই যে—এ... হজরত বেঁচে আছেন।

(আল আমীনের প্রবেশ)

আমীন। তোমার কি মনে আশঙ্কা হয়েছিল আমি জীবিত নেই?

মমিন। সেই আশঙ্কাই হয়েছিল হজরত!

আমীন। না মমিন খাঁ, আমি মরি নি। ... তোমার মুখে কন্যার মৃত্যু-সংবাদ শোনবার প্রত্যাশায় বেঁচে আছি। বল ত মমিন খাঁ, কন্যা আমার ... ক'রে মরেছে? দূর থেকে তোমার মুখ বিমর্ষ দেখে দেখে তোমার কাছে এসেছি। মুখ প্রফুল্ল দে... কাছে আসতুম না—তোমাকে দেখা দিতুম না।

মমিন। এর মানে কি?

আমীন। কেন, মানে ত তুমি জান। ... শোচনীয় মৃত্যু আশঙ্কা ক'রে এক দিন ... তোমারই সম্মুখে কন্যার গৌরবকর মৃত্যুর ... করেছিলুম। তুমি আমাকে সেই দিন জীবনে ... তিরস্কার করেছিলে। তুমি মানে জান না? প্রতারণায় কন্যা নিয়ে গেছে। বাঁদী প্রতারণায় ... কালিকের কাছে উপঢৌকন পাঠিয়েছে। হতভাগী কন্যা কালিকের ঐশ্বর্য্যের মোহে তার পিতার ... গোপন করেছে। আপনাকে সুলতান-বন্দী পরিচয় দিয়ে কালিকের গৃহিণী হয়েছে। সে ... আমার চক্ষে মৃতা! তোমার মুখ দেখে আ...

ি। তুমি এ হীন প্রতারণায় যোগ দিতে পার বল মন্সির খাঁ, আমি তোমার সঙ্গে আবার আনন্দের আলাপ করি।

ির। এই তার মৃত্যু ?

মামীন। এ ত হীনার মৃত্যু। যদি জান্‌তে , আমার কন্যা যথার্থ পিতৃপরিচয় দিয়ে কালিফের । স্বীকার করেছে, তথাপি সে আমার চক্ষে ।

মন্সির। তা হ'লে নিশ্চিন্ত হন হজরত, আপনার মরে নি! কালিফবংশধরী নিজের অস্তিত্ব না দও বংশের তেজস্বিতা রক্ষা করেছে।

আমীন। কালিফ-বংশধরী—কে তোমাকে এ বললে ?

মন্সির। মহান্‌ কালিফ—আমি আপনার শিষ্য, দাস। আমাকে আর গোপন ক'রে আপনার । নষ্ট করবেন না।

আমীন। মান—মান—মন্সির খাঁ, দুর্জ্জয় মান! জেনেছ, তখন শোন। আমি দেশ ভুলেছি, ভুলেছি, আমার মহিমান্বিতা সাধ্বী পত্নীর শোক াছি, একমাত্র আহ্বত পুত্রের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ার ঘর থেকে দূর ক'রে দিয়েছি, এ মানকে করতে পারি নি।

মন্সির। সে মান আপনার কন্যা অটুট রেখেছে, পনি নিশ্চিন্ত হ'ন; কিন্তু হজরত—

আমীন। আবার কিন্তু কেন মন্সির খাঁ? সে বসফরাসে ডুবে গেছে? যাক্‌। অনাহারে জীবন রেছে? দিক। হিংস্র জন্তুর উদরস্থ হয়েছে— । যাক ডুবে, দিক্‌ জীবন অনাহারে, প্রবেশ ক জন্তুর উদরে, তবু সে আমার চক্ষে জীবিত। নিজের অজ্ঞাতসারে তেজস্বিতা কালিফ-কন্যার হৃদয়-রে পু'রে নিয়ে গেছে। জলে, স্থলে জন্তুর উদরে—খানেই তার সমাধি হ'ক না কেন, আমি এ বনের শেষাংশ সেই পবিত্র সমাধির স্মরণেই অতিবাহিত করব।

মন্সির। তবে তাই করুন। এই যদি আপনার চায় জীবন হয়, তা হ'লে আমীরণ জীবিতা। ন্তু কোথায় সে, আমাকে জিজ্ঞাসা করলে বলতে রব না।

আমীন। কখনও জিজ্ঞাসা করব না সখা। তবে স—এস আমার সঙ্গে এই কুটীর-মধ্যে। কর্ম্মবিপাকে মার জীবনের সমস্ত আশ্রয় সাহচর্য ছিন্নভিন্ন হয়ে ছে। জীবন এখন আকাশ-চারী—শ্রান্ত পক্ষীর ণেকের বিশ্রামের জন্য যেন দেউল-শিরে, অবস্থান। তার মন্দির-শাল্মের বাসা একটা ঝড়ের অনিয়মিত স্পন্দনে ভেঙ্গে গেছে। এস সখা, জীবিত থাকতে থাকতে তোমাকেই আমার ইতিহাস শুনিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(আমীরণ ও আজিজের প্রবেশ)

আমী। দেখলেন ?

আজিজ। দেখলুম। যেন ভূকম্প-ভগ্ন কোন আকাশস্পর্শী মিনারের স্বপ্নশোভন নিদর্শন।

আমী। আসুন আত্মীয়, পিতার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ করিয়ে দিই।

আজিজ। আমীরণ!

আমী। কি আত্মীয়?

আজিজ। এইবারে আমাকে বিদায় দাও।

আমী। আমাদের ঘরে যাবেন না?

আজিজ। যেতে ইচ্ছা থাক্‌লেও যাওয়া এখন আমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে না।

আমী। কেন ?

আজিজ। আমি জীবনে প্রথম শুধু তোমার জন্য কালিফের রাজ্যের সীমা অতিক্রম করলুম। এ স্থানের মৃত্তিকা আমার চরণ বিদ্ধ করছে।

আমী। তা হ'লে আপনাকে থাক্‌তে অনুরোধ করব না। আপনি মুখ তুলুন।

আজিজ। কেন ?

আমী। আমি একবার মাত্র ইস্তাম্বুলে দেখে-ছিলুম সে উজ্জ্বল করুণার দৃষ্টি। আর দেখি নি। আপনি অতি সাবধানে চক্ষু, আমার চোখের কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছেন। বিদায়-মুখে একবার দেখব—দেখে দৃষ্টি সার্থক করব।

আজিজ। না আমীরণ, তুমি কালিফনিবেদিতা।

আমী। কালিফ—কে কালিফ? তিনি কত মহান্‌, আমি জানি না। ক্ষুদ্র দীন রমণী আমি। আমি এই কুটীর-দ্বার থেকেই তাঁকে অভিবাদন করি। কিন্তু শুনুন আত্মীয়, আমি কথার কৌশল জানি না—আমি আপনাকে যা বলছি, আপনি তা প্রণিধান করুন। পিতা আমার অতি বৃদ্ধ। আমার আর কেউ আপনার বলবার নেই। অভাবে এ দুনিয়ার মধ্যে আপনিই আমার একমাত্র আত্মীয়। আত্মীয়—অভিভাবক—সব।

(আল আমীন ও মন্সিরের পুনঃ প্রবেশ)

মন্সির। হজরত! এ বিষাদ-সিন্ধুর উত্তরাধিকার দিয়ে আমাকে এ বয়সে ব্যাকুল করলেন কেন?

উঃ! স্ত্রী-পুত্র—দুনিয়ার অর্দ্ধ অধিকার—এক ধর্ম্মের মুখ চেয়ে সব বিসর্জ্জন দিয়েছেন! অবশিষ্ট এক কন্যা—অদৃষ্ট কি তা থেকেও আপনাকে বঞ্চিত করলে!—না না—এ কি! হজরত! আপনার প্রতি অদৃষ্টের এখনও মমতা আছে।

আমীন। দাঁড়াও মমিন খাঁ, ব্যস্ত হয়ো না।

আমী। পিতা!

আমীন। সঙ্গে ও কে আমীরণ!

আমী। জনাবালির মুখে বোধ হয়, সমস্ত কাহিনী শুনেছেন?

আমীন। শুনেছি। তুমি কালিককে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে এসে আমার মুখ রক্ষা করেছ। কিন্তু সঙ্গে তোমার ও কে আমীরণ?

আমী। আমি ওঁরই কৃপায় কালিকের রাজধানী থেকে ইজ্জত বাঁচিয়ে এক হাজার ক্রোশ পথ চ'লে এসেছি।

আমীন। তুমি যে সময় এই কুটীরে ছিলে, সে সময় যদি আমার মৃত্যু হ'ত, তখন কি এই যুবক এসে তোমার ইজ্জত রক্ষা করত?

আজিজ। আমার সঙ্গে এসে কি আপনার কন্যার ইজ্জত নষ্ট হয়েছে?

আমীন। বল আমীরণ?

আজিজ। নিরীহ কন্যাকে উৎপীড়িত করবেন না। আমার কথার উত্তর দিন।

আমীন। বল আমীরণ!

আজিজ। ইনি সাধু।

আমীন। সাক্ষী ত তুমি?

আজিজ। আমি সবই।

আমী। আপনার ইজ্জত নষ্ট বোধ হয়, এই মহাপুরুষের হস্তে আমাকে দান করুন। এরূপ মহৎ আমার দৃষ্টিতে আর কখনও পড়েনি।

আমীন। তা হ'লে যুবককে শুধু তোমার পথের সঙ্গী নয়,—জীবনেরও সঙ্গী ক'রে এনেছ বল।

আমী। তাই করেছি পিতা।

আমীন। মমিন খাঁ! আমার সেই পরিত্যক্ত অস্ত্রটা এনে দাও ত!

মমিন। কন্যাকে কি হত্যা করবেন?

আমীন। তুমি অস্ত্র আন—তার পর প্রশ্ন কর। আন মমিন খাঁ, নইলে আমাকে শুষ্ক সম্বোধন—মৃতস্ত ব'লেই আমি মনে করব।

[মমিনের প্রস্থান।

আজিজ। (স্বগত) তা হ'লে ত আত্মগোপন চলে না।

(মমিনের প্রবেশ ও আমীনের হস্তে অস্ত্র প্রদান)

আমীন। আমীরণ! ঈশ্বর স্মরণ ক'রে মৃত্যু জন্য প্রস্তুত হও।

আমী। আমি কোনও অপরাধ করি নি পিতা

আমীন। কোনও অপরাধ করনি? এ যুব কে—জেনেছ?

আমী। জানবার প্রয়োজন বোধ করিনি।

আমীন। কত রাত্রি এক জন অজ্ঞাতকুলশীলে সঙ্গে বাস ক'রে এলে—অপরাধ কর নি?

মমিন। মিয়াসাহেব! অসত্ত পরিচয়ে এই দী যুক্তের বিপুল বংশ-মর্য্যাদা নষ্ট ক'র না। তোমা পরিচয় দাও।

আজিজ। আমি মুসলমান—এই আমার পরিচয়

আমীন। মুসলমান কেমন ক'রে যুবক! তু এই বালিকাকে পাবার লোভে এই দীর্ঘ পথ তা সঙ্গী হয়েছ। বালিকার কল্যাণ-কামনায় হও নাই!

আমী। না। মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে আমিই এ মহাত্মাকে প্রার্থনা করেছি।

আমীন। কি মুসলমান, বালিকা যা বলছে—তা কি সত্য?

আজিজ। না। আমি আপনার এই অপূ কন্যার লোভ সংবরণ করতে পারি নি। কথা কৌশলে সরলাকে মুগ্ধ করেছি। কথার কৌশ তাকে আপনার ক'রে নিয়েছি।

আমীন। বরাবর আত্মগোপন ক'রে এসেছ?

আজিজ। করেছি।

আমীন। শুনছ আমীরণ?

আমী। এ কথা এই আমি প্রথম শুনলুম।

আমীন। মমিন খাঁ! সম্রাট-জননী কি এত হীনা যে, একটা বন্ধ বালিকাকে এত দূর থেকে আব হন ক'রে নিয়ে গিয়ে তাকে ইস্তাম্বুলের পথে নিক্ষে করলে! বালিকাটা ম'ল কি বাঁচলো, একবার খোঁজ করলে না?

মমিন। না হজরত, সে মহীয়সী এখনও পর্য্য ব্যাকুল-হৃদয়ে আপনার কন্যার অনুসন্ধান করছেন।

আমীন। তবে কালিক-শাহ কি এত হী হয়েছে, তার সমাজাগরিত অসংখ্য প্রহরী—সকলে কি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে? এই অজ্ঞাত-কুলশীল যু আমার এই পরমা সুন্দরী কন্যাকে তার বিশালসা জ্যের ভিতর দিয়ে নির্ব্বিবাদে নিয়ে এল, ে

ক্ষেত্র পেলে না ? যুবক ! তা হ'লে কি বুঝব, তুমি দিক-শক্তির হীনতার সাক্ষী ?

আজিজ। না হজরত !

আমীন। তা হ'লে বল, তুমি কে ?

আজিজ। আমীরণ ! তুমি যে কালিককে গ্রহণ বে না বলেছ—

আমী। তুমি ভিখারী হও—আমার স্বামী খারী। তুমি কালিক হও, আমার স্বামী কালিক। মি কালিক, ভিখারী জানি না,—আমি জানি তোমায়।

আজিজ। হজরত ! আমিই কালিক।

আমী। জাঁহাপনা ! (নতজানু হওন)

আমীন। আমীরণ ! তোমার ধর্ম্ম আজ দুনি-র শ্রেষ্ঠ বাদশাকে তোমার পিতার কুটীর-দ্বারে স্থিত করেছে।

মমিন। হজরত ! এ কি বিচিত্র সম্মিলন ঘটন !

আমীন। তুমিই তার কারণ মমিন খাঁ। মৃত্যুর র্ব্বে তোমা হ'তেই আমি কন্যার চিন্তা হ'তে নিষ্কৃতি ভ করলুম। কিন্তু মমিন খাঁ !—

মমিন। 'কিন্তু' ব'লে চুপ করলেন কেন ?

আমীন। না, থাক্—বালক—ও কি জানে ? রম প্রিয় শিশু নবাবজাদা যখনই গোপালটির মতন রম কালিকের স্বর্গতুল্য উদ্যানে প্রথম প্রস্ফুটিত হয়ে-ল, তখন আমিই তাকে প্রথম বুকে তুলে নিয়ে ঘ্রাণ করি। আমার দত্ত নাম 'আজিজ' রেখেছে ক না তা জানি না।

আজিজ। মহান্ পিতৃব্য ! হৃদ্গত অনন্ত যাত-র স্তর ভেদ ক'রে আমার এ সম্বোধন কথা বেরিয়ে সেছে। বলুন, আজিজের এ সম্বোধন ব্যর্থ নয়। মি তীর্থান্বেষণে হাজার ক্রোশ পথ থেকে আপনার বিত্র আশ্রয়ে মস্তক রক্ষা করতে এসেছি।

আমীন। ব্যর্থ নয়, জাঁহাপনা ! আমীরণ ! পিতার শ্রেষ্ঠ স্নেহের নিদর্শন—দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ উপহার —তোমাকে দান করলুম। গ্রহণ কর।

আজিজ। আমীরণ, তোমার জন্য দুনিয়া পেলুম, বহেস্ত পেলুম ; তবে আর আমি ধর্ম্মে পতিত াকি কেন ? হজরত ! আমার সমস্ত সাম্রাজ্য নিয়ে পিতাকে আমার মহাপাপ থেকে মুক্ত করুন।

আমীন। আর সাম্রাজ্য নিয়ে আমি কি করব আজিজ ? সাম্রাজ্য আমার কুটীরদ্বারের বেণু মর্ম্মরে মধ্যে উদ্যানে বিশাল হয়েছে। আমার সাম্রাজ্যের আর প্রয়োজন নেই।

(জেলালের হস্ত ধরিয়া হামিদার প্রবেশ)

হামিদা। আপনার নেই, আপনার পুত্রের আছে,—এই নিন আপনার পুত্র।

আমীন। এ কি ! হজরত্বাইন ? এত দিন পরে সুদে-আসলে আমার সমস্ত প্রাপ্য মাথায় ক'রে তুমি এলে। এর চেয়ে বিশালতর সাম্রাজ্য-জয় কাকে বলে, আমি জানি না। জেলাল—জেলাল ! আনন্দের প্রচণ্ড নিষ্পীড়নে আমার কথা অবরুদ্ধ হয়ে এল।

মমিন। হজরত ! এক দিন কম্পিতহৃদয়ে বলে-ছিলুম,—আজ স্ফীত-বক্ষে তার পুনরুচ্চারণ করি,— ধ্বংসে কখনও সত্যের বিনিময় হয় না।

(মুতাজেদের প্রবেশ)

আমীন। উত্তর করি আর সাধ্য নেই। এস উজীর, অবনত মস্তকে থেকো না। এস সখা—বহু-কাল পরে—বহুকাল পরে। থাকুক প'ড়ে হারানিধি —তুমি এস—তুমি এস—বাল্যের সমস্ত সৌহার্দ্দ সম্পত্তি নিয়ে তুমি এস।

মুতা। এক দিন কর্ত্তব্যজ্ঞানে প্রেমের বন্ধন ছিন্ন ক'রে যে আপনার এই কুটীরবাসের কারণ হয়েছিলুম, সেই আমি—সেই আমি—মহাত্মা আল্ আমীন ! এই কালিক, এই কালিক-জননী এঁদের সম্মুখে শুনুন। আমি ক্ষমা ভিক্ষা করতে আসিনি। পূর্ব্ব-ভ্রম স্মরণ ক'রে সর্ব্বকার্য্য-শেষে আমি আপনার ঐ প্রিয় কুটীরটি ভিক্ষা করতে এসেছি।

আমীন। আমি তোমায় খুব জানি মুসলমান ! কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই প্রেমাকর্ষণ ছিঁড়তে তুমি যত ক্লেশ পেয়েছ, এত আমি পাই নি। এস সখা—

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সমরখন্দ—প্রাসাদ-কক্ষ

জুবেলা

জুবেলা। তাই ত ! মূল্যহীন পরিচয় মাত্রই কি আমার সার হ'ল ! সাম্রাজ্ঞীর কাছ থেকে আর কোনও ত খবর এলো না। আর ত আমি উৎকণ্ঠায় থাকতে পারি না। একটা বাণী,—হয় আশা—নয় নিরাশার !—একটা আর ! এ আশা-নিরাশার মধ্য-স্থলে দাঁড়িয়ে আর নরকযন্ত্রণা সহ্য করতে পারি না। কে তুমি ?

(মমিন খাঁর প্রবেশ)

মমিন খাঁ! কখন এলেন সরদার ?

মমিন। এই সন্ধ্যার পর রাজগৃহে প্রবেশ করেছি—সেখানে মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা ক'রে তোমাকে দেখ্‌তে এসেছি—প্রাণের ব্যাকুলতায় দেখ্‌তে এসেছি। কিন্তু এসে এ কি দেখ্‌লুম রাণী ? আমার ইরাণপুরে যাওয়া-আসা—এরই মধ্যে রাজ্যের এত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে!

জুবেদা। নাচওয়ালী—নাচওয়ালী! মমিন খাঁ, সহোদর সারংদারের সঙ্গে নৃত্যকলা দেখাতে কোন্ দূরদেশ থেকে সনদ্বারে এসেছিলুম। এসে কপালে রুমাল বাঁধা তুচ্ছ আসরফী বক্‌সিস কুড়তে গিয়ে একটা স্বাধীন রাজ্যের সিংহাসন কুড়িয়ে পেয়েছি। এখন আবার নাচওয়ালীর ব্যবসা আর স্বভাব ত্যাগ করতে গিয়ে সেই সিংহাসন হারাতে বসেছি।

মমিন। তাই ত মা, তোমার এরূপ অবস্থা হবে, এ যে স্বপ্নের অগোচর ?

জুবেদা তবে কি জান মমিন খাঁ, এ অবস্থা আমি নিজেই ইচ্ছা ক'রে এনেছি। মমিন খাঁ, দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নর্ত্তকীর গৃহ থেকে আমার উদ্ভব। এখনও জীবিত নর্ত্তককুলের মধ্যে নৃত্যকলায় আমার তুল্য পারদর্শিনী কেউ নেই, এ অহঙ্কার আমি রাখি। আমি এখনই ঐ হতভাগ্য রাজার প্রমোদ-সভায় উপস্থিত হয়ে সমাগতা সমস্ত নর্ত্তকীর মুখে পদাঘাত ক'রে রাজার চুলের মুঠি ধ'রে নিয়ে আসতে পারি।

মমিন। তবে তাই কর না কেন মা!

জুবেদা। না, মমিন খাঁ,—আর তা করব না।

মমিন। রাণি! স্বামীকে হারাবে ?

জুবেদা। কি করব মমিন খাঁ, আমার অদৃষ্ট! সাধু! খোদার কৃপায় এক বিচিত্র শুভক্ষণে নর্ত্তকীর চির অপাপ্য এক অমূল্য ধন আমি লাভ করেছি। সেই ধনলাভের পর থেকে মনে মনে সংকল্প ক'রে আমি নর্ত্তকীর ব্যবসায় পরিত্যাগ করেছি। যদি আমি এর পর স্বামী কর্ত্তৃক অপমানিত লাঞ্ছিত হই, এমন কি, আমার মৃত্যুর আশঙ্কা হয়, তবু আমি নাচওয়ালীর চাতুরীর সাহায্যে স্বামীকে বশ করতে চাই না।

মমিন। ধন্য রাজ্ঞি! এ আপনার বংশগৌরবেরই উপযুক্ত কথা।

জুবেদা। বংশগৌরব! সাধু! এ নাচওয়ালীর আবার বংশগৌরব আছে ?

মমিন। নিশ্চয় আছে। মা! তুমি শুধু স্বপ্নের আভাস পেয়েছ। আমি তোমার জন্য সে স্বপ্ন উষ্ণীষে বেঁধে এনেছি।

জুবেদা। কি মমিন খাঁ—কি ?

মমিন। এই নাও মা, তোমার পিতার প্রতিমূর্ত্তি। তোমার জগদীশ্বরী মা, তোমাকে উপহার দিয়েছেন।

জুবেদা। হা খোদা, এই অপূর্ব্ব দেবমূর্ত্তি হজরতের প্রতিনিধি আমার পিতা! (বারংবার চুম্বন) দেখ দেখ সাধু, এ মহাপুরুষকে যে একবার হৃদয় সমর্পণ করেছে, দুনিয়ার আর কোন পুরুষের কি সাধ্য আছে, সে হৃদয় কর দ্বারা স্পর্শ করতে পারে ?

মমিন। না, মা, ঠিক বলেছ—পারে না।

জুবেদা। তা হ'লে কে আমাকে ব'লে দেবে, ঐ নরাধম বিশ্বাসঘাতক সায়েস্তা যে পাপগর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে, সে গর্ভে আমার কখনও স্থান নয়।

(আজিজের প্রবেশ)

আজিজ। আমিই ব'লে দেব ভগিনি। আমার বংশের মর্য্যাদার কথা, আমি ভিন্ন আর কে বলবে ?

জুবেদা। কি ব'লে সম্বোধন করব, ব'লে দাও—ব'লে দাও মমিন খাঁ!

আজিজ। ভাই বল—তুমি আমার পুজনীয়। আমি তোমার কনিষ্ঠ আজিজ।

জুবেদা। সম্রাট!

আজিজ। ভাই বল। সম্রাট বলতে আমার অগণ্য কোটি প্রজা আছে। ভাই বলতে এক তুমি।

জুবেদা। ভাই!

আজিজ। জীবন ধন্য হ'ল। দিদি, এই নাও তোমার দিরিয়ান।

(দিরিয়ানের প্রবেশ)

তুমি এইবার নিজে আমার ভগিনীপতিকে বিবাহোৎসব দেখবার নিমন্ত্রণ কর। আসুন মমিন খাঁ, এখনও অনেক কাজ বাকী।

[আজিজ ও মমিন খাঁর প্রস্থান।

দিরি। মা! না জেনে দম্ভে তোমাকে কটুবাক্য প্রয়োগ করেছিলুম। অবোধ জেনে কন্যাকে ক্ষমা কর।

জুবেদা। মহাত্মা রহমান-নন্দিনি! নাচওয়ালীর তিরস্কারে একদিন জর্জ্জরিত হয়েছিলি, আজ

একবার মায়ের আদরের বাহু-বেষ্টনের উৎপীড়নে জর্জ্জরিত হ।

(লিরিয়ানকে আলিঙ্গন)

(আবদুল-মালিক ও সায়েস্তা খাঁর প্রবেশ)

আব-মা। আর এ অপরাধীর প্রতি কি আদেশ রাণি?

জুমেলা। সুলতান! বন্দিনী অপরাধিনী, তাকে শাস্তি দিন।

আব-মা। অপরাধ তোমার এত যে, সে সকলের হিসাব ক'রে শাস্তি দিতে গেলে এ ক্ষুদ্র জীবনে কুলায় না। এ অভাগোর চক্ষু তোমার আগেই প্রস্ফুটিত করা উচিত ছিল। কালিক-কন্যা, তোমার এ অপরাধের শাস্তি আমি সমরখন্দের আইনে খুঁজে পাই না। তুমি সমরখন্দের মূর্ত্তিমতী স্বাধীনতা। তোমাকে দেখে তোমার পিতা একদিন সমরখন্দকে জয়দান ক'রে নিজের প্রচণ্ড বাহিনীকে দিয়ে পরাজয়-ভার বহন করিয়ে ইস্তাম্বুলে ফিরে গিয়েছিলেন। আর আজ তোমারই অস্তিত্বে বর্ত্তমান কালিক, স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে আমার ঘরে বন্দী। বাদ্‌শাজাদী! অন্ধ মূর্খ স্বামীকে তুমি রক্ষা কর।

জুমেলা। যদি কালিক-নন্দিনী ব'লে আমার অভিমান করতে হয়, তা হ'লে স্বামীর দাসীত্ব ভিন্ন আমার অন্য অস্তিত্ব নাই।

আব-মা। উজীর! এই রত্ন তোমা হ'তেই আমি পেয়েছি। এ হ'তেই সমরখন্দে তোমার মর্য্যাদা চির অক্ষুণ্ণ। এর অধিক লোভ পরিত্যাগ কর।

সায়েস্তা। আবার জাঁহাপনা। মোহ টুটেছে। সুলতান্! এত দিন পরে বুঝলুম, কোহিনূর ভস্মাচ্ছাদিত হ'লেও সুযোগের ফুৎকারে যখন তার আবরণভস্ম উড়ে যায়, তখন সে আবার যে কোহিনূর—সেই কোহিনূর।

জুমেলা। ভাই, তুমি আমার চিরশ্রদ্ধার সহোদর—তোমার আমি চিরকৃতজ্ঞ ভগিনী।

আব-মা। তার পর শোন,—লিরিয়ানের বিবাহ হবে ইস্তাম্বুলে। এখানে তুমি আমীরণের বিবাহের ব্যবস্থা কর।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

সমরখন্দ—রাজসভা।

আল-আমীন, আবদুল মালিক,
আজিজ, জেলাল, মুতাজেদ প্রভৃতি।

আমীন। সুলতান! শেষজীবন তোমারই আশ্রয়ে আমি শান্তিতে অতিবাহিত করেছি। আজ আমার সৌভাগ্যের চরম। এ সৌভাগ্য ত তোমার আশ্রয়ে থেকে আমার লাভ হয়েছে। সুতরাং তুমি আমার পরম আত্মীয়। তোমার সঙ্গ আমি আর পরিত্যাগ করতে পারব না।

আ, মা। জাঁহাপনা! সমস্ত দুনিয়া এক দিকে, আর আপনার সঙ্গ এক দিকে। আমি দুনিয়ার চেয়ে আপনার সঙ্গই অধিক মূল্যবান্ মনে করি।

আমীন। কিন্তু সম্রাট আমাকে দুনিয়ার বাদশাদারী দান করেছেন।

আ, মা। আপনি এইখান থেকেই তা গ্রহণ করুন।

আমীন। কি উজীর-শ্রেষ্ঠ, গ্রহণ করব?

মুতা। জাঁহাপনা! আপনার কুটীরের এক কোণে আমি আমার উজীরী কম্বল চাপা দিয়ে রেখে এসেছি। আপনি আর কাকে উজীর ব'লে সম্বোধন করুন।

আমীন। প্রিয়সখা মুতাজেদ, তা হ'লে শোন। যে মহদুদ্দেশ্যে তুমি আমার সখাকেও এক দিন অম্লান-বদনে পরিত্যাগ করেছিলে, আমি বৃদ্ধবয়সে তোমার সে উদ্দেশ্য পণ্ড করতে পারি না। শোন সুলতান, শোন সরদারবর্গ! তোমাদের সম্মুখে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করি। আমার সমস্ত সাম্রাজ্য আমার মহান্ ভ্রাতুষ্পুত্র আজিজকে প্রত্যর্পণ করলুম। সম্রাট! কেবল ভিক্ষা, তুমি এখন থেকে আমার এই পুত্রের অভিভাবকত্ব গ্রহণ কর। সুলতান! আমি আবার তোমার যে প্রজা, সেই প্রজা।

(হামিদার প্রবেশ)

হামিদা। হজরত! ঈশ্বর স্মরণ ক'রে কালিক-গৃহিণী এক দিন বাঁদীর বেশে সমরখন্দে এসেছিল। আজ সেই বাঁদী, ভিক্ষার্থিনী-বেশে সমরখন্দের রাজ-সভায় আবার উপস্থিত। মহাত্মা আল-আমীন! এই সমস্ত মহাত্মার সম্মুখে একবার বলুন—আমার পরলোকগত স্বামী আর পাপমুক্ত।

আমীন। সম্রাজ্ঞি!

হামিদা। একবার বলুন—একবার বলুন, মমতার কথা নয়, ধর্মের কথা। সম্রাজ্ঞী নই—দাসী, ভিখারিণী—স্বামীর স্বর্গ করযোড়ে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, বলুন হজরত, আমার স্বামী পাপমুক্ত।

আমীন। পাপমুক্ত—

হামিদা। উন্মুক্ত স্বর্গদ্বার। মা—

(লিরিয়ান ও আমীরগণের প্রবেশ)

আজিজ, এইবারে নবোচ্ছ্বসিত আনন্দ-ধারায় তোমার পবিত্রা মহিষীকে অভিসিঞ্চিত কর।

নর্তকীগণের প্রবেশ ও গীত।

মধুময়ী যামিনী, মধুময়ী চাঁদিনী,
মধুময় চাহে মধুমাস।
মধুময় শিশিরে মধুময় সমীরে
উল্লাসে মিশে ফুলবাস॥
সরসী পেতেছে ফাঁদ, জলে ঐ চলে চাঁদ,
হিল্লোলে হিল্লোলে মধুর কি বাস।
মধুর মধুর আজ—সকলি যে মধু গো—
মধুকরে মধুর পিয়াস॥

যবনিকা

মন্দাকিনী

(নাটক)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

পরশুরাম			
আপব বশিষ্ঠ			
শান্তনু	...	...	হস্তিনার রাজা।
সুনন্দ	...	...	ঐ মন্ত্রী
তোত্রবাহন	...	...	ঐ বয়স্য।
ধৌম্য	...	...	ঐ পুরোহিত।
কঞ্চুকী			

ভৃত্যগণ, অনুচর, পুরবাসিগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

জ্যোতি
গঙ্গা
যমুনা
ধৌম্য-পত্নী
সরযূ
কঞ্চুকি-পত্নী

দেববালকগণ, পুরবাসিনীগণ, বিলাসরঙ্গিনীগণ, গঙ্গাসহচরীগণ,
ঋষিপত্নীগণ ইত্যাদি।

মন্দাকিনী

প্রস্তাবনা

(গীত)

শুনে যাও ওগো নবীন পান্থ,
আমরা নহিক বিহীন প্রাণ,
আমরা জানি যে মরম আলাপ,
আমরা জানি যে গাহিতে গান ॥
তোমারি মতন এ জল-লহরে হৃদয় মোদের আছে
থিতে জান না তাই ত অঙ্গ লুকাই তোমার কাছে।
যুগের সঙ্গে লভিয়া জন্ম চলেছি যুগের সনে
তখনও তুমি ওঠনিক শিশু বিশ্ব ধারার মনে।
যুগের কাহিনী বহিয়া চলেছি সারাদিন সারারাতি
আমরা গড়েছি সোনার দেশ আমরা রচেছি জাতি।
আমরা দিয়াছি ডিঙ্গার বাহিনী সপ্ত সাগর-পারে
কত সম্পদ উজান বহিয়া আমরা এনেছি ঘরে ॥
প্রথম যখন বেদের মন্ত্র, উঠিল ঋষির মুখে
অনন্ত প্রবাহে কত না ছন্দে, আমরা রেখেছি লিখে।
এখনি যখনি জাতির নিদ্রা, হয়েছে গো অবসান
দেবতা মানব মিলনের অর্ঘ্য আমরা করেছি দান ॥

প্রথম অঙ্ক

—০—

প্রথম দৃশ্য

(দ্যুতির প্রবেশ)

(গীত)

আমি খুঁজিতে আসি নি তারে।
কেন যে এসেছি ভুলে গেছি
তাই দাঁড়ায়ে পথের ধারে ॥
এ পথ দিয়ে সে আসিবে না জানি
কেন তবে সবে কর কানাকানি,
ও কুটিল চোখে কেন যাও দেখে
ফুলে গাঁথা এই ফুলহারে ॥
এ পথে যদি সে কখন আসে
চলিতে ক্লান্ত এখানে বসে
বোলো না বোলো না মাথার দিব্য
দেখেছিলে তুমি আমারে ॥
আমি রচেছি বাসা যেথা নিরাশা
চলেছি সিন্ধুপারে—চলেছি সিন্ধুপারে ॥

(আপবের প্রবেশ)

আপব।—কে গো তুমি এখানে দাঁড়িয়ে সমস্ত প্রদেশটাকে আনন্দধারায় প্লাবিত করছ?

দ্যুতি।—কথাগুলো কি তোমার কানে আনন্দের প্রতিরূপ হয়ে প্রবেশ করলে?

আপব।—মিছে বলবার আমার প্রয়োজন? শতবর্ষের উপবাসে আমার বহিরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার নিবৃত্তি হয়ে গেছে। অবশিষ্ট আছে কেবল মর্ম্ম, সংসারীর শোক-কোলাহল সেখানে প্রবেশ ক'রে হাসে; এখানকার হাসি সেখানে কাঁদে, দম্ভ অহঙ্কার সেখানে ভয়ে কাঁপিতে থাকে। সংসারের সুখ-দুঃখ যখন প্রত্যেকেই বিপরীত মূর্ত্তি ধ'রে আমার মর্ম্মের কাছে উপস্থিত হয়, তখন তোমার এটাকে আনন্দ না ব'লে, আমি ত অন্য আর কিছু বলতে পারছি না বালা। বহুকাল পরে, আমার মর্ম্মযন্ত্রে শোকের ঝঙ্কার জেগে উঠেছে।

দ্যুতি। তাইতেই বুঝে নিলেন—এ আমার আনন্দ।

আপব। এ তোমার আনন্দ?

দ্যুতি। না ঋষি, না।

আপব। না?

দ্যুতি। গভীর শোকে আমার প্রাণ-মন-বুদ্ধি সমস্ত ডুবে রয়েছে।

আপব। তা হ'লে তোমার বিষাদ আর আমার বিষাদে এক হ'ল?

দ্যুতি। শতবর্ষ আমি শোকের ঝরণে ছটফট্ ক'রে বেড়াচ্ছি।

আপব। শতবর্ষ পরে আজ প্রথম আমার মর্ম্মে সমবেদনার ঝঙ্কার। কে তুমি?

দ্যুতি। চিন্‌তে পারলে না ঋষি?

আপব। এর পূর্ব্বে আর কখনও তোমাকে দেখেছি ব'লে ত আমার স্মরণ হয় না।

দ্যুতি। এতই তোমার দুর্দ্দশা! তাই ত ঋষি, তোমাকে দেখে এখন আমার নিজের জন্য যে দুঃখ করবার কিছু রইল না। সুমেরুর সেই আঁধার-ভরা গুহার ভিতরে চোখ বুজে ব'সেও যে তুমি এক দিন তোমার আশ্রমের গোধন-অপহারিণীকে দেখতে পেয়েছিলে, দেখেই চিনতে পেরেছিলে, চিনেই অভিশাপ দিয়েছিলে, সেই তুমি—তোমার এত দূর অধঃপতন হয়েছে যে, শত বৎসর মাত্র না দেখে তুমি তাকে চিনতে পারলে না? এখন দেখ'ছ ঋষি, আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে গিয়ে তুমি নিজের ক্ষতি বেশী করেছ।

আপব। বসুপত্নি! আমার প্রণাম গ্রহণ কর। এখন একবার বল দেখি, আমার আশ্রম-গাভীকে চুরি করতে স্বামীকে উত্তেজিত করেছিলে কেন?

দ্যুতি। দেখলুম ব্রাহ্মণ, বিশ্বের এক প্রান্তে অমৃতের প্রস্রবিণী লুকিয়ে রেখে একা একাই তুমি সম্ভোগ করছ, আর এ দিকে বিশ্বের লোক পিপাসায় ছট্‌ফট্‌ করছে। সে ভাবে জমে সঞ্চিত দুগ্ধের সামান্যাংশও তুমি খেতে পারছ না, অবশিষ্ট সমস্ত প'চে যাচ্ছে, তবু মানুষের উপকারে আসছে না। তোমার সে স্বার্থ-বুদ্ধিতে ঘা দেবার জন্য আমি সে কাজ করেছিলুম।

আপব। শুধু সেই ছিল তোমার উদ্দেশ্য?

দ্যুতি। না ঋষি, মানবের অজ্ঞানতা দেখে ইচ্ছা করেছিলুম, সেই জ্ঞানামৃত আমার স্বামীর সাহায্যে আচণ্ডালে বিতরণ করব।

আপব। দেবি, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোক্!

দ্যুতি। কি ক'রে হবে ঋষি? আমার স্বামী?

আপব। তাকেই ত জগতে আনবার জন্য আমি শতবর্ষ অন্নজল ত্যাগ ক'রে আবাহন করছি দেবি! বিনা ব্রহ্মচর্য্যে কেহ কখন অমৃতের অধিকারী হয় না। দেখছ না, শতবর্ষের কি ঘনীভূত অন্ধকার লালসায় বিষম তাড়নায় জাতি কি আত্ম-হারা, ত্যাগের কথা শুনতে তারা ভয় পায়, শুনলে রহস্য করে—তারা ত আমার সে নন্দিনীর অমৃতের মর্য্যাদা রাখতে পারবে না। সম্মুখে একটা আদর্শ চাই—শুন দেবী, তোমার স্বামী হবেন এ পৃথিবীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ! কেমন মা; তোমার ইচ্ছা-পূরণের এ ছাড়া আর কোন উপায় আছে?

দ্যুতি। ঋষিরাজ!

আপব। যাও, ব্রাহ্মণকে স্বার্থপর দেখে শাস্তি দিতে গিয়ে, নিজের স্বার্থত্যাগে কাতর হ'ও না—স্বামীর কথা আর ভাবতে চেও না। শতবর্ষব্যাপী অনশনব্রতের পর আজ আমি পারণ করতে চলেছি। তোমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে, আষের পিচ্ছিল আগুনের মত শতবর্ষের ক্ষুধা আমার উদর-গহ্বরে দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠেছে। শীঘ্র ব'লে যাও মা, কোথায় গেলে আমার পারণ হবে।

দ্যুতি। সম্মুখে হস্তিনা।

আপব। যাও মা, আবার আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

দ্যুতি। কিন্তু দেখো ক্ষুধার্ত্ত, ক্ষুধার জ্বালায় যেন উদ্দেশ্য ভুলো না।

আপব। কি করব বল।

দ্যুতি। রাজা সস্ত্রীক না হ'লে পারণ ক'র না।

আপব। তথাস্তু।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পটপরিবর্ত্তন)

(গঙ্গাসহচরীগণের গীত)

সাগর-গামিনী সাগর-গামিনী
কোন্ দেশ হ'তে কেমন করিয়া
আসিলে বল না শুনি।
কোন্ আকাশের কোন্ কোণে বসি
কেবা এ রচিল গান,
কে গো মহাকাশে ঝরায়ে তোমারে
বিশ্বে করিল দান,
কোন্ ঋষি তোমা রচিল মন্ত্রে
কোন্ রবিশশী রচিল যন্ত্রে
দিবানিশি তুমি চল কল কল
অচল অক্ষয় বাণী।
মন্দাকিনী মন্দাকিনী
মন্দাকিনী মন্দাকিনী॥

(গঙ্গা ও যমুনার প্রবেশ)

গঙ্গা। শুনিব লো! সংসার-আঁধারে।
জন্ম হ'তে আলোকধারায়,
ত্রিসংসার করায়েছি স্নান।
প্রতি কল্লোলে কল্লোলে কুতূহলে
গেয়েছি মুক্তির গান;
সেই আমি, আজ আবদ্ধ করিতে মোরে
স্বেচ্ছায় রচিনু এই দেহ-কারাগার।
এই দেখ সখী কাঁপিতেছে প্রাণ;

না জানি এ মনে কি দুর্জ্জয় মোহ ঘোরে
কি মমতা বেঁধে দিনু সখী।
ঐ দেখ প্রতি তরু-শিরে,
মোরে দেখি পাখী নৃত্য করে,
মলয় আদরে মধুস্বরে ভৃঙ্গ করে গান,
পুষ্পপুঞ্জ খুলি মন-প্রাণ
দিশে দিশে সৌরভ বিলায়—
কেন সখী!
বন্দিনী হেরিতে এত উল্লাস সবার!

যমুনা। লীলা দেখিবার লোভে রাণি!
তোমা দেখে ব্যাকুলা মেদিনী—
গগন হইতে সুধা ঝরে;
শিখরিণী কলেবরে
তুষার রোমাঞ্চরূপে ফুটে;
দিনমণি, নিশানাথে দেয় আলিঙ্গন
উষার কাঞ্চন রাগ পূর্ব্বরাগে যেন
ক্রমভঙ্গে মধুর রঙ্গে পূর্ব্বাকাশে খেলে।

গঙ্গা। উল্লাসে গেয়েছি গান গঙ্গাধর-শিরে
উল্লাসে নেচেছি সখী, হিমানী ভূধরে!
উল্লাসে রজতকান্তি এ অঙ্গ আমার
হাররূপে প্রকৃতির শ্যামাঙ্গে জড়াই!
উল্লাসে সাগরে মিশে যাই—
কিন্তু সখী আজ কেন হতেছে এমন? "
দেহ অঙ্গ করে টলমল—
আতঙ্কে বিকল আমি।

যমুনা। ভয় কি—ভয় কি রাণি!
জলময়ী তব তনুখানি—
অপরূপ রূপের লহরে
দিগন্তে নীলিমা আলো করে;
তাই দেখে দুন্দুভি বাজায় দেবগণ;
দেবপুষ্পে মদন রচিছে ফুলধনু,
সম্মুখে নন্দন সম অপূর্ব্ব কানন;
এস রাণী করি বিচরণ।

গঙ্গা। চল্ সখী; চল্ হৃদয় চঞ্চল
সুদীর্ঘ অজ্ঞাত পথে
কেমনে চলিব একা নারী
চারিধারে দৃশ্য মধুময়—
আনন্দে সভয়ে—
ঘন ঘন কাঁপিতেছে হিয়া।

যমুনা। চল রাণী, হয়েছি প্রস্তুত;
দেখিতে জেগেছে সাধ—
জাহ্নবী কেমন দোলে আপন তরঙ্গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কঞ্চুকীর বাটী

সুনন্দ ও কঞ্চুকী।

সুনন্দ। রাজা একবার পায়ের ধুলো নিলেন, আর তোমাদের পাঁজি-পুথি সব উল্টে গেল?

কঞ্চুকী। রাজার যে রকম বনে যাবার ঝোঁক, তাতে বাধা দিলে পাঁজির পাতা সব উল্টে যেত। রাজার যাওয়া কিছুতেই রদ্ হ'ত না; লাভের মধ্যে আমাদের নিষেধ বাক্যগুলো সব বৃথা হ'ত। এ বরং ভক্তির উপর নির্ভর করে, রাজা মনটাকে একরূপ প্রবোধ দিয়ে মৃগয়া করতে চলেছেন, সেটা ভাল হ'ল না? আমাদেরও নাম রইল, রাজারও মান রইল। ধৌম্য পুরোহিত নির্ব্বাক্ হয়ে পাঁজি-পুঁথি নিয়ে আবার ঘরে ফিরে গেছে।

সুনন্দ। রাজা এরূপ উন্মনা হয়ে রাজ্য করলে, এ রাজ্য কত দিন চল্‌বে?

কঞ্চুকী। সে রাজা জানে,—আর রাজার রাজ্য জানে। আমি সামান্য কঞ্চুকী, রাজপ্রাসাদের প্রাচীর পর্য্যন্ত আমার বিদ্যার দৌড়। আদার ব্যাপারী, আমার জাহাজের খবরে দরকার কি? রাজার রাজ্য ফলাফলের কথা আমি কি বলবো?

সুনন্দ। আপনি বলবেন না ত কে বল্‌বে ঠাকুর। আপনি অনন্তকাল ধ'রে এই রাজগৃহে কঞ্চুকীর কাজ করছেন।

কঞ্চুকী। কঞ্চুকী হয়েছি ব'লে চোরদায়ে ধরা পড়েছি না কি? রাজার মঙ্গলের জন্য স্বস্ত্যয়ন করাচ্ছি। রাজা বিবাহ করতে চান, ধৌম্য ঠাকুরকে ডাকিয়ে মন্ত্র আউড়িয়ে দিচ্ছি। সুলক্ষণা সবর্ণা কন্যা, তাও না হয় সংগ্রহ ক'রে আন্‌ছি, তা ব'লে আমি ত আর রাজার হয়ে দণ্ড ধর্‌তে পারব না।

সুনন্দ। রাজার যে রকম রাজকার্য্যে অনিচ্ছা, তাতে আপনাকেই কালে দণ্ড বুঝি ধরতে হয়।

কঞ্চুকী। বাবা, এই দণ্ডই হাতে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে; আবার রাজদণ্ডও যেমন হাতে করব, আর অমনি যমদণ্ডটা উপর থেকে দড়াম ক'রে মাথার উপর নিক্ষিপ্ত হবে। তুমি ত ভারি হিতৈষী মন্ত্রী দেখতে পাচ্ছি।

সুনন্দ। রাগ করবেন না প্রভু, বড়ই মনঃকষ্টে বল্‌ছি।

কঞ্চুকী। আমিও কি মনের স্ফুর্ত্তিতে বল্‌ছি? তুমি ধীমান মন্ত্রী, তোমার উপর রাগ করব কেন?

তুমিও যেমন বিপন্নভাবে আমাকে প্রশ্ন করছ, আমিও তেমনি বিপন্নভাবে উত্তর দিচ্ছি।

সুনন্দ। বড়ই বিপন্ন! রাজ্যময় রাজার দুর্নামের ঢেউ উঠেছে, আর তারা প্রবোধ মানছে না।

কঞ্চুকী। ঢেউ উঠবে, সে ত জানা কথা। এতকাল ওঠে নি, এই আশ্চর্য্য।

সুনন্দ। সকলে একবাক্যে রাজার পুরুষত্বের দোষারোপ করছে, বলছে, রাজার ক্লীবত্ব প্রাপ্তি হয়েছে।

কঞ্চুকী। কেন বলবে না? এ বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত সমস্ত রাজকুমারী প্রত্যাখ্যাত। লোকের বলাতে অপরাধ কি? রাজা যতিহীনও নয়, উন্মাদও নয়, গৃহীও নয়, সন্ন্যাসীও নয়—অথচ বিবাহযোগ্য বয়স কোন দিন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

সুনন্দ। আপনি আর একবার তাঁকে নিষেধ করুন। বলুন, কাল যদি আপনি মৃগয়ার অছিলায় নগর পরিত্যাগ করেন, তা হ'লে প্রজারা বিদ্রোহী হবে। তারা আর প্রতিনিধির শাসন মানতে চায় না।

কঞ্চুকী। বলতে হয়, তুমিই বল, আমার বলা শেষ হয়ে গেছে!

সুনন্দ। বেশ, আমিই বলব।

কঞ্চুকী। তা হ'লে আর বিলম্ব ক'র না; রাজপুরী থেকে বেরুতে না বেরুতে তাঁকে ধর।

সুনন্দ। বেশ, আপনি পদধূলি দিন, আমি সফলকাম হই।

কঞ্চুকী। না বাবা, ওই দূরে থেকে হাতে কপাল ঠুকে যাও, পায়ের ধূলো একবার রাজাকে দিয়েছি রাজাও ফল পাবে, তুমিও ফল পাবে। এখন দুই ফলের ঠোকাঠুকিতে কি আমি থেঁতলে যাব? অমনি অমনি যাও।

(নেপথ্যে। পালাও পালাও খেলে খেলে।)

কঞ্চুকী। এ কি, গোলমাল কিসের?

সুনন্দ। আর কিসের বুঝতে পারছেন না! প্রজারা রাজার মৃগয়া-যাত্রার কথা জানতে পেরেছে, তাই চারিদিক থেকে অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।

কঞ্চুকী। যাও যাও, রাজপুরী পরিত্যাগ করতে না করতে শীঘ্র তাঁকে এ সংবাদ দাও।

[সুনন্দের প্রস্থান।

তাই ত বাস্তবিকই প্রজা বিদ্রোহী হ'ল না কি? আজও পর্য্যন্ত রাজার মনোভাব বুঝতে পারা গেল না, এ ত বড় বিপদের কথা। কেন রাজা বিবাহ করতে চান না, কেন তাঁর রাজকার্য্যে মনোযোগ নাই, রাজাকে জিজ্ঞাসা করলে রাজা উত্তর দেন না, আর কে জানে? কে উত্তর দেবে?

(নেপথ্যে। পালাও পালাও—খেলে খেলে।)

তাই ত গোলমাল ত উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। সত্যসত্যই প্রজা বিদ্রোহী হ'ল না কি?

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। কঞ্চুকী মশায়, কঞ্চুকী মশায়—

কঞ্চুকী। কি রে—কি রে?

ভৃত্য। বু বু বু বু (কম্পন)

কঞ্চুকী। আরে কি হ'ল—কি হ'ল?

ভৃত্য। আমি নই—আমি নই (কম্পন) আমি গরীব চৌকিদারের মাইনের চাকর, আমাকে ধ'র না—(কম্পন)

কঞ্চুকী। আরে ম'ল, অমন করছিস কেন? আরে ম'ল—হ'ল কি?

ভৃত্য। ঐ এলো—খেলে খেলে! (কঞ্চুকীকে বেষ্টন)

কঞ্চুকী। এই—এই সকালে এত্তা কাপড়ে—ছাড় বেটা ছাড়, কি হয়েছে—কি হয়েছে খুলে বল! আরে মর—খুলে বল।

ভৃত্য। ঐ ঐ—এল এল! গেল প্রাণটা আপনার দাক-সিঁচুনিতে এত দিন বেঁচেছিল, এইবারে গেল!

(আপবের প্রবেশ)

কঞ্চুকী। তাই ত, এ কি, এ কি জীবন্ত দুর্ভিক্ষের মূর্ত্তি! ছাড় ছাড়, হতভাগা ছাড়! কোন বায়ুভুক কঠোর তপস্বীর আগমন। কে আপনি মহাভাগ!

আপব। ক্ষুধা—ক্ষুধা—কে তুমি চোখে দেখতে পাচ্ছি নি; শতবর্ষের ক্ষুধা আর সইতে পাচ্ছি না।

কঞ্চুকী। আসুন—আসুন—চরণাশ্রিত আমি ওরে আসন আন। আরে হতভাগা, বাড়ীতে ব্রহ্মহত্যা হবে, পা টলছে, ঠাকুর দাঁড়াতে পাচ্ছে না। টলে পড়ল—পড়ল। পড়লেই প্রাণ যাবে—ধর ধর।

ভৃত্য। ওই হাত বার করছে (আপবের বদন ব্যাদান ও হস্তপদের বিকৃতি)

কঞ্চুকী। সর্ব্বনাশ, ব্রহ্মহত্যা হ'ল—ব্রহ্মহত্যা হ'ল। (আপবকে ধারণ)

আপব। আঃ, পতন থেকে রক্ষা করলে। তুমি?

কঞ্চুকী। আপনার দাস।

আপব। কি জাতি?

কঞ্চুকী। ব্রাহ্মণ।

আপৎ। (সখেদে) এটা কি তবে রাজবাটী নয়?

কঞ্চুকী। আজ্ঞে রাজবাটীরই একাংশ। আমি রাজা পাকজুর গৃহে কঞ্চুকীর কার্য্যে নিযুক্ত আছি।

আপৎ। তা হ'লে আমাকে রাজবাটীতে নিয়ে চল। ক্ষুধা—ক্ষুধা—কি প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়না।

কঞ্চুকী। আর রাজবাড়ী কেন প্রভু—দাসকে কৃতার্থ করুন। ব্রাহ্মণী! ব্রাহ্মণী! (ভৃত্যের প্রতি) শিগগীর যা; মন্ত্রী মহাশয়কে খবর দে।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

কঞ্চুকী-পত্নী। (নেপথ্যে)—কি? রাজবাড়ী রাজ যাও, যেতে যেতে ডাক্ পড়ছে কেন? আজ আর কি কোশা-কোশীর কাছে বস্‌তে দেবে না?

কঞ্চুকী। কোশা রাখ—রেখে এখন হাঁড়ি ধর।

(কঞ্চুকী-পত্নীর প্রবেশ)

ক-প। ভোর-বেলায় হাঁড়ি ধর? জঠরানল এখনি জ'লে উঠ্‌লো না কি?

কঞ্চুকী। আমার না—আমার না—এই দেখ ভাগ্যবতী, দেখ।

ক-প। ওটা কি?

কঞ্চুকী। হা হা, কর কি! ওটা নয়—ভাগ্য ভাগ্য, জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফল।

ক-প। তপস্যার ফল? তামাসা করবার কি তোমার সময় অসময় নেই—একটা চামড়ার ভিস্তি আমার তপস্যার ফল?

আপৎ। (হস্তপদ সম্প্রসার ও মুখব্যাদান) ক্ষুধা ক্ষুধা—

ক-প। ওরে বাবা! বু বু বু বু (কম্পন)

[পলায়ন।

কঞ্চুকী। হাঁ—হাঁ, যেও না,—যেও না! ভাগ্য পেয়ে হারিও না।

আপৎ। আমাকে রাজবাড়ীতে নিয়ে চল।

কঞ্চুকী। এখানে থাক্‌তে আপত্তি কি প্রভু?

আপৎ। সঙ্কল্প রাজবাড়ীতে অতিথি, শতবর্ষ অনশন, পুরুরাজ-গৃহে পারণ-সঙ্কল্প।

কঞ্চুকী। তবে আমার সঙ্গে আসুন। হাত ধরুন—হে নারায়ণ এ কি হাত না কেবল কঙ্কাল! রক্ষা কর নারায়ণ, যেন আমার হাতে ব্রহ্মহত্যা না হয়।

আপৎ। ক্ষুধা—ক্ষুধা—কি প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়না!

কঞ্চুকী। খাব যদি খাও, আর ক্ষুধা ব'লে চেঁচিও না। তোমার বাক্যের তাড়নায়, ক্ষুধা দেশ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ—বালকগণ

(গীত)

কেবল বলছে ক্ষুধা-ক্ষুধা
মুখে তার আর কোন নেই কথা
খিদের জ্বালায় খায় গো বুঝি এমন স্বা[illegible] রাজ্যটা॥
অন্নপানের অপমান একশো ব[illegible] হ'য়ে,
মনের দুঃখে লক্ষ্মী গেছেন সাতসমুদ্দুর-পারে
ব'সে ব'সে আর কি করে পাঠালে মা রাগের ভরে
(ঐ দেখ, ঐ দেখ গো)
দেশ-জোড়া এই ক্ষুধার ব্যাধি জাহাজভরা কমলা॥
সে যে ধর্ম্ম খেলে কর্ম্ম খেলে পুণ্য খেলে জ্ঞান
ভূত ভবিষ্যৎ সকল খেলে, খেলে বর্ত্তমান
তবু খিদে মিটলো না তার দুর্ভিক্ষ আর মহামার
মূর্ত্তি ধ'রে ফেলছে গালে পাচ্ছে যেথা যা
সকল খেলে সকল খেলে আবাল বৃদ্ধ বনিতা॥

চতুর্থ দৃশ্য

রাজবাটী

পরিচারকগণ

১ম পরিচারক। ওরে মন্ত্রী মহাশয়কে খবর দে।

২য় পরিচারক। খবর দেওয়া কি, তিনি এলেন ব'লে?

১ম পরিচারক। কি সর্ব্বনাশ! এমন ত কখন শুনি নি! শতবর্ষ পেটে অন্ন নেই, তাতেও বেঁচে আছে!

২য় পরিচারক। শুধু বেঁচে আছে, হাড় ক'খানার ভেতর থেকে এমন গম্ভীর আওয়াজ বেরুচ্ছে যে, গাছ-পালা বাড়ীর পাঁচিল পর্য্যন্ত কেঁপে যাচ্ছে।

১ম পরিচারক। আস্‌তে আস্‌তে কোথায় গেল?

২য় পরিচারক। হাঁতড়ে হাঁতড়ে কঞ্চুকী মশায়ের ঘরে ঢুকেছে।

১ম পরিচারক। ওই আস্‌ছে—ঐ আস্‌ছে—

২য় পরিচারক। কি সর্ব্বনাশ, এইখানে কঞ্চুকী মহাশয়ের বড়ই অন্যায়, ওই জোড়া তাড়া হাড়ের খাঁচাটাকে এখানে নিয়ে আসছেন। হাত ফসকে যদি একবার প'ড়ে যায়, তা হ'লে খাঁচা একবারে গুঁড়ো হয়ে যাবে।

১ম পরিচারক। বাড়ীতে ব্রহ্মহত্যা হ'ল—ব্রহ্মহত্যা হ'ল।

(কঞ্চুকী ও আপবের প্রবেশ)

কঞ্চুকী। বসুন ঠাকুর, এইখানে বসুন আর চলবেন না, একবার হোঁচট খাবেন—অমনি পড়বেন আর মরবেন।

১ম পরিচারক। এ কি ঠাকুর রাজবাড়ীতে কি ব্রহ্মহত্যার যোগাড় করেছ!

আপব। ক্ষুধা ক্ষুধা,—কি প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়না।

কঞ্চুকী। এখনি নিবৃত্ত হবে, বসুন!

২য় পরিচারক। ঐ দেখ, ক'খানা হাড়, কিন্তু তার ভেতর থেকে ট্যাকটেঁকে কথা বেরুচ্ছে দেখ।

(সুনন্দের প্রবেশ)

সুনন্দ। এই—এই সেই উপবাসী দ্বিজ!
যথার্থই চলিষ্ণু কঙ্কালরাশি।
দেখি জ্ঞান হয়, প্রাণ যেন অতি ক্লেশে
আছে ব'সে অস্থি আঁকাড়িয়া, কিন্তু
এ কি হেরি!
কঙ্কালের অভ্যন্তর হ'তে স্ফুরিতেছে
কি অপূর্ব্ব জ্যোতির মাধুরী।
কেবা ইনি ছদ্মবেশী
রবিসম দীপ্ততেজা ঋষি!

কঞ্চুকী। এই নাও মন্ত্রীবর!
রাজগৃহে পূর্ণভাগ্য সচল মূরতি ধরি
ভিক্ষার গ্রহণচ্ছলে করিলা প্রবেশ
অন্নপানে করিতে তর্পণ,
কর আবাহন।

১ম পরিচারক। বসুন ঠাকুর, বসুন।

আপব। আগে আশ্বাস দাও।

২য় পরিচারক। ঐ যিনি আশ্বাস দেবার তিনি এসেছেন।

সুনন্দ। সুখাসীন হ'ন্ তপোধন!
শ্রীচরণ-রেণু আজ কৃপা ক'রে পুরীতে পড়িল,
হস্তিনা হইল ভাগ্যবতী।

(আপবের উপবেশন)

কঞ্চুকী। যোগ্য তপোধনে এ শুভ সংবাদ দিতে
চলিলাম আমি। পুরুবংশ-পুরোহিত তুমি
প্রত্যেক মঙ্গলকার্য্যে—
যোগ্যতায় তাঁর অধিকার।

[প্রস্থান।

আপব। ক্ষুধা ক্ষুধা—
প্রচণ্ড ক্ষুধার বহ্নি সুতীব্র শিখায়
দগ্ধ করে জঠর আমার,
শতবর্ষ উপবাসী ব্রতধারী প্রায়োপবেশনে।
ব্রতান্তে ক্ষুধার্ত্ত আমি করেছি মনন
পুরুরাজ-গৃহে আজ করিব পারণ।
এস সুমঙ্গল, দাও পাদ্য—দাও অর্ঘ্য
মোরে। [illegible]ন জ্যোতির হানি, কেবা তুমি
নাহি জানি। গৃহস্বামী যত্তপি ধীমান্—

সুনন্দ। গৃহস্বামী নহে মহাব্রতি।

আপব। নহ গৃহস্বামী?

সুনন্দ। আমি ক্ষুদ্র ভৃত্য তাঁর।

আপব। যদি নহ গৃহস্বামী,
সত্বর সংবাদ দাও তারে।

সুনন্দ। গৃহস্থের সর্ব্বভার স’পিয়া আমারে, নরেশ্বর
এইমাত্র মৃগয়া-বিলাসে ত্যজেছেন
হস্তিনানগরী, অনুমতি কর প্রভু!
এ দাস সেবিবে শ্রীচরণ,
ধন্য হ'ক জনম আমার।
এ কি! আসন ত্যজিছ!
কেন প্রভো!

আপব। ক্ষুধানল হ'ল না নির্ব্বাণ
বৃথা হেথা আগমন, হ'ল না পারণ!

সুনন্দ। দাসের কি অপরাধ প্রভো!

আপব। অপরাধ! কিছু নাহি মহাভাগ
আছে মোর ব্রত
গৃহীশূন্য গৃহমাঝে আতিথ্য না লই।

সুনন্দ। ক্ষুধার্ত্ত অতিথি গৃহে লয়েছে আশ্রয়,
অভুক্ত তাহারে আমি কেমনে ছাড়িব।

আপব। ভাল, গৃহী যদি নাই, আসুন গৃহিণী
তাঁর পতির হইয়া, আসিয়া করুন
সতী অতিথি-সৎকার।

সুনন্দ। কি বলিব দেব,
প্রভু মোর এখনও কুমার-ব্রতধারী।

আপব। হায় কি করেছি, কোথায় আতিথ্য লাভ
করেছি মনন! জঠর-অনল মোর

করিতে নির্ব্বাণ, দগ্ধ মরুভূমি-বক্ষে
লইনু আশ্রয়। অনাহারী
ব্রতধারী বসেছিনু সুমেরুর তলে
ব্রতান্তে এসেছি আমি পৌরবের গৃহে,
আতিথের ভক্তিমান ছিল মোর জ্ঞান।
তাই হে ধীমান্! করিতে ক্ষুধার শান্তি
এসেছি হেথায়। নিষ্ফল আগমন মোর,
হ'ল না ক্ষুধার শান্তি। গৃহ-শোভা করি
দেবী যদি রহে গৃহে, তবে শাস্ত্র দেয়
তার গৃহ অভিধান—নতুবা শ্মশান।
নিষ্ফল আগম, হ'ল না ক্ষুধার শান্তি
রাজগৃহ অশান্তি-নিলয়, রসহীন
অন্ন হেথা। (উঠিয়া) ক্ষুধা ক্ষুধা প্রচণ্ড পিয়াসা,
গেল গেল জলে গেল উদর আমার,
নিরাশে দ্বিগুণ তৃষ্ণা, বক্ষ গেল জ্বলে।
সুনন্দ। ভৃত্য আমি, গৃহরক্ষী, আমারে করুণা
কর প্রভু। মহারাজা আছেন অদূরে
জাহ্নবীর তীরে! আমি সন্ধানে চলিনু।
আপব। কি বা প্রয়োজন? মৃগয়া-বিলাসী
তামস ব্যসনে রত রাজা। ব্রহ্মচারী
ব্রতধারী নহে ত সে তপস্যায় রত!
সংস্কারবিহীন যুবা শুনিনু যখন,
আর তারে কিবা প্রয়োজন?
সুনন্দ। যাহা কিছু
৷ আছে বলিবার
দিগ্বিজয় সম্রাট তিনি—
আপনি বিধাতা সমজ্ঞানী—যাহা কিছু আছে
বলিবার, ব'ল দ্বিজ সম্মুখে তাঁহার।
আপব। কিছুমাত্র নাহি বলিবার দিব্যচক্ষে
করি দরশন দীনমূর্ত্তি ক্ষীণ দেহ
অগণ্য নৃপতি পৌরব রাজর্ষিগণ
ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত সবে আমারি মতন
চেয়ে আছে এ দুর্ব্বৃত্ত বংশধর পানে;
আঁখি-জল দরদর ঝরিছে নয়নে
পুণ্যময় তনু হতেছে কৃশাণু-দগ্ধ
পিণ্ডলোপ-ভয়ে সবে কাঁপে। মহাপাপে
পবিত্র পুরুবংশ গেল বুঝি ডুবে।
যে মহাত্মা জনকের তুষ্টির কারণ
কঠোর বার্দ্ধক্য তাঁর করিল গ্রহণ,
তাঁর বংশে হেন কুলাঙ্গার, এ ভবনে
সলিল গ্রহণ, শাস্ত্রে করে নিবারণ,
দ্বিজ আমি, শাস্ত্রধন সম্বল আমার
শাস্ত্রাদেশ লঙ্ঘিবারে নারি।

সুনন্দ। কি করিব, বল
নারায়ণ! দারুণ সমস্যা-ভার শিরে,
গৃহরক্ষী সচিব-প্রধান আমি হেথা
আছি বর্ত্তমান, আমার সম্মুখে দ্বিজ
পৌরবের সর্ব্বপুণ্য করি আহরণ
ক্ষুধাতুর অবসন্ন দেহে আলিঙ্গিতে
প্রত্যক্ষ মরণ, চ'লে যাবে? পুণ্যময়
পুরুবংশ-শিরে ইতিহাস ভারে ভারে
কলঙ্ক ঢালিবে! আমার ক্লীবত্ব তার
সঙ্গে রবে গাঁথা। কি কার্য্য আমার!
এই কার্য্য সার—চরণ বাঁধিব, কোন মতে দ্বিজে
অভুক্ত যাইতে নাহি দিব।

(পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন)

আপব। এ কি কর?
সুনন্দ। এই যদি শাস্ত্রের বিধান, তবে শুন
মতিমান, গৃহস্থের প্রতিনিধিরূপে
অভয় চরণ দুটি আবদ্ধ করিনু;
এতে যদি মৃত্যু হয়, আসুক মরণ।
এতে যদি ধর্ম্ম যায়, তবে আজ
তাহা যাক্ রসাতলে।
আপব। বৃথা ভয়, বদ্ধ কর মোরে,
হেথা আমি জলবিন্দু না করিব পান।
সুনন্দ। নাহি প্রয়োজন—রাজারে আনিব,
আপনারে তাঁর করে অর্পণ করিব,
বক্তব্য যা আছে তব, ব'ল তাঁর কাছে।
পুরুবংশ-ধ্বংসে প্রভো আমাকে ক'র না
তুমি নিমিত্তের ভাগী।
আপব। অপেক্ষায় রব কতক্ষণ?
সুন্দ। কতক্ষণ?
দিন-শেষ লইনু সময়;
যতক্ষণ সূর্য্যদেব অস্ত নাহি যায়
ততক্ষণ রহ ঋষি।
আপব। এ গৃহে না রব।
সুনন্দ। আছে ধৌম্য তপোধন সর্ব্বশাস্ত্রে
বিশারদ মহামতি পবিত্র মূরতি;
এস প্রভু ল'য়ে যাই তাঁর সন্নিধানে।
আপব। ধর ধর—সাবধানে ল'য়ে চল মোরে।
ক্ষুধা ক্ষুধা কি প্রচণ্ড ক্ষুধার প্রহার।
ওরে জঠর হইল ক্ষার ভীমানলে,
সমস্ত কঙ্কাল মোর জ্বলে। কোথা আছ
করুণানিধান! কোথা আছ দয়াময়ি!
অন্নপূর্ণা কর অন্নদান।

পঞ্চম দৃশ্য

মন্দির-প্রাঙ্গণ

(পুরবাসিনীগণের প্রবেশ ও গীত)

মঙ্গল কর মঙ্গলময় বিঘ্ন বিপদ নাশিয়ে
পড়েছি বিপদে রাখ হে শ্রীপদে মঙ্গলময় আসিয়ে ॥
সকলি আঁধার হউক আলোক
মিলে যাক্ আজ দ্যুলোক ভূলোক
তোমার চরণ করিয়া পরশ উঠুক পুষ্প হাসিয়ে ;
সবে স'রে কেন থাক দূরে আর
এস গো সাকার এস নিরাকার
তোমার স্বরূপ মূরতি প্রভু উঠুক নয়নে ভাসিয়ে ॥

(ধৌম্যের প্রবেশ)

ধৌম্য। নিশ্চিন্ত হও পুরবাসী, দেবতার যেরূপ ইঙ্গিত অনুভব করলুম, তাতে শীঘ্রই মহারাজকে বিবাহিত হ'তে হবে বুঝতে পারছি।

১ম-স্ত্রী। তাই বলুন ঠাকুর! মহারাজকে উন্মনা দেখে আমরা কেহই তুষ্ট হ'তে পারছি না।

১ম-পু। জ্যেষ্ঠ দেবাপি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, কনিষ্ঠ বাহ্লীক মাতামহ-কুলে পুত্র ব'লে গৃহীত হয়েছেন, অবশিষ্ট উনি! মহারাজ প্রতীপের একমাত্র বংশধর। পৌরব-বংশের ঋণ-শোধ আমাদের মহারাজকে করতেই হবে।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। পুরোহিত আছেন? পুরোহিত আছেন?

ধৌম্য। আছি বিপ্রবর! এমন ব্যাকুলভাবে এখানে এলেন কেন?

কঞ্চুকী। ব্যাকুল করেছে—বড়ই ব্যাকুল করেছে। রাজ্যে হঠাৎ এক বিপদ উপস্থিত।

সকলে। বিপদ।

কঞ্চুকী। বড়ই বিপদ। এক ঋষি আজ রাজগৃহে অতিথি।

ধৌম্য। সে ত সৌভাগ্য—তবে বিপদ বলছেন কেন?

কঞ্চুকী। এই শুনলেই বুঝতে পারবেন। আপনার শোনা আছে কি, এক ঋষি এক সময় অষ্টবসুকে অভিশাপ দিয়েছিলেন?

ধৌম্য। শুনেছি। তাঁর নাম আপব বশিষ্ট। সুমেরু পর্ব্বতে তাঁর আশ্রম ছিল।

কঞ্চুকী। সেই—সেই ঋষি। তিনি আজ সকালবেলায় হস্তিনার ঘাড়ে চেপেছেন।

১ম-স্ত্রী। তা হ'লে ত হস্তিনার বড়ই সৌভাগ্য কঞ্চুকী মশায়।

কঞ্চুকী। সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, তোমরা সকলেই বোঝ; শাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঋষিরও তপস্যার হানি হয়। সেই ক্ষতিপূরণের জন্য তিনি শতবৎসর উপবাস-ব্রত গ্রহণ করেছিলেন।

১ম-স্ত্রী। এ কি বলছেন কঞ্চুকি মশায়, শতবর্ষ উপবাস কি?

১ম-পু। একেবারে। পেটে অন্নজল কিছু ঢোকে নি?

কঞ্চুকী। কিছু না—এই দীর্ঘকাল ঋষি আছেন শুধু বায়ু আহার ক'রে।

১ম-স্ত্রী। শুধু বায়ু আহার ক'রে আছেন?

কঞ্চুকী। তাই ত দেখছি।

ধৌম্য। সাধারণ মানুষের কথা নয়, এ ব্রহ্মর্ষির কথা। ঋষিতে সকলই সম্ভব।

কঞ্চুকী। বেঁচে আছেন, কিন্তু আর বড় বেশীক্ষণ থাকেন না। ব্রত-শেষে তিনি রাজবাড়ীতে পারণ করতে এসেছেন। এসেছে চামড়ার মতন একটা যে কি ঢাকা ক'খানি জোড়া লাগা হাড়। কিন্তু ত বুঝি আর থাকে না। রাজবাড়ীতেই বুঝি হাড় ক'খানার গ্রন্থি খুলে যায়। মন্ত্রী মশায় ও আমি তাঁকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেছি। রাজা নেই, এখন আপনার উপস্থিতির একান্ত প্রয়োজন হয়েছে।

১ম-স্ত্রী। তাই ত ঠাকুর, এ যে বিপদেরই কথা—এখন এক্ষণ শতবর্ষের অন্ন তাঁর পেটে ঢুকতে পারলে তবে ত হাড়ে-মাসে জোড়া লাগবে! ও পুরোহিত ঠাকুর যান্ যান্!

ধৌম্য। আমি গিয়ে কি করব। আমি সকাল বেলায় পূজা-অর্চনা ক'রে ব্রহ্মহত্যা দেখতে যাব?

কঞ্চুকী। রাজা নেই,—আপনি পুরোহিত আপনি না থাকলে তাঁর পরিচর্য্যা করবে কে?

ধৌম্য। পুরোহিত ব'লে কি চোরদায়ে ধরা পড়েছি? রাজার হয়ে কি আমাকে ঋষি মরার দৃশ্যটা দেখতে হবে?

১ম-স্ত্রী। না—না—অমন কাজ করবেন না।

সকলে। কদাচ করবেন না।

ধৌম্য। না না কঞ্চুকী, আমি যেতে পারব না।

(সুনন্দের প্রবেশ)

কি সংবাদ?

সুনন্দ। সংবাদ কঞ্চুকী মহাশয়ের কাছে বোধ হয় শুনেছেন। না শুনে থাকেন, শুনবেন। আমি এখন রাজার অন্বেষণে যাব। ঋষি রাজা না থাকলে রাজপ্রাসাদে অন্নজল গ্রহণ করবেন না।

সুতরাং রাজাকে যেখান থেকে হ'ক্ ধ'রে আনতেই হবে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁকে থাক্‌তে প্রতিশ্রুত করিয়ে চ'লে এসেছি। আপনি শীঘ্র গৃহে যান, তাঁকে আপনার গৃহে রেখে চ'লে এসেছি।

ধৌম্য। সর্ব্বনাশ, এ কি করলে—আমার ঘরে ব্রহ্মবধের ব্যবস্থা!

সুনন্দ। কি করব? তাঁকে রাখবার যোগ্য স্থান পেলুম না।

ধৌম্য। সর্ব্বনাশ করলে—সর্ব্বনাশ করলে—এ তোমার ষড়যন্ত্র।

সুনন্দ। তিরস্কার এর পরে করবেন, এখন গৃহে যান। যতক্ষণ রাজাকে না নিয়ে ফিরি, ততক্ষণ কাছে ব'সে তাঁর পরিচর্য্যা করুন। আমি আর দাঁড়াতে পারলুম না।

প্রস্থান।

ধৌম্য। শোন মন্ত্রী, শোন। আমাকে বিপদে ফেলে যেও না। ব্রাহ্মণকে আর কোথাও রাখবার ব্যবস্থা কর।

কঞ্চুকী। ব্যবস্থা মন্ত্রী ঠিক করেছেন। আপনি ঘরে যান।

ধৌম্য। তার পর ব্রাহ্মণ যদি ঘরে মরে।

১ম-স্ত্রী। মরে কি? এতক্ষণ গিয়ে দেখুন, সে মরেছে।

ধৌম্য। শত্রুতা—শত্রুতা!

[প্রস্থান।

১ম-স্ত্রী। যাঃ, ঠাকুরের এতকালের ধর্ম্ম কর্ম্ম সব পণ্ড হয়ে এল।

১ম-পু। দুঃখ রাখ ঠাকরুণ! এখন গিয়ে যে যার ঘরের দোর বন্ধ কর। যদি পুরুত ঠাকুর তাঁকে ঘরে ঠাঁই না দেন, তা হ'লে ফুস ক'রে আর কার ঘরে ঢুকে পড়বে।

১ম-স্ত্রী। ঢুকবে—আর মরবে।

সকলে। তা হ'লে চল চল—শীঘ্র চল।

কঞ্চুকী। যা বলেছ, বিপদই বটে, আমিও ত আর তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে সাহস কচ্ছি না। ঘরে অনাহারে ব্রাহ্মণ ম'লে সর্ব্বনাশ।

সকলে। চল চল, যে যার ঘরের দোর বন্ধ কর।

ষষ্ঠ দৃশ্য

প্রান্তর।

পরশুরাম উপবিষ্ট, বিলাস-রঙ্গিণীগণ।

(গীত)

তরুণী-তরুণ-মিলন-রঙ্গ চারিধারে ঘেরা ভয়
যে যার পরশ-পিয়াস-ব্যাকুল চুপি চুপি কথা কয়।
চুপি চুপি আসে মলয় সরস চুপি চুপি নড়ে লতা
চুপি চুপি সরে কুসুম গন্ধ চুপি চুপি ঝরে পাতা,
পরশ-পরশে সাধে গো, পরশ-পরশে বাঁধে গো,
অবশ আলসে দুঁহু বাহুপাশে সঘন নিশাসে অনল বয়॥
দেখিতে এসেছে রজনীনাথ, কুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে
ঝিঁঝির ঝিঁ ঝিঁ একক মুখর, সঙ্গীতে ছবি আঁকে,
হৃদয় হৃদয়ে যাচে গো, পুলকে পুলকে নাচে গো,
যেও না যেও না ওদিকে চেও না
হোক না পরশে পরশে লয়
হোক না ধরণী বিরামকুঞ্জ পরশ বিলাসে মধুময়॥

সকলে। ওরে আগুন—আগুন।

[প্রস্থান।

পরশু। দূর হ—দূর হ। এ কি বীভৎসতা! এ কি দেখলেম মা!

(দ্যুতির প্রবেশ)

দ্যুতি। দেখেছেন ঋষি?

পরশু। দৃষ্টি-যন্ত্রণাদায়ক এমন দৃশ্য আর কখন দেখি নি।

দ্যুতি। যে হেতু এতকাল আপনি চোক বুজে ছিলেন।

পরশু। তা ঠিক, এক যুগ পরে আমি চক্ষু উন্মীলন করেছি। কিন্তু উন্মীলনের পরেই এই বীভৎসতার রঙ্গ দেখে আমার মনে হচ্ছে চোখ চেয়ে ভাল করি নি।

দ্যুতি। অর্থাৎ আমি চোক বুজে থাকি, আর ওরা দেশের উপর অবাধে রাজত্ব করুক।

পরশু। ওরা কারা?

দ্যুতি। এই ত এক যুগ ধ'রে চক্ষু বুজে ছিলেন। আবার ওদের পরিচয় শুনে আর এক যুগ ধ'রে কি কানে আঙুল দিয়ে থাকবেন।

পরশু। তুমি কি বলতে চাও, এ আমার স্বার্থপরতা।

দ্যুতি। নিশ্চয়, এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন ঋষি, এক যুগ চক্ষু মুদে ছিলে—অবশ্য এ সারা যুগ দৃষ্টি তোমার অলস ছিল না—সে কাউকে না কাউকে খুঁজেছে?

পরশু। আমাকেই খুঁজেছে!

দ্যুতি। তাঁকেই জিজ্ঞাসা কর না কেন?

পরশু। তাঁকে খুঁজে পাই নি।

দ্যুতি। বলেন কি?

পরশু। খুঁজে না পেয়ে বিরক্ত হয়ে আবার চোখ মেলেছি।

দ্যুতি। শুনে আনন্দ হ'ল ঋষি?

পরশু। আমাকে আত্মহারা দেখে তোর আনন্দ হ'ল!

দ্যুতি। এই ত বললুম।

পরশু। তা হ'লে তুইও বুঝি ওদের সঙ্গিনী।

দ্যুতি। এখনও হই নি ঋষি! কিন্তু আর বুঝি সঙ্গিনী না হয়ে থাকতে পারি না। ওরা প্রচণ্ড বলে আমাকে আকর্ষণ করছে।

পরশু। ওরা কারা?

দ্যুতি। বলে লাভ!

পরশু। অন্ততঃ তোমাকে ওদের কবল থেকে মুক্ত করতে আমি চোক মেলে থাকব।

দ্যুতি। ওরা নয়—এক অসাধারণ শক্তির অসংখ্য মূর্ত্তি—তার নাম লালসা। তারই ইঙ্গিতে এখন সারা দেশটা চলছে!

পরশু। এ দেশের নাম কি?

দ্যুতি। আপনি জানেন না?

পরশু। জানলে জিজ্ঞাসা করব কেন মা। এই ত বললুম, আমি আত্মহারা!

দ্যুতি। দেশাংশের নাম বলব?

পরশু। না সমগ্র দেশের নাম বল।

দ্যুতি। কুরুক্ষেত্র?

পরশু। রাজা?

দ্যুতি। আপনি কি তাকে শাসন করবেন?

পরশু। নিশ্চয়! তুমি তার নাম বল?

দ্যুতি। আপনি আত্মহারা এইবারে বুঝতে পারলুম ঋষি। দেশে রাজা থাকলে কি রাজ্যে এমন ব্যভিচারের স্রোত বইতে পারে।—দেশ এখন অরাজক।

পরশু। রাজা ছিলেন কে?

দ্যুতি। বললে কি করবেন?

পরশু। তাকে ফিরিয়ে আনব।

দ্যুতি। ঠিক?

পরশু। না পারি, এই সব বীভৎসতা বর্ণিয়ে সমস্ত জ্বালা আমি নিজের দৃষ্টিতে আবদ্ধ করব।

দ্যুতি। আপনাকে কে ফিরিয়ে আনবে ঋষি? এই ত বললেন, আপনার আপনিটাকে খুঁজে পান্ নি।

পরশু। সত্যই ত বালা, কেবা আমি? কোথা আমি? কেন আমি।

দ্যুতি। তবে কে তাকে ফিরিয়ে আনবে ঋষি? দেশের নাম কুরুক্ষেত্র, অধিপতির নাম ধর্ম্ম।

পরশু। হাঁ? তাঁকে রাজ্যচ্যুত করলে কে?

দ্যুতি। বলব ঋষি? সাহস ক'রে শুনতে পারবে?

পরশু। বল—আমি শোনবার জন্ম প্রস্তুত হলুম।

দ্যুতি। কথায় কি শমেছ ঋষি, এক ব্রাহ্মণ তাঁর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন?

পরশু। দেবী?

দ্যুতি। এই ধর্ম্মক্ষেত্রের অধিপতিকে সিংহাসনচ্যুত করেছ তুমি।

পরশু। বিরাট অনল সিন্ধু প্রলয় গর্জ্জনে
ওই তার যুগপিষ্ট পরপার হ'তে
স্মৃতি আনে করিয়া বহন।

দ্যুতি। কে বা তুমি
কোথা তুমি, কেন তুমি বিতাপে জর্জ্জর,
এইবারে বুঝিলে কি ঋষি?

পরশু। ওই তার
পশ্চাতে পশ্চাতে অনন্ত বিস্তার ল'য়ে সাথে
অনন্ত আবর্ত্তশীল সংস্কারের স্রোত
ছুটে আসে কি বিরাট হাহাকার!

দ্যুতি। পতিহারা, পুত্রহারা সংসারে সকল
হারা নারী, সঙ্গোপনে বসিয়া বসিয়া
নীরবে যে করেছ ক্রন্দন, হে ব্রাহ্মণ!
জীব তাহা না শুনিতে পারে, কিন্তু ঋষি,
তা শুনিতে কেহ কি ছিল না ত্রিভুবনে?

পরশু। ছিল, আছে, রবে চিরদিন, ত্রিভুবন
ভিতরে বাহিরে তার স্থান।
ওই সেই হাহাকার!
বক্ষঃস্থলে অনন্ত যাতনা প্রাণে নিশ্চল আসনে
যত্নে রক্ষিত এই আবিল আমার।
পেয়েছি সন্ধান যুগ-যুগ পরে
তোমারি কৃপায় দেবি!

দ্যুতি। ঋষি! আমি মিথ্যা বলেছি?

পরশু। না, তোমার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। বারবার

ব্র-সংহারে অগণ্য ক্ষত্রিয় রমণীকে অনাথা ক'রে আমিই ধর্মকে সিংহাসনচ্যুত করেছি। অবাধ ব্যভিচারে জাতীয়ত্বের অস্থিমজ্জা পর্য্যন্ত ভক্ষণ করেছে।

দ্যুতি। উপায়?

পরশু। এখনও আছে।

দ্যুতি। কপট ধর্ম্মের আবরণ-মধ্য দিয়ে ব্যভিচারের স্রোত সমস্ত দেশকে গ্রাস করেছে। কোথা উপায় ঋষিরাজ?

পরশু। উপায় আমারই সম্মুখে। বসুপত্নি! তোমার স্বামীকে আমায় ভিক্ষা দাও, আমি পৃথিবীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করি। প্রতিষ্ঠায় কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করি। বারা ও কেঁদে উঠল?

(নেপথ্যে রোদন-সঙ্গীত)

দ্যুতি। বুঝতে পারলেন না ঋষি।

পরশু। যতক্ষণ না তোমাকে দক্ষিণা দিতে পারছি, ততক্ষণ পূর্ণজ্ঞানে আমার অধিকার কই!

দ্যুতি। ওরা ধর্ম্ম-পত্নী কীর্ত্তি, শ্রী, সরস্বতী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা।

পরশু। ওদের আশ্বাস দাও—আমি গঙ্গায় স্নান করতে চললুম—সন্ধ্যায় ফিরে তোমার করে মা, আমি অমর-আস্বাদের অঞ্জলি দিতে প্রতিশ্রুত হলুম।

[প্রস্থান।

দ্যুতি। আর ক্রন্দন কেন, আশ্বস্ত হও ভগিনীগণ, আবার ঋষিমুখে ভারতে আশ্বাসবাণী ফিরে এসেছে।

(ধর্ম্মপত্নীগণের প্রবেশ)

(গীত)

হেথা ঘন বিজনবনে—প্রথম জাগিল রবি
জাগিয়া উঠিল প্রথম ব্রহ্ম সঙ্গে জাগিল জাহ্নবী।
ওই পারে ছিল বসিয়া তারা এ পারে নীরব ধরা।
নিশ্চল ছিল নীল চেলাঞ্চল বদ্ধ নয়ন-ধারা
সহসা প্রণবে পূরে অরণ্য
চকিতে পূরিল বিশাল শূন্য
হ'ল রে জগৎ-জীবন ধন্য অনলে ঝরিল হবি
জাগে সোমরসে সাম গান প্রকৃতি আঁকিল ছবি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গঙ্গাতীর।

শান্তনু ও হোত্রবাহন।

শান্ত। এ কি হ'ল সখা, আজ আমার সমস্ত শরসন্ধান ব্যর্থ হ'ল কেন?

হোত্র। সমস্ত শর-সন্ধান ব্যর্থ হ'ল!

শান্ত। সমস্ত বনের চারধারে অসংখ্য জন্তু বিচরণ করছে; অথচ একটা ক্ষুদ্র শশকও বাণবিদ্ধ করতে পারলেম না।

হোত্র। তার অর্থ আছে।

শান্ত। কি অর্থ সখা? বাণ নিক্ষেপ, শিক্ষার আরম্ভ থেকে আজও পর্য্যন্ত একটা শরও ব্যর্থ হয় নি। কিন্তু আজ হ'ল। শুধু হ'ল নয়, এতগুল শর ত্যাগ করলুম, একটা জন্তুর দেহও স্পর্শ করলে না। আমি নিজের কাছেই লজ্জিত হচ্ছি। তুমি ভিন্ন আজ যদি আর কাউকেও সঙ্গে আনতুম, তা হ'লে তার কাছে মুখ তুলতে পারতুম না!

হোত্র। ও ঠিক হয়েছে।

শান্ত। কি ঠিক হয়েছে ব্রাহ্মণ?

হোত্র। আপনি কোন্ কোন্ জন্তুর প্রতি শর নিক্ষেপ করেছিলেন?

শান্ত। প্রথমে একটা মত্ত মাতঙ্গকে দেখে শরনিক্ষেপ করি।

হোত্র। (হাস্য) ঠিক হয়েছে,—একে মত্ত, তাতে মাতঙ্গ! তার পর?

শান্ত। ঠিক হ'ল কি?

হোত্র। সে যা ঠিক—সে নির্ঘাত ঠিক। তার পর কি জন্তুকে বাণ মেরেছিলেন।

শান্ত। তার পর এক সিংহ।

হোত্র। ঠিক মিলে গেছে; (হাস্য)

শান্ত। আরে পাগল;—মিলে গেল কি?

হোত্র। দেখুন মহারাজ, এ রকম ক'রে রাগলে আমাকে চুপ করতে হবে। সুতরাং এর অর্থ আর আপনার জানা হবে না।

শান্ত। বেশ, কি অর্থ বল।

হোত্র। তার পর কি জন্তু শীকার করতে গিয়েছিলেন?

শান্ত। তার পর—তার পর, হঃ মনে পড়েছে, একটা হরিণ।

হোত্র। একদম ওপরে উঠে গেছে।

শান্ত। কি বিটলে ব্রাহ্মণ, তুমি আমাকে ব্যঙ্গ করছ ?

হোত্র। আবার ক্রোধ—আবার ক্রোধ ? তা হ'লে আবার আমি চুপ।

শান্ত। আচ্ছা, আর ক্রোধ করব না।

হোত্র। ও রকম ক'রে ক্রোধ করলে (ওষ্ঠে হস্ত দিয়া নীরব হবার ভয় দেখাইল) তা হ'লে অর্থ আর আপনার জানবার উপায় থাকবে না।

শান্ত। বেশ, অর্থটা কি বল!

হোত্র। আপনি প্রেমে পড়েছেন।

শান্ত। প্রেমে পড়েছি ?

হোত্র। প্রচণ্ড প্রেম! সে একেবারে তিন লাফে মগজে উঠেছে। প্রথমে গজ, তার পর সিংহ, তার পর একেবারে হরিণ।

শান্ত। প্রেমটা কি আমার গজের সঙ্গে টাওর করলে না কি ?

হোত্র। চুপ মহারাজ! চুপ; বাজে কথা ক'য়ে আগন্তুক প্রেমটাকে তাড়া দেবেন না। প্রেম দুর্জ্জয়। তবে কিঞ্চিৎ অসময়ে এসেছে। তা আসুক—তবে মাঝখান থেকে গরুড় বেটা ফাঁক প'ড়ে গেছে। তা পড়ুক—প্রেমটা আপনার বড়ই দুর্জ্জয়, তবে কি না, কটীদেশ থেকে লাফ মারতে মারতে গিয়ে বেটার ঠ্যাং খোঁড়া হয়ে গেছে।

শান্ত। তা মাঝখান থেকে গরুড় বেটা ফাঁক প'ড়ে গেল কেন সখা ?

হোত্র। বরাত বরাত! আজন্ম গোলোকে বাস, ক্ষীরসমুদ্র যেখানে অষ্টপ্রহর ঢেউ খেলছে, ক্ষীরেলা, চন্দ্রপুলি প্রভৃতি মৎস্য যে সমুদ্রে দিবারাত্র লাফাচ্ছে সেই স্থানে বাস ক'রেও ছোলা খেয়ে তার জন্ম গেল। কবি বলেছেন :—

নাভি-বিবর সনে লোমলতাবলি—
ভুজগী-নিশ্বাস পিয়াসা
নাসা খগপতি চঞ্চু ভরম ভয়ে
কুচগিরি সান্ধি নিবাসা।

শান্ত। বুঝতে পেরেছি ব্রাহ্মণ, তোমার কথার অর্থ বুঝেছি। তুমি মনে করেছ, আমি কোন বর-বর্ণিনী রমণীতে আসক্ত হয়েছি। তার গজের ন্যায় গতি, কেশরীর ন্যায় ক্ষীণ মধ্য—হরিণের—

হোত্র। বস্,—বস্ মহারাজ, আর হরিণের কাছে যাবেন না, ঠ্যাং খোঁড়া হয়ে যাবে।

শান্ত। তার হরিণের ন্যায় চক্ষু—

হোত্র। প'ড়ে যাবেন—কটীদেশ থেকে একেবারে চক্ষু মধ্যের দেশ সমস্তল মধ্য পড়ে যাবেন। গরুড়েই গরুড়ের চঞ্চু—সুন্দরীর নাকরূপে আপনাকে মগ্ন ক'রে ফেলবেন।

শান্ত। তুমি মনে করেছ যে, সেই রমণীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি ব'লে আমি লক্ষ্য স্থির রাখতে পারছি না। তা যে আমার হবার যো নেই সখা। কোন রমণীর মুখ দেখবার আমার অধিকার নেই।

হোত্র। অধিকার নেই মহারাজ!

শান্ত। না সখা, রাজরাজেশ্বর হয়েও আমি নারী-মুখ দর্শনের অধিকার হ'তে বঞ্চিত।

হোত্র। কি অপরাধে মহারাজ ?

শান্ত। পিতার আদেশ।

হোত্র। কই, এ কথা ত আমার কাছে এক দিনও প্রকাশ করেন নি।

শান্ত। প্রকাশ ক'রে কোন ফল নেই ব'লে করি নি।

হোত্র। সখা ব'লে যখন সম্বোধন করেন—তখন আমাকে এ কথা বলা উচিত ছিল। জানলে এই গম্ভীর তত্ত্বকথা নিয়ে আপনাকে ব্যস্ত করতুম না।

শান্ত। তাতে কি আমি ক্রোধ করেছি ?

হোত্র। আপনি না ক্রোধ করতে পারেন, কিন্তু আমি ক্রোধ করছি। এক অরসিককে রসের কথা শুনিয়ে আমি শাস্ত্রের অবমাননা করলুম। কবি বলেছেন :—

অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ হে।

শান্ত। না সখা, ক্রোধ ক'র না।

হোত্র। এমন অরসিক জানলে কি আপনার সঙ্গে বনে আসি। আপনি মৃগমহিষাদির বধ ক'রে স্ফূর্ত্তি করতে পারেন। আমার স্ফূর্ত্তি করবার কিছুই নেই—গাছের গোড়ায় কামড় দেবে কিছু পেটের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। তাই দুটো রসের কথা ক'রে মনের জ্বালা নিবারণ করছিলুম, তাতেই বাধ। দূর ছাই, রাজাই যখন রসহীন, তখন গঙ্গায় গা-ভাসান দেওয়াই দেখছি আমার উচিত।

শান্ত। আরে ছি! বামুন হ'লেই কি এত পেটুক হ'তে হয় ?

হোত্র। আর রাজা হলেই কি পেটে চড়া পড়তে হয় ?

শান্ত। সত্য কথা—এমনটা হ'ল কেন ? কখনও আমার সন্ধান ব্যর্থ হয় নি।

হোত্র। প্রেম প্রেম—ও আর কিছু নয়।

শান্ত। প্রেম কি?

হোত্র। প্রেম প্রেম আবার কি? আন্তরিক ব্যাধি। কচি খোকার চাঁদ দেখলে প্রেম, আর রাজপুত্রের মৃগয়া করতে এসে, মৃগ দেখলেই প্রেম হয়।

শান্ত। ও প্রেম-টেম আমি বুঝি না।

হোত্র। ও বোঝবার দরকার করে না—ও বুঝলেও প্রেম—না বুঝলেও প্রেম, তবে না বুঝে প্রেমের রসটা কিছু বেশী। আপনার প্রেমটা কি জানেন মহারাজ; যেমন সবিরাম জ্বর। আগে ক্ষিদে—দুরন্ত ক্ষিদে—মনে হ'ল যেন নাড়ীশুদ্ধ হজম হয়ে গেল। তার পর যেই একপেট খাওয়া অমনি দুর্জ্জয় কম্প! মহারাজ! প্রেম আপনার আগে হ'য়ে গেল, এখন প্রেয়সীর অন্বেষণ করুন।

শান্ত। দেখ সখা, আকাশে শ্বেতবর্ণ মেঘ যেন পদ্মপুষ্পের আকার ধারণ করেছে।

হোত্র। আর বেশীক্ষণ চাইবেন না, পদ্মফুলের পরিবর্ত্তে এখনি সর্ষে ফুল দেখবেন। এখন দেখছি প্রেম সকলের ধাতে সয় না।

শান্ত। আরে না পাগল, সে জন্ত নয়—কিসের জন্ত তা হ'লে তোমাকে বলি। আমার পিতা মহাতপা রাজর্ষি প্রতীপ নশ্বর দেহত্যাগের সময় আমায় বলেছিলেন, "তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত পূর্ব্ব-কালে এক দিব্য রমণী আমার কাছে এসেছিলেন। সেই নিরুপম রূপবতী যুবতী তোমাকে স্বামীত্বে বরণ করবার জন্ত যে কোন এক দিন শুভক্ষণে তোমার নিকটে আসবেন। আমি তাঁকে পুত্রবধূ ব'লে স্বীকার করেছি, যত দিন তিনি না আসেন—তত দিন তুমি অন্ত রমণীর মুখাবলোকন ক'র না। তুমি তাকে পরিণীতা ভার্য্যা ব'লেই জেনে রাখ এবং ইহাও জেনে রাখ—তিনিই তোমার পাটরাণী।

হোত্র। বটে! এ যে বিষম কথা মহারাজ! শুনেছি, মহারাজ প্রতীপ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে বহুকাল গঙ্গাতীরে বাস ক'রে সস্ত্রীক তপস্যা করেছিলেন। সেই তপস্যার ফলে অতি বৃদ্ধ বয়সে তিনি আপনাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। তার সময়ে যিনি এসেছিলেন—অবশ্য তাবে বোঝা যাচ্ছে, তখন তিনি আনন্দিতাঙ্গী, সাত্তিশয় লোভনীয়া, সুমুখী, বরবর্ণিনী গজগামিনী।

শান্ত। কি বলতে চাও, একেবারে বল।

হোত্র। আঃ! এমন নীরস পুরুষকে বরণ করবার জন্ত হাজার বৎসর আগে বায়না দিয়ে রাখে [illegible]

শান্ত। তুমি ত বলতে চাচ্ছ—সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যিনি যুবতী সুন্দরী, সহস্র বৎসর পরে তিনি বিগত-যৌবনা বৃদ্ধা শ্রীহীনা—কেমন এই কথা ত বলবে?

হোত্র। এ কথা শুধু আমি বলব: কেন মহারাজ! পৃথিবীর বোকার তলা থেকে আরম্ভ ক'রে বুদ্ধিমানের ডগা পর্য্যন্ত যাকে জিজ্ঞাসা করবেন, সেই এ কথা বলবে।

শান্ত। শুনলে না তিনি দিব্যাঙ্গনা—ইচ্ছারূপা চির-যৌবনা।

হোত্র। শুনেছি! এ কি মহারাজের কাছে প্রথম শুনলুম? ও আদিরসের আত্মশ্রাদ্ধ থেকে সপিণ্ডকরণ কাল পর্য্যন্ত শুনে আসছি। কোন প্রেমিকের প্রেমিকার দাঁতের গোড়া ফুলতে পর্য্যন্ত শুনলুম না;—তার পড়ার কথা পরে। তা মহা-রাজের সঙ্গে সে চির-যৌবনা ঠাকুরুণের কতকাল ধ'রে আলাপ পরিচয় হচ্ছে।

শান্ত। এই শুনলে—দেখি নি; আবার আলাপ পরিচয় হবে কি ক'রে।

হোত্র। কি ক'রে হবে, তা মহারাজই বলতে পারেন। গরীব ব্রাহ্মণ আজন্ম ক্ষুধার পীরিতই এড়াতে পারলুম না—কাজেই অঙ্গনার সঙ্গে আলাপ করি কখন?

শান্ত। পরিচয় জানা দূরে থাকুক, যদি কখনও ভাগ্যবশে সে সুন্দরীর সঙ্গে আমার দেখা হয়, আমি তাঁকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারব না! তিনি কে, কাহার কন্যা—এ সব কথা জিজ্ঞাসা করতে পিতা নিষেধ করেছেন। এমন কি, তিনি যে কোন কার্য্য করবেন—তা আমি শুধু নীরবে দেখব। কেন করেছেন, তাও পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করতে পারব না।

হোত্র। অর্থাৎ তিনি যদি আপনার মুণ্ড ভক্ষণে অভিলাষ করেন, তা হ'লেও আপনি বিনা প্রশ্নে মুণ্ডটা সেই বরাননার ওষ্ঠাধরের অন্তরালে নিক্ষেপ করবেন।

শান্ত। মুণ্ডই যে তিনি খাবেন, তারই বা মানে কি?

হোত্র। খাওয়া-খাওয়ির ব্যাপারে অভিধান খুঁজে আবার মানে বার করে কে? আপনার মত রাজচক্রবর্ত্তীর মুণ্ড, ও ত নিরামিষ পদার্থ—সর্ব্বজীবের ভক্ষ্য—যাক্, মহারাজ কি এখনও মৃগয়া করবেন,—না মৃগয়া-ব্যপদেশে না-দেখা প্রণয়িনীর জন্ত এখনও ব্যাকুল হয়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করবেন?

শান্ত। তোমার যদি বিশ্রামের একান্ত আবশ্যক

থাকে, তা হ'লে শিবিরে ফিরে যেতে পার, আমি শশক-শীকার না ক'রে ফিরছি না।

হোত্র। জয় জয়কার হ'ক মহারাজ! কি আকাশ ফাসছে, মলয় কাশছে—জলদ আসছে, তা হ'লে গন্ধর্বদের যোগটাও আসছে। মহারাজের অদৃষ্ট একটানা, কাজেই নিশ্চয়ই ভেসে আসছে—একটা দিব্যাঙ্গনা—আপনার প্রেমের জ্বালা আর আমার পেটের জ্বালা ও দুটো পাশাপাশি থাকা ভাল নয়।

শান্ত। তা হ'লে আর শিবিরে কেন, নগরে ফিরে যাও; গিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা ক'রে বল্‌বে, আমি সত্বরই নগরে ফিরে যাচ্ছি।

হোত্র। আর দেশের লোককে নিমন্ত্রণ করতে বলব।

শান্ত। নিমন্ত্রণ করতে বলবে কি!

হোত্র। আর ধৌম্য পুরোহিতকে পুথি ঠিক রাখতে বলব।

শান্ত। আরে মূর্খ! কি পাগলের মত বলছ—শোন—শোন—সর্ব্বনাশ! নগরে গিয়ে একটা বিপদ বাধিয়ে বসবে? শোন না সখা, আমার একটা কথা শোন।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হিমালয়ের উপত্যকা

দ্যুতি।

(গীত)

এস এস হে ফিরে থেকো না দূরে
মরমে উঠে গান মরম-ভাঙ্গা সুরে
পূণ্য হৃদয়ে পথপানে চেয়ে
আকুল জীবন চলিয়াছি বেয়ে
দিনে দিনে দিন গেল বয়ে
এস এস হে ফিরে
ভাসিতে পারি না আর আঁখিনীরে।

(সুনন্দের প্রবেশ)

সুনন্দ। উঠিল অপূর্ব্ব ধ্বনি কাঁপিল তটিনী।
সঙ্গীত কি নদী-কোলাহল? হস্তিনার
কুগ্রহ কুদৃষ্টি করে, হস্তিনা নগরে
ধর্ম্মনাশ ভয়ে আজ স্তব্ধ গৃহবাসী।
রাজা আত্মহারা, শুধু মৃগয়া-ব্যসনে
রত, গৃহীর কর্ত্তব্য গেছে ভুলে। গৃহ
শোভাকরী লক্ষ্মীরূপা নারী গৃহকার্য্যে
না ল'য়ে সহায়, পবিত্র গৃহস্থধর্ম্মে
করে অপমান, শাস্তি দিতে ভগবান্
অতিথির রূপে উপস্থিত পুরদ্বারে।
বিমুখ যদ্যপি হয় দ্বিজ, গৃহধর্ম্ম
রাজধর্ম্ম সব যাবে ডুবে, মহাপাপে
মেদিনী মজিবে, আত্মরক্ষা-তরে তাই
কাঁদে কি ধরণী? সে করুণ আর্ত্তনাদে
বহে কি সমীর, ভয়ে দেবতার দেশে?
কোথা প্রভু, যদি এই বনমধ্যে কর
অবস্থান, সত্বর উত্তর দাও মোরে।

(শান্তনুর প্রবেশ)

শান্তনু। এ কি মন্ত্রি! রাজ্যভার তোমারে সঁপিয়া
মৃগয়া কারণে আসিয়াছি বনে, তুমি
রাজ্য ছেড়ে, সহসা এখানে কি কারণ?

সুনন্দ। সহসা এখানে নহি নৃপ—আপনারে
করিতে সন্ধান—দেশে দেশে লোক আমি
করেছি প্রেরণ, তাতেও চিত্তের শান্তি
হ'ল না রাজন্! তাই দাস, রাজ্য ছেড়ে
নিজেই এসেছে অন্বেষণে।

শান্ত। রাজ্য মোর
বিপন্ন কি রিপুর দলনে?

সুন। মহারাজ!
শান্তনুর নাম মাত্র প্রহরী প্রবল
দূর ক'রে দূরে শত্রু-দল, রাজ্য তব
আক্রমিতে সাধ্য আছে কার?

শান্ত। তবে এত
ব্যাকুল হইয়া চারিধারে পাঠাইয়া
চর; অবশেষে নিজে দেখা ব্যস্ত-
ভাবে কেন মন্ত্রীবর? দুর্ব্বহ রাজ্যের
চিন্তা ঢালিতে জাহ্নবী-জলে,—
শান্তি কামনায়, এসেছিনু
মৃগয়া কারণে, ছদ্মবেশে, সঙ্গোপনে এক
মাত্র দ্বিজ সঙ্গী সাথে নরপুঙ্গ পথে
গঙ্গোত্রী গহনে আমি করি বিচরণ
নহে ত অজ্ঞাত কথা, বিপদ না হ'লে
এমন ব্যাকুলভাবে, আসিতে না দেখা।

সুন। রিপু আক্রমণ হ'তে রাজ্যরক্ষা তরে
আছে মহারথী সেনাপতি। শান্তিময়
প্রজার ভবনে, যদি পড়ে প্রকৃতির
সরোষ নয়ন, আছে যে রাজন্! ভূজঙ্গপথ

চির জাগরিত, নিঃশঙ্ক করিতে প্রজা-
গণ দেবতার রোষে শান্তির অঞ্জলি
দিতে দান আছে সে মহান্, পৌরবের
হিত মূর্ত্তি পুরোহিত ধৌম্য তপোধন।
তবে ?
কিন্তু বংশ যেথা পায় রাজা ভয়
প্রতীপ্ত পৌরব-গর্ব্ব, ক্ষুণ্ণ যেথা হয়,
সেখানে আপনি স্থির, দানিতে অভয়
অন্যে কেবা আছে মতিমান্ ?
বংশ পায় ভয়! কি বল সচিব!
প্রহেলিকা
মত্ত বাজিল আমার কানে। কার
অত্যাচারে বংশ বিপন্ন আমার ? কেবা
সেই শক্তিমান্, কোথায় তাহার স্থান ?
বলিতে শঙ্কিত প্রভু! আপনা হইতে
পুরুবংশ বিপন্ন দারুণ!
আমা হ'তে!
জ্ঞানে আমি হেন পাপ করি নাই যার
পবিত্র পৌরব-বংশ যাহে পায় ভীতি!
এসেছেন রাজগৃহে তেজঃপুঞ্জ ঋষি
আপব তাঁহার নাম। শুভ্র জটাভার
জ্যোতির্ম্ময় আদিত্য আকার, বিচ্ছুরিত
জ্যোতিকণা, প্রতি রোম-শিরে।
সূর্য্যোদয়-
মুখে প্রবেশিয়া পুরীমাঝে, ঋষি আজ
অতিথি আপন গৃহে। পাদ্য অর্ঘ্য দানে
যথাসাধ্য তুষিতে ব্রাহ্মণে, গলবস্ত্রে
দাঁড়াইনু সম্মুখে তাঁহার। আমি ভৃত্য
তব, পরিচয়ে জানিলেন তপোধন।
জিজ্ঞাসিলা "কোথা প্রভু তব ?" বলিলাম
তাঁরে, রাজ্যভার সঁপিয়া আমারে প্রভু
মোর মৃগয়া কারণে, একমাত্র সঙ্গী
সনে পশেছেন বনমাঝে। শুনি ঋষি,
বলিলা আমারে, "আছে মোর ব্রত গৃহী-
শূন্য গৃহমাঝে আতিথ্য না লই।" শুনি
বলিলাম তাঁরে, অতিথি দুয়ারে আসি
যত্তপি বিমুখ হয়, বিনা উপচারে
যত্তপি অন্যত্র তিনি করেন গমন,
তা হ'তে দুর্ভাগ্য আর অন্য কিবা আছে
ধরণীতে। শুনি ঋষি করিলা উত্তর—
"জান নরবর, গৃহী যদি নাহি থাকে,
[illegible] গৃহিণী তাঁর। পত্নীর হইবা

শান্ত। তার পর ?
সুন। তার পর আর কি বলিব মহারাজ!
ঋষিবাক্য করিয়া শ্রবণ, ক্ষুণ্ণ মনে
বলিলাম শুন তপোধন, প্রভু মোর
এখনও কুমার-ব্রতধারী। এই কথা
করিয়া শ্রবণ, চমকি উঠিল ঋষি।
কহিলা বিষাদে "শতবর্ষ অনাহারী
ব্রতধারী বসেছিনু সুমেরুর তলে।
ব্রতান্তে ক্ষুধার্ত্ত আমি তাই হে ধীমান্,
এসেছিনু আতিথ্যের পৌরবের গৃহে।
শাস্ত্রে কহে, গৃহিণী যত্তপি রহে গৃহে
সার্থক সে গৃহ নাম, নতুবা শ্মশান,
রসশূন্য শান্তিশূন্য দগ্ধ মরুভূমি।
হ'ল না ক্ষুধার শান্তি, নিষ্ফল আগম,
রাজগৃহ অশান্তি-নিলয় রসহীন
অন্ন হেথা।" এই বলি উঠিলা ব্রাহ্মণ!
শান্ত। তুমি তারে ছেড়ে দিলে ?
সুন। মহামতি! তপস্বী ক্ষুধার্ত্ত দ্বিজ দ্বারে,
সহজে ছাড়িব আমি তাঁরে!
শান্ত। জয় হ'ক সুনন্দ তোমার।
যথার্থ বলেছে ঋষি—
চলিষ্ণু দেবীর মূর্ত্তি নাহিক যে গৃহে,
গৃহ নাম বিড়ম্বনা তার।
এখনও আছেন মুনি ভবনে আমার ?
বল মন্ত্রী, ত্বরা বল মোরে
এখনও কি অক্ষুণ্ণ আছেন
ধর্ম্ম পৌরবের গৃহে।
সুন। এখনও আছেন মহারাজ!
অঙ্গীকারে ঋষিরে বাঁধিয়া
ধৌম্য পুরোহিতে তাঁর রক্ষাভার দিয়া
আপনার অন্বেষণে ত্যজেছি নগরী।
সায়াহ্ন পর্য্যন্ত ঋষি রহিবেন তব
অপেক্ষায়। যাহা আছে বক্তব্য তাঁহার,
গৃহস্বামী আপনারে ক'রে নিবেদন
রাজ্যত্যাগ করিবেন তিনি।
শান্ত। শীঘ্র যাও—
আমারও কর্ত্তব্য আছে ঋষির সমীপে,
ঋষিরে সংবাদ দাও আসিছে নৃপতি।

[সুনন্দের প্রস্থান।

গুহ্যকথা—সমীরণ করে নি শ্রবণ!
নিজকর্ণে অদ্যাপিও ওঠে নি সে ধ্বনি!

সঙ্গে সঙ্গে শুনিবে ধরণীবাসী।
নাহি জানি কিবা আছে বিধাতার মনে
শুভ কি অশুভক্ষণে, ক্ষুধার্ত্ত অতিথি
প্রবেশিল রাজগৃহে, বুঝিতে না পারি।
করুণানিধান! অন্তরে নিভৃত স্তরে
লুকান যে কথা, একমাত্র জান তুমি।
সেই তুমি অতিথির রূপে উপস্থিত
মম গৃহে, ধর্ম্মাধর্ম্ম তুমি জান প্রভু!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কানন।—পাহাড়ের একাংশ।

(দেববালাগণের গীত)

মধুময় কানন মধুময় উপবন মধুময় জাগে হৃদে আশা।
মধুময় অনিল মধুময় ফুল মধুময়ী শুধু ভালবাসা॥
মধুময় আস্য মধুময় হাস্য মধুময় হৃদয় ভবন
মধুকুল দলে মধুকর দোলে মধুকরে মধুতে রমণ
মধুময় আকাশে মধু ভরা বিলাসে
ঝরে শুধু মধুময়ী ভাষা॥

চতুর্থ দৃশ্য

পর্ব্বত।

(শান্তনুর প্রবেশ)

শান্তনু। কি কুক্ষণে গৃহ হ'তে হয়েছি বাহির
সর্ব্বকার্য্যে নিষ্ফল আমার! মৃগগণ
ভীতিশূন্য মুগ্ধনেত্রে চাহে মোর পানে।
সার দিয়ে ব'সে পাখী পাদপ-কোটরে
মুক্ত কণ্ঠে গাহিতেছে গান। যেন মনে
পরাজয় হেরিয়ে মোরে সমবেত স্বরে
সকলে রহস্যে রত। গর্ব্ব খর্ব্ব মোর!
হীন গর্ব্বে নগরে ফিরিতে—আগে হ'তে
কাঁপিছে হৃদয়। পথপানে চেয়ে আছে
ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ! জিজ্ঞাসিবে যেমি, পথ
পানে চেয়ে আছে বিষণ্ণ নগরী। যদি
ইচ্ছা করি—সহস্র সুন্দরী এই দণ্ডে
সাগ্রহে ছুটিয়া আসে বরিতে আমায়।
যদি ইচ্ছা করি—ভারতে যেখানে থাক্
বীর্য্যবতী নারী—সবলে ধরিয়া তারে
আনিতে সক্ষম আমি হস্তিনা নগরে—
অবহেলে—যদি নাহি যেতে অভাজনে।
কিন্তু হায়! ইচ্ছাশক্তি আবদ্ধ আমার
পিতার যে অন্তিম আদেশ-বাণী বর্ণে বর্ণে
কর্ণে মোর তুলে প্রতিধ্বনি। আমি
সে আদেশ অণুক লঙ্ঘিতে। সত্যাশ্রয়
হে শঙ্কর—জানি আমি সত্য চিরজয়ী—
সত্যাশ্রয়ী জগতে মহান্—বেদে সত্য
সনাতন নাম—জ্যোতির্ম্ময় প্রভাকর
শুভ্রদেহে সাক্ষ্য দেয় সত্যের মহিমা।
সেই সত্য করিয়া আশ্রয়—
নাশ-ভয়ে ভীত আমি!
সায়াহ্ন পর্য্যন্ত আমি রব অপেক্ষায়।
যদি ধর্ম্ম যায়, যাক্ তাহা সন্ধ্যামুখে।
কোথা আছ হে অজ্ঞাত প্রেয়সী আমার—
ধরণীর কোন্ কূলে—
লুকাইয়া সৌন্দর্য্যের রাশি—কোন্ লীলা
ছলে, দেখিতেছ স্বামীর যন্ত্রণা! এস—
এস কুরু-কুললক্ষ্মী, এস সোহাগিনি!
মম উপবাসী ঋষি—তোমারে গৌরব
দিতে, ভিক্ষাপাত্র হাতে সতৃষ্ণ নয়নে
চেয়ে আছে পুরদ্বারে। অন্নদা-রূপিণী—
এস ভাগ্যবতী রাণী, পতিরে অভয়
কর দান। এ কি! এ কি!
শ্যাম শোভাময়ী নব প্রকৃতির বুকে,
শ্যামাঙ্গী সঙ্গিনী-কর ধ'রে,
কে বিচরে মুক্তকেশী বামা!
সুনির্ম্মল গঙ্গাজল, হিল্লোল ধরিয়া,
গাঁথিয়া জীবনময়ী কুসুমের হার
কোন্ চিত্রকরে তোমা রচিল সুন্দরী?
দাঁড়াও—দাঁড়াও—যেও না—
যেও না—বালা।
ভিক্ষা দাও সুলোচনে—ব্যাকুল পিপাসী
আমি—করুণার বিন্দু লোভী—দাও—
ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও ক্ষণিক দর্শন।

[বেগে প্রস্থান।

(দ্যুতির প্রবেশ)

(গীত)

সঙ্গে তোরা কে যাবি গো আর
এবার আমি ডর দিয়েছি কলসায়।

অস্ত্র গেছে উষার দেশে খুঁজিতে আমারে
হাসি আমার কাঁদে বসি নয়ন দুয়ারে,
চোখের তারা পলকহারা শূন্যপানে চায়।
আকাশ থেকে মেঘের ঝরা কয় কানে কানে
লুকিয়ে আছ কার গো তুমি করুণ গানে
আয় গো তোরা আয় আমার বলতে হাসি পায়
অনুরাগে উদয় অরুণ চাঁদের আলোয় মিশে যায়।

(হোত্রবাহন ও অনুচরের প্রবেশ)

অনু। ঠাকুর, সর্ব্বনাশ হয়েছে!

হোত্র। মিথ্যা কথা, বেটা লোক চেন না, তামাসা করতে এসেছ?

অনু। দোহাই ঠাকুর—তামাসা নয়, সত্যি বলছি—সর্ব্বনাশ হয়েছে।

হোত্র। আবার বেটা মিথ্যা কথা বলে! সর্ব্বনাশ হ'ল বলে কে?

অনু। আমি বলছি।

হোত্র। তবে আর সর্ব্বনাশ হ'ল কই? তুই ত এখনও বেঁচে আছিস্, তোর নাশ ত হয় নি!

অনু। কেন, আমি কি অপরাধ করেছি যে, আমার নাশ হবে?

হোত্র। তোর বলবার দোষে হচ্ছিল রে, বেটা! আমি সামলে দিলুম। বল—অর্দ্ধেক নাশ হয়েছে, কি সিকি নাশ হয়েছে। বেটা সর্ব্বনাশ বললেই খপ ক'রে ধ'রে যাবি, এখন বল্ কি হয়েছে?

অনু। মহারাজ পাগলের মতন কোথায় চ'লে গেছেন।

হোত্র।. তাতে কি হয়েছে—আবার বুদ্ধিমানের মত ফিরে আসবেন।

অনু। না ঠাকুর, আসা সম্বন্ধে সন্দেহ, ব্যাপার বড় গুরুতর। নগরে এক শত বর্ষ উপবাসী সন্ন্যাসী এসেছে।

হোত্র। এসেই বুঝি রাজার বুদ্ধিটি গিলে খেয়ে ফেলেছে!

অনু। আরে না গো—শোন না—কথার মাঝ-খানে বাধা দাও কেন? বামুন এসেছে ক্ষিদের ছট্‌ফট্ করছে, কিন্তু কিছুই খাচ্ছে না।

হোত্র। খাচ্ছে না, না খেতে পাচ্ছে না?

অনু। মহারাজ শাস্তড়ুর ঘরে এসে, অতিথি খেতে পাচ্ছে না! তুমি কি পাগল হ'লে না কি ঠাকুর!

হোত্র। তবে তোরা বেটারা কি করতে রয়েছিস্? যা—গাল চিরে বামুনকে খাইয়ে দে।

অনু। না ঠাকুর, তামসা নয়, বড়ই বিপদ। কেউ তার মুখে এক ফোঁটা জল দিতে পারে নি। তার নাকি পণ আছে, গৃহস্থ একক হ'লে তার ঘরে জল গ্রহণ করে না।

হোত্র। ওঃ—তাই বল—অর্থাৎ এক ঘরে পাঁচ বেটা গেরস্থ জুটে গুঁতোগুঁতি করবে, ঠাকুর তাই দেখতে থাকবে আর খেতে থাকবে।

অনু। আরে রাম বল—ঠাকুরের সঙ্গে কথা কওয়া দায়। বিয়ে—বিয়ে—বুঝেছ?

হোত্র। গৃহস্থ সস্ত্রীক না হ'লে ব্রাহ্মণ আহার করবে না।

অনু। এই বুঝেছ।

হোত্র। তা হ'লে ত সুবিধেই হ'ল রে বেটা! তবে সর্ব্বনাশ বলছিলি কেন! বামুন যেমন আহার করবে, রাজাও সস্ত্রীক হবে।

অনু। তা হবে, কিন্তু দেরী সইছে কই! বামুন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবে বলেছে, এর ভিতরে যদি মহারাজ বিয়ে ক'রে বামুনের সম্মুখে উপস্থিত হ'তে পারেন, তবেই বামুন খাবে—নইলে চ'লে যাবে।

হোত্র। তা হ'লে রাজা বিয়ে-পাগলা হ'য়ে ছুটোছুটি করছেন—বল্!

অনু। আরে ছুটোছুটি ক'রে হবে কি—সন্ধ্যা হ'তে দেরী নেই, এ দিকে রাজারও সন্ধান নেই, নগরবাসী সব উপবাসী রয়েছে। অভুক্ত বামুন ব'সে থাকতে কেউ খেতে পার্‌ছে না, ছোট ছোট ছেলে মেয়ে সব না খেয়ে মর মর হ'ল।

হোত্র। হুঁ!

অনু। এখন বুঝতে পেরেছ বামুন, বিপদ কি?

হোত্র। বিপদ কি রে বোকা—এত সুসংবাদ শোনালি।

অনু। সুসংবাদ কি গো ঠাকুর! বামুন যদি অনাহারে চ'লে যায়, তা হ'লে যে সমস্ত দেশটা জ্বলে পুড়ে যাবে—দেশে যে এক প্রাণী থাকবে না।

হোত্র। আরে না না, বোকা মুখ্‌খু, জগতের হিতার্থী বামুন বেছে বেছে রাজার ঘরে এসে অতিথি হয়েছে। বুঝতে পারলি কোন রমণীর ভাগ্য আজ সুপ্রসন্ন হচ্ছে, সে আজ ভারতেশ্বরী হবে।

অনু। বল কি ঠাকুর!

হোত্র। হায় হায়, হায় হায়!

অনু। ভাগ্যই যদি ভাল হ'ল, তবে আর হায় হায় করছ কেন?

হোত্র। (কপালে করাঘাত) হায় রে আমার কপাল!

অনু। যাক ঠাকুর, কপাল চাপড়াতে আর হবে কেন?

হোত্র। বেটা বোকা বুঝবি কি? দেখ আজ আমার ঘরে অতিথি আসবে।

অনু। ওঃ, তা হ'লে তোমার আজই বিয়ে হ'ত!

হোত্র। প্রজাপতি ঠাকুর যদি মৌমাছি বোল্‌তা এমন কি ভীমরুলের ঝাঁক এনে রাজার বরাত আগলে থাকে, তবু রাণীর শুভাগমন রোধ করতে পারছে না।

অনু। তোমার কি এতই বিশ্বাস?

হোত্র। চুপ কর বেটা, বিশ্বাস আবার কি? বেটা আমার দুঃখের কথা কানে তুলছে না, কেবল বিশ্বাস বিশ্বাস। রাণী ত এলো, এখন ব্রাহ্মণী সঙ্গে সঙ্গে আসছেন কি না তাই বল্‌।

অনু। তা আমি কি ক'রে জানব!

হোত্র। তা যদি না জানবি, তবে রাজার ঘরে চাকরী করতে এসেছিস্‌ কেন? বল বেটা, ব্রাহ্মণী সঙ্গে সঙ্গে আসছে কি না।

অনু। তোমার আবার কোন্‌ চুলোর ব্রাহ্মণী আছে যে আসবে?

হোত্র। ওরে হতভাগা, আমার ব্রাহ্মণী চুলোয়?
দেখ চেয়ে আদিত্যের হৃদয়-পঞ্জরে
ছিনাইয়া জন্ম হ'তে এ হৃদি-কমলে
দিছি স্থান। জন্ম হ'তে আবাহন গান।
প্রতিবিম্ব নয়—সত্য—সে ব্রহ্মবাদিনী।
প্রভাতে কুমারী কন্যা, মধ্যাহ্নে যুবতী,
সায়াহ্নে প্রচণ্ডা বৃদ্ধা মন্ত্র সামগানে,
সমগ্র জগতে দেবী বহিছে কল্যাণ!
চেয়ে দেখ আদিত্য-হৃদয়ে নিত্য সত্য—
নিত্যলীলা। বিশ্বের প্রকাশ-শক্তি তারা!

অনু। ওরে বাবা রে! এ বলে কি রে?

[প্রস্থান।

হোত্র। ঠিক হয়েছে, সহজে হৈ চৈ প'ড়ে গেছে! যে কথা নিয়ে রাজার সঙ্গে তামাসা করলুম, কার্য্যতঃ তাই ঘ'টে গেল, বুঝতে পারছি, আজ মহাত্মা প্রতীপের বাসনা পূর্ণ হবার দিন। ব্রাহ্মণ বিষম পণ [illegible] রাজগৃহে অতিথি হয়েছে; রাজার জিহ্বাদগ্ধা [illegible] আজ ঘরে আসবে। আসবে কি? এতক্ষণে [illegible] এসেছে! এখনও যখন রাজা ফিরল না, [illegible] বনের মাঝে একটা গণ্ডগোল বেঁধেছে। তা হ'লে, ত আমায় সহজে ফেরা হ'ল না; রাজার অনুসন্ধানে আবার আমাকে যেতে হ'ল। তাই ত! আমারও যে রাজার ঘরে অজ্ঞাতবাসের এক যুগ পূর্ণ হ'ল। আজ যে আমার গুরুর পুনর্দর্শনের দিন। পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি মত ভগবান রাম আজ যে দাসকে দেখা দেবেন, সে ব্রহ্মবাদীর বাক্য ত মিথ্যা হবে না। হস্তিনা আজ পূর্ণকাম অঙ্কে ধরবার জন্যে উপবাস-ব্রতধারিণী। জয় গুরু—জয় গুরু! শ্রীপাদপদ্মরজ দিয়ে হস্তিনাবাসীকে আজ কৃতার্থ কর। মোহবশে লোক সকল যাকে অমঙ্গল মনে করছে, আজ তারা দেখুক, মঙ্গল তার ভিতর পূর্ণমাত্রায় পূর্ণ। এস গুরু—এস গুরু! তোমার স্মরণ মাত্রে চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠল; হস্তিনাবাসীর ভাগ্যরূপে আজ এ জনপদে পদার্পণ কর।

ত্রিসপ্তবারং নৃপতীন্ নিহত্য
যস্তর্পণং রক্তময়ং পিতৃভ্যঃ।
চকার দোর্দ্দণ্ডবলেন সম্যক্
তমাদিশূরং প্রণমামি বিষ্ণুং॥

(জামদগ্ন্যের প্রবেশ)

জাম। অপূর্ব্ব কাহিনী কথা শোন্‌ বিশ্ববাসী!
ওরে অমৃতের পুত্র তোরা! পেয়েছি সন্ধান
আমি তার, সে মহান্ পুরুষ প্রধান
আদিত্য বরণ অধিষ্ঠান তমসার
পারে। কিন্তু শোন সবে বিচিত্র কাহিনী—
সূর্য্য-চন্দ্র-সৌদামিনী সেথানে কিরণ
দিতে নারে, কোথা আমি কোথা দীপ্তি তার?
মন-বুদ্ধি-অগোচরে বাক্যের উপরে
অচল তথাপি নিত্য তীব্র গতিশালী

[বেগে প্রস্থান।

হোত্র। এই ত এই ত স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে
এই যে সম্মুখে দেখি সে মহান্ পুরুষপ্রধান।
আনন্দ ঢালিয়া আজ মহতী শোভায়
পূর্ণ হোক দশ দিক্ পূর্ণ হোক ধরা।
মধু পূর্ণ হও সমীরণ, মধুবহ
মলয় সমীর, এ অপূর্ব্ব দিবাশেষে
এ বিশ্বে সকল বৃক্ষ হোক মধুভরা।
পেয়েছি সন্ধান, গগনেপ্ফুটেছে গান
মানবের আশ্বাস বচন, এস গুরু
কল্যাণ মূরতিধারী এস নারায়ণ!

দেখো [illegible] তোমার [illegible] মহাপ্রাণ !
যে [illegible] [illegible] পাবে না তোমারে।

[প্রস্থান।

(যমুনা ও সরযূর প্রবেশ)

যমুনা। বেঁধে ফেল্—বেঁধে ফেল্—ঘেরে ফেল্ জালে।
উন্মত্ত ছুটেছে ঋষি, মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হবে
অনন্ত আবেগে, এখনি অনন্ত অঙ্গে।
প্রাণ মিশাইবে।

সরযূ। শান্তিরোধে যদি সই, ক্রুদ্ধ হন ঋষি ?

যমুনা। তোমারে দিতেছি তাই বন্ধনের ভার !
রাম-পদ বিলাসিনী তুমি হে তটিনী,
তরল তরঙ্গে তব, উঠে অবিরাম
রাম রাম মধুময় ধ্বনি। ভাগ্যবতী
তুমি রাণী রামলীলা—পরশে পরশে
তোমার পরশে তার ক্রোধ যাবে ভেসে।

সরযূ। তপঃক্লিষ্ট ঋষিরে ঘেরিয়া, ফল কিবা
বুঝিতে না পারি।

যমুনা। আছে ফল, নহে কেন
ব্রাহ্মণে বাঁধিতে মোর এত আকিঞ্চন।

সরযূ। আগে বল, তবে নিজে করিব বন্ধন।

যমুনা। নামে সন্ধ্যা ধীরে ধীরে ধরণীর গায়
আহ্নিক-সময় ব'য়ে যায়। তাই ঋষি
ছুটিয়াছে জাহ্নবী উদ্দেশে। কিন্তু সখী
প্রেমের পরশে উত্তপ্ত সলিল তার।
যেমন করিবে স্নান, নিশ্চিন্ত ব্রাহ্মণ
স্রোত অঙ্গে অঙ্গ দিবে ঢালি, দগ্ধ দেহ
হইবে তাঁহার। অমনি জাগিবে ক্রোধ,
মধুময় প্রেমের সঙ্গীতে, ঝঙ্কারিবে
মনোভঙ্গে বিষাদের ধ্বনি। প্রেমময়ী
মন্দাকিনী, ঋষি-শাপে মুহূর্ত্তে হইবে
শুষ্ক কলেবর।

সরযূ। বুঝিয়াছি সই, এখনি শৃঙ্খলরূপে
ঋষির পবিত্র পদ করিব বন্ধন।

[যমুনার প্রস্থান।

বেঁধে ফেল্ বেঁধে ফেল্ ঘেরে ফেল্ জালে
আসিতেছে মত্ত ঋষি জামদগ্ন্য রাম,
ওঠ নদী কূলে কূলে, ভর্ নদী কূলে কূলে
ঋষির গমন-পথে বাধা হয়ে দাঁড়া লো সকলে।

(সঙ্গিনীগণের প্রবেশ)

(গীত)

বেঁধে ফেল বেঁধে ফেল মায়ার ডোরে
এসেছে পুরুষবর তোমারি দোরে॥
বেঁধে সে বেঁধে সে [illegible]
বেঁধে সে বেঁধে সে [illegible],
[illegible] বেঁধে সে রাতুল চরণে
বেঁধে সে জীবনে বেঁধে সে মরণে
ধুয়ে সে পদযুগ আঁখি-লোরে॥

[সঙ্গিনীগণের জলমধ্যে অন্তর্দ্ধান।

(বেগে পরশুরামের প্রবেশ)

রাম। গেল গেল, সব গেল ডুবে।
কোথা আমি ? কেন আমি ত্রিতাপে জর্জ্জর
কোথা মোর ঘর ?
কেন আমি গৃহশূন্য গভীর অরণ্যমাঝে ?

(হোত্রবাহনের প্রবেশ)

কে তুমি ব্রাহ্মণ ? কূলে কূলে
প্রসন্ন তরঙ্গ তুলে
কোথা হ'তে ভীম বন্যা ঘেরেছে আমারে।
কি করিব, কোথা যাব ? কেমনে হইব পার ?
নির্গমন পথ পার কি দেখাতে মোরে ?

হোত্র। কোথা যাবে প্রভো ?

রাম। জাহ্নবীর তীরে।
সন্ধ্যাকার্য্য সমাপিব সেথা।
দেখি সন্ধ্যা ব'য়ে যায়,
তাই ব্যাকুল হিয়ায়
চলেছি গঙ্গার অন্বেষণে ;
এমন সময়ে দেখি, বিনা বরিষণে
নিবিড় গহনে এলো বান,
সে বিপুল জলরাশি
ঘূর্ণাবর্ত্ত সঙ্গে ল'য়ে, পথরোধ করিল আমার।
শুন হে ব্রাহ্মণ। বড়ই বিপন্ন আমি
বৃত্তাকার জলের প্রাকার
ক্লান্ত আমি শক্তিহীন
উল্লঙ্ঘিতে সাধ্য নাই মোর।

হোত্র। পথ আছে। সেই পথে আমি এই
আলোক-বিহীন অরণ্য করেছি পার।
এ প্রচণ্ড বন্যা প্রভু,
পরশিতে পারে নাই মোরে।

রাম। দয়া ক'রে আমারে দেখাও।
সন্ধ্যা ব'য়ে যায়—
ক্রিয়া-নাশে ধর্ম্ম যায় মোর।

হোত্র। শুক মোর পথ, শুক নাম তরী
[illegible] কর্ণধার [illegible]।

জাম। কোথা বৎস সে গুরু মহান্,
কোথা তাঁর অবস্থান,
দয়া ক'রে দেখাও আমারে।

হোত্র। সম্মুখে আমার তিনি
আত্মহারা প্রভু ভগবান্
যাঁর, বিশ্বরূপী জামদগ্ন্য নাম।

জাম। কে তুমি—কে তুমি যুবা?

হোত্র। আমি এ পড়িয়াছিনু স্রোতস্বিনী জলে।
দেখি চারিধার হ'তে মত্ত জল স্রোতে
আমারে করিতে গ্রাস ছুটিছে তটিনী।
বিশাল অবনী প্রভু, আঁখির পলকে
ক্ষুদ্রতর ধরিল আকার।
ক্ষুদ্র খেরা মাঝে, অতি ঘোর মৃত্যুরূপে
এলো অন্ধকার, মহর্ষি ভিতরে শঙ্ক ভবি
সলিলে ডুবিল, কটীদেশ গ্রাসিল আমার—
আমি একা শক্তিশূন্য আশাশূন্য, নিদারুণ
ভয়ে জড়প্রায় হয়েছি বিকল তনু,
সহসা উঠিল অম্বরের বক্ষ হ'তে
কোমল আশ্বাসবাণী—
"নির্ভয় হও হে বৎস। আসিয়াছি আমি।
লহ নাম, ধর কর, উল্লাসে চরণ
রাখ তরঙ্গ উপর।" অপূর্ব্ব সাহস
মোর জাগিল অন্তরে। মুদিয়া নয়ন
ধ্যানে—রাম রাম—অভিরাম রাম রাম
গানে উল্লাসে চরণ দিনু তরঙ্গের
শিরে। তরঙ্গ হইল তরী, ধীরি ধীরি
বহন করিয়া মোরে—অরণ্য-বাহিনী—
নিক্ষেপ করিল তব অভয় চরণ-
তলে। চক্ষে আসে জল, অন্তর বিকল,
হে গুরু, হে জগতের পথের সম্বল,
তোমারে হেরিয়া আত্মহারা। একবার
চাও নিজপানে গুরু, একবার চেয়ে
দেখ গগনে গগনে দেবতা ব্যাকুল—
পথের সন্ধানে আসে নিকটে তোমার।

জাম। কেবা তুমি! হোত্রবাহন? প্রিয় শিষ্য মম?

হোত্র। শ্রীচরণ স্মরি, দীর্ঘ যুগ আছি
আমি অপেক্ষায়, কিন্তু গুরু মর্ম্মভেদ
হয় যাতনায়, দেখিয়া তোমায়। গুরু
আজিও হ'ল না তব স্মৃতির বিকাশ?

জাম। থাকে থাকে আসে, পুনঃ পলায় তরাসে।
প্রতিহিংসা বশে যখন অগণ্য হ'ত
ক্ষত্রিয়ের ছবি—আমার জ্ঞানের পথ
করে অবরোধ।

হোত্র। পাপপূর্ণ—ব্রহ্মচারী
ঋষি! নিজ শক্তি-বলে [illegible]
সে সবারে? আসিতে নারিল [illegible]?

জাম। এই আসে, এই চ'লে যায় তবে মনে হয়
সময় আসিবে। প্রকৃতি মধুর হাতে
পাশে লীলা ক'রে। বহুকাল পরে আমি
পেয়েছি তোমারে। হে শিষ্য! তোমার ভক্তি,
জ্ঞান ফিরাইতে মোর হইবে সহায়।
সন্ধ্যা ব'য়ে যায়, তাই শুধাই তোমায়
জাহ্নবী কোথায় বৎস! দেখাও আমারে।

হোত্র। সন্ধ্যা চ'লে যায়? এখনও মায়া? প্রভু
করহ স্মরণ, দূর যুগে সন্ধ্যা-মুখে
পত্নী-কোলে মস্তক রাখিয়া, একদিন
মহামুনি জরৎকারু পড়ে ঘুমাইয়া—
সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয় হেরি, পত্নী তাঁর
জরৎকারী ধর্ম্মের বিনাশ ভয়ে; নাম,
ল'য়ে নিদ্রাভঙ্গ করিল পতির। উঠে
তপোধন, নিদ্রাভঙ্গে আরক্ত লোচনে,
কহিল, কি হেতু মোরে অকালে উঠালে?
কম্পান্বিত কলেবরে, কহিল তাঁহারে সতী,
প্রভু, ধর্ম্ম-নাশ ভয়ে জাগায়েছি তোমা।
সূর্য্য অস্ত গেছে, সন্ধ্যাও চলেছে, তাই
নিরুপায় আপনারে প্রবুদ্ধ করিনু।
যথার্থই সন্ধ্যারে বিগতা দেখি, ঋষি
"সন্ধ্যা, সন্ধ্যা, সন্ধ্যা" ব'লে করে সম্বোধন;
কাঁপিতে কাঁপিতে সন্ধ্যা ফিরিল তখন।
কহে, "হের ঋষি আছি ব'সে অপেক্ষায়
অস্তাচল-শিরে।" হে ভার্গব! হে মহান্
বিষ্ণু অবতার! চলে চন্দ্র চলে সূর্য্য
আদেশে তোমার। তোমার আদেশ বিনা
সন্ধ্যা চ'লে যাবে?

জাম। দীর্ঘজীবী হও পুত্র—
শিষ্য হয়ে গুরুরে করিলে জ্ঞানদান।

হোত্র। জ্ঞান ঐ শ্রীচরণ-কমলের রজঃ
ঐ মাত্র সম্বল আমার, ঐ ধ'রে
দীর্ঘ যুগ আছি বেঁচে।

জাম। শিষ্য হয়ে গুরুরে যদ্যপি দেয় জ্ঞান
কেবা গুরু? কেবা শিষ্য?
কি সম্বন্ধ এ দুয়ের মাঝে?
কহ ত প্রকৃতি মোরে—
এ মহান্ কাল-সিন্ধু-পারে,
কোন্ শৈল-গুহার ভিতরে
কোন্ যোগী এ সম্বন্ধ করিল সৃজন?

বলিতে কাতর ?
দেখি ! নিরুদ্ধ করিলে ওষ্ঠাধর !
তবে যাও চ'লে—যাও চ'লে দৃষ্টিপথ হ'তে
খোল রে রহস্যদ্বার, নিজে আমি সে
মহানে করি অন্বেষণ !

হোত্র। গুরু ! গুরু !

জাম। কেবা গুরু ? কেবা শিষ্য ?
কেবা দাতা ? গ্রহীতা বা কে ?
জ্ঞান নই, মান নই, দ্রষ্টা নই, দৃশ্য নহি আমি—
নহি মন, নহি বুদ্ধি, চিত্ত অহঙ্কার,
কাল নই, জীব নই, কোথা গুরু কোথা শিষ্য ?
খণ্ড বা অখণ্ড নই আমি !

হোত্র। সেই সঙ্গে জানি আমি—তুমি ইচ্ছাময় !
তাই বলি—তোমারি ইচ্ছায় নিজধামে
ফিরে এস ব্রহ্ম নিরঞ্জন !
প্রকৃতি করুক আবর্ত্তন। ঊর্দ্ধগতি রুদ্ধ হোক—
মুক্ত হোক আনন্দের দ্বার !
গুরুবাক্য সত্য যদি,
ফিরে এস লীলা-গৃহে বিষ্ণু অবতার।

জাম। এ কি পুত্র ! এখনও দাঁড়ায়ে আছ ?

হোত্র। আছি। কোথা যাব আজ্ঞা কর প্রভু ?

জাম। কোথা ছিলে ?

হোত্র। স্মরণ করহ প্রভু !

জাম। শান্তনুর গৃহে ?
এ কি পুত্র, বিপন্ন কি নরেশ্বর ?

হোত্র। দারুণ বিপন্ন আজি রাজা। তাই প্রভু
গুরুর শ্রীমূর্ত্তিরূপে এসেছে আশ্বাস বাণী !
বল প্রভু, রাজা নিরাময় ?

জাম। তব ভক্তি
আগে হ'তে করিয়াছে নিরাময় তারে,
হে বৎস, গুরুরে দেখাও পথ !

[উভয়ের প্রস্থান।

(গঙ্গা ও যমুনার প্রবেশ)

গঙ্গা। আর কত দূর যাবি সই ?

যমুনা। উদ্যানে চলেছ দেবী উথলিয়া দূর যে নিকটে
আসে চ'লে, চলিতে কি হেতু কর ভয় ?

গঙ্গা। তবে চল, চলিতে চলিতে
ফিরে যাই পিতার আলয়ে।

যমুনা। বেশ চল,
কিন্তু ওই চলিবার পথে—

গঙ্গা। কি যমুনে ?

যমুনা। ঐ দেখ। চেয়ে দেখ দূরে—
এ অপূর্ব্ব কানন ভিতরে
অপূর্ব্ব মাতঙ্গগতি কে বিচরে পুরুষ-প্রধান ?
প্রতি পাদক্ষেপে মেদিনী করিছে টলমল !
তব জল উল্লাসে ভরিল কূলে কূলে।

গঙ্গা। এ কি মূর্ত্তি দেখালি যমুনে !
ধর নারী, নয়ন ফিরাতে নারি আমি—
ধর নারী, সর্ব্ব অঙ্গে এল শিহরণ ;
কানে কানে কি বলিছে সমীরণ ?
বলে অনঙ্গ শ্রীঅঙ্গে আজি খেলিতে এসেছে।
ওই ওই বহু দূরে
স্মরণে আসিছে ধীরে
দেবতা-সেবিত ব্রহ্মালয়ে একবার দেখা—
ঐ সেই পুরুষপ্রবর
মহাতেজা মহাভীষ রাজা
আমারে দেখিয়া বাসনায় ব্যাকুল হইয়া
চেয়েছিল মোর পানে সতৃষ্ণ নয়নে।
বিধাতার ইচ্ছাবশে মলয় পবন
স্রস্ত মোর করিল বসন,
বিধাতার প্রবল ইচ্ছায়
আমিও মজিনু সখী তীব্র কামনায়।
দেখে ব্রহ্মা নৃপতিরে দিল অভিশাপ
স্বর্গচ্যুত হ'ল নরপতি।
দিব্যচক্ষে দেখিতেছি আমি
ঐ সেই মহান্ শঙ্কর সম প্রতীপ-নন্দন।

যমুনা। হাত ধর, চ'লে এস রাণী,
ধরে তার দিও নাকো ধরা।
নারীর মর্য্যাদা রাখ ; কম্পিত হিয়ায়
রাজা অগ্রে দেখুক তোমায়
বুকভরা ব্যাকুলতা ল'য়ে,
সঙ্গে সঙ্গে আসুক ছুটিয়ে,
যথা আছে প্রথা প্রেমময়ণে ;
মিনতির রাশি ল'য়ে
পুরুষ পড়ুক আগে রাঙ্গা দুটি পায়।

(যমুনার গীত)

নারীর নয়ন বাঁধ গো নয়নে
পিছু পানে ফিরে চেও না।
লজ্জার বাঁধ তার চির সাধ উল্লাসে ভেঙ্গে দিও না।
আসুক সে আগে নব অনুরাগে বলুক কি বলে কথা
প'ড়ে দু'টি পায় যাচুক তোমায়, চালুক মরম-ব্যথা।
তার আগে কথা কয়ো না
কথা কয়ো না কথা কয়ো না

বিকাতে হৃদয় যদি না সে আসে
হাতে তুলে সেটি নিও না॥
[উভয়ের প্রস্থান।

(শান্তনুর প্রবেশ)

শান্তনু। ফিরাও ফিরাও গতি, মুহূর্ত্তের তরে
হে সুন্দরী, মুখটি ফিরাও—ব'লে যাও
একবার ব'লে যাও—ও রূপে তরঙ্গ
যদি থাকে, কথা পুষ্পে উঠ গো ফুটিয়া।
কে বা তুমি কার কন্যা, কি হেতু আসিলে
এই দেশে? কহিলে না তবে তুমি নও।
নহ তুমি হে অজ্ঞাত কুলশীলে, নহ
তুমি সে ললনা, যে বেঁধেছে সত্যপাশে
সত্যাশ্রয়ী পিতারে আমারে। সত্যমূর্ত্তি
পুত্র আমি তার।
স্বেচ্ছা বিচরণ-পথে
বাধা আমি হব না তোমার।
ফেরো—নির্ভয়ে বিচর বনে বালা।
[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

—•—

প্রথম দৃশ্য

কানন।

(হোত্রবাহন ও শান্তনু)

শান্তনু। সখা সখা সখা, বৃথা মোর জীবন ধারণ:
দেখিলাম বিচিত্র বরণা
সঙ্গে সে সঙ্গিনী সুলোচনা
নহে মোহ, পূর্ণ জ্ঞানে করেছি দর্শন।
কিন্তু কই, কোথা সখী—
তুমি বল, দৃষ্টিভ্রম এ কি হে আমার?
কোথা সেই মূর্ত্তি ধরা কুন্দ-পুষ্পসার?
হোত্র। আক্ষেপ যদ্যপি কর হে জ্ঞানি-প্রধান
আত্মার সন্ধানে কভু
জ্ঞানপথ মানবে না করিবে আশ্রয়;
ঘুচাও সংশয়।
দৃষ্টি-শক্তি কভু তোমা করে নি ছলনা।
শান্তনু। মন্থরগমন নারী, সঙ্গে সহচরী
উপনীত হ'তে সখা সমীপে তাহার
উন্মত্তের মত ব্যাকুল ছুটিনু আমি।
অভিলাষ সাম্রাজ্য আমার
পদে তার দিয়া উপহার
হৃদয়ের পাত্র-ভিক্ষা করিব প্রার্থনা।
কিন্তু কই কোথায় মিলাল বালা?
এই ত পথের মাঝে আকুল অন্তরে
গতিরোধ করিয়া আমার
রঙ্গে করিছে কাল সুরতরঙ্গিনী;
রহস্য করিতে রবি
শুভ্র হাসি মাখিয়াছে রক্তিম বদনে;
রহস্য করিতে ওই শুভ্র কাদম্বিনী
নির্নিমেষ রবি-আঁখি করে আচ্ছাদন;
গেল দিন হস্তিনার গৃহে গৃহে;
নরনারী শিশু বৃদ্ধ যুবা আর্ত্তনাদ
ঢাকিতে বিহগ অরণ্যানী;
ওই শুন তুলিল পক্ষীর কোলাহল।
পৌরব নামের গর্ব্ব যা মোর সম্বল
সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে
সুরধনী-অঙ্গে সখা হ'ল বিসর্জ্জন।

(বস্ত্রাবৃতা গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। মহারাজ আসিয়াছি বরিতে তোমায়।
হোত্র। এস এস গুরুবাক্য করিতে সার্থক
এস মা কল্যাণময়ী। কি হেতু সঙ্কোচ?
জীবের কল্যাণ চিরদিন এই মত,
আসে আবরণে—রহস্য তাহার নাম।
শান্তনু। কে তুমি কল্যাণী?
গঙ্গা। প্রশ্ন ক'র না ধীমান্।
জানিনু তোমার গৃহে অভুক্ত ব্রাহ্মণ,
শুনিনু তাহার পণ—বিপন্ন যেহেতু
তুমি রাজা, হস্তিনার বিপন্ন হয়েছে
নরনারী! শুনি ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ
তাই আসিয়াছি আত্মদানে।
শান্তনু। দেবী, অজ্ঞাত তোমার বর্ণ—অজ্ঞাত তোমার
কুলশীল, কি বয়স কেমন মূরতি,
কিছু নাহি জানি, কেমনে ধরিব কর?
গঙ্গা। একাকী, অথবা পার্শ্বে সঙ্গী আছে রাজা?
একাকী রহিলে কথা কব, সঙ্গী থাকে
নীরব রহিব।
শান্তনু। আছে সখা, মম প্রাণ
চিরপ্রিয় চির হিতকারী।
গঙ্গা। স্থান-ভেদে বর্ণ-ভেদ মম; জন্ম মম
গোপনে অকূলে, মধ্যে দুই কূলে স্থিতি
মম। এখন কুলটা আমি—নিত্যনব।
বরণ আমার—আমার নিকটে আমি

নরনারী আপন মূরতি হেরে। রাজা
দর্পণ গুনেছ কোথা দেখে আপনারে!
শান্তনু। এ কি বক্রভাবে তুমি কথা কও নারী?
গঙ্গা। চিরদিন বক্রগতি—রাজা, বক্রগতি
সম্পত্তি আমার।
শান্তনু। (স্বগতঃ) এ কি সমস্যা দারুণ
কোথা থেকে কে এলো এ বিচিত্র ললনা
সর্ব্বাঙ্গের বসন, প্রহেলিকাময় বাক্যে
পরিচয়ে দেয় আবরণ। অসবর্ণা
সবর্ণা কি বুঝিতে না পারি। না বুঝিনু
কাহার ঝিয়ারী। এ কি সাহসিনী, সর্ব্বনাশী
কি সাহসে কুলটা বলিয়া মোরে দিলি পরিচয়!
হোত্র। মহারাজ চিন্তার সময়
নাই, সন্ধ্যা যায় ব'য়ে—এখন যদ্যপি
দ্বিজ অভুক্ত চলিয়া যায়, পিতৃকুল-
অভিশাপ পড়িবে তোমার শিরে।
শান্তনু। তাই ব'লে
পুণ্যময় পৌরবের গৃহে কুলটারে
দিব স্থান?
গঙ্গা। আসিয়াছি করুণায়—দেখি
ধর্ম্ম যায়—সত্য কথা তোমারে কহিনু;
অভিরুচি যদি হয় করহ গ্রহণ
মোরে, নাহি যদি অভিরুচি, আজ্ঞা কর.
আমি অন্যত্র চলিয়া যাই।
শান্তনু। কি বলিব বুঝিতে না পারি!
হে বিধি বিপন্ন আমি!
আমি নরপতি, যদি ত্যজি নীতি, শাস্ত্র-
বাক্য করি পরিহার—দেশের কল্যাণ,
আমা হ'তে ক্ষুণ্ণ হবে, আদর্শে আমার
হবে রাজ্যে ব্যভিচার, সমাজ-শৃঙ্খলা,
কিছু মতে রহিবে না আর; অন্যদিকে
কুলশীল অজ্ঞাত বুঝিয়া রমণীরে
যদি না করি গ্রহণ, ঘোর ব্রহ্মহত্যা
পাতকে ডুবিব—পিতৃগণে স্বর্গ হ'তে
বিচ্যুত করিব! কি করি শঙ্কর! মোরে
বুদ্ধি কর দান।
গঙ্গা। শীঘ্র বল, কি করিলে স্থির মহারাজ?
শান্তনু। ভাল, মুখ তোল!
গঙ্গা। আগে কর অঙ্গীকার, পত্নীত্বে আমারে তুমি
করিবে গ্রহণ!
শান্তনু। কি করি ব্রাহ্মণ!
হোত্র। নিজ জ্ঞানে স্বকর্ত্তব্য কর মহামতি! রূপ

শান্তনু। দাও দেখি কর! আমি আত্মহারা—
পিতার আদেশ!
ভুলে গেছি কেবা তুমি হও, এই
সাধু দ্বিজের সম্মুখে, এই অন্তর্যামী
রবিরে করিয়া সাক্ষী, পত্নীত্বে তোমারে
আমি করিনু গ্রহণ, এইবারে মুখ তোল রাণি!
গঙ্গা। মহারাজ! যদ্যপি শ্রীহীনা হই?
শান্তনু। তবু রাণী
গঙ্গা। যদ্যপি স্বৈরিণী মত ইচ্ছামত চলি?
শান্তনু। মিনতি তোমায়,
নারী, অবস্থা বুঝিয়া মোর, ভাগ্যহীনে
বিপন্ন ক'র না।
গঙ্গা। বল রাজা।
শান্তনু। হবে তুমি
ভারত-ঈশ্বরী, নরনারী দেবীজ্ঞানে
পূজিবে তোমারে—তোমার শ্রীমূর্ত্তি হেরে
যাবে অকল্যাণ দূর হ'তে দূরে। দেবী,
কোন লোভে হইবে স্বৈরিণী।
গঙ্গা। বল রাজা?
শান্তনু। ভাল পৌরবের গৌরবের দ্বারে,
আমি দিনু বলি মর্য্যাদা আপন! ইচ্ছা তব।
স্বৈরিণী হইতে যদি সাধ—তবু তুমি রাণী।
গঙ্গা। কর পণ মম সনে যেই হবে
উদ্বাহ-বন্ধন, ভ্রমেও কোনদিন
না লইবে পরিচয়, প্রিয় কি অপ্রিয়
কার্য্য যা করিব আমি নীরবে দেখিতে
হবে। যদি প্রশ্ন কর রাজা, পরিত্যাগ
করিব তখনি।
শান্তনু। কি বিপদ! কেবা এই
সর্ব্বনাশি! কি উদ্দেশ্য করিতে সাধন
নাগিনীর শতপাকে জড়ায় আমারে!
সখা, সখা, কথা বল!—নীরবে দাঁড়ায়ে
কেন দেখিছ লাঞ্ছনা।
হোত্র।—কথা কহিবার রাজা সময় কোথায়?
গেল দিন—আলো
হ'ল লীন, হেথা তুমি ধরা দিলে, সেথা
ব্রাহ্মণে হারালে—শুনিলাম বাণী! কেবা
এই সর্ব্বনাশী! আমার সামান্য জ্ঞানে
যা বুঝেছি আমি, তাকে বুঝেছি এ বালায়
বুঝা বড় দায়! যথার্থই কুলটা এ নারী,
আবেগে ধরণীমাঝে ছুটে, নিত্য স্বামী—
নিত্য ত্যজে কুল, তথাপি কুমারী নারী
[illegible] নবীনা।

শান্তনু। কহিলাম

পণ দেবী, তব কার্য্যে বাধা নাহি দিব।

গঙ্গা। প্রণমি তোমারে স্বামি!

হোত্র। ধীরে—ব্যাকুল হও না রাজা!
তারলারূপিণী রাণী শুষ্ক মরু-বুকে
প্রথম দিতেছে পদ! তাই হে রাজন্!
ভয়াকুলা মন্থরগামিনী বালা। সিন্ধু
লবণাম্বু নহে গন্তব্য তাহার—এ যে
সিন্ধু অকূল পাথার! প্রতি তরঙ্গের
শিরে শিরে, সহস্র তরঙ্গ ধ'রে নাচে
মাতৃকক্ষা—ধীরে ধীরে সন্তর্পণে ধর
কর রাজা!

[প্রস্থান।

শান্তনু। আর কেন মুখ খোল প্রিয়ে!

গঙ্গা। বিপন্ন পৌরববংশ, আকুল নয়নে
রয়েছেন তব মুখ চেয়ে। বিপ্রবর
অনাহারে দ্বারে, অতৃপ্ত বাসনা রাজা
দাও বিসর্জ্জন—অগ্রে অতিথির কর
পূজা। সঙ্গে সঙ্গে নব, বদ্ধ করে করে
যুগল অঞ্জলি ধরে অতিথি সবিষ।
নরেশ্বর বাধা দিওনাক' আকিঞ্চনে।

শান্তনু। বিচিত্র রমণী তুমি, ধরি কর অগ্রে
আমি তুমি গো পশ্চাতে; তবু মনে হয়
চলি আমি মন্ত্রমুগ্ধ আদেশে তোমার।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজবাটীর একাংশ।

ধৌম্য। কি করব—কি করব, আমি পৌরববংশের পুরোহিত, আমি বর্ত্তমানে যদি রাজ্যে অমঙ্গল হয়, তা হ'লে আমার কলঙ্ক রাখবার স্থান থাকবে না। ব্রাহ্মণ অভুক্ত, সমস্ত পুরবাসী কেউ জলগ্রহণ করতে পারছে না—শিশু বালক সব মৃতপ্রায় হ'ল। সন্ধ্যাকাল রাত্রি পিছনে ক'রে এগিয়ে আসছে! গেল! গেল! নগর ধ্বংস হ'ল! লোকসকল প্রতীকারের জন্ম আমার বাড়ীর দিকে আসছে। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণের বিষম অভিমান নিয়ে ব'সে আছি। আমি যে কি বিপন্ন, তারা ত বুঝতে পারছে না।

(ধৌম্য-পত্নীর প্রবেশ)

ধৌম্য-পত্নী। কি গো! লোক সকল দলে দলে তোমার ঘরের দিকে ছুটে আসছে। নারায়ণ রক্ষা করুন, নারায়ণ রক্ষা করুন, ব'লে চীৎকার করছে। আর তুমি শুনে এখানে মাথা গোঁজ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছ?

ধৌম্য। আমি কি করব?

ধৌম্য-পত্নী। কি করবে! তুমি রাজ্যের পুরোহিত! রাজ্যে হঠাৎ এমন একটা বিপদ উপস্থিত, রাজা নেই, তুমি আছ, তুমি প্রতীকার করবে না।

ধৌম্য। আমি কি প্রতীকার করব, আমি কি ব্রাহ্মণের হ'য়ে খাব?

ধৌম্য-পত্নী। তুমি ব্রাহ্মণকে অনুরোধ কর।

ধৌম্য। জানছি অনুরোধ রাখবে না, তবে কেমন ক'রে অনুরোধ করব। অন্নের অভাবে ব্রাহ্মণ উপবাসী নয়; আপব বশিষ্ট—সুমেরু দেশে তার আশ্রম, সুরভিনন্দিনী গাভী তার সম্পত্তি; সে ইচ্ছা করলে পৃথিবীর লোককে অন্নপানে পরিতৃপ্ত করতে পারে। সেই আজ রাজার ঘরে অতিথি। বুঝতে পেরেছ ব্যাপারখানা কি?

ধৌম্য-পত্নী। অ্যাঁ, এত বড় ঋষি! তা হ'লে কেন এসেছে গা ঠাকুর?

ধৌম্য। অষ্ট বসুর এক বসু ঋষির গাভী অপহরণ করেছিল, একের পাপে আটজনকে অভিশাপ দিয়েছিলেন; সেই দারুণ অকর্ম্মের ক্ষয়ের জন্ম তিনি অনশন-ব্রত ধারণ করেছিলেন। সেই ব্রতের পারণ করতে তিনি রাজগৃহে সঙ্কল্প নিয়ে অতিথি হয়েছেন। শাস্ত্র-ব্যবসায়ী হ'য়ে আমি কেমন ক'রে তাঁকে সঙ্কল্প ভঙ্গ করতে অনুরোধ করব।

ধৌম্য-পত্নী। এ কি করলে মা জগদীশ্বরি!

ধৌম্য। তুমি এক কাজ কর, শীঘ্র আমার জপের মালাটা নিয়ে এস। রাজা অতি অশুভক্ষণে আজ গৃহ থেকে যাত্রা করেছেন।

ধৌম্য-পত্নী। অ-দিনে রাজাকে ঘর ছাড়তে দিলে কেন? তুমি নিষেধ করলে রাজা কি গৃহ ত্যাগ করতে পারত?

ধৌম্য। রাজাকে আমি বলেছিলুম, কিন্তু রাজা আমার কথা মোটেই শুনলেন না। আপনার গোঁ নিয়েই মৃগয়া করতে চ'লে গেল।

ধৌম্য-পত্নী। তাই ত ভগবান্! রাজার এমন কুমতি হ'ল কেন?

ধৌম্য। আগে রাজা এমন ছিল না। যে দিন থেকে ঐ বামুনের ছেলেটি তার সঙ্গী হয়েছে, সেই দিন থেকেই রাজার মতিভ্রম হয়েছে।

ধৌম্য-পত্নী। কোথা থেকে এমন হতচ্ছাড়া সঙ্গী জুটল গা ?

ধৌম্য। তা কেমন ক'রে জানব। জুটে অবধি যেন রাজাকে গিলে বসেছে। আমি ত পাঁজি-পুঁথি নিয়ে রাজাকে এক রকম বুঝিয়ে দিলুম। সেই ছোঁড়া তাকে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি কি বললে, আর রাজা অমনি আমার নিষেধবাক্য অমান্য ক'রে চ'লে গেল।

(হোত্রবাহনের প্রবেশ)

হোত্র। অমনি অমনি চ'লে গেল।

ধৌম্য। কেও কেও ভায়া ! ভায়া ! কখন এলে, কখন এলে ?

ধৌম্য-পত্নী। সর্ব্বনাশ, আমাদের কথা শুনতে পেলে না কি।

হোত্র। বলছি বলছি—অগ্রে এই চারিটি চরণে প্রণাম।

ধৌম্য। হাঃ হাঃ, হোত্রবাহনের কেবল রহস্য। আমাদের পশু ব'লে একটু রহস্য করলে—কেমন হে ?

হোত্র। আজ্ঞে এ কি কথা ! আপনারা পুরোহিত-দম্পতি। দু'জনেই সমুখে,—দু'জনেরই প্রণাম গ্রহণে সমান অধিকার। কোন চরণে আগে প্রণাম করব, বুঝতে না পেরে—চার চরণেই প্রণাম করলুম।

ধৌম্য। তা বেশ করেছ। কখন এলে ?

হোত্র। আজ্ঞে সে সময় আপনারা আমার সুখ্যাতি করছিলেন।

ধৌম্য-পত্নী। ঠিক সে সময় ?

হোত্র। হাঁ ঠাকরুণ, ঠিক সেই সময়। শুনে বুক আমার আহ্লাদে ফুলে ফুলে উঠছিল। ভাবছিলুম, এ অধমের প্রতি আপনাদের এত ভালবাসা। আমার অসাক্ষাতেও আপনারা আমাকে স্মরণ করেন।

ধৌম্য। হাঃ হাঃ, ও একটা মনের আবেগ। ও তুমি কিছু মনে ক'র না। তার পর—রাজা ? তুমি এলে, রাজা কোথায় ? তোমাদের অনুপস্থিতে রাজ্যে এক বিপদ উপস্থিত। তাই মনের আবেগে তোমাকে দুটো কথা ব'লে ফেলেছি।

হোত্র। উঃ ! এ পাষণ্ডের প্রতি কৃপা দেখিয়ে এত বড় কথা ক'য়ে ফেলেছেন—কুল্যে দুটো। দুশো বলুন ; দু' হাজার বলুন।

ধৌম্য। আর বলতে হবে না, এখন রাজা

হোত্র। (চক্ষে হস্ত দিয়া ক্রন্দনের অভিনয়)।

ধৌম্য-পত্নী। ও কি ! রাজার নাম শুনে চোখে হাত দিয়ে কাঁদতে লাগলে কেন ?

হোত্র। রাজা—রাজা—কি বলব ?

ধৌম্য। কি—সত্বর বল।

হোত্র। রাজা—গঙ্গার—

ধৌম্য-পত্নী। ডুবে মরেছে ?

ধৌম্য। আরে পাগলের মত কি বল ? চুপ কর। রাজা ডুবে মরবে কি ?

হোত্র। ঠাকরুণ—ঠাকরুণ, তাই—

ধৌম্য। হেঁয়ালির কথা রাখ।

ধৌম্য-পত্নী। স্পষ্ট ক'রে বল। গলা আটকে যাচ্ছে কথা স্পষ্ট বেরুচ্ছে না।

ধৌম্য। আরে মূর্খ, কি হয়েছে বল্।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। পুরোহিত—পুরোহিত।

ধৌম্য। কি সংবাদ ?

কঞ্চুকী। সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ-পুত্রটা এখানে এসেছে।

হোত্র। এসেছে ?

কঞ্চুকী। পাষণ্ড ব্রাহ্মণ ? কি করলি ?

ধৌম্য। কি করেছে—কি করেছে ?

কঞ্চুকী। পুরুবংশ লোপ করলি ?

ধৌম্য। লোপ ! আবার কি ? রাজা নেই—এই ব্যক্তি তাঁকে গঙ্গায় ডুবিয়ে চ'লে এসেছে।

ধৌম্য-পত্নী। সাধে কি আমাদের মুখ থেকে গাল বেরুচ্ছিল।

হোত্র। অমনি অমনি কি সে কথাগুলো আমারও কানে মিষ্টি লাগছিল।

কঞ্চুকী। বল্ হতভাগা, কি ক'রে রাজাকে মারলি বল্। আমরা ব্রাহ্মণ ব'লে মানব না। রাজ-হত্যার জন্য তোকে আমরা শূলে দেব—

ধৌম্য। হোত্রবাহন্ !

হোত্র আজ্ঞে প্রভু।

ধৌম্য-পত্নী। আর মিষ্টি কথায় আলাপ করতে হবে না। পাঁজি-পুঁথির পাতা উলটে শূলের ব্যবস্থা বার কর। এক দিনে ও রাজাকে মারলে, রাজাশুদ্ধ লোককেও মারলে।

ধৌম্য। ব্যাকুল হয়ো না ব্রাহ্মণী, আমাকে বুঝতে দাও। হোত্রবাহন্ রহস্য রেখে কি হ'য়েছে ঠিক ক'রে বল, আমাদের আর সংশয়-দোলায় দুলিও না।

(সুনন্দের প্রবেশ)

সুনন্দ। আপনারা শীঘ্র আসুন, রাজা আসছেন।

কঞ্চুকী। রাজা আসছেন ?

সুনন্দ। একা নয়—সস্ত্রীক আস্‌ছেন, তিনি দূতের-মুখে সংবাদ পাঠিয়েছেন, আপনারা আর বিলম্ব করবেন না। দিনান্তের আর বিলম্ব নেই। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ঋষি পারণ না করতে পারলে, আর করবেন না।

ধৌম্য। জয় শিব-শঙ্কর—চ'লে এস কঞ্চুকী—চ'লে এস। ব্রাহ্মণী শঙ্খ আন—

হোত্র। না না, শূল আন—শূল আ'ন।

সুনন্দ। এস ব্রাহ্মণকুমার ? তোমার শব হস্তিনা-বাসী শুধ্‌তে পারবে না ; তুমি আজ রাজাকে গৃহবাসী করেছ, হস্তিনাবাসীর প্রাণ রেখেছ, ঋষিকে আমি আশ্বস্ত করতে চললুম, আপনারা বিলম্ব করবেন না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

আপব।

আপব। দুঃখে সমস্ত নগরবাসী হাহাকার করছে। কিন্তু এরা ত জানে না, কি উদ্দেশ্যে এই বিষম অনশন-ব্রত গ্রহণ করেছি। অষ্টবসুকে অভিশাপ দিয়েছি। তারা মানবরূপে ভূমিতে অবতীর্ণ হবে। কিন্তু এক মন্দাকিনী ভিন্ন এমন শক্তিমতী কে আছেন যে, অষ্ট দেব-প্রধানকে গর্ভে ধারণ করতে সমর্থ। শুধু তাই নয়। সেই অষ্ট সন্তানের মধ্যে সাত জনের জন্মমাত্রেই মুক্তি। মা মন্দাকিনী ভিন্ন কে এমন তেজস্বিনী জননী আছেন যে, প্রচণ্ড মমতাকে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে সদ্যোজাত দেবশিশুর প্রাণকে দেহ থেকে বিচ্যুত করতে পারেন ? পুরুকুলে সেই দেবীর আবাহন করতে আমি অপেক্ষার অপেক্ষায় শত বৎসর উপবাসে ব'সে আছি। কিন্তু সূর্য্য যে অস্ত গেল। পারণ-দিনের যে অন্ত হ'ল। তবে কি মা এলেন না।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। ওঠ ঠাকুর, ওঠ। তোমার পারণের অন্ন-মেরুর ব্যবস্থা হয়েছে। আর যেন ছেলেগুলোর মাঝখানে বাজবাই সুরে ক্ষুধা ক্ষুধা ক'রে চেঁচিও না। যা খেতে চাবে—তাই খেতে পাবে। হাত ধ'রে ওঠ।

আপব। সহসা অবস্থায় এমনই কি পরিবর্তন হয়ে গেল যে, উঠতে হবে ?

কঞ্চুকী। (স্বগতঃ) পরিবর্তন না হ'লে কি স্ফূর্ত্তিতে তোমার কাছে ফিরে এসেছি। তবে আগে আর সে কথা তোমাকে বলছি না। (প্রকাশ্যে) উঠবে না ত কি এতগুলো নরনারী না খেয়ে মরবে ?

আপব। তাদের খেতে নিষেধ করেছে কে ?

কঞ্চুকী। তুমি কত কালের বুড়ো ঋষি—রাজার বাড়ী অতিথি হ'তে এসে ;—না খেয়ে নগরের বুকের উপর ব'সে রইলে, এতে পুরবাসী কি মুখে জল দিতে পারে ?

আপব। তবে সবাই তাদের অভিরুচি।

কঞ্চুকী। নানা প্রকার ভোজ্য আপনার ক্ষুধা-তৃপ্তির জন্য প্রস্তুত।

আপব। কিন্তু এক অন্নপূর্ণার অভাবে তার একটা কণাও আমি মুখে তুল্‌তে পারলুম না।

(সুনন্দের প্রবেশ)

সুনন্দ। সেই অন্নপূর্ণা যদি এসে থাকেন, ঋষিরাজ ?

আপব। কই দেখাও—দেখাও—শীঘ্র দেখাও মহাভাগ। কত দূরে আমার মা—কত দূরে আমার মা। সুনন্দ ?

(শান্তনুর প্রবেশ)

শান্তনু। আর দূরে নয় প্রভু, এই আমি এসেছি।

কঞ্চুকী। এস রাজা, এস। ধর্ম্ম-রক্ষা কর। নগরবাসীকে নিশ্চিন্ত কর। সঙ্গে ও কি, মা। এস পৌরব-রাজলক্ষ্মি। সন্তানমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করছ—পতিকুলের ধর্ম্ম রক্ষা করতে এসেছ—তবে মুখ ঢেকে কেন মা।

(অন্নপাত্র হস্তে অবগুণ্ঠনবতী গঙ্গার প্রবেশ)

সুনন্দ। ঋষি। এইবার পাদ্য অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

আপব। (স্বগতঃ) ঠিক এসেছে—ঠিক এসেছ। অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকলে কি হবে মা। শ্রীচরণপঙ্কজের প্রতি অঙ্গুলি দিয়ে আবদ্ধ করুণা-প্রবাহ কল্লোল তুলছে। আমার ব্রত সার্থক হ'ল—চরণ-দর্শনেই সমস্ত তৃষ্ণার অবসান হ'ল।

কঞ্চুকী। চুপ ক'রে রইলে কেন ঠাকুর, পাদ্য অর্ঘ্য গ্রহণ কর।

(ধৌম্যের প্রবেশ)

ধৌম্য। কি ঋষিরাজ! আর কি আপনার অন্ন-গ্রহণে আপত্তি আছে?

আপব। আপনাদের আপত্তি না থাকলেই হ'ল, রাজা যদি ওঁকে ধর্ম্মপত্নী ব'লে গ্রহণ ক'রে থাকেন, তা হ'লে রাজ্ঞীর দত্ত অন্নগ্রহণে আমার কোন আপত্তি নেই।

ধৌম্য। রাজা যদি যাকে ধর্ম্মপত্নী ব'লে গ্রহণ ক'রে থাকেন, তা হ'লে আমাদের আপত্তি থাকবে কেন?

শান্তনু। আমি অগ্রেই এঁকে ধর্ম্মপত্নী ব'লে গ্রহণ করেছি;—আর এই আপনাদের সকলের সম্মুখে আবার বল্‌ছি, ইনিই আমার ধর্ম্মপত্নী।

ধৌম্য। তবে আর কেন ঋষি, পারণ কর।

(হোত্রবাহনের প্রবেশ)

হোত্র। হুঁ হুঁ হুঁ—অপেক্ষা—অপেক্ষা—ঋষি অপেক্ষা! আপনি এ কন্যার মুখ দেখেছেন?

আপব। না।

হোত্র। রাজা আপনি দেখেছেন?

শান্তনু। না।

হোত্র। কি জাতি জেনেছেন?

শান্তনু। না।

হোত্র। তবু আপনি এ কন্যাকে ধর্ম্মপত্নী ব'লে গ্রহণ করেছেন?

শান্তনু। করেছি।

হোত্র। যদি পিতার কোন ঠিক না থাকে?

শান্তনু। তবু ইনি আমার ধর্ম্মপত্নী।

হোত্র। যদি স্বৈরিণী হয়?

শান্তনু। তবু ইনি আমার ধর্ম্ম-পত্নী।

আপব। হস্তে এইবার জল দাও পুরোহিত, আমি আচমন করি, অন্নব্যঞ্জন আনাও ব্রাহ্মণ, আমি ভোজন করি।

ধৌম্য। এ কাকে নিয়ে এলেন মহারাজ!

কঞ্চুকী। পবিত্র পৌরববংশে এ কার কন্যাকে প্রবেশ করালে মহারাজ?

আপব। আর বিলম্ব সয় না। এস অন্নদে! ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দাও।

ধৌম্য। র'স ঠাকুর, র'স। পুরুরাজ কখন অসবর্ণ কন্যা বিকল্প [illegible] নি। এ কারে রাণী করলেন মহারাজ!

হোত্র। স্বৈরিণী—কুলটা, দূর ক'রে দাও।

শান্তনু। এ[illegible] দেখেছ কেন রাণি এইবারে মুখ খোল, [illegible] র্গকে পরিচয় দাও

গঙ্গা। যে জন্য [illegible] আকে না দে[illegible] আমার কোনও পরি[illegible] র্ম্মপত্নী ব'[illegible] আমাকে গ্রহণ করেছে[illegible] লোকের কাছে এ মুখ দেখ[illegible] আগে ঋষি অন্নগ্রহণ করুন।

(বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে মু[illegible] এই [illegible] ফল আপব-সম্মু[illegible])

অষ্টদিক্‌বাসী অষ্ট দেবতা অর্জ্জিত,
কত যুগ হ'তে সঞ্চিত যে কর্ম্মফল
নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল
তোমার আশ্রম-দ্বারে,
বিধাত্রী ইচ্ছায়, তাহা
সুপক্ব হয়েছে এত দিনে
মধুরতা তার একমাত্র আস্বাদ্য তোমার!
পৌরবের গৃহে
পুরুরাজ-কুলবধূরূপে
আজ আমি তোমারে করিনু দান,
কর ঋষি সানন্দে ভক্ষণ।

আপব। পুরুকুল-রাজলক্ষ্মী! তুমি এই ক[illegible] একটি একটি ক'রে হাতে তুলে দাও। শত বৎসরে[illegible] ক্ষুধানলেও যে দুরন্ত স্মৃতিকে আমি দগ্ধ কর[illegible] পারি নি; করুণাময়ি! তব দত্ত এই অষ্টফল ভক্ষণে[illegible] সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপের স্মৃতি আমার চিত্রপট থেকে[illegible] চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হ'ক!

(গঙ্গা কর্ত্তৃক ফলদানের উদ্যোগ)—

হোত্র। অপেক্ষা কর রাণী, মুহূর্ত্তমাত্র অপে[illegible] কর। কি ঋষি, আত্মরক্ষার জন্য এত আত্মহারা [illegible] নিজের প্রতিজ্ঞা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়েছ!

আপব। কি রকম?

হোত্র। সূর্য্যাস্তের পর কিছু খাবে না বলেছিলে না[illegible]

আপব। সূর্য্যাস্ত হয়েছে?

হোত্র। হয়েছে কি না হয়েছে, নিজেই [illegible] দর্শন কর।

(পটপরিবর্ত্তন)

কি ঋষি, পশ্চিম দিক্‌টে দেখছ?

আপব। তাই ত মা, পারণ যে হ'ল না।

ধৌম্য। এ সব কি কথা মহারাজ?

শান্তনু। আপনি বুঝবেন না। আর আ[illegible] বোঝাতে পারবো না। রাণীকে কোন কথা জিজ্ঞা[illegible]

আবার [illegible] তোমরাও কেউ [illegible]
[illegible] ক'র না।

হোত্র। ([illegible]) এখ বেটী ? একেবারে
যাও [illegible], যাও, যাও যাও।

[illegible] র।

[illegible] রক্ষা কর।

[illegible] ডেকে এনো না হোত্র-
[illegible] রহস্য-ব্যাপার কেউ কিছু
[illegible]

শান্তনু। [illegible]! আমার পত্নীদত্ত ফল—পুর-
! আপনার [illegible] দেখবার জন্য বড় ব্যাকুল নেত্রে
[illegible] পানে চেয়ে আছে।

হোত্র। সূর্য্য চ'লে গেছে। রক্তিমাভ পশ্চিমা-
, ঐ দেখ ধূসর বর্ণ ধারণ করলে।

শান্তনু। সখা সখা, পুরবাসীদের হত্যা ক'র না।

হোত্র। পৌরব-বংশ পুণ্য সঞ্চয়ে যে প্রতারণা
বে, এ আমি জীবন থাকতে দেখতে পারব না।
! সন্ধ্যা! ঋষি—পারণ ক'র না।

আপব। না রাজা, পারণ করতে পারলুম
।

শান্তনু। পারবেন না ?

আপব। সূর্য্য কই রাজা! সূর্য্য কই ?

শান্তনু। এ কি হ'ল!

সুনন্দ। ও মা রাজকুমারী মুখ খোল। এ
[illegible] ব্রাহ্মণকে অনুরোধ কর।

গঙ্গা। (মুখ খুলিল)

সকলে। এ কি রূপ! এ কি রূপ!

শান্তনু। শ্বেতাম্বরে, গলদেশে গজমতি হারে
— কুন্দেন্দু তুষার-শোভা-কমল-আননা
শত সূর্য্য দীপ্তি ল'য়ে
হের ঋষি ফুটিল ভুবনে।
সঙ্গে সঙ্গে শুন তপোধন—
অকস্মাৎ মুখরিত নিস্তব্ধ কানন।
দিবা অবসানে তরুকুঞ্জে আত্ম-সংগোপনে
অবস্থিত ছিল যেই পাখী
অকস্মাৎ দিবার উদয় দেখি
আকুল আনন্দে সবে
সুমধুর কলরবে জাগিল আবার।
চারিদিকে জাগরণ সমাচার ;
দেবী-দত্ত ল'য়ে উপচার
অবিলম্বে কর হে পারণ মহাভাগ।

হোত্র। সূর্য্য অস্ত গেল! সূর্য্যকে না দেখে
পারণ ক'র না, ঋষি পারণ ক'র না।

বরুণ। শুধু যে বিস্মিত হইলেন! [illegible]
দেখলে কি অন্নগ্রহণ করবেন না ঋষি ?

হোত্র। কেন করবে ?

আপব। কেন করব না ? পৌরব-পুরে
তোমার অতিথি দেখতে দেবতারা সব ছুটে
এসেছে ? আর এমন সময়ে সূর্য্য অস্তাচলে চ'লে
গেল।

(পরশুরামের প্রবেশ)

পরশু। কেন যাবে ? ঐ সূর্য্য দেব ঋষিরাজ !

আপব। ধন্য আমি, কৃতকৃতার্থ আমি !
সর্ব্বসাধ্য সর্ব্বসিদ্ধ আমি হে আবার !

পরশু। দাঁড়াও ক্ষণেক সন্ধ্যা অস্তাচল-শিরে—
ধূসর বসনে অঙ্গ আচ্ছাদনে,
কে রূপসী মুক্তকেশী
সীমন্তে সিন্দুর-বিন্দু করহ ধারণ !
করিতে বরণ কার আবাহন
এ অপূর্ব্ব দম্পতির প্রণয়-বন্ধনে
অপূর্ব্ব কাঞ্চন-সূত্রে দাও জড়াইয়া।
এস মহীপাল ! কর এই শ্রীকর গ্রহণ।
অগোত্রা অজ্ঞাত কুলশীলা !
এ কন্যার বিবাহ-বাসরে
ল'বে তার পিতৃদের ভার,
অদৃষ্ট-প্রেরিত
অজ্ঞাত অপরিচিত পুরোহিত আমি।

শান্তনু। কে আপনি মহাভাগ ?
ব'হ্নদীপ্ত শৈশব চারু কলেবর
নিখিলের অজ্ঞাত অনন্ত শক্তিধর
— বাক্যবলে বাঁধিলে প্রকৃতি।
দেখিছে মানবসংঘ বিস্মিত নয়নে।
ধীরে ধীরে ফিরিতেছে আদিত্যের গতি।
মূঢ় মোরা হর্ষিত স্তম্ভিত !
জুড়াইতে জড়িত রসনা।
তথাপি বাসনা মোর জানিতে
বল হে [illegible] —কার পদার্পণে
ধন্য আজ [illegible] নগরী ?

পরশু। পরিচয় ?
দিতে মহা
আমার ত
পুণ্যভূমি
উঠ প'
শক
দুগ-

অঙ্গ দেহে ঘুরেছি সংসার।
সুস্থ দেহ হউক তোমার।
আমার অজ্ঞাত নাম্নী কন্যার কল্যাণে
এতদিনে প্রাণ ফিরে আসিল সবার।
বিদায়—বিদায়—হে পৌরব!
এ কন্যার পত্নীরূপে করিয়া গ্রহণ
জগতে সবার শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান্ তুমি।

হোত্র। সংসার—সংসার আজ আনন্দ আগার,
অগ্নি তুমি সিন্ধুগর্ভে করহ প্রবেশ।
পৃথ্বি! তুমি শীতলতা কর আবাহন।

[অন্তর্ধান।

শান্তনু। এইবারে পারণ কর ঋষি।

আপব। আর তোমাদের অপেক্ষা রাখি নি মহারাজ! লোকচক্ষে প্রহেলিকার মত সূর্য্য একবার ফিরেছে। যে ফিরেছে, ঐ দেখ সে তোমাদের চক্ষের পলক পড়তে না পড়তে আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে। সুতরাং আর সূর্য্য ফিরবে না জেনে আমি আগে থাকতেই মায়ের দত্ত ফলের সুব্যবস্থা করেছি। মা পতিতোদ্ধারিণী এক দুই তিন ক'রে এই সপ্তম ফল পর্য্যন্ত শেষ করলুম! ঐ দেখ মা, একে একে তোমার সপ্তফল নদীগর্ভে নিমজ্জিত হ'ল! এই

অষ্টম। ঐ
হ'ল! সুত
দেখ দেখ, তে
বশিষ্ট অষ্টম ফ
তুলে লও। যে
বাঞ্ছিত অষ্টম ফল
মূর্ত্তি ধ'রে তোমার

গঙ্গা। এই
পেতেছি।

আপব। ধন্য অ
হ'ল। ধন্য পুরুবংশ!
—সঙ্গে সঙ্গে ধরণীর সুধ
পুরবাসি! আবালবৃদ্ধবনি

(পুরনারীগণে

কোথা ছিলে কোথা ছিলে কেমন ছিলে;
এত দিনে এলে কি গো পথ ভুলে।
খুঁজেছিনু আঁখি মুদে হৃদি ভবনে;
এত দিনে কি গো পড়িল মনে।
বাহিরিলে হৃদয়-দুয়ার খুলে॥
(যদি) এসেছ, এসেছ, এসেছ,
যদি ভাল বেসেছ, অভিমানে আর যেও না চ'লে॥

যবনিকা-পতন

আচমন করি,
করি।

ধৌম্য। এ কা

কঞ্চুকী। পবিত্র পৌরববংশে

প্রবেশ করালে মহারাজ?

আপব। আর বিলম্ব সয় না।

ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দাও।

ধৌম্য। র'স ঠাকুর, র'স। পুরু

অসবর্ণ কন্যা বিবাহ করেন নি। এ কা

করলেন মহারাজ!

হোত্র। শিবিকা—তফাৎ দূর ক'রে দাও।